পদ্মপুরাণ

বাঙ্গলা গদ্য অনুবাদ।

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কলিকাতা

ঝামাপুকুর লেন ২০ সংখ্যক-ভবনস্থ
সরস্বতীযন্ত্রে
শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৮ সাল।

মূল্য ৵০ দুই আনা।

তাতিশয় বলবিক্রমশালী ও নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ এবং অসাধারণ পিতৃভক্ত, অতিশয় প্রিয়বাদী ও দেখিতে পরম সুন্দর। তাঁহারা সমাগত হইলে, মহারাজ মনোভদ্র তৎক্ষণাৎ সমুদায় রাজ্য বিভাগ করিয়া, প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন।

ইত্যবসরে এক গৃধ্র স্বীয় প্রিয়তমা পত্নী সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া, সভামধ্যে সহসা উপবেশন করিল। আকার প্রকার দর্শনে বোধ হইল, তাহারা নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, সেই বিহঙ্গমমিথুনকে অবলোকন করিয়া নরপতি কহিলেন, তোমরা কিজন্য এই সভামধ্যে আগমন করিলে, নির্দ্দেশ কর।

গৃধ্র কহিল, হে পৃথিবীপাল! হে পরন্তপ! আমি গৃধ্র আর এই স্ত্রী আমার পরিগৃহীতা। এক্ষণে তোমার পুত্রদ্বয়ের রাজ্যসমৃদ্ধি দর্শন করিবার জন্য কুতূহল হৃদয়ে আগমন করিয়াছি। হে রাজন্! পূর্ব্ব জন্মে ইহাদের পরম বিপত্তি অবলোকন করিয়াছিলাম; সেই জন্য, ইহ জন্মে সম্পত্তি দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছি।

হে ঋষে! গৃধ্রের এই পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজর্ষি মনোভদ্রের অন্তঃকরণ অপার বিস্ময়সাগরে অবগাহন করিল। তখন তিনি পুনরায় কহিলেন, হে গৃধ্র! তোমার এই বাক্য যার পর নাই বিস্ময়াবহ। ইহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিরূপে তোমার পরিজ্ঞাত হইল? হে খগরাজ! যদি তুমি প্রকৃত রূপে ইহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত থাক, তাহা হইলে, আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন কর। তাহা শুনিবার জন্য আমাদের সাতিশয় কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

পৌরুস, জীবন, ধন, কুল, বিদ্যা ও কীর্ত্তি সমুদায়ই বিনষ্ট হইল। হে রাজন্! আমি মনে মনে বারংবার এইপ্রকার পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক, অবজ্ঞা বশতঃ পিতা মাতার সর্ব্ব-কল্যাণসাধিনী পরিচর্য্যা এক বারেই পরিহার করিলাম। এই দুষ্কৃতি জন্য, যমদূতগণ স্বীয় প্রভুর আদেশানুসারে আমারে পত্নী সমভিব্যাহারে দারুণ নরকে নিক্ষিপ্ত করিল। তথায় এই পাপিদ্বয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। হে পরন্তপ! প্রিয়তমা পত্নীরে লইয়া ইহাদের সহিত যত দিন সেই ঘোর নরকে বাস করিয়াছিলাম, শ্রবণ করুন। শত শত সহস্র কোটি যুগ অনন্ত দুঃখ ভোগ করিয়া, তথায় অতি-বাহন করিলাম। অনন্তর, আমি নরকাবসানে পত্নীর সহিত গৃধ্রযোনিতে পতিত হইলাম; তদবধি সর্ব্বদা মৃতমাংস ভক্ষণ করিয়া, জীবন ধারণ করিতেছি। হে অরিন্দম! ইহারাও নরকাবসানে স্বীয় দুষ্কৃতির পরিণাম ভোগ করিবার জন্য শলভযোনিতে পতিত হইল। ইহারা শলভযোনিতে পতিত হইয়া, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা সাতিশয় বিস্ময়া-বহ; বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা প্রবল পবন প্রবাহিত হইলে, ইহারা তাহার দুর্নিবার বেগবশে উড্ডীন হইয়া, সুনির্ম্মল গঙ্গাসলিলে নিপতিত হইল। গঙ্গাসলিল সমুদায় কলুষ নির্হরণ করে। তথায় পতিত হইয়া, ইহারা সদ্যঃ পঞ্চত্ব লাভ করিল। পদ্মপলাশলোচন দূতগণ তাহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পরক্ষণেই সর্ব্বভোগসমন্বিত বিমান-পরম্পরা সমভিব্যাহারে সমাগত হইল। তখন ইহারা সর্ব্ব-পাপবিনির্ম্মুক্ত ও তুলসীমাল্যবিভূষিত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বিষ্ণুপুরে গমন করিল; তথায় সর্ব্ব সুখ

সম্ভোগ করত কল্পত্রিতয় অতিবাহিত করিয়া, ব্রহ্মলোকে উপনীত হইল; ব্রহ্মলোকেও তাবৎকাল পর্য্যবসিত হইলে, কমলযোনির আদেশানুসারে ইন্দ্রপুরে প্রস্থান করিল; তথায় অমরগণেরও দুর্লভ সুখপরম্পরা ভোগ করিয়া, কল্পত্রিতয় অতিবাহনপূর্ব্বক, অবশেষে নিখিল মেদিনীমণ্ডল ভোগ করিবার জন্য আপনার এই পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। গঙ্গাসলিলে শরীর বিসর্জ্জন করিলে, পুনরায় জন্মগ্রহণ হয় না; তথাপি ইহারা পুণ্যবলে বসুধারাজ্য ভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে; এক্ষণে পুত্রপৌত্রসমন্বিত হইয়া, চিরকাল এই বসুধা ভোগ করত চরমে গঙ্গামৃত্যু লাভ করিয়া হরির গৃহে গমন করিবে; তথায় যোগিগণেরও নিতান্ত দুর্লভ জ্ঞান লাভ করিয়া, নারায়ণের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। হে নৃপবৃন্দশিরোমণে! আমি ইহাদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলাম। জাতিস্মরতাপ্রভাবে আমার কিছুমাত্র স্মৃতিভ্রংশ হয় নাই। ইহারা চরমে যে গঙ্গামৃত্যু লাভ করে, তাহারই মাহাত্ম্যবশতঃ এইরূপ সমুন্নত দশায় উপনীত হইয়াছে; কিন্তু আমরা যেরূপ দুরাচার, কেই বা আমাদের পরিত্রাণ করিবে! না জানি, এই পাপময় সংসারে আর কতকাল এই পাপময় জীবন ধারণ করিতে হইবে! সর্ব্বথা আমরা যার পর নাই হতভাগ্য! পিতা মাতার প্রতি অবজ্ঞা করিলে, দুর্নিবার নরকযন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতে হয়; সংসারে আমিই কেবল ইহা দর্শন করিয়াছি। হে নৃপর্ষভ! যে হতভাগ্য পিতা মাতার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন না হয়, তাহার উভয় লোকেই দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। অধিক কি, সে ইহকালে শ্রীভ্রষ্ট ও পরকালে ঘোরনরকগ্রস্ত

হয়। বরং ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি দুরন্ত পাতকরাশিও শ্রেষ্ঠ বোধ হয়, যেহেতু, তাহাতে কদাচিৎ নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পিতা মাতার অবজ্ঞাজনিত দারুণ দুষ্কৃতির আর কোন কালেই ধ্বংস নাই। যে পুণ্যবৃক্ষ বহুল আয়াসে উপার্জ্জিত হয় এবং সমুদায় ক্লেশ নিবারণ করে, পিতা মাতার অবজ্ঞা-রূপ প্রখর কুঠার দ্বারা মানবগণ তাহার মূলচ্ছেদ করিয়া থাকে। হে পরন্তপ! ভগবান্ বিষ্ণু সাক্ষাৎ পিতৃস্বরূপ। ভক্তিপূর্ব্বক সেই পিতৃগণের উদ্দেশে যাহা কিছু প্রদান করা যায়, তিনি স্বয়ং তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, পিতা মাতা প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ। যাহারা তাঁহাদের সেবা করে, তাহারা মহাশয়। জগৎপতি বিষ্ণুর প্রসাদে তাহাদের সমুদায় সিদ্ধিলাভ হয়। মনুষ্য পিতৃভক্তিবিরহিত হইয়া, যত দিন অবস্থান করে, তাবৎ কল্প সহস্র ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে। উল্লিখিত কারণেই আমার এইরূপ অনন্ত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। জানি না, আমি কত দিনে ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব!

ব্যাসদেব কহিলেন, হে জৈমিনে! গৃধ্র এইপ্রকার বাক্য বিন্যাস করিলে, মহারাজ মনোভদ্র বিস্ময় ও হর্ষসাগরে পুনঃ পুনঃ অবগাহনপূর্ব্বক কহিলেন, হে গৃধ্র! তোমার এই বাক্য যার পর নাই বিস্ময়াবহ; অতএব আমার হৃদয়ে কোন মতেই প্রতীতি জন্মিতেছে না। রাজর্ষি এইরূপ কহিলে, তৎক্ষণাৎ অন্তরীক্ষে এই অশরীরিণী বাণী (১) সমুত্থিত হইল, "হে নৃপসত্তম! গৃধ্র যাহা বলিল, সমুদায়ই সত্য;

(১) অর্থাৎ দৈববাণী।

ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।” অনন্তর, উল্লিখিতরূপে গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণন করাতে, গৃধ্ররাজ পত্নীর সহিত সহসা আপনার পূর্ব্বরূপ পরিগ্রহ করিল। তদ্দর্শনে দিব্যদুন্দুভিশব্দে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল; এবং রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। পরক্ষণেই সর্ব্বভোগ-সমন্বিত দিব্যবিমান সমভিব্যাহারে বিষ্ণুপ্রেরিত দূতগণ তথায় সমুপস্থিত হইল। তখন সেই সর্ব্বশ ব্রাহ্মণ প্রিয়তমা পত্নী সহিত উল্লিখিত দিব্য বিমান আরোহণপূর্ব্বক ভগবান্ হরি ভবনে গমন করিলেন। হে দ্বিজসত্তম! মহারাজ মনোভদ্র এই পরম বিস্ময়াবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়া, পুত্রকলত্রের সহিত একাগ্রহৃদয়ে গঙ্গাসেবায় তৎপর হইলেন। ফলতঃ, ত্রিভুবনে গঙ্গার সমান তীর্থ নাই। দেখ, তাঁহার নামোচ্চারণমাত্রেই দ্বিজবর সর্ব্বশ একবারেই মোক্ষপদ লাভ করিলেন।

হে দ্বিজোত্তম! গঙ্গার মাহাত্ম্য তোমার নিকটে বর্ণিত হইল। ইহা সমস্ত কলুষ বিধ্বস্ত করে। এক্ষণে তোমার আর কি শুনিতে অভিলাষ হয়, বল। যাহারা পরম আদর সহকারে দেবগৃহে এই অধ্যায় পাঠ করে, এবং যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, ইহা শ্রবণ করে, তাহাদের সমুদায় পাপভার সদ্যঃ বিনষ্ট হইয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, হে মতিমন্! আপনার প্রসাদাৎ আমি গঙ্গাদ্বারমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার জন্য আমার সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। হে ঋষে! গঙ্গাসাগরসঙ্গমের যেরূপ মাহাত্ম্য, তাহাও বর্ণন করুন। আপনি ভিন্ন আর কেহই তৎসমস্ত সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিতে সমর্থ নহে।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে বৎস! প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের মাহাত্ম্য সম্যক্‌রূপে বর্ণন করা সুসাধ্য নহে। অতএব, সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল তীর্থ লক্ষিত হয়, তৎসমস্ত প্রতি-মাঘমাসে প্রয়াগে মিলিত হইয়া থাকে। যে স্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী একত্র সম্মিলিত হইয়াছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রমুখ যাবতীয় অমরবৃন্দ তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। মাঘমাসে ভগবান্ ভাস্করদেব মকররাশিতে গমন করিলে, যাহারা সেই সময়ে তথায় স্নান করে, তাহারা বিষ্ণুলোক হইতে কদাচ প্রত্যাবৃত্ত হয় না। হে জৈমিনে! কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, প্রভাস ও গয়াতীর্থে অশ্বমেধ প্রভৃতি বহু-বিধ যজ্ঞানুষ্ঠান, অগ্নিতে আহুতিপ্রদান এবং দ্বিজাতিদিগকে কোটিসহস্র গো ও মেরুতুল্য সুবর্ণ দান অথবা অন্যান্য নানাপ্রকার দান করিলে, যে ফল লাভ হয়, মাঘমাসে পবিত্র প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে, তাহার কোটিগুণ ফল সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। এই জন্য প্রয়াগ সমুদায় তীর্থের মধ্যে প্রধান

বলিয়া পরিকল্পিত হয়। হে দ্বিজোত্তম! সূর্য্যদেব সিংহ-রাশিতে গমন করিলে, গোদাবরীতীরে বেদ, আগম ও পুরাণোক্ত বিধানানুসারে স্নান দান ও ব্রতাদি দ্বারা দীর্ঘকাল-ব্যাপী কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক যে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হয়, মাঘমাসে প্রয়াগে স্নান করিলে, সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে কাশীতে অনশন করিলে, যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐরূপ অনাহারী পুরুষ কোটি জন্মসঞ্চিত পাপভার হইতে নিষ্কৃতিলাভ ও শিবরূপধারণ পূর্ব্বক কোটি পুরুষের উদ্ধার করিয়া, চরমে শিবের সহিত আনন্দ সম্ভোগ করেন; কিন্তু প্রয়াগে মাঘমাসে গঙ্গাজল-বিন্দু দ্বারা অভিষিক্ত হইলে, তদনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে; ইহার সত্যতা বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গিরিরাজ মন্দরে তুলাপুরুষপ্রভৃতি প্রদান করিলে, যে ফল সঞ্চিত হয়, প্রয়াগে স্নান করিলে, সদ্যই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। অন্যত্র শতকোটি কল্প বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, যে ফল পাওয়া যায়, প্রয়াগে একদিনমাত্র পূজা করিলে, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য মাঘমাসে যত দিন তথায় অবস্থান করে, তাবৎ কল্পসহস্র স্বর্গে বাস করিয়া থাকে (১)। ফলতঃ, দিবাকর মকররাশিতে গমন করিলে,

---

(১) কোন কোন হস্তলিখিত পুস্তকে এই কবিতাটী খণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন পুস্তকে,

তাবৎ কল্পশতং বিপ্র মোদতে বিষ্ণুনা সহ।

অর্থাৎ তাবৎ শতকল্প বিষ্ণুর সহিত আমোদ অনুভব করে, এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়।

মাঘমাসে প্রয়াগে স্নান, দান, তপঃ, হোম, ভগবচ্চরণার্চ্চন এবং পিতৃযজ্ঞ প্রভৃতি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়; তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে; ইহার যথার্থ্যবিষয়ে কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই। হে মতিমন্! যে পুণ্যাত্মা গঙ্গাযমুনা-সলিলে একবারমাত্র অবগাহন করেন, তাঁহার দর্শনমাত্রে সমুদায় পাতক দূরীভূত হইয়া যায়। এই সংসার মহাসাগর-স্বরূপ নিতান্ত দুস্তর! যদি ইহা উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান কর, কামনাসিদ্ধি ও সর্ব্ব-পাপমোচন হইবে।

হে ঋষে! কোন স্থানে প্রণিধি নামে এক বৈশ্য বাস করিত। সে অত্যন্ত ব্রাহ্মণভক্ত ও বিপুলবিভবসম্পন্ন; দেবতা ও অতিথি পূজায় তাহার অবিচলিত অনুরাগ লক্ষিত হইত। তাহার সহধর্ম্মিণীর নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতী যেরূপ পতি-ব্রতা ও যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী; সেইরূপ সুশীলা, সৎকুল-সম্ভূতা ও সাতিশয় প্রিয়বাদিনী। হে দ্বিজোত্তম! পিতামহ বিধাতা স্ত্রীযোগ্য সমুদায় গুণে অলঙ্কৃত করিয়া, তদীয় শরীর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অন্যথা, একাধারে এরূপ অসীম গুণরাশি লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? বৈশ্যবর প্রণিধি কোন সময়ে বহুল ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক শুভলগ্নে শুভতিথিতে বাণিজ্যগমনে কৃতসংকল্প হইল। সে বিবেচনা করিল, ধন হইতেই ধর্ম্ম সম্ভূত হয়, ধন হইতেই সুনির্ম্মল যশঃ লাভ হয় এবং ধন হইতেই কূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ, ধন ব্যতি-রেকে কোন কার্য্য হইবারই সম্ভাবনা নাই। ধনহীন ব্যক্তিকে দর্শন করিলে বন্ধুও শত্রু হইয়া থাকে। দেখ, শরৎকালে মেঘ সলিলশূন্য হইলে, বায়ু তাহাকে ছিন্ন করে। অধিক

কি, যেরূপ শিশিরকাল উপস্থিত হইলে, মধুলোভী মধুকর পদ্মিনীর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না, তদ্রূপ স্বার্থপর সংসারে কোন রূপে স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে, লোকে বহুদিনসঞ্চিত বন্ধুতাও অনায়াসে পরিহার করে। যাহার ধন আছে, তাহারই বল, তাহারই বুদ্ধি এবং তাহারই পাণ্ডিত্য। ধনহীন হইলে, পুরুষ জীবনসত্ত্বেও মৃতের ন্যায় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও বিদ্যাসঞ্চয়ে পরাঙ্মুখ হয়, সে মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সকল যাহার অধিক আছে, সে অধিক ফল লাভ করে। অতএব, বুদ্ধিমান্ পুরুষ ধর্ম্মোপার্জ্জন, ধনোপার্জ্জন ও বিদ্যোপার্জ্জনে সর্ব্বদাই যত্নপরায়ণ হইবেন। ধন ও বিদ্যা দানদ্বারা প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষা ব্যতিরেকে কদাচ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি সময়ের অযথা ব্যবহার করে, সে মূর্খ হয়; যে ব্যক্তি হস্তগত বরাটককে (১) অশ্রদ্ধা করে, সে দরিদ্র হয়; এবং যে ব্যক্তি আজি যাউক, কালি হইবে, এইরূপ ভাবিয়া বৃথা দিন যাপন করে, সে কখন কামদ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। কাষ্ঠই হউক, তৃণই হউক, আর তুষই বা হউক, প্রাপ্ত হইলে পরিত্যাগ করিতে নাই। কারণ, সঞ্চয়শীল পুরুষ কদাচ অবসন্ন হয় না। প্রণিধি বৈশ্য এইপ্রকার পরিগণনা পূর্ব্বক গৃহব্যাপারসংসক্তা গৃহিণীরে গৃহে রাখিয়া, স্বয়ং বাণিজ্যের উদ্দেশে দূরদেশে গমন করিল।

হে বিপ্রর্ষে! একদা তদীয় পত্নী উদ্বর্ত্তনাদি গ্রহণপূর্ব্বক

---

(১) বরাটক অর্থাৎ কড়ি। ধনসঞ্চয়ে যাহার অভিলাষ আছে, এককড়া কড়িও তুচ্ছবোধে পরিত্যাগ করা তাহার বিধেয় নহে।

সখীগণ সমভিব্যাহারে স্নান করিবার জন্য কোন সরোবরে গমন করিল। তথায় যদৃচ্ছাক্রমে স্নান করিতেছে, এমন সময়ে ধনুর্দ্ধরজনামক কোন পাপাচার চণ্ডাল তাহাকে অবলোকন করিল। হে ঋষে! পদ্মাবতীর রূপ বিকসিত স্বর্ণপুষ্পের ন্যায়, বদনমণ্ডল প্রফুল্ল কমলের ন্যায়, লোচনযুগল মৃগশাবকের ন্যায় এবং পয়োধরযুগল পীন, উন্নত ও সাতিশয় সুদৃশ্য। দর্শনমাত্র ধনুর্দ্ধরজের অন্তঃকরণ দুর্নিবার মদনজ্বরে অভিভূত হইল। তখন সে নিতান্ত বিহ্বলিত হইয়া আপনার মূর্ত্তি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই, সহাস্য আস্যে সুমধুর বাক্যে কহিল, হে সুশ্রোণি! হে চারুহাসিনি! তুমি কে? কাহার পরিগ্রহ? হে সুন্দরি! তুমি কি জন্য স্বীয় যৌবনবলে অভিভূত করিয়া, আমার অন্তঃকরণ হরণ করিতেছ? হে বিশালজঘনে! তুমি যেরূপ বিবিধ গুণরাশির আধার, আমিও সেইরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন; আইস আমার সহিত সর্ব্ব সুখ সম্ভোগ কর।

ধনুর্দ্ধরজ মদনোন্মাদে অভিভূত হইয়া, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, পদ্মাবতীর সখীগণ নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইল; অনন্তর, ক্রোধভরে ওষ্ঠপুট সন্দংশন করত কহিতে লাগিল, রে মূঢ়! তুই নিতান্ত দুরাচার এবং নিতান্ত অসৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিস্; সেই জন্যই, অম্লানবদনে এইরূপ কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছিস্; কিন্তু তোর আকার প্রকার যেরূপ কুৎসিত, বলিতে কি, তুই আমাদের সখীর পাদনিম্মার্জ্জনেরও যোগ্য নহিস্। এই পদ্মাবতী স্বীয় স্বামী ভিন্ন কদাচ অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করেন না। ধর্ম্মকর্ম্মে ইহাঁর নিষ্ঠা ও অনুরাগের সীমা নাই। যাহারা আপনার

কল্যাণ কামনা করে, তাহারা কদাচ পাপদৃষ্টিতে ইহাঁরে দর্শন করে না! রে পাপ! কোন্ অরাজক রাজ্যে ভৃঙ্গোপভোগ্য সুমধুর লতাপুষ্পে কুৎসিত পতঙ্গ অনায়াসেই মধু পান করে? যাহারা সদসদ্বিচারশূন্য, তাহাদেরই অন্তঃকরণ পরস্ত্রীমুখসৌন্দর্য্য ও পরধন দর্শন করিয়া, দুঃসহ কামাগ্নিশিখায়(১) দহ্যমান হয়। অতএব, রে পাপমতে! দূর হও; আর এরূপ কুৎসিত বাক্য মুখে আনয়ন করিও না। বলিতে কি, তুই স্বয়ং যেরূপ অপবিত্র এবং অপবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিস্, আমরা চরণদ্বারাও তোরে স্পর্শ করিব না।

ধনুর্ধ্বজ কহিল, জাতিশব্দে ধিক্! যেহেতু, আমি সমুদায় গুণের বিশেষজ্ঞ; তথাপি তোমরা শ্বপচ বলিয়া আমারে সম্ভাবনা (২) করিলে না; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, মদিরাপূর্ণকলসমধ্যে সুবর্ণ প্রাপ্ত হইলে, কোন্ গুণগ্রাহী পুরুষ তাহা গ্রহণ না করে? অতএব, হে সখীগণ! যাহাতে আমি এই যুবতীর সহবাসসুখে কৃতার্থম্মন্য হইতে পারি, তোমরা তাহার উপায় বিধান কর। আমি তোমাদেরই শরণাগত।

হে দ্বিজসত্তম! দুর্ম্মতি ধনুর্ধ্বজ দুঃসহ স্মরদহনে দগ্ধপ্রায় হইয়া, বারংবার এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, পদ্মাবতীর সহচরীগণ নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিল, রে সুদুর্মতে! পদ্মাবতীলাভে যদি নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্বীয় কলেবর বিসর্জ্জন কর; মনোরথ সিদ্ধ হইবে। হে

---

(১) এস্থলে কামশব্দে বাসনা ও কামদেব।

(২) সংবর্দ্ধনা, সম্মাননা ইত্যাদি।

জৈমিনে! সখীগণ এই কথা বলিয়া, পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক সকৌতুক মানসে হাস্য করিতে লাগিল। অনন্তর, তাহারা পদ্মাবতীরে লইয়া, দ্রুতপদসঞ্চারে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এ দিকে ধনুর্ধ্বজ কোনরূপ কালবিলম্ব না করিয়া, গঙ্গা-যমুনাসলিলে অবগাহনপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হে দ্বিজ! শত সহস্র ব্রহ্মহত্যাপাপে তাহার আত্মা নিতান্ত কলুষিত হইয়াছিল; কিন্তু গঙ্গাযমুনার কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য! প্রাণত্যাগমাত্র সে সর্ব্বগুণসম্পন্ন, নিরতিশয় বলীয়ান্ ও পদ্মাবতীর স্বামীর সদৃশ আকারে পরিণত হইল। তৎ-ক্ষণাৎ আপনার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত তাহার স্মৃতিপথে আরোহণ করিল।

হে মতিমন্! বৈশ্যবর প্রণিধি বহু কালের পর বাণিজ্য করিয়া, সেই শুভ দিনেই স্বকীয় নিলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইল। এ দিকে ধনুর্ধ্বজও সম কালেই তদীয় আবাসে প্রবেশ করিল। কি রূপ, কি গুণ, কি বয়স, কোন বিষয়ে কোন অংশেই প্রণিধির সহিত তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। এইরূপ সমান আকার ও সমান গুণসম্পন্ন পুরুষযুগলকে সম্মুখীন দেখিয়া পদ্মাবতীর অন্তঃ-করণ বিষম চিন্তায় আক্রান্ত হইল। আপনি কাহার দয়িতা, বা কাহারে স্বামী বলিয়া অভ্যর্থনা করে, কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। তখন সেই মুগ্ধস্বভাবা সুকুমারমতি বালিকা এক বারে স্বামিযুগল নিরীক্ষণ করিয়া, নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্টা ও হতবুদ্ধি হইয়া মধুরাক্ষরসম্পন্ন সুকোমল বাক্যে দেবদেব বাসুদেবের স্তব করিতে লাগিল,—হে গোবিন্দ!

ইন্দ্র প্রমুখ অমরগণ তোমার সুপবিত্র পদারবিন্দ প্রতিনিয়ত অর্চ্চনা করেন। তুমি অনন্তমূর্ত্তি, তুমি যোগের ঈশ্বর, তুমি যোগবিৎ, তুমি যোগপ্রদ, তুমি যোগিগণের বন্দনীয়। তোমার কোনপ্রকার রূপ নাই, কোনপ্রকার বিকার নাই। হে অনন্ত! তুমি মহাবল কৈটভ দৈত্যকে সংহার করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। তুমি মহাসুর মধুকে বিনিপাতিত করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। তুমি অসুররাজ কংসকে বিনষ্ট করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। তুমি মহাপ্রভাব চানূরকে শমনসদনের অতিথি করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। হে সর্ব্বশক্তিমন্! তুমি ভুবনহিতকামনাবশংবদ হইয়া, বেদ সকল রক্ষা করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। তুমি প্রলয়সলিলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। তুমি কূর্ম্মরূপে সেই লোকাধিষ্ঠাত্রী বসুধারে স্বীয় পৃষ্ঠে স্থানদান করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। তুমি প্রধান প্রধান দৈত্যগণকে সংহার করিয়া, লোককণ্টক সমুৎপাটিত করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। হে পরমপুরুষ! সুনির্ম্মল গঙ্গাসলিলে তোমার সুকোমল চরণকমল প্রক্ষালিত হইয়াছে, তোমারে নমস্কার। তুমি মহাপ্রভাব পরশুরামরূপে পৃথিবীর ভারস্বরূপ ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। তুমি দশরথবংশে সীতাহৃদয়বল্লভরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া, লোকমঙ্গলসাধনোদ্দেশে রাক্ষসরাজ রাবণের সংহার করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। তুমি দেবগণের কার্য্যসাধন বা লোকসকলের স্থিতিবিধান বাসনায় বলমদোন্মত্ত দুর্বৃত্ত দৈত্যবংশ ধ্বংস করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। তুমি বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া, যজ্ঞসকল বিনিন্দিত করিয়াছ, তোমারে নম-

স্কার। তুমি নরসিংহবিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক দৈত্যকুলরবি মহাদৈত্য হিরণ্যকশিপুর হৃদয় বিদারণ করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। তুমি ধর্ম্মবিদ্রোহী দুরাচার ম্লেচ্ছগণের মূর্ত্তিমান্ কৃতান্ত; বিহঙ্গমরাজ গরুড় তোমার ধ্বজ এবং সুপবিত্র হৃদয়সকল তোমার আসন; তোমারে নমস্কার। হে আদ্য! তুমি দেবগণের দেবতা; তুমি গোপীগণের বল্লভ; তুমি গোকুলরক্ষাবাসনায় এক হস্তে গোবর্দ্ধননামক পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলে; আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে শাশ্বত! তুমি কমলামুখকমলের মধুকরস্বরূপ এবং বিষ্ণুরূপে সমুদায় সংসার ব্যাপ্ত করিয়া আছ, তোমারে বারংবার নমস্কার করি, প্রসন্ন হও। হে মহাবিষ্ণো! এই সংসার কৌতূহলমন্দিরস্বরূপ, মোহরূপ নিবিড় তিমিরে ইহার সর্ব্বস্থল গাঢ়তর আচ্ছন্ন হইয়া আছে; তুমিই ইহাতে বিবেকদীপ (১); শঙ্খপ্রধান পাঞ্চজন্য ও জলজপ্রধান পদ্ম তোমার ভুজশোভা বর্দ্ধিত করিতেছে; তোমারে নমস্কার করি; তুমি প্রসন্ন হও। হে কেশব! আমি তোমার দারুণ মায়ায় মোহিত হইয়া, এই সংসারে পদে পদেই ভ্রান্ত হইয়া থাকি। অথবা, ব্রহ্মা ও মহাদেব প্রভৃতি অমরেরেন্দ্রগণও তোমার মায়া অবগত নহেন। আমি মানুষী, কিরূপে তাহা জানিতে পারিব। অতএব আপনিই অনুকম্পা পুরঃসর আমার ভ্রমান্ধকার তিরোহিত করুন।

ব্যাসদেব কহিলেন, পদ্মাবতী কারুণ্যগুম্ফিত মধুরাক্ষরে এইপ্রকার স্তব করিলে, ভগবান্ মাধব তাহা আকর্ণন পূর্ব্বক

(১) কোন কোন পুস্তকে "সংসারকৌতুহলমন্দিরে তে মোহান্ধকারে চ বিবেকদীপে" এইরূপ লিখিত আছে।

তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইলেন। বোধ হইল, যেন কোটি সূর্য্য একবারে উদয়শিখরে অধিরোহণ করিলেন। পতিব্রতা পদ্মাবতী সেই চতুর্বর্গ-ফলপ্রদ জগৎপতিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, মস্তক দ্বারা বসুধা আলিঙ্গন করত তদীয় পদারবিন্দ বন্দনা করিল। অনন্তর ভক্তিগদ্গদ মধুর বাক্যে কহিল, হে কমলাকান্ত! তুমি ভক্তি ও মুক্তি ফল প্রদান কর, তোমারে নমস্কার। হে বিভো! আমি স্বভাবতঃ জ্ঞানহীন; এক্ষণে আবার অপার ভ্রমান্ধকারে মগ্ন হইয়া, আপনার স্বামীরে চিনিতে পারিতেছি না; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই ভ্রম নিরাকরণ কর।

ভগবান্ কহিলেন, হে কল্যাণি! ভ্রম পরিহার কর। ইহারা উভয়েই তোমার স্বামী। তুমি সর্ব্বদা সমভাবে উভয়েরই পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হও। হে শুভে! তোমার স্বামী প্রণিধি তরুণবয়স্ক, আমার প্রতি অকৃত্রিম-ভক্তি-সম্পন্ন এবং পরম-বুদ্ধিমান্, তিনিই তোমার যৌবন-সম্পত্তি সম্ভোগ করিবার জন্য স্বয়ং দ্বিবিধ রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। হে পতিব্রতে! আমি অনন্তরূপী; কিন্তু কমলা সেই সেই রূপেই আমার সহিত ক্রীড়া করেন। তুমিও তদ্রূপ প্রসন্ন হৃদয়ে সর্ব্বদা উভয়েরই সহবাসসুখ অনুভব কর। পদ্মাবতী কহিলেন, হে বিভো! এক স্ত্রীর দুই পতি লোকে কদাচ প্রশংসার বিষয় হয় না। হে দয়াময়! আমি লজ্জা-সাগর-কল্লোলে মগ্নপ্রায় হইয়াছি; আমায় উদ্ধার কর।

ভগবান্ কহিলেন, হে সাধ্বি! লোকে অপকীর্ত্তি জন্য তোমার সাতিশয় শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহাদের সহিত আমার পুরে আগমন কর।

হে সাধু-সত্তম! ভগবান্ এইরূপ কহিলে, তাঁহার আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ এক দিব্য বিমান তথায় সমুপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে পদ্মাবতী পতিযুগল-সমভিব্যাহারে তাঁহাতে আরোহণ করিয়া, গমন করিতে লাগিল। অনন্তর গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে দর্শন করিল, আর এক মহাপুরুষ স্বীয় সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে রথারোহণে গমন করিতেছেন। বিষ্ণুদূতগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। তাঁহাদের সকলেরই লোচনযুগল পদ্মপত্রের ন্যায়, সকলেরই শরীরপ্রভা অতসী কুসুমের ন্যায়; সকলেই গরুড়ের উপরি আসীন এবং সকলেই চতুর্ভুজবিশিষ্ট। বরাঙ্গী পদ্মাবতী বিষ্ণুর অনুরূপ রূপ-সম্পন্ন বিষ্ণুদূতদিগকে নেত্রগোচর করিয়া, কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাপুরুষগণ! এই রথস্থ পুরুষ কে? আর তোমরাই বা কে? তোমরা সকলেই বিষ্ণুর সদৃশ মহানুভব, সকলেই পুণ্ডরীক-লোচন এবং সকলেই শঙ্খ, চক্র ও গদা প্রভৃতি ধারণ করিয়া আছ।

তখন বিষ্ণুর সদৃশ পরাক্রমসম্পন্ন বিষ্ণুদূতগণ হাস্য করিয়া, বলিতে লাগিলেন, হে সাধ্বি! আমরা ভগবান্ বিষ্ণুর দূত। এই পুণ্যাত্মারে পত্নীর সহিত জগতীপতির পুরে লইয়া যাইতেছি।

পদ্মাবতী কহিল, হে বিষ্ণুদূতগণ! এ ব্যক্তি কিরূপ পুণ্যপ্রভাবে ঈদৃশী গতি প্রাপ্ত হইল, সবিস্তর কীর্ত্তন করুন, শুনিবার জন্য আমার সাতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

বিষ্ণুদূতগণ কহিল, হে পতিব্রতে! এই মহাত্মা বৃহ-

দ্রথ নামে রাক্ষস ছিল। নিবিড় অরণ্যানী ইহার বাস-ভূমি। ইহার বল বিক্রমও অসামান্য। এ ব্যক্তি সেই বলমদে অভিভূত হইয়া, সর্ব্বদাই লোকের শোকোৎপাদন, পরদার ও পরদ্রব্য হরণ, গোমাংস ভক্ষণ, নিষ্ঠুর বাক্য-প্রয়োগ এবং দেবহিংসা প্রভৃতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া, পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ হইয়াছিল। হে পতিব্রতে! এই বৃহদ্রথ কোনরূপ পাপ কর্ম্মের অবশেষ রাখে নাই, স্বপ্নেও কখন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে নাই, সর্ব্বদাই কামপীড়িত হইয়া, পরস্ত্রী-হরণাভিলাষে রথা-রোহণে আকাশে আকাশে বিচরণ করিয়া বেড়াইত এবং যে কোন প্রদেশে যে কোন রূপযৌবনসম্পন্না ললনা দেখিতে পাইত, দুর্নিবার স্মরমদে মূর্চ্ছিত হইয়া, তাহাকে সেই স্থানেই বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিত। একদা আকাশপথে এই রূপে বিচরণ করিতেছে, এমন সময়ে অবলোকন করিল, রাজর্ষি ভীমকেশের মহিষী একাকিনী বিহারভূমি অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। বিক-সিত সুবর্ণ-কুসুমের সুকুমার প্রভা তদীয় সুকোমল শরীরে সঞ্চরণ করিতেছে, এবং মনোহর নবযৌবনের সাহচর্য্যে রূপরাশি যেন উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। বৃহদ্রথ দর্শন-মাত্র অতিমাত্র কামাতুর হইয়া, প্রেম-পীযূষরস-নিস্যন্দী সাদরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে সুশ্রোণি! তুমি কে, কাহার পরিগ্রহ, এখানেই বা কি করিতেছ? সমুদায় সবিশেষ নির্দ্দেশ কর।

ভীমকেশপত্নী তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি-লেন, হে সৌম্য! আমি মহারাজ ভীমকেশের পত্নী;

নাম কেশিনী। আমি সুরত-শাস্ত্রের পারদর্শিনী ও সর্ব্ব-গুণগ্রাহিণী; এবং সদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র দোষ নাই। তথাপি, নরপতি আমারে প্রেমদৃষ্টিতে অবলোকন করেন না; দেখিতে হয়, বলিয়া ক্ষণমাত্র দর্শন করেন। স্বামীর এইরূপ অবমাননায় আমার শরীর বিবর্ণ হইয়াছে। আমি দুঃসহ বিরহ-দহনে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া, একাকিনী এই বিজন প্রদেশে অবস্থিতি করি, এবং আপনার কর্ম্ম-স্মরণ-পূর্ব্বক সর্ব্বদাই বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া থাকি। আমি এরূপ হত-ভাগিনী যে, আমার দুঃখের অংশ গ্রহণ বা আমারে আহ্বান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করে, সংসারে এরূপ কেহ লক্ষিত হয় না। হে সৌম্য! তুমি কে, কিনিমিত্ত মানব-সমাগমপরিশূন্য অরণ্যপ্রায় উদ্যানে আগমন করিয়া, আমারে সম্ভাষণ করিতেছ? প্রসন্ন হইয়া, সমুদায় সবিশেষ বর্ণন পূর্ব্বক আমার কৌতূহল নিরাকরণ কর।

রাক্ষস কহিল, হে নিবিড়-নিতম্বিনি! আমি মায়াবী নিশাচর; তোমারে আলিঙ্গন করিবার জন্য এই উদ্যানে আগমন করিয়াছি। তোমার স্বামী কোপন-স্বভাব ও সর্ব্বদাই দোষদর্শী। তাহারে পরিত্যাগ করিয়া, তুমি আমারে ভজনা কর। আমি তোমারে সর্ব্বফল সুখ প্রদান করিব।

হে সত্তম! রাক্ষসরাজ এই কথা বলিলে, কেশিনী হর্ষ-সাগরের পারদর্শিনী হইয়া, সহাস্য আস্যে তদীয় বদনে স্বীয় মুখকমল বিন্যস্ত করত, তাহারে বাহুপাশে বদ্ধ করিল। দুর্নিবার বিরহোদ্বেগে তাহার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছিল। এক্ষণে পর-পুরুষ-স্পর্শ-রসে তাহার বেগ

অপেক্ষাকৃত শান্ত হইল। তখন রাক্ষসরাজ বৃহদ্রথ সেই যুবতীরে ভুজ-পিঞ্জরে সন্নিবেশিত করিয়া, তাহার সমভি-ব্যাহারে দিব্য রথে আরোহণ করিল। এই রূপে উভয়ে দাম্পত্য-প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া, হর্ষাবিষ্ট হৃদয়ে, বায়ুবেগ রথে আরোহণ পূর্ব্বক, গগনমার্গে ধাবমান হইল। অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া, বৃহদ্রথ কেশিনীরে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, হে মধুরভাষিণি! অবলোকন কর, তোমার ভর্ত্তৃ-রাজ্য অতিক্রম করিয়া, আমরা গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে উপনীত হইয়াছি। কেশিনী শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সসাধ্বস হৃদয়ে যেমন দৃষ্টি সঞ্চালন করিল, অমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বৃহদ্রথ প্রিয়তমার এই আকস্মিক মৃত্যু দর্শন করিয়া, নানা-প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। অনন্তর গতপ্রাণা কেশিনীরে আলিঙ্গন করিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রাণ-ত্যাগ করিল।

হে জৈমিনে! বিষ্ণুদূতগণ এই রূপে কথা সমাপন করিয়া কহিল, হে সাধ্বি! ইহাদের সমুদায় পাপ বিগ-লিত হইয়াছে। এক্ষণে ভগবানের আদেশে ইহাদিগকে বৈকুণ্ঠ-ভবনে লইয়া যাইতেছি। ফলতঃ, গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে শরীর বিসর্জ্জন করিলে, পাপি-গণও পরমগতি লাভ করে। গঙ্গা সাগর-সঙ্গমের ন্যায় পবিত্র তীর্থ ত্রৈলোক্যে নিতান্ত দুর্লভ। দেখ, ইহারা তথায় শরীর পরিহার করিয়া, ঈদৃশী দশা লাভ করিয়াছে। হে পতি-ব্রতে! যে ব্যক্তি গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে একবারমাত্র স্নান করে, সর্ব্বপ্রকার দানফল এবং সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞফল, এক-মাত্র তাহারই অধিকৃত। পৌষমাসের শুক্ল একাদশীতে

তথায় অনশন করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতেও নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। যে ব্যক্তি গঙ্গাসাগরে যথাবিধি স্নান করিয়া, ভগবান্ নারায়ণকে দর্শন এবং কার্ত্তিকেয়ের বদনকমল অবলোকন করে, তাহার পুনর্জ্জন্মযন্ত্রণা উপনীত হয় না। অধিক কি, কার্ত্তিকেয়ই সাক্ষাৎ হরি, এইরূপ অভেদ হৃদয়ে কার্ত্তিকেয়কে দর্শন করিলে, সকলেরই মুক্তিলাভ হয়। হে সাধ্বি! গঙ্গা-সাগর সঙ্গম, সমুদায় তীর্থের প্রধান তীর্থ। দেখ, তথায় স্থলে বা অন্তরীক্ষেও প্রাণত্যাগ করিলে, মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

ব্যাসদেব কহিলেন, বিষ্ণুদূতগণ এইরূপ কহিয়া, সেই দম্পতীরে লইয়া, সহসা আকাশপথে বিষ্ণুপুরে গমন করিলেন। হে সত্তম! পতিব্রতা পদ্মাবতীও পতি-দ্বয় সমভিব্যাহারে স্বীয় পুণ্যবলে চতুর্ব্বর্গের অধিষ্ঠাতা ভগবান্ বিষ্ণুর সরূপতা লাভ করিল। তথায় বিবিধ দুর্লভ ভোগ-সম্ভোগ করিয়া, পরম পদ লাভ করত, অবশেষে ভগবানের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল। ফলতঃ, ভগবতী জাহ্নবী সর্ব্বতীর্থময়ী এবং ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বদেবময়। অতএব গঙ্গা ও নারায়ণে ভক্তি প্রদর্শন করা সর্ব্বথা বিধেয়। পূর্ব্বে মাধব নামে কোন ক্ষত্রিয় এই গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে বহু কাল তপোনুষ্ঠান করিয়া, সস্ত্রীক মুক্তি লাভ করিয়াছিল।

জৈমিনি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যে মাধবের কথা উল্লেখ করিলেন, সে ব্যক্তি কে, কিরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং কি রূপেই বা দীর্ঘ কাল তপশ্চর্য্যা করিয়াছিল, অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে মহামতে ! মহাত্মা মাধবের চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণন করি, শ্রবণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! তালধ্বজ নামে এক নগরী আছে। ঐ নগরী স্বর্গের ন্যায় সর্ব্বভোগসম্পন্ন ও সর্ব্বলোকবিখ্যাত এবং বহুল গুণিগণে পরিপূর্ণ। তথায় বিক্রম নামে অপার-বিক্রম এক নরপতি ছিলেন। তিনি সাতিশয় সৎকুলসম্ভূত, পরমধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও প্রজাগণের পরিপালনে একান্ত তৎপর। তাঁহার মহিষীর নাম হারাবতী। তিনি স্বামীর নিরতিশয় অনুরাগ-ভাগিনী ছিলেন। তাঁহার রূপ গুণ এরূপ অলোক-সামান্য যে, তাঁহার সদৃশী রমণী ধরাতলে নিতান্ত দুর্লভ। তাঁহার বদনমণ্ডল এরূপ মনোহর যে, তাঁহার প্রভায় পূর্ণশশিপ্রভাও তিরোহিত হইয়া যায়। নরপতি তাঁহার লোকোত্তর গুণপরম্পরার এরূপ পক্ষপাতী ছিলেন, যে, শত শত তরঙ্গিণী সত্ত্বেও, সরিৎপতি যেরূপ একমাত্র গঙ্গার প্রতি বদ্ধহৃদয়, সেইরূপ, তিনি শত শত ললনার পতি হইয়াও, একমাত্র হারাবতীর প্রণয়পাশে নিতান্ত বদ্ধ হইয়াছিলেন। হে দ্বিজ ! কাল সহকারে

সেই প্রিয়তমা মহিষীর গর্ভে নরপতির ভূদেব (১) দেবনিরত সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন এক সুকুমার কুমার সমুৎপন্ন হইল। মহারাজ বিক্রম সর্ব্বশাস্ত্রের পারদর্শী ছিলেন। তিনি শাস্ত্রোক্ত-বিধানানুসারে প্রিয়তম পুত্রের জাত-সংস্কার করিয়া, পরিশেষে শুভ দিনে তাঁহার নামকরণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার নাম মাধব হইল। রাজকুমার মাধব পিতার অনুরূপ বল-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি এরূপ বুদ্ধিমান্ ছিলেন, যে, কিয়ৎকালমধ্যেই সদ্গুরুসহবাসে সমুদায় বিদ্যার পার গমন করিলেন। নরপতি পুত্রকে সর্ব্বগুণের আধার অবলোকন করিয়া, শুভ মুহূর্ত্তে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

একদা রাজকুমার মাধব চতুরঙ্গবলে সুরক্ষিত হইয়া, কুতূহল মানসে মৃগয়ার্থে মহারণ্যে গমন করিলেন। তথায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণপূর্ব্বক বহুবিধ জন্তু বধ করিয়া, মধ্যাহ্নসময়ে নগর-গমনের উপক্রম করিলেন; এবং সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, এক সুকুমারী রমণী নগরীর উপকণ্ঠবর্ত্তী কোন সরোবরে স্নান করিতেছে। তাহার বদনমণ্ডলের মনোহর সৌকুমার্য্যে পৌর্ণমাসী শশধরপ্রভাও তিরস্কৃত হইয়া যায়। তাহার সুরুচির পরিধেয় বসন আর্দ্র হওয়াতে, সমুদায় অবয়ব সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। শ্রবণবিলম্বী সুবর্ণকুণ্ডলের সংসর্গ বশতঃ তাহার বদনমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে এবং সুনিবিড় নিতম্ববিম্ব সুদীর্ঘ কৌশিক বস্ত্রে পরিবৃত হওয়াতে, যার পর নাই মনোহারী হইয়াছে।

---

(১) ভূদেব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ।

হে দ্বিজ! তাহার পয়োধরযুগল পীবর ও সমুন্নত
পদ্মকলিকার সমুদায় গর্ব্ব খর্ব্ব করে; তাহার মধ্যদেশ মৃগ-
রাজের ন্যায় সাতিশয় ক্ষীণ। সে যখন হাস্য করে, বোধ
হয়, যেন পূর্ণ শশধরে সুনির্ম্মল কৌমুদী বিনিঃসৃত হইতেছে
এবং যখন বাক্য বিন্যাস করে, বোধ হয়, যেন বসন্তকালে
কোকিলকুল কোলাহল করিতেছে। অধিক কি, তাহার
অলোকসামান্য রূপরাশি নিরীক্ষণ করিলে, স্পষ্ট প্রতীতি হয়,
মহাপ্রভাব কুসুমায়ুধ (১) যুবগণের মনোরাজ্য জয় করিবার
জন্য তাহারে যেন স্বীয় পতাকাস্বরূপ আরোপিত করি-
য়াছেন। অন্যথা, সামান্য মানবশরীরে এরূপ রূপাতিশয্যের
সম্ভাবনা কোথায়? হে দ্বিজসত্তম! ঈদৃশী নিরুপম রূপরাশি
রমণীরে বিজন প্রান্তরে একাকিনী অবলোকন করিলে, রক্ত-
মাংসশরীরী কোন্ পুরুষ কুসুমশরের বশবর্ত্তী না হয়? রাজ-
কুমার মাধব দর্শনমাত্র বিষমশরের (১) সুতীক্ষ্ণ শরে ক্ষত-
হৃদয় হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহার সদৃশী রমণী
অবনীমণ্ডলে কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অদ্য আমি ইহারে
আলিঙ্গন করিয়া, জন্ম সফল করিব। রূপ গুণ তেজঃ সকল
বিষয়েই আমি সর্ব্বলোকের প্রধান; অতএব দেবরাজগৃহিণী
হইলেও, ইহারে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব। পরস্ত্রীহরণজন্য
সম্প্রতি যে দোষোৎপত্তির সম্ভাবনা, কোন ব্যক্তিই তাহা
প্রখ্যাপন করিতে সাহসী হইবে না। রাজপুত্র বলিয়া, সক-
লেই আমারে ভয় করিবে। রাজকুমার কামাভিভূত হৃদয়ে
এইপ্রকার দৃঢ়সংকল্প হইয়া, সৈন্যদিগকে দূরে সংস্থাপন-
পূর্ব্বক, সেই রমণী যে স্থলে স্নান করিতেছে, তথায় গমন

(১) কামদেব।

করিলেন। হে সত্তম! এই সংসারে ঐশ্বর্য্য, মদ ও কাম যেখানে একত্র মিলিত হয়, সদসৎপরিবেদনা বা হিতাহিত-জ্ঞান তথা হইতে দূরে পলায়ন করে; তেজঃ বিনষ্ট হইবে, আশ্চর্য্য কি? দেখ, ইহার পিতা পাপের মূলোৎপাটনপূর্ব্বক সর্ব্বদাই ধর্ম্মের রক্ষা করেন; কিন্তু এই দুরাচার অনায়াসেই পিতৃবদ্ধ ধর্ম্মসেতু পরিহার করিল। অতএব, যাহার প্রভাবে অখিল জগৎ মোহাচ্ছন্ন হয়, সেই দুরাচার কামদেবকে ধিক্।

যাহা হউক, রাজকুমার দ্রুতপদসঞ্চারে সম্মুখে ধাবমান হইতেছেন, দর্শন করিয়া, সেই রমণী আপনারে একাকিনী ভাবিয়া, যার পর নাই চিন্তাকুলা হইল; ভাবিল, এই দুরাত্মা আমারে রূপযৌবনসম্পন্না ও একাকিনী বিজন প্রান্তরে নিরীক্ষণ করিয়া, দুরভিসন্ধিসাধনমানসে আগমন করিতেছে, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়া রক্ষা করেন। তাঁহাদের বাক্য কতদূর সত্য, অদ্য তাহা জানা যাইবে। আমি ত কায়মনোবাক্যে চির কাল ধর্ম্মের সেবা করিয়াছি। যাহা হউক, যে স্থান সহায়-হীন এবং প্রবল শত্রু যাহার সম্মুখে ধাবমান, তথা হইতে পলায়ন করাই উত্তম কল্প; অন্যথা, প্রাণবিনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। হে সত্তম! সেই বামলোচনা এইপ্রকার পর্য্যা-লোচনা করিয়া, সব্য কক্ষে জলকলস স্থাপনপূর্ব্বক ভয়বশতঃ পলায়ন করিতে কৃতসংকল্প হইল। তদ্দর্শনে যুবরাজ মাধব ত্বরিতপদে তাহার অগ্রবর্ত্তী হইয়া, বাহুযুগল প্রসারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল; এবং ব্যগ্রহৃদয়ে বলিতে লাগিল, হে বরাঙ্গনে! হে চার্ব্বঙ্গি! স্বীয় যৌবনবলে আমার মনোহরণ-

পূর্ব্বক কোথায় পলায়ন করিতেছ? তুমি প•
আমার চেতনা অগ্রে পলায়ন করিয়াছে। অতএব আমি
তোমারে কোন মতেই পরিত্যাগ করিব না। হে চপলা-
পাঙ্গি! তুমি কে, কোন্ ভাগ্যধরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া,
কোন্ মহাপুরুষের অঙ্কলক্ষ্মীরূপে তাহার ভাগ্যলক্ষ্মীর
গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছ? হে শোভনে! এই মৃৎপিণ্ডময়
পৃথিবীতে তোমার রূপের তুলনা নাই। অতএব, তুমি কি
স্বর্গ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ? হে চারুহাসিনি!
তোমার রূপ যৌবন যেরূপ অসামান্য, শরীর যেরূপ সর্ব্ব-
সুলক্ষণসম্পন্ন এবং বদনমণ্ডল যেরূপ কমলসন্নিভ, তাহাতে
তুমি ললনাকুলের মূর্ত্তিমান্ গৌরব স্বরূপ, সন্দেহ নাই।
তবে কি জন্য দাসীর ন্যায় পানীয় বহন করিতেছ? হে
কমললোচনে! তুমি যার পর নাই কোমলাঙ্গী; কিন্তু বক্ষঃ-
স্থলে গুরুভার কুচকুম্ভ এবং কক্ষদেশে জলকুম্ভ যুগপৎ (১)
বহন করিতেছ; ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে
পারে? প্রখরকিরণের (২) প্রখর কিরণে গমনপথ নিতান্ত
সন্তপ্ত হইয়াছে। তোমার পদাঙ্গুলি সকল তাহার সম্পর্কে
লোহিতভাতি ধারণপূর্ব্বক বিকসিত জবাকলিকার ন্যায় শোভা
পাইতেছে। হে বরাননে! আর তোমার ক্লেশ করিবার
আবশ্যকতা নাই; অদ্য আমার সন্দর্শনমাত্রেই তোমার সমু-
দায় দুঃখের অবসান হইল; এক্ষণে প্রীতিমতী হইয়া,
আমারে ভজনা কর। আমি মহারাজ বিক্রমের আত্মজ;
আমার নাম মাধব। হে সুন্দরি! আমি সর্ব্বান্তঃকরণে

---

(১) একবারে। (২) সূর্য্যদেবের।

সম্পূর্ণভাবে তোমারে আত্মদান করিব। শত শত ললনা পত্নীরূপে আমার পরিচর্য্যা করে; কিন্তু পুষ্পবন-মধ্যে শত সহস্র পুষ্পলতা সত্ত্বেও একমাত্র মালতী যেরূপ মধুকরের মনোহরণ করে, তদ্রূপ তুমি আমার সমুদায় পত্নীগণের মধ্যে প্রধান পদ লাভ করিবে। যদি ইহাতেও তুমি গর্ব্ববশতঃ আমার বাক্যলঙ্ঘনে সমুদ্যতা হও, আমি বলপূর্ব্বক তোমারে গ্রহণ করিব; কোন মতেই ছাড়িয়া দিব না; যেহেতু, আমি রাজার পুত্র।

ব্যাসদেব কহিলেন, রাজকুমার দুর্নিবার মদনোন্মাদে একান্ত অভিভূত হইয়া, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, সেই বামলোচনা পথ পরিহারপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দূরে অধোমুখে দণ্ডায়মান হইল; অনন্তর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, হে বীর! আমার বাক্য অদ্যাপি পর-পুরুষের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে নাই; তথাপি আমি লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক তোমার সম্মুখে বাক্য বিন্যাস করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাবাহো! ক্ষত্রিয়কুল-সম্ভূত মহাভাগ বাহুজ আমার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। আমার নাম চন্দ্রকলা। আমি দেবপূজা নিমিত্ত সলিল বহন করিতেছি। হে বীর! তুমি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহা তোমার বংশের সমুচিত নহে। তোমার বংশসম্ভূত পুরুষমাত্রেই পরস্ত্রীর প্রতি নপুংসকবৃত্তি অব-লম্বন। আমি একাকিনী, বিশেষতঃ, অবলা; কিন্তু তুমি বীরকুলের অগ্রগণ্য। আমারে বল পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া, তোমার কি পুরুষকার বা যশোলাভ হইবে? দেখ, পরস্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া, ক্ষণমাত্র সুখলাভ হয়;

কিন্তু ইহকালে অপকীর্ত্তি ও পরকালে শতকল্প—নরকের যন্ত্রণা অনুভব হইয়া থাকে। হে শূর! পণ্ডিতগণ এই ভারতভূমিকে পুণ্যভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব, একমাত্র পুণ্যসঞ্চয়ে যত্নবান্ হও; পরস্ত্রীহরণে কদাচ মানস করিও না। লোভ হইতে কাম প্রাদুর্ভূত হয়, কাম হইতে পাপ সম্ভূত হয়, এবং পাপ হইতে মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। এই রূপে মৃত্যু হইলেও পরিত্রাণ নাই; চরমে ঘোরতর নরক-যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়। তোমারও তাহাই ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। তুমি কামের বশীভূত হইয়া, পরস্ত্রীরমণরূপ মহাপাপের অভিলাষ করিতেছ, এই জন্য তোমার সমুদায় গুণ ব্যর্থ ও জন্মও নিষ্ফল হইল। তোমারে আর অধিক বলিব কি; আমার এই শরীর মাংস, মূত্র, পুরীষ ও অস্থি সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি ইহার এমন কি গুণ লক্ষ্য করিলে, যে, এক বারেই মদনা-ভিভবে অবসন্ন হইলে? তুমি সুপ্রশস্ত রাজবংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ, অন্ততঃ এ গৌরব হইতেও তোমার ভয় পাওয়া উচিত; যদি তাহাও না হয়, মস্তকোপরি ধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতেছেন, অবলোকন কর। মৎস্য-জাতি স্বভাবতঃ জ্ঞানহীন, সেই জন্যই লোভাক্রান্ত হইয়া, বড়িশ গ্রাস করে; কিন্তু তুমি জ্ঞানবান্ হইয়া, কিজন্য পাপবড়িশগ্রাসে সমুদ্যত হইয়াছ? এই ত্রিভু-বনে বিবেক যেরূপ সর্ব্বসম্পদের পরম পদ, অবিবেক সেইরূপ অনন্ত বিপদের পরম আস্পদ।

হে জৈমিনে! পতিব্রতা চন্দ্রকলা এইরূপ যুক্তি ও নীতিগর্ভ বচনপরম্পরা প্রয়োগ করিলেও, দুর্বৃত্ত মাধব

[illegible]ভিলাষ হইতে কোন অংশেই বিনিবৃত্ত হইল না; পূর্ব্ববৎ কামমোহিত হইয়া, অনুনয়সহকারে পুনঃরায় বলিতে লাগিল, হে মিতভাষিণি! তোমার কটাক্ষরূপ সুতীক্ষ্ণ নারাচধারায় আমার অন্তরিন্দ্রিয় একান্ত জর্জ্জরিত হইয়াছে; আমারে পরিত্রাণ কর—পরিত্রাণ কর। আমি তোমারই শরণাপন্ন। হে প্রিয়ে! যত দিন যৌবন, তত দিনই রমণী পুরুষের আদর ও প্রণয় ভাগিনী হয়। দেখ, হিমসমাগমে মৃণালশেষা (১) হইলে, নলিনী মধুকরের মনোহারিণী হইতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হইয়া, এই অনুগত ভৃত্যের জীবন রক্ষা কর। তোমার নীরস বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে।

চন্দ্রকলা কহিল, হে বীর! দুঃখ পরিহারপূর্ব্বক অবহিত হইয়া, আমার কল্যাণগর্ভ বাক্য শ্রবণ কর। যাহা হইতে তোমার মনোদুঃখ দূর হইতে পারিবে, আমি তাহারই বিষয় কীর্ত্তন কবিব। সমুদ্রপারে প্লক্ষদ্বীপে দিব্যন্তী নামে এক নগরী আছে। ঐ নগরী পুরন্দরপুরী অমরাবতীর ন্যায় সাতিশয় মনোহারিণী। মহারাজ গুণাকর উহার অধিপতি। তিনি সকল রাজগণের শ্রেষ্ঠ ও সকলগুণসম্পন্ন। তাঁহার যশঃ বহুবিস্তৃত, বল অসামান্য ও প্রতাপ হুতাশনসদৃশ। তাঁহার মহিষীর নাম সুশীলা। সুশীলা সুলক্ষণসম্পন্না ও পরমদয়াবতী এবং অকৃত্রিম পরিচর্য্যাগুণে স্বামীর হৃদয় বশীভূত করিয়াছেন। ইহাঁর গর্ভে নরপতির এক কন্যারত্ন সমুদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার নাম সুলোচনা। সুলোচনার দেবদুর্লভ ভুবনমোহন

(১) অর্থাৎ ভাঁটাসার।

রূপে অপ্সরোললনাগণেরও রূপগর্ব্ব খর্ব্বীকৃত।
ফলতঃ, তাঁহার রূপ গুণ এরূপ অলোকসামান্য যে, পৃথিবীতে কেহই তাহা বর্ণন করিতে সক্ষম নহে। বিধাতা তাঁহার নিরুপম রূপরাশিকে আদর্শস্বরূপ অবলোকন করিয়া, অন্যান্য রূপবতীললনাগণের সৃষ্টি করেন। হে বীর! আমি সেই সুলোচনার সেবাদাসীপদে নিযুক্ত ছিলাম; দৈববশতঃ সম্প্রতি তোমার রাজ্যে সমাগত হইয়াছি। যেরূপ সুলোচনার সদৃশী সুন্দরী রমণী নিতান্ত দুর্লভ, সেইরূপ তোমার সমকক্ষ সুন্দর যুবাও কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। যদি স্বর্গভোগের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তাঁহারে পরিণয়দ্বারা গ্রহণ কর। দেখ, বলশালী মৃগরাজ অঙ্কগতা জম্বুকীরেও পরিহার করিয়া, প্রতিপত্তিনিমিত্ত প্রযত্নসহকারে গজরাজবধূরে পরিগ্রহ করে। হে রাজকুমার! পুরুষ উদ্যোগী হইলে, পরম সমৃদ্ধি লাভ করে। উদ্যোগ ব্যতিরেকে পৃথিবীতে কোনরূপ সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই।

ব্যাসদেব কহিলেন, চন্দ্রকলা এইরূপ বলিলে, যুবরাজ মাধব আপতিত স্মরবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া, আগ্রহাতিশয়সহকারে বলিতে লাগিলেন, হে কমলাননে! যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে, কিরূপ চিহ্ন দ্বারা সেই কন্যারে পরিজ্ঞাত হইব, বর্ণন কর। হে প্রাজ্ঞে! আমি অল্পপ্রাণ মানুষ; অপারসাগরপারে কি রূপে গমন করিব এবং কি রূপেই বা সেই সুলোচনার সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ কর।

চন্দ্রকলা কহিল, বীর! সেই সুলোচনার বাম জঘনে তিলসদৃশ একটী তিলক আছে। তদ্দর্শনে তুমি তাঁহারে

...া অবগত হইবে। সেই নগরীতে গান্ধনী নামে এক মালাকারপত্নী বাস করে। তাহার আনুকূল্যে তোমার সুলোচনাদর্শন সংঘটিত হইতে পারিবে। হে বীর! তোমার অশ্বশালায় উচ্চৈঃশ্রবস্ নামে এক মহাকুলপ্রসূত মহাপ্রভাব তুরঙ্গম আছে। তাহার পুত্রের নাম ভদ্রশ্রবস্। এই ভদ্রশ্রবস্ সমুদায় অশ্বের প্রধান ও পবন-সদৃশ-বেগশীল। তুমি তাহার সহায়তায় অনায়াসেই সাগরপারে গমন করিবে।

হে জৈমিনে! রাজকুমার মাধব এই কথা শ্রবণ করিয়া, কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন, এবং সৈন্যগণসমভিব্যাহারে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পতিব্রতা চন্দ্রকলাও দুরাচার-হস্ত অতিক্রম পূর্ব্বক পরম-প্রীতিমতী হইয়া, আপনার আবাসে সমাগত হইলেন।

যুবরাজ দুর্নিবার কুসুমশরের সুতীক্ষ্ণ শরে নিতান্ত ক্ষত-হৃদয় ও একান্ত উৎকলিকাকুল হইয়াছিলেন; গৃহে প্রত্যা-গমনপূর্ব্বক চন্দ্রকলার বাক্য স্মরণ করিয়া, মন্দুরায় গমন করিলেন; তথায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, ভক্তিসহকারে মহাবল ও মহাগুণসম্পন্ন তুরঙ্গমদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগি-লেন, অশ্বগণ! তোমরা সকলেই মহাত্মা ও সকলেই সর্ব্ব-লক্ষণসম্পন্ন। তোমাদের মধ্যে, কোন্ মহাবল আমারে সমুদ্রপারে লইয়া যাইতে সক্ষম, নির্দ্দেশ কর।

তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সমুদায় অশ্ব মহাভয়ে ভীত হইল এবং নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, পরস্পরের মুখনিরী-ক্ষণপূর্ব্বক মৌনভাবে দণ্ডায়মান রহিল; কেহই কোন-রূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর তাহাদের মধ্যে সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মহাবল কোন অশ্ব যুবরাজের সম্মুখীন

হইয়া, বলিতে লাগিল, বীর! আমিই আপনারে সাগরপারে লইয়া যাইব, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু অগ্রে আমার দুঃখ সমস্ত আপনারে শ্রবণ করিতে হইবে। হে রাজতনয়! অন্যান্য অশ্বগণের ভুক্তাবশিষ্ট সামান্য তৃণ আমার আহার। আমি তদ্দ্বারাই কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করি। এবং কোটি-কোটি-গ্রন্থি-যুক্ত রজ্জু দ্বারা প্রতিনিয়ত বদ্ধ থাকি। ব্রীহি বা চণক ভক্ষণ করা দূরে থাক, স্বপ্নেও আমার নয়নগোচর হয় না। হে নৃপনন্দন! অন্যান্য উপভোগের কথা আর কি বলিব? কিন্তু গৌরব বা সমাদর ব্যতিরেকে কখন বল বিক্রম সম্পন্ন হয় না। দেখুন, কাষ্ঠ ও ঘৃতাদি দাহ্য ব্যতিরেকে অগ্নি কখন স্বয়ং প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে না। অধিক কি, আমার এইরূপ দশা, আর ইহারা বিবিধ ভূষায় বিভূষিত; কিন্তু সর্ব্বাভরণসম্পন্ন হইলেও কুক্কুর কখন সিংহের সমকক্ষতালাভে সমর্থ হয় না। হে বিভো! আমি ক্ষণমধ্যেই শৈলসাগরসমাকীর্ণা সদ্বীপা পৃথিবী প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতে পারি।

মাধব কহিলেন, হে মহাবল! আমার পিতৃকৃত অপরাধ সমস্ত মার্জ্জনা করিতে হইবে। আজি হইতে তুমি আমার এই মন্দুরা মধ্যে সকলের প্রধান হইলে। যাঁহারা সাধু, পরকৃত সন্তাপ তাঁহাদের ক্ষণিক বোধ হয়। তাঁহারা কখন সর্ব্বদাই তাহা স্মরণ বা সর্ব্বদাই তাহার বেগ অনুভব করেন না। দেখ, জল অগ্নিসংযোগে উষ্ণ হইলে, ক্ষণমধ্যেই শীতল হইয়া থাকে। পুষ্টই হউক, কৃশই হউক, মহাবলদিগের স্বভাবসিদ্ধ তেজঃ কখনই ক্ষীণ হইবার নহে; দীপশিখাবর্ত্তী সামান্য অনলও মুহূর্ত্তমধ্যে মহারণ্য দগ্ধ করিতে পারে।

মিত্রেই হউক, আর শত্রুতেই হউক, সাধুগণ কোন ক্রমেই আপনার গুণ পরিত্যাগ করেন না। ইক্ষু স্বীয় সুমধুর রসে ছেদনকর্ত্তারও তৃপ্তিসাধন করে।

হে ঋষিসত্তম! রাজকুমার এইপ্রকার কহিয়া, সেই তুরঙ্গমবরকে যথাবিহিত নমস্কার করিলেন, এবং মন্দুরাগৃহ হইতে আপনার আলয়ে লইয়া আসিলেন। অনন্তর, শুভ মুহূর্ত্তে তদীয় পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক প্রচেষ্টনামক অনুচরের সহিত জলনিধি পার হইয়া, দিব্যন্তী নগরীতে উপনীত হইলেন। ঐ পুরী, পুরন্দরনগরীর ন্যায়, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সমুজ্জ্বল সৌধপরম্পরায় পরিশোভিত। উহার ভোগসম্পত্তির পরিসীমা নাই। তথায় কোন আপণমধ্যে মালাকারপত্নী গন্ধিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। গন্ধিনী অশীতিপর বৃদ্ধা। তাহাকে দর্শন করিয়া, যুবরাজ স্মিতপূর্ব্ব সুমধুর বাক্যে কহিলেন, অয়ি বৃদ্ধে! আমি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী পথিক। আমার নাম মাধব। আমি একদিনমাত্র তোমার আলয়ে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। তোমার আজ্ঞা কি, বল। হে দ্বিজসত্তম! গন্ধিনী সাতিশয় আতিথেয়ী। শ্রবণমাত্র অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া, পরমভক্তিসহকারে সেই অতিথিরে লইয়া, আপন আবাসে গমন করিল, এবং যথোক্ত বিধানে তাঁহার পূজাবিধি সমাহিত করিল। যুবরাজ মাধবও অতিশয় উৎকলিকাকুল হৃদয়ে সেই নিশা কথঞ্চিৎ অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর প্রভাত হইলে, গন্ধিনীর সমক্ষে আমূলতঃ সমুদায় কার্য্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। দৈববশতঃ সেই শুভ দিনেই রাজকুমারীর গন্ধাদিবাসন (১) উপস্থিত। মালাকারপত্নী

(১) অর্থাৎ অধিবাস।

এই বিষয় গোচর করিলে, তিনি শ্রবণমাত্র একবারে সুগভীর শোকসাগরের গর্ভশায়ী হইলেন ; এবং বজ্রাহতবৎ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, ভগ্ন হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন, যে জন্য রাজ্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করিলাম, সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিলাম, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সকলকেই পরিহার করিলাম এবং সাহসভরে অপার পারাবার লংঘন করিলাম, দুরাচার দৈব প্রতিকূল হইয়া, অদ্যই তাহার অধিবাসন উপস্থিত করিয়া দিল ! সমুদায় যত্ন ও সমুদায় পরিশ্রম এই রূপেই কি নিষ্ফল হইল ! রে হতবিধে ! তোমারে ধিক্ ! তুমি কি এই রূপে হতাশ্বাস করিবে বলিযাই আমারে আত্মীয়শূন্য সহায়-শূন্য সাগরপারে আনয়ন করিলে ! যাহা হউক, লোকে বলিয়া থাকে, উদ্যোগসহায়ে সমুদায়ই সুসিদ্ধ হয়। অতএব, কার্য্য নিশ্চয় জানিয়া, ভগ্নোদ্যম হওয়া কাহার পক্ষে বিধেয় নহে।

হে ঋষে। মহাবল মাধব মনে মনে বারংবার এইপ্রকার চিন্তা করিয়া স্বহস্তে এক পুষ্পমাল্য রচনা করিলেন এবং তাহাতে উপস্থিত যাবতীয় ঘটনা এই রূপে লিখিয়া দিলেন, “হে শোভনে ! আমি তালধ্বজাধিপতি মহাবিক্রম বিক্রমের আত্মজ, নাম মাধব। তালধ্বজ নগরে চন্দ্রকলা নামে তোমার এক দাসী বাস করে। সে আমার নিকট তোমার নিরুপম গুণগ্রাম বর্ণন করিয়াছিল। তদবধি অন্তঃকরণ তোমার একান্ত পক্ষপাতী হওয়াতে, আমি তুরগমাত্রসহায়ে অসীম জলনিধি অতিক্রম করিয়া, ত্বদীয় পুরে সমাগত হইয়াছি। হে সুলোচনে ! এক্ষণে আমারে পতিত্বে বরণ করিয়া, অনুগৃহীত কর। এই সংসার মধ্যে আমি একমাত্র

তোমারই শরণাগত। তোমার রূপগুণ যেরূপ অলৌকিক অন্য পুরুষ তাহা অবগত নহে; সরোজিনীর সুগভীর গুণরাশি মধুকর ভিন্ন দর্দ্দুর কখন জানিতে পারে না। আবার, গগনমণ্ডলে সুনিবিড় জলধরই প্রাদুর্ভূত হউক, আর শুক্র বা প্রভাকরই সমুদিত হউন, কুমুদিনী শশধর ব্যতিরেকে আর কাহারেও ভজনা করে না"।

হে জৈমিনে! যুবরাজ মাধব এইপ্রকার লিখিয়া, সবিশেষ অনুনয় সহকারে মালাকারপত্নীর হস্তে সুবর্ণনির্ম্মিত অঙ্গুরীয় সহিত সেই লেখন ন্যস্ত করিলেন। গন্ধিনী পুষ্প-মাল্যমধ্যে স্বর্ণাঙ্গুরীয়সংবলিত সেই লেখন সংস্থাপনপূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে সুলোচনাসমীপে গমন করিল, এবং সমুদায় পুষ্পমাল্য তাঁহারে প্রদান করিয়া, ভয়বশতঃ অঞ্জলিবদ্ধ অধোমুখে কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান রহিল।

সুলোচনা অসামান্য বিদ্যাবতী ছিলেন। তিনি অঙ্গু-রীয়সমেত লিখন অবলোকন করিয়া, সমুদায় আমূলতঃ পাঠ করিলেন। অনন্তর, সবিস্ময় হৃদয়ে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে সেই পত্রপৃষ্ঠে যে সমুচিত উত্তর লিখিয়া দিলেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি লিখিলেন, "হে রাজকুমার! আপনার সমুদায় বাক্যই শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে তাহার যে যথোচিত প্রতিবচন প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। অদ্য আমার অধিবাস; আগামী কল্য নিশ্চয়ই বিবাহ হইবে। পিতার অনুমোদিত বিষয় লংঘন করে, পৃথি-বীতে এরূপ ব্যক্তি একান্ত দুর্লভ। যাহা হউক, যে কার্য্য অতিমাত্র দুঃখসাধ্য, তাহাতে অতিমাত্র শ্রম করা বিধেয় নহে। কারণ, কার্য্য সিদ্ধ হইলে, পরিশ্রম সার্থক

হয়, অসিদ্ধ হইলে, পণ্ডশ্রম হইয়া থাকে। তথাপি, আপনি আমার জন্য সাগর লংঘন করিয়াছেন। অতএব, যে উপায়ে আমারে প্রাপ্ত হইবেন, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমার বরের নাম বিদ্যাধর। আমি যখন সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা হইয়া, প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাহার পুরোবর্ত্তিনী হইব, সেই সময় বামভুজ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া থাকিব, এবং বলিব, যিনি আমারে বলপূর্ব্বক লইতে পারিবেন, তিনি আমার স্বামী। বীর! আমি সত্য সত্য এই পত্রে লিখিয়া দিতেছি, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না। কার্য্য যেরূপ গুরুতর, ঐরূপ না করিলে, অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া সহজ নহে"।

সুলোচনা এইপ্রকার লিখিয়া দিয়া, গন্ধিনীর হস্তে ন্যস্ত করিলেন। গন্ধিনীও তাহা গ্রহণপূর্ব্বক মাধবসমীপে গমন ও তাঁহাকে প্রদান করিল। যুবরাজ আগ্রহাতিশয়পরতন্ত্র হইয়া ছিলেন; অতএব সেই পত্রিকা পাঠ করিয়া, পুনর্ব্বার লিখিয়া দিলেন, "অয়ি বামলোচনে! তুমি ধন্যা, তুমি সৎকুলসম্ভূতা। যাহা লিখিয়াছ, আমার তাহাতে সম্পূর্ণ অভিমত। সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই"।

হে দ্বিজ! গন্ধিনী সেই সুন্দরাক্ষরশালিনী পত্রিকা গ্রহণ পূর্ব্বক, পুনরায় রাজকুমারীর সন্নিধানে গমন করিয়া, তাঁহাকে প্রদান করিল। রাজকুমার এই দুঃসাধ্য কার্য্যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, পত্রমধ্যে তাহা পাঠ করিয়া রাজকুমারী যুগপৎ সন্তোষ ও বিস্ময় সাগরে পুনঃ পুনঃ অবগাহন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এ ব্যক্তি কে, স্বয়ং মাধব, না, ইন্দ্র? এরূপ সংশয়াপন্ন দুরূহ কার্য্যে সম্মতি দেওয়া সামান্য মানুষের সাধ্য নহে। যাহা হউক,

পিতা আমার ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই কল্যাণ-কামী। আমি তাঁহার অনুমতি না লইয়াই ইহাঁরে বর স্বীকার করিলাম ; একবারও চাক্ষুষ দর্শন করিলাম না। মনে মনে বারংবার এইপ্রকার চিন্তা করিয়া রাজকুমারী রাজকুমারের সাক্ষাৎকারমানসে স্নানব্যপদেশে সখীগণ সমভিব্যাহারে মালিনীর আবাসে গমন করিলেন। মাধব তৎকালে মঞ্চোপরি শয়ন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধিনী (১) পদ্মিনী রাজকুমারীরে হস্তে ধারণ করিয়া, তাঁহারে দর্শন করাইল। কন্দর্পবিনিন্দী অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিয়া, রাজকুমারীর সর্ব্বশরীর পুলকভরে অবসন্ন হইল। তিনি একতান হৃদয়ে, প্রীতিস্নিগ্ধ স্থির নয়নে মনোহরের মনোহর মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে দর্শন করিতে লাগিলেন। যে যে অঙ্গ দর্শন করেন, তাঁহার লোচনযুগল, নিতান্ত পিপাসুকের ন্যায়, সেই সেই অঙ্গেই মগ্ন হইয়া যায়। তিনিও অতিকষ্টে তাহাকে তথা হইতে উদ্ধার করিয়া, পুনরায় অন্যান্য অঙ্গে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, প্রণয়ের কি অপূর্ব্ব পিপাসা! মনোভবের কি অদ্ভুত শাসন! নবযৌবনের কি কৌশলময় উপদেশ! যতবার দেখেন, ততবারই অপরূপ ও অভিনব বলিয়া বোধ হয়। তখন তিনি উৎসুক হৃদয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সামান্য মানবশরীরে এরূপ অপরূপ রূপরাশির আবির্ভাব কোথায়? অতএব ইনি কি মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, না, সাক্ষাৎ দেবকী-

---

(১) অর্থাৎ ঘটকী। কিংবা যে স্ত্রী সুরুচির বচন রচনা সহকারে অনায়াসেই স্ত্রী বা পুরুষকে আত্মবশে আনয়ন করিতে পারে। রতিশাস্ত্রে প্রবন্ধিনীকে স্বকার্য্যে সবিশেষনৈপুণ্যশালিনী প্রগল্‌ভা দূতী স্বরূপ বর্ণন করিয়াছে। কোন কোন মতে প্রবন্ধিনী ও কুটনী, উভয়ই এক পদার্থ।

নন্দন? অথবা অমরগণের অধিপতি ইন্দ্র, কিংবা পার্ব্বতী-হৃদয়বল্লভ ভগবান্ ভবদেব? ইনি যে হরিণনয়নার পাণি-গ্রহণ করিবেন, তাহারই জন্ম সার্থক। বিধাতা কি আমার ভক্তিপরতন্ত্র হইয়া, প্রযত্নাতিশয়সহকারে আমার অনুরূপ-রূপসম্পন্ন করিয়া, ইহাঁরে সৃষ্টি করিয়াছেন? অন্যথা, এরূপ অভিমত ঘটনার সম্ভাবনা কোথায়? অদ্যপ্রভৃতি ইনিই আমার নাথ হইলেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে দ্বিজসত্তম। সুলোচনা এইপ্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়া, গৃহপ্রত্যাগমনের উপক্রম করিলেন। তদ্দর্শনে গন্ধিনী অন্য-রূপ আশঙ্কা করিয়া, সানুনয় বচনে নিবেদন করিল, ভদ্রে! এ বিষয়ে নিন্দা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা তুমিই বিবেচনা করিয়া দেখ। পুরুষ যত কেন স্বরূপ ও সুমূর্ত্তি হউক, সুষুপ্ত অবস্থায় কখনই সেরূপ শোভা পায় না। হে মৃগলোচনে। উচ্ছ্বাস, গাত্রকম্প, মন্দদৃষ্টি ও হাস্যশূন্যতা, নিদ্রিত অবস্থায় সমুদায়ই মৃত্যুচিহ্ন। বলিতে বলিতে রোষারুণ লোচনে ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া, রে দুর্ম্মতে। গাত্রোত্থান কর; রাজ-কুমারী স্বয়ং তোমারে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, এইপ্রকার কহিয়া, স্বীয় করযুগলে যুবরাজের করকমল ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিতে লাগিল। করমর্দ্দনমাত্র তিনি অতিমাত্র সম্ভ্রান্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন। অনন্তর, যেমন্ নয়ন প্রক্ষালন করিলেন, অমনি পুরোভাগে সুগম্ভীর রূপসাগর দর্শন-গোচর হইল। দেখিলেন, মদিরলোচনা সুলোচনা স্বীয় অলোকসামান্য শরীরপ্রভায় সমুদায় দিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া, মূর্ত্তিমতী রূপাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল বিকসিতহাস্যলাঞ্ছিত, এবং সুরুচির বসনে

অর্দ্ধাচ্ছাদিত হওয়াতে, কাদম্বিনী (১) কর্ত্তৃক অর্দ্ধসমাচ্ছন্ন পূর্ণশশধরের অনুরূপ ছবি (২) ধারণ করিয়াছে। তাঁহার সুনির্ম্মল কটাক্ষ যুবগণের বশীকরণমন্ত্রস্বরূপ, এবং কুসুমায়ুধের সুতীক্ষ্ণ সায়কস্বরূপ।

সেই স্মেরমুখী ললনারে দর্শন করিবামাত্র যুবরাজের অন্তঃকরণ নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া, একবারেই তাঁহার বশীভূত হইল। তখন তিনি বিনয়াবনত হইয়া, মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, অয়ি শোভনে! অদ্য আমার জন্ম সার্থক, পরিশ্রম সার্থক ও জীবন সার্থক হইল; যেহেতু আমি সাক্ষাৎকারে তোমার সুরুচির বদনকমল দর্শন করিলাম। হে চারুহাসিনি! তোমার অনুকারিণী রমণী এই অবনীতলে কুত্রাপি দর্শনবিষয়িণী হয়.না। বোধ হয়, বিধাতা একাধারে সমুদায় রূপরাশি দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া, সমুদায় যুবতীগণের সমষ্টি করত তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন। হে কমললোচনে! এই মেদিনীমণ্ডলে আমি ভিন্ন তোমার যোগ্য বর আর দ্বিতীয় নাই। অতএব, আমারে বরত্বে বরণ করিয়া, বিধাতার রূপনির্ম্মাণশ্রম সার্থক কর।

সুলোচনা কহিলেন, হে সুমতে! নিরতিশয়ভাগ্যসঞ্চয়ব্যতিরেকে তোমার ন্যায় স্বামী প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। কিন্তু যাহা বলিয়াছি, তাহার দৃঢ়তাবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে অনুমতি দাও, আপন মন্দিরে গমন করি।

মাধব কহিলেন, হে বামলোচনে! যদি থাকিতে বলি, গর্ব্বপ্রকাশ হইবে। কিন্তু 'যাও' এই বাক্য বদনমণ্ডলে কোন

(১) মেঘমালা। (২) প্রতিমা।

মতেই বিনিঃসৃত হইতেছে না; কেননা, উহাতে উদাসীনতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে সুন্দরি! এক্ষণে ইহাই বিবেচনা করিয়া, আপনার বাক্যানুরূপ-কার্য্য-সাধনে যত্নবতী হও। বলিতে কি, প্রথম দর্শনেই তোমার অসীম গুণের যেরূপ পক্ষপাতী হইয়াছি, তাহাতে, তোমার কথায় আমার অণুমাত্র অপ্রত্যয় নাই। তুমিও প্রতিশ্রুতপরিপালনে সর্ব্বথা তৎপর হইবে। মাধব এইরূপ কহিলে, সুলোচনা হর্ষাবিষ্ট হৃদয়ে স্বীয় নিলয়ে প্রস্থান করিলেন। যুবরাজ তদ্গত হৃদয়ে সেই মালিনীগৃহেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে দিবাবসান হইলে, শশধরবল্লভা সুকুমারী সন্ধ্যা তারারূপ পুষ্পহারে অলঙ্কৃত হইয়া, চন্দ্রমাসমভিব্যাহারে লোকের দৃষ্টিগোচরে উপনীত হইলেন। বোধ হইল, যেন নবযৌবনশালিনী কোন রমণী বিবিধ অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক, স্বীয় বল্লভের সহিত সমাগত হইল। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, নরপতি বিক্রমদেবের পুত্র বিদ্যাধর বিবাহার্থ আগমন করিলেন। তিনি, সাক্ষাৎ বিদ্যাধরের ন্যায় বহু-পরিচ্ছদ-পরিবৃত দিব্য রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বচর রথস্থ পুরুষমাত্রেই স্রক্‌চন্দনভূষিত এবং দিব্যাম্বর পরিধান করিয়াছিল; তাহাতে, বোধ হইল, যেন অমরগণ শোভা পাইতেছেন। বর সমাগত হইলে, নগরীর কোন্ স্থানে গীত, কোন স্থানে নৃত্য, কোন স্থানে আনন্দকোলাহল এবং কোন স্থানে প্রদীপ সকল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। অশ্বগণের হ্রেষিত, হস্তিগণের বৃংহিত, এবং পাদাতগণের হর্ষধ্বনিতে সমুদায় দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। নৃপলক্ষণ-লাঞ্ছিত নানাবর্ণ ধবল-পতাকায় গগনমণ্ডল পরম শোভা ধারণ করিল। কেহ

শঙ্খ, কেহ ঢক্কা, কেহ ডিণ্ডিম, কেহ ঝর্ঝর, এবং কেহ বা মধুরী ও কাহলাদি বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। ক্ষণমধ্যেই নগরী কোলাহলময়, আলোকময়, বাদ্যধ্বনিময় ও উৎসবময় হইয়া উঠিল। অনন্তর, যুবতিগণ তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতধ্বনি সহকারে চতুর্দ্দিকে যেন সুধাসাগর ও আনন্দসাগর উদ্বেল করিতে লাগিল। তাহাদের সকলেরই লোচনযুগল সরোজসদৃশ, সকলেরই পয়োধরবিম্ব পদ্মকোরকপ্রতিম, এবং সকলেরই বদনমণ্ডল শশধরসন্নিভ। তাহাদের পরস্পর অঙ্গঘর্ষণপ্রযুক্ত পুষ্পমাল্য সকল স্থানভ্রষ্ট এবং স্বেদসলিলসহকারে সুগন্ধি বিলেপন বিগলিত হইয়া, ভূমিতলে পতিত হওয়াতে, পৃথিবী, কন্যার ন্যায়, অনুপম শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর রাজকুমারী সুলোচনা গম্ভারীকাষ্ঠনির্ম্মিত মনোহর পীঠে আরোহণপূর্ব্বক, জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া, বরস্থানে গমন করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যুবরাজ মাধব তৎকালে মালিনীগৃহে প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন। দৈববশতঃ সুলোচনার বিবাহব্যাপার তাঁহার পরিজ্ঞাত হইল না। এই সংসারে বিধাতার মায়ার অভাব নাই। যে ব্যক্তি তাহাতে বিমোহিত, ত্রিভুবনে কুত্রাপি তাহার সুখলেশের সম্ভাবনা নাই। দেখ, মাধব সেই বিধাতার মায়াচক্রে পতিত হইয়া, স্বীয় সংকেতবিধি অনায়াসেই বিস্মরণপূর্ব্বক, মালিনীগৃহে নিদ্রাভিভূত হইলেন। নলিনী কৃশানুভয়ে অরণ্যপরিহারপূর্ব্বক সলিলে প্রবেশ করিলেও, দারুণ শিশিরানলে দগ্ধ হইয়া থাকে। ফলতঃ, যাহার যে কর্ম্ম, কখনই তাহার অন্যথা হয় না। বেদাদি সমুদায় শাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক, চিরকাল যত্নপূর্ব্বক শত শত নরপতির পরিচর্য্যাই করুক,

অথবা কঠোরতপোহনুষ্ঠানই করুক, ভাগ্যহীন ব্যক্তি কদাচ লক্ষ্মীলাভে সমর্থ হয় না। লোকে যে বিষয়ের প্রসঙ্গমাত্র অভিলাষ করে না, দুরাচার দগ্ধ বিধাতা তাহাকে তাহাই প্রদান করে। অতএব সেই বিধাতার ন্যায় নির্দ্দয় আর কে আছে? হে সত্তম! সুখ দুঃখ মস্তকের উপরি সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিতেছে। সুখের সময় দুঃখ এবং দুঃখের সময় সুখ হঠাৎ আসিয়া সম্মুখীন হয়। লোকে সহস্র যত্ন করিলেও এই বিধাতৃবিহিত দারুণ নিয়মের কোন অংশেই ব্যাঘাত করিতে পারে না। এই সংসারে সুখের ভাগ যে স্বল্পমাত্র লক্ষিত হয়, দুরাচার বিধাতাই তাহার কারণ।

যাহা হউক, যুবরাজ এই রূপে প্রগাঢ় নিদ্রায় অচেতন হইলে, তদীয় অনুচর প্রচেষ্ট তাঁহাদের যানসঙ্কেত পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, এই রাজকুমার দৈবী মায়ায় মোহিত হইয়া, স্বীয় সঙ্কেতবিধি বিস্মরণপূর্ব্বক অনায়াসেই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। ইহাকে ধিক্! যাহা হউক, রাজকুমারী এক্ষণে বরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছে। অধুনা কি করা কর্ত্তব্য। ইহার ত এইরূপ দশা; সর্ব্বথা সঙ্কেত নিষ্ফল হইল; অথবা, এই হতভাগ্য এই রূপেই নিদ্রাসুখ অনুভব করুক। আমিই অশ্বে আরোহণ করিয়া, সেই বরাঙ্গনারে গ্রহণ করি। গুণবানই হউক, আর নির্গুণই বা হউক, কোন্ ব্যক্তি স্বয়ং কন্যারত্ন এবং রত্ন লাভপূর্ব্বক অন্যকে প্রদান করে? এই রাজকুমার যখন দুর্লভ কন্যারত্ন লাভ করিবে, তখন আমারই বা কি ইষ্টাপত্তি হইবে? কেবল দৃষ্টিপীড়া সার হইবে। বরং, আমি যদি রত্নসহিত এই অনুত্তম কন্যারত্ন প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা হইলে, দুর্গতি মাধবের সেবা-

দাস্যে জন্মের মত নিষ্কৃতি পাইব। লোকে ধনলাভবাসনায় সর্ব্বান্তঃকরণে নরপতিগণের সেবা করে। যদি তাহা আপনা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়,তবে সেবাদুঃখের আবশ্যকতা কি?

দুরাচার প্রচেষ্ট লোভাক্রান্ত হৃদয়ে এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ করিল এবং আকাশপথে নিমেষমধ্যেই রাজকুমারীর অধিষ্ঠিত প্রদেশে উপনীত হইল। সুলোচনা তৎকালে বরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। অনন্তর, বর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আপনার প্রতিশ্রুত স্মরণ করিয়া, বামহস্ত সমুদ্ধৃত করত তাহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। ইত্যবসরে মহাবল প্রচেষ্ট লঘুহস্ততাসহকারে তাঁহারে হস্তে ধারণপূর্ব্বক, অশ্বপৃষ্ঠে সন্নিবেশিত করিল। অনন্তর সবিশেষ সত্বরতাপূর্ব্বক তাঁহারে লইয়া, কাঞ্চনসন্নিভ এক সুরম্য নগরীতে উপনীত হইল। হে দ্বিজসত্তম! নগরী দর্শন করিয়া প্রচেষ্টের অন্তঃকরণ হইতে সমুদায় ভয় দূরীভূত হইয়া গেল। তখন সে দুর্নিবার স্মরজ্বরে অভিভূত হইয়া, সহাস্য হাস্যে বলিতে লাগিল, হে শোভনে! এই পুরীর নাম কাঞ্চী; ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত এবং সমুদ্রের উত্তরতীরবর্ত্তিনী। ইহাতে প্রাসাদ সকল কেমন শোভা পাইতেছে, দেখ। এখানে মাধব বা বিদ্যাধর কাহারই ভয় নাই। হে চারুহাসিনি! দুরন্ত কামানল ভয়ঙ্কর শিখাপরম্পরা বিস্তার করিয়া, আমার চিত্তরূপ ইন্ধনে সংলগ্ন হইয়াছে; তুমি কুচকুম্ভরসযোগে সেচনপূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাণ কর। হে বরারোহে! নির্দ্দয় মদন সুতীক্ষ্ণসায়কপ্রহারে আমারে সাতিশয় ব্যথিত করিতেছে। আমি নিরতিশয় ভয়গ্রস্ত হইয়া, তোমার তারুণ্যরূপ শিশিরে প্রবিষ্ট হইয়াছি। তুমি আমারে রক্ষা কর। হে কমল-

লোচনে! আমার মুখরূপ মধুকর তোমার বদনকমলে সুমধুর মধু পান করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছে। এক্ষণে তোমার কি আজ্ঞা হয়, বল। হে প্রিয়ে! তোমার সুকোমল গাত্রসংস্পর্শে দুর্নিবার মনোভব সুতীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গ মথিত করিতেছে; আমারে রক্ষা কর—রক্ষা কর। আমি একমাত্র তোমারই শরণাপন্ন।

দুর্ম্মতি প্রচেষ্ট স্মরদগ্ধ হৃদয়ে এইপ্রকার বিগর্হিত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলে, দুঃসহ শোকদহনে রাজকুমারীর সর্ব্বশরীর নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি দুরন্ত চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করত বলিতে লাগিলেন, হায় আমার কি হইল! আমি সর্ব্বথা বিনষ্ট হইলাম! বিধাতা কি দুরাচার প্রচেষ্টকেই এই মন্দভাগিনীর অদৃষ্টে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন! অয়ি ভগবতি ভবিতব্যতে! তুমি কি এই রূপেই আমারে দুঃখের অপার সাগরে বিসর্জ্জন করিলে? হা মাতঃ! তুমি কোথায়? হা পিতঃ! তুমি কোথায়? হা বিদ্যাধর! তুমিই বা কোথায়? এই দুরাত্মা অনায়াসেই আমারে হরণ করিল! রে হতবিধে! তোমার ঘটনাকে ধিক্! অথবা এই সংসার সর্ব্বথা ঘটনার দাস। লোকে বৃথা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকে। তাহারা জানে না, যে, বিধাতা ঘটনারূপ খরধার অসি দ্বারা তাহাদের গর্ব্ববৃক্ষ ছেদন করিতে সবিশেষ নিপুণ। এক্ষণে বৃথা বিলাপ করিয়া, কোনরূপ ফলোদয় নাই। দূরদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, বিপৎকালে ধৈর্য্য, ভয়পরিহার, মিষ্ট বাক্য এবং উপায় এই চারিটী প্রশংসনীয় হইয়া থাকে।

হে দ্বিজসত্তম! সর্ব্বকার্য্যবিচক্ষণা পরমবুদ্ধিমতী সুলো-

চনা মনে মনে এইপ্রকার পর্য্যালোচনা করিয়া, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক প্রচেষ্টকে বলিতে লাগিলেন, হে বীর। স্বীয় অন্তঃকরণ সংযত কর। দেখ, আমি কন্যা ও অবিবাহিতা। মোহবশতঃ আমারে আলিঙ্গন করিয়া, কিজন্য দুর্গতিলাভে সমুদ্যত হইয়াছ? অতএব, শাস্ত্রোক্তবিধানানুসারে আমার পাণিগ্রহণ কর। আমি দাসীর ন্যায় চিরকাল তোমার পরিচর্য্যা করিব; এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। হে মতিমন্! তুমি কি অবগত নহ, নারীজাতি স্বভাবতঃ অনন্যগতি? অতএব তুমিই আমার প্রাণ, তুমিই আমার মিত্র, তুমিই আমার ভূষণ এবং তুমিই আমার বান্ধব। এক্ষণে জড়তা পরিহারপূর্ব্বক সত্বর পরিণয়যোগ্য সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহ করিয়া, আমার পাণি গ্রহণ কর।

হে দ্বিজসত্তম! রাজকুমারী বদরীফলের ন্যায় এইপ্রকার অন্তর্দৃঢ় বহিঃশ্লথ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মূঢ়মতি প্রচেষ্ট অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ পরিণয়যোগ্যবস্তুসংগ্রহে প্রস্থান করিল। প্রচেষ্ট প্রস্থান করিলে, রাজকুমারী পূর্ব্বাপর সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া, যার পর নাই উৎকলিকাকুল হইলেন; ভাবিলেন, কি করি, কোথায় যাই, কোন্ স্থানেই বা অবস্থিতি করি? এই দারুণ সঙ্কটকার্য্যে কি রূপেই বা পরিত্রাণ লাভ করিব? যদি এখানে থাকি, দুরাচারের হস্তে কোন রূপেই মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই; গৃহে গমন করাও যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ, নানা লোকে নানা কথা বলিতে পারে। এক্ষণে মৃত্যুই আমার সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর; অতএব পুণ্যতীর্থে গমন করিয়া, এই পাপদেহ বিসর্জ্জন করিব। তাহাই বা কিরূপে হইতে পারে? আমি প্রাণত্যাগ করিলে,

এই দুর্বুদ্ধি প্রচেষ্ট এবং বিদ্যাধর ও মাধব আমারে স্মরণ করিয়া, নিশ্চয়ই কলেবর পরিহার করিবেন। ফলতঃ, আমি বাঁচিয়া থাকিলে, তিন জনেরই প্রাণরক্ষাসম্ভাবনা; উপরতা হইলে, সকলেই পঞ্চত্ব লাভ করিবে। এই রূপে ইহারা আমারে উদ্দেশ করিয়া, স্ব স্ব প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে, ইহাদের বধজনিত গুরুতর পাপে আমার আত্মা অবশ্যই কলুষিত হইবে। হায়, আমি এখন কি করি! রে দুরাচার বিধাতঃ! তুমি সর্ব্বথা আমারে নিরুপায় করিলে! অথবা, তোমারে আর নিন্দা করিব না। আমি আপনারই কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি (১)। এক্ষণে ভগবান্ মধুসূদনই আমার এই বিপদে একমাত্র শরণ। আমি পুণ্যতীর্থে গমন করিয়া, তাঁহারই উপাসনা করিব। তিনি প্রসন্ন হইলে, আমার সমুদায় সম্পন্ন হইবে। প্রাণ বিনষ্ট হইলে; সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু বাঁচিয়া থাকিলে, অল্পে অল্পে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। শিশিরকাল সমুপস্থিত হইলে, নলিনী মৃণালমাত্রে পর্য্যবসিত হয়; আবার গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড ভাস্করকিরণে সুগন্ধি কুসুমরাশি ধারণপূর্ব্বক মধুকরের সঙ্গসুখ লাভ করে।

হে বিপ্রর্ষে! সুলোচনা এইপ্রকার পর্য্যালোচনা করিয়া, সেই দ্রুতগামী তুরঙ্গমে আরোহণপূর্ব্বক, তপশ্চরণার্থ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করিলেন। এই গঙ্গাসাগরসঙ্গমে সুষেণ

---

(১) অনেক হস্তলিখিত পুস্তকে এই কবিতাটীর উল্লেখ নাই; কিন্তু আমরা সঙ্গত বিবেচনায়, অনুবাদ করিয়া দিলাম। মূল যথা

"কিং করোমি কৃতানাথা বিধাত্রা চ দুরাত্মনা।
নিরবদ্যো বিধিঃ পাপং ভুঞ্জেঽহং নিজকর্ম্মজম্॥"

নামে সোমবংশসমুদ্ভূত এক নরপতি বাস করিতেন। সুলোচনা তাঁহার সভায় গমনার্থ কৃতনিশ্চয় হইলেন; কিন্তু ভাবিলেন, আমি যুবতী; বিশেষতঃ, আমার বামহস্তে অধিবাসনসূত্র রহিয়াছে; রাজার সহিত কি রূপে সাক্ষাৎ করিব। অধিক কি, আমি কন্যকাবস্থায় একাকিনী তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া আছি, সঙ্গে কেহই নাই। আমার চরিত্র লোকমাত্রেরই বিস্ময়জনক। অতএব, আত্মগোপনপূর্ব্বক রাজগোচরে গমন করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তানন্তর ইন্দ্রজালপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ মনোহর পুরুষাকৃতি পরিগ্রহপূর্ব্বক রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। ঐ সভা সুধর্ম্মার ন্যায় সাতিশয় মনোহর। সুলোচনা অশ্বারোহণে শক্তিহস্ত জয়ন্তের ন্যায় তথায় প্রবেশ করিলে, নরপতি তাঁহার অলোকসামান্য দিব্য মূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক পরমবিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কোথা হইতে আসিতেছ? কপটপুরুষাকৃতি সুলোচনা সেই সদয়হৃদয় সজ্জনাশ্রয় নরপতিরে যথাবিহিত প্রণাম করিয়া, কহিতে লাগিলেন, হে দেব! আমি রাজার পুত্র; আমার নাম বীরবর। কর্ম্ম করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার জন্য আপনার রাজ্যে আগমন করিয়াছি। যে যে কার্য্য অন্যের অসাধ্য হইবে, আমি তাহাই সাধন করিব। আমি থাকিতে, আমার প্রভুর কুত্রাপি পরাজয় নাই।

রাজা কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি আমার রাজ্যে অবস্থান কর। আমি তোমার বৃত্তি বিধান করিয়া দিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। নরপতি এইরূপ কহিলে, বীরবর তাঁহার সন্নিধানে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ একমাত্র রাজসভায় সংসক্ত হইল।

মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গলা গদ্য অনুবাদ।

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্থ খণ্ড।

কলিকাতা

শ্যামাপুকুর লেন ২০ সংখ্যক-ভবনস্থ

সরস্বতীযন্ত্রে

শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৮ সাল।

মূল্য ৴০ দুই আনা।

অনন্তর কোন সময়ে ভীমনাদ নামে এক মহাবল খড়্গী নগরবাসী প্রজাগণের পীড়ন আরম্ভ করিলে, নরপতি ক্রোধ-কলুষিত হইয়া, তদীয় বধসাধনার্থ বীরবরকে প্রেরণ করিলেন। বীরবর তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া, মেঘগভীর স্বরে কহিলেন, রে দুরাত্মন্! সময় উপস্থিত হইলে, পাদপগণ যেরূপ ফলশালী হয়, তদ্রূপ, তোমার উপার্জ্জিত পাপবৃক্ষ সমস্ত এতদিনে পরিণত হইয়াছে। তুমি যার পর নাই পাপাত্মা; এই রাজ্যমধ্যে যে যে প্রাণির প্রাণহত্যা করিয়াছ, যমালয়ে তাহাদের সকলেরই সহিত তোমার সন্দর্শন হইবে। রে পাপ! নিদ্রা পরিহার কর। এই নিদ্রাতেই কি মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইবে?

বীরবরের গগনরন্ধ্রভেদী সগর্জ্জন বাক্যে মহাবল খড়্গীর তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সে ধূলিধূসরিত দেহে ক্রোধসংরক্ত লোচনে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, রে দুর্বুদ্ধে! বৃথা গর্ব্ব পরিহার কর; তোমার আয়ু শেষ হইয়াছে। ধরাতলে এরূপ ব্যক্তি কে আছে যে, আমার সন্দর্শন-মাত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন না করে। শলভ যেরূপ জ্বলন্ত অনল-শিখায় প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ, তুমি আমার ক্রোধরূপ হুতাশন-রাশিতে পতিত হইতে উদ্যত হইয়াছ। এইরূপ বলিতে বলিতে, বীরবর গভীর গর্জ্জন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার শক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। খড়্গী গতায়ুঃ ও রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। পৃথিবী তাহার গুরুতর দেহভরে কম্পান্বিত হইয়া উঠিলেন।

হে দ্বিজ! মহাবল খড়্গী এই রূপে গঙ্গাসাগরতীরে পতিত হইলে, বীরবর রাজসভায় গমন করিতে লাগিলেন।

পথিমধ্যে এক মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ঐ মহাপুরুষ স্বীয় তেজে দ্বিতীয় প্রভাকরের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান হইতেছেন। বিষ্ণুদূতগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছেন। তাঁহার পরিধান দিব্য বস্ত্র, বদনকমল স্মিতবিকসিত, গলদেশ তুলসীমাল্যে অলঙ্কৃত এবং স্বভাব সাতিশয় নির্ম্মল। তিনি রথে আরোহণ করিয়া ছিলেন। বীরবর দর্শনমাত্র অতিমাত্র ভক্তিসম্পন্ন হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, কোথা হইতে আগমন করিতেছেন, কোন্ স্থানেই বা গমন করিবেন?

মহাপুরুষ বলিলেন, হে পুরুষবেশধারিণি! সংক্ষেপে আমার সমুদায় বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে ধর্ম্মবুদ্ধি নামে রাজা ছিলাম। আমার প্রতাপ বৈরিবংশরূপ মহাবনের অনল স্বরূপ এবং আমার ধর্ম্মনিষ্ঠা অসামান্য ছিল। আমি সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সর্ব্বপ্রকার দান করিয়াছিলাম, এবং চারি সহস্র বৎসর যথানিয়মে এই বসুন্ধরা প্রতিপালন করি। এক দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার কোনরূপ প্রমাদ উপস্থিত হয় নাই। দৈববশতঃ পাষণ্ডবাক্যে রোষাভিভূত হইয়া, সামান্য অপরাধে কোন ব্রাহ্মণের ভূমি অপহরণ করিয়াছিলাম। সেই অপরাধ বশতঃ স্বয়ং বিধাতা তৎক্ষণাৎ আমার সমুদায় রাজ্য সম্পত্তি আত্মসাৎ করিলেন। এই রূপে আমি সম্পত্তিনাশজনিত দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, কিয়দ্দিনমধ্যেই যমরাজভবনে গমন করিলাম। চিত্রগুপ্ত আমাকে অবলোকন করিয়া, আমার কর্ম্ম সমস্ত একে একে প্রকটীকৃত করত, ধর্ম্মরাজকে কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! এই রাজা নিরতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং

প্রতিনিয়ত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, কাল যাপন করিয়াছে। ইহার কিঞ্চিন্মাত্র দুষ্কৃত আছে, শ্রবণ করুন। এই ব্যক্তি পাষণ্ড বাক্যের অনুসরণপূর্ব্বক দ্বিজাতিশাসন লঙ্ঘন করিয়াছে। সেই দুষ্কৃতি বশতঃ ইহার দুস্তর নরকবাস বিধেয় হইতেছে। হে সূর্য্যতনয়! শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি যাহার বৃত্তিচ্ছেদ করে, সে তাহার বধভাগী হইয়া থাকে। এই পাপাত্মাও ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ করিয়াছে; অতএব ব্রহ্মঘ্ন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে শতকোটি কল্প ইহার নরকবাস হওয়া বিধেয়। হে বিভো! যে ব্যক্তি স্বয়ং ভূমি দান করিয়া, পুনরায় তাহা হরণ, অথবা অন্যের প্রদত্ত ভূমি আত্মসাৎ করে, সে কোটিকুলসমভিব্যাহারে নরকে গমন করে। ফলতঃ, দেবোত্তর বা ব্রহ্মোত্তর ভূমি হরণ করিলে, কল্পকোটিশতেও নিষ্কৃতিলাভ সম্ভব নহে। কিন্তু যে রাজা পরদত্ত ভূমি রক্ষা করেন, তিনি সেই ভূমিদাতা অপেক্ষা কোটিগুণ পুণ্য প্রাপ্ত হয়েন।

চিত্রগুপ্ত এইরূপ কহিলে, যমরাজের নিদেশানুসারে তদীয় কিঙ্করগণ আমারে পূতিমৃত্তিকানামক দারুণ নরকে নিক্ষেপ করিল। হে সাধ্বি! আমি সেই যমমন্দিরে কল্পকোটি বাস করিয়া, পরে নরকাবসানে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক খড়্গিযোনিতে পতিত হইলাম, এবং সর্ব্বদা প্রাণিহিংসা করত কাল যাপন করিতে লাগিলাম। এইরূপ অবস্থায় কোটি কোটি ও সহস্র সহস্র গো, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য প্রাণির প্রাণহত্যা করিলাম। অবশেষে দৈব অনুকূল হইয়া, তোমারে পাঠাইয়া দিলেন। তুমিও শুভ ক্ষণে আমারে সংহার করিলে। গঙ্গাসাগর-সঙ্গম দেবগণেরও সুদুর্লভ পরম পবিত্র তীর্থ। তথায় তোমার

হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া, আমার এই সদ্গতিলাভ হইয়াছে। হে পতিদেবতে! তোমার কল্যাণ হউক; তুমি গমন কর। অচিরাৎ পতির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে; সন্দেহ নাই।

ব্যাসদেব কহিলেন, জৈমিনে! মহীপতি ধর্ম্মবুদ্ধি এইরূপ বাক্যবিন্যাস করিলে, সুলোচনা সাতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। অনন্তর সেই নরপতি অশ্বারোহণে স্বর্গে প্রস্থান করিলে, তিনিও মহারাজ সুষেণের সভামণ্ডপে গমন করিলেন। ভীমবিক্রম খড়্গী বিনিহত হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, নরপতি পরম প্রীতিমান্ হইয়া, তাঁহারে আপনার জয়ন্তীনাম্নী দুহিতা সম্প্রদান করিলেন। পুরুষবেশধারিণী সুলোচনা জয়ন্তীরে পরিগ্রহপূর্ব্বক, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে তপশ্চরণার্থ কৃতসংকল্প হইলেন। হে দ্বিজসত্তম! তিনি তথায় গমন করিয়া, প্রভাতে স্নানকৃত্যসমাধানপূর্ব্বক, গীত, বাদ্য ও নৃত্য দ্বারা ভগবান্ নারায়ণের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে কখন নিরামিষ হবিষ্য, কখন ফলমাত্র আহার এবং কখন বা উপবাস করিয়া, মাধবের পুনঃপ্রাপ্তিকামনায় ভগবান্ হরির আরাধনা করত, সেই গঙ্গাসাগরসঙ্গমে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

উল্লিখিতরূপ বিধির অনুসরণপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতীত হইলে, দুরাচার প্রচেষ্ট মনের একাগ্রতাসহকারে বিবাহযোগ্যবস্তুসমুদায়সংগ্রহপূর্ব্বক সমাগত হইল। কিন্তু দেখিল, সে কন্যাও নাই, সে অশ্বও নাই। তন্নিবন্ধন গুরুতর শোকভরে মূর্চ্ছিত ও অতিমাত্র দুঃখে ধরাতলে পতিত হইয়া, অনবরত ক্রন্দন ও বিলাপ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল,

হায়, কি দুর্ভাগ্য! হায়, আমি বিনষ্ট হইলাম! হায়; সে বরাঙ্গনা কোথায়! কোন্ পাষাণহৃদয়—কোন্ নিষ্ঠুরপ্রকৃতি অকৃতাপরাধে আমার ত্রিভুবনদুর্লভ জীবনৌষধ হরণ করিল! অথবা, তাঁহার বদনমণ্ডল সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় যেরূপ মনোহর, দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি স্বর্গ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী—সেই ত্রিভুবনললামভূতা ললনারে একাকিনী অবলোকন করিলে, ধরাতলে কোন্ ব্যক্তি গ্রহণ করিতে সমুৎসুক না হয়? অথবা, সেই চারুলোচনা আমারে নীচপ্রকৃতি মনে করিয়া, স্বয়ং অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক, পুনরায় নিজ রাজ্যে গমন করিয়াছেন। অথবা, তিনি যেরূপ শুদ্ধচারিণী, তাহাতে, বোধ হয়, প্রিয়তম মাধব বা বিদ্যাধরের বিয়োগদুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া, এই পাপময় সংসার এক বারেই পরিহার করিয়াছেন। অশ্ব তাঁহারে উপরতা দেখিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে বিনির্গত হইয়াছে।

দুর্ম্মতি প্রচেষ্ট শোকব্যাকুল হৃদয়ে এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ বিলাপ করিতে লাগিল। অনন্তর মরণে কৃতসংকল্প হইয়া, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করিল। তথায় পবিত্র সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক, তুলসীমাল্যে ভূষিত হইয়া, অঞ্জলিবন্ধসহকারে ভীষ্মজননী জাহ্নবীর স্তব করত বলিতে লাগিল, মাতঃ! আমি তোমার এই নির্ম্মল সলিলে দেহ বিসর্জ্জন করিতেছি। যাহাতে সুলোচনা আমার প্রণয়িনী হয়, তাহা বিধান করিবে।

হে বিপ্র! সুলোচনা প্রিয়তম মাধবের সহিত পুনরায় সমাগমলাভবাসনায়, বীরবরবেশে তথায় ভগবানের উপাসনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রচেষ্ট বারংবার এইপ্রকার প্রার্থনা করিতেছে, শ্রবণ করিয়া, কিঙ্করদিগকে আদেশ

করিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল। অনন্তর তদীয় অনুমতিক্রমে দুঃখবিহ্বল প্রচেষ্টকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল।

এদিকে, সুলোচনা অপহৃত হইলে, সেই অদ্ভুত কাণ্ড অবলোকন করিয়া, রাজ্যমধ্যে তুমুল হাহাকার সমুত্থিত হইল। নরপতি গুণাকর সমস্ত শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত বিস্ময়-গ্রস্ত ও একান্ত সম্ভ্রান্ত হইলেন; এবং বজ্রাহতবৎ ব্যথিত হইয়া, সুলোচনা যেস্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। দেখিলেন, পীঠ শূন্য পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার শোকসিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি দুষ্পা-রিহর কন্যাস্নেহে অভিভূত হইয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে বারংবার বলিতে লাগিলেন, হায় কি হইল! হায় কি হইল! অনন্তর গুরুতর শোকভরে একান্ত বিহ্বল হইয়া, নগরীর স্থানে স্থানে রক্ষার নিমিত্ত, শত সহস্র ও কোটী কোটী সাদী, নিষাদী, রথী, বর্ম্মী, ধানুষ্কী ও কৌন্তিক বিনিযোজিত (১) করিলেন। অনন্তর তাঁহার অনুমতি অনুসারে শত শত ভীম-বিক্রম ভীমবল যোদ্ধা রোষাবেশে বিবশ হইয়া, ত্বরিত পদে নগরীর প্রতিপথে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এইরূপ তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হওয়াতে, গায়ক সকল গীত, নর্ত্তক সকল নৃত্য এবং বাদ্যকর সকল বাদ্য পরিহার করিয়া, বিস্ময়-স্তিমিত সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইল।

হে বিপ্রর্ষে! অনন্তর নরপতি গুণাকর মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া, শোকব্যাকুল হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, সহসা এ কি অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইল?

(১) সাদী অর্থাৎ অশ্বারোহী; নিষাদী, হস্ত্যারোহী; ধানুষ্কী, ধনুর্দ্ধারী।

মন্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ! আমরা এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার কখন শ্রবণ বা কুত্রাপি অবলোকন করি নাই। দেখুন, চতুর্দ্দিকেই লোকে লোকারণ্য; কিন্তু রাজকুমারী সকলেরই চক্ষে যেন ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিয়া, গমন করিলেন। হে দ্বিজসত্তম! সেই সময়ে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, রাজকুমারী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; শাপভ্রষ্টা হইয়া, ভূমণ্ডলে আপনার প্রাসাদে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। এক্ষণে স্বয়ংই অন্তর্হিতা হইয়াছেন। কেহ বলিল, সেই রমণী মায়াময়ী, মায়াবলে আপনার গৃহে অধিষ্ঠান করিতেছিল। এক্ষণে স্বীয় মায়া প্রদর্শনপূর্ব্বক অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিল। অন্যেরা বলিল, তিনি অসামান্য রূপলাবণ্যশালিনী এবং সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না; ইন্দ্র তাঁহার রূপগুণে মোহিত হইয়া, আকাশপথে আগমন পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়াছেন, যদি ইহাই স্থির নিশ্চয় হয়, তবে তিনি অবশ্যই প্রত্যাগমন করিবেন। কারণ, দেবরাজ স্বভাবতঃ ভগাঙ্গ, কখনই তাঁহার মনোহরণ করিতে পারিবেন না। অন্যেরা বলিল, সুলোচনার বদনমণ্ডল সাক্ষাৎ পূর্ণ-চন্দ্র। দুরাচার রাহু চন্দ্রভ্রমে সেই পূর্ণচন্দ্রবদনারে গ্রাস করিয়াছে। কেহ কেহ বলিল, রাজকুমারীর পয়োধরযুগল পদ্মকোরকসদৃশ এবং মুখমণ্ডল প্রফুল্লসরোজসন্নিভ। ফলতঃ, তিনি সাক্ষাৎ পদ্মময়ী। দিগ্‌গজগণ নলিনীভ্রমে তাঁহারে হরণ করিয়া লইয়াছে। কেহ কেহ বা বলিল, সুলোচনা রূপগুণের মূর্ত্তিমান্ আধার, এবং নারীসৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান; বিধাতা তাঁহার রূপরাশিকে আদর্শ করিয়া, অন্যান্য রূপবতী ললনা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত তাঁহারে আত্মসাৎ করিয়াছেন। অন্যান্যেরা বলিতে লাগিল, হে রাজন্! পৃথিবীতে আপনি

সমুদায় শত্রুকুল পরাভূত করিয়াছেন। এক্ষণে সুলোচনা স্বীয় অনুপম রূপাতিশয্যে দেবাঙ্গনাগণের পরাজয়সাধনার্থ স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

এই রূপে যাহার যা ইচ্ছা বলিতে লাগিল। মন্ত্রিগণ নিরুৎসাহ ও নিস্তেজ হইয়া, পরস্পরের মুখনিরীক্ষণপূর্ব্বক জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিলেন; কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন, কাহারও এরূপ ক্ষমতা নাই। তখন নরপতি দুর্নিবার শোক-ভরে, হা মাতঃ সুলোচনে! হা ত্রিভুবনৈকললামভূতে! তুমি কোথায়! আমারে কি জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছ! বারংবার এইপ্রকার করুণবাণী সমুচ্চারণপূর্ব্বক মূর্চ্ছাসহায়ে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। হে ঋষিসত্তম! নরপতি পতিত হইলেন, দেখিয়া, চতুর্দ্দিকে অপার শোকসাগর এক বারে উদ্বেল হইয়া উঠিল, এবং হাহাকাররূপ গভীর গর্জ্জনে সমুদায় নগরী প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। পৌরবাসী ব্যক্তিমাত্রেই ব্যাকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহা-দের নয়নসলিলে পৃথিবী পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে সেই ক্রন্দনধ্বনি সমধিক বর্দ্ধিত হইলে, বোধ হইল, যেন সমুদায় দিক্ সমবেত হইয়া, অনবরত রোদন করি-তেছে। নরপতি ধূলিধূসরিত মুক্তকেশে ধরাতলে নিপতিত, শরীরে চেতনার লেশ নাই। মন্ত্রিগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহারে প্রাসাদে লইয়া গেলেন।

বিদ্যাধর এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু উচ্ছলিত শোকাবেগ আর সংবরণ করিতে না পারিয়া, সুলোচনার পাদস্পর্শপবিত্রিত-শূন্য পীঠ আলিঙ্গনপূর্ব্বক, করুণ স্বরে রোদন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, হা প্রিয়ে! হা চপলাপাঙ্গি! হা

সুবর্ণকুসুমপ্রভে! হা বরাঙ্গনে! আমারে অনাথের ন্যায় সুগভীর শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া, নির্দ্দয়ার ন্যায়, নির্ম্মমার ন্যায় কোথায় গমন করিলে? হে কমলাননে! তুমি সর্ব্বথা নির্দ্দোষ; কিন্তু আমার এমন কি দোষ দেখিয়াছ যে, দর্শনদানেও আপ্যায়িত করিতেছ না? অয়ি রুচিরাননে! তুমি জান না, তোমা ব্যতিরেকে এই বিদ্যাধর ক্ষণমাত্র জীবনধারণ করিতে সমর্থ নহে। অতএব একবার দেখা দিয়া, আমার প্রাণরক্ষা কর। এই সংসারে তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক স্নেহভাজন। যদি তোমারে না পাই, তাহা হইলে, আমার ধনে প্রয়োজন কি, পরিজনে কাজ কি, বন্ধু বান্ধবে ফল কি, এবং গৃহেই বা আবশ্যকতা কি? (১)

হে বিপ্রর্ষে! বিদ্যাধর এইপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, অবশেষে মৃত্যুনিশ্চয় করিয়া, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করিলেন। তথায় ভাগীরথীর সাগরসলিলসংপৃক্ত পবিত্র জলে স্নান করিয়া, ভাস্করদেবকে অর্ঘ্যপ্রদানপূর্ব্বক সেই ত্রিভুবনজননী জহ্নুনন্দিনীরে বলিতে লাগিলেন, হে জগন্মাতঃ! আমি তোমার নির্ম্মল সলিলে শরীর বিসর্জ্জন করিতেছি। যাহাতে

(১) কোন কোন পুস্তকে এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা,

অহো কিং মে সমাবৃত্তং সংসারে সুখপূরিতে।
বন্ধুবান্ধবসঙ্কীর্ণে অনাথঃ সর্ব্বথাভবম্

অর্থাৎ হায়, আমার কি হইল! এই বন্ধুবান্ধবপরিপূর্ণ সুখের সংসারে সর্ব্বথা আমি অনাথ হইলাম।

আবার কোন কোন পুস্তকে এইরূপ দৃষ্ট হয়। যথা,

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কৃতাভাগ্যো দুরাত্মবান্।
অহো কিং মে সমাবৃত্তং বিধির্হি বলবত্তরঃ॥

অর্থাৎ হায় আমি কোথায় যাই, কি করি! আমি যার পর নাই হতভাগ্য ও দুরাচার, আমার কি হইল ইত্যাদি।

জন্মান্তরে সুলোচনাসঙ্গলাভ হয়, তাহা বিধান করিবে। হে বিপ্র! বিদ্যাধর এইরূপ কহিয়া, ঝম্পপ্রদানের উপক্রম করিলে, রাজকুমারীর রক্ষিত কিঙ্করগণ ক্রোধকলুষিত হইয়া, তাঁহারে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া গেল। বীরবরবেশধারিণী সুলোচনা কহিলেন, অহে, তুমি কে, কোথা হইতে আগমন করিলে? কিজন্যই বা এই গঙ্গাসলিলে শরীরবিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছ? বিদ্যাধর তাঁহার বাক্য আকর্ণনপূর্ব্বক সকলের বিস্ময় সমুৎপাদন করিয়া, আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

বীরবর কহিলেন, যে কুটিলহৃদয়া বিবাহকালেই তোমারে পরিহারপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইল, তুমি তাহারই জন্য প্রাণত্যাগ করিতেছ। তোমার ন্যায় জড়প্রকৃতি নিতান্ত দুর্লভ। তোমারে ধিক্! অধিক কি, তোমার প্রতি তাহার অন্তঃকরণ কিছুমাত্র আসক্ত নহে, কিন্তু তুমি তদ্গতহৃদয়, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? বুঝিলাম, তুমি সংসারে মূর্খগণের অগ্রগণ্য! সেই রাজকন্যা গন্ধর্ব্বী, অথবা রাক্ষসী, কিংবা পন্নগী, অথবা কিন্নরী হইবে। শাপভ্রষ্টা হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এক্ষণে শাপাবসানে স্বয়ং অন্তর্হিতা হইয়াছে। অথবা, সেই দেবরূপিণী দেবলোকে গমন করিয়াছে। তোমার সহিত পুনরায় কিরূপে সাক্ষাৎ হইতে পারে? দেখ, বায়স কখন গগনবিহারী সুধাকরের চকোরপেয় পীযূষরাশি পান করিতে সমর্থ হয় না। ফলতঃ, যাহা অপ্রাপ্য, তাহা কদাচ লাভ করা যায় না; যাহা প্রাপ্য, তাহাই লব্ধ হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি ইহা অবগত, সে কখন মোহে অভিভূত হয় না। আরও দেখ, এই সংসারে কেই বা কন্যা দান করে,

কেহই বা তাহা পরিগ্রহ করে? পূর্ব্বজন্মে যাহার ভাগ্যে যে কন্যা নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই কন্যাই তাহারে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকে। পুত্রের জন্যই ভার্য্যার প্রয়োজন এবং পিণ্ডের জন্যই পুত্রের প্রয়োজন; এইজন্যই মনীষিগণ দারপরিগ্রহ করেন। হে মতিমন্! স্বামী যেরূপ নারীর প্রতি আসক্ত, নারী কখন সেরূপ নহে; অমা রজনীর সুনিবিড় অন্ধকারে শশধর তিরোহিত হইলেও, কুমুদিনী নিরতিশয় প্রফুল্ল হইয়া থাকে। আর, স্বামী সাতিশয় গুণশালী হইলেও, স্ত্রীজনের সন্তোষসাধনে সমর্থ হন না; প্রভাকর লোকোত্তর-গুণসম্পন্ন; কিন্তু শলভাধম কুৎসিত মধুকর পদ্মিনীর মধু পান করে। স্ত্রীর প্রতি সর্ব্বদা আসক্তি, বিষ্ণুভক্তিতে অনাদর এবং শোকে শরীরত্যাগ এই তিন, পুরুষের বিড়ম্বনা। পুত্র, কলত্র, বান্ধব, গৃহ ও ভূমি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রাণ বিনষ্ট হইলে, আর পাওয়া যায় না। হে মূঢ়! সংসারে পদার্পণ করিয়া, তুমি মনোরম বিষয়ভোগ বা কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান কর নাই। কিন্তু বর্ত্তমান গত হইলে, ভবিষ্যজন্ম নিতান্ত দুর্লভ। অতএব বৃথা প্রাণত্যাগ করিয়া, জন্ম নিরর্থক করা কদাচ বিধেয় নহে। আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্ত্রী, আমার ভ্রাতা, আমার ধন, এইরূপ মমতার পরতন্ত্র হইয়া, লোকে স্ব স্ব জন্ম নিষ্ফল করে। হে জৈমিনে! বীরবর এইপ্রকার প্রবোধ প্রদান করিলে, বিদ্যাধর দৌর্ম্মনস্যপরিহারপূর্ব্বক, তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে, মালাকারপত্নী গন্ধিনী সহাস্য আস্যে প্রীতহৃদয়ে স্বীয় নিলয়ে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মাধবের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, অবলোকন করিল, তিনি মঞ্চোপরি নিদ্রা যাইতেছেন। তদ্দর্শনে

নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, কঠোরস্বরে বলিতে লাগিল, রে দুর্বুদ্ধে! গাত্রোত্থান কর, গাত্রোত্থান কর। তোমার সমুদায় শ্রম বিফল হইল। সুলোচনা বিবাহকালে স্বয়ং অন্তর্হিতা হইয়াছেন। শ্রবণমাত্র রাজকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে উঠিয়া বসিলেন এবং দ্রুতপদসঞ্চারে, যে স্থানে তুরঙ্গম বদ্ধ ছিল, তথায় গমন করিলেন। কিন্তু তুরঙ্গম বা প্রচেষ্ট, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন বারংবার হা হতোস্মি, হা হতোস্মি, বলিয়া, দুর্ভর শোকভরে মূর্চ্ছার বশবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর কিয়ংক্ষণ পরে চেতনালাভ করিয়া, দুঃসহ শোকে অভিভূত হইয়া, বিলাপ করত বলিতে লাগিলেন, সুলোচনা বা বিদ্যাধর কাহারও কিছুমাত্র দোষ নাই; সর্ব্বথা আমিই অপরাধী। যেহেতু, নীচসঙ্গে আমার বাস। পুরুষ নীচসঙ্গী হইলে, বিধাতা কখন তাহার সুখসংঘটন করেন না; অদ্য আমি ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম। যেহেতু, নীচসঙ্গ-বশতঃ আমার ঈদৃশী বিসদৃশী গতি সমুৎপন্ন হইল। নীচসঙ্গে সংসক্ত হইলে মহাত্মা ব্যক্তিও কিছুমাত্র সুখলাভ করিতে পারেন না; প্রেতসঙ্গবশতঃ স্বয়ং মহাদেবও নগ্ন ও ভস্ম-ভূষিত হইয়া, শ্মশানে বাস করেন। নীচ ব্যক্তি গৃহপ্রবেশ-পূর্ব্বক স্ত্রী ও ধন প্রভৃতি বস্তু সমুদায়ের প্রতি কটাক্ষপাত করে। যদি স্বয়ং লইতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে, যে কোন উপায়ে বিনষ্ট করিয়া থাকে। লোকের শরীরে সহস্র গুণ থাকুক, নীচাশয় ব্যক্তি তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, যত্নাতিশয়সহকারে দোষানুসন্ধানে তৎপর হয়। দোষের কোনরূপ প্রসঙ্গ পাইলে, তৎক্ষণাৎ শতবদন বিস্তার করিয়া, তাহা প্রখ্যাপন করে। সাধুদিগের গুণবাদ শ্রবণ করিলে,

সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হৃদয় বিষাদবিষে জর্জ্জরিত হয়; কিন্তু কোনরূপ দোষ শ্রুতিপথে উপনীত হইলে, আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া, শতরূপ ধারণ করে। এই সকল কারণে বুদ্ধিমান্ পুরুষ আপনার কল্যাণকামনা করিয়া, নীচের সহিত পদমাত্র গমন বা তাহার প্রতি অণুমাত্র বিশ্বাসস্থাপন করেন না। নীচাশয় ব্যক্তি বিশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিবার জন্য যত্নপূর্ব্বক আগমন করে; কিন্তু সময় পাইলে, হাস্য করিয়া, সমুদায় প্রকাশ করিয়া দেয়। ফলতঃ, মহাত্মা ব্যক্তির মন, বাক্য ও কর্ম্ম, যেরূপ একরূপ হইয়া থাকে, দুরাত্মার কখন সেরূপ হয় না। তাহাদের মন একরূপ, বাক্য অন্যরূপ এবং কার্য্য আর একপ্রকার, দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুত্র বিদ্যাধর যদি সুলোচনার পাণিগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, স্বপ্নেও আমার হৃদয়ে শোকসঞ্চার হইত না। সুলোচনা যেরূপ সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না, তাহাতে, তাঁহারে স্বর্গভ্রষ্টা বলিয়া সহজেই প্রতীতি জন্মে। কিন্তু তিনি অসহায়ার ন্যায়, নিতান্ত নীচের হস্তে পতিতা হইলেন, ইহা অপেক্ষা দুঃসহ শোক আর কি হইতে পারে? বোধ হয়, আমার দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হৃদয় কখন ঐ শোকের গুরুতর আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না। হায়, সেই বরাঙ্গনা আমার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই যেন চিত্রিত রহিয়াছেন! তাঁহার সেই ত্রিভুবনমোহন সুকুমার মূর্ত্তি, সেই স্নিগ্ধ লোভন মনোহর ভঙ্গি, সেই গজরাজ-বিনিন্দিত মৃদুমন্দ বিলাসগতি, সেই শারদীয়-পৌর্ণমাসী-শশাঙ্ক-শোভন সুলোভন হাস্য, সেই পদ্মপলাশ-সুবিতত মদির মোহন সমুজ্জ্বল লোচন, সেই সমবিভক্ত সর্ব-সুন্দর মনোজ্ঞ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সেই বীণাতন্ত্রীর ঝঙ্কার সদৃশ পীযূষ-রস-নিস্যন্দী পুংস্কোকিল বিগর্হিত সুস্নিগ্ধ বচন-

বিন্যাস, সেই মলয়ানিল তিরস্কৃত চন্দ্রকান্ত-সম-শীতল পরম স্থখসেব্য অপূর্ব স্পর্শযোগ, আমি যেন সর্ব্বত্রই দর্শন ও সর্ব-ক্ষণ অনুভব করিতেছি! তাঁহার সেই প্রীতিময়ীবিকসিত প্রতিমা এখনও সজীবভাবে আমার অন্তর্নিলয়ে বিরাজমান রহিয়াছে! আমি কিরূপে বিস্মৃত হইব! আহা, সেই পতিব্রতা নীচের অঙ্কগতা হইয়া, ক্ষণমাত্র জীবনধারণ করিবেন না। বিদ্যাধরও তাঁহার নিদারুণ শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন! যাহা হউক, আমি যেরূপ, তাঁহার সমাগমকামনায় পিতা, মাতা ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছি, তদ্রূপ, এক্ষণে প্রাণত্যাগে কৃতযত্ন হইব। প্রিয়াশূন্য দগ্ধ জীবনে আর স্থখ কি? অতএব প্রিয়তমার পুনঃ-সন্দর্শনজন্য গঙ্গাসাগরসঙ্গমে এই শোকদগ্ধ পাপময় দেহ বিস-র্জ্জন করিব। যুবরাজ এইরূপ অবধারণপূর্ব্বক গঙ্গাসাগরযাত্রা করিলেন। কতিপয়দিবসমধ্যে তথায় উপনীত হইয়া, যথা-বিধানে অবগাহনপূর্ব্বক ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনা করি-লেন। অনন্তর পবিত্র তুলসীপত্রের মাল্যধারণপূর্ব্বক অঞ্জলি-বন্ধসহকারে ভগবতী জহ্নুনন্দিনীরে স্তব করত বলিতে লাগিলেন, দেবি! আমি দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, আপনার নির্ম্মল সলিলে কলেবর বিসর্জ্জন করিতেছি, জন্মা-ন্তরে যেন আমার স্থলোচনাসঙ্গলাভ হয়। বলিতে বলিতে, দুর্ভর বাষ্পভরে কণ্ঠদেশ অবসন্ন হইয়া আসিল এবং অবিরলবাহিনী অশ্রুধারায় লোচনযুগল পরিপূর্ণ হইল। তখন, তিনি ভক্তিভরে ত্রিলোকজননী জাহ্নবীরে নমস্কার করিয়া, তাঁহার নিম্নসলিলে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে বীরবরের নিয়োজিত কিঙ্করগণ তাঁহারে ধারণ-পূর্ব্বক স্বীয় স্বামীর সকাশে উপনীত করিল। বহুদিনের

পর প্রিয়তমের প্রফুল্ল বদনকমল সন্দর্শন করিয়া, বীরবরের হৃদয়কন্দর হর্ষরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি মনীষা-বলে উচ্ছলিত হর্ষবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, তুমি কে, কিজন্য সঙ্গমসলিলে প্রাণত্যাগ করিতেছ?

যুবরাজ কহিলেন, আমি মহারাজ বিক্রমের আত্মজ; নাম মাধব। একদা আমি মৃগয়ানিমিত্ত সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া, ঘোর বনে গমন করিয়াছিলাম। আমাদের নগরীর উপকণ্ঠে এক সরোবর আছে। কমল কুবলয় প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পে ঐ সরোবর সর্ব্বদাই সুশোভিত। প্রত্যাগমন-সময়ে দর্শন করিলাম, এক সুকুমারী রমণী একাকিনী তাহাতে স্নান করিতেছে। তাহার নাম চন্দ্রকলা। তাহার অসা-মান্য রূপলাবণ্য নয়নগোচর হইবামাত্র, ভগবান্ কুসুমায়ুধ আমারে একেবারেই আপনার আয়ত্তীকৃত করিলেন। পতি-ব্রতা চন্দ্রকলা আমারে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, সুলোচনা-বৃত্তান্ত আমূলতঃ আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। আমি তাঁহার বাক্যে অশ্বারোহণে জলনিধি অতিক্রমপূর্ব্বক সুলো-চনার অধিষ্ঠিত নগরীতে উপনীত হইলাম। প্রচেষ্টনামক অনুচর আমার সমভিব্যাহারে গমন করিল। তথায় পদার্পণ করিয়াই শ্রবণ করিলাম, অদ্য রাজকুমারীর অধিবাস। শ্রবণমাত্র অঙ্গুরীয়সমেত এক পত্র তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলাম। তিনিও সেই পত্রের পৃষ্ঠে এইরূপ উত্তর লিখিয়া দিলেন, "হে সত্তম! মহারাজ ত্রিবিক্রমের পুত্র বিদ্যাধরের সহিত আমার বিবাহ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পিতা তাঁহারই হস্তে আমারে সম্প্রদান করিবেন। অদ্য আমার অধিবাস,

আগামী কল্য বিবাহ হইবে। তথাপি আমারে যেরূপে প্রাপ্ত হইবেন, তাহার উপায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি বাম বাহু সমুদ্ধৃত করিয়া, বরের অভিমুখে অবস্থান করিব। আপনি সেই সময়ে অশ্বে আরোহণ করিয়া, আমারে হরণ করিবেন।" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রগাঢ় নিদ্রা আসিয়া, আমারে আক্রমণ করিল; সুখের সংসার একেবারেই অন্ধকার হইল। এক্ষণে সেই দুঃসহ দুঃখ বশতঃ তাঁহার পুনঃপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় শরীরত্যাগে উদ্যত হইয়াছি। তাদৃশ গুণবতী রমণীর শোক সহ্য করা সাধ্যায়ত্ত নহে।

বীরবর কহিলেন, মতিমন্! আপনি যখন শরীরবিসর্জনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, তখন শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অদ্য এখানে জাগরণ করুন। এই বলিয়া তাঁহার রক্ষার্থ বহুশত-পদাতি-নিয়োজন-পূর্ব্বক, পুরুষবেশধারিণী সুলোচনা সহাস্য আস্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর স্ত্রীবেশধারণপূর্ব্বক বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, রাজকুমারের আনয়নার্থ দাসীদিগকে প্রেরণ করিলেন। যুবরাজ মাধব তদীয় নিদেশক্রমে অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক অবলোকন করিলেন, সুলোচনা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় চতুর্দ্দিক আলোকময়ী করিয়া উপবিষ্টা আছেন। হে দ্বিজসত্তম! তৎকালে প্রিয়তম মাধবকে সন্দর্শন করিয়া, পতিব্রতা সুলোচনার সর্বশরীর পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সুবর্ণনির্ম্মিত আসন হইতে উত্থানপূর্বক তদীয় চরণযুগল বন্দনা করিলেন। অনন্তর রাজকুমার গান্ধর্ব্ববিধানানুসারে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া, তদীয় প্রেমপীযূষধারায় চিরসন্তপ্ত আত্মারে সুশীতল করিয়া, তাঁহার সহিত বিহারসুখে সেই স্থানেই

সেই রজনী অতিবাহন করিলেন। প্রভাত হইলে, মৃগীশাবলোচনা পতিপ্রাণা সুলোচনা আদ্যোপান্ত সমুদায় ঘটনা তাঁহার গোচর করিলেন। এইরূপ অতীত-বৃত্তান্ত-বর্ণনায় কিয়ৎকাল অতিবাহনপূর্ব্বক, অবশেষে তিনি তাঁহারে ও নৃপনন্দিনী জয়ন্তীরে সমভিব্যাহারে লইয়া, মহারাজ সুষেণের সভায় সমাগত হইলেন। নরপতি সমুদায় সবিশেষ শ্রবণ করিয়া, যার পর নাই হর্ষাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর যথাবিধানে সুলোচনা ও জয়ন্তীরে মাধবের হস্তে সম্প্রদানপূর্ব্বক, পরম প্রীতিমান্ হইয়া, যৌতুকস্বরূপ আপনার রাজ্যার্দ্ধ ও শত সুবর্ণ প্রদান করিলেন। হে দ্বিজসত্তম! যুবরাজ মাধব পরিণয়সমাধানান্তে বিচিত্র প্রাসাদ-নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই পরম পবিত্র তীর্থে বাস করিতে লাগিলেন। দুরাচার প্রচেন্ড তৎকালে কারাগারে অবস্থিতি করিতেছিল। তিনি তাহারে সভায় আনয়নপূর্ব্বক চিন্তা করিলেন, এই পাপাত্মা যার পর নাই ক্রূর ও বিশ্বাসঘাতক, এবং আমার শত্রুমধ্যে প্রধান। ইহারে রক্ষা করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রসাদ, ধন ও ভোজনদান দ্বারা প্রতিদিন প্রতিপালন করিলেও, শত্রু কখন বশীভূত হয় না; প্রত্যুত, সময় পাইলেই মমতাপরিহারপূর্ব্বক আপনার ধর্ম্ম অবলম্বন করে। বিপৎকাল উপস্থিত হইলে, শত্রু যে হস্তে স্বামীর পাদধূলি অপসারণ করে, সম্পদ্ প্রাপ্ত হইলে, সেই হস্তেই তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া থাকে। ফলতঃ বৈরী বশীভূত হইলেও, অনায়াসে প্রভুর প্রাণ বিনাশ করে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। দেখ, অতিমাত্র উষ্ণ সলিলও প্রজ্বলিত বহ্নি নির্ব্বাণ করিয়া থাকে।

রাজকুমার মাধব এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, নরমতি প্রচেন্টকে শমনসদনের অতিথি করিলেন। অনন্তর প্রিয়তমা পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে নিরুদ্বিগ্ন হৃদয়ে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন রূপে তাঁহার সুখের ব্যাঘাত হয় নাই। কালসহকারে সুলোচনার গর্ভে তাঁহার একশত পুত্র সমুদ্ভূত এবং জয়ন্তীর গর্ভে দ্বাদশ তনয় সমুৎপন্ন হইল। হে দ্বিজ! তাহারা সকলেই শস্ত্র-শাস্ত্র-বিশারদ, সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ এবং সকলেই সর্ব্বলোক রঞ্জক।

হে দ্বিজসত্তম! যুবরাজ একদা জন্মান্তরার্জ্জিত বিষ্ণুভক্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, পুনরায় কোথায় গমন করিব, এবং কোন্ স্থানেই বা অবস্থান করিব? এই সংসারে কাহার সহিতই বা আমার সম্পর্ক? কেই বা আমার সৃষ্টি করিয়াছেন? পুণ্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া, অবিরত বিষয় ভোগ করত আমার জন্ম বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে; এক্ষণে অপার সংসারসাগরে যেরূপ মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে কেই বা আমার উদ্ধার করিবে? যে ব্যক্তি সংসারে জন্ম-গ্রহণপূর্ব্বক নারায়ণের আরাধনায় সন্নিবিষ্ট না হয়, সে আত্মঘাতী ও সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, সন্দেহ নাই। লোকের পুনঃ পুনঃ জন্ম এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হইয়া থাকে। অতএব এই সংসার যারপরনাই ভয়ঙ্কর এবং সকল দুঃখের আকর। একমাত্র বিষ্ণুভক্তি দ্বারাই জন্ম মৃত্যু নিরাকৃত হয়। অতএব, আমি সমুদায় ত্যাগ করিয়া, ভগবানের আরাধনা করিব। বারংবার এইপ্রকার চিন্তানন্তর বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া

বলিলেন, হে মহাবাহো। আপনি মহাবিষ্ণুর সর্ব্বকামফল-প্রদা শিলাময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পরম শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তদীয় আদেশানুসারে মহাবিষ্ণুর শিলাময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ঐ প্রতিমা নবজলধরের ন্যায় শ্যাম-বর্ণ, পুণ্ডরীক-সদৃশ-লোচন লাঞ্ছিত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মে সুশোভিত, চতুর্ভুজবিশিষ্ট এবং সমুদায় আভরণ ও বনমালায় বিভূষিত। লক্ষ্মী ও সরস্বতী যুগপৎ তাঁহার উভয় পার্শ্বে বিরাজমান। যুবরাজ চক্রপাণির সেই সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী মনোহারিণী প্রতিমা বিচিত্রমণ্ডপমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক যথা-বিধানে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে বিপ্র! তিনি সেই বিষ্ণুমন্দিরে প্রতিদিন ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ প্রদান করিতেন। ঐ প্রদীপ অনবরত প্রজ্বলিত হইত। আর, তিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নান করিয়া, স্বহস্তে সম্মার্জ্জনাদি সমস্ত কার্য্য সংসাধন, মার্গশোভা সম্পাদন এবং মন্দিরে পুনঃ পুনঃ উপলেপন করিতেন, এবং সাগরসঙ্গমে যথাবিধানে অবগাহন ও পঞ্চ মহাধ্বর সম্পাদনপূর্ব্বক, উত্তমোত্তম উপহার দ্বারা ত্রিসন্ধ্য বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন। গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য, তাম্বূল, ধূপ, দীপ, গীত, বাদ্য, নৃত্য, মনোহর স্তুতিপাঠ, প্রদক্ষিণ, প্রণাম, সদক্ষিণ যজ্ঞ, এবং কখন নিরামিষ হবিষ্য ও কখন ফলাহার এই সকল তাঁহার পূজার অঙ্গ বা উপকরণ ছিল। হে দ্বিজসত্তম! তিনি প্রয়ত হৃদয়ে "নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র প্রণবসংযুক্ত করিয়া, সর্ব্বদাই জপ করিতেন।

এইরূপ ঐকান্তিকভক্তিসহকারে ভগবানের আরাধনায় সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইল। তখন দেবাদিদেব বাসুদেব

তদীয় অকৃত্রিম ভক্তি দ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া, সহসা আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার প্রভা অতসীকুসুমের ন্যায় সাতিশয় মনোহর। যুবরাজ মাধব তাঁহারে দর্শন করিয়া, অতিমাত্র ভক্তিভরে মস্তক দ্বারা ধরাতল আলিঙ্গন পূর্ব্বক সস্ত্রীক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। অনন্তর, নানা প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! তুমি বাসুদেব, তুমি পরমাত্মা, তোমারে নমস্কার। তুমি পরমেশ, তুমি অমরগণের অধিপতি, তুমি জ্ঞানদাতা, তোমারে নমস্কার। হে কেশব! তুমি পরমানন্দ, তুমি পরমপুরুষ, তোমারে নমস্কার। তুমি কমললোচন, তুমি কমলাপতি, তোমারে নমস্কার। তুমি বহুরূপ, তুমি অরূপ; তুমি চিন্ত্য, তুমি অচিন্ত্য; তুমি দৃশ্য, তুমি অদৃশ্য; তুমি ব্যক্ত, তুমি অব্যক্ত, তোমারে বারংবার নমস্কার করি। হে ভক্তবৎসল! তুমি নিখিল লোকের নাথ, তুমি নিখিল লোকের পিতা, তোমারে নমস্কার। তুমি ধ্যানগম্য, তুমি অনন্তশায়ী, তোমারে নমস্কার। তুমি দুরন্ত কংসাসুরকে নিহত করিয়াছ, তুমি কৈটভ দৈত্যকে সংহার করিয়াছ, তুমি দানবরাজ মধুর প্রাণ বিনাশ করিয়াছ, তুমি নরকাসুরকে নিপাতিত করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। হে আদ্য! তুমি মীনরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক অতলস্পর্শ অপার জলনিধির সলিলাভ্যন্তর হইতে বেদসকল উদ্ধৃত করিয়াছ, আমি তোমারে ভজনা করি। হে অনন্ত! তুমি কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া, শৈলকাননসম্পন্না সাগরাম্বরা বসুধারে স্বীয় পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছ; তোমারে বারংবার নমস্কার করি। হে অমেয়! তুমি বরাহবিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় দশনাগ্র দ্বারা পৃথিবীরে উদ্ধার করিয়াছ; তোমারে নিত্য নমস্কার। হে

পুরুষোত্তম! তুমি অদ্ভুত নৃসিংহ রূপে আবির্ভূত হইয়া, ক্রোধভরে আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। হে অচিন্ত্য! তুমি বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া মহর্ষি কশ্যপের আনন্দ বৰ্দ্ধন ও ভূমিভিক্ষাচ্ছলে অসুররাজ বলির যজ্ঞ ভ্রষ্ট করিয়াছ, তোমারে বারংবার নমস্কার। হে পরমাত্মন্! তুমি পরশুরামরূপে অবতরণপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়শোণিতে পিতৃগণের তর্পণ ও মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যকে নিহত করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। হে অনন্ত! তুমি রামরূপে কৌশল্যাগর্ভ অলঙ্কৃত করিয়া, দুরাত্মা দশকন্ধর ও মায়াবী মারীচের সংহার করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। হে অনাদে! তুমি হলধররূপে স্বীয় অংশে আবির্ভূত হইয়া, রমণীরত্ন রেবতীর হৃদয় হরণ, কালিন্দী ভেদন ও মহাবল প্রলম্বের প্রাণবিনাশ সাধন করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। হে অজেয়! তুমি পশুহত্যা অবলোকন পূর্ব্বক পরম কৃপাময় বুদ্ধদেববিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া, বেদ সকল বিনিন্দিত করিয়াছ তোমারে নমস্কার। তুমি যুগান্তে কল্কিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সর্ব্বলোকশুভসাধনায় ম্লেচ্ছদিগকে নিহত করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। হে হরে! হে বিষ্ণো! হে দৈত্যজিষ্ণো! হে নারায়ণ! হে কৃপাময়! আমি অপার সংসারসাগরে পতিত হইয়াছি, আমারে উদ্ধার কর।

হে দ্বিজসত্তম! প্রীতিগদ্গদ ভক্তিপূত হৃদয়ে প্রেমময়ের এইপ্রকার স্তব করিতে করিতে, মাধবের নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় আনন্দবাষ্প বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি তদ্দ্বারা নারায়ণের চরণযুগল প্রক্ষালিত করিয়া, ভূমিতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে

গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মুকুন্দ! হে মধুসূদন! তুমি সকল পাপের শাস্তা; আমিও যার পর নাই পাপাত্মা, আমারে উদ্ধার কর।

যুবরাজ ভক্তিভরে এইপ্রকার স্তব করিলে, দেবদেব ভক্তবৎসল ভগবান্ পরম প্রীতিমান্ হইয়া, কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয়র্ষভ! আমি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব, অথবা ইন্দ্রত্ব, তোমার কি অভিলাষ হয়, বল। মাধব কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি বরদ। দেবগণও আপনার দর্শনলাভে সমর্থ হন না; কিন্তু আমি আপনারে প্রত্যক্ষ অবলোকন করিলাম। ইহাতেই আমার সকল অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইয়াছে। হে বিভো! সংসারে ভক্তি ও মুক্তিই সকল ধনের প্রধান। আপনি উভয়ই প্রদান করিতে সক্ষম। কিন্তু আমি মুক্তিদানের যোগ্যপাত্র নহি। অতএব একমাত্র ভক্তিই প্রদান করুন। ভগবান্ কহিলেন, বৎস! আমি তোমার এইরূপ ভক্তি দ্বারা চিরকালের জন্য ক্রীত হইলাম, সন্দেহ নাই। সংসারে এমন কি বস্তু আছে, যাহা প্রদান করিয়া তোমার নিকট অঋণী হই?

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! ভগবান্ কমলাপতি এইরূপবাক্যবিন্যাসপূর্ব্বক এক বারে চারি বাহু প্রসারণ করিয়া, পিতা যেরূপ প্রীতিভরে প্রিয়তম পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, তদ্রূপ, যুবরাজকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, বৎস! আলিঙ্গন প্রদান করিয়া, তোমার নিকট অঋণী হইলাম। আজি হইতে তোমার সমুদায় অশুভ দূরীভূত হইল। হে বৎস! সর্ব্বদা ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান

পূর্ব্বক আমার এই প্রতিমার পূজা করিবে। চরমে তোমারে স্বীয় ধামে লইয়া যাইব।

ব্যাসদেব কহিলেন, ভগবান্ নারায়ণ এইপ্রকার বরদানানন্তর পুনরায় সুবিশালভুজচতুষ্টয় প্রসারণপূর্ব্বক রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিয়া, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। মাধবও তদবধি সস্ত্রীক হইয়া অকৃত্রিম ভক্তি ও অনুত্তম ক্রিয়াযোগ সহকারে অহরহঃ তদীয় প্রতিমার পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রপৌত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ সম্ভোগ করত চরমে গঙ্গাসলিলে শরীর বিসর্জ্জন করিয়া, সস্ত্রীক মোক্ষলাভ করিলেন।

হে দ্বিজসত্তম! ভগবানের চরিত্র পরম পবিত্র এবং সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট করে। এই অধ্যায়ে তাহা সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করে, সে ইহ সংসারে সমুদায় ভোগসুখ সম্ভোগ করিয়া, পরিণামে ভগবানের প্রিয়ধাম বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে সত্তম! আমি পুনরায় গঙ্গার অনুত্তম মাহাত্ম্য বর্ণন করিব। ইহা শ্রবণ করিলে, লোকের সমুদায় কামনা সুসিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভক্তিসম্পন্ন হইয়া, গঙ্গা গঙ্গা এই অক্ষরদ্বয় স্মরণ করে, অরুণোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভগবতী জাহ্নবী সর্ব্বলোকের জননীস্বরূপা। যে ব্যক্তি তাহাতে স্নান না করে, তাহার মুখদর্শন

হইলে, তৎক্ষণাৎ সূর্য্য দর্শন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ভগবান্ সবিতা বা সর্ব্বলোকজননী ভাগীরথীরে দর্শন না করে, তাহার অন্ন বা সলিল সমুদায়ই অগ্রাহ্য। যাহারা গঙ্গাস্নান করে, তাহাদের শরীর পবিত্র হয়; যাহারা তাহা না করে, তাহারা পাপভারে অবসন্ন হইয়া থাকে। হায় কি আশ্চর্য্য! হায় কি আশ্চর্য্য! সংসারে এরূপ অমৃতময় গঙ্গানাম বিরাজমান থাকিতেও, লোকে নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ ঘোর নরকে নিপতিত হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক স্বীয় মস্তকে কণিকামাত্র গঙ্গাসলিল বহন করে, ব্রহ্মহত্যাপ্রভৃতি গুরুতর পাপভার হইতেও তাহার নিষ্কৃতিলাভ হয়। হে দ্বিজসত্তম! যে ব্যক্তি ললাটে গঙ্গামৃত্তিকানির্ম্মিত পুণ্ড্রক ধারণ করে, তাহার দর্শনমাত্রেই পাপীর সমুদায় পাপমোচন হইয়া থাকে। অধিক কি, যাহার ললাটে সুনির্ম্মল গঙ্গাসৈকত লাঞ্ছিত হয়, সেই পুণ্যাত্মা সমুদায় জগৎ পবিত্র করেন, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি গঙ্গাতীর হইতে সমাগত হয়, তাহাকে দর্শন করিলে, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। আমি গঙ্গাতীরে গমন করিতেছি, তুমিও আমার সহিত গমন কর, যে ব্যক্তি এইরূপ বলে, ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া, তাহার সমুদায় কামনা সফল করেন। গঙ্গানামস্মরণপূর্ব্বক কূপজলে স্নান করিলেও, গঙ্গাস্নানের ফললাভ হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে সর্ষপপরিমিত গঙ্গাসলিল কণ্ঠস্থ হইলে, পরম পদ লাভ করিতে পারা যায়। হে বিপ্রর্ষে। এবিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে, ভগবতী জাহ্নবী আশু প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

ত্রেতাযুগে ধর্ম্মস্ব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও পরম দয়ালু, সাতিশয় শান্তস্বভাব ও নিরতিশয় ক্ষমাপর এবং সমুদায় বেদ বেদাঙ্গের পার গমন, সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সংযমন, এবং ক্রোধ ও হিংসা প্রভৃতি সমুদায় রিপু পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন। সত্য বাক্যে তাঁহার সাতিশয় নিষ্ঠা ছিল। তিনি সর্ব্বদা যোগাভ্যাস ও সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠান করিয়া, কালযাপন করিতেন। সেই বৈষ্ণবগণাগ্রগণ্য মহাত্মা ধর্ম্মস্ব সংসারসাগরসমুত্তরণবাসনায় ক্রিয়াযোগসহযোগে দেবদেব বাসুদেবের আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। হে জৈমিনে! একদা পুণ্যাহ উপস্থিত হইলে, তিনি মুক্তিকাম হইয়া, স্নান করিবার নিমিত্ত জাহ্নবীতীরে গমন করিলেন; তথায় সুনির্ম্মল গঙ্গাসলিলে যথাবিধি স্নান ও তর্পণাদি সমাধান করিয়া, গঙ্গাসলিলপূর্ণ গর্গরী বহন করত গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে রত্নাকর নামে এক বৈশ্য বাণিজ্য করিয়া, স্বীয় কিঙ্করগণ সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করিতেছিল। তাহার কিঙ্করগণের মধ্যে এক জনের নাম কালকল্প। কালকল্প যার পর নাই পাপাত্মা; এবং দণ্ড হস্তে প্রভুর অনুগামী হইয়াছিল। হে বিপ্রেন্দ্র! রত্নাকর যে পথে গমন করিতেছিল, এক বলীবর্দ্দ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, তাহাতে শয়ন করিয়াছিল। কালকল্প পথিমধ্যে বৃষকে শয়ন করিতে দেখিয়া, নিতান্ত নির্দ্দয় হৃদয়ে হস্তস্থিত দণ্ড দ্বারা বারংবার তাড়না করিতে লাগিল। বৃষভরাজ দণ্ডাঘাতজনিত রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহাতে কালকল্প মূর্চ্ছিত ও শোণিত-

প্রবাহে পরিপ্লুত হইয়া, ধরাতলে পতিত হইল। হে দ্বিজ-সত্তম! তাহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া, বিপ্রবর ধর্ম্ম-স্বের অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি দ্রুতপদসঞ্চারে তাহার সমীপস্থ হইলেন; এবং আপনার কর্ণ হইতে অত্যুত্তম তুলসীপত্র গ্রহণ করিয়া, সুনির্ম্মল গঙ্গা-সলিলশীকর দ্বারা তাহারে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর তাহারে উপরত দেখিয়া যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, স্বীয় গৃহগমনে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি গঙ্গানাম সঙ্কীর্ত্তনপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, যম-দূতগণ কোটি কোটি ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় উপনীত হইল। তাহাদের মধ্যে কাহার এক পাদ, কাহার এক হস্ত; কাহার এক চক্ষু, কাহার একবারেই দুই কর্ণ নাই; কাহার নাসিকা ও কাহার জিহ্বা ছিন্ন এবং কাহার হস্ত সকল ভগ্ন, কেহ কেহ বা অধরোষ্ঠবিবর্জ্জিত; কাহার সর্ব্ব-শরীর শোণিতধারায় পরিলিপ্ত; কাহার কেশ সমস্ত বিক্ষিপ্ত, কাহার বা মস্তক একবারেই কেশশূন্য; কাহার শরীর বিবর্ণ, কাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ এবং সুশাণিত শিলী-মুখ দ্বারা কাহার সমুদায় অঙ্গ জর্জ্জরিত; কেহ কেহ দৃঢ়-তর পাশ দ্বারা গলহস্তে বদ্ধ; কেহ কেহ গুরুতর বেদনা বশতঃ রোরুদ্যমান এবং কেহ কেহ বা পলায়নোন্মুখ। এবংবিধ যমকিঙ্করদিগকে নয়নগোচর করিয়া, ভয়বশতঃ বিপ্রবর ধর্ম্মস্বের অন্তঃকরণ কম্পান্বিত হইয়া উঠিল। তিনি স্তব্ধের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন; অনন্তর কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, সুমধুর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহাদি-গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? তোমাদের আকার

বিকৃত, হস্তে পাশ ও মুদগর, বদনমণ্ডল দংষ্ট্রাকরাল এবং দেহপ্রভা অঙ্গার সদৃশ। অধিক কি, তোমরা সকলেই মহাবল এবং সকলেই জ্বলন্ত অনল সদৃশ লোচন বিশিষ্ট। তথাপি কোন্ ব্যক্তি তোমাদের এরূপ ভয়ানক দুর্গতি করিল?

যমদূতগণ কহিল, আমরা সকলেই যমের কিঙ্কর এবং সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞা বহন করিয়া থাকি। হে দ্বিজ! তুমিই আমাদের এই দারুণ দুর্গতির কারণ।

ধর্ম্মস্ব বিস্মিত হইয়া কহিলেন, তোমরা সকলেই মহাবল-সম্পন্ন; বিশেষতঃ, তোমাদের সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ; অতএব আমি কি রূপে বা কি কারণে তোমাদের দুর্গতি বিধান করিলাম?

যমদূতগণ কহিল, হে দ্বিজ! আর বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। যেরূপে আমাদের এই দুঃসহ দুঃখ সমুপস্থিত হইল, বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৃষভরাজ দণ্ডাঘাতে কুপিত হইয়া, ঐ যে কালকল্পকে শৃঙ্গ দ্বারা বিদারিত করিয়াছে, ধর্ম্মরাজ উহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমাদিগকে প্রেরণ করেন। আমরাও তাঁহার আদেশানুসারে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ পাপাত্মারে বদ্ধ করত লইয়া যাইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম। কাল পূর্ণ হওয়াতে, বৃষভরাজ হেতুভূত হইয়া, এই দুরাশয়কে শৃঙ্গ দ্বারা বিদারিত করে। এই দুরাত্মা পাতকিগণের অগ্রগণ্য; কিন্তু তুমি কারুণ্যরস-বশংবদ হইয়া, গঙ্গানাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ত্বদীয় সুনির্ম্মল সলিলশীকর দ্বারা ইহারে অভিষিক্ত করিলে। হে দ্বিজ! জাহ্নবীর জলকণিকা দ্বারা সিক্ত হওয়াতে, ইহার

সমুদায় পাপ বিগলিত হইয়া গেল। তথাপি আমরা ইহারে পাশবদ্ধ করিয়া, লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিলাম। ইত্যবসরে শরণাগতপরিপালক দেবাধিপতি বাসুদেব ইহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আপনার মহাবলপরাক্রম দূতদিগকে প্রেরণ করিলেন। তখন তাহারা স্বীয় প্রভুর আদেশানুসারে দ্রুতপদসঞ্চারে সমাগত হইয়া, কোপভরে আমাদিগকে বলিতে লাগিল, তোমরা কে? কাহার কিঙ্কর? কি জন্যই বা এই মহাত্মারে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছ? এই মুহূর্ত্তেই ইহারে পরিহার পূর্ব্বক পলায়ন কর। অন্যথা, শাণিতধার চক্র দ্বারা তোমাদের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিব। হে দ্বিজ! বিষ্ণুদূতগণ গর্ব্বপ্রকাশপূর্ব্বক এইপ্রকার বলিলে, আমরা উত্তর করিলাম, যিনি সর্ব্ব প্রাণীর অধিপতি, আমরা সেই দণ্ডপাণি যমের কিঙ্কর; এই পাপাত্মারে তদীয় ভবনে লইয়া যাইতেছি; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কে? তোমরা সকলেই মহাত্মা, সকলেই তুলসীমাল্যে অলঙ্কৃত, সকলেই বিকসিত পদ্মপলাশের ন্যায় লোচনসম্পন্ন, সকলেরই বল বিক্রম অসামান্য; সকলেই গরুড়স্কন্ধে আরোহণ, দিব্যাম্বর পরিধান এবং শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করিয়াছ; অধিক কি, সকলেই ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় পরম সুন্দর ও ভুজচতুষ্টয়ে শোভমান এবং সকলেই সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন। এই কালকল্প পাতকীর অগ্রগণ্য। তোমরা কি জন্য ইহারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছ?

বিষ্ণুদূতগণ কহিল, আমরা সকলেই ভগবান্ বিষ্ণুর দূত। এই মহাত্মা পুণ্যবানদিগের বরিষ্ঠ। সংপ্রতি ইহাঁরে

বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য আমরা সমাগত হইয়াছি। হে যমদূতগণ! এই মহাত্মা বিষ্ণুর একান্ত ভক্ত ও সাতিশয় সজ্জন এবং ইহাঁর পাপের লেশমাত্র নাই। যদি জীবনে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, ইহাঁরে পরিত্যাগ কর।

হে বিপ্র! আমরা পুনরায় তাহাদের এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা বলিলাম, আকর্ণন কর। আমরা কহিলাম, এই কালকল্প পরম পাপী, নিরতিশয় দুরাচার ও একান্ত দুরাশয় এবং যার পর নাই কৃতঘ্ন। এই দুরাত্মা সহস্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা ও মিত্রহত্যা করিয়াছে; সর্ব্বদা পাপপথে পদচালনপূর্ব্বক মেরুপ্রমাণ সুবর্ণ ও শত শত পরস্ত্রী হরণ করিয়াছে; কোটি কোটি জন্তুর প্রাণবধ ও সহস্র সহস্র ললনার সংহার করিয়াছে; এবং পরের গচ্ছিত দ্রব্য হরণ, স্বমাতৃগমন, প্রতিদিন গোমাংসভক্ষণ, পরের অনিষ্ট সাধন, পরগৃহে অগ্নিপ্রদান, সভামধ্যে পরের নিন্দা, বিধবার গর্ভপাত, ও ধনলোভে গৃহাগত অতিথিরে নিশাযোগে নিশিত খড়্গে সংহার এইরূপ ও অন্যরূপ অসংখ্যেয় পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কালযাপন করিয়াছে; ভ্রমক্রমেও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে নাই। এই জন্যই আমরা এই মহাপাপীরে যাতনাগৃহে লইয়া যাইতেছি। সাধুও পাপী হইলে, যমরাজের আদেশানুসারে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। তোমরা যদি ভগবান্ দেবদেবের দূত, তাহা হইলে, কিরূপে এই পাপাত্মারে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছ?

বিষ্ণুদূতগণ কহিল, তোমরা সত্য বলিয়াছ, সমুদায় পাপীই জীবিতাধিপতি যমের দণ্ডনীয় হইয়া থাকে, এ বিষয়ে

কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু এই কালকল্প গঙ্গাসলিলের অভিষেক বশতঃ সমুদায় পাপে মুক্ত হইয়াছে। এই জন্য আমরা ইহারে হরিমন্দিরে লইয়া যাইব। গঙ্গাসলিলশীকর যতক্ষণ না শরীর স্পর্শ করে, তাবৎ শরীরীর দেহে পাপ অধিষ্ঠান করে। যেরূপ একমাত্র চন্দ্রকলা দ্বারা সমুদায় তিমির নিরাকৃত হয়, তদ্রূপ গঙ্গাজলকণিকা দ্বারাও সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। গঙ্গানাম স্মরণ করিলেও পাপী পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে; ইহাতে সাক্ষাৎ সলিল স্পর্শ করিলে যে পাপভার বিগলিত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? শিশির স্বভাবতঃ সাতিশয় শীতল হইলেও, যেরূপ পদ্মবনে বহ্নিভাব ধারণ করে, তদ্রূপ সুশীতল জাহ্নবীজলও প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় পাপকানন দগ্ধ করে। যাহা হউক, এই মহাত্মা দ্বিতীয় কেশব; অতএব যদি কল্যাণ ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, ইঁহারে পরিত্যাগ কর।

বিষ্ণুদূতগণ এইপ্রকার কহিয়া, বিনিবৃত্ত হইলে, আমরা পুনরায় হাস্যসহকারে বলিলাম, শ্রবণ কর। আমরা বলিলাম, হায় কি আশ্চর্য্য! হায় কি আশ্চর্য্য! এই দুরাত্মা পাপের মন্দিরস্বরূপ, গঙ্গাসলিলসেচনমাত্রেই সমুদায় পাতক হইতে বিমুক্ত হইল! শুভই হউক, অশুভই হউক, স্বহস্তে যে কর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, তাহার ভোগ না হইলে, কোন ব্যক্তিই শত কোটি কল্পেও মুক্তি লাভ করিতে পারে না। আমরা ধর্ম্মরাজ যমের আদেশানুসারে এই পাপাত্মারে লইতে আসিয়াছি; এক্ষণে কাহার বাক্যে পরিত্যাগ করিয়া যাইব?

বিষ্ণুদূতগণ কহিল, তোমরা নিতান্ত পাপমতি ও নিতান্ত

নির্ব্বোধ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেন না, জহ্নু কন্যার গুণরাশি তোমাদের কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নাই। যে কার্য্য বেদনিষিদ্ধ, তাহাই পাপ আর যাহা বেদবিহিত তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু বলিয়া বিখ্যাত। আর যে বিষ্ণু, সেই গঙ্গা। অতএব গঙ্গাই একমাত্র পাপহারিণী। অশুভই হউক, আর শুভই হউক, সমুদায় কর্ম্মই নারায়ণের স্বহস্তরচিত। তিনি প্রসন্ন হইলে, দেহিদিগের পাপ কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হয় না। তোমরা জন্মান্তরসঞ্চিতপাপপ্রভাবেই এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব আজিও কিজন্য পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইতেছ? তোমরা গঙ্গা ও বিষ্ণু উভয়েরই নিন্দা করিয়া থাক; তোমাদের পাপের পরিসীমা নাই। অতএব এই চক্রধার দ্বারা তোমাদিগকে মৃত্যুকবলে নিপাতিত করিব। হে সত্তম! বিষ্ণুদূতগণ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক দুর্নিবার রোষবশে অরুণলোচন হইয়া, আমাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল; এবং যমদূতদিগকে সত্বর বধ কর, রোষভরে বারংবার এইপ্রকার কহিয়া, খরধার চক্র দ্বারা অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। এই রূপে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, সেই সকল বিষ্ণুদূত প্রীতিভরে উৎফুল্ল হইয়া, শঙ্খধ্বনিসহকারে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। তখন আমরাও সকলে মিলিত হইয়া, জলদগম্ভীর সিংহনাদ এবং কোদণ্ডবিস্ফারে সমুদায় ভুবন পরিব্যাপ্ত করিলাম। অনন্তর অনবরত বৃক্ষ, পর্ব্বত ও শিলাবর্ষণ এবং শরপাত দ্বারা বিষ্ণুদূতদিগকে বিকলীকৃত করিতে আরম্ভ করিলাম। তদ্দর্শনে সেই মহাবল বিষ্ণুদূতগণ ক্রোধে স্ফুরিতা

ধর হইয়া, ঈশা, ভিন্দিপাল, পরিঘ, কুঠার, ছুরিকা, দণ্ড, শঙ্খ, খড়গ, শক্তি, সুশাণিত গদা, চক্রধারা, সুভীষণ নারাচ, এবং অন্যান্য বজ্র সদৃশ সুবিষম অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক আমাদিগকে বারংবার আহত করিতে লাগিল। আমরা সকলেই তাহাদের খরধার অস্ত্র প্রহারে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও নিরতিশয় শঙ্কিত হইয়া, ইতস্ততঃ পলায়নপর হইলাম। আমাদের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রাণত্যাগপূর্ব্বক সেই মহাসমরে ধরাশায়ী হইল। অনন্তর আমাদিগকে পলায়নপর অবলোকন করিয়া, সেই বিষ্ণুদূতগণ প্রবল পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক আহ্লাদভরে শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর কালকল্পের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, বিমানে অধিরোপণপূর্ব্বক তাহাকে বিষ্ণুপুরে লইয়া গেল। হে সত্তম! গঙ্গাশীকরের অভিষেকপ্রভাবে মহাপাপী কালকল্পও এই রূপে ভগবানের সালোক্য প্রাপ্ত হইল। তথায় শত কল্প অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নানাপ্রকারভোগসম্ভোগান্তে দিব্য জ্ঞান লাভ করত, অবশেষে মোক্ষপদবী প্রাপ্ত হইবে। হে বিপ্র! ভগবতী জাহ্নবীর প্রভাবেই আমাদের এইরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি এক্ষণে প্রীত হইয়া, স্বীয় মন্দিরে গমন কর।

হে জৈমিনে! যমদূতগণ এইপ্রকার কহিয়া, যমপুরে প্রস্থান করিল। দ্বিজবর ধর্ম্মস্বও প্রীতিমান্ হইয়া, গঙ্গাতীরে গমন করিলেন; অনন্তর সেই সর্ব্বলোকজননী পরমেশ্বরী জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে যথাবিধি স্নান করিয়া, অঞ্জলিবদ্ধসহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে গঙ্গে! তুমি সমুদায় সংসারের জননী; তোমার তরঙ্গ সাতিশয় চঞ্চল;

তুমি মনোহরপুষ্পমালারূপে মহাদেবের জটাকলাপবেষ্টিত মস্তকমণ্ডলে বিরাজমান হও; তুমি কংসারি বাসুদেবের চরণকমলরেণু প্রক্ষালিত কর; তোমার প্রভাবে সমুদায় দুরিত বিদূরিত হইয়া যায়; তোমারে ভক্তিভরে নমস্কার করি। হে মাতঃ! তুমি সমুদায় তরঙ্গিণীর অগ্রগণ্যা, সমুদায় সুখের বিধাত্রী এবং সমুদায় গুণের আধার। ব্যাসপ্রভৃতি দ্বিজাতিগণ সর্ব্বদা তোমার গুণগান করিয়া থাকেন। তোমার চরণকমল সংসাররূপ ভীষণ মহাসাগর পারের নৌকাস্বরূপ এবং সমুদায় পাপ বিনষ্ট করে। আমি উহা বন্দনা করি। হে জহ্নুনন্দিনি! সৌদাস রাজা কোটি কোটি ব্রাহ্মণহত্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু তোমার জলকণিকা লাভ করিয়া, দেবগণেরও দুর্লভ মুক্তি প্রাপ্ত হন। হে বরদে! আমি সেই তোমারে নমস্কার করি; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে দেবি! হে মাতঃ! তুমি সংসারে সমস্ত পাতক নিবারণ কর। আমি যেন তোমার অনুগ্রহে রামকৃষ্ণ জনার্দ্দন অচ্যুত নারায়ণ ও গঙ্গাদি নামপরম্পরা কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমারই সলিলে শরীরপাত করিতে সমর্থ হই। হে ত্রিভুবনেশ্বরি! তোমার সলিলকণস্পর্শমাত্রে অতিমাত্র পাপাত্মা ব্যক্তিও দেবগণের দুর্লভ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অতএব তপঃ, জপ, দান বা অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রয়োজন কি? হে পরমেশ্বরি! তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পিতৃলোকের পরিতৃপ্তির হেতু, তুমি সত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণস্বরূপা; এবং তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী, তোমারে নমস্কার। হে দেবি! যে ব্যক্তি তোমার সৈকত অথবা তোমার পুলিনমৃত্তিকার পুণ্ড্রক সর্ব্বদা ললাটফলকে ধারণ করে এবং তোমার

সর্ব্বরসাস্পদ পবিত্র নাম ভক্তিভরে প্রতিনিয়ত কীর্ত্তন করে, তাহার সমুদায় পাদরেণু আমারই মস্তকে অধিষ্ঠিত হউক। হে ত্রিপথগে! তুমি সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া থাক। অতএব আমি যেন তোমার তীরে বসতি নির্ম্মাণ, তোমার সর্ব্বকলুষহারী সলিল পান, তোমার পবিত্র নাম স্মরণ এবং তোমার তরঙ্গ সন্দর্শন করিয়া, জীবনযাপন করিতে পারি। হে মুক্তিদায়িনি! লোকে বিবেচনা করে, স্বর্গ সাতিশয় উচ্চ এবং যার পর নাই দুর্গম। এই জন্য তাহারা নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের সেই শঙ্কা কোন কার্য্যকারক নহে। কেননা, তোমার সলিল স্বর্গগমনের সোপানস্বরূপ। হে অখিলেশ্বরি! হে মুক্তিদাত্রি! হে সর্ব্বসরিৎপ্রধানে! হে ত্রিপথগে! মনুষ্য যাবৎ তোমার সুনির্ম্মল সলিলে স্নান না করে, তাবৎ তাহার শরীরে পাপ, তাপ ও নানাপ্রকার রোগ বাস করে। হে পরাৎপরে! হে পরমমোক্ষপদপ্রদাত্রি! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং ইন্দ্রপ্রমুখ অমরবর্গও তোমার মহিমার পারগমনে সমর্থ নহেন। এতএব যাহারা তোমারে সামান্য নদী বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন, সন্দেহ নাই। হে জগদীশ্বরি! হে সর্ব্বকল্যাণবিধায়িনি! একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেব তোমার কিঞ্চিন্মাত্র মহিমা অবগত আছেন। সেই জন্য তিনি মনস্বিগণের অগ্রগণ্য হইয়াও, ভক্তিভরে তোমারে আপনার মস্তকে সর্ব্বদা বহন করিয়া থাকেন। হে দেবি! হে জগন্মাতঃ! হে পরমেশ্বরি! হে সেবকপ্রিয়ে! তোমারে নমস্কার। তুমি প্রসন্ন হইয়া, এই পতিত অনুগত ভৃত্যেরে পরিত্রাণ ও রক্ষা কর। হে মোক্ষদে! তুমি পরব্রহ্মস্বরূপা, তুমি সর্ব্বলোকৈকজননী।

আমি স্বভাবতঃ সাতিশয় ভ্রান্তচিত্ত; তোমার স্তব করি, এরূপ ক্ষমতা কোথায়? অতএব নিজগুণে প্রসন্ন হও।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে সত্তম! বিপ্রবর ধর্ম্মস্ব বিমল হৃদয়ে এইপ্রকার স্তব করিলে, জগদ্ধাত্রী জাহ্নবী মূর্ত্তিমতী হইয়া, সহসা আবির্ভূতা হইলেন। তিনি দ্বিভুজবিশিষ্টা, মকরবাহনে অধিরূঢ়া, কুন্দ ইন্দু ও শঙ্খের ন্যায় ধবলবর্ণা, সর্ব্বপ্রকার আভরণে অলঙ্কৃতা, এবং রত্নকুম্ভ সদৃশ সুনির্ম্মল পদ্মে আসীনা হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিধান শ্বেতবস্ত্র, গলদেশ মুক্তামালায় শোভিত, রূপ অতিশয় সুকুমার, দশনপংক্তি পরম সুন্দর, এবং কান্তি শশিপ্রভারও গর্ব্বহারিণী। তাঁহার উভয় পার্শ্বে চামর দোদুল্যমান, মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র শোভমান, বদনমণ্ডল সাতিশয় প্রসন্ন ও নিরতিশয় সুষমাসম্পন্ন এবং অন্তঃকরণ করুণার আধার। সমুদায় ভুবন তাঁহার বন্দনা এবং সমুদায় দেবগণ তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন। দিব্য রূপ, দিব্য ভূষণ এবং দিব্য মাল্যে তাঁহার শোভাসমৃদ্ধির একশেষ হইয়াছে। হে দ্বিজ! ভগবতী জহ্নুনন্দিনী এবংবিধ ভুবনমোহন রূপে পুরোভাগে আবির্ভূতা হইলে, দ্বিজবর ধর্ম্মস্ব তাঁহারে নয়নগোচর করিয়া, পরম প্রীতিভরে বারংবার তদীয় নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক, ধরালুণ্ঠিত মস্তকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণকমল বন্দনা করিলেন। তখন সরিদ্বরা জাহ্নবী সুনির্ম্মল হাস্যে সমুদায় লোক সম্মোহিত করিয়া, প্রীতিভরে তাঁহারে কহিলেন, হে বিপ্র! তুমি বর গ্রহণ কর।

ধর্ম্মস্ব কহিলেন, হে মাতঃ! ব্রহ্মহত্যারূপ গুরুতর পাতকে যাহার আত্মা কলুষিত হইয়াছে, তোমার সলিলস্পর্শমাত্রে তাহারও মোক্ষলাভ হয়। আমি সেই তোমারে সাক্ষাৎ

দর্শন করিলাম। ইহাতে আমার অন্য সাধ্য কি আছে? তথাপি হে পরমেশ্বরি! এইমাত্র বর প্রার্থনা করি, তোমার পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে তোমার সুনির্ম্মল সলিলে যেন আমার মৃত্যুলাভ হয়। হে সরিদ্বরে! আর আমি যে তোমার স্তব করিলাম, তদ্দ্বারা যে ব্যক্তি তোমার স্তুতিগান করিবে, সর্ব্বভোগসম্ভোগানন্তর তাহারও যেন সদ্‌গতিলাভ হয়।

গঙ্গা কহিলেন, হে দ্বিজ! আমি তোমার এই অকপট ভক্তিতে যার পর নাই প্রীতি লাভ করিলাম। অতএব তুমি আশু সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিক কি, যে ব্যক্তি ভক্তিমান্ হইয়া, তোমার কৃত এই স্তোত্র পাঠ করিবে, আমি তাহারও প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, পরম মুক্তি বিধান করিব।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে জৈমিনে! ভগবতী জাহ্নবী এইপ্রকারবরদানানন্তর সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। দ্বিজবর ধর্ম্মস্বও বরলাভানন্তর আত্মারে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া, সেই মনোরম জাহ্নবীতীরে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎ কাল পরে সুনির্ম্মল গঙ্গাসলিলে নিরাপদ মৃত্যু লাভ করিয়া, পরম পদে অধিরূঢ় হইলেন। হে দ্বিজ! পরম পাপাত্মা কালকল্পও যখন গঙ্গাসলিলশীকরে অভিষিক্ত হইয়া, উত্তম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইল, তখন অন্যের কথা আর কি বলিব? ফলতঃ, জাহ্নবীসলিল অনিচ্ছাতেও স্পর্শ করিলে যে কি হয়, তাহা বলিতে পারি না। আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই। দেখ, তাঁহার কণিকামাত্র জল স্পর্শ করিলেও, পরম পদ লাভ হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি

ভক্তিসম্পন্ন হইয়া, সেই সরিদ্বরা জাহ্নবীর জলকণিকা স্পর্শ করে, তাহারা নিঃসন্দেহ সর্ব্বপ্রকারপাপমুক্ত হইয়া, পরিণামে ভগবান্ নারায়ণের স্থান লাভ করে।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! আমি পুনরায় পরম উৎকৃষ্ট গঙ্গাকথা কীর্ত্তন করিব। যদি মুক্তিলাভে বাসনা থাকে, তাহা হইলে, গঙ্গাকথারূপ অমৃত পান কর। যে ব্যক্তি ভীষ্মজননী গঙ্গার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন, সেই দাতা, সেই যজ্ঞানুষ্ঠানকর্ত্তা এবং সেই বিষ্ণুর পূজা করিয়াছে। হে জৈমিনে! গঙ্গাতীরে যে কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গঙ্গাসলিল বহন করে, তাহাকে অবলোকনপূর্ব্বক ভক্তিভরে গাত্রোত্থান করিয়া, গমন করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। হে জৈমিনে! গঙ্গাসলিল এইরূপে সমাগত হইলে, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক গাত্রোত্থান না করে, সে জন্ম জন্ম পঙ্গু হইয়া থাকে। তাহার সেই পঙ্গুতা কোন কালেই অপনীত হয় না। এইরূপ, যে ব্যক্তি গঙ্গাজল প্রাপ্ত হইয়া, যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ না করে, তাহার কোটিজন্মসঞ্চিত পুণ্যরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে গমন করিতে অভিলাষী, তাহাকে প্রতিষেধ করিলে, শত বৎসর ঘোর নরকে বাস করিতে হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে মূত্র বা পুরীষ পরিত্যাগ করে, শত কোটি কল্পেও তাহার

নিষ্কৃতি লক্ষিত হয় না। যে ব্যক্তি গঙ্গাগর্ভে শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করে, তাহার ঘোর নরক লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে দ্বিজ! গঙ্গাগর্ভে উচ্ছিষ্ট বা কোনরূপ মল পরিত্যাগ করিলে, রৌরব নরক এবং ব্রহ্মহত্যার পাতকভাগী হইতে হয়। যে ব্যক্তি মোহাচ্ছন্ন হইয়া, গঙ্গাতীরে পাপানুষ্ঠান করে, তাহার সেই পাপ অক্ষয় হইয়া থাকে; অন্য কোন তীর্থেই প্রক্ষালিত হইবার সম্ভাবনা নাই। হে সত্তম! অন্য তীর্থে যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়, গঙ্গায় অবগাহন করিলে, তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু গঙ্গায় পাপ করিলে, তাহা কুত্রাপি বিনষ্ট হয় না। অতএব বিচক্ষণ পুরুষ গঙ্গাগর্ভে কোনরূপ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না; কায়মনোবাক্যে কেবল ধর্ম্মসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবেন। যে স্থানে সর্ব্বপাপবারিণী জহ্নু-নন্দিনীর অধিষ্ঠান নাই, সে দেশ নহে, সে শৈল নহে, সে বন নহে। শত সহস্র কার্য্য থাকিলেও, গঙ্গাতীর পরিহার-পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমাত্র অন্যত্র অবস্থান করিতে নাই। বলিতে কি, ভিক্ষান্নেও জীবনযাপন করিয়া, গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করিবে, রাজপদ প্রাপ্ত হইলেও, অন্যত্র ক্ষণমাত্র অধিষ্ঠান করিবে না। জাহ্নবীসলিলে শরীর বিসর্জ্জন করিলে, ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাতকও দূরীভূত হইয়া যায়; কিন্তু অন্যত্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও, মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। গঙ্গাতীরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক হরিপূজায় আসক্ত হইলে, ভগবান্ কি যে প্রদান করিয়া যান, তাহা বলিতে পারি না। যে ব্যক্তি জন্মজন্মান্তরেও কখন নারায়ণের অর্চ্চনা করে নাই, লোকজননী জাহ্নবীতে তাহার ভক্তিযোগ সমুৎপন্ন হয় না। হে দ্বিজশার্দ্দূল! আমি ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছি, শ্রবণ কর,

গঙ্গায় স্নান করিলে, ব্যক্তিমাত্রেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে গঙ্গা গঙ্গা এই বাক্য উচ্চারণ করে, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, অযুত যুগ স্বর্গে বাস করে। হে দ্বিজ! যাহার মৃত্যুকালে গঙ্গাকথা আরম্ভ হয়, তাহার নিখিল কলুষ নিঃশেষিত ও বিষ্ণুভবন লাভ হয়। অধিক কি, মুমূর্ষু অবস্থায় যে প্রাজ্ঞ পুরুষ পরম পবিত্র গঙ্গা-নাম স্মরণ করে, ভগবান্ হরি তাহার প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি আসন্ন সময়ে গঙ্গামৃত্তিকাপুণ্ড্রক ধারণ করে, সে চরমে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। হে সত্তম! গঙ্গা-স্নায়ীকে অবলোকনপূর্ব্বক শ্মশানভূমিতেও শরীর বিসর্জ্জন করিলে, গঙ্গামরণ লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্যের অস্থি যত দিন গঙ্গায় বিরাজ করে, সে তাবৎ কল্প সহস্র বিষ্ণুলোকে বাস করে। ফলতঃ, যাহার অস্থি, ভস্ম, নখ অথবা কেশ গঙ্গায় মগ্ন হয়, সে নিঃসন্দেহ বিষ্ণুভবন লাভ করে। হে দ্বিজ! মনুষ্যের অস্থি জাহ্নবীতে অবস্থিতি করিলে, যে ফল লাভ হয়, তাহা বলিতেছি, অনন্যহৃদয়ে শ্রবণ কর।

একদা ভগবান্ ইন্দ্র বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও কামা-তুর হইয়া, পদ্মগন্ধানাম্নী যুবতীর সহিত ক্রীড়াগৃহে গমন করিলেন। ঐ পদ্মগন্ধা নবযৌবনসম্পন্না ও বিবিধ রসের পারদর্শিনী; নানাপ্রকার রস প্রদানপূর্ব্বক ইন্দ্রের অন্তঃ-করণ আর্দ্র করিয়া তুলিল। তাহার লোচনযুগল মৃগশাবক সদৃশ। সে স্বর্ণপর্য্যঙ্কে শয়ন করিলে, দেবরাজ কামমোহিত ও পরম প্রীতিমান্ হইয়া, তদীয় পাদতলে গমন করিলেন। তিনি সেই পদ্মগন্ধার গুণপাশে এরূপ বদ্ধহৃদয় ও এরূপ প্রফুল্ল হইয়াছিলেন যে, স্বহস্তে পর্ণবীটিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক

তাহাকে প্রদান করিতে লাগিলেন। উভয়ে এইরূপে নির্জ্জন-সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, এমন সময়ে পরম সুন্দরী পুলোম-দুহিতা সর্ব্বাভরণভূষিতা হইয়া, গজেন্দ্রগমনে সেই বিহার-ভবনে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বদেবাধিপতি দেবরাজকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণে প্রবল রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি রোষভরে বলিতে লাগিলেন, হে নাথ! কি করিতেছ? তুমি সমুদায় দেবগণের ঈশ্বর। এই পদ্মগন্ধা আমার দাসীস্বরূপা। তুমি ইহারে পর্ণবীটিকা প্রদান করিতেছ? দেবগণ স্ব স্ব মস্তক দ্বারা যে তোমার চরণকমল স্পর্শ করেন, সেই তুমি কিরূপে কিংকরী পদ্মগন্ধার পাদতলে উপবেশন করিয়াছ? কি আশ্চর্য্য! এই পদ্মগন্ধা স্বভাবতঃ রূপ লাবণ্য ও সর্ব্ব গুণে বঞ্চিত এবং যার পর নাই মুখরা; তথাপি অনায়াসেই তোমার মনোহরণ করিল! মধুকর সৌরভলোভে অন্ধ হইয়া, কণ্টক ও রজঃ পূর্ণা মধুহীনা কেতকীর অনুসরণ করে; কিন্তু কদাচ তাহার বশীভূত হয় না। অধিক কি, তুমি কোটি কোটি সুন্দরী রমণীর ভর্ত্তা এবং সর্ব্ব রসের অভিজ্ঞ, কিরূপে এবংবিধ কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? রে নির্গুণে পদ্ম-গন্ধে! তুমি দূর হও; আমার স্বামীরে পরিত্যাগ কর। কি আস্পর্দ্ধা! তুমি ঈশ্বরীর ন্যায় পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছ; আর দেবরাজ তোমার পদতলে আসীন রহিয়াছেন।

পৌলমী বারংবার ইত্যাকার নানাপ্রকার ভর্ৎসনা করিলে, পদ্মগন্ধা ক্রোধে অধীরা হইয়া, বলিতে লাগিল, আমার গুণই থাকুক, আর দোষই থাকুক, স্বামীই স্বয়ং তাহা বুঝিতে-ছেন; কিন্তু হে নির্গুণে! তোমার এমন কি অধিকার আছে,

যে, তুমি আমারে নিন্দা বা অনুযোগ করিতে পার? রে দুরাশয়ে! লোকে যখন নেত্রদ্বয়দ্বারাও গুণ দোষ পরিদর্শন করিতে সক্ষম, তখন এই দেবরাজ সহস্র চক্ষু দ্বারা কি না অবলোকন করিতে পারেন? ফলতঃ লোকে দোষভাগ যেরূপ প্রচারিত হয়, গুণভাগ কখন সেরূপ হইতে পারে না। দেখ, গুণিগণ আদৌ চন্দ্রের কলঙ্ক পরিদর্শন করেন। যাহা হউক, আমি কটুভাষিণী, ক্রূরপ্রকৃতি, কুমূর্ত্তি ও সর্ব্বথা গুণ-লেশপরিশূন্যা, তুমি সমুদায় গুণের আধার। অতএব স্বামী তোমারেই ভজনা করুন।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কোকনদবদনা পদ্মগন্ধা রোসভরে এইপ্রকার করুণ করিয়া, পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিল। তদ্দর্শনে দেবরাজ নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া, অনুনয়পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে প্রিয়ে! হে প্রাণেশ্বরি! হে শ্রেষ্ঠে! আমারে পরিত্যাগ করিয়া, কোথায় গমন করিতেছ? হে সুন্দরি! আমি তোমার কি অপকার করিয়াছি, বল। হে কান্তে! আমি দাস, নিশ্চয়ই তোমার দাসবৃত্তি করিব। দাসপত্নী দাসীস্বরূপ; তুমি কি জন্য দাসীবাক্য শ্রবণ করিতেছ? অনন্তর দেবরাজ মোহ-ব্যাকুল হৃদয়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই বরসুন্দরী পদ্মগন্ধারে স্বীয় ক্রোড়ে পুনরায় বিনিবেশিত করিলেন।

তদ্দর্শনে শচীদেবী নিরতিশয় দুঃখিতা হইয়া, পদ্মগন্ধারে বলিতে লাগিলেন, হে ক্রৌঞ্চি! তোমারই জীবন সার্থক; আমার প্রাণধারণা বিড়ম্বনামাত্র। অধিক কি, তুমি সর্ব্বথা স্বামিসুভগা; কিন্তু আমি যার পর নাই দুর্ভগা। হে নির্গুণে! যত দিন না পুণ্যক্ষয় হইবে, তাবৎ দেবরাজের

সহিত সুখসচ্ছন্দে কেলিরস সম্ভোগ কর। কিয়ৎকালমধ্যেই তোমার পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। তখন তুমি পুনরায় ক্রৌঞ্চীবংশে সমুৎপন্ন হইয়া, দুঃখরাশি ভোগ করিবে।

হে জৈমিনে! পদ্মগন্ধা শচীদেবীর এইপ্রকার পরম বিস্ময়াবহ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দ্বন্দ্বভাব পরিত্যাগ করিল এবং প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, হে পুলোমনন্দিনি! হে বরারোহে! তোমার এই বাক্য নিরতিশয় বিস্ময়জনক। আমি কিরূপে ক্রৌঞ্চী হইলাম, বল, শুনিবার জন্য সাতিশয় কৌতূহল সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে কল্যাণি! আমি কে, কোথায় ছিলাম, কিরূপেই বা এখানে আসিলাম, কত দিনেই বা আমার পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে?

শচীদেবী কহিলেন, হে পদ্মগন্ধে! তুমি পূর্ব্বে ক্রৌঞ্চীজাতীয় বিহঙ্গম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। অপবিত্র আমিষ ও কীট প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে! মনোরম জাহ্নবীতীরে যে ন্যগ্রোধ তরু বিরাজমান আছে, তথায় তুমি কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া, বাস করিতে। একদা এক কৃষ্ণ সর্প সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষে তোমার নীড়ে প্রবেশ করিয়া, দংশন করাতে, তুমি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে। তখন সেই ভুজঙ্গম ক্ষুধাবশতঃ তোমার সমুদায় মাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। তাহাতে মাংসশূন্য অস্থিরাশি তথায় পতিত রহিল। হে বরাঙ্গনে। কোন সময়ে প্রবল পবন প্রবাহিত হইলে, সেই তরুবর সমূলে ভগ্ন হইয়া, গঙ্গাজলে পতিত হইল। ন্যগ্রোধবৃক্ষ এই রূপে গঙ্গায় পতিত হইলে, তোমার সেই অস্থিরাশি জাহ্নবীসলিলে পরিপ্লুত হইল। হে অনঘে! তোমার অস্থিরাশি যত দিন গঙ্গাজলে অবস্থিতি

করিবে, তাবৎ তুমি দেবরাজের সুভগা হইয়া থাকিবে। হে পদ্মগন্ধে! দেবরাজ যে পুণ্য প্রভাবে তোমার এরূপ বশংবদ হইয়াছেন, আমি তদ্‌বৃত্তান্ত সমস্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ক্রৌঞ্চী পক্ষী চণ্ডালগণেরও অস্পৃশ্য। তুমি সেই ক্রৌঞ্চীবংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক যাঁহার প্রসাদে স্বর্গাধিপতি দেবরাজের হৃদয়বিলাসিনী হইয়াছ, সেই জাহ্নবী দেবীই ধন্যা!

যাহা হউক, হে দ্বিজ! দেবরাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এইপ্রকার অবমাননা করাতে, শচীদেবীর মুখকমল পরিম্লান হইল। তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, যে মুখে আসিয়াছিলেন, সেই মুখেই প্রস্থান করিলেন। বরাঙ্গনা পদ্মগন্ধা ইন্দ্রের ক্রোড় আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ববৎ বিরাজমান হইতে লাগিল; কিন্তু শচীদেবীর বাক্য তাহার হৃদয়ে জাগরূক হইয়া রহিল। এক মুহূর্ত্তও তাহা বিস্মৃত হইতে পারিল না। অনন্তর একদা দেবরাজ তদীয় গুণগ্রামে নিরতিশয় প্রীতিমান্ হইয়া, প্রসন্ন বদনে তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুশ্রোণি! বর গ্রহণ কর। তাহাতে পদ্মগন্ধা প্রত্যুত্তর করিল, হে দেবরাজ! তুমি সমুদায় অমরগণের অধিনায়ক এবং কোটি কোটি ললনা পত্নীরূপে তোমার পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। তথাপি তুমি আমার অধীনতা অবলম্বন করিয়াছ। ইহাতে অন্য বরের প্রয়োজন কি? যাহা হউক, তুমি যখন বরদানে উদ্যত হইয়াছ, তখন কায়মনোবাক্যে আমার অগ্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও।

দেবরাজ কহিলেন, হে ভাবিনি! জীবন, ধন, বাস, অথবা পরিচ্ছদ ইহার কি ইচ্ছা হয়, আজ্ঞা কর, এই মুহূর্ত্তেই তোমারে প্রদান করিতেছি। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি,

ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; হে মৃগীলোচনে! তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, আমি তোমারে তাহাই প্রদান করিব।

পদ্মগন্ধা কহিল, হে ত্রিদশেশ্বর! যদি তুমি নিতান্তই প্রসন্ন হইয়া থাক, এই বর প্রদান কর, আমি যেন হস্তি-যোনিতে জন্মলাভ করি।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বরাননে! আমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। সেই জন্য তোমারে এই বর দান করিলাম; কিন্তু আমার হৃদয়ে গুরুতর দুঃখরাশি উপস্থিত হইতেছে। হে বরারোহে! তোমার কুসুমসুকুমার অপরূপ মূর্ত্তি ক্ষণমাত্র নয়নের অন্তরাল হইলে, আমার অন্তঃকরণ নিরতিশয় বিষণ্ণ হইয়া থাকে; তোমার চিরবিচ্ছেদজনিত সুদুঃসহ যাতনা কিরূপে সহ্য করিব? হে পীবরনিতম্বিনি! যদি আমার প্রতি অনুকম্পা থাকে, তাহা হইলে, আরও কিয়দ্দিন আমার সহিত অবস্থিতি কর।

দেবরাজ এইরূপ কহিলে, কৃশাঙ্গী পদ্মগন্ধা তদীয় অনুরোধবশবর্ত্তিনী হইয়া, তাঁহার নিরতিশয় প্রীতি সমুদ্ভাবন করত স্বর্গে বাস করিতে লাগিল। এই রূপে অযুত বৎসর অতিবাহিত হইলে, পুনরায় দেবরাজকে কহিল, হে সুরাধিপতে! আমি আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করিতেছি। এক্ষণে আদেশ করুন, স্বীয় মনোরথ সাধন করিবার জন্য কর্ম্মভূমি গমন করি।

ইন্দ্র কহিলেন, হে চন্দ্রাননে! আমি তোমার প্রেমসিন্ধুনীরে নিতান্ত মগ্ন হইয়াছি। অতএব আরও কিয়দ্দিন আমার সহিত অবস্থিতি কর; পরে ইচ্ছানুসারে গমন করিবে। তখন পদ্মগন্ধা কৌতুকগৃহে তাঁহার সহিত অহর্নিশ ক্রীড়া

করত পুনরায় অযুত বর্ষ অতিবাহিত করিল। অনন্তর হর্ষাবিষ্ট হইয়া, দেবরাজকে কহিল, হে ত্রিদশনাথ! আজ্ঞা করুন, পৃথিবীতে গমন করি।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বরাঙ্গনে! জাড্য পরিহারপূর্ব্বক আমার সহিত এই স্থানেই অধিষ্ঠান কর। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী। তোমারে কোন রূপেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

পদ্মগন্ধা কহিল, হে শতক্রতো! পুণ্যক্ষয় হইলে, আমি যখন পৃথিবীতে গমন করিব, তখন চিরকালের জন্য আমার সহিত বিরহ সংঘটিত হইবে। আমি সেই বিরহভয়েই ভীত হইয়া, পুনরায় পুণ্যোপার্জ্জননিমিত্ত ধরাতলে গমন করিতে উৎসুক হইয়াছি। হে সুরেশ্বর! কর্ম্মভূমিতে গমন করিয়া, যে কোন উপায়ে সেই পুণ্য সঞ্চয় করিব। তাহা হইলে আর কখন তোমার সহিত আমার বিরহ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বরাননে! তুমি নিতান্তই এই কার্য্য সাধনে সমুৎসুক হইয়াছ; অতএব গমন কর; সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। বলিতে বলিতে সহস্রলোচনের সহস্র লোচন অবিরলবাহিনী অশ্রুধারায় পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবী বিরহ আশঙ্কায় রোদন করিতে করিতে, হে প্রিয়ে! গমন কর, বলিয়া তাহারে বাহুযুগলদ্বারা গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন। তখন পদ্মগন্ধা তদীয় আদেশানুসারে কর্ম্মভূমিতে গমন করিল। তথায় জাতিস্মরা হইয়া, হস্তিযোনিতে সমুদ্ভূত হইল। তদবস্থায় আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, কিয়ৎ কাল পরে জাহ্নবীতীরে গমন করিল। পরে তদীয়

সুনির্ম্মল সলিলে যথাবিধি স্নানানন্তর তাঁহার কর্দ্দমে ভূষিত হইয়া, গঙ্গা গঙ্গা এইপ্রকার জল্পনা করিতে করিতে নিম্ন-হ্রদে প্রবিষ্ট হইল। হে জৈমিনে! সেই পর্ব্বতাকৃতি হস্তিনী নিজ জাতি স্মরণপূর্ব্বক গঙ্গার নিম্নহ্রদে প্রবেশ করিয়া, তৎ-ক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দেবগণ তদীয় সাহস অবলোকন-পূর্ব্বক পরম প্রীতিমান্ হইয়া, তাহার উপরি পারিজাত-প্রভৃতি দিব্যকুসুমরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন দেব-রাজ সমুদায় অমরগণে পরিবৃত হইয়া, তাহাকে আনয়ন করিবার জন্য দ্রুতপদসঞ্চারে স্বয়ং গমন করিলেন। দীর্ঘ-কালব্যাপী বিরহদুঃখে তাঁহার শরীর একবারেই শীর্ণ হইয়া-ছিল। তিনি ব্যগ্র হৃদয়ে সেই দিব্যদেহধারিণী প্রিয়তমারে পুষ্পকরথে অধিরূঢ় করিয়া, অমরনগরে সমাগত হইলেন। তাহার অদর্শন জন্য এত কাল যে দুঃসহ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত একে একে তাহারে পরিজ্ঞাত করিলেন। হে দ্বিজ! পদ্মগন্ধা ইন্দ্রালয়ে উপনীত হইলে, পুলোমজা, প্রম্লোচা, রম্ভা, উর্ব্বশী ও অন্যান্য সুন্দরীগণ অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক তদীয় বসতিস্থানে গমন করিল। সেই বরাঙ্গনা পতিবল্লভা হইয়া, দেবরাজের হৃদয়োৎসাহ বর্দ্ধিত করত পুরন্দরপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। হে জৈমিনে! তাহার অস্থি সমস্ত যাবৎ জাহ্নবীতে অবস্থিতি করিয়াছিল, তাবৎ শত কোটি কল্প সে মহেন্দ্রালয়ে বাস করিয়াছিল। যে সমস্ত নরপতি স্ব স্ব তপোবলে সেই দেব-রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, বরসুন্দরী পদ্মগন্ধা তাহাদের সকলেরই স্নেহাস্পদ হইয়াছিল। হে জৈমিনে! গঙ্গায় অস্থি মগ্ন হইলে, যখন ঈদৃশ ফল লাভ হয়, তখন তাহাতে

প্রাণত্যাগ করিলে যে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা বর্ণনা করাও দুঃসাধ্য। হে দ্বিজসত্তম! যে ব্যক্তির মৃতদেহ স্রোতোবশে জাহ্নবীতে বিচলিত হয়, তাহার যে ফলপ্রাপ্তি হয়, শ্রবণ কর। ঐরূপ ব্যক্তি স্বর্গে গমনপূর্ব্বক দেবাঙ্গনা-গণের হস্তস্থিত সুচারু চামরবায়ু দ্বারা বীজ্যমান হইয়া, কৌতুকে স্বর্ণপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া থাকে। যাহার মৃতদেহ দিবাকরকিরণে সন্তপ্ত হইয়া, জাহ্নবীসৈকতে নিপতিত থাকে, তাহার যে ফললাভ হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি সুগন্ধি দিব্য চন্দনে পরিলিপ্ত হইয়া, দেবাঙ্গনাগণের সহিত স্বর্গে সর্ব্বদা ক্রীড়া করে। যাহাদের শরীর জাহ্নবীতে কাক, চিল্ল, গৃধ্র বা শকুন্তগণ কর্ত্তৃক নিষ্কুশিত হয়, তাহারা সুরা লয়ে সুররমণীগণের পীনোন্নত সুরুচির পয়োধরমণ্ডলে আশ্লিষ্ট (১) হইয়া, সর্ব্বদা পর্য্যঙ্কে বাস করে। যাহাদের শরীর জাহ্নবীতে কীট, মক্ষিকা ও পিপীলিকাগণে পরিবেষ্টিত হয়, তাহারা মন্দার ও পারিজাত প্রভৃতি পুষ্পমালায় অলঙ্কৃত এবং কোটি কোটি দেবাঙ্গনাগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, পল্যঙ্কে অধিষ্ঠান করে। এইরূপ, যাহাদের অস্থি সমস্ত গঙ্গায় পতিত হইয়া থাকে, প্রণামপরায়ণ ত্রিদশগণের শিরোমুকুটঘর্ষণে তাহাদের পাদরজঃ প্রক্ষালিত হয় এবং তাহারা ইন্দ্রের সমকক্ষতা লাভ করে। হে জৈমিনে! যাহার দেহ অনিচ্ছাতেও গঙ্গায় নিপতিত হয়, সে সমুদায় পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া, নরনারায়ণত্ব লাভ করে (২)। যাহার অঙ্গার সমস্ত

---

(১) আলিঙ্গিত।

(২) কোন কোন পুস্তকে নরা যান্তি পরাং গতিং এইরূপ পাঠ লক্ষিত হয়।

গঙ্গাসলিলে প্রচলিত হয়, সে শত কল্প স্বর্গে পরমসুখে বাস করে। হে দ্বিজসত্তম! সমস্ত পুণ্যই কোন না কোন সময়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গঙ্গায় দেহত্যাগজনিত পুণ্যের কস্মিন্ কালেও ক্ষয় দেখিতে পাওয়া যায় না। অথবা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি, এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যাহারা গঙ্গাসলিলে শরীর বিসর্জ্জন করে, তাহাদের মহিমা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। ফলতঃ, গঙ্গাসলিল সুবিষম পাপ-রাশি নির্হরণ করে। যে ব্যক্তি অতিমাত্র ভক্তিভাবে তাহা স্পর্শ করে, সে ভগবানের প্রসাদরূপনৌকাসহযোগে অপার ভবপারাবার অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, হে গুরো! পুনর্ব্বার গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণনা করুন। গঙ্গাকথা যার পর নাই মাধুর্য্যসম্পন্ন; পুনরায় পান করিবায় জন্য আমার সাতিশয় অভিলাষ হইয়াছে।

ব্যাসদেব কহিলেন, তুমি নিতান্ত গঙ্গাভক্ত। অতএব গুহ্য ও প্রকাশ্য সমুদায় গঙ্গামাহাত্ম্যই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। মনুষ্যের যে পদদ্বয় গঙ্গাতটে গমন এবং যে শ্রবণ-যুগল গঙ্গাকল্লোলনিনাদ শ্রবণ করে, সেই পদ ও সেই কর্ণই সার্থক। যে জিহ্বা গঙ্গাসলিলের স্বাদুভেদ অবগত এবং যে লোচনযুগল তদীয় তরঙ্গ দর্শন করে, সেই জিহ্বা, এবং সেই নয়ন। যাহাতে গঙ্গামৃত্তিকাপুণ্ড্রক বিরাজমান, সেই ললাটই ললাট, এবং যাহা তদীয় তীরে পূজাপরায়ণ, সেই হস্তই হস্ত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। যে দেহ জাহ্নবীর চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ

মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গলা গদ্য অনুবাদ।

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ষষ্ঠ খণ্ড।

কলিকাতা

শ্যামাপুকুর লেন ২০ সংখ্যক-ভবনস্থ

সরস্বতীযন্ত্রে

শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৮ সাল।

মূল্য ৵০ দুই আনা।

...রথীর ধ্যানপরায়ণ হইবে এবং পথে গমন করিতে ...ত বারংবার গঙ্গানাম উচ্চারণ করিবে। হে জৈমিনে! ...মাহাত্ম্য সর্ব্বপাপ বিনষ্ট, সর্ব্বসুখ সাধন এবং মোক্ষপদ ... করে। গঙ্গাযাত্রায় বহির্গত হইয়া, সর্ব্বদা তাহা ... করিবে। হে মাতঃ! হে দেবি! আমাকে দর্শন ...করুন, এইপ্রকার সুকোমল বাক্যে পথশ্রম নিবারণ ...বে। হে জৈমিনে! যে ব্যক্তি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, ...। আমি কেন গৃহ পরিত্যাগ করিলাম; কেনই বা ...মন করিলাম, এইপ্রকার কাতর বাক্য প্রয়োগ করে, ...র সম্পূর্ণ ফললাভ হয় না। আমার সেই পর্য্যঙ্ক, সেই ... এবং সেই সুখময় গৃহ কোথায়? আমি এক্ষণে সমুদায় ...ত্যাগ করিয়া, প্রান্তরমধ্যে ভূমিতে শয়ন করিতেছি! ...ার গৃহে ধনধান্যাদি বস্তু সকলেরই বা কি গতি হই... ...ছ! না জানি, কত দিনে পুনরায় গৃহে গমন করিব! ...রা পরিশ্রান্ত হইয়া, ঐপ্রকার চিন্তা করিয়া, নিতান্ত ...কুল হয়, তাহারাও গঙ্গাস্নানের সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে ...র না। হে ভাগীরথি! আমি তোমার তীরে গমন ...রবার জন্য যাত্রা করিয়াছি, তোমার প্রসাদে যেন নিরা- ... সিদ্ধি লাভ করিতে পারি, যাত্রাসময়ে এইরূপ মন্ত্র ...চ্চারণপূর্ব্বক বিচক্ষণ ব্যক্তি হর্ষাবিষ্ট হইয়া, বৈষ্ণবগণ- ...ভিব্যাহারে গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন। তৎকালে ...তিবেগে বা অতিমাত্র ধীরে ধীরে গমন অথবা অন্য কোন ...র্য্যের অনুষ্ঠান করিতে নাই। যে ব্যক্তি গঙ্গাযাত্রা- ...ময়ে বাণিজ্যপ্রমুখ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অর্দ্ধেক পুণ্য নষ্ট হইয়া থাকে। আমার জন্মান্তরীণ পাপ স্বল্পই হউক বা

বহুলই হউক, জাহ্নবী দেবীর প্রসাদে তৎসমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এইপ্রকার কহিয়া, পরমপ্রীতিযুক্ত হৃদয়ে গঙ্গাতটে যাত্রা করিবেন। পরে গঙ্গাদেবীকে দর্শন করিয়া, বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, হে দেবি! তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপা। অদ্য তোমারে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, আমার জন্ম সফল ও জীবন সার্থক হইল। হে মাতঃ! আমি যার পর নাই পাতকী; তোমার দর্শনমাত্রে আমার কোটিজন্মসমুদ্ভূত মহাপাতক বিনষ্ট হইল। এইপ্রকার মন্ত্র সমুচ্চারণ-পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে ধরাতলে নিপতিত হইয়া, পরমভক্তিসহকারে তাঁহারে প্রণাম করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে স্রোতঃ-সমীপে গমন করিয়া, পুনরায় ভক্তিভরে প্রীতিসহকারে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, হে দেবি! হে জগদ্ধাত্রি! আমি চরণ দ্বারা তোমার নির্ম্মল সলিল স্পর্শ করিতেছি; তুমি নিজগুণে প্রসন্না হইয়া, আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিবে। হে শুভদাত্রি! তোমার জল স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ; এই জন্যই চরণ দ্বারা স্পর্শ করিতেছি। হে ভগবতি! তোমারে নমস্কার। হে দ্বিজসত্তম! এইরূপ মন্ত্র পাঠানন্তর ভক্তিসম্পন্ন হইয়া, তদীয় বারি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক, পুনরায় তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন করত স্রোতোমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। তৎকালে এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবে, হে মাতঃ! তোমার কর্দ্দমরাশি সাতিশয় স্নিগ্ধ এবং সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট করে। আমি তদ্দ্বারা নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লিপ্ত করিতেছি; আমার সমুদায় পাপ নির্হরণ কর। এই রূপে গঙ্গাকর্দ্দমে সর্ব্বাঙ্গ লেপনপূর্ব্বক গঙ্গা গঙ্গা স্মরণ করিয়া, সেই সর্ব্বপাপবিনা-শিনী জাহ্নবীতে স্নান করিবে। অনন্তর উল্লিখিতপূর্ব্ব

মন্ত্র দ্বারা তদীয় মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া, পুনরায় বক্ষ্যমাণ মন্ত্র সমুচ্চারণ করত, ভক্তিভরে স্নান করিতে হইবে, হে মাতঃ! তুমি ব্রহ্মস্বরূপিণী; আমি তোমার নির্ম্মল সলিলে স্নান করিতেছি। তুমি যথোক্ত ফল প্রদান কর। হে জৈমিনে! অনন্তর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গঙ্গা ও নারায়ণকে স্মরণ করিয়া, আপনার ইচ্ছানুসারে স্নান করিবেন; স্নানক্রিয়া সমাধানান্তে বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি গঙ্গাজলে পরিধেয় বসন পরিহার বা কদাচ গঙ্গাগর্ভে দন্ত ধাবন করিবেন না। মোহবশতঃ এইপ্রকার করিলে, গঙ্গাস্নানজন্য পুণ্যলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রভাতে অন্যত্র দন্তকাষ্ঠাদিক্রিয়া সমাধান ও রাত্রিবাস পরিহার করিয়া, গঙ্গায় স্নান করিবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মভূমিতে গমন না করিয়া, গঙ্গায় স্নান করে, সে তজ্জন্য সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারে না। ধীমান্ পুরুষ স্নানানন্তর গঙ্গামৃত্তিকাপুণ্ড্রক স্থানে স্থানে ধারণ করিবেন; অনন্তর স্থিরমনাঃ হইয়া, বিধানানুসারে তর্পণাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। যে ব্যক্তি গঙ্গাজল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করে, তদীয় পিতৃগণ বর্ষ কোটি শতাবধি পরম পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজোত্তম! যে ব্যক্তি জাহ্নবীর নির্ম্মল জলে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে, তদীয় পিতৃগণ নিরতিশয় সন্তোষ লাভপূর্ব্বক ত্রিদশালয়ে বাস করেন। দান, দেবার্চ্চন, জপ বা অন্যবিধ ক্রিয়াকলাপ যে কিছু গঙ্গাসলিলে সমাহিত হয়, কোন কালেই তাহাদের ক্ষয়সম্ভাবনা নাই। হে দ্বিজ! অনশন হইয়া, স্নান ও সন্ধ্যাকৃত্য সমাধান এবং পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক গঙ্গার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে। গঙ্গা ও

শ্রীবিষ্ণু উভয়ের প্রতিমাকে সুশীতল নারিকেলজল দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করাইবে। জাহ্নবীপ্রতিমার অভাব হইলে, জাহ্নবীরে হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিয়া, শুদ্ধ নারিকেল-জল তদীয় সলিলে নিক্ষেপ করিবে। দিব্যগন্ধসম্পন্ন ঘৃত-পূর্ণ সমুজ্জ্বল প্রদীপ, সুবাসিত ধূপ, নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম, সুপক্ক ফলসমূহ, উত্তম নৈবেদ্য, পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয়, খদিরসমন্বিত তাম্বূল, ও অন্যান্য নানাপ্রকার উপহার এবং স্তব গীত ও বাদ্য এই সকল দ্বারা যথাভক্তি গঙ্গা ও বিষ্ণুর পূজা করিবে। অনন্তর পরম পাবনী গঙ্গা ও পরম পুরুষ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া, শ্রদ্ধাসহকারে তিন বার বিধানানু-সারে প্রদক্ষিণ করিবে। হে জগন্মাতঃ! হে জহ্নুতনয়ে! আমি অদ্য নিরাহার থাকিয়া, আগামী কল্য পারণ করিব; তুমি আমারে রক্ষা কর। মতিমান্ পুরুষ কায়মনোবাক্যে এইপ্রকার সংকল্প করিয়া, জিতেন্দ্রিয় ও হর্ষাবিষ্ট হইয়া, রাত্রি জাগরণ করিবেন। হে দ্বিজ! অশক্ত হইলে, ফল ভোজন করিবে। অন্নমাত্রে ভোজন বা দুই বার ভোজন করিতে নাই। আগামী কল্য পুনরায় গঙ্গার ও বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া, আপনার বিভবানুরূপে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিবে। "হে সরিদ্বরে! তোমার অগ্রতঃ যে অর্চ্চন ও জাগরণ করিয়াছি, তৎসমস্ত তোমার প্রসাদে যেন অচ্ছিদ্র হয়" এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহারে নমস্কার ও নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া, পরে বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে স্বয়ং পারণ করিবে। হে দ্বিজ! জাহ্নবীতীরে তীর্থোপবাস করিলে, যে ফললাভ হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐরূপ নিরাহারী ব্যক্তি জন্মজন্মান্তরীণ সমুদায় পাপে বিনির্ম্মুক্ত

হইয়া, বিষ্ণুরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক, বিষ্ণুর পরম পদ লাভ ও তাঁহার সহিত পরমপ্রীতি অনুভব করে; এবং শত সহস্র কোটি কল্প বিষ্ণুপুরে অধিষ্ঠান করিয়া, অত্যন্ত দুর্লভ সুখ-পরম্পরা সম্ভোগ করে। অনন্তর ভগবান্ নারায়ণের আদেশে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া, তথায় দেবদুর্লভ সুখ সমস্ত ভোগ করিয়া থাকে। এই রূপে সেই ব্রহ্মলোকে সহস্র কোটি কল্প অতিবাহনপূর্ব্বক পরে কমলযোনির আজ্ঞাক্রমে দিব্য রথে অধিরূঢ় হইয়া, মহাদেবপুরে উপনীত হয়। তথায় নানাবিধ সুদুর্লভ সুখ সম্ভোগ করিয়া, পরিশেষে গণপতি-পদ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর, সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি শিবপুর হইতে ইন্দ্রপুরে দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় গমন করে। দেবরাজ পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনাপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাঁহার সহিত একাসনে বাস করেন। তথায় যুগ কোটি শতা-বধি অখিল ভোগ সম্ভোগ করিয়া, দ্বিতীয় মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সূর্য্য-লোকে গমন করে। সেই সূর্য্যলোকে অযুত যুগ অবস্থিতি-পূর্ব্বক বিবিধ মনোরম ভোগসুখ অনুভব করিয়া, দ্বিতীয় চন্দ্রমার ন্যায় চন্দ্রলোকে গমন করে। তথায় চন্দ্রের সমীপে চির কাল অমৃত ভোগ করিয়া, পুনরায় পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক চক্রবর্ত্তিনরপতিপদে অধিরূঢ় হয়; এবং বহু কাল পৃথিবী পালন ও নৃপতিদিগকে পরাজয় করিয়া, শরীরাবসানে গঙ্গায় সুখমৃত্যু লাভ করে। তাহাতে সেই মহাশয় ব্যক্তি পুনরায় বিমানে আরোহণ করিয়া, ভগবানের পুরোভাগে উপনীত হয়। তথায় মন্বন্তরচতুষ্টয় নিখিল ভোগ সম্ভোগ করিয়া, পরম জ্ঞান লাভপূর্ব্বক পরিণামে মোক্ষপদে অধিরূঢ় হইয়া থাকেন।

হে জৈমিনে! জাহ্নবীতীরে গমন করিবার সময়ে দৈবাৎ পথিমধ্যে যাহার পঞ্চত্ব লাভ হয়, সেও পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিতে সত্যধর্ম্মা নামে এক নরপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ও প্রিয়ংবদ। তাঁহার বিজয়া নামে মহিষী ছিলেন। তিনি পরমসুন্দরী, সাতিশয় সচ্চরিত্রা এবং পতির পরিচর্য্যায় একান্ত আসক্তা। মহীপতি সত্যধর্ম্মা সপ্তসহস্র বৎসর এই পৃথিবী ভোগ করিয়া, অবশেষে কাল পরিণত হইলে, সপত্নীক পঞ্চত্ব লাভ করিলেন। তখন যমকিঙ্করগণ সেই দম্পতিকে পাশবদ্ধ করিয়া, দুঃখসঙ্কুল ভয়ঙ্কর পথ দ্বারা যমপুরে লইয়া গেল। ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া, চিত্রগুপ্তকে কহিলেন, হে চিত্রগুপ্ত! ইহাদের কর্ম্ম সমস্ত যথাযথ বিচার কর। হে জৈমিনে! চিত্রগুপ্ত তদীয় আদেশানুসারে তাঁহাদের কর্ম্ম সমস্ত আমূলতঃ বিচার করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! ইহারা শুভ বা অশুভ যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, শ্রবণ করুন। ইহারা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, নারায়ণের অর্চ্চনা, সর্ব্ব-প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং অন্ন জল প্রদান করিয়াছে। ফলতঃ ইহারা শুভাবহ কার্য্যমাত্রেরই অনুষ্ঠান করিয়াছে। ইহাদের স্বল্পমাত্র পাপ আছে, শ্রবণ করুন। হে প্রভো! একদা কোন মৃগ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক তাড়িত ও বিত্রাসিত হইয়া, প্রাণপরিরক্ষণবাসনায় অরণ্য হইতে ইহার সভায় সমাগত হয়। তদ্দর্শনে এই রাজা কৌতুকান্বিত হৃদয়ে স্বয়ং গাত্রোত্থানপূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা পুনরায় তাহারে আঘাত করে। মৃগ

প্রাণভয়ে শরণাপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু এই দুর্বুদ্ধি তাহার সংহার করিল; এই জন্য পত্নীর সহিত আপনার দণ্ডনীয়। হে বিভো! ইহার শরীরে যতগুলি লোম আছে; তাবৎ মন্বন্তর আপনি ইহারে দণ্ড দান করুন। হে রাজন্! যে ব্যক্তি মোহাচ্ছন্ন হইয়া, শরণাগত হত্যা করে, তাহার যেরূপ ভয়ঙ্কর ফল লাভ হয়, শ্রবণ করুন। সেই ব্যক্তি শতসহস্র মন্বন্তর কোটি কোটি কুল সমভিব্যাহারে ঘোর নরকে বাস করে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ধন বা প্রাণ দান পূর্ব্বক শরণাগতের প্রাণ রক্ষা করে, তাহারও ফল বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া, শরীরাবসানে যোগিগণের সুদুর্লভ মোক্ষ লাভ করে।

হে দ্বিজ! চিত্রগুপ্ত এইপ্রকার কহিলে, যমদূতগণ যমের আদেশানুসারে সেই নরপতিকে নিতান্ত দুঃখসঙ্কুল ঘোর অসিপত্র বনে স্থাপন করিল। যেহেতু সেই পাদপগণের পত্র সমস্ত অসির ন্যায়। সেই জন্য মনীষিগণ তাহার নাম অসিপত্র রাখিয়াছেন। মহীপতি সত্যধর্ম্মা অসিপত্র বনে শতকোটি যুগ অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পত্নীর সহিত ব্যাঘ্রভক্ষ্যনামক ঘোর নরকে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ঐ নরক সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবে পরিপূর্ণ; উহাতে প্রবেশ করিলে ব্যাঘ্রগণ ভক্ষণ করিতে থাকে। সেই জন্য তাহার নাম ব্যাঘ্রভক্ষ্য হইয়াছে। নরপতি পত্নীর সহিত তথায় কোটি যুগ অধিষ্ঠানপূর্ব্বক, অবশেষে পাপের অবসানে পুনরায় অবনিমণ্ডলে ভেকযোনিতে পতিত হইলেন। উভয়ে জাতিস্মর হইয়া, ভেক ও ভেকী রূপে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক নিতান্ত সন্তপ্ত হৃদয়ে এক হ্রদমধ্যে

বাস করিতে লাগিল। তথায় কীটমাত্র তাঁহাদের আহার হইল।

অনন্তর তাহারা একদা অবলোকন করিল, পুণ্যাহ প্রাপ্ত হইয়া, সেই হ্রদসমীপবর্ত্তী পথ দিয়া বহুসংখ্য লোক জাহ্নবীতীরে গমন করিতেছে। তদ্দর্শনে ভেক ভেকীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে যে পাপকর্ম্ম করিয়াছিলাম, অদ্যাপি তজ্জনিত দুঃখ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে না। পাপাত্মগণও গঙ্গায় শরীর পরিহার করিয়া, মুক্তি লাভ করে। তবে আমরা কি জন্য এই যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি? সম্প্রতি জহ্নবীতে এই পাপদেহ বিসর্জ্জন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। হে প্রিয়ে! এ বিষয়ে যুক্তি কি, নির্দ্দেশ কর।

ভেকী তাহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিনয়ান্বিত হইয়া কহিল, হে স্বামিন্! কোন মতেই আর দুঃখ সহ্য করিতে পারা যায় না। অতএব তুমি সত্বর অভিপ্রায়ানুরূপ অনুষ্ঠান কর।

হে বিপ্র! অনন্তর সেই ভেকদম্পতি গঙ্গারে স্মরণপূর্ব্বক মরণে কৃতসংকল্প হইয়া, হর্ষাবিষ্ট হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিল। তাহারা উভয়ে পথিমধ্যে গমন করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের সহিত এক ভয়ঙ্কর কালসর্পের সাক্ষাৎ হইল। ঐ সর্প অনেক দিন হইতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, আহারাভিলাষে ভ্রমণ করিতেছিল। উহার আকার প্রকার অনলের ন্যায় স্বভাবতঃ সাতিশয় ভীষণ। হে দ্বিজ! ভুজঙ্গমরাজ ভেকদম্পতিকে দর্শন করিয়া, কহিতে লাগিল, তোমাদের কাল পূর্ণ হইয়াছে; পলায়ন করিও না। আমি নিতান্ত

ক্ষুধিত হইয়াছি; অদ্য নিশ্চয়ই তোমাদিগকে ভোজন করিব।

ভুজঙ্গম সম্মুখীন হইয়া, এইপ্রকার কহিলে, সেই চির-দুঃখভাগী ভেকমিথুন নিরতিশয় সম্ভ্রান্ত হইয়া, বলিতে লাগিল, হে ভুজঙ্গমরাজ! আমাদের হৃদয়ে অণুমাত্রও মৃত্যুভয় নাই; কিন্তু সম্প্রতি আমাদের আন্তরিক দুঃখ সমুদায় শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে সত্যধর্ম্মা নামে রাজা ছিলাম। আর ইনি বিজয়া নামে আমার মহিষী ছিলেন। আমি যার পর নাই দুরাত্মা। এই জন্য মোহাচ্ছন্ন হইয়া, শরণাগত মৃগের প্রাণ সংহার করিয়াছিলাম। সেই দুষ্কৃতি-বশতঃ যমমন্দিরে বহু কাল দুঃখরাশি ভোগ করি; অবশেষে পাপের অবসান হইলে, স্ত্রীর সহিত এই জঘন্য ভেক-যোনিতে নিপতিত হইয়াছি। হে সর্পরাজ! কৃত কর্ম্ম কোন মতেই পরিত্যাগ করিবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক্, এক্ষণে পরমধামপ্রাপ্তিপ্রত্যাশায় শরীরপরিহারজন্য জাহ্নবীতীরে গমন করিতেছি। হে পন্নগ! অবিবেক নরকযন্ত্রণার আধার। তুমি তাহা পরিত্যাগ কর। আমা-দিগকে ভক্ষণ করিয়া, তোমার কি সুখ হইবে? হে ভুজঙ্গম! আমাদের হৃদয়ে যে বিষ্ণু, তোমারও হৃদয়ে সেই বিষ্ণু। অতএব তোমার সহিত আমাদের শত্রুতা কি? বিচক্ষণ ব্যক্তি কদাচ প্রাণিহিংসা করিবেন না; করিলে, স্বয়ং বিধাতা তাঁহার হিংসা করিয়া থাকেন। যাহারা প্রাণিহিংসায় তৎপর, বিধাতা স্বয়ং রুষ্ট হইয়া, তাহাদের আয়ুঃ, পুত্র, কলত্র, সম্পদ্ ও যশঃ বিনাশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাহার হৃদয়ে 'হিংসা' এই অক্ষরদ্বয় সর্ব্বদা বিরাজ করে,

তাহার তপোজপে ফল কি, দানে আবশ্যক কি, যজ্ঞানুষ্ঠানেই বা প্রয়োজন কি? হে সর্প। নিখিলজগদ্‌বিধাতা ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বপ্রাণীর শরীরে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করেন। অতএব যে ব্যক্তি প্রাণিগণের হিংসা করে, সে সেই ভগবান্ হরির হিংসক। ভূতভাবন ভগবান্ আপনারে নানা প্রকারে সৃষ্টি করিয়া, শিশুর ন্যায় এই সংসাররূপ কৌতুকগৃহে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। শরীরীর শরীরই পরমাত্মার নিলয়। ভগবান্ বিষ্ণুই স্বয়ং সেই পরমাত্মা। অতএব সর্ব্বথা হিংসা পরিহার করিবে। পরের প্রাণ বিনাশ করিলে, কখন আত্মার তুষ্টিসাধন হইতে পারে না; যদিও হয়, তাহা ক্ষণ-মাত্র; কিন্তু অন্যের প্রাণ এক বারেই বিনষ্ট হইয়া যায়। হায়, সংসারে লোকের চরিত্র কি পরমবিস্ময়াবহ! তাহারা যত্নপূর্ব্বক পরের প্রাণ সংহার করিয়া, অনায়াসেই আত্মতুষ্টি সাধন করে। যাহা হউক, ধীমান্ ব্যক্তি কদাচিৎ আত্ম-পরজ্ঞানের বশীভূত হন না; আমিই বিষ্ণু, আমিই বিষ্ণু সর্ব্বদা মনোমধ্যে এইপ্রকার চিন্তা করিয়া থাকেন। যে মহাত্মা পরসুখে সুখ ও পরদুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, তিনি এই সংসারে সাক্ষাৎ হরি বলিয়া পরিগণিত হন। হে ভুজঙ্গম! লোকে মোহবিহ্বল হৃদয়ে পরের হিংসা করিয়া, যে সুখ অনুভব করে, সেই সুখে ধিক্! লোকে অজ্ঞান-বশতঃ অন্যাকে যে সুখ অথবা যে দুঃখ প্রদান করে, অচিরাৎ আপনি সেই সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয়। অতএব হে ভুজঙ্গম! তুমি হিংসাপরিহারপূর্ব্বক সুখভাগী হও। তুমি প্রসন্ন হইলে, আমরা দুঃখের পার গমন করিতে পারিব।

সর্প কহিল, হে ভেক! যদি পরহিংসায় মহাপাতক

হইবার সম্ভাবনা, তবে বিধাতা কি জন্য এই খাদ্য খাদকের সৃষ্টি করিলেন ? পরের হিংসা করিতে নাই, তোমার এই বাক্য সর্ব্বথা সত্য ; কিন্তু ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, কদাচ তাহাকে হিংসা বলে না। সত্য বটে, ভগবানের ভিন্ন রূপ নাই ; কিন্তু তিনি স্বয়ংই খাদ্য খাদক সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখ, তিনি যেমন আপনিই আপনারে সৃষ্টি করিয়া, রক্ষা করেন, সেইরূপ আপনিই আবার আপনারে সংহার করিয়া থাকেন। ফলতঃ, ভগবান্ হরির সৃষ্টিই এইরূপ। হে ভেক! তোমাদিগকে বিনাশ করি, আমার এরূপ ক্ষমতা কোথায় ? সেই কালরূপী ভগবান্ হরি স্বয়ং আমাকে এই কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন। যে বিধাতা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া, এত দিন রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই অদ্য কালরূপী হইয়া, আমারে নিমিত্ত করিয়া, তোমাদের হত্যা করিতেছেন। ইহাতে আমার অপরাধ কি ?

ব্যাসদেব কহিলেন, হে সত্তম! ভুজঙ্গম এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, নিরতিশয় ক্ষুধাভরে সেই দম্পতিকে ভক্ষণ করিল। তাহারাও গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া, তদীয় কুক্ষিগহ্বরে প্রবেশ করিল। হে জৈমিনে! তাহারা জাহ্নবীতীরে গমন করিতেছিল ; পথিমধ্যে এই রূপে মৃত্যুকবলে পতিত হইয়া, পুণ্যবলে পূর্ব্বপদে অধিরূঢ় হইল। তাহাদের সমুদায় পাপ বিগলিত হইয়া গেল। শতক্রতু দেবগণে পরিবৃত হইয়া, তাহাদিগকে আনয়ন করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। তিনি ভয়বশতঃ এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এক-শত যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক এই সুদুর্লভ স্বর্গরাজ্য এবং ঈদৃশী অবিচলিত লক্ষ্মী লাভ করিয়াছি ; কিন্তু ইহারা জাহ্নবীতীরে

যাত্রা করিয়া, পদে পদেই অশ্বমেধসমূহের মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব ইহারা বহুশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান-কারী; কিন্তু আমি শতমাত্র যজ্ঞ সাধন করিয়াছি; ইহাদের সমকক্ষতা লাভে কোন মতেই সমর্থ নহি। দেবরাজ এই-প্রকার চিন্তানন্তর আপনার অধিকার ভ্রষ্ট হইল ভাবিয়া, নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িলেন, এবং অর্ঘ্যহস্তে পাদচারে দেবগণসমভিব্যাহারে তাহাদের সমীপে সমাগত হইলেন।

এ দিকে উর্ব্বশী ও রম্ভা প্রভৃতি সুরসুন্দরীগণ স্ব স্ব রূপ যৌবনের গর্ব্বে গর্ব্বিত ও অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, পরস্পর বলিতে লাগিল, এই ব্যক্তি পুণ্যবানগণের শ্রেষ্ঠ, রসজ্ঞ ও অত্যন্ত সুন্দর। আগমনমাত্রেই আমি ইহারে স্বীয় চরিত্রে বশীভূত করিব। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আমি সমুদায় কলাই অবগত আছি। অতএব আমিই ইহার মনোহারিণী হইব। কেহ কেহ বা বলিল, দেবরাজ যখন আমার অধীন হইয়া আছেন, তখন এই নরপতি বশীভূত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ, ইনিই আমার ভর্ত্তা, ইনিই আমার পতি, ইনিই আমার স্বামী, এবং ইনিই আমার নাথ। স্বর্গ-বাসিনী সমুদায় কামিনীই আহ্লাদভরে অবসন্না হইয়া, উল্লিখিতপ্রকার বচন প্রয়োগ করিতে লাগিল। হে জৈমিনে! তাহাদের এইপ্রকার উচ্চাবচ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কোন কোন গুণবতী ললনা বলিতে লাগিল, এই রাজা স্বয়ং যাহারে ভজনা করিবেন, সেই রমণীই ইহাঁর কান্তা হইবে। ইহাতে বৃথা কলহে প্রয়োজন কি?

হে দ্বিজ! অনন্তর সমুদায় সুন্দরী কলহ পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বাভরণে বিভূষিতা হইয়া, হৃদয়োৎসাহসহকারে সমাগত

হইল। দেবরাজ সেই বিগতকল্মষ নরপতিরে সপত্নীক পূজা করিয়া, বলিতে লাগিলেন, হে পৃথিবীপাল! তোমারে নমস্কার! তুমি সমুদায় পুণ্যশীলগণের অগ্রগণ্য। আমি তোমার দাস; এক্ষণে আজ্ঞা কর, তোমার কি করিব। এই বলিয়া, তিনি যথাবিধানে নমস্কারপূর্ব্বক, স্বয়ং তাঁহারে পত্নীর সহিত পুষ্পকরথে বিনিবেশিত করিলেন। তৎকালে ভেরী, মৃদঙ্গ, মধুরী, ঢক্কা, ডিণ্ডিম, করকঙ্কণ ও করতালধ্বনি এবং দেবগণের জয়শব্দে স্বর্গপুরী শব্দময়ী হইয়া উঠিল। দেবাঙ্গনাগণ স্ব স্ব সুচারু হস্তে সুশোভন শ্বেত চামর ধারণ করিয়া, অনবরত তাঁহারে বীজন করিতে লাগিল। তিনি পত্নীর সহিত পরম সুখে দিব্য রথে অধিরূঢ় হইয়া, স্বর্গভুবনে যাত্রা করিলেন। তখন দেবরাজ আপনার ভোগক্ষয় আশঙ্কা করিয়া, সেই মনুষ্যধর্ম্মা নরপতিরে স্বীয় রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। হে দ্বিজ! নরপতি সত্যধর্ম্মা ভগবান্ কেশবের অনুকম্পায় ইন্দ্রের সহিত একাসনে আসীন হইয়া, স্বর্গে ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। এইরূপ অখিল সুখভোগে কোটিযুগসহস্র অতিবাহিত হইলে, অবশেষে ভগবানের আদেশপরতন্ত্র হইয়া, তিনি দিব্য রথে আরোহণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। তথায় শত মন্বন্তর মনোরম ভোগ সমুদায় সম্ভোগ করিয়া, পরম জ্ঞান লাভপূর্ব্বক পত্নীর সহিত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন।

হে দ্বিজ! জাহ্নবীতীরে যাত্রা করিয়া, পথিমধ্যে শরীর পরিহার করিলে, যেরূপ ফললাভ হয়, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং বেদপ্রভৃতি পরমার্থ শাস্ত্রসমূহেও উল্লিখিত হইয়াছে যে,

যাত্রায় কোনরূপ কালনিয়ম নাই। লোকে যখন ইচ্ছা, গঙ্গায় স্নান করিলে, অক্ষয় পুণ্য লাভ করে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। ভগবতী জাহ্নবী সমুদায় পাপ বিনষ্ট করেন, এইপ্রকার চিন্তা করিয়াও, যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, দেবী জাহ্নবী কদাচ তাহারে পবিত্র করেন না। হে মানবগণ! যদি সদ্গতিলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, লোক-জননী জাহ্নবীতে স্নান কর। হে দ্বিজ! গঙ্গায় স্নান করিলে, যে পুণ্যলাভ হয়, সুদুষ্করকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও সেপ্রকার পুণ্য লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি পার্থিব রেণু গণনা করিতে সক্ষম, সেই ব্যক্তিই ভাগীরথীর গুণ বর্ণনা করিতে পারে। আমি বেদপ্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক বলিতেছি, যে, একবারমাত্র গঙ্গাস্নান করিলেও, মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বলোকপাবনী জহ্নুনন্দিনীরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, কূপজলেও স্নান করিলে, তদীয় প্রসাদে গোহত্যা ও ব্রহ্ম-হত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া, চরমে বিষ্ণুপুরে গমন করিতে পারা যায়।

নবম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে গঙ্গা-দেবীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে বিষ্ণুপূজার ফল শ্রবণ করিবার জন্য আমার সাতিশয় ঔৎসুক্য হইয়াছে।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে বিপ্র! ভগবান্ লক্ষ্মীপতির পূজা করিলে, যে উত্তম ফলপ্রাপ্তি হয়, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ

করিলে, পরমজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। মাঘপ্রভৃতি দ্বাদশ মাসে যে যে বিধানে সেই সনাতন বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। মাঘমাস সমুদায় মাসের উত্তম এবং পরমশুভাবহ। উহা উপস্থিত হইলে, বৈষ্ণব ব্যক্তি আমিষ ও মৈথুন পরিত্যাগ করিবে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান করিবে, তৈল প্রভৃতি পরিহার করিবে, দুই বার ভোজন ও পরান্নসেবায় পরাঙ্মুখ হইবে, এবং প্রাতঃকালে শুক্ল বস্ত্র পরিধান ও পঞ্চ মহাযজ্ঞের সম্পাদন করিয়া, স্থির চিত্তে ভগবানের পূজা করিবে। সেই পূজার নিয়ম এই,—ঈষদুষ্ণ বিশুদ্ধ সলিলে বিষ্ণুকে স্নান করাইয়া, নাতিশ্লথ চন্দন দ্বারা তাঁহার সমুদায় অঙ্গ বিলিপ্ত করিবে; এবং সেই দেবদেব চক্রধরের পূজার নিমিত্ত পাত্র সকল প্রক্ষালিত ও জলহীন করিবে। অনন্তর ঈষদুষ্ণ সলিলে তাঁহারে স্নান করাইয়া, দিব্য বস্ত্র দ্বারা যত্নসহকারে তাঁহার শরীর নির্ম্মাঞ্জন করিবে। যে ব্যক্তি মাঘমাসে ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা বিষ্ণুরে স্নান করায়, তাহার যে ফললাভ হয়, শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, ইহ লোকে পরম সুখ ও পরিণামে বিষ্ণুর গৃহ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি যত্নাতিশয়সহকারে পাত্র সকল প্রক্ষালন ও জলশূন্য করিয়া, জগন্নাথের পূজা করে, তাহারও পুণ্য শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি রোগশোকবিবর্জ্জিত হইয়া, ইহ লোকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ সম্ভোগ করত অন্তে সহস্র যুগ বিষ্ণুমন্দিরে বাস করে। বৈষ্ণব ব্যক্তি প্রভাতে, রজনীযোগে ও সন্ধ্যাসময়ে বিষ্ণুর পুরোভাগে নির্ধূম জ্বলন্ত অগ্নি স্থাপন করিবেন। যে ব্যক্তি শীতনিবারণার্থ মাঘমাসে

প্রাতঃ ও সায়ংকালে বিষ্ণুর অগ্রে অগ্নি প্রজ্বলিত করে, তাহার ফল শ্রবণ কর। ঐরূপ ব্যক্তি ইহ কালে পুত্রপৌত্রসমন্বিত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার ভোগ সম্ভোগ করত অন্তে দেবগণেরও দুর্লভ হরিগৃহে গমন করে। হে বিপ্র! যিনি আত্মা, তিনিই বিষ্ণু, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব আত্মার অনুরূপে বিষ্ণুর পূজা বিধান করিবে। বৈষ্ণব ব্যক্তি প্রভাতে রৌদ্রসম্পন্ন পবিত্র প্রদেশে বিষ্ণুকে স্থাপন করিবে। যত ক্ষণ শীতের প্রাবল্য থাকিবে, তাবৎ ভোজন করিতে নাই। নিশাযোগে শয়ন করিবার সময় সেই দেবদেব বাসুদেবকে নির্ব্বাত প্রদেশে পর্য্যঙ্কোপরি স্থাপন করিবে। সেই দেবদেব জগদ্‌গুরু, যাহাতে শীত প্রাপ্ত না হন, এরূপে তাঁহারে শুদ্ধ ও পবিত্র বস্ত্রে আচ্ছাদন করিবে। ফলতঃ, লোক যেরূপ আপনার শীত নিবারণ করে, তদ্রূপ গুরুদেব চক্রীর শীত নিরাকরণ করিবে। যে ব্যক্তি মাঘমাসে ক্ষীর দ্বারা জনার্দ্দনের স্নানক্রিয়া সমাহিত করে, সেই দেবদেব পরম পরিতুষ্ট হইয়া, তাহারে সমুদায় প্রদান করেন। যে ব্যক্তি মাঘমাসে নারিকেলজলমিশ্রিত দুগ্ধ দ্বারা সেই বিষ্ণুরে স্নান করাইয়া পূজা করে, তাঁহার ফল শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্মদোষে দুস্তর নরকে নিমগ্ন কোটি পুরুষকে উদ্ধার করিয়া, হরিমন্দিরে গমন করে। হে দ্বিজোত্তম! উল্লিখিত মাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী, একাদশী ও সপ্তমী তিথিতে ভগবান্ হরির বিশেষ রূপে পূজা করা কর্ত্তব্য। মাঘমাসের প্রতিদিন লক্ষ্মীসহিত জনার্দ্দনকে পূপসহিত পায়সান্ন নিবেদন করিবে। যে ব্যক্তি তাঁহারে সপূপ পায়সান্ন প্রদান করে, তাহার যে ফল লাভ হয়, বলিতেছি,

শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি চরমে বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া, মন্ব-ন্তরচতুষ্টয় অবস্থানপূর্ব্বক ভগবানের প্রসাদে অশেষবিধ মনো-রম ভোগ সম্ভোগ করে; পরে পুনরায় ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া চক্রবর্ত্তিনৃপতিপদে অধিরূঢ় হয় এবং নানাপ্রকার ভোগ-সুখে জীবন যাপন করিয়া, শরীরাবসানে হরিগৃহে গমন করে। যদি ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে, পঞ্চমী, সপ্তমী ও একা-দশীতে শুদ্ধ পরমান্ন প্রদান করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণ-পক্ষ অপেক্ষা শুক্লপক্ষ শ্রেষ্ঠ। অতএব শুক্লপক্ষীয় তিথি-সমুদায়ে ভগবান্ নারায়ণকে অন্নদান করিতে হইবে। যে ব্যক্তি মাঘমাসে একদিনমাত্র দৈত্যজিষ্ণু বিষ্ণুরে সপূপ পায়স প্রদান করে, ভগবান্ হরি তাহার দুর্লভ হন না। মাঘমাসে বিষ্ণুর তৃপ্তির নিমিত্ত যে কিছু প্রদান করা যায়, তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। হে বিপ্র! এই মাঘমাসে শুভ বা অশুভ যে কোন কর্ম্মের অনু-ষ্ঠান করা যায়, শত মন্বন্তরেও তাহার ক্ষয়সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি উল্লিখিত মাসে চম্পকপুষ্প দ্বারা নারায়ণের আরা-ধনা করে, সে সর্ব্বপাপবিনির্মুক্ত হইয়া, পরম ধাম প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ভগবান্ মুকুন্দকে যতগুলি স্বর্ণপুষ্প প্রদান করে, তাবৎসহস্র বৎসর সে বিষ্ণুমন্দিরে অধিষ্ঠান করে। মেরুতুল্য সুবর্ণরাশি প্রদান করিলে যে ফললাভ হয়, একমাত্র স্বর্ণ-পুষ্প দ্বারা নারায়ণের আরাধনা করিলে, তদ্রূপ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে বিপ্র! সুবর্ণপুষ্প সর্ব্বকালেই, বিশেষতঃ সুপবিত্র মাঘমাসে ভগবানের পরম প্রীতি আকর্ষণ করে। যে ব্যক্তি দিব্য সুবর্ণকুসুম দ্বারা নারায়ণের আরাধনা না করে, সে জন্ম জন্ম সুবর্ণ ও রত্নহীন হইয়া, জন্মপরিগ্রহ করে।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! চম্পকপুষ্প দান করিলে, যে ফল লাভ হয়, এক্ষণে সবিস্তর তাহা কীর্ত্তন করিব। এ বিষয়ে যে উৎকৃষ্ট ইতিহাস প্রচলিত আছে, শ্রবণ কর।

আর্য্যাবর্ত্তে সুবর্ণ নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি সাতিশয় বলবান্, সর্ব্ব শাস্ত্রের অভিজ্ঞ ও প্রভূতযশঃসম্পন্ন। তাঁহার বিদ্যা, বয়স্, রাজশ্রী সমুদায়ই অসামান্য ছিল। তিনি তজ্জন্য অতিমাত্র প্রমত্ত হইয়া, সর্ব্বদাই পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। হে দ্বিজ! তদীয় মন্ত্রিগণও তাঁহার অনুরূপ হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের বাক্যে ধনলোভের বশীভূত হইয়া, অকৃতাপরাধে সাধুগণের দণ্ড করিতেন, যজ্ঞদানবিবর্জ্জিত হইয়া, অন্যায়পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিয়া, গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা সমস্ত বিনষ্ট করিতেন, পাপমোহিত হইয়া, জ্ঞাতিগণের পোষণ, দ্বিজাতিগণের পূজা, এবং যাচকের সন্তোষসাধন প্রভৃতি সৎকার্য্যে একবারেই পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, অতিথিসেবা পরিহারপূর্ব্বক গুরুযোষিৎ-হরণ ও মদিরাপান প্রভৃতি অকার্য্যে সর্ব্বদা সংসক্ত থাকিতেন। ফলতঃ সেই পাপমন্দির নরপতি মোহাচ্ছন্ন হইয়া, যে যে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, শত বর্ষেও তাহা বর্ণনা করা কাহারও সাধ্য নহে।

একদা সেই মহীপতি কামমোহিত হইয়া, নিশীথসময়ে বেশ্যামন্দিরে গমন করিলেন। ঐ বেশ্যার নাম উজ্জ্বলা। উজ্জ্বলা তাঁহারে সমাগত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রীতিভরে তদীয় চরণ বন্দনা করিল; এবং ভৃঙ্গারসম্ভৃত সলিল দ্বারা তাহা প্রক্ষালিত করিয়া, বাহুযুগলে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহারে পর্য্যঙ্কে বিনিবেশিত করিল।

পৃথিবীপতি তদীয় প্রেমামৃতধারায় আর্দ্র হইয়া, কুতূহলিত হৃদয়ে তাহার সহিত সেই পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর সেই নবযৌবনসম্পন্না গণিকা প্রীতিভরে হাসিতে হাসিতে তাঁহারে চম্পকপুষ্পনির্ম্মিত মনোহর মাল্য প্রদান করিল। হে ভূদেব! ঐ মাল্যের সৌরভে দিগ্‌দিগন্তর আমোদিত হইয়াছিল। উহা নরপতির হস্তগত হইলে, তাহা হইতে একটি পুষ্প স্খলিত হইয়া, ধরাতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে নরপতি নিতান্ত সম্ভ্রান্ত হইয়া, 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। হে দ্বিজ! নমো নারায়ণায় এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক স্বর্ণপুষ্প প্রদান করাতে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়া, পৌরগণ রজনীযোগেই সেই দুর্নীতিপরায়ণ নরপতির সমীপে সমাগত হইল।

হে দ্বিজ! মহারাজ সুবর্ণ পাতকিগণের অগ্রগণ্য। তিনি উপরত হইলে, যমরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া, সত্বর স্বীয় দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। তিনি আদেশ করিলে, দূতগণ পাশ মুদ্গর প্রভৃতি হস্তে করিয়া, ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া, দ্রুতপদসঞ্চারে সমাগত হইল। তাহাদের লোচন-যুগল প্রজ্বলিত অনলের ন্যায়। তাহারা রাজাকে চর্ম্মপাশে বদ্ধ করিয়া, যমালয়ে গমন করিবার উদ্‌যোগ করিল। ইত্যবসরে নারায়ণের কিঙ্করগণ শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ-পূর্ব্বক গরুড়বাহনে আরোহণ করিয়া, তাঁহারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সমাগত হইল। যমদূতগণ তাঁহারে পাশ-বদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তদ্দর্শনে সেই বিষ্ণুকিঙ্কর

গণ নিতান্ত রোষপরবশ হইয়া, তাহাদিগকে গদা ও চক্র দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে তাহারা নিতান্ত ভয়াতুর হইয়া, রাজাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপর হইল। বিষ্ণুদূতদিগের গদা ও চক্রপ্রহারে তাহাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। তখন সেই মহাবল বিষ্ণুদূতগণ রাজারে দিব্য রথে অধিরূঢ় করিয়া, অনবরত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। নরপতি তুলসীমাল্য, পীত কৌষেয় বসন ও স্বর্ণালঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলে, বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষিগণ তাঁহারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বিষ্ণু-দূতগণে পরিবৃত হইয়া, হরির সালোক্য প্রাপ্ত হইলেন। বিষ্ণু তাঁহারে নয়নগোচর করিয়া, স্বয়ং গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, দীর্ঘ বাহুচতুষ্টয় দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন এবং মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি সমুদায় পুণ্যাত্মাদের শ্রেষ্ঠ; তোমার কুশল নির্দ্দেশ কর; এবং তোমার অসাধ্য কি আছে, আজ্ঞা কর। যে ব্যক্তি একবারমাত্র নমো নারায়ণায় এই বাক্য উচ্চারণ করে, সেই আমার ভ্রাতা এবং সেই আমার পিতা। আমি তাহার একমাত্র প্রতিপাল্য। ফলতঃ, যে ব্যক্তি নারায়ণ এই নাম কদাচিৎ স্মরণ করে, পুত্র যেরূপ পিতার, সেইরূপ আমি তাহার, সমুদায় কামনা সাধন করিয়া থাকি। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার পরম ভক্ত; এক্ষণে আপনার অভি-লষিত প্রকাশ কর। আমি এই মুহূর্ত্তেই তাহা সাধন করিব।

রাজা কহিলেন, হে কৃপাসিন্ধো! আমি যার পর নাই পাপাত্মা; তথাপি, যখন আপনার দেবদুর্লভ স্থান প্রাপ্ত হই-য়াছি, তখন আপনি আমারে সমুদায়ই প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সংশয় কি?

কমলাপতি বাসুদেব তাঁহার এই বাক্যে প্রসন্ন হইয়া, স্নেহবশতঃ তাঁহারে আপনার আসনে নিবেশিত করিলেন। অনন্তর সেই দয়াময় স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত স্বর্ণভূষণ দ্বারা তাঁহার মণ্ডনসম্পাদন করিলেন এবং বিবিধ দেবদুর্লভ ভোগ দ্বারা তাঁহার সন্তোষসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন! হে দ্বিজসত্তম! সেই নরপতি এই রূপে প্রতিদিন বিষ্ণুমন্দিরে বাস করত দ্বিতীয় কেশবের ন্যায় সহস্র মন্বন্তর অতিবাহিত করিলেন; পরে পুণ্যপর্য্যবসানে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক জাতিস্মর হইয়া, সর্ব্বভূমির অধিপতি নরপতিপদে অধিরূঢ় হইলেন; এবং তথায় ধর্ম্মতৎপর হইয়া, নয়সহস্র নয়শত বৎসর যথাবিধানে প্রজাগণের পতিপালন করিলেন। তিনি সর্ব্বদা পরমভক্তিপরায়ণ হইয়া, বিবিধ মনোরম নৈবেদ্য ও সুচারু চম্পকপুষ্প দ্বারা ভগবান্ নারায়ণের পূজা করিতেন। অবশেষে আয়ুর অবসান হইলে, সেই মহীপতি জাহ্নবীর সুনির্ম্মল সলিলে শরীর বিসর্জনপূর্ব্বক চক্রপাণির প্রসাদাৎ মোক্ষপদে অধিষ্ঠান করিলেন।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে জৈমিনে! চম্পকপুষ্পের প্রভাব পরিকীর্ত্তিত হইল। চম্পকপুষ্প দ্বারা ভগবানের পূজা করিলে, পাপীরও মুক্তিলাভ হয়। ফলতঃ বিকসিত চম্পক-পুষ্প দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া, অচিরেই পরম পদ প্রদান করেন। যাহারা ইচ্ছা বা অনিচ্ছাতেও পরমাত্মা বাসুদেবের উপাসনা করে, তাহারা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া, পরিণামে পরম পদে অধিরূঢ় হয়। হে দ্বিজ! নারায়ণ প্রসন্ন হইলে, পাপই বা কি, আর তিনি রুষ্ট হইলে, পুণ্যই বা কি? দেখ,

সেই রাজা মহাপাপী হইয়াও, তদীয়প্রসাদবলে অনায়াসেই মোক্ষ লাভ করিলেন। এই অপার বিশ্বার্ণব উত্তরণ করিতে যাহার অভিলাষ আছে, সে ব্যক্তি স্বর্ণকুসুম দ্বারা একাগ্র হৃদয়ে পদ্মপলাশলোচন ভগবানের পূজাতৎপর হইবে।

দশম অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! যেরূপ বিধির অনুসরণপূর্ব্বক ভগবান্ হরির পূজা করিতে হইবে, এক্ষণে তাহা বলিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রাতঃকালে পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সজল ঘট গ্রহণ ও মস্তকমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করিয়া, বহির্দ্দেশে গমন করিবেন; অনন্তর মৌনাবলম্বন ও উত্তরাস্যে উপবেশন করিয়া, কর্ণদেশে যজ্ঞসূত্র সংস্থাপন করত মলমূত্র পরিত্যাগ করিবেন। দেবায়তন, গোষ্ঠ, পথ, চত্বর, রথ্যা, কৃষ্টভূমি, দর্ভস্থলী, অঙ্গন, নদীতীর, বৃক্ষমূল, জল এবং তড়াগ ও বাপীগর্ভ, এই সকল স্থলে মল বা মূত্র বিসর্জ্জন করিতে নাই। যতক্ষণ মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে, তাবৎ সূর্য্য, চন্দ্র, ব্রাহ্মণ, গো বা দশ দিক্ অবলোকন করিতে নাই। যে মৃত্তিকা মূষিক প্রভৃতি জন্তুগণের খনিত অথবা জলের অভ্যন্তরবর্ত্তিনী কিংবা ফালকৃষ্টা, এরূপ মৃত্তিকা শৌচ নিমিত্ত কদাচ গ্রহণ করিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি জল হইতে জল আনয়নপূর্ব্বক শৌচকার্য্য সমাহিত করিবেন; গুহ্যদেশ জলে স্থাপনপূর্ব্বক কদাচ শৌচ করিবেন না। রজনীযোগে দক্ষিণাস্য হইয়া, মস্তক আবরণপূর্ব্বক বহিষ্ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবে এবং শৌচ সম্পাদন করিবে। শৌচসময়ে লিঙ্গে এক, গুহ্যে

তিন, বামহস্তে সাত, উভয় হস্তে দশ, এবং পদদ্বয়ে ছয় বার মৃত্তিকা প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর শৌচ সমাহিত হইলে, দন্তধাবন ও আম্রপত্রাদি দ্বারা জিহ্বাপরিমার্জন করিবে। দক্ষিণ বা পশ্চিমাস্য হইয়া, কদাচ দন্তধাবন করিবে না। তাহাতে নরকলাভের সম্ভাবনা। হে দ্বিজ! মধ্যমা, অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দন্ত ধাবন করিবে; কদাচ তর্জ্জনী দ্বারা ঐরূপ করিবে না। ঐরূপ দন্তধাবনসময়ে অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, ধাত্রী, ইন্দ্র বা স্থরবৃক্ষের কাষ্ঠিকা ব্যবহার করিতে নাই। যে ব্যক্তি নিত্যক্রিয়াফললাভের অভিলাষী, সে ত্বরাপর হইয়া, প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দন্ত ধাবন করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সূর্য্য সমুদিত হইলে, যে ব্যক্তি দন্ত ধাবন করে, তাহার সমুদায় নিত্যক্রিয়াফল বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ, স্নানসময়ে দন্ত ধাবন করিলে, দেব, পিতৃ ও ঋষিগণ নিরাশ হইয়া থাকেন। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে দন্ত ধাবন করে, দেব ও পিতৃগণ তাহার পুষ্প বা জল গ্রহণ করেন না। স্নানসময়ে পুষ্করিণীতে দন্ত ধাবন করিলে, যত ক্ষণ না গঙ্গাদর্শন হয়, তাবৎ চণ্ডাল হইয়া থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ের পরে দন্ত ধাবন করে, তদীয় পিতৃগণ তাহার সেই দন্তকাষ্ঠ ভোগ করিয়া নিতান্ত দুঃখগ্রস্ত হয়। উপবাস বা পিতৃ-শ্রাদ্ধ দিনে দন্ত ধাবন করিলে, কখনই তাহার ফল লাভ করিতে পারা যায় না। হে দ্বিজ! প্রভাতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক দন্ত ও জিহ্বামার্জন এবং দ্বাদশ বার সলিল গ্রহণ-পূর্ব্বক কবল করিবে। হে জৈমিনে! উপবাস ও পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে এইরূপ বিধির অনুসরণ করিলে, সম্পূর্ণ রূপে তাহার

মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গলা গদ্য অনুবাদ।

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নবম খণ্ড।

কলিকাতা
দর্জিপাড়া, ১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,
গ্রেট্‌ ইডিন্‌ প্রেসে
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৯ সাল।

মূল্য ✓০ দুই আনা।

গৃহ পরিত্যাগ কর্। আমি আর তোর মুখদর্শন-কারণে অভিলাষী নহি।

হে জৈমিনে! পিতা এইপ্রকার কহিলে, ক্রোধবশতঃ তাহার লোচনযুগল নিতান্ত অরুণভাতি ধারণ করিল। অনন্তর সে জারকাঙ্ক্ষায় যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে বেশ্যাবৃত্তি আশ্রয় করিল। তাহার লজ্জা দূরীভূত হইয়া গেল। পুলিন্দ, শবর, বা চণ্ডালও গৃহে আগমন করিলে, তাহার সহিত প্রীতিদান সহকারে ক্রীড়া করিতে লাগিল। এইরূপে বেশ্যাধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক অকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, পরলোকভয় ও পরলোক চিন্তা তাহার অন্তঃকরণ হইতে দূরে পলায়ন করিল।

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! একদা কোন ব্যাধ শুকশাবক গ্রহণপূর্ব্বক বিক্রয়ার্থ তদীয় নিলয়ে সমাগত হইল। বারাঙ্গনা জীবন্তী প্রচুর ধনদান দ্বারা ব্যাধের পূজা করত পরমপ্রীতি সহকারে সেই শুকশাবক গ্রহণ করিল, এবং নিরতিশয় কুতূহল হৃদয়ে উপযুক্ত আহার প্রদানপূর্ব্বক প্রতিদিন তাহার পোষণ করিতে লাগিল। ঐ বারাঙ্গনার সন্তানসন্ততি কিছুই ছিল না। অতএব সেই শুকশাবককেই পুত্রবৎ কল্পনাপূর্ব্বক অজস্র তাহার প্রতিপালন করিতে লাগিল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শুকশাবকও তাহার চিত্তবাৎসল্য অবগত হইয়া, তাহার আজ্ঞানুরূপ অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে তাহার তারুণ্য উপস্থিত হইলে, ঐ বারাঙ্গনা তাহাকে সুন্দরাক্ষর সম্পন্ন রাম নাম [illegible] পাঠ করাইতে লাগিল। হে দ্বিজসত্তম! রাম নাম [illegible] পরব্রহ্ম, নিরতিশয় মহৎ ও সমুদায় বেদের অধিক

সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে। শুক তাহা সর্ব্বদাই পাঠ করিত। এইরূপ নামোচ্চারণ মাত্র শুক এবং বারাঙ্গনা উভয়েরই সমুদায় পাতক বিগলিত হইয়া গেল। হে দ্বিজ-সত্তম! কোন সময়ে সেই শুক ও বারাঙ্গনা উভয়েই এক-কালে পঞ্চত্ব লাভ করিল। তাহারা অশেষপ্রকার পাতক বিধান করিয়াছিল। মৃত্যুর পর ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আপনার কিঙ্কর চণ্ড প্রভৃতিকে পাঠাইয়া দিলেন। তখন সেই চণ্ডপ্রমুখ কিঙ্করগণ প্রভুর আদেশানু-সারে দ্রুতপদসঞ্চারে পাশ ও মুদ্গর প্রভৃতি হস্তে সমাগত হইল। অনন্তর তাহাদিগকে চর্ম্ম নির্ম্মিত পাশ দ্বারা বদ্ধ করিয়া, দণ্ডপাণির আলয়ে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। ইত্যবসরে বিষ্ণুদূতগণ তাহাদিগকে আনয়ন করিবার জন্য সমুপস্থিত হইল। তাহাদের সকলেরই হস্তে শঙ্খ চক্র প্রভৃতি এবং সকলেরই পরাক্রম বিষ্ণুর ন্যায়। তাহারা সেই শুক ও বারাঙ্গনাকে পাশবদ্ধ নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া, অতিশয় জাতক্রোধ হইল এবং দুরাশয় যমদূতদিগকে বলিতে লাগিল তোমরা কে? তোমাদের আকার বিকৃত, লোচন জ্বলন্ত হুতাশন সদৃশ, রোমাবলী নিরতিশয় দীর্ঘ এবং পরি-ধান চর্ম্ম বস্ত্র। ইহারা উভয়েই মহাত্মা এবং উভয়েরই পাতকরাশি বিগলিত হইয়াছে। তোমরা কি জন্য ইহা-দিগকে পাশ বদ্ধ করিয়া, লইয়া যাইতেছ? তোমরা কাহার কিঙ্কর?

যমদূতগণ কহিল, আমরা মহাপ্রভাব বৈবস্বত দেবের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। ইহারা উভয়েই নিতান্ত দুষ্কর্ম্মা। এই জন্য ইহাদিগকে তদীয় নিলয়ে লইয়া যাইতেছি।

যমদূতদিগের এইপ্রকার বাক্য আকর্ণন করিয়া, সেই সকল বিষ্ণুদূত নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইল। রোষ বশতঃ তাহাদের বদনমণ্ডল বালসূর্য্যের ন্যায় অরুণ বর্ণ ধারণ করিল। তখন তাহারা অবজ্ঞা বশতঃ হাস্য করিতে করিতে বলিতে লাগিল, হায়! কি আশ্চর্য্য! যমদূতগণের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিলাম, ইহারা দেবাদিদেব ভগবানের ভক্ত; তথাপি ধর্ম্মরাজ ইহাদিগকে দণ্ড দান করিবে। হায়! দুরাত্মাদিগের চরিত্র কদাচ উত্তম হয় না। যে হেতু, যত্নাতিশয় সহকারে সর্ব্বদা সাধুদিগের অনিষ্ট সাধনে তৎপর হয়। যাহারা দুরাত্মা ও কৃতপাপ, তাহাদের চরিত্র নিতান্ত বিচিত্র, তাহারা নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কদিগকেও আত্মানুমানে পাপীর ন্যায় অবলোকন করে। যিনি পুণ্যাত্মা, তাঁহার নির্ম্মলচক্ষে সমুদায় সংসার পাপশূন্য প্রতীয়মান হয়। কিন্তু পাপাত্মারা বিশ্বজগৎ কৃতপাপের ন্যায় অবলোকন করে। যাঁহারা ধার্ম্মিক তাঁহারা পুণ্যাত্মাদিগের পুণ্য শ্রবণ করিয়া, নিরতিশয় তৃপ্তি লাভ করেন। কিন্তু পাপাত্মারা পাপিদিগের পাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, যারপর নাই হর্ষাবিষ্ট হইয়া থাকে। পাপিগণ পাপচর্চ্চা শ্রবণ করিয়া যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়, শতভার স্বর্ণ প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের সেরূপ আনন্দোদয় হয় না। হায়! মহাত্মা মহাবিষ্ণুর মায়া কি বলবতী! দুরাত্মারা, আপনার পীড়াকর হইলেও পাপপথে পদার্পণ করিয়া থাকে।

ব্যাসদেব কহিলেন, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বিষ্ণুদূতগণ এই প্রকার কহিয়া, খরধার চক্র দ্বারা তাহাদের পাশ ছেদন করিয়া দিল। তদ্দর্শনে অঙ্গারসদৃশ বিঘোরবর্ণ যমকিঙ্করগণ

নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত অঙ্গাররাশি বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে চণ্ড নামে যে যমকিঙ্কর ছিল, সে অমর্ষভরে কহিল, এই শুক ও এই বেশ্যা ইহারা উভয়েই নিরতিশয় পাপাত্মা। তোমরা বিষ্ণুর কিঙ্কর; ইহাদিগকে লইতে আসিয়াছ। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? হে বিষ্ণুদূতগণ! তোমরা যখন ইহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক, তখন আমাদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। বিনাযুদ্ধে কদাচ লইয়া যাইতে দিব না। বলশালী যমদূতগণ এই প্রকার বলিয়া, নিতান্ত উদ্ধত হইয়া উঠিল এবং স্ব স্ব আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক প্রবল প্রভাবে সিংনাদ আরম্ভ করিল। তাহাতে সমুদায় দিক্ প্রপূরিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সুপ্রকাশ প্রমুখ মহানুভব বিষ্ণুদূতগণ সুমধুর শঙ্খ-ধ্বনি করিয়া, সমুদায় সংসার শব্দময় করিয়া তুলিল। অনন্তর নিদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবল যমদূতগণ অনবরত ধনুষ্টঙ্কার সহকারে শত সহস্র সায়ক বর্ষণ করিয়া, বিষ্ণুদূতদিগকে একবারেই আচ্ছাদিত করিল। কেহ শূল, কেহ শক্তি, কেহ মুদ্গর কেহ বা রোষ বশতঃ খরধার চক্র-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রবল পরাক্রান্ত বিষ্ণু-দূতগণ গদা ও প্রহরণ প্রভৃতি প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদের প্রেরিত মহাস্ত্র সকল ছিন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর তাহারা খরধার চক্র দ্বারা যমদূতদিগের কাহার চরণ, কাহার বাহু, কাহার শিরঃ, কাহার বা বক্ষঃস্থল ছেদন ও নির্ভেদ করিয়া দিল। কেহ কেহ রুধিরধারায় পরিপ্লুত ও গতাসু হইয়া, ধরাতলে পতিত হইল। কাহার এক পদ, কাহার বা এক

হস্ত ছিন্ন হইয়া গেল। সকলেই নিস্তেজ ও নিঃসাহস হইয়া, সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিল। তাহাদিগকে পলায়নপর দেখিয়া, চণ্ডনামা যমকিঙ্কর রোষভরে মুদ্গর ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবেশ করিল। ঐ চণ্ড সমুদায় যমদূতের প্রধান এবং অতিশয় প্রতাপবান্। মুদ্গর দ্বারা শত শতবার বিষ্ণুদূতদিগকে তাড়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই বিষ্ণুদূতগণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, সুশাণিত আয়ুধপরম্পরা প্রয়োগপূর্ব্বক প্রবল পরাক্রমে চণ্ডবিক্রম চণ্ডকে আবৃত করিয়া ফেলিল। সেই সকল আয়ুধের আঘাতে রুধিরধারা বিনিঃসৃত হইয়া, তাহার সর্ব্বশরীর আর্দ্র করিল। সে প্রচণ্ড মুদ্গর দ্বারা বিষ্ণুদূতদিগকে পৃথক্ পৃথক্ আঘাত করিতে লাগিল। বিষ্ণুদূতগণ মহাসমরে প্রচণ্ডের তাড়নায় নিতান্ত ভীত ও একান্ত নিস্তেজঃ হইয়া পড়িল এবং সকলেই আপনাদের অধিনায়ক সুপ্রকাশের পৃষ্ঠভাগে গমন করিল। সুপ্রকাশের লোচনযুগল ক্রোধবশতঃ জবাপুষ্পবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। সে প্রবল পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক গদা হস্তে রোষাবেশে যুদ্ধ কামনায় সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতরণ করিল, এবং বিষ্ণু তুল্য পরাক্রমে গদা দ্বারা চণ্ডের হস্তস্থিত মুদ্গরে আঘাত করিল। মুদ্গর আহত হইবা মাত্র তাহা হইতে পূতিগন্ধিসমন্বিত ধূমময় মহাবহ্নি সমুত্থিত হইল। তাহা দেখিতে সাতিশয় ভয়াবহ। তদ্দর্শনে মহাবল চণ্ড স্বীয় মুদ্গর দ্বারা সুপ্রকাশের গদাকে তাড়িত করিল। তাহাতে তৎক্ষণাৎ মহাভীষণ স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর চণ্ড সেই মুদ্গর দ্বারাই মহাবল সুপ্রকাশকে আঘাত করিল। কিন্তু সুপ্রকাশ ব্যথা বিস্মরণপূর্ব্বক নিতান্ত কোপান্বিত

হইয়া মহীয়সী গদা দ্বারা যমকিঙ্কর চণ্ডকে তাড়না করিল। হে জৈমিনে! মহাবল চণ্ড গুরুতর গদাঘাতে রুধির ধারায় পরিপ্লুত ও মূর্চ্ছান্বিত হইয়া, বালার্কের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ধরাতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে সমুদায় যমকিঙ্করের বুদ্ধি শুদ্ধি উড়িয়া গেল। তাহারাও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অনন্তর সকলে চণ্ডকে গ্রহণপূর্ব্বক হাহাকার করিতে করিতে ভয় বশতঃ রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

হে বিপ্র! তখন বিষ্ণুদূতগণ নিতান্ত আনন্দিত হইয়া, অনবরত জয় শঙ্খনাদে অখিল বিশ্বসংসার প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনন্তর শুকসমভিব্যাহারিণী জীবন্তীকে রাজহংসচালিত দিব্য রথে আরূঢ় করিয়া, তৎক্ষণাৎ আকাশ পথে বিষ্ণুপুরে গমন করিল। হে দ্বিজসত্তম! তাহারা উভয়েই বিষ্ণুভক্ত, মহাত্মা এবং সমুদায় পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে মহাবিষ্ণুর অনুগ্রহে তদীয় সরূপতা লাভ করিল।

এদিকে যমদূতগণ শোণিতধারায় পরিপ্লুত ও গুরুতর প্রহারব্যথায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে ধর্ম্মরাজ সমীপে সমাগত হইল। অনন্তর ব্যাকুল বচনে বলিতে লাগিল, হে মহাবাহো! আমরা আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য; তথাপি বিষ্ণুদূতগণ আমাদের ঈদৃশী দুর্গতি করিল। হে বিভো! শুক ও বেশ্যা উভয়েই মহাপাতকিগণের অগ্রগণ্য; তথাপি রামনামপ্রভাবে তাহারাও নারায়ণাশ্রয়ে গমন করিল। হে ভাস্করতনয়! যাহারা দুরাত্মা ও পাপী এবং তন্নিবন্ধন আপনার দণ্ডনীয়, তাহারাও বিষ্ণুপুরে গমন করে। ইহাতে আপনার প্রভুত্ব আর কি রহিল?

যাহা হউক, বিষ্ণুদূতগণ আমাদের এই যে অবমাননা করিল, ইহা কেবল আপনারই, আমাদের নহে। যেহেতু, আমরা আপনার কিঙ্কর।

যম কহিলেন, হে দূতগণ! তাহারা রাম নাম স্মরণ করিয়া থাকে, আমার দণ্ডনীয় নহে। নারায়ণই তাহাদের প্রভু। হে কিঙ্করগণ! তোমরা ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবে যে, সংসারে এরূপ পাতক কিছুই নাই, যাহা রাম নাম স্মরণ করিলে, তৎক্ষণাৎ বিদূরিত না হয়। যাবতীয় অমরবৃন্দ ভগবান মধুসূদনের অর্চ্চনা করেন। তাঁহার পবিত্র নামমালা কীর্ত্তন করিলে, ঘোরতর দুরিতরাশি নিরাকৃত হইয়া যায়। যাহারা ভক্তিযোগসহকারে তাহা স্মরণ করে, তাহারা পাপত্মা হইলেও আমার দণ্ডনীয় হয় না। হে দূতগণ! যাহারা সংসারক্ষেত্রে ভক্তিসম্পন্ন হইয়া, সর্ব্বদা হে গোবিন্দ! হে কেশব! হে জগদীশ! হে বিষ্ণো! হে নারায়ণ! প্রণতবৎসল! হে কেশব! এই প্রকার উচ্চারণ করে, অতিশয় পাপী হইলেও, তাহাদিগের দণ্ড বিধানে আমার অনুমাত্র ক্ষমতা নাই। হে লক্ষ্মীপতে! তুমি সকল পাপ বিনষ্ট করিয়া থাক। তুমি কৃষ্ণ, তুমি কেশী দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছ। তুমি অচ্যুত, আমাকে দাস্য প্রদান কর; যাহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, প্রতিনিয়ত এই প্রকার বলিয়া থাকে, তাহারা পাপভারে অবসন্ন হইলেও আমার দণ্ডনীয় হয় না। "হে দামোদর! তুমি ঈশ্বরগণের প্রধান; তুমি অমরগণের বন্দনীয়, তুমি বাসুদেব, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি যাদব" যাহাদের বদনে সর্ব্বদা এইপ্রকার শব্দ অধিষ্ঠান করে, আমি প্রতিদিন তাহাদিগকে নমস্কার করি। যাহাদের

অন্তঃকরণ জগতের একাধিপতি ভগবান নারায়ণের উপা-
সনায় একান্ত সংসক্ত, তাহারা সেই প্রফুল্ল রাজীবলোচনের
অনুরূপ। আমি সর্ব্বদাই তাহাদের অধীন। যাহারা
বিষ্ণুপূজায় রত, গুরুসেবায় তৎপর, একাদশী ব্রতের অনু-
ষ্ঠানে সংসক্ত, এবং যাহারা সর্ব্বদা কপট বিহীন হইয়া,
মস্তকে বিষ্ণুপাদসলিল বহন করে, সমুদায় সংসার তাহা-
দেরই বশীভূত। ভগবান মধুসূদনের অখিলতাপবিনাশন
নৈবেদ্যশেষ ভক্ষণ করিয়া, যাহাদের অন্তঃকরণ পরম তৃপ্তি
লাভ করে, এবং যাহারা কর্ণে ও মস্তকে সর্ব্বদা তুলসীপত্র
বহনকরে, হে দূতগণ! আমি তাহাদিগকে নমস্কার করি।
যাহারা পিতা মাতার চরণচর্চ্চায় তৎপর, যাহারা ব্রাহ্মণ-
গণের শুশ্রূষায় আসক্ত, যাহারা কায়মনে গুরুসেবা করে,
যাহারা দীনহীনদিগের হৃদয়ে অতিশয় সুখ দান করে, আমি
সর্ব্বদাই তাহাদের বশীভূত। হে দূতগণ! যাহারা সত্য বাক্য
কথনে সর্ব্বদাই অনুরক্ত, যাহারা লোকপ্রিয় ও শরণাগতপ্রতি-
পালক এবং যাহারা পরস্ব সতত বিষবৎ অবলোকন করে,
তাহারা কখন আমার দণ্ডনীয় হয় না। যাহারা অন্নদান, ভূমি
দান ও জলদান প্রভৃতি সৎকার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিয়া
কালযাপন করে, যাহারা সর্ব্বলোকের হিতৈষী, যাহারা
বৃত্তিহীন জনের বৃত্তি বিধান করিয়া থাকে, এবং যাহাদের
স্বভাব নিরতিশয় শান্ত, তাহারা কদাচ আমার দণ্ডনীয়
নহে। হে দূতগণ! যাহারা জ্ঞাতিগণের পোষণ, ও প্রিয়-
বাক্য প্রয়োগ করে, যাহাদের ক্রোধ নাই, হিংসা নাই, দম্ভ
নাই, মদ বা মৎসর নাই, যাহারা ভ্রম ক্রমেও পাপপথে
পদার্পণ বা পাপদৃষ্টি সঞ্চালন করে না, যাহাদের আত্মা ও

ইন্দ্রিয় বশীভূত, হৃদয় সংযত, আমি কদাচ তাহাদের চর্চ্চা করি না।

ব্যাসদেব কহিলেন, ভগবান যম এইপ্রকার প্রবোধ প্রদান করিলে, তাহারা জগৎস্বামী হরির অতুল্য প্রভাব অবগত হইল। হে বিপ্রেন্দ্র! ভগবান বিষ্ণুর নাম সকল বেদের অতিত। তাঁহার সেই সমস্ত নামের মধ্যে রাম নাম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে দ্বিজ! "রাম" এই অক্ষরদ্বয় সকল মন্ত্রের অধিক। পাপী ব্যক্তিও ইহার উচ্চারণ মাত্রেই পরম গতি প্রাপ্ত হয়। হে জৈমিনে! সকল দেব প্রপূজিত এই রামনামের প্রভাব একমাত্র মহেশ ব্যতিরেকে আর কেহই অবগত নহেন। মানবগণ বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, একমাত্র রামনাম স্মরণ দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হয়। অহো! মনুষ্যগণের চরিত্র অতি বিচিত্র! যেহেতু দুরাশয় মানবগণ "রাম" এই মুক্তিপ্রদ নাম স্মরণ করে না। রামনাম উচ্চারণে কিঞ্চুমাত্র শ্রম নাই, পরন্তু যার পর নাই শ্রুতিসুখাবহ। কিন্তু তথাপি দুরাশয়গণ রামনাম উচ্চারণ করে না। জগতে মানবের মুক্তি লাভ অতি দুর্লভ, কিন্তু একমাত্র রাম নাম দ্বারা সেই দুর্লভ মুক্তি লাভ হয়, অতএব রাম নাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি আছে? হে দ্বিজ! দেহিগণ যাবৎ রাম নাম স্মরণ না করে, তাবৎ তাহাদিগের শরীরস্থ পাপ তিরোহিত হয় না। শ্রাদ্ধ, তর্পণ, বলিদান, উৎসব, যজ্ঞ, দান, ব্রত, দেবার্চ্চন এবং অন্যান্য বৈদিক কার্য্যের ফলাকাঙ্ক্ষী বিচক্ষণ ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে রাম নাম স্মরণ করিবে। যে ব্যক্তি ওঁকার পূর্ব্বক নমোরামায় এই ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করে, সে ভগবান হরির

সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। এই ষড়ক্ষর মন্ত্র দ্বারা হরি-পূজনকারী নর সেই চক্রীর প্রসাদাৎ সর্ব্ব কাম প্রাপ্ত হন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি "রাম" এই নাম স্মরণ করে, সে পাপাত্মা হইলেও পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে মনীষী যাত্রাকালে রাম নাম স্মরণ করেন, তিনি সেই যাত্রায় সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন সন্দেহ নাই। ভীষণ অরণ্যে, প্রান্তরে ও শ্মশানে যে ব্যক্তি রাম নাম স্মরণ করে, তাহাকে কোনপ্রকার আপদে আক্রান্ত হইতে হয় না। হে জৈমিনে! রাজদ্বারে, যুদ্ধে, বিদেশে, দস্যু সম্মুখে, দুঃস্বপ্ন দর্শনে, গ্রহপীড়ায় এবং বহ্নি, উৎপাত, অগ্নি ও রোগ-জনিত ভয়ে রামনাম স্মরণ করিবে, সমুদায় অশুভ বিদূরিত হইবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রামনাম সর্ব্বপ্রকার অশুভ বিনাশ করে, সমুদায় অভিলাষ সুসম্পন্ন করে এবং মোক্ষ ফল প্রদান করিয়া থাকে। ধীমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা তাহা স্মরণ করিবে। হে বিপ্রর্ষে! আমি সত্য বলিতেছি, যেক্ষণে রাম নাম স্মরণ না করা যায় সেক্ষণ নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া থাকে। যে রসনা রামনাম রূপ অমৃতের স্বাদুভেদ অবগত, তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ তাহাকেই রসনা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহারা রামনাম স্মরণ করে, তাহারা কখন অবসন্ন হয় না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার এই সকল বাক্য কদাচ মিথ্যা নহে। যে ব্যক্তি ইহ সংসারে কোটি জন্ম সঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয় এবং সুবিপুল সম্পদ লাভের অভিলাষী, সে সর্ব্বদা ভক্তি-সহকারে বিষ্ণুনাম স্মরণ করুক। এই বিষ্ণুনাম যার পর নাই মধুর ও মোক্ষসাধক।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি পুনরায় মহাত্মা মহাবিষ্ণুর সর্ব্বদুঃখবিনাশী মহাত্ম্য বর্ণন করি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণই হউক, ক্ষত্রিয়ই হউক, বৈশ্যই হউক, শূদ্র বা অন্য অন্ত্যজই হউক, হরিভক্তিসম্পন্ন হইলেই কৃতার্থ হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহার হরি-ভক্তি নাই, তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও চণ্ডাল অপেক্ষা অধিক বলিয়া পরিগণিত হন। আবার হরির প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হইলে, চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অহপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। যাহার ভগবানে ভক্তি নাই, সে কি ব্রাহ্মণ হইতে পারে? যাহার হৃদয় নারায়ণে ভক্তিযোগসম্পন্ন তাহাকেই বা কিরূপে চণ্ডাল বলিতে পারা যায়? ফলতঃ চণ্ডালও হরির প্রতি ভক্তিমান্ হইলে, চতুর্ব্বেদও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। পূর্ব্বে দাপরযুগে, স্বজাতীধর্ম্মবিহীন অথচ সন্তোষকর চক্রিক নামে এক চণ্ডাল বাস করিত। সে লোকদিগের প্রিয়বাদী, ক্রোধহীন, পরহিংসারহিত দয়ালু, দম্ভবর্জ্জিত এবং পিতৃসেবাপরায়ণ ছিল। কখন বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ, এবং মোক্ষশাস্ত্রাদি শ্রবণ না করিলেও তাহার চিত্তে অচঞ্চল হরিভক্তির উদয় হয়। চক্রিক প্রতিদিন হে হরে! হে কেশব, হে গোবিন্দ! হে বাসুদেব! হে জনার্দ্দন, ইত্যাদি নাম স্মরণ করিত। হে দ্বিজসত্তম! সেই সবরসন্তান বন্যফলাদি পাইলেই অগ্রে আপনি

মুখে দিত। পরে তাহার স্বাদ গ্রহণান্তর মুখ হইতে বাহির করিয়া আপন আলয়ে আনিত এবং ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিন হরিকে নিবেদন করিয়া প্রীত হইত। জাতি স্বভাব প্রযুক্ত উচ্ছিষ্ট ও অনুচ্ছিষ্ট এ উভয়ের কিছুই জানিত না। এক দিবস বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে পিয়াল বৃক্ষের এক সুপক্ক ফল প্রাপ্ত হইল। ফল প্রাপ্তে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আস্বাদ জানিবার নিমিত্ত আপনি মুখে দিল। হরি-ভক্ত শবর ফল মুখে দিবারাত্র তাহার কণ্ঠদেশে প্রবিষ্ট হইল। হে জৈমিনে! ফল যেমন তাহার কণ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি বামহস্ত দ্বারা কণ্ঠের পথ রোধ করিল। হরিভক্তিপরায়ণ চক্রিক যত্নপূর্ব্বক বামপাণি দ্বারা নিজ কণ্ঠ ধারণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, যদ্যপি এই ফল ভগ-বানকে না দিতে পারি, তাহা হইলে সংসারমধ্যে আমি নিতান্ত পাপাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইব। হে দ্বিজ! এই-রূপ বহু চিন্তা করিয়া ফল বাহির করিবার নিমিত্ত নানা-প্রকার যত্ন করিলেও কোন প্রকারেই তাহার গলদেশ হইতে তাহা নিষ্ক্রান্ত হইলনা। তখন ভগবানের একান্ত ভক্ত চক্রিক কুঠার দ্বারা নিজ গলদেশ ছেদন করত সেই সুপক্কফল বাহির করিয়া বিষ্ণুকে প্রদান করিল। অনন্তর মহাত্মা শবর ছিন্নকণ্ঠ এবং অত্যন্ত ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। তাহার মহতী ভক্তি দ্বারা ভগবান্ সন্তোষলাভপূর্ব্বক নিকট আগমন করিয়া গাত্র স্পর্শ করি-লেন। তাহাকে রক্তাক্তকলেবর এবং ভূতলে পতিত দেখিয়া, সেই দয়াময়, ভগবান বিষ্ণু অত্যন্ত ব্যথিত হই-লেন এবং কহিলেন, ইহার সদৃশ আমার ভক্ত আর কেহই

নাই; যেহেতু আপনার কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া, আমাকে এই ফল প্রদান করিল। যথাবিহিত ভক্তিযোগ দ্বারা এ এই সাত্ত্বিক কার্য্য করিয়াছে, কোন্ বস্তু প্রদান করিয়া ইঁহার নিকট অঋণী হইব? আপন প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও এ আমার সন্তোষ বিধান করিয়াছে; এই নিমিত্ত উহাকে বারম্বার ধন্যবাদ প্রদান করি। ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব অথবা ইন্দ্রত্ব প্রদান করিলেও এ ভক্তের ঋণ হইতে পরিমুক্ত হইতে পারা যায় না!

এই বলিয়া ভগবান গরুড়বাহন সাতিশয় সন্তোষপূর্ব্বক নিজ করকমল দ্বারা তাহার মস্তকস্পর্শ করিলেন। নারায়ণ পরায়ণ শবর তাঁহার করকমল স্পর্শে সংজ্ঞা প্রাপ্ত এবং গত-ব্যথ হইয়া গাত্রোত্থান করিল। হে দ্বিজ! পিতা যেরূপ পুত্রের গাত্র হইতে ধূলি মোচন করিয়া দেন, ভগবান তদ্রূপ নিজ বস্ত্রের দ্বারা সেই ভক্তশ্রেষ্ঠের গাত্রধূলি বিমোচন করিতে লাগিলেন। চক্রিক মূর্ত্তিমান সেই ভগবানকে অব-লোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। চক্রিক বলিল, হে কেশব! হে গোবিন্দ! হে হরে! হে জগদেকনাথ! যদিও আমি আপনার স্তুতি-যোগ্য বাক্য কিছুমাত্র জানি না, তথাপি রসনা আপনার স্তব করিতে নিতান্ত অভিলাষ করিতেছে। হে স্বামিন্! প্রসন্ন হউন এবং আমার অপরাধ সকল ক্ষমা করুন।

হে চক্রপাণে! এই সংসারে যে সকল মনুষ্য আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের উপাসনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই মূঢ়, যেহেতু সমস্ত পাপের আকর হইলেও, আপনি নিজ-গুণে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। হে জগদেকনাথ!

হে দেব! আমি নিতান্ত পাপাত্মা, লুব্ধ ও শবরসন্তান; যদিও আপনার প্রতি যেরূপ ভক্তি করিলে মনুষ্য সকল ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয় তাহা জানি না, তথাপি আপনি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। হে প্রভো! ব্রহ্মাদি দেবগণও আপনার যে করকমল স্পর্শলাভ করিতে সমর্থ নহেন, আমি অদ্য তাহা প্রাপ্ত হইলাম। অতএব আপনার অপেক্ষা ভক্তবৎসল আর কেহই নাই। আপনি পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণের এবং পৃথিবীর হিতের নিমিত্ত সুরবৈরী পাপাত্মা কংসাসুরকে বধ করিয়াছেন। হে পরম মঙ্গল-দাতা! আপনাকে প্রণাম করি। হে অচ্যুত! আপনি নিখিল দেববংশের ভয়াবহ কেশী নামক অসুরকে, এবং পূতনা, চানূর ও মুষ্টিক নামক অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছেন, আপনি দেবগণের বন্দনীয়, আপনাকে প্রণাম করি। হে বসুদেব পুত্র দেবোত্তম ভগবান! আপনি অতীব বল-শালী যমলার্জ্জুন নামক বৃক্ষদ্বয়ে এবং যুদ্ধকালে ধেনুর ন্যায় কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট দুষ্ট কালযবনদিগকে নিহত করিয়াছেন, নব মেঘের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট সেই আপনাকে প্রণাম করি। আপনি সমস্ত গোকুল রক্ষার নিমিত্ত গোবর্দ্ধন নামক পর্ব্বত নখাগ্রে ধারণ করিয়াছিলেন, ইন্দ্র আপনার পদযুগল সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিতেছেন, আপনি কৃপাময় এবং ব্রজকুলের উৎ-সবদাতা আপনারে প্রণান করি।

হে বিষ্ণো! আপনি অনন্ত, আপনি অমরগণের পতি, আপনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, আপনি পরমেশ্বর, আপনি নিজ সেবকের দুঃখ বিনাশ করিয়া থাকেন, আপনি পূর্ব্বে শ্রীদান প্রভৃতি সুহৃদ্গণের নিমিত্ত বিভূতি রচনা করিয়াছিলেন;

আপনাকে নমস্কার করি। হে অনন্তমূর্ত্তে! আপনি অর্জ্জুনের সখা হইয়া নিজ মায়ার দ্বারা বলবান্ দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়াছেন, আপনি যদুগণের অগ্রগণ্য, আপনাকে নমস্কার। আপনি জয়লব্ধ পারিজাত কুসুমকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন, রুক্মিণী প্রাণনাথ আপনাকে প্রণাম করি। আপনি বৃকোদরের নিমিত্ত জরাসন্ধকে বিনাশ করিয়াছেন এবং শিশুপালকে বধ করিয়াছেন, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি মায়া দ্বারা ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিয়া ভূভার হরণ করিয়াছেন, আপনাকে প্রণাম করি।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে জৈমিনে! চক্রিক এই রূপ স্তব করিলে ভগবান, পরম সন্তোষ লাভ করিয়া কহিলেন তুমি বর গ্রহণ কর। চক্রিক কহিল, হে পরব্রহ্ম! হে পরমাত্মন্! হে কৃপাময়! আমি আপনাকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়াছি, অতএব অপর বরের প্রয়োজব কি। আপনার মূর্ত্তি ধ্যান করি নাই এবং উৎকৃষ্ট ধূপ দীপ, নৈবেদ্য এবং পুষ্প দ্বারা আপনার পূজাও করি নাই। হে স্বামিন্। কখন ভক্তিপূর্ব্বক আপনার নাম স্মরণ করি নাই, এবং আপনার পাদবিনির্গত সলিলও কখন মস্তকে ধারণ করি নাই। আপনার নৈবেদ্য ভোজন এবং ব্রত পালনাদি না করিয়াও আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি, অতএব অপর বরের প্রয়োজন কি? শবর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইয়াও আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছি অতএব অপর বরেব প্রয়োজন নাই। হে বিষ্ণো! আপনার যে দর্শন দেবতাদিগের ও দুর্লভ অদ্য আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি অতএব অন্য বরের

আবশ্যক কি? তবে যদ্যপি বর প্রদান করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই প্রার্থনা, আপনি আমার চিত্তে অবস্থান করুন, এবং চিরদিন যেন আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে। কৃষ্ণ বলিলেন, হে মহাশয় তোমার সুধাময় বাক্যে আমি মহতী প্রীতি লাভ করিলাম। হে বৎস! তুমি আমাকে যে উৎকৃষ্ণ ফল প্রদান করিয়াছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ কারিয়াছি। যেহেতু আমি ভক্তিই গ্রহণ করিয়া থাকি। ভক্তিগ্রাহী দয়াময় ভগবান বিষ্ণু এই বলিয়া ভুজচতুষ্টয় প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং বলিলেন, হে বৎস চক্রিক! তোমার ভক্তি দ্বারা আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তোমার অভিলষিত সকল শীঘ্রই সিদ্ধ হইবে। হে বিপ্র! বিশ্বপালক বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর পুনর্ব্বার সেই মহাভক্তকে আলিঙ্গন করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হরিভক্তি-পরায়ণ চক্রিক অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া গৃহ এবং ভার্য্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বারকাপুরে গমন করিল। তথায় ভগ-বানের কৃপায় জ্ঞান লাভ করিয়া, পরমায়ুর অবসানে দেবদুর্লভ মোক্ষ পদবী প্রাপ্ত হইল। অতএব দেবগণ ভক্তির বশতাপন্ন, এবং ভক্তি মাত্রেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। স্তব, জপ, কিম্বা ব্যবহারের দ্বারা কখনই সন্তোষ প্রাপ্ত হন না। হে দ্বিজোত্তম! শবর উচ্ছিষ্ট ফল প্রদান করিলেও তাহার অচঞ্চলা ভক্তি জানিয়া ভগবান সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই সংসারে মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ বিশেষরূপ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি যোগ দ্বারা ভগবান নারায়ণ দেবের পূজা করিবে। ভগবান

বাসুদেবের চরণাম্বুজযুগল ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ ? করিয়া থাকেন, যাহারা দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে সেই পাদপদ্ম বন্দনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

ষোড়শ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন, হে গুরো! আপনি পুনর্ব্বার ভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন, হরিকথামৃত পান করিয়া কোন্ ব্যক্তি তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে?

ব্যাস বলিলেন, পৃথিবীতলে তোমার তুল্য সুকৃতি আর কেহই নাই, কারণ ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে তোমার বিশেষরূপ ভক্তি আছে। হে দ্বিজসত্তম! রমণীয়া নারায়ণীকথা জগত্রয় এবং শ্রোতা বক্তা ও উপদেষ্টাকেও পবিত্র করে। হে বৎস! আমি সংক্ষেপতঃ পাপনাশন ভগবান লক্ষ্মীপতির চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরম ভক্তিপূর্ব্বক যে ব্যক্তি এক দিবস বিষ্ণুর আরাধনা করে, ভগবান তাহার কোটি জন্মকৃত পাপ তৎক্ষণ মাত্রে বিনাশ করেন। যে ব্যক্তি হরির আরাধনা না করিয়াছে, তাহাকে কি পুণ্যাত্মা বলা যায়? সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রভু নারায়ণের আরাধনায় রত থাকে তাহাকে পাতকী বলা যাইতে পারে না। নিখিল দেবগণের আশ্রয়, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, এবং সকল পুরশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম নামে এক পুরী আছে। নারায়ণ সেই স্থানে বাস

করিয়া থাকেন বলিয়া লোকে সকল তীর্থ স্থান অপেক্ষা প্রাধানরূপে তাহাকে বর্ণনা করে। পূর্ব্বকালে সেই স্থানে সৎবংশজ পরম সুন্দর প্রিয়বাদী ভদ্রতনু নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। ব্রাহ্মণ যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে, মন্মথ-বাণে আহত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পরলোকভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারবনিতাতে নিতান্ত আশক্ত হইল। কখন বেদাধ্যয়ন এবং পুরাণ শ্রবণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না। সাধুদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা পাষণ্ডদিগের সঙ্গ করিতেই ভাল বাসিত। অযাজ্য যাজন, অসতের প্রতিগ্রহ, পরদ্রব্য অপহরণাদি পাপ কার্য্যে তৎপর হইয়া ধর্ম্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়াছিল। সেই দ্বিজাধম ব্রাহ্মণদিগের আচার, সত্য বাক্য প্রয়োগ, এবং গুরু ও অতিথিগণের পরিচর্য্যা করিতে ভালবাসিত না।

হে জৈমিনে! সেই দ্বিজাধম গুরুতর পাপ কার্য্য সকল সর্ব্বদাই অনুষ্ঠান করিত, কিন্তু পুণ্যতম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কখনই রত হইত না। হে বিপ্রর্ষে! সেই পাপাত্মা এক দিবস আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকিলেও লোকলজ্জাভয়ে আপন পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছিল। সেই দিবস সায়ংকালে অনঙ্গমোহিত হইয়া তৎকালোচিত বেশ বিন্যাসপূর্ব্বক বেশ্যালয়ে গমন করিল। তথায় গমন করিয়া, সকলরসজ্ঞা সুমধ্যানাম্নী বারনারীকে ঈষৎ হাস্য করিয়া এই কথা বলিল, হে বিশালজঘনে! অদ্য আমার পিতৃশ্রাদ্ধের দিন হইলেও তোমার গুণে বদ্ধ হইয়া তোমার আলয়ে আসিয়াছি। দেখ প্রিয়ে! এই ভয়ঙ্করী রাত্রীকালে মেঘ সকল নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া অনবরত বারিবর্ষণ

করিতেছে। পথ সকল জলপ্লাবিত হইলেও তোমার গুণে বিমোহিত হইয়া আমি এই নিশীথ সময়ে এখানে আগমন করিয়াছি। হে প্রিয়ে! মেঘসঞ্জাত বিদ্যুৎ আমার দীপালোক এবং কামদেব আমার পথ প্রদর্শক হইয়াছে; আমি তোমার গুণ ধ্যানপূর্ব্বক ভয়শূন্য হইয়া এই রাত্রিতে আসিয়াছি। হে তন্বি! তোমাকে না দেখিলে আমি ক্ষণকালও প্রীত হইতে পারি না; বহুতর ক্লেশ পাইয়াও তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আমার তীর্থস্থানের প্রয়োজন কি? তোমার প্রেমতীর্থতোয়ে অবগাহন করিয়াই আমি স্বর্গে গমন করিব। পরলোকে সুখপ্রদ দেবতাদিগের আরাধনায় ফল কি? তোমার প্রসাদে জীবিত থাকিয়াই স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছি। হে কান্তে! এই শ্রাদ্ধ করিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না, কেবল লোকাপবাদ ভয়ে ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছি। আমার জপ, তপস্যা এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়া সকলই তুমি; যশ এবং কুলমানও তোমার অধীন। সংসার মধ্যে তুমি আমার সকলভাবেই অবস্থান করিতেছ। আমি বিনতভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এই দাসকে কি করিতে হইবে আদেশ কর। সুমধ্যা কহিল, তুমি জীবিত থাকিলেও তোমার পিতা পুত্রহীনবৎ হইতেছেন। কারণ, তুমি পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস এই ঘৃণিত মৈথুন কার্য্যে ইচ্ছুক হইয়াছ। হে দুর্ম্মতে! যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে মৈথুন করে, সে পিতৃলোকের সহিত রেতোভোজী হয়। মোহক্রমেও যদ্যপি পিতৃকৃত্য দিবসে রতি ক্রীড়া করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষসেরা গ্রহণ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। আমি স্বভাবতঃ অধোগতিদায়িনী; আমার

প্রতি তোমার যেরূপ স্নেহ আছে, সেইরূপ যদি ভগবানে থাকিত, তাহা হইলে কি না প্রাপ্ত হইতে পারিতে? শরীরিদিগের জীবন কালকবলের বধ্যবর্ত্তী জানিয়াও মূঢ়বুদ্ধি বশতঃ নির্ভয় হইয়া কি নিমিত্ত এই মহৎ পাতকের অনুষ্ঠান করিতেছ? হায়! কি কষ্ট, জলবদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর দেহকে অবিনাশী জ্ঞান করিয়া, সর্ব্বদা দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত হইতেছ না? মৃত্যু এই অক্ষরদ্বয় ললাট লিখন জানিয়াও ক্লেশসমূহের আকরস্বরূপ পাপাচরণ করিতে কেন বাধ্য হইতেছ? আহা! ভগবানের কি বলবতী মায়া! দেখ, লোক সকল পাপকে পরম শত্রু জানিয়াও আহ্লাদ সহকারে আহার আচরণ করিতেছে। অচিরস্থায়ী শরীরে পাপকে আশ্রয় দেওয়া কোনমতেই উচিত নহে, কারণ পাপ সকল হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া দেহকে দগ্ধ করে।

ব্যাস কহিলেন, বেশ্যা দৈবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এইরূপ কহিলে, পাপাত্মা ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, আমি নিতান্ত মূঢ়বুদ্ধি এবং পাপাত্মাদিগের অগ্রগণ্য, আমাকে ধিক! এই বেশ্যারও যে জ্ঞান আছে তাহা আমার নাই। আমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা আত্মপীড়াকর গুরুতর পাপ কার্য্যের আচরণ করিতেছি। আমার পিতা যেরূপ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, সেইরূপ যখন আমাকেও নিশ্চয়ই মরিতে হইবেক, তখন অজ্ঞানপ্রযুক্ত কেন এই পাপকার্য্য সকল আচরণ করিতেছি। জপ, তপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, বিপ্রাচার, অতিথিদিগের পূজা, গুরুজনে ভক্তি, ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা,

পিতৃলোকের শ্রাদ্ধতর্পণাদি এবং ভগবানের পূজা, এই সকল আমি কিছুই করি নাই; অতএব কি প্রকারে আমি সদ্গতি লাভ করিব। ব্রাহ্মণ দুঃখিত মনে এইরূপ নানা-প্রকার চিন্তা করিয়া, তৎক্ষণেই মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট গমন করিল। তথায় ধর্ম্মবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! হে দীর্ঘজীবিন্! হে মহাত্মন্! আপনি নারায়ণস্বরূপ, আপনাকে প্রনাম করি। হে মৃকণ্ডুপুত্র! আপনি মনুষ্যদিগের হিতকারী, নির্ব্বিকার এবং জ্ঞানার্ণব-স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি। ব্রাহ্মণ এইরূপ স্তব করিলে, সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী মহাতপা মার্কণ্ডেয় পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, তোমার ভক্তি দ্বারা আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি, অতএব তুমি বর গ্রহণ কর, তোমার অভি-লষিত সকল শিগ্রই সফলীকৃত হইবেক।

ব্রাহ্মণ কহিল, আমি বহুতর পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণদিগের অবলম্বিত আচার পরিত্যাগ করিয়াছি; পর-স্ত্রীগমন করিতে অণুমাত্রও বিরত নহি। হে বিপ্রেন্দ্র! এই হতভাগ্য অনেকবিধ পাপকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছে, কিন্তু কখন কোন পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই! দুঃখজনক ঘোরতর ভয়ানক সংসারসাগর হইতে এই পাপাত্মা কিরূপে নিষ্কৃতিলাভ করিবে; হে কৃপাময়! আমি আপনার শর-ণাপন্ন, এই সকল বিস্তার রূপে বলিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, যখন তোমার এই সংসারদুর্ল্লভা সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে, তখন তুমি পূর্ব্বে অশেষবিধ পাপা-

চরণ করিলেও পুণ্যাত্মাদিগের মধ্যে পরিগণিত হইলে। যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের উত্তরোত্তর পুণ্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ, যাহারা সর্ব্বদা অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর, তাহাদিগের উত্তরোত্তর পাপের বৃদ্ধি হয়। তুমি পূর্ব্বে নানাবিধ পাপ করিলেও সম্প্রতি তাহা হইতে বিরত হইয়াছ, অতএব বোধ করি ঈশ্বর তোমার প্রতি অনুকূল হইবেন। যে ব্যক্তি পাপ করিয়া পরে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় সে ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া পরিগণিত। নিজ ভক্তজনকে পাপাসক্ত দেখিলে পরমেশ্বর তাহাকে এরূপ সদ্বুদ্ধি প্রদান করেন, যে সে তদ্দ্বারা পাপ কার্য্য হইতে বিরত হইয়া পরে সদ্গতি লাভ করিতে পারে। অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি ভগবানের একজন পরম ভক্ত, অচিরকাল মধ্যেই তোমার মঙ্গল হইবেক, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমার উপাসনার কাল উপস্থিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত তুমি আমার নিকট যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার উত্তর দানে অসমর্থ হইতেছি। অতএব সর্ব্ব তত্ত্বার্থবেত্তা দান্ত নামে এক ব্রাহ্মণ আছেন, তুমি তাঁহার আশ্রমে গমন কর। তিনিই তোমাকে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিবেন। ভগবান মার্কণ্ডেয়, এইরূপে উপদেশ প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণ তৎক্ষণমাত্রেই পবিত্র এবং মনোহর দান্তাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় অশ্বত্থ, চম্পক, বকুল ও প্রিয়ক প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পিত বৃক্ষ সকল সুমনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে। প্রস্ফুটিত কুসুমগণের পরিমলসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছে, ভ্রমর সকল ঝঙ্কারপূর্ব্বক পুষ্প

হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিতেছে। সুশীতল বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে; হিংস্র শ্বাপদেরাও হিংসাশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

ব্রাহ্মণ সেই মনোরম আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বহুতর শিষ্যগণে পরিবৃত তত্ত্বজ্ঞ ভগবান দান্তকে সন্দর্শন করিল, এবং সেই নারায়ণার্চ্চক দ্বিজশ্রেষ্ঠ দান্তকে স্তব করিয়া, ভূমে পতিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক নিকটে দণ্ডায়মান হইল।

দান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভদ্র! তুমি কে? কোথা হইতে কি উদ্দেশ করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ? আমাকে স্তব করিবারই বা কারণ কি, সত্য করিয়া এই সমস্ত আমার নিকট বল। ভদ্রতনু কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত আচার ব্যবহারাদি পরিত্যাগ করিয়া, অশেষবিধ পাপাচরণ করিয়াছি। লোকে আমাকে ভদ্রতনু বলিয়া সম্বোধন করে। হে ব্রহ্মন্! আপনি সকল তত্ত্ব অবগত আছেন। এই পাপাত্মা কি করে সংসারপাশ হইতে পরিমুক্ত হইবে তাহা উপদেশ করুন। দান্ত বলিলেন, হে বিপ্র! যে প্রকারে মনুষ্য সকল সংসার পাশ হইতে পরিমুক্ত হয় সেই গুহ্য উপদেশ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দ্বিজ! পাষণ্ডদিগের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা সাধুদিগের সহিত ব্যবহার কর, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসর, অসত্য, পরহিংসা প্রভৃতি যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ কর, দয়া এবং শান্তিকে আশ্রয় কর। ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি স্থাপন কর। দিবারাত্র ভক্তিপূর্ব্বক ভূতভাবন ভগবান বিষ্ণুদেবের উপাসনা কর। দেবগৃহে প্রদীপ দান এবং সম্মার্জ্জন উপলেপন

দ্বারা তাহার পথ সকল সুশোভিত কর। ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিদিগের সেবা, অন্ন জল দান, এবং নিত্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান। হরি কথা শ্রবণ ও অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ কর, প্রতিদিবস এই সকল কার্য্য করিলে উত্তম জ্ঞান লাভ করিয়া পরিণামে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণ বলিল, হে ব্রাহ্মন্! এই মূঢ়বুদ্ধিকে যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার বিবরণ বিস্তার রূপে বর্ণন করুন। পাষণ্ড ও সজ্জন কাহাকে বলে? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসর, অসত্য চিন্তা, দয়া, শান্তি, দম প্রভৃতিই বা কি? সমদৃষ্টি কাহাকে বলে? ভগবানের পূজাই বা কি? অহোরাত্র ব্রত, বিষ্ণুর উপাসনা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র এসকলের অর্থ কি? হে ব্রাহ্মণোত্তম! অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সকল বিবরণ আমার নিকট বর্ণন করুন, যাহাতে আমি সদ্গতি প্রাপ্ত হই।

দান্ত বলিলেন, যাহারা বেদোদিত কর্ম্ম পরিত্যাগ এবং স্বজাতীয় আচার বিহীন হয় তাহাদিগকেই পাষণ্ড কহে। যে সকল ব্যক্তি নিজাচারে সর্ব্বদা রত থাকে এবং বেদ সম্মত কার্য্যে তৎপর ও পাপাভিলাষ রহিত হয়, তাহাদিগকেই সজ্জন কহে। স্ত্রী এবং অর্থোপার্জ্জনে যে অভিলাষ রহিত হয়, তাহাদিগকেই সজ্জন কাম কহে। আপনার নিন্দা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে যে তাপ সমুদ্ভূত হয় তাহাকেই ক্রোধ বলে। এই ক্রোধ সমুদয় ধর্ম্ম বিনষ্ট করে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পরের বৃত্তাদি দর্শন করিয়া তাহা লইবার জন্য যে অভিলাষ হয় তাহাই লোভ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমার মাতা, আমার স্ত্রী, আমার গৃহ; এইরূপ ও অন্যরূপ

মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গলা গদ্য অনুবাদ।

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

একাদশ খণ্ড।

কলিকাতা

দর্জিপাড়া, ১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,

গ্রেট্ ইডেন্ প্রেসে

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত।

[illegible] সাল।

অধম পুত্র হইলে সেইরূপ উজ্জ্বলবংশকেও কলুষিত করিয়া ফেলে। ব্যাস বলিলেন, হে দ্বিজ! জ্ঞাতিগণ এই বলিয়া অপকীর্ত্তিভয়হেতু ক্রোধ বশতঃ সহসা সেই পাপত্মাকে পরিত্যাগ করিল। সে সমস্ত জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও ধিক্কৃত হইয়া সকল জনগণের ভয়াবহ দস্যুকর্ম্ম আরম্ভ করিল। অনন্তর জ্ঞাতিগণ দস্যু-কর্ম্মকারী নির্দ্দয়, পরহিংসক সেই উর্ব্বীপ্সকে ধরিয়া রাজ-সদনে লইয়া গেল। হে দ্বিজোত্তম! রাজা তাহার পিতার প্রতি স্নেহ বশতঃ পাপাত্মাকে বধ না করিয়া স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অনন্তর সে দস্যুদিগের সহিত নির্দ্দয় ও উদ্ধতভাবে পথিকদিগের অর্থাপহরণ করিবার নিমিত্ত বনমধ্যে গমন করিল। হে জৈমিনে! এক দিবস বন পর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া স্নান করিবার নিমিত্ত দস্যুদিগের সহিত তটিনীতীরে গমন করিয়াছিল। পাপাত্মা তথায় ভগবানের পরিচর্য্যাপরায়ণ কতকগুলি ব্রাহ্মণকে অবলোকন করিল। ব্রাহ্মণগণ ঈশ্বরের আরাধনা সমাপনান্তে পরমানন্দে পরস্পর কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন বলিলেন, অদ্য আমি বিষ্ণুকে বহুতর চম্পকপুষ্প প্রদান করিলাম, ইহজন্মে আর কখন উক্ত পুষ্প গ্রহণ করিব না। অন্যে বলিলেন, আমি হরিকে তাম্বুল প্রদান করিলাম, আর কখন উহা গ্রহণ করিব না। কেহ কহিলেন, আমি উত্তম কদলীফল প্রদান করিলাম, ইহজন্মে সেই ফল আমার অভক্ষ্য হইল। অপরে বলিলেন, আমি দাড়িম্বফল প্রদান করিলাম, কেহ বা, আমি রসাল ফল প্রদান করিলাম, এই প্রকার কহিল। পরস্পরকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া উর্ব্বীপ্স মনে মনে

চিন্তা করিতে লাগিল, আমি বিষ্ণুকে কোন্ ফল প্রদান করিব। সংসার মধ্যে যত ভক্ষ্যবস্তু আছে তাহা আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তবে বিষ্ণুকে কি প্রদান করিব। আমি সর্ব্বদা বন মধ্যে বাস করি এবং চৌর্য্যবৃত্তি নিমিত্ত সর্ব্বদা রাজ-ভয়ে আকুল। শকটারোহণে আমার কখন অধিকার নাই।

ব্যাস বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! দস্যু বারম্বার এইরূপ বলিয়া চতুর্ব্বর্গফল প্রদানকর্ত্তা হরিকে শকট প্রদান করিল। হে বিপ্র! অনন্তর ব্রাহ্মণগণ যথাস্থানে গমন করিলে সেই দস্যু ও দস্যুদিগের সহিত নিজ আশ্রমে গমন করিল।

একদা সেই বনাভ্যন্তরস্থ পথে গুড়কগোলবাহী এক পথিককে গমন করিতে দেখিয়া নির্দ্দয় এবং পরহিংসক সেই দস্যু তাহা হরণ করিল। অনন্তর দস্যুগণ গুড়কগোল বণ্টন করিলে উর্ব্বীপ্সর ভাগে গুড় নির্ম্মিত এক শকট পড়িল। হে দ্বিজোত্তম! উর্ব্বীপ্স গুড়ময় শকটলাভে আপনার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, আমি পূর্ব্বে স্বয়ংই বিষ্ণুকে শকট প্রদান করিয়াছি, অতএব ইহজন্মে আমার শকট গ্রহণ করা উচিত নহে। মনে মনে এরূপ চিন্তা করিয়া বিষ্ণুর প্রীতিকামনাপূর্ব্বক সেই গুড় নির্ম্মিত শকট এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিল। হে দ্বিজ! সেই পাপাত্মার এইরূপ ভক্তি জানিয়া, ভগবান প্রীত হইয়া তাহার সমস্ত পাপ তৎক্ষণমাত্রে ধ্বংস করিলেন। হে বিপ্র! সেই দিবসেই ক্রোধপরবশ দস্যু মহাবনে প্রবেশ করিলে সমস্ত পুরবাসিরা মিলিত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিল। ভগবান কৃপাবলোকন করিয়া তাহাকে

লইয়া যাইবার নিমিত্ত স্বর্ণ-নির্ম্মিত রথ এবং নানাভরণ ভূষিত দূতগণকে প্রেরণ করিল। দূতগণ, পাপ-পরিমুক্ত উর্ব্বীপ্সকে দেবযানে আরোহণ করাইয়া তৎক্ষণমাত্রে হরির নিজধামে গমন করিল। পরম পুণ্যবান উর্ব্বীপ্স হরির দর্শনলাভ করিয়া সহস্র মন্বন্তর পর্য্যন্ত সুধাপান করিতে লাগিল। পরে আরও শত মন্বন্তর হরি-সন্নিধানে অবস্থান করিয়া পরমজ্ঞান লাভ করতঃ হরি দেহ মধ্যে লীন হইল।

ব্যাস বলিলেন, মনুষ্য সকল যে কোন উপায়ে হরির প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিলেই, রাজহংসের ন্যায় সংসার জলধির-পারে গমন করিতে সমর্থ হয়। ক্ষণকালের নিমিত্তও যাহার অন্তঃকরণে হরিভক্তির উদয় হয়, সে পাপাত্মা হইলেও বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। ফল কিম্বা পুষ্পই হউক যে কোন উত্তম দ্রব্য হরিকে উদ্দেশ করিয়া ত্যাগ করা বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবানকে যে কোন উত্তম বস্তু অর্পণ করিলা সেই বস্তু ব্রাহ্মণকে দান করতঃ তাহার কিঞ্চিৎ শেষ ভোজন করা আবশ্যক। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বৈষ্ণবগণ মিষ্টান্ন প্রভৃতি যে কোন বস্তু বিষ্ণুকে না দিয়া কদাপি ভক্ষণ করিবে না। হে বিপ্র! সর্ব্বপাপ নাশক বিষ্ণুর নৈবেদ্য-মাহাত্ম্যের ইতিহাস পুনর্ব্বার বলিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সুজনি নামে সদ্বংশজ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ শান্ত দান্ত ও দয়া প্রভৃতি গুণে পরিশুদ্ধ চিত্ত ছিলেন, গুরু ও ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদা পূজা করিতেন। হরির অর্চ্চনা এবং তাঁহার স্মরণ, কোন ব্যক্তি যাচ্ঞা করিতে আসিলে সাধ্যমতে তাহার ক্লেশ নিবারণ, সত্য বাক্য

প্রয়োগ এবং জিতেন্দ্রিয়তাদি সদাচার বিষয়ে সর্ব্বদা রত থাকিতেন। প্রতিদিবস প্রাতঃস্নান যথানিয়মে একাদশী ব্রত পালন ও জ্ঞাতিদিগের সম্মাননা করিতে সর্ব্বদা তৎপর এবং হিংসা কার্য্য হইতে বিরত ছিলেন।

একদা সেই ব্রাহ্মণবর, শ্যামাঙ্গ, প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় নয়নযুগল সম্পন্ন, ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখারবিন্দ, পীতাম্বর, স্বর্ণকুণ্ডলধারী, কিরীটোজ্জ্বল মস্তক, কৌস্তুভমণির দ্বারা সুশোভিত বক্ষঃস্থল, চতুর্ভুজ, বনমালা এবং শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধর ও সুবর্ণ নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীতবিশিষ্ট সর্ব্বলক্ষণ-যুক্ত ভগবান কমলাপতিকে স্বপ্নযোগে অবলোকন করিলেন। ব্রাহ্মণ স্বপ্নে ভগবানের দর্শন লাভ করিয়া অত্যন্ত হর্ষিত অন্তঃকরণে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। সুজনি বলিল, হে ভগবন্! আপনি সাধুদিগের শোক ভয় এবং রাগ বিনাশ করিয়া থাকেন, আপনি সমস্ত জগৎ প্রতিপালন করিতেছেন, আপনাকে নমস্কার করি। হে নারায়ণ! হে কমলা হৃদয়-প্রিয়! আপনি ধর্ম্মার্থ-কামরূপ পরমামৃত দান করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার করি। হে মূরারে! আমি মোহমদে উন্মত্ত হইয়া অশেষবিধ পাপ সকল আচরণ করিয়াছি, সেইহেতু গভীর সংসার-সমুদ্র অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ভয় হইতেছে, অতএব নিজ ভক্তি-তরি প্রদান করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। হে কৈটভারে! দুষ্কর্ম্মান্বিত জনগণ শীঘ্রই ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, ইহা জানিয়াও আমি প্রীতিপূর্ব্বক পাপাচরণ করিয়া থাকি, অতএব আমার তুল্য মূঢ় ব্যক্তি আর কেহই নাই। হে নৃহরে! আমি নিতান্ত পাপাত্মা, পুণ্যক্রম যে সহসা সুখফল

প্রদান করে তাহা আমি অবগত নহি। হে নাথ! আমি কি করিব, পুণ্যদ্রুম রোপণ বিষয়ে আমার প্রবৃত্তি নাই, আপনি এই হতভাগ্যের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমার অন্তকরণ পরমামৃতের আস্পদ স্বরূপ আপনার পাদপদ্মযুগল পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ক্লেশদায়ী শ্লেষ্মপ্রকীর্ণ নারীমুখের প্রতি কমলভ্রমে ধাবমান হয়। হে হরে! আমার হস্তদ্বয় দান হইতে বিরত, মুখ মিথ্যা কথনে রত, কর্ণযুগল পাপবচন শ্রবণে আসক্ত, অতএব হে শরণাগত-দোষহর্ত্তা! আপনার সেবকের এই সকল দোষ মার্জ্জনা করুন। হে নৃহরে! সংসাররূপ গভীর সমুদ্রে এক দিবস আপনার দৃঢ়ভক্তিস্বরূপ নৌকা প্রাপ্ত হইয়াও দৈব বশতঃ দুরাশাবায়ু উত্থিত হইল, অতএব আমার দুঃখের আর অবসান হইল না। হে বিষ্ণো! সংসার পার গমনের নিমিত্ত সর্ব্বদুঃখ-রহিত প্রশস্ত সৎপথ কি নাই? আমি মহামোহরূপ অন্ধকারে অন্ধ হইয়া আপনার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছি না। হে মুরারে! হে বিশিষ্ট জনকষ্ট বিনাশ কারিন্! আমি পাপাত্মা হইলেও আপনি আমার চিত্তের ভয় সকল বিনাশ করিয়াছেন। যেহেতু আপনার সুরবন্দিত পাদপদ্ম অদ্য আমি স্বপ্নযোগে অবলোকন করিয়াছি।

ব্যাস বলিলেন, ব্রাহ্মণ এই রূপে ভগবান কমলাপতির স্তব করিলে, সংসারার্ণবতারক নারায়ণ হাস্য করিয়া বলিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! তোমার ভক্তি দ্বারা আমি প্রতি দিবসই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকি, অতএব অচিরকাল মধ্যেই তোমার মঙ্গল হইবে। হে বিপ্র! তুমি পাপকর্ম্মা হইলেও তোমারে পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার

ভক্ত হইয়াছ, অতএব তোমার আর কখন বিপত্তি হইবে না। ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে ভগবান! আমি পূর্ব্বে কে ছিলাম এবং কি পাপই বা করিয়াছি। আমি পাপী হই-লেও কি প্রকারে পূর্ব্বে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। হে প্রভো! এই সংসারে কি প্রকারে বা পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করি-লাম, আপনি দয়াময়, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সমস্ত আমাকে বলুন। ভগবান বলিলেন, হে দ্বিজসত্তম! এই গূঢ় কথা অপ্রকাশ্য হইলেও তোমার প্রতি বাৎসল্য বশতঃ বলিতেছি শ্রবণ কর। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে তুমি নিজ কর্ম্মদোষ বশতঃ এই ভূতলে পক্ষিবংশোদ্ভব ছিলে। সেই সময়ে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ ক্ষুদ্র কীট ভক্ষণ এবং উষ্ণ নির্ঝরোদক পান করিতে। সেই পক্ষি-যোনিতে উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বদা নানা ক্লেশভোগে চতুঃসহস্র বৎসর এই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলে। এক দিবস সর্ব্ব-তত্ত্ববেত্তা কুলভদ্র নামে কোন ব্রাহ্মণ ভক্তিপূর্ব্বক নৈবেদ্যাদি দ্বারা নদী-তটে আমার পূজা করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ আমার পূজা করিয়া নৈবেদ্যের সমস্ত তণ্ডুল সেই স্থানে নিক্ষেপ করত নিজ গৃহে গমন করে। অনন্তর তুমি অত্যন্ত ক্ষুধা বশতঃ বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমার নৈবেদ্যের সমস্ত তণ্ডুলগুলি ভক্ষণ করিয়াছিলে। মহাপাতক বিনাশক আমার সেই নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়াই তৎক্ষণমাত্রে তুমি সুদারুণ পাপ হইতে পরিমুক্ত হইলে। অনন্তর পরমায়ুর অবসানে কালধর্ম্ম বশতঃ তুমি দেহ পরিত্যাগ করিলে। তোমাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত রথের সহিত দূত প্রেরণ করিলাম। দূতগণ পাপ-পরিমুক্ত তোমাকে রথে আরোহণ

করাইয়া তৎক্ষণমাত্রে আমার পুরে আগমন করিল। পরে সহস্র-কোটিযুগ অমর-দুর্লভ নানারূপ সুখভোগ করতঃ আমার নিকট অবস্থান করিয়া এই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এস্থানে আসিয়াও আমার প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে। হে দ্বিজ! আবার ক্রিয়াযোগ দ্বারা প্রতিদিবস আমারে আরাধনা করিয়া পরমায়ুর শেষে আমার অনুগ্রহে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। হে বিপ্র! আমি যাহার প্রতি হৃষ্ট হই, সে পাপাত্মা হইলেও মোক্ষভাজন হইয়া থাকে। সেই রূপ, কোন দিবস যাহার প্রতি রুষ্ট হই, সে নিশ্চয়ই দুঃখভাজন হয়। অতএব হে ব্রাহ্মণ! তুমি আমার ভক্ত, আমি তোমাকে সুরদুর্লভ পরম স্থান প্রদান করিব।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে নাথ! আপনার প্রসাদে আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আর কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বলুন। হে দেবেন্দ্র! আপনি কাহার প্রতি তুষ্ট এবং কাহার প্রতিই বা রুষ্ট হইয়া থাকেন কৃপা করিয়া এই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন।

কৃষ্ণ বলিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! যে কর্ম্ম দ্বারা আমি তুষ্ট হই এবং যাহাতে আমার ক্রোধোদয় হয় তৎসমুদায় সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যাহার সর্ব্বভূতে সমানরূপ দয়া থাকে এবং অহঙ্কারাদি না থাকে, তাহার প্রতি আমি সর্ব্বদা তুষ্ট থাকি। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমার উদ্দেশে কোন কর্ম্ম করে এবং সত্য বাক্য প্রয়োগ করে, আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই। কোন মিষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে আমাকে নিবেদন করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে

এবং মান ও অপমান এই উভয়ে যাহার সমজ্ঞান, তাহার প্রতি আমি তুষ্ট হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্ব-ভূত-শরীরস্বরূপে অবগত হয় এবং পরের প্রতি হিংসা শূন্য হয়, সেই আমার সন্তোষ ভাজন। যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করে এবং গো ও ব্রাহ্মণ-দিগের হিতৈষী, সেই আমার প্রিয় পাত্র। হে বিপ্র! যে কর্ম্ম দ্বারা আমি সন্তোষলাভ করিয়া থাকি তাহা বলিলাম। এখন যে কর্ম্ম দ্বারা রুষ্ট হই তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরহিংসা প্রিয় ও সর্ব্বভূতে নির্দ্দয় ব্যবহার করে এবং অহঙ্কারী ও ক্রোধন-স্বভাব সেই আমার শত্রু। যে ব্যক্তি অসত্যভাষী, ক্রুর, পরনিন্দাপরায়ণ এবং বৃত্তিচ্ছেদী, তাহার প্রতিই আমি শত্রুতা ব্যবহার করিয়া থাকি। পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং ভগিনীগণের কোন দোষ না দেখিয়াও মোহপ্রযুক্ত যে মূঢ় পরিত্যাগ করে, সেই আমার অপ্রিয় হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! যে মূঢ়ধী পিতাকে ভৎ‍সনা করে এবং গুরুলোকের অবজ্ঞা করে, তাহার প্রতি আমি রুষ্ট হইয়া থাকি। হে বিপ্র! হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি কোন প্রকারে দম্পতির বিচ্ছেদ সংঘটন করে, সে আমার শত্রুর মধ্যে পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি বিপ্রস্ব দেব-দ্রব্য এবং পরের দ্রব্য হরণ করে, আমি তাহার প্রতি শত্রুতা ব্যবহার করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি উদ্যান ছেদন, জলা-শয়ের লোপ এবং গ্রাম সমস্ত নষ্ট করে, আমি তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি পর শ্রী দেখিয়া কাতর হয় এবং পাপচর্চ্চা শ্রবণ করিতে ভালবাসে, তাহার প্রতিই আমি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি অনাথদিগের

প্রতি বিদ্বেষাচরণ করে এবং বিশ্বাসঘাতক, সেই আমার ক্রোধের পাত্র। যে ব্যক্তি গোবীর্য্যের হন্তা এবং বৃষলীপতি, সেই আমার শত্রু। যাহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন-জনের মধ্যে ভেদ জ্ঞান করে এবং বেদের নিন্দা করে, তাহা-দের প্রতিই আমি রুষ্ট হইয়া থাকি। যে পাপাত্মা মোহবশতঃ একাদশী দিবসে ভোজন করে এবং পরদারে অনুরক্ত হয় তাহার প্রতিই ক্রোধ প্রকাশ করি। যে ব্যক্তি লোকদিগকে পাপ বুদ্ধি প্রদান করে, মিত্রদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার ও ধাত্রীতরু ছেদন করে, সেই আমার শত্রু মধ্যে পরিগণিত। যে ব্যক্তি কাম-মোহিত হইয়া দিবসে মৈথুন করে এবং রজঃস্বলা স্ত্রীতে অভিগমন করে, তাহার প্রতি আমি ক্রোধ করিয়া থাকি। 'হে সত্তম! যে ব্যক্তি আতুরা এবং ব্রতস্থা রমণীদিগকে অবলোকন করিয়া মোহ ক্রমে গমন করে, পৃথিবী মধ্যে সেই অপ্রীতিভাজন হয়। যে ব্যক্তি অমাবস্যা রাত্রিতে ভোজন এবং এক সূর্য্যে দুইবার ভক্ষণ করে তাহার প্রতি আমি রুষ্ট হইয়া থাকি। হে বিপ্রেন্দ্র! অমাবস্যা দিবসে যে ব্যক্তি আমিষ, মৈথুন এবং তৈল পরিত্যাগ না করে, তাহার প্রতি আমি রুষ্ট হই। অধিক কি বলিব, যে ব্যক্তি বৈষ্ণবদিগকে নিন্দা করে, সে আমার শত্রু মধ্যে পরিগণিত হয়।

ব্যাসদেব বলিলেন, ভগবান বিষ্ণু এই কথা বলিয়া সহসা অদৃশ্য হইলেন। ব্রাহ্মণও নিদ্রাচ্যুত হইয়া মঞ্চ হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ভগবানের বাক্যানুসারে হরিভক্তি-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ক্রিয়াযোগে অত্যন্ত রত হইল। হে জৈমিনে! নারায়ণের নৈবেদ্যভোক্তা এই ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। জানি

না যাহারা হরির পূজা করে তাহারা কি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিপ্রর্ষে! তোমাকে সংক্ষেপতঃ কহিতেছি শ্রবণ কর। একবারমাত্র হরির পূজা করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! সংসার মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হওয়াই দুর্লভ, মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেও ঈশ্বরোপাসনা অতি দুর্লভ, ঈশ্বরোপাসনা করিলেও ভক্তিযোগ অত্যন্ত দুর্লভ। সর্ব্বপ্রকার দুঃখে পরিপূর্ণ সংসার জলধির পারে গমন করিতে যাহাদের অভিলায আছে, তাহারা ভক্তিপূর্ব্বক সকল পূজার শ্রেষ্ঠ বাসুদেবের পূজা করুক।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

হে বিপ্র! আমি সংক্ষেপতঃ বিষ্ণু পূজার ফল বর্ণন করিলাম, এক্ষণে দানের বিষয় বলিতেছি সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। দান এবং তপস্যা এই উভয়ের মধ্যে দানই প্রধান। তপস্যাতে নানা রূপ বিঘ্ন আছে কিন্তু দান কার্য্যে কিছু মাত্র বিঘ্ন নাই। আদিযুগে তপস্যাই শ্রেষ্ঠ ছিল, ত্রেতাতে ধ্যান, দ্বাপরে সপর্য্যা, কলিতে দানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে কমলাপতির প্রীতির নিমিত্ত দান করা প্রাজ্ঞব্যক্তিদিগের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। চন্দ্র যেরূপ কলা পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, পণ্ডিতেরা দান এবং তপস্যার গতিও সেইরূপ বলিয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যত্নপূর্ব্বক ধন সঞ্চয় করিয়া সেই ধন দানকার্য্যে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ধন

থাকিতে দানাদির দ্বারা তাহার উপভোগ না করে তাহাকে দরিদ্র বলিয়া জানিবে। হে দ্বিজ! ধন কাহার সহিত আইসে এবং কাহার সহিতই বা গিয়া থাকে? পূর্ব্বজন্মে যাহা দান করা হইয়াছে তাহাই সঙ্গে আইসে এবং ইহজন্মে যাহা দান করা যায় তাহাই সঙ্গে গমন করে। ধন দান করিয়া যে ব্যক্তি নিঃস্ব হয় তাহাকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করিবে না, পরলোকে সে প্রচুর ধনের অধীশ্বর হয়। হে জৈমিনে! যে ব্যক্তি কৃপণতাপ্রযুক্ত ধন রক্ষা করে, সে দুঃখী শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত, মরণ সময়ে সমস্ত ধন পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বরূপে গমন করিতে হয়। পূর্ব্বে দান না করিলে, নির্দ্দয়, বন্ধুহীন এবং সাধুসাধন-বর্জ্জিত পরলোকে কিছুমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হে বিপ্রেন্দ্র! বৈষ্ণবদিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথা শক্তি কিঞ্চিৎ দান করা অতীব কর্ত্তব্য। হে দ্বিজোত্তম! সকল প্রকার দানের মধ্যে অন্ন এবং জলদানকেই প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন। জীবগণের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বিধাতা অন্নের সৃজন করিয়াছেন এই নিমিত্ত অন্যান্য সমস্ত দান অপেক্ষা অন্নদানকেই প্রধান বলিয়া পরিগণনা করিতে হইবে। অন্ন এবং পানীয় এই উভয়ের মধ্যে অন্নই শ্রেষ্ঠ, কারণ অন্ন ব্যতীত দেহিগণ জীবণ ধারণ করিতে পারে না। অন্নদানকর্ত্তাকে প্রাণদাতা বলিয়া জানিবে, অতএব যে প্রাণদান করে, তাহার কি না দান করা হইল। এই নিমিত্ত অন্নদান করিলেই সমস্ত দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে জৈমিনে! অন্নদানের ন্যায় জলদানেও বিশেষ ফল আছে। জল ব্যতীত অন্ন হয় না, অতএব জলদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হে

বিপ্রেন্দ্র! ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা উভয়ই তুল্য, এই নিমিত্ত পণ্ডি-তেরা অন্ন এবং জল উভয় দানের বিধান করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীতে যে ব্যক্তি অন্ন এবং জল দান করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকার দানের ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। হে দ্বিজ! সর্ব্বপাপবিনাশক অন্ন এবং জলদানের ইতিহাস বলি-তেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সত্যযুগে হাস্তিননাম প্রদেশে কুবেরের ন্যায় ধনবান হরিশর্ম্মাখ্য কোন ব্যক্তি বাস করিত। সেই স্থানে রতিবিদগ্ধানাম্নী সর্ব্বলক্ষণযুক্তা পরমাসুন্দরী এক বেশ্যা ছিল। ক্ষেমঙ্করীনাম্নী পতিপুত্রবিহিনা শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভূতা এক ব্রাহ্মণীও বাস করিত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই ব্রাহ্মণ-কন্যা সর্ব্বদা পরপুরুষানুরক্তা ছিল এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল আচরণ করিত, এই নিমিত্ত তাহার জ্ঞাতিরা তাহাকে পরি-ত্যাগ করিয়াছিল। তাহাতে সেই বেশ্যার সহিত ব্রাহ্মণী সখ্যবিধান করিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিল। হে জৈমিনে! বেশ্যা এবং ব্রাহ্মণী উভয়ে একত্র হইয়া পরম সন্তুষ্ট মনে প্রতিদিন অসংখ্য পাপকার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর রতিবিদগ্ধা এবং দুঃশীলা ও অত্যন্ত পাপিনী ব্রাহ্মণী কিছুকাল পরে বৃদ্ধভাব প্রাপ্ত হইল। হে বিপ্র! একদিবস সেই বারবনিতা বিস্মিতভাবে বৃদ্ধভাবাপন্না স্বীয় সখীকে বিনয়নম্র-বচনে বলিল, সখি! তোমার সহিত আমি বহুতর পাপ কার্য্য করিয়াছি, অদ্যাপি আমার পাপ-মতির হ্রাস হয় নাই। জরা প্রভাবে সৌন্দর্য্য এবং বল, সমস্তই অপগত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এই অস্বাস্থ্যদায়িনী আশার নিবারণ হইল না। অশেষবিধ পাপ করিয়া সম্প্রতি

বৃদ্ধ দশা প্রাপ্ত হইয়াছি, সমীপে মৃত্যু আগত প্রায় হই-য়াছে। আমি পুত্রহীনা অতএব পাপ কার্য্যের দ্বারা যে সকল ধন উপার্জ্জন করিয়াছি, আমার উপরমে সে সকল কে রক্ষা করিবে। অতএব সখি! যদ্যপি তোমার অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে আমার অন্যায়োপার্জ্জিত এই সমস্ত ধন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে ইচ্ছা করি।

ব্রাহ্মণী বলিল, আমি এই বয়স পর্য্যন্ত যে সকল ধন উপার্জ্জন করিয়াছি, তৎসমস্তই অসৎ পাত্রে দান করিয়া ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং আমার কিছুমাত্র সঞ্চিত ধন নাই। তবে যদ্যপি তোমার ধন থাকে তাহা হইলে অবশ্য দান করিতে পার। তাহার এই বাক্য শ্রবণে বেশ্যা অত্যন্ত হর্ষিতা হইয়া সমস্ত ধনের দ্বারা অন্নদান করিতে আরম্ভ করিল।

হে বিপ্রেন্দ্র! প্রচুর ধনের অধীশ্বর হরিশর্ম্মাও অতিশয় ভক্তিসহকারে নিরন্তর ভগবান জনার্দ্দনের পূজা করিত। ক্রমে ক্রোধ, হিংসা, দম্ভ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক কমলাপতির প্রীতির নিমিত্ত কঠোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। গন্ধ-পুষ্প ধূপ এবং ঘৃত-পূর্ণ প্রদীপ দ্বারা প্রতিদিবস দৃঢ় ভক্তিসহকারে ভগবানের পূজা করিত। হে দ্বিজ! ব্রাহ্মণ ধনবান হইলেও এক দিবসের নিমিত্ত কিঞ্চিৎমাত্র নৈবেদ্য প্রদান করিত না। ধনক্ষয়ের আশঙ্কা করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণ কিম্বা জ্ঞাতি-দিগকে কোন দিবস ভোজন করাইত না। সেই কৃপণ ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতিদিবস পিপীলিকা ও মূষিক প্রভৃতি জন্তু-গণও বুভুক্ষিত থাকিত। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! সে উপার্জ্জিত

ধন সকল কিছুমাত্র ব্যয় না করিয়া প্রতিদিন আপনিই ভোগ করিত। ধন প্রার্থনার ভয়ে সুহৃদ, ব্রাহ্মণ এবং বান্ধবগণের সহিত আলাপও করিত না। আপনার গৃহে বসিয়া ধন সকল গণনা করত আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া পরম আমোদিত হইত। এইরূপে কালপ্রাপ্ত হইলে, ধনবান হরিশর্ম্মা, গণিকা এবং বেশ্যা ইহারা সকলে এক সময়েই কলেবর পরিত্যাগ করিল। অনন্তর তাহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পাশ ও মুদ্গরধারী অত্যন্ত ভীষণাকার যমদূতগণ আগমন করিল। চণ্ডাদি সেই যমদূতগণ তাহাদিগকে লইয়া তৎক্ষণমাত্র দুর্গম পথ দিয়া যমপুরে গমন করিল। চণ্ড বলিল, হে জীবিতেশ! হরিশর্ম্মা, বেশ্যা এবং ব্রাহ্মণীকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি অবলোকন করুন।

হে দ্বিজসত্তম! যমরাজ তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক সর্ব্বকার্য্য-বিচক্ষণ চিত্রগুপ্তকে বলিলেন, হে মহামতে চিত্রগুপ্ত! তুমি ইহাদিগের জন্মাবধি পাপ পুণ্যের বিচার কর। যমরাজের আদেশক্রমে বিচক্ষণ চিত্রগুপ্ত তাহাদিগের সমস্ত শুভাশুভের বিচার করিলেন। চিত্রগুপ্ত বলিলেন, হে দেব! এই বেশ্যা ব্রাহ্মণী এবং হরিশর্ম্মা ইহারা যে যে পাপ করিয়াছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। এই দুরাশয়া রতিবিদগ্ধানাম্নী গণিকা যে সকল পাপ করিয়াছে তাহা আমি বলিতে সমর্থ নহি। অন্যায়োপার্জ্জিত সমস্ত ধনের দ্বারা এই গণিকা গত যৌবন সময়ে অন্নদান করিয়াছিল। সেই অন্নদান প্রভাবে গৃহবাসরূপ যাতনা হইতে এবং কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ সকল হইতে পরিমুক্ত হইয়াছে। হে মহারাজ! ক্ষিতিতলে যে ব্যক্তি

অন্নদান করে, সে পাপী হইলেও বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ পৃথিবীতলে যাবৎসংখ্যক অন্নদান করিয়া থাকে, তাবৎসংখ্যক ব্রহ্মহত্যাদি পাপ ধ্বংস হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে সূর্য্যজ! যাহারা অন্ন-দান করে, পাপ তাহাদিগের শরীর পরিত্যাগ করিয়া গৃহী-তার শরীরে প্রবেশ করে। এই হেতু বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ পাপীদিগের অন্ন গ্রহণ করেন না। যে মূঢ় মোহপ্রযুক্ত পাপীদিগের অন্ন গ্রহণ করে সে নিশ্চয়ই পাপভাগী হয়। হে প্রভো! বেশ্যার শুভাশুভ কর্ম্ম সকল বলিলাম। এক্ষণে ব্রাহ্মণীর সমস্ত পাপ পুণ্য বলিতেছি শ্রবণ করুন। ভদ্র-কীর্ত্তিপ্রিয়া ক্ষেমঙ্করীনাম্নী এই বেশ্যা বিশুদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অশেষবিধ পাপাচরণ করিয়াছে। যৌবনগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া আপন আশ্রমাচার পরিত্যাগ এবং বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিত। হে ভাস্করাত্মজ! আমি সহস্র বর্ষেও ইহার পাপ কার্য্যের সংখ্যা করিতে সমর্থ নহি। কিন্তু হে জীবেশ! ইহার একটি শুভাবহ কর্ম্ম আছে, তদ্দ্বা-রাই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। শৈশবকালে এক দিবস শিশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে পথি মধ্যে চতুষ্কোণসমন্বিত এক গর্ত্ত খনন করিয়াছিল। দৈবযোগে ঐ দিবসেই অনবরত বৃষ্টি হইয়া ইহার নির্ম্মিত সেই খাত জলে পরিপূর্ণ হয়। হে রাজন্। অনন্তর মধ্যাহ্ন সময়ে এক গো অত্যন্ত তৃষিত ও তপনতাপে অত্যন্ত তাপিত হইয়া, সেই জল পান করিয়াছিল। হে প্রভো! যে ব্যক্তি ভূমিতে জল স্থাপন করে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, নারায়ণালয়ে গমন করিয়া থাকে। এই দুরাশয়া

ব্রাহ্মণী বহুবিধ পাপ করিলেও জল দান প্রভাবে সকল পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছে। আর এই ব্রাহ্মণ ভগবান বাসুদেবের একান্ত ভক্ত, অতএব তিনিই ইহাঁর নিগ্রহানিগ্রহের বিচার করিবেন।

ব্যাস বলিলেন, যম চিত্রগুপ্তের এই কথা শ্রবণ করিয়া, সেই বেশ্যা, ব্রাহ্মণী এবং ব্রাহ্মণের বন্দনা করিলেন এবং সুহৃদের ন্যায় নানাবিধ সুবর্ণালঙ্কার ও বস্ত্রের দ্বারা তাহাদিগকে পূজা করিয়া, ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক মৃদুবচনে এই কথা বলিলেন। তোমরা সকলেই অতি মহাত্মা, কারণ, তোমাদিগের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব ভগবান কমললোচনের সুখময় ধামে গমন কর। এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে রাজহংসযুক্ত কাঞ্চন নির্ম্মিত রথে আরোহণ করাইয়া, চক্রপাণির আবাস স্থানে প্রেরণ করিলেন। তাহারা পাপ পরিমুক্ত শরীরে সর্ব্বাভরণে ভূষিত এবং মনোহর রথে আরোহণ করিয়া, ভগবানের আলয়ে গমন করিল। হে বিপ্র! পাপ পরিহীনা গণিকা এবং ব্রাহ্মণী পরমেশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া পরমসুখে অবস্থান করিতে লাগিল।

ভগবান হরিশর্ম্মাকে সমাগত দেখিয়া, স্নেহপ্রযুক্ত তাহাকে কনক নির্ম্মিত শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিলেন। পরে দিব্যযানোপবিষ্ট সেই দ্বিজোত্তমকে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয়াদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজন্মন্! আমার ভক্তদিগের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। তোমার কুশল বার্ত্তা আমার নিকট বল। আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি চিরকাল সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব বিবর্জ্জিত

হইয়া আমার এই মন্দিরে অবস্থান কর। ব্রাহ্মণ বলিল, হে প্রভো! পৃথিবীতলে লোক সকল আপনাকে স্মরণ করিয়া কুশল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমি আপনার দর্শনলাভ করিয়াছি, অতএব ইহা অপেক্ষা আর কুশল কি আছে?

ব্যাসদেব বলিলেন, ভগবান ব্রাহ্মণের ভক্তিগর্ভ এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া, তাহাকে আপনার সারূপ্য প্রদান করিলেন। কমলাপতি তাহাকে সর্ব্বপ্রকার দুর্ল্লভ সুখ-সম্পদ অর্পণ করিলেন, কিন্তু তাহার কার্পণ্য স্মরণ করিয়া কেবল আহার প্রদান করিলেন না। ব্রাহ্মণ দুই তিন দিবস পরে অনাহার নিমিত্ত ক্ষুধায় আকুল হইয়া বিনয়নম্র-বচনে ভগবানকে কহিল, হে প্রভো! অনেক তপস্যার ফলে আপনার স্থান প্রাপ্ত হইয়াও কি নিমিত্ত সর্ব্বদা ক্ষুধায় বিকল হইতেছি। পরমাসুন্দরী অমরযুবতী-গণের চামর ব্যজনে পরমসুখে মঞ্চোপরি নিদ্রা গিয়া থাকি। নানাপ্রকার সুগন্ধিপুষ্পের মালা দ্বারা অলঙ্কৃত এবং সর্ব্বাঙ্গে চন্দনবিলেপন দ্বারা দেবরাজের ন্যায় সুখে অবস্থান করি। হে প্রভো! আপনার আদেশক্রমে চার্ব্বঙ্গী কামিনীগণ প্রতি-দিবস আমার নিকটে গীত এবং নৃত্য করে। বাসবাদি দেবগণ আমার চরণধূলি লইয়া মস্তকস্থিত কিরীটের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। হে জগৎপতে! দেব, দেবী এবং মুণিগণ কিঙ্করের ন্যায় নানাবিধ স্তুতিবাক্যে সর্ব্বদা আমার স্তব করিয়া থাকেন। প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় নয়নযুগল, রম-ণীয় পীতবসন, কুণ্ডল ও স্বর্ণযজ্ঞোপবীত এবং কিরীট ও কুণ্ডল দ্বারা দ্বিতীয় আপনার ন্যায় গরুড়ধ্বজরূপে শোভা পাইতেছি। হে প্রভো! আপনি অন্যান্য নানা প্রকার

দুর্ল্ভ সুখ সকল প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কি নিমিত্ত আমারে আহার প্রদান করিতেছেন না। বৃক্ষ যেরূপ কোটরস্থ অগ্নি দ্বারা নিরন্তর জ্বলিয়া থাকে, সেইরূপ সুমহৎ ক্ষুধাগ্নি দ্বারা আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে! প্রজ্বলিত জঠরপিত্তে বিকলাঙ্গ হইয়া আপনার প্রদত্ত অতুলসুখে কিছুমাত্র সন্তোষলাভ হইতেছে না। হে জগদীশ্বর! কর্ম্ম, মন এবং বাক্য দ্বারা কোন দিবস আপনি ভিন্ন অন্য দেবতা পূজা করি নাই। বলিতে কি, স্বপ্নেও আপনার প্রতি অভক্তি প্রকাশ করি নাই, অতএব কি অপরাধে আমাকে আহার প্রদানে বিরত হইতেছেন?

ব্যাসদেব কহিলেন, অনন্তর প্রাতে দুঃখনিবারক ভগবান কৌতুকাবিষ্ট হইযাও লজ্জাবশতঃ তাহার পূর্ব্বকার্পণ্যভাব কিছুমাত্র বলিতে পারিলেন না। কিছুকাল অধোমুখে থাকিয়া ক্ষুধাকুল সেই পরম ভক্তকে বলিলেন, তুমি যে কর্ম্মদোষে এইরূপ ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছ, তদ্বিষয় আমি বলিতে সমর্থ নহি, অতএব তুমি ব্রহ্মার নিকট গমন কর। ভগবান এইরূপ আদেশ করিলে, বুভুক্ষিত সেই ব্রাহ্মণ সুশোভিত রথে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মার সদনে গমন করিল। তথায় চতুরানন ব্রহ্মাকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়বচনে বলিতে লাগিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি স্বয়ম্ভু এবং আপনিই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনাকে প্রণাম করি। হে লোকেশ! আপনি বিধাতা, আপনি পিতামহ, পলাশকুসুমের ন্যায় উজ্জলরূপে আপনিই হংসযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া থাকেন, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি সত্ব, রজ এবং তম ত্রিগুণাত্মক, আপনি সর্ব্বদেবগণ শ্রেষ্ঠ,

আপনাকে প্রণাম করি। হে অজযোনে! আপনি বিশ্ব-মূর্ত্তি, অমরগণ সর্ব্বদা আপনার সেবা করিয়া থাকেন, চতু-র্ব্বর্গ ফল প্রদান করিতে আপনিই সক্ষম, আপনাকে প্রণাম করি।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে দ্বিজ! ব্রহ্মা তাহার এইরূপ স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রীতিপূর্ব্বক সেই হরিশর্ম্মাকে কহিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর। অনন্তর ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার পরম ভক্তিপূর্ব্বক নানা প্রকার স্তুতিবাক্য দ্বারা স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, হে প্রভো! যদ্যপি আমার প্রতি আপনার অনুকম্পা থাকে তাহা হইলেই আমি সমস্ত প্রাপ্ত হইতে পারি; বরের প্রয়োজন কি। তবে যদ্যপি আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ বলিল, আমি কর্ম্মভূমিতে মহতী ভক্তিপূর্ব্বক হরির আরাধনা করিয়া সম্প্রতি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছি। হে প্রভো! সেই পরমোৎকৃষ্ট স্থানে থাকিয়াও কোন্ কর্ম্ম দোষে আমি জঠরানলে সন্তপ্ত হইয়া সর্ব্বদা বিষম ক্লেশ ভোগ করিতেছি? ব্রহ্মা কহিলেন, তুমি যে কর্ম্ম দোষে সর্ব্বদা ক্ষুধায় পীড়িত হও তৎসমুদায় কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রচুরতর ধনের অধীশ্বর হইয়াও বিনা নৈবেদ্যে প্রতিদিবস হরির পূজা করিয়াছ, সেই দুষ্কর্ম্মের এই ফল জানিবে। তুমি কখন ঘৃতের দ্বারা অগ্নিতে হোম কর নাই, ফলমূলাদি প্রদান করিয়া কখন ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট কর নাই, জ্ঞাতিদিগের ভরণ পোষণ, অতিথির পরিচর্য্যা এবং

কখন যাচক ও মিত্রদিগকে তুষ্ট কর নাই, ধনক্ষয়ের আশঙ্কা করিয়া কৃপণতাপ্রযুক্ত পিতৃযজ্ঞাদি কর্ম্ম কর নাই। হে দ্বিজসত্তম! এই নিমিত্ত সমস্ত সুখদ বিষ্ণুলোকে আগমন করিয়াও প্রবল ক্ষুধানলে দগ্ধ হইতেছ। ভগবান তোমাকে রথে এবং কনক পর্য্যঙ্কে স্থান দান করিয়াছেন, তথায় তুমি দেবাঙ্গনাগণের সহিত শয়ন করিয়া থাক। তুমি যেরূপ নানা প্রকার স্তুতিবাক্য দ্বারা ভগবানের স্তব করিয়াছিলে, সেইরূপ এস্থানে দেবতা এবং দেবর্ষিগণ সর্ব্বদা তোমাকে স্তব করিতেছেন। ভগবানের নিকটে তুমি যেরূপ গান করিতে, গন্ধর্ব্বপতিগণ সেইরূপ তোমার নিকটে প্রতিদিবস গান করিয়া থাকেন। সুগন্ধ চন্দন এবং পুষ্পের দ্বারা তুমি ভগবানের পূজা করিয়াছিলে, সেই নিমিত্তে এস্থানে আসিয়া চন্দন এবং পুষ্পের দ্বারা সর্ব্বদা বিভূষিত হইতেছ। তুমি যে যে সুখভোগ্য দ্রব্য ভগবানকে প্রদান করিয়াছিলে, এস্থানে সেই সেই দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছ। অন্ন, জল এবং অন্যান্য ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করিয়া তুমি কখন ভগবানের সন্তোষবিধান কর নাই, সেই নিমিত্ত এস্থানে ক্ষুধানলে সন্তপ্ত হইতেছ। যাহারা কর্ম্মভূমিতে অন্ন এবং জল প্রদান করে, তাহারা পরলোকে ক্ষুধা তৃষ্ণা বিবর্জ্জিত হইয়া পরমসুখে অবস্থান করে। সেইরূপ যাহারা কর্ম্মভূমিতে কৃপণতাপ্রযুক্ত অন্ন এবং জল প্রদান না করে, তাহারা এই পরলোকে সর্ব্বদা জঠরানলে সন্তপ্ত হইয়া পরম ক্লেশে অবস্থান করিয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণসত্তম! মনুষ্যগণ কর্ম্মভূমিতে যে বস্তু দান না করে, পরলোকে সে বস্তু কখনই প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি দুঃখোপার্জ্জিত বস্তু

দান কিম্বা স্বয়ং ভোগ না করে তৎসম্বন্ধে সে বস্তু নষ্ট প্রায় হইয়া থাকে। তোমার দুঃখের কারণ সমস্ত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তুমি যথা হইতে আগমন করিয়াছ নিঃসন্দেহচিত্তে তথায় গমন কর।

হরিশর্ম্মা কহিল, আপনার অনুগ্রহে আমার নিজ কর্ম্ম-বিপাকের বিষয় সমস্ত শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে মনুষ্যগণের কি দান করা কর্ত্তব্য তাহা আদেশ করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, অনেক প্রকার দান আছে, কিন্তু তৎসমস্ত বাহুল্যরূপে বলিবার আবশ্যক নাই, সংক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ বলিতেছি সমা-হিত হইয়া শ্রবণ কর। হে দ্বিজ! ভূমিদানই সর্ব্ব-প্রকার দান হইতে উৎকৃষ্ট, যে পুণ্যাত্মা ভূমি দান করে, সে সকল দানের ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি গোচর্ম্মমাত্র পরিমিত ভূমিদান করে, সে অখিল পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া পরম স্থানে গমন করে। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শস্য সহিত ভূমিদান করে, তাহার পুণ্য বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই শস্যভূমিদানকর্ত্তা সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া নারায়ণপুরে গমন করে এবং তথায় সমস্ত সুখভোগ করতঃ চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বহুতর ভূমি দান করে, সে সসাগরা পৃথিবীর রাজা হয় এবং বহুদিবস পৃথিবী ভোগ করিয়া মরণানন্তর নারায়ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণও অন্য প্রকার শত দান পরিত্যাগ করিয়া, ভূমি দান গ্রহণ করিবেন, কারণ যেব্যক্তি ভূমি দান করে এবং যেব্যক্তি গ্রহণ করে তাহারা উভয়ে স্বর্গে গমন করে। নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রযুক্ত যে ব্রাহ্মণ ভূমিদান পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি প্রতিজন্মে অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত

হয়। অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াও যে ব্যক্তি ভূমি দান করে, ভগবান তাহার প্রতি পরম প্রীত হইয়া পরমপদ প্রদান করেন। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি দরিদ্র ব্রাহ্মণকে গ্রাম দান করে অথবা অন্যের নিকট হইতে দেওয়ায় তাহার পুণ্য বলিতেছি শ্রবণ কর। পৃথিবীতলে যত সংখ্যক রেণু আছে এবং যতসংখ্য বৃষ্টিবিন্দু পতিত হয় তাবৎ সংখ্যক মন্বন্তর পরম সুখে বিষ্ণু লোকে বাস করে। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু দান করে সে মহাত্মার পুণ্য বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। শস্যপূর্ণা সদ্বীপা পৃথিবী দান করিলে যে ফল হয়, ব্রাহ্মণকে ধেনু দান করিলে সেই ফল লাভ হয়। যেব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বৃষভ দান করে, সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে এবং সেই বৃষের শরীরে যত সংখ্যক লোম থাকে তাবৎ সহস্র কল্প রুদ্রলোকে বাস করিযা থাকে। যেব্যক্তি বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধপ্রসূতা ধেনু দান করে সে কখন রুদ্রলোক হইতে পুনরাগমন করে না। তিলের সহিত যে ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ বৃষ দান করে, সে তিল সংখ্যাক্রমে রুদ্রলোকে বাস করে। তিল প্রমাণ স্বর্ণ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে দান করে সে কোটিকুলের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করে। যেব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করে সে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখদ সুধা পান করিযা থাকে। যেব্যক্তি হীরক, মুক্তা, প্রবাল এবং মণি দান করে, সে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে উচ্চাশয় ব্যক্তি অশ্ব দান এবং দোষ বর্জ্জিত যুবা হস্তি দান করে, সে ইন্দ্রের ন্যায় দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়। যেব্যক্তি দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণকে দোলা দান করে

সেও ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়া কল্পচতুষ্টয় বাস করিয়া থাকে। শালগ্রামশিলা ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে পুণ্য হয় তদ্বিষয়ে সংক্ষেপতঃ বলিতেছি শ্রবণ কর। সসাগরা এবং সদ্বীপা পৃথিবী শৈল ও কাননের সহিত দান করিলে যে ফল হয়, শালগ্রামশিলা দান করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্যেরা তুলাপুরুষ দান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, শালগ্রাম-শিলা দান করিলে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তম! যেব্যক্তি শালগ্রামশিলা দান করিয়াছে সে চতুর্দ্দশ ভুবন দান জন্য ফল লাভ করিবে সন্দেহ নাই। হে নরশ্রেষ্ঠ! যেব্যক্তি তুলাপুরুষ দান করে, জননীজঠরে তাহাকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যেব্যক্তি সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত করিয়া কন্যা দান করে, সে পুনরাবৃত্তি পরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। যে মূঢ় মোহক্রমেও কন্যা বিক্রয় করে, সে পুরীষহ্রদসংজ্ঞক ঘোরতর নরকে দীর্ঘকাল বাস করিয়া থাকে। বিক্রিতা কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, সে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত চণ্ডাল সদৃশ হয়। শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিগণ কন্যাবিক্রয়ীর মুখ দর্শন করিবেন না। যদিও ভ্রমক্রমে দর্শন করেন, তাহা হইলে ভাস্কর দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবেন। কন্যাবিক্রয়ী যে সকল শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদায়ই বিফলতা প্রাপ্ত হয়। যেব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে, সে যেমন নরক হইতে নিষ্কৃতি পায় না, সেইরূপ যে কন্যা দান করে, তাহাকে স্বর্গ হইতে পুনরাগমন করিতে হয় না।

হে ভূসুর! ছত্র এবং পাদুকা দান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ

কর। পাদুকা এবং ছত্র দান করিলে ইহজন্মে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, পরে দেহাবসানে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কল্পচতুষ্টয় বাস করে। হে নরোত্তম! যেব্যক্তি নূতন বস্ত্র দান করে, সে বিদ্যাস্বরধারী হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। যেব্যক্তি পুরাতন বস্ত্র দান কিম্বা বৃদ্ধা ধেনু অথবা রজঃস্বলা কন্যা দান করে, সে নরকগামী হয়। ফলদান করিলে ত্রিদশালয়ে গমন করিয়া সহস্র কল্প পর্য্যন্ত অমৃতোপম ফল ভোজন করে। যেব্যক্তি শাক দান করে, সে ভগবান হরির আলয়ে গমন করিয়া কল্পদ্বয় পর্য্যন্ত অমর দুর্লভ পায়সান্ন ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়। যাহারা দধি, দুগ্ধ, ঘৃত এবং তক্র দান করে তাহারা ভগবানের নিজপুরে গমন করিয়া সুধাপান করিয়া থাকে। হে বিপ্র! যে মনুষ্য পুষ্প এবং চন্দন দান করে সে সহস্র যুগ পর্য্যন্ত গন্ধপুষ্পে বিভূষিত হইয়া দেবালয়ে অবস্থান করে। শয্যা দান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া সহস্র যুগ পর্য্যন্ত পর্য্যঙ্কশায়ী হয়। যেব্যক্তি প্রদীপ এবং পীঠদান করে, সে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে দীপমালাবেষ্টিত সিংহাসন প্রাপ্ত হয়। হে বিপ্র! তাম্বুলদান করিলে পরলোকে অখিল সুখভোগ করিয়া স্বর্গে দেবাঙ্গনাদিগের সহিত তাম্বুল ভোজন করতঃ সুখে শয়ন করিয়া থাকে। যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ বিদ্যা দান করে, সে বিষ্ণুর সন্নিধি প্রাপ্ত হইয়া তিন শত যুগ পর্য্যন্ত বাস করে এবং সেই স্থানে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের অনুগ্রহে দুর্ল্লভ মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনাথ এবং নিতান্ত দুঃখী ব্রাহ্মণকে যেব্যক্তি বিদ্যা দান করে, সে পুনরাগমনশূন্য

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্দ্দশ খণ্ড।

কলিকাতা

শোভাবাজার গ্রে-ষ্ট্রীট—নং ১০

অন্নদা যন্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১২৮৯ সাল।

।।৵০ দুই আনা।

শ্মশানতুল্য। যে স্থানে ধাত্রী ও তুলসী বৃক্ষ থাকে সেই স্থানে নিখিল দেবগণের অধিষ্ঠান হয়, এবং যেস্থানে না থাকে, সেস্থান সকল পাপের আশ্রয়ভূমি। যে পণ্ডিত ব্যক্তি পাপহন্ত্রী ধাত্রীফলের মালা ধারণ করে, ভগবান বিষ্ণু তাহার শরীর আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা লক্ষ্মীর সহিত বাস করেন। যে বুদ্ধিমান মনুষ্য ধাত্রী কাষ্ঠের মালা ধারণ করে, নিখিল দেবগণ তাহার শরীর আশ্রয় করিয়া থাকেন। ধাত্রী ফলের মালা ধারণ করিয়া মানবগণ যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম করে, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধাত্রী ফল ভক্ষণ করে, তাহার দেহাভ্য-ন্তরস্থ সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। হে দ্বিজসত্তম! যে ব্যক্তি সর্ব্বপাপ বিনাশিনী ধাত্রীর ফলময়ী মালা ধারণ করে তাহার মাহাত্ম্য কহিতেছি শ্রবণ কর। ধাত্রীফলমালা-ধারী ব্যক্তির যদ্যপি দৈবযোগে শ্মশান স্থানে মৃত্যু হয় তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই গঙ্গামরণজনিত পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং তাহাকে দেখিয়া পাপী সকল শতকোটি জন্মের নিদারুণ পাপ হইতে তৎক্ষণ মাত্র মুক্ত হয়। প্রতি দিবসে যে ব্যক্তি ধাত্রী এবং তুলসী কর্দ্দম ধারণ করে, সে দিনে দিনে শত অশ্বমেধোদ্ভব পুণ্য প্রাপ্ত হয়। নিখিল দেব-গণের আশ্রম স্বরূপ ধাত্রী তরুকে যে ব্যক্তি হনন করে, নিশ্চয়ই সে হরির অঙ্গে আঘাত করিয়া থাকে। সর্ব্বদেবময়ী কেশবপ্রিয়া ধাত্রী বৃক্ষের সম্যক ফল বলিতে ব্রহ্মাও সমর্থ নহেন। ভক্তি পূর্ব্বক তুলসী এবং ধাত্রী ধারণের ফল যে ব্যক্তি সম্যকরূপ অবগত আছে, সে ইহলোকে সমস্ত সুখ ভোগ করিয়াঅন্তে হরির অনুগ্রহে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, সংক্ষেপে তুলসী এবং ধাত্রী বৃক্ষের মাহাত্ম্য বলিলাম। হে দ্বিজশার্দ্দূল জৈমিনি! আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? জৈমিনি বলিলেন, হে মহাবাহো! আপনি পুনর্ব্বার তুলসী এবং অতিথি পূজার পাপনাশন মাহাত্ম্য বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। সূত কহিলেন, অনন্তর মহাতেজস্বী দ্বিজসত্তম ব্যাসদেব তুলসীর পাপনাশক মাহাত্ম্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাসদেব কহিলেন, এই ভগবতী তুলসীদেবী সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মীস্বরূপা এই হেতু দেবগণও ইহাকে বৃক্ষজ্ঞানে দর্শন করেন না। মর্ত্ত্যলোকে মানবগণ যেমন সর্ব্বদা তুলসীদেবীর সেবা করে, সেইরূপ সুরালয়ে ইন্দ্রাদি অমরগণও তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম-স্বরূপা তুলসীদেবী যেস্থানে অবস্থান করেন, আমি দৃঢ়রূপে বলিতেছি, সেইস্থানই সমস্ত কুশলের আধার। মৃত্যুকালে পাপী ব্যক্তিও যদ্যপি তুলসী-পত্র-বিগলিত জল প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে হরিসন্নিধানে গমন করে। তুলসীমূলস্থ মৃৎপিণ্ড যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ধারণ করে, সে ঘোরতর পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকালে যাহার মুখে এবং কর্ণে তুলসীপত্র থাকে, তাহার উপর যমের অধিকার থাকে না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুলসীর চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ এক ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর। আর্য্যাবর্ত্তে পবিত্র কুলোদ্ভব পরমতত্ত্বার্থবিৎ সুবুদ্ধিসম্পন্ন পবিত্র নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম বহুলা। বহুলা সদ্বংশ প্রভবা, সাধ্বী, পতিসেবাপরায়ণা এবং পরম সুন্দরী

ছিলেন। সেই স্থানে অনায়ত্তমতি নামে আর এক ব্রাহ্মণ বাস করিত; পবিত্র তাহার সহিত সখ্য করিয়াছিলেন। এক দিবস পবিত্র, অনায়ত্তমতির সহিত নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিতে করিতে এক শ্রেষ্ঠাসনে উভয়ে উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে মহাতেজা লোমশ নামে এক ব্রাহ্মণোত্তম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোমশ আসিয়া দেখিলেন, অনায়ত্তমতি এবং পবিত্র পরস্পর কি কথা কহিতেছেন। অনন্তর তাঁহারা শীঘ্র আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্যার্ঘ্য আচমনীয়াদিদ্বারা পূজা করিলেন। নারায়ণপরায়ণ লোমশ তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিলেন। মহাত্মা লোমশ উপবিষ্ট হইলে পবিত্র এবং অনায়ত্তমতি উভয়ে পরম ভক্তি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি সকল ধর্ম্মই অবগত আছেন, আপনার যে পদরেণু সাধুগণও গ্রহণ করিয়া থাকেন অদ্য সেই পবিত্র পদরেণু দ্বারা আমাদিগের এই আশ্রম পবিত্র হইল। পূর্ব্বে আমরা মোহবশতঃ যে সকল পাপ করিয়াছিলাম, আপনার পদযুগল সন্দর্শন করিয়া তৎসমস্ত বিনষ্ট হইল। আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, অমরগণও আপনার পূজা করিয়া থাকেন, আমরা মনুষ্য অতএব কি প্রকারে আপনার সম্যক পূজা করিতে সমর্থ হইব। আমরা যথাশক্তি আপনার আতিথ্য করিলাম, আপনি আত্মগুণে প্রসন্ন হউন এবং আমাদিগের সমস্ত দোষ ক্ষমা করুন। এই বলিয়া তাঁহারা উভয়েই লোমশের চরণ তলে নিপতিত হইলেন। ব্যাসদেব বলিলেন, হে জৈমিনে! পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ ত্রিলোক পূজিত লোমশ তাঁহাদিগের ভক্তিতে

পরম সন্তোষ লাভ করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের ভক্তিদ্বারা আমি পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি অতএব তোমরা শ্রেষ্ঠ পুত্রলাভ করিয়া নিজ২ বংশ সমুজ্জ্বল কর। বিনয় থাকিলে কি না লাভ হয়। ধর্ম্ম যশ এবং ধন সমস্তই বিনয় দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। তোমরা কুলধর্ম্মে তৎপর এবং সমস্ত বিনয়ীদিগের শ্রেষ্ঠ সুতরাং তোমাদিগের বিনয়োক্তিতে আমি পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। পণ্ডিতগণ অতিথিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিবস্বরূপ কহিয়া থাকেন সেই অতিথিতে তোমাদিগের এতাদৃশী ভক্তি থাকায় যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় করিতেছ। মুক্তিপদ বহুকালসাধ্য হইলেও তোমরা এই আতিথ্য দ্বারা তাহা অচিরাৎ লাভ করিবে দেখিতেছি। হে মহাভাগ! তোমরা গাত্রোত্থান কর, আমি আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ভূরি ভোজন দ্বারা সম্যক আরাধিত হইয়াছি, তোমাদিগের মঙ্গল হউক।

ব্যাসদেব কহিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণদ্বয় পদতল হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নমস্কার করিয়া লোমশ মুনিকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে অতিথির পূজা করিয়া মানবগণ পরম দুঃখলভ্য মুক্তিলাভ করে আপনি সেই অতিথি পূজার মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। অতিথি কাহাকে বলে এবং তাহার পূজাই বা কি প্রকার, যে ব্যক্তি আতিথ্য করে এবং যে না করে তাহারা উভয়েই বা কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়। লোমশ কহিলেন, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, এবং ভিক্ষুক, এই চারি প্রকার আশ্রম আছে ইহার অতিরিক্ত পঞ্চম আশ্রম নাই। গৃহী ব্যক্তিগণ বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী এবং

ভিক্ষুকদিগের পূজা করিতে পারেন এই নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই প্রধান। আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় গৃহস্থগণের ভক্তি পূর্ব্বক অতিথির পরিচর্য্যা করা কর্ত্তব্য। অতিথির পূজা করাই গৃহীদিগের পরম ধর্ম্ম, তাহা না করিলে গৃহস্থ-দিগকে আশ্রমাচারভ্রষ্ট বলিয়া থাকে। গৃহস্থগণ যদ্যপি অতিথি পূজা বিষয়ে দক্ষ হয় তাহা হইলে তাহাদিগের অন্য পুণ্য কর্ম্মের প্রয়োজন কি? যাহাদিগের নাম, ধাম, বসতি এবং জাতি প্রভৃতি জানা যায় না এরূপ অকস্মাৎ গৃহাগত ব্যক্তিকেই পণ্ডিতেরা অতিথি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র যে কোন ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে তত্ত্বদর্শীগণ তাহাদিগকে বিষ্ণুর ন্যায় পূজা করিবে। চণ্ডালাদি হীন বর্ণ ব্যক্তিগণও যদ্যপি গৃহে আগমন করে তাহা হইলে তাহাদিগকেও পাদ্যাদি ও ভূরিদক্ষিণা প্রদান করিয়া পূজা করিবে। অতিথি আগমন করিলে গৃহী ব্যক্তি প্রণাম করিয়া শীঘ্র পাদ্যাদি এবং আসন প্রদান করিবে। পরে সুকোমল বচনে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া হর্ষ পূর্ব্বক দিব্যান্নাদি দ্বারা ভোজন করাইবে। অনন্তর সুখদ গৃহে তাহাকে শয়ন করাইয়া প্রাতঃকালে ভক্তিপূর্ব্বক আগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসার পর যথাভিলষিত স্থানে যাইতে অনুমোদন করিবে। যদ্যপি কর্ম্ম বিপাক বশতঃ গৃহী ব্যক্তি দুঃখী হয় তাহা হইলে সে যে প্রকারে অতিথির পূজা করিবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। অতিথি আগমন করিলে ভক্তিপূর্ব্বক তৃণাসন প্রদান করিবে তাহাও যদ্যপি না থাকে তাহা হইলে বসন অথবা ভক্তি-পূর্ব্বক

ভূমিতেই বসিতে কহিবে। অনন্তর পাদ প্রক্ষালনের নিমিত্ত উত্তম উদক প্রদান করিয়া কোমল বাক্যে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবে। পরে ভোজনের নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক ফলমূলাদি প্রদান করিবে। যদ্যপি তাহাও না দিতে পারে তাহা হইলে অতিথির নিকট আপনার দরিদ্রাবস্থা প্রকাশ করিবে। কহিবে হে অতিথি! আমি মহাপাপী এবং দরিদ্রপ্রবর, আমি আপনার তুষ্টি বিধান করিতে ইচ্ছা করিলেও দৈব তাহাতে প্রতিবন্ধক হইতেছেন। দরিদ্র ব্যক্তি এই বিধানানুসারে অতিথির পরিচর্য্যা করিলে স্বীয় আচার পতিত হয় না অথচ অতিথিসংকারের যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হয়। গৃহে অতিথি আগমন করিলে যে গৃহী তাহার অর্চ্চনা না করে তাহার কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য সমস্ত ধ্বংস হইয়া থাকে। একমাত্র অতিথিকে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাহার কোটি জন্মজ পাপ সকল নষ্ট করেন। আমি দৃঢ়তা সহকারে সত্য করিয়া বারম্বার বলিতেছি যে অতিথি সেবা ব্যতিরেকে গৃহীদিগের অন্যগতি নাই। পুনরায় আমি সত্য সত্য কহিতেছি যে আগন্তুক ব্যক্তিদিগের পূজা ব্যতীত গৃহধর্ম্মী ব্যক্তিদিগের আর উপায়ান্তর নাই, নাই, নাই, নাই। দ্বাপরযুগে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ জ্ঞানভদ্র নামে এক বত্রভ ছিলেন, তাঁহার স্ত্রীর নাম বল্লভা। জ্ঞানভদ্র পরম জ্ঞানবান্ ছিলেন। তিনি প্রিয় ভার্য্যার সহিত সৌরাষ্ট্রদেশে বাস করেন। সেই স্থানে দুগ্রহ সঞ্চার বশতঃ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হওয়ায় মহৎ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন তদ্দেশবাসী লোক সকল যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া আপন আপন কুলমর্য্যাদা

প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছিল। হে দ্বিজসত্তম! বহু পুত্র-শালী গোপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানভদ্র দুর্ভিক্ষে হতসম্পত্তি এবং অতি-শয় দুঃখে নিপতিত হইয়া কতিপয় মাস শাক আহার এবং কতিপয় মাসফল মূল ভক্ষণপূর্ব্বক নিরতিশয় ক্লেশে অতি-বাহিত করিলেন। পরে এক দিবস ভার্য্যা এবং পুত্রগণের ক্ষুধাকুল বদন সন্দর্শনে দুঃখিত ও আপনিও বুভুক্ষিত হইয়া ফলমূল জলাহরণের নিমিত্ত উপত্যকা ভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কুষ্মাণ্ড ফল প্রাপ্ত হইলেন। হে বিপ্রেন্দ্র! ফল-লাভে পরম আহ্লাদিত অন্তঃকরণে তাহা লইয়া দ্রুতপদে নিজ আলয়ে আগমন করিলেন। ইত্যবসরে সহসা গগনমণ্ডল ঘোরতর নীলবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। সেই মহত্তর বৃষ্টিতে সমস্ত শরীর প্লাবিত এবং শীতে নিতান্ত কাতর হইয়া বন হইতে এক ব্যাধ আগমন পুর্ব্বক তাহাদিগের গৃহে আশ্রয় লইল। শীতে কম্পান্বিত কলেবর সেই অতিথিকে আগমন করিতে দেখিয়া জ্ঞানভদ্র অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহার শীত নিবারণ করিলেন। অতিথি গতশীত হইলে জ্ঞানভদ্র দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তৃণাসন এবং পাদ্যাদি প্রদান করিলেন। অনন্তর সুস্থ মনে এবং মধুর বাক্যে অতিথির সহিত নানা রূপ প্রশ্ন আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুকাল আলাপের পর বিংশতি দিবস অনাহার হেতু স্বয়ং ক্ষুধায় নিতান্ত দুর্ব্বল হইলেও স্বামি-সেবা-সুদক্ষা গৃহিণীর নিকট হইতে সেই কুষ্মাণ্ড ফল লইয়া পরম যত্নপূর্ব্বক নিজ ভাগ অতিথিকে প্রদান করিলেন। স্বামি-ভক্তিপরায়ণা সাধ্বী গৃহিণীও অতিথি সেবার নিমিত্ত নিজাংশ অর্পণ করিলেন।

অতিথি সেই গোপ-দম্পতীর ভাগদ্বয় ভক্ষণ করিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর গোপ-দম্পতী দৃঢ় ভক্তি সহকারে অতিথিকে বিষ্ণুর ন্যায় পূজা করিলে অতিথি সে রাত্রি তাঁহাদিগের গৃহে অবস্থান করিয়া প্রাতঃকালে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। জ্ঞানভদ্র ভার্য্যার সহিত একবিংশতি দিবস অনাহারে অতিবাহিত করিয়া অসহ্য জঠর যন্ত্রণায় উভয়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই পুণ্যপ্রভাবে তাহারা অমরদুর্ল্লভ হরি-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল এবং তদবধি সেই রাজ্যে দুর্ভিক্ষের অবসান হইল। লোক সকল শোক ও ব্যাধিবিবর্জ্জিত এবং ধন-ধান্যাদি সম্পন্ন হইয়া পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা প্রজাপালক হইলে দস্যু সকল বিনষ্ট হইল, মেঘ সকল যথাকালে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল এবং লোক সকল শিষ্টাচারে রত হইল। সেই কর্ম্মফলে গোপ দম্পতীর পূর্ব্বতন ও অধস্তন কোটি পুরুষ পাপ বিবর্জ্জিত হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইল। জ্ঞানভদ্রের সন্ততি পরম্পরা দোষ শূন্য, শোক-ব্যাধি-বিবর্জ্জিত, ধনসম্পন্ন এবং সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

লোমশ কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! আমার নিকট হইতে তোমরা ইতিহাসের সহিত আগন্তুক পূজামাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, এক্ষণে অন্য কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর।

ব্যাসদেব কহিলেন, পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ লোমশ এই কথা বলিতেছেন, এমত সময়ে এক মূষক কালহস্তে আকৃষ্ট হইয়া বিল হইতে উত্থিত হইল। বিলোত্থিত মূষিক দর্শনে লোমশ ক্রোধে বিহ্বল হইয়া, এই পাপাশয় দুষ্ট মূষিক

আমার আশ্রম খনন করে এবং দৃঢ় দন্তের দ্বারা গৃহ-দ্রব্য সকল কর্ত্তন করে বারম্বার এই কথা বলিয়া প্রবলবেগে উত্থিত হইলেন। এবং কহিলেন, দয়াই সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে, অতএব দুষ্ট জন্তু ব্যতীত সকল জন্তুতেই দয়া করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া অতিশয় ক্রোধে প্রাপ্তকাল পাপকারী সেই মূষিককে তীক্ষ্ণ নারাচাস্ত্র দ্বারা হনন করিলে মূষিক রুধির ধারায় প্লাবিতাঙ্গ এবং প্রবল বেদনায় চেতনা রহিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। মূষিক ভূমিতলে পতিত হইলে অনায়ত্তমতি হাহাকার রবে বেগে উত্থিত হইয়া নিজ কর্ণ হইতে উত্তম তুলসীপত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার বদনে মস্তকে এবং কর্ণদ্বয়ে প্রদান করিলেন। এবং কহিলেন, হে গোবিন্দ-হৃদয়ানন্দ-দায়িনী মাতস্তুলসি! এই পাপাত্মা মূষিকের উত্তম গতি বিধান করুন। সর্ব্বলোকোপকারক ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া হে হরে! হে নারায়ণ! হে অনন্ত! উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। মূষিক তুলসী পত্র স্পর্শে পাপশূন্য এবং বিষ্ণু নাম শ্রবণে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু দূতগণকর্ত্তৃক আবৃত দিব্যরথে আরোহণ করিয়া পরমস্থানে গমন করিল। অনন্তর সহস্র কোটি যুগ নারায়ণালয়ে অবস্থান করত সেই স্থানেই দিব্যজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইল।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তোমাকে তুলসী দেবীর মাহাত্ম্য বলিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর তাহা বল।

———

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, হে মহাভাগ! সুদারুণ কলিযুগ আগমন করিলে লোক সকল কিরূপ ভাব অবলম্বন করিবে তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

ব্যাসদেব কহিলেন, পণ্ডিতগণ, প্রথমতঃ সত্য, তাহার পর ত্রেতা, তদনন্তর দ্বাপর সর্ব্বশেষে কলিযুগ বলিয়াছেন। সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ছিল, লোক সকল ধর্ম্মপরায়ণ, বর্ণ এবং আশ্রমাচারে তৎপর ও তপস্যাদির অনুষ্ঠানে রত থাকিত। সে সময়ে রোগ, শোক, হিংসা, দম্ভ প্রভৃতি দুঃখদ ভাব সকল কেহই অবগত ছিল না। সকলেই ভগবানের আরাধনায় তৎপর, সত্যবাদী, দয়াবান, দীর্ঘজীবী, ধনসম্পন্ন, পরোপকারী এবং সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা ছিল। ভূপাল যথানিয়মে প্রজাপালন করিতেন, প্রজাগণও রাজার নিতান্ত অনুগত থাকিত। আহা সত্যযুগের গুণ বর্ণনা করিতে কে সমর্থ হয়, সে সময় কোন ব্যক্তিও অধর্ম্মের উচ্চারণ করিত না। পরে ত্রেতাযুগ আগমন করিলে ধর্ম্ম পাদহীন হইলেন। লোক সকল অল্প ক্লেশ-যুক্ত হইল, এবং কেহ কেহ বা সম্পূর্ণ সুখেই অবস্থান করিতে লাগিল। বিষ্ণুপূজা, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, বর্ণাশ্রমাচার, সুখ এবং সুস্থতা প্রভৃতি সমভাবে রহিল। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য-শাসন করিতেন এবং শূদ্রগণ সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ সেবায় তৎপর থাকিত। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণও সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, দাতা, প্রতিগ্রহনিবৃত্ত, তপোনুষ্ঠানরত, বিষ্ণু-সেবাপরায়ণ এবং বেদবেদাঙ্গপারগ ছিলেন। মেঘনিকর যথাকালবর্ষী, মহিলাগণ পাতিব্রত্যধর্ম্মনিরত,

বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা এবং পুত্র সকল পিতৃসেবাপরায়ণ ছিল। ত্রেতা যুগের অবসানে দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম দ্বিপাদে পরিণত এবং মানব সকল সুখ দুঃখান্বিত হইল। কেহ পাপরত, কেহ ধর্ম্মপরায়ণ, কেহ গুণহীন, কেহ বা মহাগুণসম্পন্ন, কেহ অত্যন্ত দুঃখী, কেহ বা অতিশয় ধনবান হইল। ব্রাহ্মণগণ কোন সময়ে প্রতিগ্রহে স্পৃহা করিতেন এবং কোন সময়ে বা রাজগণ ধনলোভে প্রজাদিগের প্রতি দণ্ড বিধান করিতেন। ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ও শূদ্রেরা দ্বিজসেবানুরক্ত ছিল। যে সময়ে যুগক্রমে ধর্ম্ম পাদ পাদ হীন হইতে আরম্ভ হইল, সেই সময়ে ভগবান্ ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া বেদভাগ প্রচার করিলেন। ক্রমে কলিযুগ আগমন করিলে, ধর্ম্ম পাদমাত্র অবশিষ্ট রহিবে এবং মানবগণ সর্ব্বপ্রকার পাপে রত হইবে। কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকল জাতিই নিজ নিজ আচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপপরায়ণ হইবে। ব্রাহ্মণগণ প্রতিগ্রহপরায়ণ, অত্যন্ত কামুক, ক্রূরস্বভাব, বেদনিন্দাকারী, দ্যূত এবং চৌর্য্য ব্যবসায়ী, বিধবাসঙ্গলুব্ধ, পরান্নলোলুপ, তপোব্রতপরাঙ্মুখ এবং পাষণ্ডসঙ্গলুব্ধ হইবে। কোন কোন ব্রাহ্মণ অর্থ লাভের নিমিত্ত জটা শ্মশ্রু এবং কৌপীন ধারণ করিয়া কপটধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। এই যুগে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রধর্ম্ম এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দীক্ষা গুরু হইবে। উত্তম ব্যক্তিগণ ধনহীন হইয়া নীচতা প্রাপ্ত এবং নীচ ব্যক্তিগণ ধনসম্পন্ন হইয়া অত্যুচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইবে। শূদ্রগণ যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করিবে এবং উপকারী ব্যক্তিকেই সকলে দান করিবে। লোকে মিত্রস্নেহ

প্রযুক্ত কূট সাক্ষ্য প্রদান করিবে এবং দাতাগণ ধর্ম্মবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধর্ম্ম বুদ্ধিতে দান করিবেন। মানবগণ ক্রূর-স্বভাব হইয়া পরোক্ষে নিন্দা এবং সম্মুখে প্রিয়বাদী, পর-স্ত্রীহিংসক ও মিথ্যাভাষী হইবে। ব্রাহ্মণগণ পরবিত্তাভিলাষী হইবেন, এবং গৃহে অতিথি আগমন করিলে যথাবিধানে তাহাকে আরাধনা করিয়া ধনলোভে তাহার প্রাণসংহার করিবেন। এবং গব্য বিক্রয়, কন্যাবিক্রয় প্রভৃতি দোষে সর্ব্বদা রত থাকিবেন। পুরুষনিচয় স্ত্রীজিত হইবে এবং স্ত্রী সকল অত্যন্ত চঞ্চলা হইয়া স্বামীদিগকে দুর্নীতিতে বাধ্য করিবে।

জৈমিনি বলিলেন, হে প্রভো! আপনি কহিলেন, মনের শুদ্ধিবিহীনত্ব প্রযুক্ত সকলেই দুর্নীতি প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিয়াছে। কলিযুগে সকলেই অশুদ্ধচিত্ত হইবে, অতএব তাহাদিগের কর্ম্ম সকল কিপ্রকারে সফল হইবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

ব্যাসদেব কহিলেন, কলিযুগে বিষ্ণুর প্রীতি কামনা করিয়া সকল কর্ম্মের আচরণ করিবে। যে সকল কর্ম্ম বিষ্ণুকে সমর্পণ করা যায় তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। আমি একমনে দৃঢ়তা পূর্ব্বক কহিতেছি যে যে কর্ম্ম বিষ্ণুকে অর্পণ না করা যায় তাহা নিশ্চয়ই বিফল হয়, কিন্তু বিষ্ণু-ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তির কোন কর্ম্মই বিফল হয় না। হে ব্রাহ্মণসত্তম! যাহা ভক্তিভাবে শ্রবণ করিলে মানবগণ মোক্ষপ্রাপ্ত হয় সেই সমস্ত কথা তোমাকে ব্যক্ত করিয়া কহিলাম।

সূত কহিলেন, জৈমিনি পরমার্থবেত্তা ব্যাসদেব কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইলে, ক্রিয়াযোগবান হইয়া পরমস্থানে গমন করিলেন। মহাত্মা ব্যাসদেবোক্ত এই ক্রিয়াযোগ-সার যেব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ অথবা শ্রবণ করে সে বহু জন্মার্জ্জিত পাপ সকল হইতে পরিমুক্ত হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই। মানবগণ যাহা যাহা কামনা করিয়া ইহা পাঠ অথবা শ্রবণ করে ভগবানের প্রসাদাৎ তাহা শীঘ্রই লাভ করিয়া থাকে। যদ্যপি ইহার শ্লোকার্দ্ধ অথবা শ্লোকপাদমাত্রও পাঠ করে তাহা হইলে সেও বাঞ্ছিত ফললাভ করিবে সন্দেহ নাই। স্বয়ং লিখিয়া অথবা অন্যের দ্বারা লেখাইয়া যেব্যক্তি এই শাস্ত্রের অর্চ্চনা করে, সে নিশ্চয়ই বিষ্ণুপূজার ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্যাস-দেবের মুখকমল বিনির্গত, বৈষ্ণবদিগের প্রীতিপ্রদ এবং অতিশয় মনোহর এই পুরাণ, চিরকাল বৃন্দারক-বৃন্দ-কর্ত্তৃক বন্দিত চরণ-যুগল সকল ভুবনভর্ত্তা শ্রীনারায়ণের প্রীতি সম্পাদন করুক্।

সম্পূর্ণ

পদ্মপুরাণ।

সৃষ্টিখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

যাহা স্বভাবতঃ সাতিশয় স্বচ্ছ; করিকর ও মকরনিকরের ইতস্ততঃ সঞ্চালন বশতঃ যাহাতে ফেণরাশি সমুদ্ভূত হইয়াছে, বেদানুরক্ত ব্রত-নিয়ম পরায়ণ বিপ্রর্ষি যাহার সেবা করেন, ত্রিভুবন পিতা আদিদেব ব্রহ্মা যাহার পূজা করিয়া থাকেন, ভুজঙ্গমরাজ অনন্তের সুবিস্তৃত ফণমণ্ডলে যাহার শোভা সমৃদ্ধির পরিসীমা নাই সেই সর্ব্বমঙ্গলসাধন শশধর-সন্নিভ পৌরুষ * সলিল তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

একদা সূত একান্তে আসীন হইয়া আছেন, এমন সময়ে ব্যাস-শিষ্য মহামতি লোমহর্ষণ † তাঁহারে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে তাত! তুমি আমার নিকট যে সকল ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছ, শুশ্রূষা-পরায়ণ ঋষিদিগের আশ্রমে গমন করিয়া, তৎসমস্ত সবিস্তার কীর্ত্তন কর। হে পুত্র! আমি

---

* পুরুষ শব্দে আদিপুরুষ মহাবিষ্ণু স্বীয় পুরুষাকার দ্বারা যাহার সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ পৌরুষ অর্থাৎ কারণসলিল বলিয়া থাকেন। কেননা, এই সলিল হইতেই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড প্রাদুর্ভূত হয়।

† যিনি স্বীয় সুমধুর বাক্যে সকলের রোমহর্ষণ অর্থাৎ পুলক সঞ্চারিত করেন।

মহাতপাঃ বেদব্যাসের নিকট নিখিল পুরাণ আখ্যান লাভ করিয়াছি। তুমি সেই সকল যথাযথ ঋষিদিগকে উপদেশ কর। পূর্ব্বে পবিত্র প্রয়াগতীর্থে অষ্টকুলীয় ঋষিগণ ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া স্বয়ং প্রভু বিধাতাকে আপনাদের অভীপ্সিত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে সেই সর্ব্বলোক-হিতৈষী স্বয়ম্ভূ তাঁহাদিগকে এইরূপ অনুশাসন করিয়াছিলেন, যে হে ঋষিগণ! এই যে দিব্যরূপ দিব্যনাভি দিব্যগতি-সম্পন্ন নিরুপম চক্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, তোমরা আলস্য পরিশূন্য ও নিয়মাবলম্বী হইয়া, ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর। পরে যাহা হিত তাহা প্রাপ্ত হইবে। এই ধর্ম্মচক্র গমন করিতে করিতে যে স্থানে ইহার চক্রধারা বিশীর্ণ হইবে, সেই দেশই পবিত্র বলিয়া জানিবে। প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। যে স্থানে ধর্ম্ম-চক্রের নেমী বিশীর্ণ হইয়াছে, তাহার নাম নৈমিষ। ঋষিগণ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া, তথায় বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তুমি সেই নৈমিষক্ষেত্রে গমন করিয়া, তাঁহাদিগকে সবিস্তার ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দেশ কর। ঋষিকুলাগ্রগণ্য পরম ধর্ম্মবিৎ উগ্রশ্রবা * পিতৃনিদেশক্রমে তথায় গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সকলের যথাবিহিত পূজা সমাধানান্তে প্রণিপাত ও নমস্কারাদি-দ্বারা সকলকে সম্ভাবিত করিলেন। সেই সকল যজ্ঞপরায়ণ ঋষিগণ ও সদস্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহারে যথাবিহিত প্রতিপূজা ও সামবাদ প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর সকলে বলিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ! তুমি কোথা হইতে

* উগ্র অর্থাৎ নৃসিংহতাপনীয়োপনিষৎ প্রতিপাদ্য বস্তু। যিনি তাহা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম উগ্রশ্রবা।

কি কারণে এস্থানে আগমন করিলে, স[ম্যক্]রূপে তাহার নির্দ্দেশ কর।

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! আমার পিতা পরম ধীমান লোমহর্ষণ আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, ঋষিগণ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসায় সমুৎসুক হইয়াছেন। তাঁহারা যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি তাঁহাদের আশ্রমে গমন করিয়া তৎ সমস্ত কীর্ত্তন কর। অতএব পুরাণ, ইতিহাস বা পৃথক পৃথক ধর্ম্ম কোন্ বিষয় বলিতে হইবে, আপনারা আদেশ করুন।

মহামতি সূত এই প্রকার মধুরাক্ষরসম্পন্ন মনোহর বাক্য প্রয়োগ করিলে, সেই সকল ঋষিসত্তম পুরাণ শ্রবণে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। লোমহর্ষণপুত্র মহামতি সূত সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এইরূপে অতিথিরূপে সমাগত হইয়া স্বীয় অভিলষিত বিনিবেদিত করিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পরম বিদ্বান্ কুলপতি শৌনক তাঁহারে অবলোকনপূর্ব্বক ইঙ্গিতানুসারে সমুদয় ঋষিগণের তৎকালিক ভাব পর্য্যালোচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে সূত! তুমি নিরতিশয় বুদ্ধিমান এবং ইতিহাস ও পুরাণার্থ পরিজ্ঞান নিমিত্ত বেদবিদ্যা-বিশারদ ভগবান ব্যাসদেবের সম্যক্ রূপ উপাসনা করিয়াছ। অধিক কি, সেই মহামতি ব্যাসদেব পুরাণ-বিষয়িনী যে অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে পদার্পণ করেন, তুমি যথাবিধানে তাহারও দোহন করিয়াছ। এই সমবেত দ্বিজাতিগণ পুরাণ শ্রবণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। হে মহাবুদ্ধে! এক্ষণে তুমি তৎসমস্ত ইহাঁদিগকে শ্রবণ করাও। হে মতিমান্! ইহাঁরা সকলেই মহাত্মা, সকলেই ব্রহ্মবাদী এবং বিবিধ গোত্রে জন্মগ্রহণ

করিয়াছেন। পুরাণোক্ত স্ব স্ব ধর্ম্ম শ্রবণে ইহাঁদের নিরতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। এবং তন্নিবন্ধন ইহারা এই দীর্ঘসত্রে * সংযত হইয়াছেন। হে মহাভাগ! তুমি ইহাঁদিগকে সেই সকল ধর্ম্ম উপদেশ ও পদ্মপুরাণ কীর্ত্তন কর। কিরূপে পদ্ম সমদ্ভূত হইল, লোকগুরু ব্রহ্মা তাহাতে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং জন্মপরিগ্রহানন্তর কিরূপেই বা এই লোকপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিলেন, এই সকল বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

কুলপতি শৌনক এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, পরম প্রাজ্ঞ সূত সূক্ষ্ম ও ন্যায়সম্পন্ন সুমধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিলেন, হে ঋষিগণ! আমি আপনাদের এই আদেশবাক্যে নিরতিশয় প্রীত ও একান্ত অনুগৃহীত হইলাম। আপনারা সকলেই পুরাণার্থ প্রমাণ বিষয়ে সবিশেষ পারদর্শী এবং সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে একান্ত তৎপর। আপনাদের আদেশ প্রতিপালন করা আমার পরম ধর্ম্ম। বিশেষতঃ তত্ত্বদর্শী সাধুগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সূতজাতি বিবিধ পুরাণ ও ইতিহাসাদি কীর্ত্তন এবং স্তুতি-পাঠাদি দ্বারা দেবর্ষি, রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদিগের প্রীতিসাধন করিবে। ইহাই তাহাদের সনাতন ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই সকল কার্য্য ব্যতীত তাহাদের বেদে আধিকার নাই।

বেণ-তনয় মহাত্মা পৃথু যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে, মাগধ ও সূত নানা প্রকারে তাঁহার স্তব করিয়াছিল। তাহাতে সেই

---

* বহুসংখ্য ঋষি যে যজ্ঞের সম্পাদক এবং যাহাতে বহুবিধ দান করা হয়।

নরপতি নিরতিশয় প্রীতিমান হইয়া, সূতকে সূত-বিষয় এবং মাগধকে মগধ বিষয় বরস্বরূপ প্রদান করেন। সূতি অর্থাৎ যজ্ঞ স্থানে জন্ম হইয়াছে বলিয়া, ইহারা সূত নামে বিখ্যাত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইন্দ্রযাগ সমারব্ধ হইলে, গুরুদেব বৃহস্পতি তাহাতে আহুতি প্রদান করেন। তাহাতেই সূতজাতি সমদ্ভূত হয়। ভগবান ইন্দ্র বৃহস্পতির শিষ্য! এইরূপে গুরুর হবিঃ শিষ্য হব্যে সম্পৃক্ত ও অভিভূত হওয়াতে, তাহা সঙ্কররূপে প্রাদুর্ভূত হয়। কেহ বলেন, ব্রাহ্মণীগর্ভে ক্ষত্রিয় বীর্য্যে সূত জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রকার সাধর্ম্ম বশতঃ ইহারা তুল্যধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করা সূত জাতির মধ্যম ধর্ম্ম। হস্তী, অশ্ব রথ চালন, নানা প্রকার শিল্পকর্ম্ম ও চতুঃষষ্ঠী কলা এবং এইরূপ। অন্যান্য অহিংসিত কার্য্য সাধনও সূতজাতির ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে পুরাণে অধিকার প্রদান করিয়াছেন। অতএব পুরাণ কীর্ত্তনও তাহাদের ধর্ম্ম। বিশেষতঃ, আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা আমার নিজেরই ধর্ম্ম। অতএব সম্যকরূপে সাধ্যানুসারে ঋষিগণের পূজনীয় পুরাণ বর্ণন করিব।

পিতৃগণের বাসবী নামে এক মানসী কন্যা সমুদ্ভূত হয়। পিতৃগণ ঐ কন্যাকে সম্যকরূপে শিক্ষা দান করেন। কাল-সহকারে ঐ কন্যা মৎস্যনারী হইয়াছিলেন। যে মহর্ষি তরণীবাহন সময়ে মহাতপাঃ পরাশর হইতে সেই বাসবীতে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি সত্যস্বরূপ বিধাতা, যিনি পরম পুরাণ পুরুষ, যিনি বেদবাক্যের একান্ত অনুবর্ত্তী, যিনি সাক্ষাৎ

বিষ্ণু ও ব্রহ্মস্বরূপ, যাহার আত্মা নিতান্ত সংযত, যাঁহার জন্ম গ্রহণমাত্র দেবগণ সানুচর সমাগত হইয়া, যথাবিধানে স্তব করিয়াছিলেন, যিনি বুদ্ধিস্বরূপ মন্থনদণ্ড সহযোগে শ্রুতি-সাগর আলোড়ন করিয়া মহাভারতরূপ চন্দ্রমালোক আবির্ভূত করিয়াছেন, সেই পরমতপাঃ পরম মহান্ ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করি যদি চন্দ্র, সূর্য্য ও মহাভারত না থাকিত, তাহা হইলে সমুদায় সংসার অজ্ঞানরূপ নিবিড়ান্ধকারে একেবারে আচ্ছন্ন হইত। অতএব ব্যাসদেবকে মূর্ত্তিমান নারায়ণ বলিয়া অবগত হইবে। পদ্মপলাশলোচন জনার্দ্দন ব্যতিরেকে আর কোনব্যক্তি এই মহাভারত প্রণয়ন করিতে পারেন। ভগবান নারায়ণ সমুদায় জগতের পূজিত ও অপার তেজের আধার! যাহা হউক, পূর্ব্বে বেদই পূজনীয়রূপে পরিগণিত হইত; পুরাণাদি শাস্ত্র প্রচলিত ছিল না। প্রজাপতি ব্রহ্মা, প্রথমে ত্রিবর্গসাধন পরম পরিশুদ্ধ পুরাণ শাস্ত্রের প্রণয়ন করেন। তিনি ইহা শত কোটি রূপে বিস্তার করিয়াছিলেন। কল্পাবসান সময়ে সমুদায় লোক দগ্ধ হইলে, ভগবান নারায়ণ ব্রহ্মার প্রার্থনাপরতন্ত্র হইয়া, বাজিরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রলয়সলিলমগ্ন বেদ সকল সমুদ্ধৃত করেন। পরে বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, ন্যায়-বিস্তর, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কল্পের আদিতে মৎস্যরূপে প্রলয়সাগরের অন্তর্লীন হইয়া, তৎসমস্ত আদিদেব ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মা এইরূপে সমস্ত সবিশেষ শ্রবণ পূর্ব্বক দেবর্ষিগণসমীপে তাহা কীর্ত্তন করেন। তাহাতেই পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদায়ের প্রচার ও আবির্ভাব হয়। কাল সহকারে তৎসমস্ত লোপ হই-

ধার উপক্রম হইলে ভগবান কমলযোনি তাহা অবলোকন পূর্ব্বক, ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া, তৎসমস্ত চতুর্লক্ষ পরিমাণে অষ্টাদশ ভাগে বিভাগ করত প্রতিযুগে সংসারে প্রকাশ করিয়া থাকেন। অদ্যাপি দেবলোকে এই পুরাণশাস্ত্র শতকোটিরূপে বিস্তৃত আছে। কেবল ভূলোকে চতুর্লক্ষ রূপে অতি সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই পদ্মপুরাণ ব্রহ্মা স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা সমুদায় ভূতের আশ্রয়। পণ্ডিতগণ ইহাকে পাদ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহাতে পঞ্চান্ন হাজার শ্লোক পঞ্চপর্ব্বে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম পর্ব্বের নাম পৌষ্কর। এই পৌষ্করপর্ব্বে বিরাট পুরুষের আবির্ভাব কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্ব্ব তীর্থ নামে অভিহিত। ইহাতে সমুদায় তীর্থগুণ বিবৃত আছে। ইহার পর স্বর্গ নামক তৃতীয় পর্ব্বে ভূরি দক্ষিণ রাজর্ষিগণের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। চতুর্থ পর্ব্বে বংশানুচরিত এবং পঞ্চমে মোক্ষতত্ত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব কীর্ত্তিত আছে। পৌষ্করপর্ব্বে নয় প্রকার সৃষ্টি। সমুদায়ই ব্রহ্মার বিহিত। দেব, পিতৃ ও ঋষিগণ এবং অন্যান্যদিগের সৃষ্টি এই পৌষ্করপর্ব্বে পরিকল্পিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্ব্বে দ্বীপ, পর্ব্বত ও সাগর সমস্ত, তৃতীয়ে রুদ্রসৃষ্টি ও দক্ষশাপ, চতুর্থে নরপতিগণের উদ্ভব ও সমুদায় বংশানুচরিত, এবং পঞ্চম পর্ব্বে অপবর্গ সংস্থাপন, মোক্ষশাস্ত্র বিনির্ণয় ও ব্রহ্মগীতানুকথন সন্নিবেশিত আছে। হে দ্বিজবৃন্দ! আমি উল্লিখিত সমুদায় বিষয় আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিব। এই পদ্মপুরাণ পরম পবিত্র ও পরম যশস্য এবং পিতৃগণের পরম প্রীতি-

সাধক। ইহাতে বেদার্থের সম্যক্ রূপ পরিচয় হইয়া থাকে। ইহার শ্রবণ বা অধ্যয়নে পাতকিদিগেরও অধিকার আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন, যিনি সমুদায় লোকের ও বিশ্বজগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বলোকবিধাতা ও সকলের অপরাজেয়, যে তত্ত্ববিৎ পরমাত্মা যোগাবলম্বন পূর্ব্বক লোকে, ত্রিলোকে ও তল্লোকে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, স্থাবর জঙ্গমময় সমুদায় ভূত যাঁহার সৃষ্টি, যাঁহার জন্ম নাই, নাম নাই, রূপ নাই, যিনি বিশ্বকর্ম্মা ও সর্ব্বলোকসাক্ষী,আমি নিখিল পুরাণাখ্যান পরিজ্ঞান বাসনায় সেই চরাচর গুরু পরমপুরুষ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সমুদায় ঋষিগণ, দেবরাজ ও লোকপালবর্গ, ভগবান্ সবিতা, মুনিগণবরিষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠ, পরম যশস্বী তত্ত্বজ্ঞ জাতূকর্ণ, এবং যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বলোক পূজিত ও সর্ব্বশাস্ত্রের পারদর্শী, যাঁহার তেজঃ অসীম জ্ঞান ও বুদ্ধিশক্তি অসীম, যিনি, পরম পুরুষ, ব্রহ্মবাদী ও ভৃগুবাক্যের অনুসারী, আমি যাঁহার নিকটে সমুদায় পুরাণ শ্রবণ করিয়াছি, সেই ভগবান্ বেদব্যাসকে যথাবিধি নমস্কার করিয়া, পরম পবিত্র পুরাণশাস্ত্র পরিকীর্ত্তন করিব।

যিনি কার্য্য ও কারণরূপী, সেই অব্যক্তকারণ সনাতন পরমাত্মা যেরূপে মহদাদি সৃষ্টি করেন, যেরূপে হিরণ্ময় অণ্ড

ও সেই অণ্ডে প্রজাপতি ব্রহ্মার উদ্ভব হয়, যেরূপে অণ্ডের আবরণ জল, জলের আবরণ তেজঃ, তেজের আবরণ বায়ু, বায়ুর আবরণ আকাশ, আকাশের আবরণ ভূতাদি, ভূতাদির আবরণ মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বের আবরণ অব্যক্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম পরিকল্পিত হইয়াছেন, এবং যেরূপে অণ্ডমধ্যে সমুদায়-লোক অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, এই পদ্মপুরাণে তৎসমস্ত যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, নদী ও পর্ব্বত সকলের প্রাদুর্ভাব, মন্বন্তর ও কল্প সকলের সংক্ষেপে পরিকীর্ত্তন, লোকগুরু ব্রহ্মা হইতে প্রজাগণের উৎপত্তি, কল্পাবসানে এই বিশ্বজগতের স্থিতি বিধান, প্রলয় সময়ে ভগবানের জলশয়ন, পৃথিবীর পুনরায় উদ্ধার, ভৃগুশাপ বশতঃ সেই দেবাদিদেব নারায়ণের দশবার জন্ম পরিগ্রহ, যুগ প্রভৃতির সন্নিবেশ ও সমুদায় আশ্রম বিভাগ, স্বর্গস্থান বিনির্ণয়, মনুস্য, পশু পক্ষিগণের উদ্ভব, মহাপ্রলয় ও স্বাধ্যায় পরিগ্রহ, ভগবান্ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বুদ্ধি পূর্ব্বক অপবর্গ নির্ণয় এবং লোকানুকম্পন এই সকলও এই পদ্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে। অধিকন্তু, কমলযোনির বদনকমল হইতে ভৃগু প্রভৃতির উদ্ভব, কল্পদ্বয়ের অন্তর ও প্রতিসন্ধি, ভৃগুপ্রভৃতি ঋষিগণের প্রজাস্থষ্টি, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের ব্রহ্মত্ব, স্বায়ম্ভুব মনুর বিবরণ ও তাঁহার রজোগুণ পরিহার, দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্ব্বত সকলের বৃত্তান্ত, যেরূপে সপ্তসাগরে সহস্র সহস্র দ্বীপ অন্তর্ভূত হইয়া আছে, এবং সেই সকলদ্বীপে যে সকল লোক বাস করে, তাহার বিবরণ, নদী ও পর্ব্বত মালা পরিবেষ্টিত ভারতাদি বর্ষ সমস্ত এবং সপ্তসাগর পরিবৃত্ত জম্বু প্রভৃতি দ্বীপ পুঞ্জ, অণ্ডের অন্তর্ভূত সপ্তদ্বীপা মেদিনী

ও এই সমস্ত লোক, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর সঞ্চার, এবং ধ্রুব সামর্থ্য ও প্রজাগণের শুভাশুভ, ভগবান সবিতা যাহাদ্বারা গগনপথে অনায়াসেই যাতায়াত করেন ব্রহ্মার নির্ম্মিত সেই সৌর রথের বিবরণ, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্গণের ধ্রুব হইতে বিনিবর্ত্তন, শিশুমারের ধ্রুবপুচ্ছে অধিষ্ঠান, মন্বন্তর সকলের সংহার ও সংহারান্তে সমুদ্ভব, দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও মহাত্মা মনুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ, মন্বন্তর সকলে প্রজাধিপতি দেবগণের পরিকীর্ত্তন, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক ভূতগণের এই ত্রিবিধ প্রলয় বৃত্তান্ত, ভাস্কর প্রভাবে অনাবৃষ্টি ও ভয়ানক সম্বর্ত্তক বহ্নির প্রাদুর্ভাব, ঘোরতর ঝটিকা ও জলধর মণ্ডলীর সহযোগ বশতঃ যেরূপে রজনী উপস্থিত হয়, তাহার বিবরণ, সন্ধ্যা লক্ষণ, ভূবাদি সপ্তলোকের অনুকীর্ত্তন, রৌরব প্রভৃতি নরক সকলের বৃত্তান্ত, সমুদায় দেবগণের পরিমাণ বিনিশ্চয়, ব্রহ্মার প্রতিসর্গ ও সর্ব্ব-সংহার কীর্ত্তন, কল্পে কল্পে মহানুভব ভূতগণের সংক্ষয় এবং আদিদেব ব্রহ্মারও অনিত্যতা, ভূতগণের দৌরাত্ম্য, সংসারের কষ্টত্ব এবং মোক্ষের দুর্ল্লভত্ব ও বৈরাগ্য বশতঃ দোষ দর্শন, ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত সাধু পুরুষ যেরূপে তাপত্রয় অতিক্রম পূর্ব্বক ভয় ও শোকশূন্য হইয়া থাকেন, তাহার বিবরণ, সমুদায় জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়বিক্রিয়া ভূতগণের প্রবৃত্তি, নিবৃত্তিমার্গের ফল, মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রাদুর্ভাব, শক্তির জন্ম ও বিশ্বামিত্রের জন্য সৌদাস কর্ত্তৃক তাঁহার প্রাণ সংহার অদৃশ্যন্তীর গর্ভে পরাশরের উৎপত্তি, পিতৃকন্যায়, মহাত্মা ব্যাসের জন্ম, ব্যাসপুত্র মহাত্মা শুকদেবের সমুদ্ভব, বিশ্বা-

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

বিংশ খণ্ড।

কলিকাতা।

১৬৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কর প্রেসে

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত।

[illegible] সাল।

পদ্মপুরাণসংক্রান্ত কয়েকটা নিয়ম।

১ম। প্রত্যেক মাসে তিন বা চারি খণ্ড ৮ পেজি ফরমের তিন ফর্ম্মায় ৵০ দুই আনা মূল্যে প্রকাশ করা যাইবে।

২য়। দৈবক্রমে মাসিক প্রকাশ না হইলে, অন্য মাসে তাহা পূরণ করিয়া দেওয়া যাইবে।

৩য়। যিনি নাম সাক্ষর করিয়া এক খণ্ডও গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ পুস্তকের দায়ী থাকিতে হইবে।

৪র্থ। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে পুস্তক প্রকাশ না করিলে, গ্রাহকগণের নিকট হইতে প্রদত্ত খণ্ড সকল ফেরত লইয়া, তাঁহাদের দত্ত মূল্য তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য রহিলাম।

৫ম। দুই খণ্ডের অধিক মূল্য কেহই হাতে রাখিতে পারিবেন না। দুই খণ্ডের অতিরিক্ত বাকী পড়িলে, প্রত্যেক খণ্ডে ৶০ হিঃ আদায় করা যাইবে। ন্যূনাধিক ১২ টাকায় পুস্তক শেষ করা যাইবে।

৬ষ্ঠ। অগ্রিম ১ টাকা না পাঠাইলে মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণকে পুস্তক দেওয়া যাইবে না। তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত ডাকমাশুল দিতে হইবে না। এক টাকা মূল্যের পুস্তক পাইলে তাঁহারা পুনরায় অগ্রিম এক টাকা করিয়া পাঠাইবেন।

৭ম। যাঁহারা টিকিট দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগকে টাকা প্রতি /০ আনা কমিশন দিতে হইবে। কারণ ষ্ট্যাম্পবিক্রয়কালে আমাদিগকেও ঐ নিয়মে বাঁটা দিতে হয়।

৮ম। আমাদের স্বাক্ষরিত বিল না লইয়া গ্রাহকগণ কাহাকে মূল্য দিলে তজ্জন্য দায়ী হইব না ইতি।

কলিকাতা
৬০ নং নিমুগোঁসায়ের লেন

শ্রীজহরলাল লাহা
প্রকাশক।

না এবং প্রতিনিয়ত আমার ভোজনের পর ভোজন করিয়া থাক। হে কল্যাণি! আমার বিদেশে অবস্থানকালে তুমি মনোহর বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া, অতি দীনভাবে গৃহে অবস্থান কর। আমার দেহে ক্রোধের সঞ্চারমাত্র দেখিলে সাতিশয় ভয়বিহ্বলা হইয়া থাক। হে প্রিয়ে। অধুনা তুমি কি নিমিত্ত সর্ব্বদাই অধোবদনে অবস্থিতি করিতেছ?

কীটের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পিপীলিকা সক্রোধবাক্যে কহিল, রে বঞ্চক। তুই আমার সহিত আবার বাক্যালাপ করিতেছিস্ তুই তখন আপনি মোদক-চূর্ণ ভক্ষণ করিলি, একটুমাত্র আমাকে দিলি না। আমি তোর সম্মুখে ছিলাম, তথাপি আমাকে না দিয়া অন্য রমণীরে অনায়াসে প্রদান করিলি। কীট ভার্য্যার এরূপ সরোষ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, হে বরবর্ণিনি! আমি তোমাকেই অনুমান করিয়া মোদকচূর্ণ প্রদান করিয়াছি; একি! সে তুমি নহ, অন্য কামিনী? যাহা হউক হে শোভনে! তুমি আমার এই একটীমাত্র দোষ ক্ষমা কর। আমি শপথ করিতেছি, কদাপি আর এরূপ অপরাধ করিব না। হে সুস্তনি! আমি তোমার চরণস্পর্শ করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে সুশ্রোণি! আমি অতিশয় কামুক, তুমি রুষ্টা হইলে, আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে, অতএব হে শুভে! তুমি প্রসন্ন হইয়া আমারে অভয় দান কর।

পিপীলিকা পতির তাদৃশ বচন আকর্ণন করিয়া ক্রোধ সংবরণ করিল, এবং কীটের সন্তোষনিমিত্ত পুনরায় তাহারে আত্মসমর্পণ করিল।

হে কুরুবংশতিলক। রাজা ব্রহ্মদত্ত পূর্ব্বকর্ম্মফলানুসারে সমস্ত প্রাণীর রুতজ্ঞ ছিলেন, একারণ তিনি ঐ কীটমিথুনের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া পরমকৌতুকাক্রান্ত হইলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ভগবন্! নরপতি ব্রহ্মদত্ত কিরূপে সর্ব্বপ্রাণীর রুতজ্ঞ হইয়াছিলেন এবং আপনি যে চক্রবাক চতুষ্টয়ের কথা বলিয়াছেন, তাহারা কোন কুলে উৎপন্ন হইয়াছে?

পুলস্ত্য কহিলেন, হে নৃপ! বৃহদ্রথ নামে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেই জাতিস্মর চক্রবাকগণ তাঁহার পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের ধৃতিমান্, সর্ব্বদর্শী, বিদ্যাব্রত, তপোৎসুক এই নাম ছিল। হে ভীষ্ম! উহারা নামানুরূপ কর্ম্মপরায়ণ অর্থাৎ সকলে স্বাধ্যায়সম্পন্ন ছিল। তাহারা তপস্যাচরণে গমন করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়া কহিল, হে তাত! আমরা পরম সিদ্ধিকামনায় তপস্যা করিতে যাইব। মহাতপস্বী বৃহদ্রথ সন্তানদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি দীনভাবে কহিলেন, পুত্রকগণ! তোমরা এ কি কথা বলিতেছ? পিতৃসেবাই সন্তানদিগের পরম ধর্ম্ম, তোমরা এই বৃদ্ধ দরিদ্র পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে উদ্যত হইয়াছ; আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিলে, তোমাদের কি অধিক ধর্ম্মাচরণ হইবে? তোমরা না থাকিলে, আমার কি গতি হইবে?

পুত্রগণ কহিল, পিতঃ! আপনার বৃত্তি কীটজাতীতে কল্পিত হইয়াছে, আপনি রাজা ব্রহ্মদত্তের জন্মান্তরীণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবেন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে ধন ও সহস্র

সহস্র গ্রাম দিবেন। আপনি তাহার নিকটে যাহা পাঠ করিবেন, তাহা এই; "পূর্ব্বে যাহারা ব্যাধ হইয়াছিল, তাহারাই কালঞ্জর পর্ব্বতে মৃগ এবং মানস সরোবরে চক্রবাক, সম্প্রতি তাহারা কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ" তাহারা এইমাত্র বাক্য প্রয়োগ করিয়া তপোবনে গমন করিল। পুত্রগণ বনপ্রস্থান করিলে, বৃদ্ধ বৃহদ্রথও ভার্য্যার সহিত বনপ্রস্থান করত যোগাবলম্বন করিলেন। হে ভীষ্ম! চক্রবাক সকলেরবৃত্তান্ত এই তোমারে কহিলাম, এক্ষণে যেরূপে রাজা ব্রহ্মদত্ত সমস্ত প্রাণীর রুতজ্ঞ হইয়াছেন, তাহাও বলিতেছি।

পঞ্চালদেশে বিভ্রাজ নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি পুত্রকামনা করিয়া দেবদেব পদ্মযোনি ব্রহ্মার আরাধনা করিতে লাগিলেন। রাজার এইরূপ কোঠার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, নৃপ! তুমি মনোভিলষিত বর প্রার্থনা কর। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, মহাবলপরাক্রম, ধর্ম্মপরায়ণ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, যোগাশ্রয়ী ও যাবতীয় প্রাণীর স্বর বুঝিতে পারে এরূপ একটী পুত্র প্রদান করুন। বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর ব্রহ্মা তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাহাই হইবে বলিয়া সমস্ত প্রাণীর সমক্ষে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। হে ভীষ্ম! ঐ রাজা ব্রহ্মার বরপ্রভাবে ব্রহ্মদত্তকে পুত্র লাভ করিল, সুতরাং নরপতি ব্রহ্মদত্ত সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়াবান্, সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী ও সর্ব্ব জন্তুর ভাষণবেত্তা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে তিনি পিপীলিকা ও কীটের কথোপকথন অনায়াসে বুঝিতে পারি-

লেন। যাহা হউক, রাজা ব্রহ্মদত্ত কীটের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার পত্নী সন্নতি ভয়বিহ্বলা হইয়া, ইনি আমার এমন কি আচরণ দেখিলেন যে হাস্য করিতেছেন, এইরূপ আশঙ্কা করত নৃপতিকে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্নতি কহিলেন, নৃপ! এ সময় হাস্যের কোন কারণ দেখিতে পাই না, আপনি কিনিমিত্ত অকস্মাৎ হাস্য করিতেছেন। রাজা আনুপূর্ব্বিক পিপীলিকার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন, হে বরাননে! আমি এইজন্যই হাস্য করিয়াছি, তোমার কোন চিন্তা নাই। রাজ্ঞী তাঁহার বাক্যে প্রতীত না হইয়া কহিলেন, আপনি পিপীলিকার বাক্যে হাস্য করিয়াছেন, ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু, মনুষ্য কিরূপে পিপীলিকার অব্যক্ত শব্দ বোধ করিতে পারে? যাহাহউক, আপনি আমারে উপহাস করিয়াই হাস্য করিয়াছেন; আর আমি এজীবন রাখিব না। নরপতি ব্রহ্মদত্ত ভার্য্যারে নানামতে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, যে প্রকারে এবিষয় তোমার প্রতীত হইতে পারে, আমি তাহাই করিতেছি। এই বলিয়া নিরুত্তর হইলেন। পরে তপঃপ্রভাবে ভগবানের নিকট গমন করিলেন। এবং সপ্তরাত্র নিয়মাবলম্বন করত তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সপ্তরাত্রের অবসান সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা স্বপ্নযোগে রাজাকে কহিলেন, বৃদ্ধব্রাহ্মণপ্রমুখাৎ তোমার পত্নীর এই বৃত্তান্তে প্রতীতি হইবে। এই বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। স্বপ্নাবসানে নৃপতি ব্রহ্মদত্ত প্রভাতসময়ে ভার্য্যাসহিত উদ্যান হইতে নির্গত হইয়া, এই বৃত্তান্তদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সমাগত

দেখিলেন। বৃদ্ধব্রাহ্মণ পূর্ব্বে পুত্রগণের নিকট ইহা বিদিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সহসা রাজদর্শন প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, বিপ্রমুখ্যগণ কুরুজাঙ্গল দেশে বিদ্যমান আছেন। দায়পুরে কালঞ্জর পর্ব্বতে যে সকল মৃগ জন্মিয়াছে, এবং মানস সরোবরে যে সাতটি চক্রবাক হইয়াছে, তাহারা আমাদের স্বরূপ। হে ভীষ্ম! নরপতি ব্রহ্মদত্ত সেই বৃদ্ধব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণমাত্র সত্বর জাতিস্মর হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। কামশাস্ত্রপ্রণেতা ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পঞ্চাল এবং বৈদ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মাত্মা পুণ্ডরীক এই দুই মন্ত্রীনন্দন ও ঐ বাক্য শ্রুতমাত্র জাতিস্মর হইয়া শোকাকুলচিত্তে রাজাগ্রে ভূতলে পতিত হইল। তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, হায়! আমরা কমনাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, যোগভ্রষ্ট হইয়াছি। এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিয়া জন্মান্তরীণ শ্রাদ্ধমাহাত্ম্যের পুনঃ পুনঃ অভিনন্দন করত পুনরায় যোগপারগ হইলেন। অনন্তর রাজা ব্রহ্মদত্ত ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রভূত ধন ও বহুবিধ গ্রাম প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ ধনলাভে হর্ষাবিষ্ট হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। হে নৃপ! পরে নরপতি ব্রহ্মদত্ত স্বীয় পুত্র বিশ্বকৃসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, মন্ত্রীকুমারদ্বয়কে কহিলেন, আমাদের এই সমস্ত ঘটনা মানস সরোবরে ঘটিয়াছে। তাহারাও রাজাকে অভিনন্দিত করিয়া কহিল, আমরা অপনার প্রসাদেই পুনরায় এই সমস্ত জানিতে পারিলাম। তৎপরে তাহারা যোগাবলম্বন করত স্বীয় ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে পরম স্থান লাভ করিলেন। হে রাজেন্দ্র ভীষ্ম! শ্রাদ্ধ দ্বারা এই সাতজন পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন,

অতএব শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতে যত্ন কর; পিতামহগণ শ্রাদ্ধান্ন প্রাপ্ত হইলে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা শ্রাদ্ধকারী সন্তানকে রাজ্য, সুখ, স্বর্গ ধন ও মোক্ষ প্রদান করেন। হে নৃপ! যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই ব্রহ্মদত্ত নৃপ বিষয়ক পিতৃমহাত্ম্য ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করান, কিম্বা আপনি শ্রবণ করেন বা পাঠ করেন, তিনি কল্পকোটীগুণকাল ব্রহ্মলোকে আনন্দ ভোগ করেন।

একাদশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, দ্বিজ! শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি দিবসের কোন্ ভাগে শ্রাদ্ধ করিবে এবং কোন কোন তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে মহাফল লাভ হয়, অধুনা এই সমস্ত প্রকাশ করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, কৌরবপ্রবর! সমুদায় তীর্থ মধ্যে পুষ্করতীর্থই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে এই তীর্থ দ্বিজাতিদিগের সর্ব্বদা মনোরথ সাধন করিয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান্ ইহা বলিয়াছেন যে, এই সুমহৎ পুষ্করতীর্থে জপ অথবা হোম করিলে অনন্ত ফল হয়। এই তীর্থ পিতৃ-লোক এবং ঋষিদিগের অতিশয় প্রিয়। হে রাজন্! নন্দা ও অলকনন্দা এই দুই পুরীও পরম পবিত্র তীর্থ; সেই খানে মিত্রপথ নামে যে অতি উত্তম কেদার আছে, তাহাও অতিশয় পুণ্যস্থান। আর যেখানে সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা সরিৎ-পতি সাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছেন, সেই স্থল গঙ্গা-সাগর নামে প্রসিদ্ধ। এই গঙ্গাসাগর সর্ব্বতীর্থময় ও পরম

পবিত্র। এবং ব্রহ্মসরও সর্ব্বতীর্থময়, উহার সলিল আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ। হে নৃপ। যেখানে গঙ্গাভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম গোমতী তীর্থ। ঐস্থানে অষ্টাদশভুজোত্তর কাঞ্চনময় হার এবং সনাতন যজ্ঞবরাহ দেবদেব শূলপাণি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। নৈমিষ নামে যে তীর্থ আছে, তাহা সর্ব্বতীর্থফলদায়ক পূর্ব্বে ঐ তীর্থে ধর্ম্মচক্রের নিমি বিশীর্ণ হইয়াছিল, একারণ উহার নাম নৈমিষ। পৃথিবীস্থ তাবৎ তীর্থই এই নৈমিষ তীর্থের সেবা করিয়া থাকে। এই স্থানে দেবদেব ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়। যে বক্তি এই তীর্থে গমন করে, সে পবিত্রাত্মা হইয়া অন্তে নারায়ণপুর প্রাপ্ত হয়।

হে রাজেন্দ্র ভীষ্ম! এতদ্ব্যতীত, কোকমুখ নামে যে পরম পবিত্র তীর্থ আছে, তাহা অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার তীর্থ। দেবদেব ভগবান্ জনার্দ্দন আদিবরাহ সেখাতে বিদ্যমান এবং তথায় পুষ্করারণ্যে পিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। ঐখানে বিরিঞ্চি দর্শন অতিশয় শ্রেষ্ট বলিয়া অবধারিত আছে, তদ্দারা অপবর্গফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর মহাপুণ্যফলপ্রদ কৃতনাগ তীর্থে সর্ব্ব প্রকার পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে, তথায় ভগবান্ জনার্দ্দন আদ্য নরসিংহ রূপে বিরাজিত আছেন। ইন্দুবতী নামে যে তীর্থ আছে, তাহা সমস্ত পিতৃলোকের প্রিয়তর। সেখানে শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। হে ভীষ্ম। গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম, কুরুক্ষেত্র ও মানস সরোবর মহাপুণ্যজনক তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। পরন্তু মন্দাকিনী, অচ্ছোদা, বিপাশা, সরস্বতী সর্ব্বমিত্রপদ, ও বৈদ্যনাথ এই সমস্ত তীর্থও পুণ্যজনক ও

মহাফলপ্রদায়ক। আর সিঙ্গানদীও অতিশয় পবিত্রা। তথায় শ্রাদ্ধ করিলে অনায়াসে পিতৃগণের উদ্ধার হইয়া থাকে। গঙ্গোদ্ভেদ, ভদ্রেশ্বর, বিষ্ণুপদ ও নর্ম্মদাহারতীর্থও পরম পবিত্র। মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, যে, এই সকল স্থলে পিণ্ডদান করিলে গয়ায় পিণ্ডদানতুল্য ফল লাভ হয়। হে বীর? এই তীর্থে পিণ্ডদানের কথা আর কি কহিব? লোকে এই সমস্ত তীর্থের নাম কীর্ত্তন করিলেও, পিতৃলোক সাতিশয় প্রীত হইয়া থাকেন। প্রণব ও পিতৃতীর্থ, এবং কাবেরী, কপিলোদক, ও শীতভেদাও পুণ্যতীর্থ। অমরবঙ্ক তীর্থও অতিশয় পবিত্র। তথায় স্নানাদি করিলে, কুরুক্ষেত্র তীর্থ স্নানাদিতে যেরূপ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়। অধিকন্তু, শুক্লতীর্থ ও সোমেশ্বর তীর্থও সর্ব্বব্যাধিবিনাশক। তথায় শ্রাদ্ধদান, হোম, বেদ অধ্যায়ন, জপ ও জজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, কোটি কোটি গুণ ফল পাওয়া যায়। কায়াবরোহণনাম তীর্থ, অতি পুণ্যদায়ক, যেখানে দেবদেব ত্রিশূলধারী মহাদেব ব্রহ্মার সহিত রোচমান অবতার রূপে বিরাজিত আছেন। ধর্ম্মবতী, গোমতী ও বরণা এই নদী সকল পরম তীর্থ রূপে অধিষ্ঠিতা হইয়াছে। ভৈরব, ভৃগুতীর্থ এবং গৌরী তীর্থ অত্যুত্তম। আর বৈনায়ক, বক্রেশ্বরতীর্থ, বেগবতী নদী, মূলতাপীপয়োষ্ণীসঙ্গম, মহারোধী, পিপ্পলা, অবর্ত্তিনী, বীণা ও পুণ্যা অতি পবিত্র তীর্থ, এখানে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে ভীষ্ম! মহারৌদ্র ও মহালিঙ্গ তীর্থও পুণ্যপ্রদ, দর্শনা, শতরুদ্রা, শতাব্দা, অঙ্গারবাহিনী প্রভৃতি নদী সকল, শোন ও ঘর্ঘর এই দুই নদ এবং কালিকা ও পিতরা নদী পিতৃ-

তীর্থ। এই সমুদায় তীর্থে শ্রাদ্ধদান করিলে, পিতৃগণের অনন্তকাল পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে।

হে কৌরবপ্রবর। মেঘকরনামক তীর্থে শার্ঙ্গধর ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং একাকী বিরাজিত আছেন। মন্দোদরী ধর্ম্মতটী, চন্দ্রকোটী ও জল্পেশ্বর এই সকল তীর্থ অতিশয় মহৎ পুণ্যপ্রদ। অর্জ্জুন, ত্রিপুরেশ, সিদ্ধেশ্বর ও মহেন্দ্র তীর্থও পুণ্যজনক, এই সমুদায় তীর্থে এবং পবিত্রা মহানদীতে শ্রাদ্ধ করিলে অনন্তফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাদের দর্শনে তৎক্ষণাৎ দেহস্থ পাপ সকল তিরোহিত হইয়া যায়। পবিত্রতোয়া অঙ্গভদ্রা, ও চক্ররথা, নদী, ভীমেশ্বর, কৃষ্ণবেণ্ণা, কাবেরী, রঞ্জিরাবতী, গোদাবরী ও ত্রিসংখ্যা অতি উৎকৃষ্ট তীর্থ। ত্রৈয়ম্বক তীর্থ ও অতিশয় পবিত্র, পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থ এই ত্রৈয়ম্বক তীর্থকে নমস্কার করিয়া থাকে। এই সুপবিত্র তীর্থে ত্রিলোচন ভীম মহাদেব স্বয়ং বিদ্যমান আছেন, যাহারা স্বীয় ধর্ম্মানুসারে ইহাতে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহাদের সেই প্রদত্ত শ্রাদ্ধ কোটিগুণ হইয়া থাকে। হে নৃপ। এই সমস্ত তীর্থের নাম স্মরণমাত্র পাপরাশি শতধা বিদীর্ণ হয়।

অধিকন্তু পুণ্যা শ্রীপর্ণা ও অত্যুত্তম ব্যাস তীর্থ, শিবধারা নদী, (১) রামেশ্বর তীর্থ, ভবতীর্থ, স্বর্গদ্বার, আনন্দকমল তীর্থ বৎস্য, ব্রজেশ্বর, বৈকাত্মক, গোবর্দ্ধন, হরিশ্চন্দ্র, পুরশ্চন্দ্র, বিসূদন সহস্রাক্ষ, হিরণ্যাক্ষ তীর্থ, এবং কদলী নদী, ইন্দ্রনীল, মহানাদ ও বৃষমেলক এই সমুদায় তীর্থে শ্রাদ্ধ অতিশয় প্রশস্ত বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। এই সকল

---

(১) ইহার অন্য নাম মৎস্যনদীকা।

তীর্থে সমস্ত দেবতার সান্নিধ্য আছে, একারণ এ সমস্ত স্থানে দান করিলে কোটি কোটি গুণ ফল হয়। হে বীর। যেখানে গোদাবরী নদী আছে, সেই স্থান পিতৃতীর্থ; তথায় হব্য কব্য দান করিলে কোটি গুণ ফল লাভ হয়। সাগ্রলিঙ্গ ও বায়ুবেণু তীর্থ অনুত্তম তীর্থ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, সেন্দ্রানামে যে পুণ্যানদী আছে, তথায় সমস্ত দুঃখ বিগত হইয়া থাকে। দেবরাজ ইন্দ্র নমুচির বিনাশ সাধন করত এখানে তপস্যা করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পুণ্যা সেন্দ্রাবতী নদী তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে অনন্ত ফল প্রাপ্ত হয়। পুষ্কর তীর্থ, শালগ্রাম ও শ্যেনপাত তীর্থ অতি সুবিখ্যাত। এই শ্যেনপাত তীর্থে বৈশ্যানরের নিকেতন বিদ্যমান আছে। সারস্বত তীর্থ, স্বামীতীর্থ, এবং মনন্দরা কৌশিকী, চন্দ্রিকা, বিদর্ভা, শোথঘ্নী, পাপোঘ্নী, প্রাঙ্মুখী, কাবেরী, রাকা এই পবিত্র নদী সকল এবং জালন্ধর পর্ব্বত এই সমস্ত তীর্থস্থানে শ্রাদ্ধ করিলে অনন্ত ফললাভ হয়। লৌহদণ্ড তীর্থ, চিত্রকূট এবং প্রতিবাণী-নামক গঙ্গাতটে দ্রাক্ষাশ্রম তীর্থ, উর্ব্বশীপুলিনে সংসার-মোচন কণরোচন এই সমুদায় পিতৃতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। হে কৌরব। যাহারা পিতৃলোকের নিকট শ্রাদ্ধীয় অনন্ত ফল প্রাপ্তির ইচ্ছা করে, তাহারা অট্টহাস, গৌতমেশ্বর, ঘণ্টেশ্বর, বিল্লক, নীল পর্ব্বত, বদরী দেবতীর্থ ও ঈশ্বরেশ্বর তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পর, আশানুরূপ ফল পাইয়া থাকে। কীটকমধ্যে যে পুণ্যানদী বিদ্যমান আছে তথায় এবং পবিত্র রাজগৃহবনে শ্রাদ্ধ করা অতীব কর্ত্তব্য। পবিত্র চ্যবনাশ্রম ও পুণ্যা পুনম্পুনা নদী মধ্যে

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা এই স্থানে গাথা রচনা করিয়া গান করিয়াছিলেন যে, অনেক সন্তান প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। উহাদের মধ্যে যদি একটি পুত্রও গয়া যায়, এবং যদি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান কিম্বা নীলবৃষ উৎসর্গ করে। হে রাজেন্দ্র ভীষ্ম! সমস্ত মানবগণ তদবধি এই গাথা সমুদায় তীর্থ ও আয়তনে গান করিতে লাগিল। আমাদের বংশে কি কোন পুত্র গয়ায় যাইবে? এবং গয়ায় গমন করিয়া পিতৃ ও মাতৃ কুলের ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ এবং অধস্তন সপ্ত পুরুষ এই চতুর্দ্দশ পুরুষকে পবিত্র করিবে? গঙ্গাসলিলে অস্থিক্ষেপণ কিম্বা সাত বা আটটী তিল মিশ্রিত গঙ্গাজল পিতৃ উদ্দেশে প্রদান করিবে। অথবা বিখ্যাত তিনটি অরণ্যে পিণ্ডদান করিবে। হে কৌরব! সেই তিন ধর্ম্মা-রণ্য মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পুষ্করারণ্যে, তদনন্তর নৈমিষারণ্যে পরে ধর্ম্মারণ্যে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পিণ্ড প্রদান করিবে। হে ভীষ্ম! গয়াক্ষেত্রে, ধর্ম্মপৃষ্ঠে, ব্রহ্মসদনে, এবং গয়া-তীর্থবটে পিতৃ উদ্দেশে দান করিলে, অক্ষয় রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

হে নরপাল! মানব গয়াক্ষেত্রে গমন করিয়া তথাকার পথ সমুদায় যত পর্য্যটন করিবে, তাহার নরকস্থ পিতৃকুলও তত সত্বর স্বর্গে গমন করিতে থাকিবে। গয়ায় পিণ্ড প্রদান করিলে, গোত্রমধ্যে কেহ আর প্রেতযোনিতে অব-স্থিতি করিতে পারে না, পিণ্ডদানমাত্রেই তাহাদের প্রেতত্ব-বিমুক্তি হয়। হে রাজেন্দ্র! কোন মুনি বলেন, যে, আপনার হস্তে আম্র রাখিয়া তদুপরি পিতৃ উদ্দেশে জল প্রদান করিলে, আম্রও সিক্ত হয় এবং পিতৃকুলও তৃপ্ত

হইয়া থাকেন। সেইরূপ, প্রেতত্ব মোচন ও মুক্তিলাভ হয়। এই কারণে এক ক্রিয়ায় দুই ফল পাওয়া যায়। এই গয়াক্ষেত্রে এক মাত্র পিণ্ড দান করিলে, পিতৃকুল পরিতৃপ্ত হইয়া, মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান অপেক্ষা মাল্যদানে বিশেষ ফল লক্ষিত হয়। হে নৃপতে। কেহ ধ্যানকে প্রধান বলিয়া থাকেন, কেহ দানকে প্রধান বলেন এবং কোন কোন ঋষি ধনদান উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ফলতঃ গয়াতীর্থে যাহা দান করা যায়, তাহাই ধর্ম্মের হেতু এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

হে ভীষ্ম! মানসতীর্থে পার্ব্বতীনাথ শঙ্কর সর্ব্বদা পার্ব্বতীর সহিত বাস করিতেছেন, যে কোন ব্যক্তি শুচি হইয়া তথায় গমন করত সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার দর্শন করে, তাহার মোক্ষফললাভ হইয়া থাকে। সেখানে যে সমস্ত দ্বিজাতিশ্রেষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেও বহুজন্মের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্যগণ যে কোনরূপ ফল কমনা করিয়া পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, নিঃসন্দেহ অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করে। হে বীরশ্রেষ্ট! আমি এই যে তীর্থসংগ্রহ সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, ইহার সবিশেষ বিবরণ দেবগুরু বৃহস্পতি বলিতে পারেন না, মানুষ আর কতই কহিবে। হে ভূপাল! এই সমস্ত তীর্থ ব্যতীত, দয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং সত্যবাক্যও অতি পবিত্র তীর্থ এবং আশ্রম সমুদায়ও তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে রত থাকিলে, পরম ফল লাভ হয়। যে সকল-স্থলে শ্রাদ্ধবিধি প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গয়াশ্রাদ্ধ

অপবর্গফলপ্রদ। সর্ব্বপ্রযত্নে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে।

হে শান্তনুনন্দন! অধুনা শ্রাদ্ধকাল কহিতেছি, শ্রবণ কর। দিবসের প্রথম তিনমুহূর্ত্তের নাম প্রাতঃকাল, তাহার পর তিনমুহূর্ত্ত সঙ্গর, তদনন্তর তিনমুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন বলিয়া বিখ্যাত, তাহার পর তিনমুহূর্ত্ত অপরাহ্ন এবং এই অপরাহ্নের পর তিন মুহূর্ত্তকালকে সায়াহ্ন কহিয়া থাকে। এই সায়াহ্ন মুহূর্ত্তমধ্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতে নাই, যেহেতু ইহাকে রাক্ষসী বেলা কহে, এই রাক্ষসীবেলায় অন্য কোনরূপ শুভকর্ম্মাচরণও অতি নিন্দিত হইয়া থাকে। দিবসের পঞ্চদশ ভাগের এক এক ভাগকে মুহূর্ত্ত বলাযায়। এই প্রকারে যে অষ্টম মুহূর্ত্ত হয়, তাহার নাম কুতপ। ঐ মধ্যাহ্ন কুতপ মুহূর্ত্ত সময়ে প্রখরকর ভাস্কর ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাকেন, অতএব ঐ সময় শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিলে অনন্ত ফল পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধে শঙ্খপাত্র, ফল, কম্বল, রজত, দর্ভ, তিল, গো, এবং দৌহিত্র এই আটটি সামগ্রী অতিশয় প্রশস্ত হইয়া থাকে। হে ভীষ্ম! পাপশব্দে কুৎসিত উল্লিখিত আটটী দ্রব্য পাপের সন্তাপকর, একারণ তাহারা কুতপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কুতপের পর অপর চার মুহূর্ত্তও অতি পবিত্র। পিতৃগণ এই পাঁচ মুহূর্ত্ত কালেই শ্রাদ্ধ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। আর কুশ ও কৃষ্ণতিল বিষ্ণুদেহ হইতে উৎপন্ন, দেবগণ এই দুই দ্রব্যকেই শ্রাদ্ধের লক্ষণ বলিয়া থাকেন, অতএব শ্রাদ্ধে ইহার আহরণ করিবে। হে ভীষ্ম! যাহারা তীর্থে বাস করিয়াছে, তাহারা তীর্থে জলস্থ থাকিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে সতিল উদকাঞ্জলি প্রদান করিবে, কিন্তু

একহস্তে কদাপি তর্পণ করিবে না। ইহাদের গৃহমধ্যেই শ্রাদ্ধ করা অতি কর্ত্তব্য; তাহা হইলে পরম পুণ্য লাভ, আয়ুবৃদ্ধি এবং সমস্ত কল্মষ বিগত হইবে। সকল পুরাণেই এইরূপ শ্রাদ্ধ কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধসম্পন্ন হইয়া, ইহা শ্রবণ কিম্বা পাঠ করে, সে পরকালে সৌভাগ্য-শালী হইয়া জন্মিবে। শ্রাদ্ধক্রিয়ানুষ্ঠান সময়েও ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। তীর্থবাসীরা ইহা কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইবে এবং অলক্ষ্মী তথা হইতে অন্তর্হিতা হইবে। এই শ্রাদ্ধমাহাত্ম্য অতিশয় পবিত্র, যশের বিতানতুল্য এবং মহাপাতকবিমোচক। ব্রহ্মা, সূর্য্য এবং রুদ্রপ্রমুখ দেবগণও সর্ব্বদা এই শ্রাদ্ধমাহাত্ম্যের সমাদর করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ গুরো! কিরূপে সোমবংশের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ সোমবংশে কীর্ত্তিবর্দ্ধন বিপুলযশস্বী কোন্ কোন্ মহাত্মা নৃপতি হইয়াছিলেন, অনু-গ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে কৌরবপ্রবর! লোকপতি ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে সৃষ্টির নিমিত্ত অত্রিকে আদেশ করিলে, বিভু অত্রিও ব্রহ্মার আদেশপ্রতিপালনে যত্নপর হইয়া, সৃষ্ট্যর্থে সুমহৎ তপোনুষ্ঠান করিলেন। হে ভীষ্ম! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রাদিরও যাহা অগোচর, সেই ক্লেশ বিনাশক বাক্য যখন তাঁহাকে কহিলেন, এবং যদ্দারা

বংশপতি হইতে পারে সেই পরমানন্দকারণ তপস্যা-মাহাত্ম্যও যখন তাঁহারে শুনাইলেন, তখন সেই মহর্ষি অত্রি হইতেই সোমের উৎপত্তি হইল। সর্ব্বাগ্রে মুনির নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুজল বিনিঃসৃত হইল এবং ঐ জল সচরাচর সমুদায় দিক্ দীপ্ত করিয়া জ্যোৎস্নার ন্যায় আশ্চর্য্য জ্যোতি রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। হে তাত। দিগঙ্গনারা সন্তানকামনায় ঐ জ্যোতি ধারণ করিয়া গর্ভবতী হইয়াছিল। তাহারা তিনশত বর্ষকাল গর্ভ ধারণের পর, অপারগ হইয়া, গর্ভ পরিত্যাগ করিল। তখন চতুর্ম্মুখ ভগবান্ ব্রহ্মা উহা গ্রহণপূর্ব্বক একত্রীভূত করিয়া, একটি বালক সৃষ্টি করিলেন। পরে ঐ বালককে সর্ব্বশাস্ত্রধারণপটু দেবতা করিয়া সহস্রাশ্বসংযোজিত দেবশক্তিময় দিব্য স্যন্দনে আরোহণ করাইয়া স্বীয় লোকে আনিলেন। সেখানে ব্রহ্মর্ষিগণ সেই সর্ব্বায়ুধধর দিব্য কুমারকে অবলোকন করিয়া বলিলেন, ইনি আমাদের অধীশ্বর হউন। পরে দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার তেজ অতিশয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা ভূমণ্ডলস্থ ওষধি সকল দীপ্তি বিশিষ্ট হইল। তদবধি নিশাভাগে ওষধি সমুদায় অদ্যাপি দীপ্তিবিশিষ্ট হইতেছে। হে বীর। এই নিমিত্ত ভগবান্ সোম ওষধীশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইহাঁর মনোহর সুস্নিগ্ধ জ্যোতিতে রাত্রিকালীন অন্ধকার বিদূরিত হইয়া, ভূমণ্ডল প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বদা শুক্লপক্ষে বৃদ্ধিশীল এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয়িষ্ণু হইয়া থাকেন। হে কৌরবপ্রবর। প্রচেতা দক্ষ প্রজাপতি দিব্যরূপসম্পন্ন ভগবান্ সোমকে রূপলাবণ্যবতী সপ্ত বিংশতি

কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কিন্তু শীতাংশু সোম কৃতদার হইয়া সংসারধর্ম্মে লিপ্ত হইলেন না, বিষ্ণুর ধ্যানপরায়ণ হইয়া, সহস্রবর্ষ তপোনুষ্ঠান করিলেন। পরমাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার ঐরূপ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তদীয় সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। সোম প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে প্রভো। আমাকে এইরূপ বর প্রদান করুন, যেন আমি শক্রলোকে রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারি এবং আমার গৃহে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ প্রত্যক্ষ ভোক্তা হয়েন, ও পুরমধ্যে ত্রিশূলধারী হর যেন সর্ব্বদা কক্ষপাল হইয়া থাকেন। হে ভীষ্ম! পদ্মনাভ বিষ্ণু সোমের তপস্যায় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং কোন বিচার না করিয়া তাঁহার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদানে স্বীকার করিলেন।

তদনন্তর অত্রিনেত্রসমুদ্ভূত সোম তপস্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার সেই যজ্ঞে ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিবর্গ হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা হইলেন। এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা স্বয়ং ব্রহ্মা ও হরি উপদেষ্টা হইলেন। আর সনকাদি ঋষিগণ, বসুগণ ও বিশ্বেদেবগণ সেই যজ্ঞের সদস্য হইলেন। তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইয়া সমাপ্ত হইলে, তিনি ঋত্বিক্‌দিগকে ত্রৈলোক্য দক্ষিণা প্রদান করিলেন। পরে অবভৃথস্নান সমাপ্ত হইলে সোমের মনোহর রূপলাবণ্য দর্শনে দেবীগণ কন্দর্পশরে অভিভূত ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া, তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। কামবাণাভিতপ্তাঙ্গ হই[illegible] কমলা নারায়ণকে

পরিত্যাগ করত তথায় আগমন করিলেন এবং সিনীবালী কর্দ্দম প্রজাপতিকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। হে ভীষ্ম! এই রূপ, কামসন্তপ্তা দ্যুতি বিভাবসুকে, পুষ্টি অব্যয় ধাতাকে, প্রভা প্রভাকরকে, ও কুহু হবিষ্যন্তকে পরিত্যাগ করত সোমের সেবায় নিরতা হইলেন। অধিক কি কহিব, কীর্ত্তি ভর্ত্তা জপন্তকে, অংশুমালী কশ্যপকে ও ধৃতি স্বপতি নন্দীকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবায় আসক্ত হইলেন। তৎকালে সোমও নিবৃত্তযজ্ঞ হইয়া পূর্ণকাম হইয়াছিলেন, একারণ স্বীয় পরিণীতা দক্ষকন্যা সকলকে কামনা করিয়া, তাহাদিগের সহিত বিষয়ভোগানুরাগী হইলেন। তাঁহার সেইরূপ বিষয়সুখভোগ দর্শনে সবাসব দেবতাগণ এবং জটাজিনধারী মুনিগণের অন্তঃকরণেও বিষয়ভোগের অভিলাষ সঞ্চারিত হইল। সুন্দরী যুবতী রমণী দেখিয়া সকলে ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন, এবং রিরংসু হইয়া কামপীড়িতের ন্যায় গম্যা ও অগম্যা জ্ঞান বিহীন হইয়া তরুণীসহবাস অভিলাষ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে এরূপ উদ্ধত হইয়াছিলেন, যে, যেরূপ বর্ষাকালে জলধরের জলবর্ষণবেগ নিবারণ করা অসাধ্য সেই রূপ তাঁহাদিগকে তৎকার্য্যে ক্ষান্ত করা কঠিন হইয়া উঠিল। হে বীরবর। যে সমস্ত দেবতার মহিলাগণ স্বীয় স্বীয় ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগের এই মহৎ অনিষ্টকর ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক কামিনীদিগকে অনেকপ্রকারে নিষেধ করিয়া, তাহা হইতে ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না। তখন সকলেই অভিশাপ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা সোমকে অভিশাপ

প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু, ভগবান্ সোম ব্রহ্মার বর প্রভাবে ঐরূপ দুর্দ্ধর্ষ শ্রী সম্পন্ন হইয়াছিলেন, সপ্তলোক মধ্যে তাঁহার তুল্য আর কেহই ছিল না, এ কারণ ঐ অভিশাপও তাঁহারে আক্রমণ করিতে পারিল না।

হে শান্তনুতনয়। এইরূপে সোম ভোগনিরত হইয়া কোন সময় গুরুভার্য্যা তারাকে উদ্যানমধ্যে অবলোকন করিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতিপত্নী তারা স্বভাবতঃ সুন্দরী, কৃশাঙ্গী, বৃহন্নিতম্ববিশিষ্টা ও স্থূলস্তনী, উদ্যানভ্রমণকালীন নানাবিধ পুষ্পাভরণে বিভূষিতা হইয়া, মূর্ত্তিমতী রতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে বীর। তারাপতি সোম চারুনেত্রা সুমুখী গুরুপত্নী তারার রূপলাবণ্য দেখিয়া কামার্ত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিয়া আলিঙ্গনোদ্যত হইলেন। এদিকে তারাও চন্দ্রের মনোমোহন রূপে মুহ্যমানা ও কামুকী হইয়া, অগত্যা তাঁহার সহিত রমণে প্রবৃত্তা হইলেন। এইরূপে সেই উদ্যানমধ্যে বহুদিন গত হইলেও, সোমের তারাবিহারে পরিতৃপ্তি হইল না, তিনি গুরুপত্নী তারাকে গ্রহণ করিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন। সোম এপ্রকার কামান্ধ হইয়াছিলেন, যে দিবারাত্রই তারার সহিত বিহারে আসক্ত হইয়া রহিলেন।

এদিকে দেবগুরু বৃহস্পতি ভার্য্যার বিচ্ছেদানলে দগ্ধচিত্ত হইয়া, সাতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং পরিজ্ঞাত হইলেন যে, সোম তদীয় ভার্য্যা তারারে অপহরণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সোমকে অভিশাপ প্রদানে ক্ষমবান্ হইলেন না। কামসন্তপ্ত ভগবান্ বৃহস্পতি বহুবিধ উপায় ও অভিচার

দ্বারা পত্নীলাভে হতাশ হইয়া দেবগণসমীপে প্রার্থনা করিলেন, তোমরা সোমের নিকট হইতে আমার পত্নীরে আনয়ন কর। হে ভীষ্ম। সোম তারার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন, একারণ ব্রহ্মা, রুদ্র মরুৎ ও লোকপাল প্রভৃতি দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইলেও গুরুভার্য্যা প্রদানে সম্মত হইলেন না। দেবগণ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলে, চন্দ্র কোন মতেই গুরুপত্নী তারাকে প্রদান করিলেন না দেখিয়া, মহেশ্বর শিব ক্রোধবশীভূত হইলেন। যাঁহার ক্রোধে কামদেব ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন, এবং বহুসংখ্য রুদ্র যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকে, সেই ভগবান্ শশাঙ্কশেখর মহাদেব বৃহস্পতির প্রতি স্নেহ বশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক সোমের নিগ্রহবাসনায় যাত্রা করিলেন।

হে বীর। সেই সিদ্ধচারণজুষ্ট ভূতেশ্বর পুরারি শিব সোমনিগ্রহমানসে অজগব ধনু গ্রহণ করত যুদ্ধযাত্রা করিলে, কোটি কোটি চারণ, উগ্রমূর্ত্তি ষড়বিংশতি যক্ষগণ, বেতালগণ কিন্নর ও অর্ব্বুদসংখ্যক ভূতগণ ক্রোধপরবশ হইয়া তিনলক্ষ রথারোহণে তাঁহার সমভিব্যাহারী হইল। তৎকালে ক্রোধ বশতঃ শিবের তৃতীয় চক্ষু হইতে অনল উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল এবং তিনি সেই অগ্নি দ্বারা যেন লোকসমুদায় দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ ভবানীনাথ শঙ্করকে সমরসজ্জায় সমুপস্থিত দেখিয়া সমুদ্রগর্ভা সদ্বীপা ধরণী ও ধরাধর অচল পর্ব্বতগণ এবং লোকসমুদায় ভয়ার্ত্ত হইয়া উঠিল। সোম অতিশয় মদান্ধ হইয়াছিলেন, রুদ্রের তাদৃশ মূর্ত্তি অবলোকনে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইলেন না, বরং ধনুর্দ্ধারণ-

পূর্ব্বক নক্ষত্র ও অসুর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। বিশালবলী পিনাকী দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিয়া উভয় সৈন্যমধ্যে অতিশয় ভীষণ হইলেন। হে ভীষ্ম! যাঁহা হইতে অজস্র প্রাণিপুঞ্জ বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই রুদ্র তীক্ষ্ণায়ুধধারণপূর্ব্বক উগ্ররূপে সমর করিতেছেন, ইহাতে যে কি হইবে, তাহা বলা যায় না।

এইরূপে যুদ্ধারম্ভ হইলে, উভয় পক্ষ হইতে অগ্নিশিখ অস্ত্রসকল পরিত্যক্ত হইতে লাগিল, তাহাতে ভূরি ভূরি সেনানী নিধন প্রাপ্ত হইল। ঐ যুদ্ধে এরূপ শর বর্ষণ হইতে লাগিল যে, বোধ হয়, উভয় পক্ষেই স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ভেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। হে নরশ্রেষ্ট! ভগবান্ মহাদেব যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, অমনি সোমও স্বীয় অমোঘবীর্য্য সোমাস্ত্র প্রয়োগ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা দেখিলেন, এই অস্ত্রযুদ্ধ বর্দ্ধিত হইয়া জগৎক্ষয়ের কারণ হইতেছে, তখন তিনি দেবগণের সহিত অতি কষ্টে সমরাঙ্গনে কথঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইয়া সোমকে ভর্ৎসনা করত কহিলেন, হে সোম! এই জনান্তকারী সমর তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তুমি অকারণে কেন লোকক্ষয় করিতেছ? তুমি পরদারাপহরণরূপ অতি ঘৃণিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া লজ্জিত হইলে না, প্রত্যুত এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত করিলে? ক্ষান্ত হও; আমার বাক্যে গুরুভার্য্যা গুরুকে প্রদান কর। তোমাকে সাধারণ লোকসকলেও নিন্দা করিয়া থাকে, তুমি কি তাহা শুনিতে পাও না? ব্রহ্মার তাদৃশ বচন আকর্ণন করিয়া শীতাংশু সোম লজ্জিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সংগ্রাম

পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃহস্পতিকে তারা অর্পণ করিলেন। দেব-গুরু বৃহস্পতি স্বীয় পত্নী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত হই-লেন। পরে রুদ্রের সহিত স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। সেই সর্ব্বলোক ভয়াবহ যুদ্ধও প্রতিনিবৃত্ত হইল।

হে ভীষ্ম! সোমের সহবাসে তারার গর্ব্ভসঞ্চার হই-য়াছিল, সম্বৎসর পরে তাহা হইতে দ্বাদশ আদিত্যতুল্য প্রতাপশালী দিব্যপীতাম্বরপরিধায়ী নানালঙ্কারভূষিত এক কুমার ভূমিষ্ঠ হইল। ঐ কুমার বাল্যাবস্থাতেই সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-বেত্তা, বিদ্বান্ এবং হস্তিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। তিনি নরপতি সোমের পুত্র বলিয়া রাজকুমার নামে খ্যাত হইলেন। তাঁহার নাম বুধ। সেই বলশালী বালক লোক-পালদিগের উপরও অতি উগ্রতেজঃ ধারণ করিয়াছিলেন, একারণ ব্রহ্মাদি দেবগণ ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য দেবগুরু বৃহস্পতির গৃহে আগমন করিলেন। মহাসমারোহসহকারে তাঁহার জাতকর্ম্মসমাধা হইল। পরে দেবগণ তারারে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এই পুত্র কাহার ঔরসজাত? তারা দেবতা সকলের বচন আকর্ণন করিয়া লজ্জাপ্রযুক্ত কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু দেবগণ বার বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেন, গুরু-ভার্য্যা অতিলজ্জিতা হইয়া অতিকষ্টে কহিলেন, এই পুত্র সোমের ঔরসসম্ভূত। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! বরাঙ্গনা তারা এই কথা বলিবামাত্র সোম পুত্রকে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার বুধ এই নাম করণ করিয়া ভূলোকমধ্যে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সোম বুধকে এইরূপে সমুদায় ভূপা-লবর্গের শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষি-

গণ পরস্পর মিলিত হইয়া তাঁহারে গ্রহগণ মধ্যে পরিগণিত করিলেন, অনন্তর সকলে সর্ব্বভূত সমক্ষে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

হে ভীষ্ম। সোমনন্দন বুধ পত্নী ইলার উদরে যে পুত্র উৎপাদন করেন, সেই তেজস্বী একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম পুরুরবা, এই পুরু-রবার শাসনে ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত নরপতি তাঁহার পাদপদ্ম সর্ব্বদা বন্দনা করিত। তিনি হিমালয় পর্ব্বতের মনোহর শিখরে ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া, সপ্ত-দ্বীপের অধিপতি এবং লোকেশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি এরূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন যে, কেশী প্রভৃতি অতি উগ্র দানব-গণও তাঁহার ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। হে বীর। যাঁহার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, স্বর্ব্বেশ্যা উর্ব্বশী পত্নীত্বে স্বীকৃতা হইয়াছিল, লোকহিতৈষী সেই পুরূরবা সশৈলবনকাননা সপ্তদ্বীপা ধরণীর ধর্ম্মতঃ পরিপালন করি-তেন। তাঁহার কীর্ত্তিকদম্ব সুমেরু ও স্বর্গ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। ব্রহ্মার অনুগ্রহবশে দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁহারে অর্দ্ধাসন প্রদান করিতেন এবং ধর্ম্মানুসারে তাঁহার দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ কাম ইহার পালন করাইয়া লইতেন। হে শান্তনুনন্দন। পুরূরবার যশে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইলে, একদা ধর্ম্ম অর্থ কাম ইহাঁরা কৌতূহলান্বিত হইয়া তাহারে দেখিতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনিও ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে দিব্যকনক-ভূষণভূষিত তিন খানি আসন আনিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন এবং অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিলে ইহাঁরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নৃপতিরে বর দান করিলেন। আদৌ,

অর্থ নরপতি পুরূরবাকে বন্দনা করিয়া এইরূপ বর দান করিলেন, যে, তোমার অর্থ সমুদায় কদাপি লোভ বশে বিনষ্ট হইবে না। পরে কাম কহিলেন, সর্ব্বেশ্যা উর্ব্বশী গন্ধমাদন পর্ব্বতে কুমার বনে আগমন করিয়া তোমার বশীভূতা হইবে। অনন্তর ধর্ম্ম বলিলেন, তুমি চিরায়ু ও ধার্ম্মিক হইবে। হে রাজেন্দ্র! যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র-গণ বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তোমার সন্ততিগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, এই ভূমণ্ডলে কখনই তোমার বংশবিরাম হইবে না। হে ভূপতে! তুমি উর্ব্বশীর সহিত ষষ্টিবর্ষ কামোপভোগ করিবে এবং সেই অপ্সরা অচিরাৎ তোমার বশীভূতা হইবে। তোমার এই চরিত্র সমগ্র মন্বন্তর মধ্যে পরিগণিত হইবে, সন্দেহ নাই।

হে কৌরবাগ্রগণ্য! ধর্ম্মাদি এইরূপ কহিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে পুরূরবা রাজ্যসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি অহরহ দেবরাজ পুরন্দরের সহিত সাক্ষাৎ মানসে স্বর্গে যাইতেন। একদিন নরপতি পুরূরবা ইন্দ্র ও সোমের সহিত দর্শনান্তে পথে প্রত্যাগত হইতেছেন, এমত সময় দেখিতে পাইলেন, কেশিদানব উর্ব্বশী ও চিত্রলেখাকে অপহরণ করিয়া আকাশপথে যাই-তেছে। তদ্দর্শনে তিনি অপ্সরাগণের মোচনেচ্ছায় তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং চক্রাস্ত্র দ্বারা সেই দানব-পরিবারের পরাজয় পূর্ব্বক অপ্সরাদ্বয়কে পুনরায় ইন্দ্রসন্নি-ধানে উপস্থিত করিয়া দিলেন। এই কারণেই দেবরাজ তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাঁহারে উর্ব্বশী ভোগ করিতে দেন। ফলতঃ দেবরাজ পাকশাসন সেই অবধি

পুরূরবার সহিত মিত্রতা করিলেন, এবং সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি এই উর্ব্বশী প্রভৃতির উদ্ধার করিয়াছ, অতএব কোন সময়ে নিয়ম পূর্ব্বক ইহারে গ্রহণ করিও।

হে রাজন্! কোন সময়ে লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে পুরূরবা দেবলোকে উপস্থিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তুষ্টি জন্য মেনকা, উর্ব্বশী, ও রম্ভা প্রভৃতিকে নৃত্য গীত করিতে আদেশ করিলেন। ইন্দ্রাদেশে অপ্সরা সকল নৃত্যে প্রবৃত্ত হইল। উর্ব্বশী পুরূরবার রূপলাবণ্যদর্শনে কামার্ত্তা হইয়াছিল, সুতরাং অভিনয় বিস্মৃত হইয়া গেল। মঘবান্ ইন্দ্র তানলয়ভঙ্গকরী উর্ব্বশীরে ক্রোধভরে অভিশাপ করিলেন, তুই ভূমণ্ডলে পঞ্চদশ বর্ষ লতা হইয়া থাকিবি। হে পুরূরবা। তুমিও ইহার সন্নিকটে পিশাচ হইয়া থাকিবে। হে নৃপতে। শাপ মোচন হইলে, উর্ব্বশী তোমারে ভর্ত্তৃরূপে গ্রহণ করিবে। হে কৌরবপ্রবীর। সেই শাপের অবসান হইলে, উর্ব্বশী পুরূরবার পত্নী হইল তাহাকে বুধনন্দন পুরূরবা উর্ব্বশীগর্ভে যে আটটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অশ্বায়ু, ধনায়ু, ধৃতিমান বসু, দিবিজাত ও সুবায়ু। ইহাঁরা সকলেই দিব্যতেজঃসম্পন্ন ছিলেন। তম্মধ্যে আয়ুর নহুষ, যজ্ঞশর্ম্মা, রজি, দম্ভ, বিদামা এই পাঁচ পুত্র; ইহারা পাঁচ জনেই মহারথী ও বীর। হে ভীষ্ম! রজির আজ্যপা নামে বিখ্যাত একশত পুত্র হইয়াছিল। বিগতকল্মষ আয়ুনন্দন রজি, ভগবান্ নারায়ণ বিষ্ণুর প্রসন্নতালাভকামনায় তপোনুষ্ঠান করিলে, বিষ্ণু প্রীত হইয়া মহীপতি রজিকে দেবতা অসুর ও মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত প্রাণির অজেয়তা বর

[illegible] করেন এবং তিনিও ছিন্ন [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] করিয়াছিলেন।

হে শান্তনুনন্দন! কোন সময়ে দেবতা ও অসুরগণের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে এক পক্ষে দেবরাজ ইন্দ্র ও অপর পক্ষে দৈত্যনাথ প্রহ্লাদ ছিলেন। এই ভয়ানক সংগ্রাম তিনশত বর্ষ হইল, তথাপি কোন পক্ষের বিজয়লাভ হইল না। তখন দেব ও অসুরগণ চতুরানন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রভো। আমাদিগের যে পরস্পর তুমুল সংগ্রাম বহু কাল আরব্ধ হইয়াছে, ইহাতে কোন্ পক্ষের জয় হইবে? ব্রহ্মা এই বাক্য শ্রুতমাত্র বলিলেন, যে পক্ষে রাজা রজি নেতা হইবেন, সেই পক্ষ অনায়াসে বিজয়ী হইবে। অনন্তর দৈত্য সকল স্বীয় বিজয়ের নিমিত্ত রজিসন্নিধানে গমন করিয়া কহিল, মহারাজ। এই সংগ্রামে আপনি আমাদের সহায় হউন। রজি বলিলেন, যদি তোমরা আমারে তোমাদের প্রভুত্বে বরণ কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের সাহায্য করিতে পারি। হে ভীষ্ম! দৈত্যগণ রজির ঐ বাক্যে কোন মতে সম্মত হইল না, কিন্তু দেবগণ অবলীলাক্রমে তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া বলিলেন, আপনি আমাদের স্বামী হইয়া সংগ্রামে এই শত্রু সমস্ত বিনষ্ট করুন।

এইরূপে আয়ুতনয় রজি দেবস্বামিত্ব প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধে [illegible] হইলেন, এবং যে সমস্ত দানব বজ্রপাণি ইন্দ্রেরও [illegible], তাহাদিগকেও বিনাশ করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার এই [illegible] কার্য দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহারে পুত্রত্বে [illegible]

ইন্দ্রকে প্রদান করত তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। হে ভীষ্ম রজির তপোবলগুণান্বিত যে সমস্ত ঔরসজাত পুত্র ছিল, তাহারা বল দ্বারা ইন্দ্রের পদ, রাজ্য এবং যজ্ঞভাগ সমস্ত আত্মসাৎ করিল। দেবরাজ রজিপুত্রগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া, গুরু বৃহস্পতির সমীপে গমন পূর্ব্বক দীনবচনে কহিলেন, হে গুরো! আমি রজিতনয়গণ দ্বারা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি। তাহারা যজ্ঞভাগ ও রাজ্য কিছুই আমারে প্রদান করিতেছে না। অতএব হে ধীষণাধিপ বৃহস্পতে! যাহাতে পুনরায় রাজ্য লাভ হয়, আপনি এরূপ যত্ন করিতে থাকুন। ইন্দ্রের এইরূপ প্রার্থনাবশংবদ হইয়া দেবাচার্য্য বৃহস্পতি গ্রহশান্তি ও পৌষ্টিক কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে পুনরায় বলদর্পিত করিলেন। বৈদিক বৃহস্পতি স্বয়ং রজিনন্দনদিগের নিকট গমন করিয়া, জৈনধর্ম্মপ্রচারপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিমোহিত করিলেন। তাহারা বেদত্রয়পরিভ্রষ্ট হইয়া কেবলমাত্র হেতুবাদধর্ম্মের অনুরাগী হইল। এইরূপে রজিতনয়গণ নিস্তেজ হইলে, দেবরাজ তাহাদিগকে নিরাকৃত করত পুনরায় স্বকীয় অধিকার সমুদায় অধিকার করিলেন।

হে ভীষ্ম! এক্ষণে নহুষের বংশবিস্তার কহিতেছি। যযাতি, যাতি, সর্যাতি, উদ্ভব, পর, বিযাতি, ও মেঘযাতি এই সাতজন তাঁহার পুত্র, ইহারা সকলেই স্বধর্ম্মপরায়ণ ও বংশবর্দ্ধন। তন্মধ্যে যযাতি ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। বৃষপর্ব্ব নামক দৈত্যরাজের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা এবং ভৃগুনন্দিনী সুব্রতা দেবযানি, তাঁহার এই দুই ভার্য্যা ছিলেন। হে বীর! যযাতির পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। শুক্রকন্যা দেব-

যানি যদু ও তুর্ব্বসু এই পুত্রদ্বয় প্রসব করিয়াছিলেন, এবং শর্ম্মিষ্ঠা হইতে যযাতির দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই তিন পুত্র হইয়াছিল। এই পাঁচ পুত্র মধ্যে যদু ও পুরু বংশবৃদ্ধিশীল। হে পার্থিব ভীষ্ম! তুমি যে পুরুবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, পশ্চাৎ সেই বংশবিস্তার কীর্ত্তন করিব, অধুনা যদুবংশ বলিতেছি শ্রবণ কর। যদু হইতে সমস্ত যাদবগণ উৎপন্ন হইয়াছে, ভগবান্ বলদেব ও কৃষ্ণ ভুভার অবতারণ এবং পাণ্ডুকুলের কুশল সাধনার্থ সেই যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে বীর! যদুর দেবকুমার তুল্য যে অনেক কুমার উৎপন্ন হয়, তাহারা সহস্রজিৎ, রথশ্রেষ্ঠ, ক্রথ, নীল, ও উজ্জিকোবর নামে বিখ্যাত। তন্মধ্যে সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ এবং শতজিতের হৈহয়, হয় ও উত্তানহয় নামক তিন পুত্র হয়। হে ভীষ্ম! পূর্ব্বে যে বারাণসীরাজ ধর্ম্মনেত্রের কথা কহিয়াছিলাম, তিনি হৈহয়ের পুত্র। তাঁহার পুত্র ভদ্রাসন। ভদ্রাসনের দুর্দ্দম নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র হইয়াছিল। দুর্দ্দমের পুত্র ভীম, তাঁহার পুত্র কনক। কনক অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইহাঁর সুবর্ণদান সমস্ত লোকমধ্যে বিখ্যাত আছে। কৃতাগ্নি, কৃতকর্ম্মা ও কৃতবীর্য্য এই তিনজন কনকের পুত্র। এবং কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। ইহার সহস্র বাহু ছিল এবং এই ভূপতি সপ্তদ্বীপ মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরপতি হইয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্য বিষ্ণুর প্রসন্নতা কামনা করিয়া দশসহস্র বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলে, পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহারে চারটি বর প্রদান করেন। রাজ্যশ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীর্য্য সর্ব্বাগ্রে বাহুসহস্র বর

প্রার্থনা করেন পরে ধর্ম্মের উল্লেখমাত্র অধর্ম্মের ধ্বংস, সমস্ত ভূমণ্ডলে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন ও আত্ম অপেক্ষাও অধিক বলবানের বিনাশ, এই বরগুলি প্রার্থনা করিয়া লন। হে ভীষ্ম। ভূপাল কার্ত্তবীর্য্য বিমানারোহণে সপত্তনা সপ্তসমুদ্র-বেষ্টিতা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এবং ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের পরিপালন করেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল সর্ব্বদা তাঁহার শুশ্রূষা করিত। তাঁহার যজ্ঞে গন্ধর্ব্বগণ ও দেবর্ষি নারদ এই গাথা গান করিয়াছিলেন যে, কোন ভূপালই কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ সৌভাগ্য এবং গতি লাভ করিতে পারিবেন না। ফলতঃ ভূপতি কার্ত্তবীর্য্য যজ্ঞ, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, বীর্য্য ও বিক্রমে অতুল্য হইয়াছিলেন, পবনবেগের ন্যায় তদীয় স্যন্দন সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতে পারিত। সেই নরপতি অশীতি সহস্রবর্ষ রাজ্য পালন করিয়াছিলেন এবং তৎকালে তিনি ভিন্ন অন্য কোন রাজা চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে নাই। হে বীর। কার্ত্তবীর্য্যের শাসনপ্রণালী আর কি কহিব। তিনি পশু-পালন ও ক্ষেত্রকর্ম্ম প্রভৃতিও স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন। পর্জন্য কেবল জলবর্ষণ করে কিন্তু ইনি সর্ব্বদা ধর্ম্ম অর্থ কাম বর্ষণ দ্বারা লোকসমাজে পর্জন্যের ন্যায় হইয়াছিলেন। যোগী বলিয়া, ইহাঁরে সকলে অর্জ্জুন বলিত। সহস্ররশ্মি দিবাকরের ন্যায় তাঁহার সহস্র বাহু জ্যাঘাত-কঠিন চর্ম্মে বিভূষিত ছিল। এই মহাদ্যুতি মাহিষ্মতী নগরে মনুষ্যনাম ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাঁর বেগ বর্ষাকালীন সমুদ্রের ন্যায়। এই মহীপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বাহু দ্বারা উর্ম্মিমালিনী নদীর বেগও প্রতিরোধ করিতেন। ইহাঁর বাহুবলভয়ে নর্ম্মদা

নদী শঙ্কিতা হইয়াছিল, এবং মনুবংশে একমাত্র ইনিই সমুদ্র ক্ষোভিত করিয়াছিলেন। ভূপতিশ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীর্য্য রমণীগণের প্রীতিসাধনার্থ হস্ত দ্বারা সাগরবেগ সমুত্থাবিত করিতেন। সাগর ইহাঁর বাহুসহস্র দ্বারা ক্ষোভ্যমান হইলে পাতালস্থ দানববৃন্দ যেরূপ সমুদ্রমন্থন কালে মন্দরপর্ব্বত ক্ষোভে চকিত হইয়াছিল, সেইরূপ আশঙ্কিত হইত এবং মহোরগগণের মস্তক নিশ্চল হইয়া যাইত। মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য ধনুতে জ্যারোপণ করিয়া, পাঁচটি শর দ্বারাই লঙ্কাপুরীস্থ রাক্ষসরাজ রাবণকে সবলে মুগ্ধ করত শীঘ্র পরাজয় করিয়াছিলেন এবং বন্ধনপূর্ব্বক মাহিষ্মতী নগরে রাখিয়াছিলেন। হে ভীষ্ম! রাবণ এইরূপে বন্ধনগ্রস্থ হইলে, পিতামহ ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইয়া নৃপতি কার্ত্তবীর্য্যকে সান্ত্বনা করত স্বীয় পৌত্র দশকন্ধরকে মুক্ত করিলেন এবং উভয়ের সখ্যতা সংস্থাপন করিয়া দিলেন। তাহার জ্যাঘাতশব্দ, যুগান্তকালীন আবর্ত্তক অনলের স্ফোটশব্দের অনুকরণ করিত। হে কৌরব! বিধির কি নির্ব্বন্ধ! ভৃগুকুলসম্ভূত রাম সেই ভুজবীর্য্যসম্পন্ন অর্জ্জুনের বাহুসহস্র যুদ্ধে তালবনচ্ছেদনের ন্যায় অবলীলাক্রমে কর্ত্তন করিয়াছিলেন। এবং সক্রোধে তাঁহারে এইরূপ অভিশাপবাক্য বলিয়াছিলেন, হে হৈহেয়! আমার এরূপ শ্রুত আছে যে, তুমি আমাদিগের তপোবন দগ্ধ করিয়াছ, অতএব তাহার প্রতিফলস্বরূপ তোমার বাহুসহস্র বিচ্যুত করিতেছি। এই বলিয়া তরস্বী রাম তাঁহার বাহু সমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে পার্থিব! কার্ত্তবীর্য্যের বলশালী, শূর, ধর্ম্মপরায়ণ, কৃতাস্ত্র ও অরাতিনাশক, পাঁচ পুত্র হইয়াছিল, তাহারা শূরসেন,

শূর, শূরসেন, কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ নামে বিখ্যাত। তন্মধ্যে জয়ধ্বজের সন্তানের নাম তালজঙ্ঘ, এই তালজঙ্ঘের এক শত পুত্র হয়, তাহারা তালজঙ্ঘ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। হৈহয়বংশোৎপন্ন মহাত্মা তালজঙ্ঘের তনয় বীতিহোত্র, সংজাত, তেজস, তপস এবং শৌণ্ডিকেয়। হে ভীষ্ম! বীতিহোত্রের বলবীর্য্যসম্পন্ন অনন্ত নামে সন্তান জন্মে। এবং ইহার দুর্জ্জয়, বেধা, মিত্র ও কর্ষণ এই কয়েক পুত্র হইয়াছিল। ইহাঁরা পরস্পর সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া, ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করত রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন বাহুসহস্র ধারণ করিয়া সসাগরা বসুন্ধরা শাসন করিয়াছিলেন। যে মানব প্রতি দিবস প্রাতঃকালে গাত্রো-ত্থান করিয়া, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করে, হে রাজেন্দ্র ভীষ্ম! কদাপি তাঁহার ধনহানি হইবে না, বরঞ্চ বিনষ্ট ধনও পুনঃ-প্রাপ্ত হইবে। যে ধীমান্ মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি, যজ্ঞদানাদিক্রিয়ানুষ্ঠায়ী ব্যক্তির ন্যায় স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে রাজেন্দ্র ভীষ্ম। অধুনা ক্রোষ্টার বংশবিস্তার বলিতেছি, যাহাতে উত্তম উত্তম পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণিকুলধুরন্ধর ভগবান্ বিষ্ণু এই মহৎ বংশেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ক্রোষ্টা বৃজিনীয়া নামক পত্নীর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহার

নাম শশবিন্দু; মহাত্মা শশবিন্দু ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ চক্রবর্ত্তী নরপতি হইয়াছিলেন। লোকালয় তাঁহার নামে কীর্ত্তিত হইত এবং তাহার যে অযুত পুত্র হয় তাহারা সকলেই ধীমান্, রূপবান্, ধনবান্, ও প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন, মহাবল পৃথু ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার যশঃ, কীর্ত্তি, তেজ ও বল জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পুরাণবেত্তারা পুরাণ-মধ্যেও ইহাঁর সৌভাগ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাঁর সুযজ্ঞনামে এক পুত্র হইয়াছিল। হে রাজন্! যে ধার্ম্মিক উশনার নামে পৃথিবী বিখ্যাতা হইয়াছিলেন, সেই উশনা সুযজ্ঞের পুত্র, তিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের আহরণ করিয়াছিলেন। উশনার পুত্র শত্রুতাপন তিতিক্ষু তাঁহার তনয় মরুত্ত সমস্ত রাজর্ষিগণমধ্যে অতিশয় উত্তম বলিয়া পরিগণিত। মরুত্ত নৃপতির পুত্র কম্বলবর্হিণ তিনি অতিশয় পরাক্রমশালী ও অরাতিনাশক ছিলেন। বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া সমগ্র ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণায় রৌপ্য-কবচ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মহাবীর্য্যপরাক্রম রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামোঘ, (১) পরিঘ এবং হরি এই পাঁচ পুত্র হয়। তন্মধ্যে তিনি পরিঘ ও হরিকে বিদারদেশে স্থাপিত করিয়া রুক্মেষুরে স্বীয় সাম্রাজ্য প্রদান করেন। পৃথুরুক্ম ইহাকেই আশ্রয় করিয়া রাজ্যসুখ ভোগ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে জ্যামোঘ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন সুতরাং তিনি রাজ্যভোগে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তাঁহার পত্নি পতিব্রতা ছিলেন। এ নিমিত্ত তাঁহার সহিত চতুর্থা-

(১) পুস্তকান্তরে জ্যামোদ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে।

শ্রমে গমন করিয়াছিলেন। জ্যামোঘ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে ধনু-র্ব্বাণমাত্র সঙ্গে লইয়া নর্ম্মদানদীতটে তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে স্বীয় আশ্রম স্থাপন করিলে তথায় তাঁহার ভার্য্যাও সহচরী হইয়া থাকি-লেন। হে ভীষ্ম! যদিও ইহাঁর পত্নীর সন্তান হয় নাই, তথাপি জ্যামোঘ অন্য ভার্য্যা পরিগ্রহ করেন নাই। যাহা হউক, ঐ ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে দৈবাৎ তাঁহার সহিত দুই জন ব্রাহ্মণের যুদ্ধ হইয়াছিল। জ্যামোঘ ক্ষত্রিয়কুলজাত ও যুদ্ধে পটু, অতএব ব্রাহ্মণদিগকে পরাজিত করিয়া হঠাৎ যুদ্ধস্থলে এক কন্যা লাভ করিলেন। অনন্তর সেই কন্যারে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভার্য্যাকে কহিলেন, হে শুচি-স্মিতে! এই কন্যা তোমার বধূ হইবে। হে বীর! জ্যামোঘের তাদৃশ বচন শ্রবণ এবং কন্যা দর্শন করিয়া তদীয় ভার্য্যা কহিলেন, দেব! এই কন্যা কে? এবং এ কি প্রকারে আমার স্নুষা হইবে।

জ্যামোঘ কহিলেন, তোমার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, এই কামিনী তাহার পত্নী হইবে। হে ভীষ্ম! সেই কন্যার উগ্রতপঃপ্রভাবে জ্যামোঘপত্নী শৈব্যা অচিরকাল মধ্যে গর্ভোবতী হইয়া বিদর্ভ নামে পুত্র প্রসব করিলেন। অনন্তর সেই কন্যার সহিত বিদর্ভের যথাবিধি পরিণয় সমাধা হইলে, কন্যা তাঁহার ঔরসে ক্রতু কৌশিক ও লোমপাদ এই তিন পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে লোম-পাদ পরম ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। হে বীর। কিছুকাল পরে জ্যামোঘতনয় বিদর্ভের মৃড়বাণ ও বিশারদ এই দুই পুত্র হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ধার্ম্মিক লোমপাদের তনয় বভ্রু

এবং তাহার সন্তান হেতি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আর কৌশিকের চেদি নামে যে পুত্র হয়, তাহা হইতে চৈদ্যরাজগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্রতুর বিদর্ভনামক পুত্র হইতেই কৌন্তির জন্ম হয়। কৌন্তির পুত্র ধৃষ্ট, বলশালী পৃষ্ট ঐ ধৃষ্টের পুত্র হইয়াছিল। পৃষ্টও শত্রুহন্তা পরমধর্ম্মপরায়ণ নিবৃতি নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, ঐ নিবৃতির পুত্র দশার্হ তিনি পশ্চাৎ বিদূরথ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। হে ভীষ্ম! দশার্হের পুত্র ব্যোম, ব্যোমের পুত্র জীমূত এবং তাহার পুত্র কিবল, বিকলের ভীমরথ নামে পুত্র হইয়াছিল। ভীমরথের নবরথ (১) নামে পত্র হয়, তাহার পুত্র দৃঢ়রথ। শকুনি এই দৃঢ়রথের পুত্র হইয়াছিলেন। শকুনি হইতে করম্ভ উৎপন্ন হয়, করম্ভের পুত্র দেবরাত, তাহার পুত্রের নাম দেবরাতি। ইহার মহাযশঃ সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছিল। দেবকুমারতুল্য স্নকুমার, দেবতা ও নক্ষত্রদিগের আনন্দবর্দ্ধন মহাতেজস্বী মধু দেবরাতির পুত্র, ইহার পুত্র যুবরথ। তাহার অপত্য দেবরথ, পুরুষোত্তম পুরু দেবরথের সন্তান হইয়াছিলেন। তাহার ভার্য্যা ভদ্রবতী, তিনি পুরুর ঔরসে পুনর্ব্বসু নামে সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। ইহার ভার্য্যার নাম বেত্রকীয়া। তাহার গর্ব্ভে জন্তুর জন্ম হয়। জন্তুর সন্তানের নাম সত্বত, ইহা হইতে কীর্ত্তিবর্দ্ধন সাত্বত উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইহার পত্নীর নাম কৌশল্যা। হে শান্তনুনন্দন! মহাত্মা জ্যামোঘের এই বংশবিস্তার বর্ণনা করিলাম। সোমবংশের মধ্যে ইনি একজন প্রজাবান্ বলিয়া

(১) পুস্তকান্তরে বিরথ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইদানীং অন্য বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

কৌশল্যার সত্বসম্পন্ন ভজমান, দেবাম্বৃত, অন্ধক ও বিষ্ণু এই চার সন্তান উৎপন্ন হয়। তাহাদের ও চার পুত্রজন্মে, বিস্তারিত রূপে তাহাদের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভজমানের ভার্য্যা সৃঞ্জয়ী সৃঞ্জয় নামে সন্তান ও হেতুনাম্নী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। ঐ দুই ভ্রাতা ভগিনী হইতে অনেক সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হইয়াছিল। হেতুর গর্ব্ভে অবভৃথ, বিনয়, কৃপণ, বিষ্ণি, পরপুরঞ্জয় ইত্যাদি প্রভৃত সন্তান হইয়াছিল। তম্মধ্যে অবভৃথ অপুত্রক ছিলেন। একারণ সন্তান কামনা করিয়া দুষ্কর তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি আমার একটী সন্তান হউক, এইরূপ কামনা করিয়া রথারোহণে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন, তথায় কেবল গঙ্গাজল পান পূর্ব্বক বহুকাল তপস্যাচরণে গত করিলেন। হে কৌরবপ্রবর! এদিকে গঙ্গা অবভৃথের সেইরূপ তপোনুষ্ঠান দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে, এই রাজার অপত্য নাই বলিয়া ইনি এই দুষ্কর কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন; কিন্তু এরূপ রমণী দেখিতে পাই না, যাহাতে ইহাঁর অভিলষিত অপত্য উৎপন্ন হইতে পারে। তবে আমি স্বয়ং ইহাঁর সুখপ্রদা কামিনী হই। অনন্তর গঙ্গা সুন্দররূপসম্পন্না কুমারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত সঙ্গতা হইলেন। হে রাজন্! কালক্রমে জাহ্নবী গঙ্গা গর্ব্ভবতী হইলেন তিনি নয়মাস গর্ব্ভধারণপূর্ব্বক সর্ব্বগুণসম্পন্ন সূর্য্যতুল্যদ্যুতিশালী এক কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমার দেবভৃথ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যদুবংশে যাহারা পুরাণবেত্তা ও

পুরাণগায়ক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই মহাত্মারা সর্ব্বত্র এই দেবভূথের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমরাও দূর হইতে দেবভূথের যেরূপ গুণানুবাদ শুনিয়াছিলাম, তাঁহার সমীপস্থ হইয়া তদনুরূপ সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হে ভীষ্ম। তাঁহার পত্নী বভ্রু মনুষ্যগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ; আর দেবভূথ মনুষ্য হইয়াও দেবতুল্য ছিলেন। দেবভূথ স্বীয় ভার্য্যা বভ্রুতে সপ্তষষ্টি সহস্র সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা সকলেই অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছিল। কোন সময়ে তীব্রতপপরায়ণ যজ্ঞদান-সম্পন্ন দৃঢ়ব্রত মহাতেজস্বী রূপবান্ ব্রাহ্মণগণ তথায় উপনীত হইয়া জায়া পতিরে আশীর্ব্বাদ করিলে তাঁহাদের সনকা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। এবং সনকাও যে চার সন্তান প্রসব করে, তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুনর্ব্বসু বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও যজ্ঞকারী হইয়াছিলেন। পুনর্ব্বসুর অন্ধক ও বাহুক নামে দুই সন্তান হইয়াছিল, সকলে তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ বলিত। হে ভীষ্ম। এই দুই ভ্রাতার অতিরসাত্মক উদাহরণশ্লোকও তৎকালে এইরূপে পঠিত হইত যে, ইহাঁদের ন্যায় সত্যবাদী তেজস্বী সহস্র সহস্র যজ্ঞকর্ত্তা অকালমৃত্যুনিবারক বিদ্বান্ আর এখন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাঁদের বংশও আহুকান্বয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

হে ভীষ্ম! অতঃপর আহুকের বংশবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ কর। আহুক অবন্তিরাজের ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার গর্ব্ভে এক কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই কন্যা দেবক ও উগ্রসেন নামে দেবকুমার সদৃশ দুই

পুত্র প্রসব করে। তন্মধ্যে দেবকের কয়েকটী সন্তান হয়। তাহারা দেববান্, উপদেব ও সদেব নামে বিখ্যাত; দেবগণ সর্ব্বদা তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। তাহাদের দেবকী, স্রুতদেবা, যশোদা, শিবা, শ্রীদেবী, সপ্তদেবী এবং স্বরাপেয়ী নামে সাত ভগিনী হইয়াছিল। হে কৌরব! উগ্রসেনের নয় সন্তান, তাহাদের মধ্যে কংস সর্ব্বপ্রধান। কংসের ন্যগ্রোধ, স্বনাম্বা, কঙ্ক, শঙ্কর, গ্রহ, অলংভূ, রাজ্যপাল, বদ্ধমুষ্টি, ও সমুষ্টিক নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। এবং ইহাদের ভগিনীদিগের নামও বলিতেছি; তাহারা কংশাবতী, স্বরভী, রাষ্ট্রপাণী, কঙ্কাবেদী ও বরাঙ্গনা ইত্যাদি বহু নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কংসের সন্তানগণ মধ্যে ন্যগ্রোধের ভজমান নামে এক সন্তান হয়, তাহার দুই সন্তান, রথমুখ্য ও বিদূরথ। রথমুখ্যের সন্তান রাজাধিদেব ও বিদূরথের অপত্য শূর নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। রাজাধিদেবের শোণাখ্য ও শ্বেত-বাহন এই দুই সন্তান হয়। ইহারা সর্ব্বদা ব্রতপরায়ণ ও বীর বলিয়া পরিগণিত ছিল। শশা গদশর্ম্মা জীমূত চক্র শক্রজিৎ ইহাঁরা শোণাস্যের সন্তান। হে ভীষ্ম! ইহাঁরা সকলেই রণবিশারদ ছিলেন। তন্মধ্যে শশার অপত্য প্রতিক্ষত্র, তাহার তনয় ভোজ, ভোজের পুত্র হৃদিক। হৃদিকের ভীম পরাক্রম দশটি পুত্র হয়। তন্মধ্যে কৃতবর্ম্মা জ্যেষ্ঠ ও শতধন্বা সপ্তম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। অজ্ঞাত বিজ্ঞাত করকণ্ঠ করন্তক ও মহাবলপরাক্রম স্বতার্থও হৃদি-কের পুত্র। হে বীর! দেবার্হের কম্বলবর্হিষ নামে বিদ্বান্ পুত্র জন্মে, তাহার পুত্র অসমৌজ ও গোময়। অসমৌজার পরম ধার্ম্মিক বিক্রান্ত তিন পুত্র হয়। তাহারা স্বদংশ,

চন্নাংশ ও কৃষ্ণ এই তিন নামে বিখ্যাত। হে ভীষ্ম। অন্ধক দিগের এই বংশবিবরণ তোমারে কহিলাম। যে ব্যক্তি নিরন্তর এই বিষয় কীর্ত্তন করে, তাহার বিপুল বংশ ও প্রজা বিস্তার হইতে থাকে।

ক্রোষ্টার গান্ধারী ও মাদ্রী নামে যে দুই ভার্য্যা ছিল, তন্মধ্যে গান্ধারী মিত্রবর্দ্ধন সুমিত্র নামে এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন আর মাদ্রীর স্বধাজিত বৈদেহী অনমিত্র শিবি প্রভৃতি সন্তান হইয়াছিল। তন্মধ্যে অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন, ইহার প্রসেন শক্তিসেন এই দুই পুত্র মহাবলবীর্য্যসম্পন্ন ছিল। হে ভীষ্ম! প্রসেনের অত্যুত্তম স্যমন্তক নামে এক মণিরত্ন ছিল, যাহাকে ভূমণ্ডলে রত্নরাজ বলিয়া থাকিত। ভগবান্ গোবিন্দ ঐ মণি পরিজ্ঞাত হইয়া, বারংবার প্রসেনের নিকট তাহা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উহার নিকট হইতে মণি হরণ করিতে সমর্থ না হইয়া কি উপায়ে উহা হস্তগত হইবে সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে প্রসেন ঐ মণিরত্নে বিভূষিত হইয়া অরণ্যে মৃগয়া করিতে গমন করিলেন। তথায় মণিহরণোদ্যত কৃষ্ণকে অবলোকন করত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে মণিপরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার বিনাশ চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং শত্রুরূপী দুরাত্মা কেশবের বিনাশ করি এইরূপ কহিয়া বাণ প্রয়োগ করিলে ভগবান্ কৃষ্ণ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর প্রসেন পাছে কৃষ্ণ স্যমন্ত মণি হরণ করেন এই আশঙ্কায় উহা কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দীর্ঘকাল নিবিড় অরণ্য মধ্যে মৃগয়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে

ক্রমে দূরবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, দৈবাৎ তথায় একটা সিংহ আসিয়া প্রসেনকে আক্রমণ করিল এবং সিংহের তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে প্রসেনের প্রাণবিয়োগ হইলে ঐ মণি ও মৃতদেহ সেখানে পড়িয়া রহিল। হে ভীষ্ম! সেই সময়ে জাম্ববান কোন কার্য্য ব্যপদেশে পাতাল হইতে উত্থিত হইয়া তথায় মৃগয়া করিতে আসিলেন। দেখিলেন প্রসেনের মৃতদেহ ভূতলে পতিত রহিয়াছে এবং সিংহও তৎসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিতেছে। একটি মণি অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে। জাম্ববান্ প্রজ্বলিত মণি দর্শনে বিস্মিত হইয়া সিংহকে বিনাশ পূর্ব্বক মণি গ্রহণ করিয়া বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এদিকে সমস্ত দ্বারকাবাসী বহুদিনপর্য্যন্ত প্রসেনকে না দেখিয়া কৃষ্ণের উপর এইরূপ দোষারোপ করিতে লাগিল, যে স্যমন্তক মণিতে কৃষ্ণের লোভ আছে, উনি কোন মতে উহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই, বোধ হয় তজ্জন্য প্রসেনকে বিনষ্ট করিয়াছেন, নতুবা বহুদিবস হইল, কেন প্রসেনকে দেখিতে পাই না? হে কৌরবপ্রবর! দ্বারকার সর্ব্বত্র ঘোষিত এই অপবাদ বাক্য ভগবানের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ খড়্গপাণি হইয়া মণির উদ্দেশে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সেই বিলের সমীপে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ঐ মণি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। হে বীর! দ্বারকাবাসীদিগের অপবাদবাক্যে ভগবান্ কৃষ্ণ অতিশয় বিষণ্ণ ছিলেন, মণির উদ্দেশ পাইয়া একবারে ক্রোধে অধীর ও রক্তলোচন হইয়া খড়্গ হস্তে সেই বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মহাবীর্য্য ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে

স্বীয় অমোঘতেজ ও কোপদৃষ্টি দ্বারা ভস্ম করিতে উদ্যত হইলে, জাম্ববান্ অতি বিনীত বাক্যে তাঁহার নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি স্যমন্তক অপহরণ করিয়া আমারে অপবাদগ্রস্ত করিয়াছ। এই চক্র দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন করিব, আমি এইরূপ মানস করিয়াছি। পরন্তু তোমার অকপট স্তুতি বাক্যে আমার অন্তঃকরণ পরমাহ্লাদে পরিপূরিত হইয়াছে, তুমি আত্ম জীবন ব্যতীত অন্য যাহা কিছু প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই সম্প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।

জাম্ববান্ কহিল, হে প্রভো! আপনি অবিলম্বে চক্র দ্বারা আমার প্রাণ সংহার করুন, কিন্তু আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, সিংহের নিকট যে প্রসেনের স্যমন্তক মণি লাভ করিয়াছিলাম, আমি বিনষ্ট হইলে আপনি আমার দুহিতার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক ঐ মণি লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন। হে ভীষ্ম! পরে মহাবাহু কেশব জাম্ববানের বাক্যে সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় চক্রে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন এবং কৃতকার্য্য হইয়া মণি ও কন্যা লইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ হরি যাদবসভায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে সত্রাজিৎ রাজাকে ঐ মণিরত্ন প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে যে তাহার মিথ্যা অপবাদ হইয়াছিল এই অনুষ্ঠানে তিনি সেই অপবাদ হইতে মুক্ত হইলেন। পরে সমস্ত যাদবগণ কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসেনের নিকট বারংবার এই মণি প্রার্থনা করায় আমাদের হৃদ্বোধ হইয়াছিল যে, আপনি উহারে সংহার করিয়া-

ছেন, কিন্তু আপনি জাম্ববানের কন্যা ও মণি আনিয়াছেন ইহাতে বোধ হইল যে প্রসেন যথার্থই সিংহাহত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। আর আপনারে যে মিথ্যাপবাদে দূষিত করা গিয়াছে আপনি তাহা হইতেও বিমোচিত হইলেন। হে ভীষ্ম! প্রসেনের এক শত সন্তান হইয়াছিল, তাহারা এরূপ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ছিল যে, পরস্পর রূপলাবণ্যে পরস্পরকে পরাভূত করিয়াছিল, সকলেই মহাবীর্য্যসম্পন্ন তন্মধ্যে ভঙ্গাকার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে তাহাদের যে ভগ্নী হয়, তাহার গর্ব্ভে প্রতাপবান্ শিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র অসংগায়ুঃ, তাহার পুত্র যুগন্ধর। ইহারা সর্ব্বত্রই শৈন্য বলিয়া বিখ্যাত।

হে রাজেন্দ্র। বৃষ্ণিবংশমধ্যে অনমিত্রের অন্বয় অতিশয় প্রসিদ্ধ। সেই বংশোৎপন্ন জয়ন্ত, জয়ন্তী নামে এক ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার গর্ব্ভে যে একটী সুন্দর পুত্র উৎপন্ন হয়, তিনি অতিশয় ধীর, যজ্ঞকর্ত্তা, অতিথিপ্রিয় ও বেদজ্ঞ ছিলেন। তাঁহা হইতে অক্রূর উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদক্ষ, বিদক্ষ ও কণ্ব এই তিন পুত্র। অক্রূর শৈব্যা নামে যে কন্যা উৎপাদন করেন, তাঁহার মহাবলশালী একাদশ পুত্র হইয়াছিল। তাহারা উপালম্ভ, উদানন্ত, উৎকল, বার্ষ, শৈশব, শবীধর, সদাপ্রেক্ষ, শত্রুঘ্ন, চারুতেজা, ধর্ম্মদৃষ্টি, ধর্ম্মাত্মা এই নামে বিখ্যাত ও সকলেই রত্নসমূহের আহর্ত্তা হইয়াছিল। হে বীর। অক্রূরের দেবসেনা নামে যে পত্নী ছিল, তিনি সেই পত্নীতে সুরবর্দ্ধন ও নন্দন এই দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা

উভয়েই দেবতুল্য ক্ষমতাশালী ছিলেন। তন্মধ্যে সুরবর্দ্ধন অশ্বিনীর গর্ভে যে দ্বাদশ পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহারা পৃথু, বিপৃথু, অশ্বত্থামা, সুবাহু, সুপার্শ্ব, গবেষণ, সুপর্ব্বা, সুধর্ম্মা, অভূমি, বহুভূমি, শ্রবিষ্ঠা, অসুরিত, এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে সুপার্শ্ব হইতে ঐক্ষ্বাকী শ্যেন নামে একটী অদ্ভুত পুত্র প্রসব করে, তাহা হইতে ভোজার গর্ভে দশটী পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বসুদেবই সর্ব্ব-প্রধান এবং ইহাঁর অপর এক নাম আনকদুন্দুভি ছিল। তৎপরে দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কুলিন, নন্দিন, সুহৃদ্-যশা, শ্যাম, শমীক, সপ্তার্চ্চি, ইহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর, ইহাঁর শ্রুতকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবী, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী এই পাঁচ কন্যা হয়। তাঁহারা সকলেই বীর-পুত্রগণ প্রসব করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে শ্রুতদেবী, কুতের ঔরসে তুর্ব্বসুকে প্রসব করেন। কৈক শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে সৈন্ধবনামক পুত্র উৎপাদন করে। এবং চৈদ্যরাজ হইতে শ্রুতশ্রবার গর্ভে সুনীথের জন্ম হয়। রাজাধিদেবীও শত্রুমর্দ্দন ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র প্রসব করিয়াছিল। হে বীর! শ্যেন স্বীয় কন্যা পৃথারে কুন্তীভোজ নৃপতিকে দত্তক প্রদান করেন। একারণ পৃথাও কুন্তী নামে বিখ্যাতা হন। আর আনকদুন্দুভি বসুদেব বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, কুন্তীভোজ ভূপতি ঐ কন্যাটী কুরুবংশীয় পাণ্ডু-রাজাকে প্রদান করেন এবং তাঁহার দেবতা হইতে মহারথ তিনটি পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম হইতে, বৃকোদর বায়ু হইতে এবং শত্রুতুল্য প্রতাপবান্ অর্জ্জুন ইন্দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পাণ্ডুর এই তিন

পুত্রই সর্ব্বদা দেবকার্য্যে রত ও সর্ব্বদানবঘাতক ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যে সকল দানব বিনষ্ট করিতে পারেন নাই; অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে সেই সকলের সংহার করিয়া, দেবলোকে শক্রশব্দ সংস্থাপনপূর্ব্বক লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। হে কৌরবেন্দ্র! বাসুদেব কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ইহাঁরা মর্ত্ত্যলোকে পারিজাত কুসুম আনয়ন করেন, এবং উভয়ে ভূভার হরণ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কুন্তীর সপত্নী মাদ্রী পাণ্ডুর নিমিত্ত অশ্বিনীকুমার হইতে নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। তাঁহারা সুরূপ ও সত্ত্বগুণান্বিত ছিলেন।

হে ভীষ্ম! বিখ্যাত পুরুবংশে রোহিণী নামে যে কন্যা হয়, তিনি আনকদুন্দুভির পত্নী; তাঁহার রাম, শারণ, দুর্দ্দম, দম, পিণ্ডারক ও মহাহনু নামে কয়েকটী পুত্র হইয়াছিল। উপদেবী মহাভাগ্যসম্পন্ন বিজয়, রোচমান, বর্দ্ধমান ও দেবল এই সকল পুত্র প্রসব করেন। আর, বৃহদ্দেবীতে মহাত্মা অগারহা ও বৃকদেবীতে স্বয়ং অন্ধক জন্মগ্রহণ করেন। হে নৃপ! শ্রাদ্ধদেবীতে মহাবলবান গবেষণ এবং বৈশ্যাতে কৌষিক উদ্ভূত হইয়াছিলেন। রাজ্ঞী শ্রুতশ্রবা দেবস্তব ও কপিল নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। উহারা প্রথমে নিষাদ হইয়া পশ্চাৎ বসুদেবের পুত্র হইয়াছিল। বসুদেবের দেবভাগ নামে যে পুত্র হয়, তাহার পুত্র প্রস্তার ও বুধ এবং দেবস্তবের পুত্র পণ্ডিত ও বাহু নামে বিখ্যাত হয়। যাহা হউক, শ্রদ্ধা ইক্ষ্বাকুকুল হইতে অপত্যলাভের কামনা পরিত্যাগ করিলে, কৃষ্ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শত পুত্র লাভ বর দিয়াছিলেন। ঐ বরপ্রভাবে উহার শত পুত্র হয়, তন্মধ্যে

সুচন্দ ও মহাভাগ অতিশয় বীর্য্যবান্ ও মহাবলসম্পন্ন হইয়াছিল। অন্ধকের রতিপালমুদ ও বিশ্ব এই দুই পুত্র জন্মে এবং সমীকের বিরজা, ধনু, সমস্ত, সমঞ্জয়, হেম, ইত্যাদি মহাবলশালী সন্তানগণ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে হেমের সন্তান সন্ততি হয় নাই এবং ধনঞ্জয় স্বীয় তপোবলপ্রভাবে রাজর্ষি হইয়াছিলেন।

হে কৌরবেন্দ্র! ভগবান্ কৃষ্ণের জন্মাভ্যুদয় যে ব্যক্তি অহরহঃ কীর্ত্তন কিম্বা শ্রবণ করে, তাহার সমস্ত পাপমোচন হয়। দেবদেব কৃষ্ণ বিহারবাসনায় শরীরপরিগ্রহ করিয়া মর্ত্ত্য লোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই পুষ্করেক্ষণ ভগবান্ দেবকী ও বসুদেবের তপঃপ্রভাবেই দেবকীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। জন্মকালীন তাঁহার চতুর্ভুজ শ্রীবৎসচিহ্ন-সংযুক্ত দিব্য দেহ হইয়াছিল। হে বীর! বসুদেব স্বীয় তনয়ের তাদৃশ দিব্যরূপ লক্ষণ দেখিয়া কহিলেন, হে প্রভো! আপনার এই রূপ সংহার কর। হে দেব! আমি সর্ব্বদা কংসের দৌরাত্ম্যে ভীত হইয়াছি, ঐ দুরাত্মা আমার মহাবলবিক্রম ছয়টী সন্তানকে বিনষ্ট করিয়াছে, তোমার এপ্রকার মহৎ তেজ দেখিলে সে কদাপি তোমারে জীবিত রাখিবে না। আমি তজ্জন্যই তোমায় দিব্যরূপ সংবরণ করিতে বলিতেছি। বসুদেবের বাক্য আকর্ণন করিয়া ভগবান্ আপনার সেই রূপ সংহার করিলেন এবং অলক্ষ্য বাক্যে তাঁহারে এই উপদেশ দিলেন, তুমি আমাকে নন্দগোপ গৃহে রাখিয়া আইস। নন্দগোপপত্নীরে প্রদান করিয়া বলিবে, এই বালকের রক্ষা কর, ইনি রক্ষিত হইলে সমস্ত যাদববর্গের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ হইবে। হে সৌম্য! দেবকী-

গর্ভসম্ভূত এই বালক দুষ্ট কংসের বিনাশ করিবেন, ইনি যতদিন ভূমণ্ডলে থাকিবেন, তাবৎ পৃথিবীর ভার সংহার পূর্ব্বক মঙ্গল সাধন করিবেন। ধরণীতে যে সমস্ত দুষ্ট রাজন্য বিদ্যমান আছে, ইনি সেই সমুদায় বিনষ্ট করিয়া পৃথিবী নিরুপদ্রবা করিবেন। আর কৌরবদিগের যুদ্ধে যখন সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সমাগম হইবে, তখন ইনি স্বয়ং অর্জ্জুনের সারথ্য কর্ম্ম করিয়া, ক্ষত্রশূন্যা বসুন্ধরা ভোগ করত পরিশেষে সমুদায় যদুকুলের সহিত দেবলোকে গমন করিবেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভগবন্! বসুদেব কে? যশস্বিনী দেবকীই বা কে? নন্দগোপ কে? এবং যশোদাই বা কে? হে গুরো! যিনি ভগবান বিষ্ণুর লালন পালন করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারে ভগবানও মাতৃসম্বোধন করেন, তিনি ত সামান্য ভাগ্যবতী স্ত্রী নহেন, এবং যিনি ইহাঁরে গর্ভে ধারণ করেন, তাঁহার সৌভাগ্যের কথা কি কহিব! আর যিনি ইহাঁর পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, আমি তাঁহার বিষয়ও জানিতে ইচ্ছা করি।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে ভীষ্ম! আদৌ কশ্যপ নামে যে পুরুষ হইয়াছিলেন, তিনিই এই বসুদেব এবং তাঁহার প্রিয়া অদিতিই দেবকী। কশ্যপ পরব্রহ্মের অঙ্গ এবং অদিতি পৃথিবী স্বরূপ। কোন সময়ে কশ্যপ ভার্য্যার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূরণ করিয়াছিলেন, একারণ অদিতি দেবকী ও যশোদা হইয়া সন্তানরূপে ভগবানের প্রসব ও লালন পালন করিয়াছেন। হে বীর! তুমি যে সকল কথা শুনিবার প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা

হে কৌরবেন্দ্র! এক্ষণে ভগবান কৃষ্ণের বংশাবলী বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভীষ্মকরাজকন্যা রুক্মিণী মহাত্মা কৃষ্ণের প্রথম ভার্য্যা। তৎপরে তিনি সত্যভামা, শৈব্যা, গান্ধারী, লক্ষ্মণা, সুধামা, মাদ্রী, কোশলা ও বিরজা প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে রুক্মিণী চারুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, সুচারু, চারুভদ্র, সুদেষ্ণ, হ্রস্ব, পুরুষ, চারুতপ্ত, চারুভদ্র, চারুক, চারুহাস এই সকল পুত্র প্রসব করেন। ইহাঁরা সকলে যুদ্ধবিশারদ ও শূর ছিলেন। এতদ্ভিন্ন, রুক্মিণীর চারুমতীনাম্নী এক কন্যা হয়। রুক্মিণীর পুত্রদিগের মধ্যে চারুদেষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন অতিশয় প্রসিদ্ধ। সত্যভামার সত্ব, ভীমরথ, ক্ষণ এই কয় পুত্র হয়। কনিষ্ঠা সুধামা রোহিত, দীপ্তিমান্, তাম্রবন্ধ, জলন্ধম এই চার সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। আর জাম্ববতীর পুত্রের নাম শাম্ব। ইনি শৌর শাস্ত্রের প্রকাশ কর্ত্তা এবং ইহাঁ হইতে যদুকুলনির্ম্মূলনকর মুষল উৎপন্ন হয়। ইনি পূর্ব্বে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন, পরে ভাস্করের প্রসন্নতায় রোগচ্যুত হইয়া দিব্য শোভন রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। হে বীর! কৃষ্ণের মহিষী নাগ্নজিতী হইতে সুমিত্র, চারুমিত্র, মিত্রবিন্দ, বরাশন, মিত্রবাহু ও সুনীথের জন্ম হয়। এই রূপে বহুসহস্র পুত্র হয়। তাহাদের প্রত্যেকেরই বহুসহস্র পুত্র পৌত্র হইয়াছিল। ভূরীন্দ্রসেন ও ভূরি ইহারা গবেষণের পুত্র এবং প্রদ্যুম্নের বৈদর্ভীনাম্নী পত্নীতে বুদ্ধিসত্তমের উৎপত্তি হয়। মীনকেতনের যুদ্ধবিশারদ অনিরুদ্ধ নামে সন্তান হইয়াছিল।

যাদবগণের সংখ্যা তিনকোটি এবং ষষ্ঠিশতসহস্র।

ছিলেন। দেবাসুরযুদ্ধে যে সমস্ত অসুর বিনষ্ট হইয়াছিল তাহারা মনুষ্যরূপে এই যদুকুলে জন্ম পরিগ্রহ করে। আর পুণ্যশীল ব্যক্তিবৃন্দও এই যদুকুলে উৎপন্ন হইয়া সুখভোগ করিয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তি এই মহৎ যদুবংশে জন্মিয়াছেন, ভগবান্ বিষ্ণু ইহাঁদের নায়ক হইয়া সকলের যথাবিধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, অবশেষে ভগবান্, ঐ সকল যদুকুল দ্বারা ভূমি ভারাক্রান্ত হইতেছে, ইহা বিবেচনা করিয়া সকলের সংহার করেন। হে ভীষ্ম! দৈত্যগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণী সমুদায়কে পীড়িত করিতে থাকিলে, ভগবান্ বিষ্ণু তাহাদের বিনাশসাধনার্থ সমস্ত দেবতাকে মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র সপ্তর্ষিবৃন্দ, মনুগণ, দেবর্ষিগণ ও ধন্বন্তরিপ্রভৃতি মর্ত্ত্যদেহে জন্মপরিগ্রহ করিলে, সেই আদিদেব বিষ্ণু মনুষ্যবিগ্রহপরিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া, দুষ্ট দৈত্যদিগকে বিনাশ ও ভূভার মোচন করিয়াছিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে গুরো! ভগবান্ কি কারণে দেবগণ সহ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এইরূপ জন্মপরিগ্রহ করিয়া কি কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং কি কারণেই বা মনুষ্যদেহ ধারণ করেন? এই সমস্ত যথাবিধি বর্ণনা করুন্।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে ভীষ্ম! যখন সমস্ত প্রাণীর ভয়ঙ্কর কাল সমুপস্থিত হয়, তখন দেবদানবমনুষ্যপরিপূর্ণ ভূমণ্ডল ক্লিশ্যমান হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু দৈত্য অতিশয় উদ্ধত হইয়া ত্রিলোকস্থ প্রাণিপুঞ্জের প্রাণনাশক হইয়াছিল।

সেই দৈত্য স্বীয় বল দ্বারা লোকত্রয় পরাজয় করিলে, দেবতাদিগের সহিত দৈত্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ ঘোরতর দেবাসুরসংগ্রাম দশযুগ ব্যাপিয়া হয়। তৎকালে সমস্ত জগৎ দৈত্যগণ দ্বারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলে, তাহারা সমস্ত প্রাণীর উপর আত্মনিদেশ স্থাপিত করিতে লাগিল। এইপ্রকারে দৈত্যকুল ধর্ম্মের নির্ম্মূল করিলে, ভগবান্ হরি ধর্ম্মব্যবস্থাপন করিবার নিমিত্ত মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে সুব্রত! ভগবান্ বিষ্ণু দেবাসুরের নিমিত্ত কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? এবং কি প্রকারেই বা দেবতা ও অসুর মধ্যে যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল? আপনি যথাযথ সেই সকল প্রকাশ করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, ভীষ্ম! যখন জগতের নিমিত্ত দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে সুদারুণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন ভগবান্ বিষ্ণু পৃথক পৃথক রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেই সমস্ত অবতারের নাম সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ সর্ব্বাগ্রে নরসিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তৎপরে দ্বিতীয়বার বামন মূর্ত্তি, তৃতীয়বার বরাহ, চতুর্থবার অমৃত-মন্থনরূপে অবতীর্ণ হন। যে সময় ঘোরতর তারকাময় সংগ্রাম হয়, তখন তিনি সংগ্রামরূপ ধারণ করেন এবং তাঁহার ষষ্ঠ মূর্ত্তির নাম আনীরক ও সপ্তম ত্রৈপুর বলিয়া বিখ্যাত। হে কৌরব! ভগবান বিষ্ণু নরসিংহ অবতার গ্রহণ করিয়া হিরণ্যকশিপু দৈত্যের বিনাশ করেন। এবং বামনরূপ পরিগ্রহ করিয়া ত্রৈলোক্য আক্রমণপূর্ব্বক বলি-রাজাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন। যে হিরণ্যাক্ষ দৈত্য সর্ব্বদা

দেবগণের সহিত প্রতিবাদ করিত, তিনি দুর্গমধ্যে তাহার নিধন এবং বরাহ অবতার গ্রহণ করিয়া দংষ্ট্রা দ্বারা সাগরকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। হে বীর! এইপ্রকারে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতার দ্বারা জগতের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার প্রসাদে অমৃত-মন্থনসময়ে প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদনন্দন বিরোচন সর্ব্বদা ইন্দ্রের নিধন কামনা করিতেন, কিন্তু তারকাময় সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, ইন্দ্র দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

ভীষ্ম! পূর্ব্বে যে সমস্ত দানব দুর্ব্বৃত্ত হইয়া ত্রিপুরে বাস করিয়াছিল, ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিপুরমধ্যে অসুর পিশাচ দানব অন্ধক প্রভৃতি যে সকল দেববৈরী ছিল, সমস্তই নিধন করিয়াছিলেন। অনন্তর ত্রিভুবনের ভয়দায়ক বৃত্রাসুর উৎপন্ন হইল। সে দেব মানব এবং পিতৃলোকের উদ্বেগ জন্মাইতে আরম্ভ করিলে, সমস্ত লোক তাহার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের সহায়ে বৃত্রাসুরকে নিপাতিত করিলেন। এবং তিনি তাঁহারই সহায়ে কৃতধ্বজনামক দুষ্টাসুর বিনষ্ট করিয়াছিলেন। হে কৌরব! দৈত্য হিরণ্যকশিপু দুই অর্ব্বুদ বাহাত্তর অযুত ও আশী হাজার বৎসর জগতে আধিপত্য করিয়াছিল। রাজা বলি এক অর্ব্বুদ বিংশতি নিযুত ষষ্টি সহস্র বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়াছিল। দৈত্যরাজ বলির রাজ্যভোগপরিমাণ অনুসারে প্রহ্লাদও সমস্ত দৈত্যের সহিত রাজত্ব করিয়াছেন। ঐ সময়ে [illegible]র ইন্দ্রত্ব উৎসন্ন হইয়াছিল। অসুরদিগের বলবীর্য্য

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তৎকর্ত্তৃক
৬০ নং নিমুগোঁসাইর লেন হইতে প্রকাশিত।

দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ খণ্ড।

কলিকাতা

যোড়াসাঁকো শিবকৃষ্ণদাঁর লেন
৭নং জ্যোতিষ যন্ত্রে শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা
মুদ্রিত।

১২৮৯ সাল।

মূল্য চারি আনা।

পদ্মপুরাণসংক্রান্ত কয়েকটী নিয়ম।

১ম। প্রত্যেক মাসে তিন বা চারি খণ্ড ৮ পেজি ফরমের তিন ফর্ম্মায় ৶০ দুই আনা মূল্যে প্রকাশ করা যাইবে।

২য়। দৈবক্রমে মাসিক প্রকাশ না হইলে, অন্য মাসে তাহা পূরণ করিয়া দেওয়া যাইবে।

৩য়। যিনি নাম স্বাক্ষর করিয়া এক খণ্ডও গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ পুস্তকের দায়ী থাকিতে হইবে।

৪র্থ। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে পুস্তক প্রকাশ না করিলে, গ্রাহকগণের নিকট হইতে প্রদত্ত খণ্ড সকল ফেরত লইয়া, তাঁহাদের দত্ত মূল্য তাঁহাদিগকে প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য রহিলাম।

৫ম। দুই খণ্ডের অধিক মূল্য কেহই হাতে রাখিতে পারিবেন না। দুই খণ্ডের অতিরিক্ত বাকী পড়িলে, প্রত্যেক খণ্ডে ৶০ হিঃ আদায় করা যাইবে। ন্যূনাধিক ১২৲ টাকায় পুস্তক শেষ করা যাইবে।

৬ষ্ঠ। অগ্রিম ১৲ এক টাকা না পাঠাইলে, মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণকে পুস্তক দেওয়া যাইবে না। তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত ডাকমাশুল দিতে হইবে না। এক টাকা মূল্যের পুস্তক পাইলে তাঁহারা পুনরায় অগ্রিম এক টাকা করিয়া পাঠাইবেন।

৭ম। যাঁহারা টিকিট দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগকে টাকা প্রতি ⁄০ এক আনা কমিশন দিতে হইবে। কারণ ষ্ট্যাম্পবিক্রয়কালে আমাদিগকেও ঐ নিয়মে বাটা দিতে হয়।

৮ম। আমাদের স্বাক্ষরিত বিল না লইয়া গ্রাহকগণ কাহাকে মূল্য দিলে তজ্জন্য দায়ী হইব না ইতি।

কলিকাতা
৬০ নং নিমুগোঁসায়ের লেন

প্রকাশক
শ্রীজহরলাল লাহা।

ভগবান্ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে, ইন্দ্র তাঁহার অনুগ্রহে পুনরায় ইন্দ্রত্বলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে ইন্দ্র পুনর্ব্বার স্বাধিকার প্রাপ্ত হইলে, যজ্ঞ দৈত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের নিকট গমন করিল। দৈত্যগণ যজ্ঞকে যাইতে দেখিয়া, আপনাদিগের গুরু শুক্রাচার্য্যকে কহিল, ইন্দ্র আমাদের রাজ্য অপহরণ করিয়াছে এবং যজ্ঞও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সুরগণের আশ্রয় লইয়াছে, অধুনা আমরা আর এখানে থাকিতে পারি না, রসাতলে প্রবেশ করি। হে ভীষ্ম! দৈত্যগুরু তপস্বিরাজ কাব্য তাহাদের এই বাক্য শ্রবণে দীনভাবাপন্ন দৈত্যগণকে কহিলেন, তোমাদের ভয় নাই, তোমরা বিষণ্ণ হইও না, আমি আপনার তেজ দ্বারা তোমাদের পালিত শ্রী পুনরায় আনিতেছি, আমি তোমাদের জন্য যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করিতে পারি। দেবগণ শুক্রাচার্য্যের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক একবারে সমস্ত দৈত্যকুল নির্ম্মূল করিতে বাসনা করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। শুক্রাচার্য্যও দৈত্যদিগকে কহিলেন, তোমরা যুদ্ধে গমন কর, তোমাদের গমন সফল হউক এবং তোমরা অভিলাষানুরূপ যুদ্ধ জয় করিতে থাক। হে রাজন্! ভগবান্ দেবগণের উপর অনুকূল হইয়াছিলেন, সুতরাং দৈত্যগণ তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না। দেবগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা শীঘ্র শীঘ্র গুরু কাব্য সন্নিধানে সমাগত হইল। অনন্তর শুক্রাচার্য্য দেবার্দ্দিত দৈত্যগণকে পলায়মান অবলোকন করিয়া, তাহাদিগের রক্ষা বিধান করিলেন। দেবগণ ভগবানের তেজ দ্বারা শঙ্কাশূন্য হইয়াছিলেন, কাব্যসম্মুখে অবস্থিতি করিতে

লাগিলেন। শুক্রাচার্য্য বিবেচনা করিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ তেজ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছেন, অতএব আমিও যোগবলে দৈত্যগণের বৃদ্ধি করিতেছি। এই চিন্তাপর হইয়া তাহাই করিলেন। তখন বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানবগণ ধ্বজসংযুক্ত চিহ্ন প্রকাশ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়া উঠিল। পরে দেব দানবগণ উভয়েই জয়কোলাহল করিয়া পরিবৃত হইতে লাগিল। অনন্তর দৈত্যগুরু কাব্য স্বীয় যোগবলে অগ্নি আধান করিয়া, দানবদিগের অরাতিনিপাতন নিমিত্ত যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এবং অনলে আহুতি প্রদান করিবামাত্র তাহা হইতে ঘোরদর্শন ভদ্রকালী উত্থিতা হইলেন। তাঁহার লোচনযুগল অতি ভয়ানক, হস্তে খড়্গ এবং সামর্থ্য অতিশয় প্রবল। তিনি স্বীয় তেজে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রকে বশীভূত করিলেন। দেবগণ ভদ্রকালী কর্ত্তৃক ইন্দ্রকে বশীভূত হইতে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। এই রূপে দেবতাবৃন্দ পলায়ন করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরসত্তম! তুমি মদীয় শরীরে প্রবেশ কর, তাহা হইলে তোমাদের সকলের কুশল হইবে। বিষ্ণু দেবরাজকে এইরূপ কহিলে, পুরন্দর বিষ্ণুর দেহে প্রবেশ করিলেন। দেবী ভদ্রকালীও ইন্দ্রকে বিষ্ণু-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত দেখিয়া সক্রোধে কহিলেন, সমস্ত প্রাণিপুঞ্জ আমার তপোবল দেখুক, এই আমি মঘবান্ ইন্দ্রকে বিষ্ণুর সহিত ভক্ষণ করিতেছি। হে কৌরব! ভদ্র-কালী এইরূপ বলিলে, দেবরাজ ও বিষ্ণু উভয়েই ভয়ে বিহ্বল হইলেন। পরে ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্রকে কহিলেন, এক্ষণে আমি কিরূপে তোমার মোচন করিতে পারি? ইন্দ্র বলি-

লেন, হে প্রভো! যাবৎ এই দেবীর ক্রোধানল আপনারে দগ্ধ না করে, তাবৎ আমারে পরিত্যাগ করুন। বিশেষতঃ, আমি ইহার রোষদর্শনে অভিভূত হইয়াছি, আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, ইহারে শীঘ্র বিনাশ করুন। ভগবান্ বিষ্ণু ভয়ান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই দেবীর ক্রূর চেষ্টা দেখিয়া, ক্ষিপ্রকারিতাপ্রদর্শনপূর্ব্বক সক্রোধে শস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহর্ষি ভৃগু স্বচক্ষে স্ত্রীবধদর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্ত্রীবধ-নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণুরে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, যেহেতু আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, এবং স্ত্রীবধ ধর্ম্মবিগর্হিত, ইহাও আপনার বিদিত আছে, সেইহেতু এই স্ত্রীবধজনিত পাপে আপনারে মনুষ্যযোনিতে উৎপন্ন হইতে হইবে। হে ভীষ্ম! যখন সংসারে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন ভগবান্ বিষ্ণু ভৃগুর অভিশাপবশতঃ লোকের হিতসাধনার্থ পুনঃ পুনঃ মানুষমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

শুক্রাচার্য্য ভগবান বিষ্ণুকে এইপ্রকার অভিশাপ প্রদান করিয়া স্বয়ং সেই ছিন্ন মস্তক হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক মৃতকায়ে সংলগ্ন করিয়া কহিলেন, হে দেবি! তুমি বিষ্ণু দ্বারা ছেদিত হইয়াছ, কিন্তু আমি তোমারে জীবিত করিতেছি। আমি সত্য বলিতেছি, যদি আমার সরহস্য সমগ্র ধর্ম্মে জ্ঞান থাকে এবং যদি আমি বিশেষরূপ ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকি, তবে তুমি আমার সেই সত্য অনুসারে জীবিতা হও। এই বলিয়া মৃতদেহে শীতল জল প্রক্ষেপণ পূর্ব্বক কহিলেন, জীবিতা হও। শুক্রের বাক্যে ভদ্রকালী জীবন প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভদ্রকালীর তাদৃশী চেষ্টা

দেখিয়া ইন্দ্রাদি অমরগণ ত্রাসিত হইতে লাগিলেন, শুক্রাচার্য্যও সেই দেবীরে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র জয়ন্তীকে কহিলেন, হে পুত্রি! এই দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মদীয় অনিষ্টসাধনার্থে সুদারুণ ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, আমি তদীয় ব্রতপ্রভাবে অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। হে আয়তলোচনে! তুমি সত্বর তথায় গমন করিয়া, সেই মতিমানদিগের শ্রেষ্ঠ কাব্যকে মোহাভিভূত কর। হে পুত্রিকে। তুমি মনোনুকূল উপচার দ্বারা তাঁহার সৎকার এবং সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ক্ষোভকর এপ্রকার কোমল মধুর বাক্য বিন্যাস করিবে যে, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ কাব্য তোমার প্রতি যেন সন্তুষ্ট হইতে পারেন। আমি তোমায় শুক্রাচার্য্যকে প্রদান করিলাম, তুমি তথায় যাইয়া আমার কার্য্যসাধন জন্য যত্ন করিতে থাক। হে ভীষ্ম! দেবী জয়ন্তী দেবরাজ ইন্দ্রকে, এইরূপ হইবে, ইহা কহিয়া তদীয় উপদেশবাক্য গ্রহণ পূর্ব্বক, যে স্থানে ঘোর ধূমপানব্রত আরব্ধ করিয়া শুক্রাচার্য্য অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শুক্রাচার্য্য অধোমুখ হইয়া যত্নপূর্ব্বক খড়্গধার হইতে নিপতিত ধূমকণা ভক্ষণ করিতেছেন। দেবী জয়ন্তী শঙ্কুকধূমভোজী দুর্ব্বলগাত্র যোগাবলম্বনস্থিত কাব্যকে দেখিয়া আহ্লাদিতান্তঃকরণে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিতা হইলেন। এবং পিতা ইন্দ্র তাঁহারে যেপ্রকার উপদেশবাক্য বলিয়াছিলেন, তিনি তদ্রূপে সংগীতকীর্ত্তন ও অনুকূলবাক্যবিন্যাসপ্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা শুক্রাচার্য্যের উপাসনা করিতে লাগিলেন। হে কৌরব! এই রূপে সহস্র বৎসর অতীত হইলে, যখন শুক্রাচার্য্যের সেই আরব্ধ

কঠোর ধূম্রব্রত পরিপূর্ণ হইল, তখন ভগবান্ ভব উপস্থিত হইয়া, তাঁহারে বরদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন।

মহেশ্বর কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! এই কঠোর ব্রতাচরণ একমাত্র তোমা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল, অদ্যাপি কেহই এ ব্রত করিতে পারে নাই, একারণ তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তোমারে এই বর দিতেছি, তুমি সর্ব্বথা তপস্যা, মন্ত্রণা, বেদজ্ঞান, দম ও তেজ দ্বারা সমুদায় দেবতা হইতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ হইবে। হে ব্রহ্মন্! তোমারে আর অধিক কি বলিব, আমাতে যে সমস্ত গুণ আছে, তুমি অনায়াসে সেই সমুদায় বিদিত হইবে। হে কাব্য! তুমি আর কোন ভাবনা করিও না, যেহেতু তুমি সংসারমধ্যে অবধ্য হইয়া থাকিবে। হে ভীষ্ম! ভগবান্ মহেশ্বর ভৃগুতনয় শুক্রাচার্য্যকে এই বর দান করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে প্রজেশত্ব, ধনেশত্ব ও অমরত্ব বর প্রদান করিলেন। কাব্য মহাদেবের নিকট এই সমস্ত বর লাভ করিয়া আহ্লাদে রোমাঞ্চিত হইলেন, এবং সেই দেবাধিপতি নীলকণ্ঠ মহেশ্বর-সন্নিধানে বিনয়নম্র-প্রণতভাবে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রহিলেন। তদনন্তর ভগবান্ ভব তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে, শুক্রাচার্য্য সেই দেবীরে কহিলেন, হে সুভগে! তুমি কে? কাহার পত্নী? তুমি কি নিমিত্ত আমার দুঃখে দুঃখিতা হইয়াছ? তুমি তেজঃ ও তপঃসম্পন্না হইয়া কি কারণেই বা আমারে রক্ষা করিতেছ? হে সুশ্রোণি! আমি তোমার বিনয়, ভক্তি ও মমতাগুণে এবং স্নেহে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে বরবর্ণিনি! তুমি আমার নিকটে কি প্রার্থনা কর? তোমার মনোগত অভিলাষ কি? তাহা প্রকাশ কর। হে বরারোহে। তোমার কামনা যদ্যপি

দুষ্কর হয়, আমি যথাসাধ্য তাহা সম্পন্ন করিতে অন্যথা করিব না।

হে ভীষ্ম! দেবী জয়ন্তী শুক্রাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি তপঃপ্রভাবে আমার চেষ্টা পরিজ্ঞাত হইয়া যথাযথ আদেশ করুন। শুক্র তাঁহার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে দৈবচক্ষু দ্বারা তদায় চেষ্টা পরিদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুশ্রোণি! আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি। হে ভাবিনি! তুমি দশবর্ষ সর্ব্বভূতের অদৃশ্যা হইয়া আমার সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছা করিতেছ। হে বরারোহে! হে বামলোচনে! হে ইন্দীবরশ্যামে! হে দেবি! মধুরভাষিণি! যদি তোমার এরূপ মত হয়, তবে আমার গৃহে গমন কর। হে মত্তকাসিনি! আমিও তোমার কামনা পূর্ণ করিতে সম্মত আছি। হে কৌরব! জয়ন্তী সম্মতা হইলে, ভার্গব উশনা তাঁহার সহিত গৃহে আগমন পূর্ব্বক মায়াপ্রভাবে সর্ব্ব প্রাণীর অদৃশ্য হইয়া, বিহার করিতে লাগিলেন। এদিকে দিতিনন্দন দানবগণ কৃতকৃতার্থ হইয়া, সেই শংসিত ব্রত ভার্গবকে দেখিবার নিমিত্ত আহ্লাদে তাঁহার গৃহে গমন করিল। শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীমায়ায় আবৃত হইয়াছিলেন, দানবেরা তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর দৈত্যগণ ভার্গবের তাদৃশ লক্ষণ পরিজ্ঞাত হইয়া এইরূপ বিবেচনা করিল, গুরু শুক্রাচার্য্য অদ্যাপি তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন নাই।

হে ভীষ্ম! এই সময়ে দেবগণ, অঙ্গিরাতনয় গুরু বৃহস্পতিকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! শুক্রাচার্য্য অন্তর্হিত হইয়াছেন, অধুনা দানবদিগকে পরাজিত করিবার উপায় বলুন. এবং

আপনি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া এরূপ অনুষ্ঠান করুন, যাহাতে দানবেরা আপনাদিগের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের সহিত শীঘ্র মোহ প্রাপ্ত হয়। বৃহস্পতি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এই আমি সেখানে যাইতেছি। তোমাদের অভিলাষানুরূপ কার্য্য সাধন করিব, সন্দেহ নাই। অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি যোগবলে শুক্রাচার্য্যরূপ ধারণ-পূর্ব্বক অসুরভবনে উপস্থিত হইয়া, দানবদিগের পৌরোহিত্য কার্য্য অবলম্বন করত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে দৈত্যগুরু উশনা দেবী জয়ন্তীর সহিত সহবাস করিয়া শতবর্ষ অতীত হইলে, পুনরায় দানবসভায় সমাগত হইলেন। তৎকালে শুক্ররূপধারী বৃহস্পতি তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। অসুরগণ বহিরাগত অন্য এক শুক্রাচার্য্যকে অবলোকন পূর্ব্বক সুমহৎ কৌতূহলাক্রান্ত হইল। এবং এই বিষয়ের কি কর্ত্তব্য, এই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিতে লাগিল, আমাদের গুরু শুক্রাচার্য্য এই সভায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন, কিন্তু তদ্রূপধর অন্য এক জন আবার এদিকে আসিতেছেন। এক্ষণে এই উপবিষ্ট গুরুকেই বা কি বলা যায় এবং যিনি আসিতেছেন ইহাঁকেই বা কি বলি?

হে কৌরব! অসুরগণ পরস্পর এইরূপ বাক্য জল্পনা করিতেছে, ইতিমধ্যে শুক্রাচার্য্য দানবসভায় সমাগত হইয়া দেখিলেন, বৃহস্পতি তাঁহার রূপ ধারণ করিয়া সভামধ্যে আসীন আছেন। তিনি তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? এবং কি কারণেই বা শিষ্য সকলকে মোহিত করিতেছ? ব্রহ্মন্! এই দানবেরা মূর্খ, তুমি

যে নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ, ইহারা তাহার কিছুই জানে না, অগত্যা তোমার কুহকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তোমার একার্য্য যুক্তিযুক্ত হয় নাই। ভীষ্ম! ভার্গব স্বীয়স্বরূপ-ধর বৃহস্পতিকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ হাস্য করত কহিতে লাগিলেন, পৃথিবীমণ্ডলে যে সমুদায় তস্কর আছে, তাহারা কেবল পরদ্রব্যের অপহরণকারী চৌর, কিন্তু এতাদৃশ পরদেহাপহারী তস্কর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুর নিপাত করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপে পরিলিপ্ত হইয়াছিলেন। তুমি ইহা লোকায়তিক শাস্ত্র দ্বারা তিরস্কৃত করিয়াছিলে? আমি তোমারে বিশেষরূপে জানি, তুমি সেই অঙ্গিরাতনয় দেবাচার্য্য বৃহস্পতি; তুমি মদীয় রূপ হরণ করিয়া এই সভা প্রাপ্ত হইয়াছ। দানবগণও সকলে তোমারে শুক্র বলিয়া দেখিতেছে। কিন্তু তুমি দেবতাদিগের হিতসাধন জন্যই ইহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, হে মহাভাগ! তুমি ইহাদের শত্রুপক্ষীয় লোক অতএব ইহাদিগকে পরিত্যাগ কর।

ভীষ্ম! শুক্রাচার্য্য দেবগুরু বৃহস্পতিকে এইরূপ কহিয়া দৈত্যরাজকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, অহে দৈত্যরাজ! তুমি আমার শিষ্য, কিন্তু অন্ধ হইয়া আমারে চিনিতে পারিলে না, ইনি তোমাদের যেরূপে পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা বলিতেছি। আমি ইতি পূর্ব্বে সলিলমধ্যস্থ হইয়াছিলাম, মহাদেব শম্ভু জলের সহিত আমারে পান করিয়াছিলেন। আমি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তদীয় উদরে বাস করিয়া পরে শুক্রবৎ হইয়া তাঁহার শিশ্ন-মধ্যে প্রবেশ করি। তখন সেই শঙ্কর দেব বরদাতা হইয়া

আমারে কহিলেন, হে শুক্র! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে রাজন্! আমি সেই দেবদেব পিনাকীর নিকট পূর্ব্ববৎ স্বীয় শরীর প্রার্থনা করিলাম, এবং তাঁহারে কহিলাম, হে সুরেশ্বর শঙ্কর! আমি যে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় চিন্তা করিব, আপনার প্রসাদে যেন সে সমুদায় চিন্তামাত্রেই সুসিদ্ধ হয়, এবং অন্যান্য বিষয় সকলও যেন আমি দেখিতে পাই। আমি এইরূপ বর প্রার্থনা করিবামাত্র, দেব শঙ্কর তাহাই হইবে, কহিলেন। পরে আমি পুনরায় স্বকীয় দেহ লাভ করিয়া, তোমার নিকট আসিতেছি। তুমি ইতিমধ্যেই বৃহস্পতিকে পুরোহিত করিয়াছ। হে দানবেন্দ্র! আমি সত্য বলিতেছি, শঙ্করের বরপ্রভাবেই ইহাঁরে বৃহস্পতি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি, অতএব ইহাঁরে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই।

ভীষ্ম! শুক্রাচার্য্য এই রূপে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। সেই সময়ে শুক্ররূপধারী দেবগুরু বৃহস্পতি দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে কহিলেন, রাজন্! এ ব্যক্তি কে, তাহা আমি জানি না, এ দেবতা, কি দানব, কি মানব বলিতে পারি না। বোধ হয়, তোমাকে বঞ্চনা করিবার জন্য আমার রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। অনন্তর দানবগণ শুক্ররূপী বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধুবাদ করিয়া কহিল, আপনি পূর্ব্বাবধি আমাদের পুরোহিত হইয়া আছেন, এ ব্যক্তি যে হউক সে হউক, তাহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা ইহা দ্বারা পৌরহিত্যকার্য্য প্রার্থনা করি না, এ যেখান হইতে আসিয়াছে সেই খানে গমন করুক। কৌরব! তৎকালে শুক্রাচার্য্য দানবদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধপর-

বশ হইলেন এবং সমাগত দানবশ্রেষ্ঠদিগকে কহিতে লাগি-লেন, তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিলে; কিন্তু আমি সত্বর তোমাদিগকে গতশ্রী, গতপ্রাণ এবং দুঃখে জীবনধারণ করিতে দেখিব। তোমরা অতি শীঘ্র সুঘোর আপদ প্রাপ্ত হইবে। কাব্য দানবদিগকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে বনগমন করিলেন। শুক্রচার্য্য বনগমন করিলে, বৃহস্পতি দানবগণের পুরোহিত হইয়া তাহাদিগকে পালন করত কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করিলেন।

এই প্রকারে বহু দিবস অতীত হইলে, এক সময়ে সুরেশ্বর গুরু বৃহস্পতি দানব সকলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দানবেন্দ্রগণ! তোমরা কি ধর্ম্মকথা শুনিতে ইচ্ছা কর, বল। ভীষ্ম! বৃহস্পতির এই শুভকর বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সুব্রত! এই সংসার অসার, একমাত্র জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমাদিগকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করুন্। আমরা আপনাদের প্রসাদেই তদ্দ্বারা শীঘ্র মুক্তিলাভ করিতে পারিব। দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাব্যরূপধর সুরগুরু বৃহস্পতি কহিতে লাগিলেন, হে দৈত্য-নাথ! তোমরা যাহা স্থির করিয়াছ, ইতিপূর্ব্বে আমার ও এই ইচ্ছা হইয়াছিল যে, তোমাদিগকে পরমার্থসাধক উপ-দেশ শিক্ষা দিই; অধুনা সকলে সমাহিতচিত্ত ও শুচি হইয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর। হে দৈত্যগণ! যে সময় পরমার্থ-তত্ত্ব শ্রবণ করিলে পরম মোক্ষদায়ক হইয়া থাকে, আমি তোমাদিগকে সেইক্ষণ বলিতেছি। হে দানবপতে! বৈশ্বানর অনলের প্রসাদে এই শ্রুতি প্রাণিগণের দুঃখবিনাশ-

সাধিনী হইয়াছে, ইহাই ঋক্, যজু ও সাম এই ত্রয়ী বেদ মধ্যে বিখ্যাত, যজ্ঞকর্ত্তা, শ্রাদ্ধকর্ত্তা, কিম্বা ঐহিকজ্ঞানতৎপর ব্যক্তিমাত্রেই এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। প্রচলিত এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম কদাপি শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না, যেহেতু ইহা রুদ্র কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে, রুদ্র সর্ব্বদা ভার্য্যার সহিত অবস্থিতি করেন। তিনি যে সকল কুধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রায় হিংসা আছে। সেই অর্দ্ধনারীশ্বর রুদ্র সর্ব্বদা উলঙ্গ ভূতগণে পরিবৃত এবং অস্থি সকল তাঁহার ভূষণ। তিনি যে সমুদায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা আচরণ করিলে প্রাণিগণের স্বর্গ ও মুক্তি লাভ হইতে পারে না। লোক সকল তদাচরণে বৃথা ক্লেশ পাইয়া থাকে। বিষ্ণু ও হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, অতএব তিনি কি প্রকারে মোক্ষপদ প্রদান করিবেন। আর যজ্ঞ ও যজ্ঞাদিক কর্ম্ম এবং শ্রদ্ধাদি কর্ম্ম সমস্ত স্মার্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই স্মৃতিসম্মত কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না, এরূপ শ্রুতিও শ্রুত হইয়া থাকে। দেখ, তোমরা সেই রুদ্রপ্রণীত ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া, অনেক পশুবধ করত তাহাদের রুধিরে কর্দ্দম করিয়া থাক। যদি এই গর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমরা স্বর্গলোকে গমন কর, তবে আর কোন্ কর্ম্মানুষ্ঠানে নরকে যাইতে হইবে? যদি এরূপ পশুহত্যা করিয়া, তাহাদের মাংসভক্ষণে অন্যের তৃপ্তি লাভ হয়, তবে নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ কিনিমিত্ত আপনার সোমপ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে? আর যাবতীয় জন্তু যোনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি তাহারা যোনিরই সেবা করিয়া থাকে। হে দানবেন্দ্র! মৈথুন দ্বারা কি

প্রকারে স্বর্গ প্রাপ্তি হইতে পারে? এ সমুদায় আমার হাস্য-জনক বলিয়া বোধ হয়। যদি মৃত্তিকা ও ভস্ম দ্বারা পবিত্রতা সম্পাদন হইতে পারে, তাহা হইলে আর অশুদ্ধি কাহাকে বলে। হে দানবগণ! এই লোক সমুদায় বিপরীত-ভাবাপন্ন হইয়াছে। দেখ, শরীর মধ্যে শিশ্ন ও অপান বিষ্ঠা ও মূত্রের কোষ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বল দেখি, ঐ বিষ্ঠামূত্রবাহী শিশ্ন ও অপানের সলিল দ্বারা কি প্রকারে বিশোধন হইতে পারে? হে রাজন্! জন্তুগণ কিনিমিত্ত ভোজ্য সামগ্রী ভোজন করে, আবার কিনিমিত্তই বা তাহা শিশ্ন ও অপান দেশ দ্বারা বিন্মূত্র রূপে মোচন করিয়া থাকে। ফলতঃ লোকমর্য্যাদা এই রূপই বিবেচনা করিবে। আরও দেখ, সোম বৃহস্পতির ভার্য্যা তারারে উপভোগ করিয়া তাহার গর্ভে বুধকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু গুরু ভার্য্যারে প্রত্যাখ্যান না করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন। দেবরাজ শক্র গৌতমমুনির পত্নী বিখ্যাত অহল্যাতে উপগত হইলেও সেই গৌতমমুনি তাঁহারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দানবরাজ! এই সমস্ত ধর্ম্ম বিধি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি আর অধিক কি বলিব। জগতে এইরূপ এবং অন্যান্য রূপ কত পারদারিক ব্যাপার শ্রুত হইয়া থাকে। হে দানবেন্দ্রগণ! যদি ধর্ম্ম এই রূপ হইল, তবে তাহার অনুষ্ঠানে কেন পরমার্থ লাভ হইবে? তোমাদিগকে এই ধর্ম্মবিধি কহিলাম। তোমরা আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর বল।

দানবগণ কহিল, হে গুরো! আমরা সকলে যত্নপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত আপনার নিকট উপস্থিত

হইয়াছি, আপনি আমাদিগকে যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, আমরা পুনরায় সেই ধর্ম্মে আসক্ত হইব। অতএব আমাদিগকে ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করুন্। হে গুরো! যেরূপ কূপ গর্ত্তে পতিত ব্যক্তিদিগকে তাহাদের কেশাকর্ষণ দ্বারা উদ্ধার করা যায়, সেইরূপ আমরাও সহস্র সহস্র শোকজনক এই সংসারকূপে নিপতিত হইয়া বিরক্ত হইতেছি, আপনি আমাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিয়া উদ্ধার করুন। হে ব্রাহ্মণোত্তম! আমরা সকলে আপনার শরণাগত, অধুনা আমরা কোন্ দেবতার শরণ গ্রহণ করিব, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই শরণ্য দেবতার নির্দ্দেশ করুন। হে মহামতে! ধ্যান, উপবাস অথবা ধারণা কিম্বা জপোপহার দ্বারা যাঁহার তুষ্টি সাধন করিলে, মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, অনুকম্পাপ্রকাশপূর্ব্বক সেই দেবতার নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আমরা এই সংসারে আত্মীয় কুটুম্বগণে বিরক্ত হইয়াছি, আর যেন আমাদিগকে এই অন্ধকূপে পচিয়া মরিতে না হয়। হে ভীষ্ম! ছদ্মবেশধারী দেবগুরু বৃহস্পতি দানবদিগের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাদিগকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ইহাদিগকে কিরূপে নরকনিবাসী করিব? ইহারা যাহাতে শীঘ্র ত্রিলোকের হাস্যকর হয়, ইহাদিগকে তাহাই করিতে হইবে, আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। হে রাজন্! দেবগুরু এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভগবান্ কেশবের চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবদেব জনার্দ্দন বৃহস্পতির সেই চিন্তা পরিজ্ঞাত হইয়া, মহামোহের উৎপাদনপূর্ব্বক তাঁহারে প্রদান করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই মহামোহ নিখিল দৈত্যগণকে বিমোহিত

করিবে এবং সর্ব্বদা তোমার সহকারী হইয়া দৈত্যদিগকে বেদমার্গবহিষ্কৃত করিতে থাকিবে। তিনি এইরূপ আদেশ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। মহামোহ দানবগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া বৃহস্পতিকে কহিল, আমি অনুগ্রহ করিয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছি। হে নরপতে ভীষ্ম! তদনন্তর সেই মুণ্ডিতমস্তক বর্হিপত্রধর দিগম্বর মহামোহ ছদ্মবেশী গুরুকে এইরূপ কহিয়া দানবগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, হে দৈত্যনাথগণ! তোমরা ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত সমুপস্থিত হইয়াছ। তোমরা ঐহিক সুখ লাভের নিমিত্ত, কি পারলৌকিক সুখের জন্য তপোনুষ্ঠান করিবে বল। দানবগণ মহামোহের বাক্যে বিমোহিত হইয়া কহিল, পারত্রিক ধর্ম্মলাভের নিমিত্তই তপোনুষ্ঠান আদৃত হয়, নতুবা ঐহিক সুখের কারণ হইলে কদাপি শুভকর হয় না। আমরাও সেই পারলৌকিকসুখপ্রদ ধর্ম্মের জন্যই এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়াছি, অতএব আপনি আমাদিগকে সেই বিষয়ের উপদেশ করুন। দিগম্বর মহামোহ কহিল, হে দৈত্যগণ! যদ্যপি তোমরা মুক্তিলাভের ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে আমি মুক্তিলাভকর যে সকল বাক্য বলিতেছি, তাহার অনুষ্ঠান কর। মুক্তিদ্বারের কোন আবরণ নাই, তোমরা আমার বাক্যের অর্চ্চনা করিলে, অনায়াসে তাহা লাভ করিত পারিবে।

ধর্ম্ম হইতে মুক্তি শ্রেষ্ঠ; মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতেই স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে। মহামতি মহামোহ মুক্তিদর্শন বর্জ্জিত এইপ্রকার বহুবিধ উপদেশ দ্বারা দৈত্যদিগকে ক্রমে ক্রমে

বেদমার্গের বহিষ্কৃত করিল। তাহারা সেই মহামোহের বাক্যে এরূপ মোহাচ্ছন্ন হইল যে, ইহা ধর্ম্ম, ইহা অধর্ম্ম, ইহা সৎ, ইহা অসৎ, ইহা মুক্তির হেতু, ইহা মুক্তির অন্তরায়, ইহা পরমাত্মা, ইহা পরমার্থ নহে, এবং ইহা কার্য্য, ইহা অকার্য্য এইপ্রকার জ্ঞান তাহাদের নিকট আর স্থান প্রাপ্ত হইল না। হে নৃপ! তাহারা এই রূপে মহামোহের অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয় বাক্যে বশীভূত হইয়া, অনায়াসেই স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। এইপ্রকার বেদবহিষ্কৃত ধর্ম্মের অর্হণাবশতঃ তাহারা অর্হৎ নামে বিখ্যাত হইল। ফলতঃ মহামোহের প্রলোভনে তাহারা ত্রয়ীমার্গপরিহারপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে তন্ময় হইয়া উঠিল। এই রূপে পর পর ও অন্যান্য ক্রমে সকলেরই উল্লিখিতরূপ স্বভাব সমুৎপন্ন হইল। অন্যের কথা কি, তাহাদের অন্যান্য পুরোহিতগণও এইপ্রকার বিকৃতভাবাপন্ন হইলেন।

তদ্দর্শনে মহামোহ তাহাদিগকে পুনরায় বলিতে লাগিল, অহে দৈত্যগণ! যদি তোমাদের স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে, বেদোক্ত পশুঘাতাদি দুষ্টধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ কর। অধম ও প্রতারকগণই এইপ্রকার ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া থাকে। অতএব তাহা পরিত্যাগ করিয়া, মঙ্গল লাভ কর। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম কর। এই জগৎ স্বভাবতঃ মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। তন্নিবন্ধন সর্ব্বদা ভ্রান্তিজ্ঞান তৎপর ও মায়াদি দোষে দূষিত হইয়া, পুনঃ পুনঃ দারুণ সংকটে নিপতিত হয়। বৈদিকগণের উপদেশবাক্য মায়ার অনুকরণমাত্র. তদ্দারা মুক্তি-

লাভের সম্ভাবনা নাই। দেখ, তাহারা যখন যাহা ইচ্ছা, সেই রূপেই ধর্ম্ম উপদেশ ও পরিহার করিয়া থাকে। কোন কোন দ্বিজাতি বেদের, কেহ কেহ দেবগণের এবং কেহ বা যজ্ঞকর্ম্মসমূহের নিন্দা করে। এই রূপে তাহাদের মতির স্থিরতা নাই। বস্তুগত্যা বিবেচনা করিলে, যুক্তিগত বাক্য কখন হিংসাধর্ম্মের নিমিত্ত কল্পিত হইতে পারে না। অতএব বেদোক্ত পশুঘাতাদি ধর্ম্ম কখন যুক্তিসিদ্ধ নহে। হে দৈত্যগণ! বেদে কথিত হইয়াছে, যজ্ঞে পশুহত্যা করিলে, তাহার স্বর্গ লাভ হয়। যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তাহা হইলে, যজমান ব্যক্তি কিজন্য সেই যজ্ঞে স্বীয় পিতাকে হত্যা না করে? এই রূপ, ইহলোকে শ্রাদ্ধ করিয়া, ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইলে, যদি পরলোকে পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন হয়, তাহা হইলে, লোকে কিজন্য প্রবাসিকে পাথের প্রদান করিয়া থাকে? কেননা, গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই তাহার তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা। অধিক কি, ইহলোকে একজন ভোজন করিলে, যদি পরলোকস্থ ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে, অজিরে বসিয়া ভোজন করিলে, প্রাসাদের উপরিস্থ ব্যক্তিরও তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা। হে দৈত্যগণ! প্রতারকদিগের প্রচারিত ধর্ম্মমাত্রেই এইপ্রকার অলীক ও অযৌক্তিক। তাহাতে উপেক্ষা করিলেই শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা। আমি এইজন্যই তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ এইরূপ উপদেশ দিতেছি (১)।

দানবগণ কহিল, হে নগ্নশ্রমণক! আমরা আপনার নিতান্ত ভক্ত ও আপনার অনুশাসনবাক্যের একান্ত অনুগত,

(১) ইহার নাম চার্ব্বাক বা নাস্তিক ধর্ম্ম।

আপনি প্রসন্ন হইয়া, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করুন। আমরা দীক্ষার জন্য এই মুহূর্ত্তেই সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহ করিব। অদ্য আপনার প্রসাদে মোক্ষ আমাদের হস্তগত হইবে।

তখন মহামোহ সমুদায় দৈতেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে দনুপুত্রগণ! এই মহামতি গুরু আমার শাসনের অনুবর্ত্তী। ইনিই আমার নিদেশানুসারে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিবেন। অনন্তর মহামোহ গুরুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ব্রহ্মন্! আমার বাক্যানুসারে এই মূঢ়মতিদিগকে দীক্ষা দান করুন। এই বলিয়া স্বীয় অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল।

মহামোহ প্রস্থান করিলে, দানবগণ ভৃগুপুত্রকে সানুনয় বাক্যে কহিল, মহাভাগ! আমাদিগকে সর্ব্বসংসারমোচনী দীক্ষা প্রদান করুন। উশনা কহিলেন, চল, সকলে নর্ম্মদা-তীরে গমন করি। তথায় স্নানপূর্ব্বক আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে। হে ভীষ্ম! এইরূপে শুক্ররূপধারী ধীমান্ বৃহস্পতি দৈত্যদিগকে সেই স্থানে দিগম্বর করিয়া পরে বর্হি-পুচ্ছধ্বজ ও কমণ্ডলু প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, কেশমুণ্ডন করিলে পরম ধর্ম্ম লাভ হয়। কুবের এইপ্রকার কেশমুণ্ডন করিয়াই অতুল ধনের অধিপতি এবং সস্ত্রীক পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে স্বয়ং অর্হত কহিয়াছেন যে, কেশ উৎপাটন করিলে মনুষ্যের দেবত্ব ও মুনিত্ব লাভ হইয়া থাকে। এই পুণ্যপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ধর্ম্মরাজ যম কিছুই করিতে পারেন না। ফলতঃ, আত্মসংযম ও সর্ব্বভূতে দয়াই ধর্ম্মসঙ্গত পরম তপস্যা। অন্য সর্ব্ব বিড়ম্বনামাত্র। এইপ্রকার

তপস্যা দ্বারা যোগিগণের গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবগণ পূর্ব্বে উল্লিখিতরূপ অনুষ্ঠানদ্বারাই সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। যদি তোমাদের সংসারে বিরক্তি হইয়া থাকে এবং যদি স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তোমরা স্ব স্ব দার পরিহার কর। কেননা, লোকে যে যোনি হইতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, সেই যোনি সেবা করা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে? আরও দেখ, তাহারা আত্মমাংসোপম অন্য-দীয় মাংস ভোজন করিয়া থাকে, ইহাও নিতান্ত অসঙ্গত!

হে ভীষ্ম! তখন সমুদায় দানব গুরুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মহাভাগ! আমরা আপনার অনুগত ভৃত্য, আপনি আমাদিগকে দীক্ষিত করুন। শুক্র কহিলেন, তোমরা সকলে নর্ম্মদাতটে গমন কর। কদাচ অন্য দেবতার বাক্য গ্রহণ করিও না। একমাত্র আমার বাক্যানুসারে করসংপুটে অন্ন ভক্ষণ করিবে; ভোজনান্তে উপযুক্ত স্থান হইতে গ্রহণ করিয়া কেশকীটবিবর্জ্জিত সলিল পান করিবে এবং মান্যদৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রিয়াপ্রিয় সমান জ্ঞান করিবে। এইপ্রকার আচার অনুসারে সর্ব্বথা পান ভোজন করিবে। হে দৈত্যগণ! তোমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া, এইরূপে মোক্ষভাগী হও। হে রাজন্! মহামতি বৃহস্পতি দৈত্যপুঙ্গবদিগকে এইপ্রকার নিয়মবিধি প্রদানপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন। তথায় গমন পূর্ব্বক দেবগণসমক্ষে দৈত্যদিগের ব্যবহার সমস্ত যথা-যথ বিজ্ঞাপিত করিলেন। দেবগণ শ্রবণমাত্র নর্ম্মদাতটে দৈত্য-দিগের সমক্ষে সমাগত হইলেন। দেবরাজ তাহাদিগকে প্রহ্লাদবিরহিত দেখিয়া, যারপর নাই হর্ষলাভ করিলেন। অনন্তর তিনি তথায় হিরণাক্ষ্য, যজ্ঞঘ্ন, স্বপ্নঘ্ন, রোচন, ক্রূর-

কর্ম্ম। রাক্ষস, বৈরোচন, মহিষ, রৌদ্র, প্রচণ্ড, চণ্ড, দানবো-ত্তম মুখর প্রভৃতি দৈত্যদিগকে অবলোকনপূর্ব্বক দানবেন্দ্র নমুচিকে কহিলেন, হে দৈত্যপতে! তোমরা দেবগণকে পরাজয়পূর্ব্বক স্বর্গে রাজ্যস্থাপন করিয়াছ। এক্ষণে কিজন্য নগ্ন ও মুণ্ডিতমুণ্ড হইয়া, এইপ্রকার ব্রতচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ।

দানবগণ কহিল, আমরা গুরুবাক্যে অসুরভাব পরি-হারপূর্ব্বক ঋষিধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইয়াছি এবং সর্ব্ব-ভূতে ধর্ম্মবুদ্ধিকর শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি। হে শক্র! তুমি প্রস্থান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে ত্রৈলোক্য রাজ্য সম্ভোগ কর। আমাদের আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই। ইন্দ্র এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, পুনরায় স্বর্গরাজ্যে গমন করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় ত্রিলোকীর শাসন করিতে লাগিলেন।

হে দেবব্রত ভীষ্ম! দানবেন্দ্রগণ দেবগুরু বৃহস্পতি কর্ত্তৃক এইপ্রকার বিমোহিত হইয়া, সেই নর্ম্মদানদীতটে অবস্থিতি করিতে লাগিল। শুক্র এই ব্যাপার অবগত হইয়া তাহাদের সমীপে সমাগত হইলেন এবং বিশেষ রূপে প্রবোধপ্রদানপূর্ব্বক সেই ব্রতের অনর্থকারিতা বিবৃত করিয়া দিলেন। তখন তাহারা হর্ষাবিষ্ট হইয়া, পুনরায় ত্রৈলোক্যহরণে অভিলাষী হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, গুরো! পরবীরহন্তা অর্জ্জুন কি রূপে ত্রিপুরুষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কি নিমিত্ত কর্ণ কানীন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে; আর কর্ণ ও অর্জ্জুন এই উভয়ের স্বাভাবিক শত্রুতা কেন হয়, এই সমস্ত বিষয় পরি-

জ্ঞাত হইতে আমার মহৎ কৌতূহল জন্মিয়াছে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার সবিশেষ বর্ণনা করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, ভীষ্ম! এক সময় ব্রহ্মার সহিত দেবদেব শম্ভুর তুমুল সংগ্রাম হইল। সেই যুদ্ধে শম্ভু শূল দ্বারা ব্রহ্মার চক্র দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, চক্র ছিন্ন হইতে দেখিয়া ভয়ঙ্কর ক্রোধে পরিপূরিত হইলেন। সেই সময়ে তাঁহার ললাটফলকে যে স্বেদ উৎপন্ন হইয়াছিল, তিনি রোষাবেশ বশতঃ হস্ত দ্বারা সেই স্বেদবারি ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ স্বেদ ভূভাগে পতিত হইবামাত্র ধনুর্ব্বাণধারী কবচাবৃতশরীর এক বীরপুরুষ তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে কহিল, প্রভো! আমাকে কি করিতে হইবে, বলুন।

অনন্তর ব্রহ্মা সেই শস্ত্রধর কবচী পুরুষকে দেখিবামাত্র আনন্দিত হইয়া কহিলেন, তুমি জয়ী হও এবং এই দুষ্টবুদ্ধি মহেশকে নিপাত কর; এই দুষ্ট যেখানে যাইবে, আর যেন তথা হইতে আসিতে না পারে। ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণমাত্র স্বেদোদ্ভব পুরুষ স্বীয় পৃষ্ঠদেশে ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক অস্ত্র হস্তে লইয়া দেবদেব শম্ভুর সংহারবাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। ত্রিলোচন মহেশ সেই রৌদ্রদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের উগ্রমুর্ত্তি দেখিবামাত্র অতিশয় ভীত হইলেন এবং রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া অতিবেগে বিষ্ণুর আশ্রমে গমন করিলেন। পরে পরিত্রাণ করুন, পরে পরিত্রাণ করুন, এইরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া কহিলেন হে শক্রহন্! হে বিষ্ণো! আমাকে এই ভয় হইতে মুক্ত করুন; এই ম্লেচ্ছরূপী স্বদেজ পাপপুরুষকে ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই পাপ ক্রুদ্ধ হইয়া

যেন আমারে হনন করিতে না পারে, হে জগৎপতে! আপনি সেইরূপ উপায় বিধান করুন। হে ভীষ্ম! ভগবান্ বিষ্ণু মহেশের কাতরতা দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ হুঙ্কারশব্দ দ্বারা সেই ম্লেচ্ছরূপী পুরুষকে মোহিত করিলেন। পরে সেই যোগাত্মা বিশ্বময় প্রভু কেশব সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়াও আশ্রমোপস্থিত মহাদেবকে প্রীতবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। মহাদেব বিষ্ণুর প্রবোধবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া, ভূতলে প্রণত হইলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, তোমার অভিপ্রেত কি এবং আমি তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিব, বল।

অনন্তর মহেশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণদেবকে প্রত্যক্ষগোচর দেখিয়া কহিলেন, হে দেব! আপনি আমাকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রদান করুন। এই বলিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় উৎকটতেজঃপুঞ্জ ভিক্ষাকপালপাত্র তাঁহার সম্মুখীন করিলেন। বিষ্ণু রুদ্রকে কপালহস্ত অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহেশের উপযুক্ত কোন ভিক্ষাবস্তু দেখিতে পাই না, সম্প্রতি ইহাঁকে কি ভিক্ষা দিব। তিনি বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, 'আমার দক্ষিণ বাহু ইহাঁর যোগ্য ভিক্ষা' এই বিবেচনাবশতঃ তাঁহার ভিক্ষাকপালে দক্ষিণ হস্ত অর্পণ করিলেন। হে কৌরব! ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্রের ভিক্ষাপাত্রে স্বীয় হস্ত স্থাপন করিবামাত্র শশিশেখর মহেশ্বর তৎক্ষণাৎ শূল দ্বারা তাঁহার ভুজ ভেদ করিয়া ফেলিলেন। বিভু বিষ্ণু ছিন্নভুজ হইলে, অতি প্রবল বেগে রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল। সেই শোণিত জাম্বুনদ রসের সদৃশ ও অগ্নিশিখার ন্যায় নির্ম্মল। ঐ রক্তধারা ভিক্ষাপাত্রে পতিত হইতে

থাকিলে, শম্ভু তাহা দেখিতে লাগিলেন। ভগবান্ হরির বাহুনির্গত ঐ রক্তধারা পঞ্চাশৎ যোজন আয়ত ও দশ যোজন বিস্তার বিশিষ্ট হইয়া দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত বহমানা হইয়া রহিল এবং সেই কপট ভিক্ষুক হরও এই রূপে তাবৎপরিমিতকাল সেই ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। পরম পুরুষ নারায়ণ শিবের অনুত্তম ভিক্ষাপাত্রে আপনার হস্ত-ভিক্ষা দান দিয়া, এই কথা কহিলেন, তোমার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইয়াছে কি না? শশিসূর্য্যাগ্নিলোচন শশিশেখর শোভিতত্রিলোচন হর পরমেশ্বর হরির সজল জলধরের নিনাদতুল্য গম্ভীর বচন শ্রবণ করিয়া ভিক্ষাকপালে দৃষ্টি সংস্থাপন করত অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন, হাঁ, আপনার প্রদত্ত ভৈক্ষ্য দ্বারা আমার এই ভিক্ষাভাজন পরিপূর্ণ হইল। বিষ্ণু ও শিবের সেই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বহমানা শোণিতধারা সংহার করিলেন। তখন মহেশ্বর মহাদেব বিষ্ণুর সমক্ষে সেই পাত্রস্থ রক্ত অঙ্গুলি দ্বারা দিব্য বর্ষসহস্র মন্থন করিতে লাগিলেন।

হে ভীষ্ম! ভিক্ষাকপালস্থিত রক্ত এই রূপে মথ্যমান হইলে, তাহা হইতে ক্রমে কলল, বুদ্বুদ ও মাংসখণ্ড উৎপন্ন হইল। পরে সেই মাংসখণ্ড হইতে কিরীটবান্ ধনুর্ব্বাণধারী এক পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, স্কন্ধ উন্নত এবং সহস্র হস্ত ছিল। সেই বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্র তূণীরবান্ মহাবল পুরুষ মুহুর্ম্মুহু ধনুর্জ্জ্যা স্পর্শ করিতে লাগিল। এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া উহাকে অর্জ্জুন তুল্য বোধ হইতে লাগিল। ভগবান্ নারায়ণ বিষ্ণু অর্জ্জুনসঙ্কাশ পুরুষকে কপালমধ্যে অবস্থিত দেখিয়া, রুদ্রকে কহিলেন, ভগবন!

তোমার ভিক্ষাপাত্রে এই কোন্ নর প্রাদুর্ভূত হইল? দেবেশ মহেশ বিষ্ণুর বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বিভো! শ্রবণ করুন এই নরনামক পুরুষ সমুদায় অস্ত্রবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ এবং আপনি স্বয়ং ইহারে নর বলিলেন, অতএব ইহার নাম নরই হইবে। আর আপনিও ইহার সহিত মিলিত হইয়া দ্বাপর যুগের শেষে নরনারায়ণ নামে বিখ্যাত হইবেন। এই নর সংগ্রামে দেবকার্য্যে ও লোক সকলের পালনে নারায়ণের সখা হইবে। ইহার তেজ অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট ও লোকমধ্যে অনিবার্য্য হইবে। অধিকন্তু, এই পুরুষ পিতামহ ব্রহ্মার সাতিশয় তেজঃসম্পন্ন পঞ্চম বদন স্বরূপ এবং তদীয় তেজঃ, তোমার ভুজশোণিত ও আমার দৃষ্টিপাত এই তিন তেজে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ত্রিপুরুষজ বলিয়া বিখ্যাত ও যুদ্ধে সমস্ত শত্রুর জেতা হইবে। যে সমস্ত অরাতি দেবরাজ ইন্দ্রের অথবা দেবতাগণের কিম্বা তোমারও অবধ্য হইবে, এই নর সেই শত্রুদিগেরও ভয়ঙ্কর ও দুর্জ্জয় হইবে, সন্দেহ নাই।

দেবদেব পিনাকধারী শম্ভু বিস্ময়াবিষ্ট বিষ্ণুর সমক্ষে এই-রূপ কহিয়া বিরত হইলে সেই পুরুষ কপালেই থাকিয়া, মস্তকে অঞ্জলিপ্রদানপূর্ব্বক মহেশ্বর ও কেশবের স্তব করিতে লাগিল। পরে সে প্রণতভাবে, আমি কি করিব, এইরূপ কহিল। মহেশ্বর শিব তাহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মা স্বকীয় তেজ দ্বারা ধনুষ্পাণি এই অসুরের সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি ইহাকে বিনাশ কর। হে রাজন্! মহেশ্বর রুদ্র সেই বদ্ধা-ঞ্জলিপুটে স্তুতিকর নরকে এইরূপ কহিয়া, তাহার করদ্বয় ধারণ করিলেন এবং ভিক্ষাপাত্র হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক পুন-

রায় কহিলেন, সেই রৌদ্রকর্ম্মা পুরুষ আমার পশ্চাতে নিদ্রিতভাবে রহিয়াছে, বিষ্ণু হুঙ্কারশব্দ দ্বারা উহাকে এরূপ মোহনিদ্রাভিভূত করিয়াছেন। অধুনা তুমি উহাকে শীঘ্র জাগরিত কর। এইরূপ আদেশ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। হে কৌরব! মহেশ্বর অন্তর্হিত হইলে পর, সেই বিষ্ণুরক্তোৎপন্ন পুরুষ নারায়ণের সমক্ষেই মোহাভিভূত স্বেদজকে, অহে গাত্রোত্থান কর, জাগরিত হও, এইরূপ কহিল; কিন্তু স্বেদজ তাহার আহ্বানে জাগরিত হইয়া উঠিল না। প্রত্যুত, ঐ অবস্থায় থাকিল। তৎকালে হরি তাহারে পদদ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। সেই স্বেদজ মহাসুর বিষ্ণুর বাম চরণ দ্বারা তাড়িত হইবামাত্র জাগরিত হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই স্বেদজ ও রক্তজ উভয়ের সুমহৎ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, তাহাদের উভয়ের বিস্ফারিত ধনুষ্টঙ্কার ও সিংহনাদে দিক্‌সকল নিনাদিত হইয়া উঠিল। উভয়ের দেহ শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে তাহাদের শোণিতে ভূতল আর্দ্র হইয়া গেল। হে ভূপতে! এই রূপে সেই মানবদ্বয়ের যুদ্ধে দেবপরিমিত দুই শত বর্ষ অতীত হইল। তদনন্তর বিভু বিষ্ণু, স্বেদজ পুরুষকে কণ্ঠহীন ও রক্তজ পুরুষকে ছিন্নভুজ হইতে দেখিয়া চিন্তা করত ব্রহ্মার সদনে উপস্থিত হইলেন। পরে সেই মধুসূদন বিষ্ণু সম্ভ্রমান্বিত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি স্বেদ দ্বারা যে পুরুষ সৃজন করিয়াছিলে, অদ্য যুদ্ধে সেই নর কলেবর পরিত্যাগ করিল।

হে ভীষ্ম! বিষ্ণুর তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার চিত্ত শোকে আকুল হইয়া উঠিল এবং তিনি মধুসূদন বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে হরে! রুদ্রাংশোদ্ভব পুরুষ

যে প্রকারে ইহার পরাজয় সাধন করিল, হে বিষ্ণো! মদীয়াংশসম্ভূত পুরুষ জন্মান্তরে সেই রূপে দেবতাদিগের অংশকে জয় করিবে। ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া স্বেদজের দেহ সৎকার করিতে সঙ্কেত করিলে, বিষ্ণু সেই অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া সহস্রাংশু সূর্য্যকে কহিলেন, হে সহস্রাংশো! এই স্বেদজ পুরুষের দেহ রসাতলে স্থাপন করিয়া রাখ। যৎকালে দ্বাপরযুগের শেষ আরম্ভ হইবে, সেই সময় দেবতাদিগের কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত ইহাকে পুনরায় আবির্ভূত করিও। বিখ্যাত যদুবংশে সূর নামক এক মহাবল পুরুষ হইবে, তাহার পৃথা নামে এক কন্যা জন্মিবে। তাহার ন্যায় রূপবতী ভূলোকে অন্য কেহ দৃষ্ট হইবে না। সেই ভাগ্যবতী পৃথা দেবকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া দুর্ব্বাসা মুনির নিকট বর ও আকর্ষণ-মন্ত্র প্রাপ্ত হইবে। রাজ্ঞী পৃথা সেই মন্ত্র দ্বারা যে যে দেবতার আহ্বান করিবেন, সেই সেই দেবতার প্রসাদে তাঁহার গর্ভে এক এক সন্তান উৎপন্ন হইবে। হে আদিত্য! পৃথা পিতৃগৃহে থাকিয়া ঋতুমতী হইবেন এবং তোমাকে উদিত হইতে দেখিয়া তোমার প্রতি অভিলাষবশতঃ দুর্ব্বাসার দত্ত আকর্ষণমন্ত্র প্রভাবে তোমাকে আহ্বান করিবেন। হে দেব বিভাবসো! এই স্বেদজ কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন এবং কানীন ও বসুসেন নামে বিখ্যাত হইবে। হে ভীষ্ম! বিষ্ণু এইরূপ কহিলে, তেজোরাশি দিবাকর 'তাহাই হইবে' কহিয়া বলিলেন, আমি বলদর্পিত কানীন পুত্র এইরূপে উৎপন্ন করিব। কিন্তু হে বিষ্ণো! সমস্ত লোক ইহাকে কর্ণ নামে ঘোষণা করিবে। হে কেশব! মদীয় প্রসাদে ঐ কানীন বসুসেনের

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে কোন বস্তু অদেয় থাকিবে না। হে প্রভো! আপনার আদেশবাক্যে এই স্বেদজ এই রূপেই উৎপন্ন হইবে। সহস্রকিরণ দিবাকর দানববিনাশী মহাত্মা নারায়ণকে এইপ্রকার কহিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। হে কৌরব! রাত্রিতস্কর ভাস্কর অন্তর্দ্ধান করিলে মধুসূদন বিষ্ণু প্রীতমনা হইয়া বৃত্রহা ইন্দ্রকে কহিলেন, হে সহস্রনেত্র! তুমি আমার অনুগ্রহে এই রক্তলোচন নরকে দ্বাপর যুগের অবসানে সখাস্বরূপ বিনিযোজিত করিবে। যখন মহারাজ পাণ্ডু পৃথা ও মহাভাগা মাদ্রীনাম্নী ভার্য্যাদ্বয় পরিগ্রহ করিয়া অরণ্যবাস সমাশ্রয় করিবেন, তৎকালে সেই অরণ্যমধ্যে কোন মৃগ তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিবে। সেই অভিসম্পাতে মহারাজ পাণ্ডুর শত শৃঙ্গ সমুদিত হইলে তাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যসঞ্চার হইবে। তখন তিনি ক্ষেত্রজ পুত্র কামনা করিয়া ভার্য্যা সমীপে মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তী অনিচ্ছা প্রকাশপূর্ব্বক কহিবেন, হে রাজন্! মানব হইতে আমার পুত্রলাভের কোন মতে অভিলাষ নাই। হে নরনাথ! আমি সুরগণের অনুগ্রহে পুত্রবতী হইতে বাসনা করি। অতএব হে শচীপতে! তুমি আমার আদেশক্রমে তৎকালে কুন্তীর প্রার্থনায় তদীয় গর্ভে নরকে সমুৎপাদন করিও।

অনন্তর দেবরাজ ভগবান্ হরির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতহৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, হে বিবুধেশ্বর! এই সপ্তবিংশতি মন্বন্তর অতীত হইলে আপনি কুরুগণের বিনাশ ও আমার অর্জ্জুনের সহায়তা সাধনোদ্দেশে যদুকুলে গিয়া অবতার গ্রহণ করুন। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে যৎকালে আপনি

সুরলোকের শান্তিসাধনোদ্দেশে রক্ষোরাজ রাবণের নিধনার্থ দশরথগৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎকালে রামরূপে জানকীর জন্য বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে সূর্য্য-তনয় সুগ্রীবের হিতার্থী হইয়া মৎপুত্র বালীনামা কপি-রাজকে নিহত করেন, হে ভগবন্! আমি সেই শোকে নিরন্তর সন্তপ্ত হইতেছি; সুতরাং আমি কুন্তীগর্ভে নরোৎপাদনে স্বীকৃত হইতে পারি না। দেবরাজ এই রূপে কারণান্তর প্রদর্শনপূর্ব্বক অস্বীকৃত হইলে ভগবান হরি তাঁহাকে পুনরায় কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি অবনীর দুর্ব্বহ ভারাপহরণ ও কুরুবংশনিধনের জন্য তোমার অনুরোধে যদুকুলে অবতার পরিগ্রহ করিব। দেবরাজ, নারায়ণের এই বাক্যে পরম প্রীতি লাভ করিয়া নরোৎপাদন করিতে অঙ্গীকারপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি সত্য স্বরূপ, আপনার বচন সত্য হউক।

দেবরাজ পুরন্দর এইরূপ কহিলে, ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষ তাঁহাকে বিদায় প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া বিরিঞ্চিকে কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি এই সচরাচর ত্রিভুবন সৃজন করিয়াছ; আমি এবং মহেশ্বর উভয়ে তোমার কার্য্যকরণার্থ সহায়মাত্র। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তাহার উন্মূলন করা কখনই সমুচিত নহে। হরের হিংসা করিয়া তুমি অতীব গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি কি কারণে দেবদেব মহেশের সৃষ্ট কোপজ পুরুষকে নিহত করিলে? অতএব এখনও এই বধজনিত পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত কর। হে দেব! বহ্নিত্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান কর। হে পিতামহ! আমার প্রসাদে তুমি তীর্থস্থলে, পবিত্র দেশে এবং বনে বনে স্বীয়

পত্নীর সহিত পরিভ্রমণপূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। হে জগৎপতে! সমস্ত দেবগণ, আদিত্য ও রুদ্র প্রভৃতি সকলেই তোমার আদেশ প্রতিপালন করিবে; কেন না, তুমি সকলেরই প্রভু। হে ব্রহ্মন্! যে বহ্নিত্রয়ের অনুষ্ঠান করিতে কহিলাম, তাহাদের প্রথম গার্হপত্য, দ্বিতীয় দাক্ষিণাত্য, তৃতীয় আহ্বনীয়। এই অগ্নিত্রয় দ্বারা কুণ্ডত্রয় প্রকল্পিত কর। পরে সেই বর্ত্তুলাকৃতি কুণ্ডমধ্যে আমার এবং মহেশ্বরের তর্পণ কর। কুণ্ডের চতুষ্কোণে ঋক্, যজু ও সামগণের প্রভু হরের তর্পণ করিতে হইবে। এই প্রকারে অগ্নিত্রয় সংস্থাপন করিয়া দিব্য সহস্র বর্ষ বিধানানুসারে তপশ্চরণপূর্ব্বক হোম করিলে পরম সম্পত্তি লাভ করিয়া পরিশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। হে ব্রহ্মন্! অগ্নিহোত্র অপেক্ষা আর কিছুই পবিত্র নাই; অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বিধানানুসারে আহুতি প্রদান করিলে সকলেই পরম গতি লাভ করে। হে ব্রহ্মন্! সেই অগ্নি অক্ষয়; দ্বিজগণ নিয়ত এক অগ্নি চয়ন করিবেন, নতুবা তাঁহারা গার্হস্থ্য লাভে সমর্থ হইতে পারেন না।

ভীষ্ম কহিলেন, ভগবন্! যে ধনুর্দ্ধর পুরুষ মহাদেবের কপালে জন্মগ্রহণ করিল, সে কি মাধব হইতে সমুদ্ভূত অথবা স্বীয় কর্ম্ম বশতঃ সমুৎপন্ন হইল কিম্বা স্বয়ং রুদ্র না বিরিঞ্চি তাহাকে সৃজন করিলেন; তাহা স্পষ্টরূপে নির্ণয় করিয়া বলুন। আর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ বলিয়াই বিদিত, ঐ পুরুষ কিরূপে তাঁহার পঞ্চম বক্ত্র হইল। কুত্রাপি সত্বগুণে রজোগুণ পরিলক্ষিত হয় না এবং রজোগুণেও সত্ত্বগুণ দৃষ্ট হয় না। ভগবান্ বিরিঞ্চি সত্ত্বগুণস্বরূপ, সুতরাং ঐ রজঃপ্রকৃতি পুরুষ তাঁহাতে কিরূপে সঙ্গত হইল।

পুলস্ত্য কহিলেন, পূর্ব্বে যে দুইটী বীর পুরুষের বর্ণন করিয়াছি, তাহারা উভয়েই মহেশ্বরের দেহ হইতে সমুদ্ভূত হয়। কোন কর্ম্মই সেই মহাত্মাদ্বয়ের অবিদিত ও সাধ্যাতীত ছিল না। তাহাদিগেরই একজন মহাত্মা বিরিঞ্চির ঊর্দ্ধস্থ পঞ্চম বদন হইয়াছিল। সেই পুরুষ পঞ্চম মুখ হওয়াতে, ব্রহ্মা রজোগুণযুক্ত ও বিমূঢ় হইয়া উঠিলেন। রজোগুণাচ্ছন্ন হওয়াতে সমস্ত সৃষ্টিই আপনার বলিয়া মান্য করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অন্তরে প্রতীতি জন্মিল যে, কোন দেবই আমার তুল্য দেবগন্ধর্ব্বপশুপক্ষিসমাকুল সৃষ্টিরচনায় সমর্থ নহে। বিরিঞ্চি পঞ্চমাস্য হইয়া এইরূপে বিমূঢ় হন। তাঁহার পূর্ব্বদিকস্থ আস্য মুখ্যমন্ত্র ঋক্‌বেদের এবং দ্বিতীয় বদন যজুর্ব্বেদের, তৃতীয় সামবেদের ও চতুর্থ আস্য অথর্ব্ব-বেদের প্রবর্ত্তক। তাঁহার পঞ্চম বদন সাঙ্গোপাঙ্গ ইতিহাস ও রহস্যাদির প্রকাশক। তিনি সময়ে সময়ে এই ঊর্দ্ধনয়ন পঞ্চম বদনে বেদ অধ্যয়ন করিতেন। ঐ পঞ্চম বদনের তেজ অতীব দুর্নিরীক্ষ্য; ভাস্করোদয়ে প্রদীপসমূহ যাদৃশ প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ বিরিঞ্চির পঞ্চম বদনের তেজে সুরাসুরগণ কেহই প্রদীপ্ত হইতে পারেন নাই। সেই সমস্ত তেজোবিহীন সুরাসুরকুল উদ্বিগ্ন ও হৃতচিত্ত হইয়া ভয়ে কাহার শরণাপন্ন হইবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দেবগণ বিরিঞ্চির পঞ্চমাস্যতেজে ক্ষীণতেজা হইয়া এই মন্ত্রণা করিলেন যে, আমরা দেবদেব মহেশের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই।

অনন্তর দেবগণ মহেশসমীপে সমুপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন, হে মনোরম!

আপনি সত্বসমূহের ঈশ্বর, আপনাকে নমস্কার। হে বিভো! আপনি জগতের যোনি, আপনি সনাতন ও সর্ব্বভূতের আশ্রয়, আপনি পরম ব্রহ্ম। নারায়ণের সহিত আপনিই জগতের কারণ, আপনাকে নমস্কার। এইরূপে ঋষি পিতৃ ও মানব সমভিব্যাহারে দেবগণ স্তবপাঠ করিলে মহেশ্বর অন্তর্হিত থাকিয়াই কহিলেন, দেবগণ! তোমাদের কি অভিলাষ, প্রার্থনা কর।

দেবগণ কহিলেন, প্রভো! আমাদিগের প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শনপূর্ব্বক এই বর প্রদান করুন। আমাদিগের যে সমস্ত বীর্য্য, পরাক্রম ও তপস্যা চিরসঞ্চিত ছিল, তৎসমুদায়ই বিরিঞ্চির পঞ্চম বদনের তেজে গ্রাসিত হইয়াছে। প্রভো! সেই বদনপ্রভাবে আমাদিগের তেজোরাশি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। হে মহেশ্বর! যাহাতে সেই সমস্ত তেজোরাশি যথাপূর্ব্ব সমুৎপন্ন হয়, তাহারই উপায় বিধান করুন। হে স্বামিন্! সকলেই সেই পঞ্চম বদন নমস্কার করিয়া থাকে। যাহাতে সেই বদন পতিত হয়, অচিরে তাহার উপায় বিধান করুন।

ভগবান্ শঙ্কর সুরগণের এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করিলেন। তৎকালে বিরিঞ্চি রজোগুণে আবৃত ছিলেন; সুতরাং রুদ্রদেবকে সমুপস্থিত দেখিয়াও তাঁহার সমাদর করিলেন না, বরং অবহেলা প্রদর্শন করিলেন এবং যেমন কোটিসূর্য্যের তেজে জগৎ প্রদীপ্ত করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, সেইরূপেই উপবেশন করিয়া থাকিলেন। পিতামহ পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে তেজোমণ্ডলে পরিবৃত ও উপবিষ্ট দেখিয়া ভগবান্ রুদ্র তাঁহার সন্নিকটে সমা-

গত হইয়া কহিলেন, হে দেব! আপনার এই অতিরিক্ত পঞ্চম বদন কি তেজোময়! এই বলিয়া শশিশেখর অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন এবং বামাঙ্গুলির নখাগ্রভাগ দ্বারা কদলীগর্ভের ন্যায় ব্রহ্মার পঞ্চম শির কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন মস্তক হরহস্তে সংস্থিত হইয়া গ্রহমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী দ্বিতীয় চন্দ্রমার ন্যায় পরিশোভিত হইল। অনন্তর ত্রিদশনাথ মহেশ্বর সেই ছিন্ন মস্তক হস্তে লইয়া শিখরস্থ-ভাস্কর-বিরাজিত কৈলাশপর্ব্বতের ন্যায় উন্নত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

বিরিঞ্চির পঞ্চম বদন ছিন্ন হইলে, দেবগণ বিবিধ স্তোত্র পাঠ দ্বারা দেবদেব বৃষভধ্বজের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! আপনি কপালী, মহাবল, ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানযুক্ত, এবং সর্ব্বভোগপ্রদাতা, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি দর্পহারী, সর্ব্বদেবময়, কালসংহারক ও মহাকাল, আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! আপনি ভক্তগণের দুঃখাপহারী, ব্রহ্মার ছিন্ন শির ধারণ করিয়াছেন, এইজন্য আপনার নাম কপালী; হে ভগবন্! এক্ষণে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

ভগবান্ শঙ্কর দেবগণের স্তবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে যথাস্থানে প্রস্থাপনপূর্ব্বক আপনিও তথা হইতে তিরোহিত হইলেন। কিন্তু বিরিঞ্চির পঞ্চম মস্তক ছিন্ন করাতে অন্তরে ব্রহ্মহত্যার পাপবোধ হইল; সুতরাং তিনি পাপমোচনার্থ সহস্র সহস্র সূক্ত, নিরুক্ত এবং ঋক্ যজু ও সামবেদ পাঠ পূর্ব্বক পরমব্রহ্ম ব্রহ্মার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

রুদ্র কহিলেন, হে দেব! আপনি পরমাত্মা, আপনাকে

নমস্কার। হে ভগবন্! আপনি অদ্ভুত পদার্থসমূহের কারণ, আপনি তেজ ও জলরাশির অক্ষয় নিধি। হে মহামতে! আপনি নিজ প্রতাপ দ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হে প্রভো! আপনি ঊর্দ্ধবক্ত্র ও চরাচরাত্মক, আপনাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! আপনি জলস্থ কমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, জলই আপনার আশ্রয়, আপনাকে নমস্কার। হে বিকসিত-সরোজপত্রাক্ষ! হে পিতামহ! আপনাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর! আপনি সৃষ্টির নিমিত্ত পদার্থসমূহ উৎপন্ন করিয়াছেন। আপনি যজ্ঞস্বরূপ ও যজ্ঞেশ্বর, আপনাকে নমস্কার। হে প্রজাপতে! আপনি কাঞ্চনগর্ভ ও বেদগর্ভ। হে পদ্মযোনে! আপনি যজ্ঞ, আপনি বষট্কার ও স্বধা, আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! আমি সুরগণের বচনানুসারে আপনার শিরশ্ছেদন করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপে অভিভূত হইয়াছি। হে জগৎপতে! আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন্। দেবদেব পরমাত্মা শঙ্কর এইরূপে স্তব করিলে, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা প্রীত-মনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! মদীয় সখা নারায়ণ তোমার এই পাপরাশির বিমোচন করিবেন। তিনি স্বয়ং বিভু, তোমার পূজ্য ও কীর্ত্তনীয়। তোমার এতাদৃশ অনুত্তম মতি-সঞ্চার হওয়াতেই, তুমি পাপ হইতে বিমুক্ত হইলে। তুমি আমার মস্তক ছেদন করাতে, অদ্যাবধি কপালী নামে প্রসিদ্ধ হইবে। হে মহাদ্যুতে! শতকোটি বিপ্র তোমা হইতে পরি-ত্রাণ লাভ করিবে। তোমার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের লেশ-মাত্র থাকিবে না। যে সকল পাপী ক্রূর ও সর্ব্বদা কুবচন প্রয়োগ করে এবং ব্রহ্মঘাতী ও নিরন্তর কুকর্ম্মে পরিলিপ্ত হয়

এবং যাহাদের অন্তর নিয়তই বিকারে পরিপূর্ণ, তাহারা কখনই সাধুসমাজে পূজনীয় হইতে পারে না। তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিলে ভাস্করমুখাবলোকন পূর্ব্বক আত্মশুদ্ধি করিতে হয়। হে রুদ্র! তাহাদিগের অঙ্গস্পর্শ করিলে সত্বর জলপ্রবেশ করিয়া দেহ শুদ্ধ করিতে হয়। মনীষিগণ এইরূপেই সেই সকল পাপী হইতে বিশুদ্ধি নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু হে দেব! তাদৃশ পাপীগণও তোমা হইতে পবিত্রতা লাভ করিবে। তথাপি তুমি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ, সুতরাং আত্মশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর। প্রায়শ্চিত্তব্রতাচরণ করিলে বহুবর লাভ করিতে পারিবে। এই বলিয়া বিরিঞ্চি তিরোহিত হইলে মহাদেব তথা হইতে স্বীয় ধামে গমন না করিয়া ভগবান্ নারায়ণের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকালমধ্যেই লক্ষ্মীসহায় ভগবান্ দেবদেব বরদ নারায়ণ তথায় সমাগত হইলেন।

ভগবান্ সনাতনকে সমাগত দেখিয়া রুদ্রদেব স্তব করিতে লাগিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু পরাৎপর ও পরমপুরুষ, তিনি পুরাণের শ্রেষ্ঠ, তাঁহার বীর্য্য অসীম, তিনি নিত্যপুরুষ পুরাণস্বরূপ, তিনি স্বত্ব রজ তম ত্রিগুণাতীত, আমি তাঁহাকে স্মরণ করি। তিনি গম্ভীরমতি পুরুষগণের শ্রেষ্ঠ, তাঁহার বেগ অতীব প্রচণ্ড, তিনি পরাৎপর এবং সকলের আদি। তিনি সকলের ঈশ্বর, পরম ব্রহ্ম এবং পরম ধাম, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি পরাৎপর, বিশাল ও শুদ্ধপদ, তিনি পর ও অপরের ঈশ্বর, তিনি অব্যয় পুরুষ; তাঁহার ভাব অতীব বিশুদ্ধ, তিনি এই চরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন: অতএব আমি তাঁহাকে স্তব করি। তিনি পবিত্রে

ক্ষীরসাগরগর্ভে সুখে নিদ্রা যান; আমি সেই জলস্থিত, জ্ঞান-দাতা পুরুষপ্রধান বীর নারায়ণের শরণাপন্ন হইলাম। সেই পরমপুরুষ নারায়ণ ত্রিদেবের গণ্য, ত্রিমূর্ত্তি, হুতাশন ও যজ্ঞ স্বরূপ এবং ত্রিলোচন। তিনি শুক্ল, কৃষ্ণ ও শোণিতবর্ণ, তিনি ত্রেতাযুগে পীতবর্ণ কলেবর ধারণ করেন, অতঃপর দ্বাপর যুগ হইতে কলিকাল পর্য্যন্ত তিনি কৃষ্ণবর্ণ হইবেন; আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি মুখ হইতে বিপ্র, ভুজান্ত হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য এবং চরণপ্রদেশ হইতে শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি সেই বিশ্বমূর্ত্তি পুরাণপুরুষকে নমস্কার করি। যিনি অপ্রমেয়, যাঁহার গতি অতীব বিশুদ্ধ, চক্রাদি ধারণ করাতে যাঁহার করে কিণ সংঘ-টিত হইয়াছে, আমি সেই অপ্রমেয়াত্মা পরাৎপর নারায়ণকে নমস্কার করি। তিনি বিশ্বমূর্ত্তি, তিনি মহামূর্ত্তি এবং তিনি দেব-গণের কবচস্বরূপ, আমি সেই ত্রিমূর্ত্তি কমলপত্রাক্ষ নারায়ণকে নমস্কার করি। যাঁহার সহস্র মস্তক, যাঁহার সহস্র লোচন, যাঁহার ভুজযুগল অতীব বৃহৎ, যিনি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, সেই জগদীশ্বরকে নমস্কার। যিনি শরণের যোগ্য, যিনি সকলের আশ্রয়, সেই সনাতন বিষ্ণুকে বন্দনা করি। তিনি অভাব হইতে নির্ম্মুক্ত, সর্ব্বদা তাঁহাকে নমস্কার। হে অচ্যুত! তোমা ব্যতীত অন্য কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; আমি এই চরাচর সমস্ত বিশ্ব ত্বন্ময় দর্শন করিতেছি।

মহেশ্বর এইরূপে স্তব করিলে, পরাৎপর সনাতন বিষ্ণু তাঁহার দর্শনপথে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর চক্রপাণি নারায়ণ গরুড়াসনে আরোহণপূর্ব্বক ভাস্করের ন্যায় মহেশের

চতুর্দ্দিক উদ্দীপিত করত সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন ; রুদ্র ! আমি তোমাকে বরদানার্থ সমাগত হইয়াছি, অতএব তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ কহিলে ভূতপতি সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, হে সুরেশ্বর! কি প্রকারে আমার পাপ বিদূরিত হইতে পারে, বলুন। হে শ্রীহরে ! আপনি অপ্রমেয়, আমি আপনা ব্যাতিরেকে আর কিছুতেই পাপবিমোচনের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। হে অচ্যুত ! আমি ব্রহ্মহত্যাপাপে অভিভূত হইয়াছি, কিরূপে আমার অপবিত্র দেহ পবিত্র হয়, তাহার উপায় বিধান করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, হে রুদ্র ! ব্রহ্মহত্যা অতীব উগ্র ও সর্ব্ববিধ কুষ্ঠরোগের কারণ ; অতএব অন্তরেও ঐ পাপের চিন্তা করা সমুচিত নহে। হে মহাবাহো ! তুমি বিনীতভাবে আমার নিকট উপায় পরিজ্ঞানার্থ প্রার্থনা করিতেছ ; অতএব তুমি এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, তাহা হইলেই ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। শিখাবন্ধনপূর্ব্বক কর্ণকুণ্ডল ও করে কমণ্ডলু ধারণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। হে রুদ্র ! এইরূপ করিলে সর্ব্বপ্রকারে পাপরাশি বিদূরিত হইবে, আর কুষ্ঠের সম্ভাবনা থাকিবে না।

ভগবান্ পরমেশ্বর এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া কমলাসমভিব্যাহারে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু রুদ্রদেব তথা হইতে নিজধামে প্রস্থান না করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশমত গোকর্ণ, কুরুক্ষেত্র, ভদ্রালয়, কেতুসাল, পুণ্যাবক, কামরূপ, প্রভাময়, মহেন্দ্রপর্ব্বত প্রভৃতি বিবিধ তীর্থ পর্য্যটন

করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ব্রহ্মহত্যাপাপে অভিভূত থাকাতে কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। পরিশেষে কপালপাণি শঙ্কর লজ্জিত হইয়া কপালবিক্ষেপণার্থ মুহুর্মুহু করবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কপাল কোনমতেই কম্পিত হস্ত হইতে পতিত হইল না। তখন তাঁহার অন্তরে এই চিন্তাই বলবতী হইল যে, দ্বিজগণ মদীয় মার্গের অনুসরণ করিবে ; অতএব আমি এখন কি করি? এইপ্রকার বহুবিধ চিন্তা করিয়া পুনরায় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে অবনীতলস্থ বিবিধ দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক পরিশেষে পুষ্কর তীর্থে উপনীত হইয়া তত্রত্য বিবিধতরুলতাকীর্ণ মৃগসঙ্কুল অনুত্তম অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তরুকুসুমের সুবাসিত গন্ধে অবনীতল আমোদিত হইতেছে এবং বিবিধ কুসুমরাজি বিকসিত হওয়াতে অবনী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ভগবান্ শঙ্কর সেই বিবিধরত্নময় পক্কাপক্কফলসমাকীর্ণ আরণ্য তরুবৃন্দ ও কোকিলগণপরিণদ্ধ কাননমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিরিঞ্চির আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন যে, এই স্থানে ভক্তিযোগে আরাধনা করিলে কমলযোনি অবশ্য আমার অভিলষিত বর প্রদান করিবেন। আমি তাঁহারই প্রসাদে এই অভিলষিত পুষ্কর তীর্থে সমু-পস্থিত হইয়াছি। এই স্থানে পাপ বিমোচন ও দুষ্টদমন এবং পুষ্টি ও বলবর্দ্ধন হইয়া থাকে। অতএব এই স্থানে যাঁহারা যত্নের সহিত ব্রহ্মার আরাধনা করেন, ভগবান্ অবশ্য তাহা-দের প্রীতিসাধন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের স্বর্গ বা মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শন করিলেই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। পদ্মযোনি অমিততেজা রুদ্রের

এতাদৃশ ধ্যান দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। তখন রুদ্রদেব নতশিরে অবস্থিতি করিলেন। ভগবান্ বিরিঞ্চি তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রুদ্র! তুমি আমার দর্শনাভিলাষী হইয়া আন্তরিক শ্রদ্ধাসহকারে দিব্য ব্রতাচরণপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়াছ, তাহাতেই তোমার প্রত্যক্ষগোচর হইলাম। হে রুদ্র! কি দেবতা, কি মনুষ্য, যে কেহ ব্রতাচরণপূর্ব্বক আরাধনা করে, সেই আমার দর্শনলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। তুমি মন, বাক্য, কায় এবং কর্ম্মদ্বারা যথাবিধি ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছ, আমি তাহাতে যার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমি তোমাকে সর্ব্বকামদ অত্যুৎকৃষ্ট বর দানে অভিলাষ করি; অতএব হে ভীম! তোমার কি অভিলাষ, প্রার্থনা কর।

রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিশ্বকর্ত্তা, আপনার যে দর্শন লাভ হইল, এই আমার সুমহৎ বর। হে জগন্নাথ! আপনাকে নমস্কার। হে দেব! বহু যত্ন ও বহু কালার্জ্জিত কষ্টকর তপস্যা দ্বারাও আপনি প্রত্যক্ষ হন না; হে দেবেশ! এই কপাল আমার হস্ত হইতে পতিত হইতেছে না। আমি আপনার প্রসাদে এই কাপালিক ব্রতাচরণ করিয়াছি, এখন কপাল এই পুণ্যপ্রদেশে নিক্ষিপ্ত করিতে অনুমতি করুন। হে বিভো! যদি আমাকে বরদান করেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমি ভাবিতাত্মা মুনিগণের পারয়িতা এবং পুনরায় দেবশব্দভাগী হইতে পারি। হে জগৎপতে! আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

ব্রহ্মা কহিলেন, রুদ্র! তুমি এই তীর্থে অবস্থিতি করিয়া

ব্রতাচরণ করিতেছ, এই স্থানেই কপাল পরিত্যাগ কর। তোমার হস্ত হইতে কপাল পাতিত হইলে, এই তীর্থ কপালমোচন নামে বিখ্যাত হইবে। যে সকল ব্যক্তি এই তীর্থে আগমন করিয়া তোমাকে দর্শন করিবে, তাহারা মহা-পাতকী হইলেও পবিত্র হইয়া বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হইবে। এই স্থান বরণা ও অসীনামক ক্ষুদ্র স্থানদ্বয়ের অন্তরালে অবস্থিত; ঐ বরণা ও অসি সুরগণের অতীব প্রীতিপ্রদ। ইহার তুল্য মনোরম স্থান আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই স্থান যাবতীয় তীর্থ ও ক্ষেত্রমধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং বারাণসী নামে বিখ্যাত হইবে। যাঁহারা দেহপতনপর্য্যন্ত এই তীর্থ সেবা করিবেন, তাঁহারা অন্তিমে দিব্য যানে আরোহণপূর্ব্বক অকুতোভয়ে সুরধামে গমন করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে এই স্থান প্রদান করিলাম। এই তীর্থ পঞ্চক্রোশ ব্যাপিয়া পবিত্র হইবে। সরিদ্বরা ভাগীরথী ইহার মধ্য দিয়া গমন করিবেন; অতএব হে রুদ্র! এই পুরী অতীব পুণ্যতমা হইবে। পূতসলিলা জাহ্নবী উত্তর-বাহিনী হইয়া কলকল স্বরে গমন করিবেন এবং সরস্বতী পশ্চিমবাহিনী হইয়া ভাগীরথীসমভিব্যাহারে সম্মিলিত হইবেন। আমি পুরন্দরাদি অমরগণের সহিত এই স্থানে অবস্থিতি করিব। তুমি এই স্থানেই কপাল মোচন কর। যে ব্যক্তি এই তীর্থে আগমন করিয়া পিণ্ডদানাদিসহযোগে পিতৃলোকের প্রীতি সাধন করিবেন, তিনি দেবলোকে গমন করিয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করিতে থাকিবেন। এই স্থানে স্নান করিলে মানবগণ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিবে এবং এই স্থান তীর্থপ্রধান বলিয়া

কীর্ত্তিত হইবে। যে সমস্ত প্রযতাত্মা প্রাণী বারাণসী তীর্থে প্রাণবিসর্জ্জন করিবে, তাহারা রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমার সহিত আনন্দ ভোগ করিবে। যাহারা এই তীর্থে আসিয়া ভক্তিসহকারে রুদ্রনামে দানাদি সম্প্রদান করিবে, তাহারা পাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া হরধামে গমন করিবে। যে সকল ব্যক্তি বারাণসীতীর্থে দোষসংস্কার করিবে, তাহারা রুদ্র-লোক লাভ করিয়া পরম সুখী হইবে। এই তীর্থে পূজা ও জপহোম করিলে অনন্তফল রুদ্রশক্তিলাভ এবং দীপ প্রদান করিলে, ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হইবে। অধিক কি, মনীষিগণ ধর্ম্মোদ্দেশে যে কোন কর্ম্ম করিবেন, তৎসমুদায়ই অনন্তফল প্রদান করিবে। বারাণসী অবনীতলে তীর্থপ্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে; এই তীর্থে স্বর্গ ও অপবর্গ উভয়ই হইতে পারিবে। এই স্থানে স্নান, জপ, তপস্যা ও হোম করিলে অনন্তফল লাভ হইবে। যে ব্যক্তি এই বারাণসী তীর্থে আসিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণপূর্ব্বক পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে, সে হরধামে গমন করিয়া শুভ ফল লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। এই স্থানে বসুগণ, পিতৃগণ ও সমস্ত দেবগণই অব-স্থিতি করিবেন। আমি এই তীর্থে পিণ্ডদানবিধি প্রচলিত করিব। মানবগণ সতত এই তীর্থে আগমন করিয়া পিণ্ড-দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। লোকে আদর-সহকারে পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবে। হে রুদ্র! তুমি এক্ষণে ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলে। আমি তোমাকে এই স্থান প্রদান করিলাম, তুমি ভার্য্যার সহিত এই বারাণসীতীর্থে অবস্থিতি কর।

রুদ্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার এই প্রার্থনা, যেন এই

বারাণসী ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় তীর্থের প্রধান হয় এবং আমি ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত নিরন্তর এই স্থানে অবস্থিতি করিতে পারি; আর আমি যেন সমস্ত দেবগণের আরাধনীয় হই; যেন প্রসন্নচিত্তে সমস্ত সুরগণকে, অধিক কি, বিষ্ণুকেও অভিলষিত বরদানে সমর্থ হইতে পারি; যেন সুরগণেরও ভাবিতাত্মা ঋষিগণের প্রার্থনীয় ও বরদ হই এবং অন্য কেহই যেন আমা ব্যতীত বরণীয় হইতে না পারেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, রুদ্র! তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদায়ই সম্পন্ন করিব। ভগবান্ নারায়ণ তোমার বাক্যের বশবর্ত্তী হইবেন। ভগবান্ বিরিঞ্চি রুদ্রকে এইরূপ বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন; মহাদেবও বারাণসী সংস্থাপন পূর্ব্বক সেই তীর্থে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিনে, মুনে! ভগবান্ কমলযোনি রুদ্রকে বারাণসী তীর্থে প্রেরণ করিয়া কি করিয়াছিলেন এবং জনার্দ্দন ও শঙ্কর ইঁহারা উভয়েই বা কি করিলেন। আর মহেশ্বর কোন্ তীর্থে কীদৃশ যজ্ঞ করেন, সে যজ্ঞে কোন্ ব্যক্তি সদস্য ও কোন্ ঋত্বিকগণই বা উপস্থিত ছিলেন, তিনি কোন্ কোন্ দেবগণের তর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার অতীব কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব তৎসমুদায় সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, সুমেরু পর্ব্বতের অহিপাদপসঙ্কুল শিখরপ্রদেশ বিবিধরত্নরাজিবিরাজিত ও পরমশোভাকর এবং বিবিধ অদ্ভুতপদার্থের আবাসস্থান। নিরন্তর সুমন্দ মারুত হিল্লোলে তরুপল্লবসকল আন্দোলিত হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে। কাননসমূহ মৃগনাভির সুগন্ধে আমোদিত এবং তত্রত্য লতাগৃহসমূহ সুসুপ্ত বিদ্যাধরগণে পরিবৃত। কাননমধ্যে কিন্নরগণ সুমধুর স্বরে সঙ্গীত করিতেছে। সেই শিখরপ্রদেশে বৈরাজনামে পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার আবাসস্থল ছিল, সেই স্থান বিবিধ বিন্যাসে পরিশোভিত। তথায় কান্তিমতী-নাম্নী দেবগণের শুভদায়িকা সভা বিদ্যমান ছিল। সেই সভায় দিব্যাঙ্গনাগণ মধুররবে সংগীত করিত। তাহার চতুর্দ্দিক কোটী স্তম্ভে ও নির্ম্মল আদর্শসমূহে পরিশোভিত, পারিজাততরুসঞ্জাত মঞ্জরীদামে বিচিত্রিত এবং রত্নরাজিসমুত্থিত কিরণজালে রঞ্জিত ছিল। সেই অত্যুচ্চ চন্দনাদি-সুবাসিত লয়তালসমাযুক্ত গীতবাদ্যপরিশোভিত সভামণ্ডপে অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করিত। অধিক কি, ঋষিগণের সমাগমে এবং দ্বিজাতিবর্গের বেদপাঠে কান্তিমতী সভা অতীব আনন্দদায়িনী হইয়াছিল। যিনি এই সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন, সেই দেবদেবেশ পিতামহ ব্রহ্মা একদা সেই সভামধ্যে অধ্যাসীন হইয়া পরমদেবের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার অন্তরে এই বুদ্ধির উদয় হইল যে, আমি যজ্ঞ করিব; কিন্তু কিরূপে এবং ধরাতলস্থ কোন্ কোন্ স্থানেই বা যজ্ঞসাধন করি। কাশী, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, শৃঙ্খল, কাঞ্চী, ভদ্রা, দেবিকা, কুরুক্ষেত্র, সরস্বতী, প্রভাস প্রভৃতি স্থান ধরাতলে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া

প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ, শঙ্কর বারাণসীতীর্থকে মহাপ্রদেশ কহিয়াছেন এবং আমিও আদিত্যাদি দেবগণের নিকট তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছি; অতএব সেই পরমতীর্থ বারাণসীতেই বা কি যজ্ঞ সাধন করিব। ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন যে, আমি পুষ্কর (পদ্ম) হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি,—পদ্ম ভগবান্ বিষ্ণুর নাভি হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। বেদপারগ ঋষিগণ পুষ্করকে মহাতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, অতএব আমি তথায় গমন করি। এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া পুষ্করতীর্থে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য দ্রুমলতাকীর্ণ বিবিধমৃগকুলসমাকুল কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তরুকুসুমের সুগন্ধ বায়ুভরে সঞ্চালিত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। কাননপ্রদেশ নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে, যেন বিশেষ বিবেচনানুসারে কুসুমবিন্যাস করাতেই ভূতলের তাদৃশী শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। নানাবিধ তরুরাজি দ্বারা বনভাগ সুশোভিত হইতেছে। তাহাতে ষড়ঋতু বিরাজ করিতেছে এবং পক্কাপক্ক রমণীয় ফলসমূহ সুবর্ণরূপে বিরাজিত হওয়াতে অতীব দৃষ্টিমনোহর হইয়া রহিয়াছে। শীর্ণপত্র, শুষ্ককাষ্ঠ ও ফলাদি বায়ুবেগে সঞ্চারিত হইয়া কাননের প্রান্তভাগে পতিত হইতেছে; তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে, যেন বায়ুদেব অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎসমুদায় বনের বহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। সুশীতল গন্ধবহ কুসুমসমূহের গন্ধবহন পূর্ব্বক ভূমিতল ও নভোমার্গে প্রবাহিত হইতেছে। সেই সমস্ত হরিতবর্ণবিরাজিত মহীরুহ গিরিশিখর পর্য্যন্ত সমুন্নত হইয়া বনভাগের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে; তৎসমুদায়ই রোগনাশক, সুবৃত্ত ও সমুজ্জ্বল এবং নীরন্ধ্র

ও কীটসঙ্কুল নহে বলিয়া অতীব প্রিয়দর্শন হইয়াছে। মানবগণ যাদৃশ কুলদোষবিবর্জ্জিত স্বজনগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করে, তদ্রূপ শাখিগণ সমুজ্জ্বল অঙ্কুরসমূহে পরিযুত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। তরুশাখাগণ পবন-সঞ্চালনে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হওয়াতে অনুমিত হইতেছে, যেন তাহারা মস্তকাঘ্রাণাদি দ্বারা প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। তথায় কুসুমালঙ্কৃত তরুলতাগণ স্থানে স্থানে যুগলরূপে অবস্থিতি করিয়া সাধুদম্পতীর ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে এবং সিদ্ধচারণ ও বনদেবতারা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। কোন কোন স্থানে পুষ্পাভরণভূষিত সমুজ্জল বনলতাসমূহ বালচন্দ্রের ন্যায় তরুগাত্রে আরোহণ করিতেছে। কুসুমিত মল্লিকা লতাগণ তরুশিখর অতিক্রম করিয়া সমুন্নত হওয়াতে সমুচ্ছ্রিত বৈজয়ন্তীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। বনমধ্যে স্থানে স্থানে কুসুমাবৃত সর্জ্জ ও অর্জ্জুন তরুরাজি ধৌত-কাষেয়সমাবৃত পুরুষের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে তরুগণ মাধবী-লতায় পরিবেষ্টিত হইয়া প্রিয়া-সংশ্লিষ্ট পুরুষের ন্যায় বিরাজমান হইতেছে। তিলকতরুগণ মঞ্জরীপরিবৃত হইয়া পবনসঞ্চালনে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইতেছে। পরস্পর সংযুত না হইলেও, অশ্বত্থপল্লবগণ সঞ্চালিত হইয়া পুষ্পফলোপরি পতিত হওয়াতে, কর দ্বারা করগ্রহণের ভ্রম উৎপাদন করিতেছে। স্থানে স্থানে শাখাগণ অনিলসংযোগে সংশ্লিষ্ট ও অবনত হইয়া পুনরায় উত্থিত হওয়াতে অনুমিত হই-তেছে, যেন তরুগণ শাখাবাহুদ্বারা অভ্যাগত জনগণের অভ্য-র্থনা করিতেছে এবং বসন্তাগমে মদনাতুরের ন্যায় বিভূষণার্থ

কুসুমালঙ্কারে পরিশোভিত হইতেছে। যে সমস্ত লতার দ্বারা শিখরাগ্রপ্রদেশ সমলঙ্কৃত রহিয়াছে, বায়ুভরে সেই সমস্ত কুসুমপরিশোভিত শিখরদেশ কম্পিত হওয়াতে তাহারা যেন প্রীতমনে নৃত্য করিতেছে। মধ্যে মধ্যে কুসুমিত লতাবৃন্দ শিখর পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; তদ্দ্বারা ভূধর শরৎকালীন তারাগণবিচিত্রিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইতেছে। সুরচিত মাধবীলতাসকল শ্রেণীবদ্ধ দ্রুমপথের মধ্যে মধ্যে সমুন্নত হওয়াতে তরুচূড়ার ন্যায় শোভা পাইতেছে। সাধুসমাগমে মানবগণ যাদৃশ সৌহৃদ্য প্রদর্শন করে, তদ্রূপ হরিতবর্ণ ও কাঞ্চননিভ তরুসমূহ রাজিবদ্ধ হইয়া যেন পরস্পর সৌহৃদ্য প্রদর্শন করিতেছে। কাননের চতুর্দ্দিকে ষট্পদগণ আনন্দিত হৃদয়ে গুণ্ গুণ্ ধ্বনিপূর্ব্বক কুসুম হইতে কুসুমান্তরে উপবেশন করাতে তাহাদিগের দেহ কুসুমপরাগে ধূসরিত হইতেছে, সুতরাং তাহারা কদম্বকুসুমের আভা ধারণ করিতেছে। কোন কোন স্থানে শিরীষকুসুমগুচ্ছে শুকগণ মিথুনবদ্ধ হইয়া মঞ্জরী গ্রহণপূর্ব্বক বহুবিধ ব্রাহ্মণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বিচিত্রিতরূপ ময়ূরগণ নিজ নিজ প্রিয়াসমভিব্যাহারে বনপ্রান্তে নর্ত্তকের ন্যায় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। বিহঙ্গকুল এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমনপূর্ব্বক রমণীয় স্বরে সঙ্গীত করিতেছে। অধিক কি, সেই কুমুদসঙ্কীর্ণ বিকসিতসরোজবিরাজিত কানন, নন্দনবনের ন্যায় অতীব মনোরম ও নয়নের প্রীতিপ্রদ, সন্দেহ নাই। ভগবান্ কমলযোনি আগ্রহসহকারে সেই অনুত্তম কাননের রমণীয়তা সন্দর্শন করিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিলেন।

পুষ্করতীর্থের তরুপংক্তি ভগবান্ বিরিঞ্চিকে সমাগত দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে কুসুমসমূহ প্রসবপূর্ব্বক তাঁহাকে উপহার প্রদান করিল। পিতামহও তাহাদিগের কুসুমোপহার প্রতিগ্রহ করিয়া প্রীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বর প্রদান করিতে চাহিলেন। তখন পাদপগণ ভগবানের বাক্যে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, ভগবন্! আপনার সমাগমেই এই স্থান তীর্থগণ মধ্যে প্রধান হইল, সন্দেহ নাই। যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে 'এই পুষ্করতীর্থ সমস্ত ক্ষেত্র হইতে পরম পবিত্র হউক্' এই বর প্রদান করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, পাদপগণ! তোমরা চিরদিন ফলপুষ্পসমন্বিত, স্থিরযৌবন, কামরূপ ও কামরূপফলপ্রদ এবং পরম শ্রীসম্পন্ন হইবে। ব্রহ্মা এইরূপ বরদান করিয়া বৃক্ষদিগকে অনুগৃহীত করিলেন এবং তথায় সহস্রবৎসর অবস্থান করিয়া ক্ষিতিতলে পুষ্কর নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ঐ পুষ্কর জনগণের কার্য্যসিদ্ধি ও তপঃসিদ্ধিফল প্রদান করিবার নিমিত্ত ক্ষিতিতলে পতিত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। পুষ্কর পতিত হইলে সহস্র সহস্র গিরিচূড়া কম্পিত হইল; আকাশ হইতে দেবসিদ্ধ বিমান ও গন্ধর্ব্বনগর সকল ধরাতলে পতিত হইয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল; কপোতগণ পুটসম্পাতপুরঃসর ব্যোমতলে ভ্রাম্যমান হইয়া জ্যোতির্গণকে আচ্ছাদন করিতে লাগিল এবং ভাস্করগণ যেন সম্ভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল বোধ হইল, ত্রৈলোক্য মহাতপসংযোগে রৌরবীকৃত হইয়াছে। সমুদায় চরাচর ও ত্রৈলোক্য ব্যাকুল হইতে লাগিল। সুরাসুরগণের শরীর ও মন কম্পিত ও চমৎকৃত হইতে লাগিল।

কি জন্য এরূপ হইল, জানিবার নিমিত্ত তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক চারি দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কোথায় গমন করিলেন, কি জন্য ভূমি কম্পিত হইল, এই সকল গর্হিত উৎপাত কেন দৃষ্ট হইতেছে, সুরাসুরগণ ইহা কেবল ভাবিয়াই স্থির হইতে পারিলেন না। তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে বিষ্ণু সেই স্থানে আগমন করিলেন। দেবতারা সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই সকল গর্হিত উৎপাত কিজন্য আবির্ভূত হইয়াছে, কিজন্য সমুদায় ত্রৈলোক্য কম্পিত হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন মহাসাগর মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া কল্পসময়ের আবির্ভাব করিতেছে। ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন,—কিজন্য দিগ্‌গজচতুষ্টয় বিচলিত হইতেছে, কিজন্য অচলগণ কম্পিত হইতেছে, কিজন্য ধরাতল সপ্তসাগরবারিবিপ্লাবনে বিপ্লাবিত হইতেছে, কিজন্য অকারণে শব্দোদ্গম হইতেছে; আমরা এরূপ শব্দ আর কখন শ্রবণ-গোচর করি নাই। ইহাতে ত্রৈলোক্য মহাব্যাকুল হইয়াছে; বোধ হইতেছে, যেন রুদ্রতেজে জগৎ অভিভূত হইতেছে। হে ভগবন্! আমরা কারণ জানিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি। আমরা জানিতে চাহিতেছি যে, ইহাতে ত্রৈলোক্য ও দেব-গণের কি রূপ শুভ বা অশুভ হইতে পারিবে। হে বিভো! যদি আপনি সবিশেষ জানিয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করুন।

মহানুভাব বিষ্ণু এইরূপে আরাধিত হইয়া কহিলেন, হে দেব-গণ! ভয়প্রাপ্ত হইও না; আমি সবিশেষ জানিয়া যথাবিধি কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি. শ্রবণ কর। লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা

পদ্মহস্তে পুণ্যশালী ধরাপ্রদেশে যজ্ঞার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া সাতিশয় সুশোভন পর্ব্বতশিখর আরোহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর কমল তাঁহার হস্ত হইতে ধরাতলে পতিত হইয়াছে। ইহাতেই মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইয়া তোমাদিগকে প্রকম্পিত করিতেছে। ভগবান্ ব্রহ্মার অনুগ্রহে ঐ স্থান পুষ্পামোদসম্পন্ন তরুবৃন্দে সুশোভিত হইয়াছে। ভগবান্ ব্রহ্মা জগতের উপকার চিন্তা করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। এই তীর্থ পুষ্কর নামে অভিহিত হইবে, মুণিগণ ইহার নিষেবন করিবেন। ভগবান্ লোকের হিতাভিলাষে এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। তোমরা আমার সহিত তথায় যাইয়া ব্রহ্মার উপাসনা কর। তিনি তোমাদের আরাধনায় প্রসন্ন হইলে অবশ্যই বরদান করিবেন। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ বলিয়া, ঐ সকল দেবদানব সমভিব্যাহারে পদ্মযোনিসমাগত সেই বনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ঐ বন কোকিলালাপে আলাপিত হইতেছিল এবং ব্রহ্মার প্রসাদে পুষ্পগণ সমুদায় বন সুশোভিত করিতেছিল। এই অপূর্ব্বকানন নন্দনের সহিত তুলিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। দেবগণ প্রবেশ করিলে পদ্মিনীগণ অধিকতর শোভাধারণ করিল। এই সর্ব্বপুষ্পোপশোভিত বনস্থলে প্রবেশ করিয়া দেবগণ ব্রহ্মার উদ্দেশ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে এই অত্যদ্ভুত বনস্থলীর অন্তপর্য্যন্ত গমন করিলে কোন স্থলেই ব্রহ্মার দর্শন পাইলেন না। অনন্তর পরিশ্রান্ত হইয়া পর্ব্বতের দক্ষিণ উত্তর ও অন্তরালে ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পরে গুরুদেব বৃহস্পতি রামবাক্য স্মরণ করিয়া কহিলেন,

হে দেবগণ! বিরিঞ্চির দর্শন লাভ করিতে হইলে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। শ্রুতিজ্ঞান এবং তপস্যা ও যোগ; ব্রহ্মলাভের এই ত্রিবিধ উপায়। কর্ম্ম, মন ও বাক্য একান্ত সমাহিত হইলে, সেই নির্ব্বিকার প্রধান পুরুষের দর্শন পাওয়া যায়। অতএব তোমরা ব্রহ্মার আরাধনে তৎপর হও। যে সকল দ্বিজন্মা ভক্তিসহকারে ব্রহ্মদীক্ষা অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া সর্ব্বকাম প্রদান করিয়া থাকেন। বৃহস্পতির এইরূপ হিত-গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ সাতিশয় উৎসুক হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গুরো! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমা-দিগকে ব্রহ্মদীক্ষা প্রদান করুন। অনন্তর দেবতাদিগকে ব্রহ্মদীক্ষিত করিতে অভিলাষী হইয়া, বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে বেদোক্ত বিধিসহকারে দীক্ষিত করিলেন। তখন দেবগণ বিনীতভাবে প্রণত হইয়া অন্তেবাসীর ন্যায় তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞারম্ভ হইল। বৃহস্পতি বেদোচ্চারণপূর্ব্বক পদ্মকে নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া উহা বিধিসহকারে দেবগণকে প্রদান করিলেন। দেবতারা সবিস্ময়ে দীক্ষাকর্ম্ম সমাধান করত জলে অবগাহন করিলেন। দ্বিজ-গণ ইহাকেই ব্রাহ্মস্নান কহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এইরূপ পদ্মহস্তে অবগাহন করিবে, দুর্জ্জনেরা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না; তাঁহার বলবুদ্ধি বর্দ্ধিত এবং কলিকল্মষ দূরীভূত হইবে। অতএব হে দেবগণ! জনগণ যেন সর্ব্ব-প্রযত্নে ব্রাহ্মস্নান করে।

দেবগণ মৌনাবলম্বন পুরঃসর সংযত ভাবে এইরূপ স্নান ও দীক্ষা সমাধান করিয়া কমণ্ডলু ধারণ করিলেন। সকলে

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তৎকর্ত্তৃক
৬০ নং বিষ্ণুগোসাইয়ের লেন হইতে প্রকাশিত।

চতুর্বিংশ ও পঞ্চবিংশ খণ্ড।

কলিকাতা

যোড়াসাঁকো ৭ নং শিবকৃষ্ণদাঁর লেন
জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রে শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা
মুদ্রিত।

১২৮৯ সাল।

মূল্য চারি আনা

পদ্মপুরাণসংক্রান্ত কয়েকটী নিয়ম।

১ম। প্রত্যেক মাসে তিন বা চারি খণ্ড ৮ পেজি ফরমের তিন ফর্ম্মায় ৵০ দুই আনা মূল্যে প্রকাশ করা যাইবে।

২য়। দৈবক্রমে মাসিক প্রকাশ না হইলে, অন্য মাসে তাহা পূর করিয়া দেওয়া যাইবে।

৩য়। যিনি নাম স্বাক্ষর করিয়া এক খণ্ডও গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ পুস্তকের দায়ী থাকিতে হইবে।

৪র্থ। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে পুস্তক প্রকাশ না করিলে, গ্রাহকগণের নিকট হইতে প্রদত্ত খণ্ড সকল ফেরত লইয়া, তাঁহাদের দত্ত মূল্য তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য রহিলাম।

৫ম। দুই খণ্ডের অধিক মূল্য কেহই হাতে রাখিতে পারিবেন না। দুই খণ্ডের অতিরিক্ত বাকী পড়িলে, প্রত্যেক খণ্ডে ৵০ হিঃ আদায় করা যাইবে। ন্যূনাধিক ১২৲ টাকায় পুস্তক শেষ করা যাইবে।

৬ষ্ঠ। অগ্রিম ১৲ এক টাকা না পাঠাইলে, মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণকে পুস্তক দেওয়া যাইবে না। তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত ডাকমাশুল দিতে হইবে না। এক টাকা মূল্যের পুস্তক পাইলে তাঁহারা পুনরায় অগ্রিম এক টাকা করিয়া পাঠাইবেন।

৭ম। যাঁহারা টিকিট্ দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগকে টাকা প্রতি ৴০ এক আনা কমিশন দিতে হইবে। কারণ ষ্ট্যাম্পবিক্রয়কালে আমাদিগকেও ঐ নিয়মে বাট্টা দিতে হয়।

৮ম। আমাদের স্বাক্ষরিত বিল না লইয়া গ্রাহকগণ কাহাকে মূল্য দিলে তজ্জন্য দায়ী হইব না ইতি।

কলিকাতা
৬ নং নিমুগোঁসাইয়ের লেন } প্রকাশক
শ্রী[illegible]

শিখা ধারণ, সৎবস্ত্র পরিধান ও জটা বন্ধন করিয়া ধ্যানপূত হৃদয়ে ব্রহ্মস্মরণ করিতে লাগিলেন। সকলের মুখেই ব্রহ্মোচ্চারণ হইতে লাগিল। এইরূপ ব্রতধারী হইয়া ত্রিকাল স্নান সমাচরণ করিলে, পরমভক্তি তাঁহাদের হৃদয়ে অধিকার প্রাপ্ত হইল। অন্তঃকরণ বিষয়শূন্য হইয়া, কেবল এক ব্রহ্মে নিলীন হইল। ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন। চারিদিক আলোকিত হইল। অপূর্ব্ব তেজঃপ্রভাবে দেবগণ সহসা ভ্রান্তচিত্ত হইলেন। অনন্তর পরমযত্নসহকারে বলসংগ্রহ ও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, তাঁহারা ষড়ঙ্গ বেদের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইহাতে চিহ্ন্যানি দূরীভূত হইল। তখন দেবগণ তৎপর হইয়া, সেই দেবাদিদেব ভগবান্ সিদ্ধিদাতা অনীশ্বর ঈশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমিই ব্রহ্মণ্যদেব, তুমিই ব্রাহ্মণ, তুমিই অজিত। হে বরদায়িন্ মহাপ্রভো! আমরা তোমাকে নমস্কার করি। হে ভক্তানুকম্পিন্, হে সৃষ্টিরূপ, হে সর্ব্বজীবস্তবনীয়! আমরা বিনিয়ত চিত্তে তোমার পূজা করি। হে সাবিত্রীপতে! তুমি বহুরূপ হইয়াও নীরূপ হইয়াছ। হে বেদধারিন্! তুমিই ধর্ম্মনেত্র, আমরা তোমাকে নমস্কার করি! হে বিশ্বরূপ! তুমিই বিশ্বস্বরূপ এবং তুমিই বিশ্বেশ্বর। আমরা তোমাকে নমস্কার করি। হে ধর্ম্মনেত্র! তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। হে পিতামহ! আমরা কায়মনোবাক্যে তোমার শরণাগত হইয়াছি। দেবগণ এইরূপ স্তব করিলে, বেদবিৎ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া, কহিলেন, দেবগণ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাদিগকে অমোঘ দর্শন প্রদান

করিব। হে পুত্রগণ! তোমরা যাহা চাহিবে, প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। ভগবান্ এইরূপ কহিলে, দেবগণ নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া বলুন, কি জন্য ক্ষিতিতলে কমল নিক্ষিপ্ত হইলে, মহাশব্দ উত্থিত হইয়াছে, কেনই বা চরাচর প্রকম্পিত হইল, কেনই বা সমুদায় লোক আকুলীকৃত হইল। হে দেবদেব! হে জগৎকারণ! আমাদিগকে ইহার কারণ বলিতে হইবে। ব্রহ্মা কহিলেন, আমি তোমাদিগের হিতসাধনমানসেই ক্ষিতিতলে কমল নিক্ষেপ করিয়াছি। তোমরা শ্রবণ কর। বাণপুত্র বজ্রনাভ দানব তোমাদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া রসাতলে অবস্থান এবং তোমাদিগের আগমনসংবাদ শুনিতে পাইয়া লুক্কায়িত ভাবে আয়ুধ ধারণ করিয়া বাস করিতেছিল। সে সমুদায় সিদ্ধগণ ও দেবগণকে হত্যা করিতে বাসনা করিয়াছিল। আমি তোমাদিগের হিতাভিলাষে তাহার নিধন সাধন করিয়াছি। সে আমার পদ্মের আঘাতে নিহত হইয়াছে। সে আমার পদ্ম দর্শন করিয়া পুণ্য লোকে গমন করিয়াছে। আমি এই স্থানে পুষ্কর নিক্ষেপ করিয়াছি, ইহার নাম অদ্যাবধি পুষ্কর তীর্থ হইবে। ইহাতে অবগাহন করিলে, জীব সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ভক্তগণ ইহার মহিমাপ্রভাবে সিদ্ধকাম হইবে। আমি বৃক্ষগণ কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি। তোমরা এই বন সন্দর্শন করিয়া সৎকর্ম্ম করিয়াছ। আমি তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল পাপী নর জ্ঞানবান বিপ্রদিগকে বিদ্বেষ করে, তাহারা শতকোটি জন্মেও পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না।

বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণদিগকে বধ করিতে নাই। এতাদৃশ একজন বিপ্রকে বধ করিলেও কোটিহত্যার ফল ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি একজন বেদপারগ বিপ্রকে শ্রদ্ধাসহকারে ভজনা করে, সে কোটিবিপ্রভজনার ফল ভোগ করিবে। যে ব্যক্তি যতিদিগকে পাত্রপূর্ণ ভিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে নিশ্চয়ই সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। তাহার কখনই দুর্গতি হইবে না। আমি যেরূপ সকল দেবতার জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ও পিতামহ বলিয়া পূজনীয় হই; জ্ঞানী, নির্ম্মল ও নিরহংকৃত ব্যক্তিও সেইরূপ সকলের পূজনীয় হইবেন। আমি সংসারবন্ধনমোচনের নিমিত্ত এই ব্রতের প্রচার করিলাম। বিপ্রগণ ইহার উপাসনা করিলে, তাঁহাদিগের পুনর্জ্জন্ম হইবে না। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়া পরিত্যাগ করে, যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় নহে, যে ব্যক্তি সরাগ চিত্তে নারীগণের উপাসনা করে, যে ব্যক্তি একান্তে মিষ্টান্ন ভোজন করে, যে ব্যক্তি কৃষিবাণিজ্যের একান্ত সেবক এবং যে ব্যক্তি বেদ নিন্দা ও পরভার্য্যা সেবন করে; তাহার সহিত কথা কহিলেও মানুষ নরকগামী হয়। অসন্তুষ্টস্বভাব, দুর্ব্বৃত্ত, দুর্গত ও পাপকারী লোকের দেহস্পর্শ করিলেও পাপভাক্ হইতে হয় এবং স্নান না করিলে শুদ্ধি লাভ হইতে পারে না। ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া অমরদিগের সহিত যেরূপে ঐ ক্ষেত্রের বিনিবেশ করিলেন, আমি তাহার বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই পুষ্কর তীর্থে দেবতারা যজ্ঞ করিয়াছেন। লোকধারী ব্রহ্মা স্বয়ং ইহার সৃজন করিয়াছেন। ইহাকে ত্রৈলোক্যপাবন প্রথম তীর্থ কহিতে পারা যায়, যোগীরা ইহাকে ব্রহ্মবেদ কহিয়া থাকেন। মধ্যম

তীর্থের নাম বৈষ্ণব, কনিষ্ঠ তীর্থকে রুদ্রদৈবত্য কহিয়া থাকে এবং ব্রহ্মা ইহার পূর্ব্বে কল্পনা করিয়াছিলেন। পুষ্কর তীর্থ ত্রিলোকীর মধ্যে পরম ক্ষেত্র ও পরম দুর্লভ বলিতে পারা যায়। পদ্ম ইহাতে নিহিত হইয়াছে বলিয়া, ইহার নাম পুষ্কর হইয়াছে। এই ভূমিভাগ ব্রহ্মার অনুগ্রহে কল্পিত হইয়াছে। ইহাতে সুবর্ণবজ্রঘটিত বেদিকা নির্ম্মিত রহিয়াছে। ইহার কুট্টিম ভাগ রত্নসম্পূর্ণ, বিচিত্র ও সুশোভন। ইহাতে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, অশ্বিনীকুমার ও মহেন্দ্রাদি অমর-গণ চিরবিরাজ করিতেছেন। আমি ইহার সমুদায় বিবরণ প্রকাশ করিলাম। যে সকল বিপ্র দেবগণকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান, যাঁহারা অগ্নিসেবায় তৎপর, সেই মহানুভবগণ এই তীর্থে ব্রহ্মসন্নিধানে বাস করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ভগবন্! যে বিধির অনুসারী হইয়া পুষ্করারণ্যে বাস করিলে ব্রহ্মলোকের সমাগম হইতে পারে এবং যে বিধির অনুসরণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ পুষ্করারণ্যে বাস করিতে পারে, আমি তাহার সংবাদ জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

পুলস্ত্য কহিলেন, বর্ণাশ্রমনিবাসী স্ত্রীপুরুষমাত্রেই পুষ্কর-তীর্থে বাস করিতে পারে। ইহাতে বাস করিতে হইলে ধর্ম্মাচরণ, বাক্যসংযম ও দম্ভমোহবিসর্জ্জন, জিতেন্দ্রিয় হইয়া কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মভক্তি অভ্যাস এবং অসূয়াদি বিসর্জ্জন করিয়া সর্ব্বজীবের হিতচিন্তা করিতে হয়।

ভীষ্ম কহিলেন, ভগবন্! বিশেষ করিয়া বলুন, কিরূপ আচরণ করিলে, মানুষকে ব্রহ্মভক্ত বলিতে পারা যায়। আমি ব্রহ্মভক্তির স্বরূপ জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। পুলস্ত্য

উত্তর করিলেন, ভক্তি তিনপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহা মনঃসম্ভব বা কর্ম্মসম্ভব উভয়ই হইতে পারে। প্রথম প্রকার লৌকিক, দ্বিতীয় প্রকার বৈদিক এবং তৃতীয় প্রকারকে আধ্যাত্মিকী কহিয়া থাকে। ধ্যান ধারণা ও ব্রহ্মবেদ স্মরণ করিয়া মানুষ ব্রহ্মের প্রতি যে প্রীতি করিয়া থাকে, তাহাকে মানসী ভক্তি বলে। মন্ত্রবেদ নমস্কার ও অগ্নিধ্যানাদি সহকারে আরণ্যকেরা যে ব্রহ্মভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাকে বাচিকা ভক্তি কহিতে পারা যায়। ব্রত, উপবাস, নিয়ম, জিতেন্দ্রিয়তা এবং পূজাসহকারে যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহাকে কায়িকী ভক্তি কহিয়া থাকে। এইরূপ পিতামহকে সমুদ্দেশ করিয়া নৃত্য, বাদিত্র, গীত, উপহার এবং ভোজ্যান্ন পান প্রভৃতির সমাচরণ করিলে, তাহাকে অলৌকিকী ভক্তি বলিতে পারা যায়! অলৌকিকী ভক্তির আরও কয়েকটী প্রকরণ আছে। কৃষ্ণপক্ষ ও পূর্ণিমা রজনীতে অগ্নিহোত্র করিতে হয়। প্রাশন, দক্ষিণা দান, হবিঃক্রিয়া, যজ্ঞ, সোমপান প্রভৃতির সমাধান করিতে হয়। অগ্নিভূমি, অনিলাকাশ, যজ্ঞধর অত্রি ও ভাস্করের সমুদ্দেশ করিয়া এই সকল ক্রিয়াকলাপ সমাধান করিলে, তাহাকে ব্রহ্মদৈবত বলে। আধ্যাত্মিকী বিবিধ প্রকার কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্য ও যোগজ এই দুই প্রকার ভক্তির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। সংখ্যা শব্দে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই প্রধানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। সেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, অচেতন দৈব, পঞ্চবিংশক পুরুষ, অধিষ্ঠাতা প্রয়োজক ও অব্যক্ত আত্মা, চেতন ভোক্তা, অকর্ত্তা গুণাকর পুরুষ, প্রভৃতি। এবং ব্যক্ত শব্দ পুরুষ ও কারণ ইত্যাদি প্রকারে সাধুগণ

আধ্যাত্মিকী সাংখ্য ভক্তি নিরূপিত করিয়াছেন। এক্ষণে যোগজ ভক্তি শ্রবণ কর। প্রাণায়ামপরায়ণ, ধ্যানবান্ ও নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া প্রজেশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। রক্ত-বস্ত্র সুলোচন চতুর্ব্বাহু ভগবান্ যখন বরাভয় হস্তে হৃৎপদ্ম-কর্ণিকায় আসীন হইবেন, তখনই জানিবে যে, ব্রহ্মভক্তি হইয়াছে। এইরূপ ভক্তিমান্ হইলেই তাহাকে ব্রহ্মভক্ত বলে। ভগবান্ ব্রহ্মা পুষ্করারণ্যে বিষ্ণু ও দেবগণকে স্বয়ং এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে ব্রহ্মোপাসনা করিতে হয়, বন্ধুবর্গের প্রতি পক্ষপাত পরিত্যাগ করিতে হয়, লোষ্ট্র কাঞ্চন সমজ্ঞান করিতে হয়। এই প্রকার আচরণ করিলে, জীবের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

যে সকল বিপ্র প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া জপধ্যানবলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়, এই পুষ্করে অধিবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাহাদের পুত্রপৌত্রেরাও ফলপ্রাপ্ত হইবে। তাহারা নিশ্চয়ই অক্ষয় ব্রহ্মসংযোগ লাভ করিবে, তাহাদের পুনর্জ্জন্ম কখনই হইবে না। অন্যান্য আশ্রমবাসীদিগের পুনরাবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু পুষ্করাশ্রমবাসীদিগের কখনই ঐরূপ হইবে না। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ষট্‌কর্ম্ম সমাচরণপূর্ব্বক হোম করিলে পুষ্করতীর্থে অধিকতর ফললাভ হয়। পুষ্করতীর্থে সকল লোকেই গতিপ্রাপ্ত হইবে। পুষ্করতীর্থে মৃত্যু হইলে জীব পরমপদে আরূঢ় হইবে। এবং বালসূর্য্যসম্প্রকাশ আলোকময় বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্ত্রীসহস্রপরিবৃত হইয়া সচ্ছন্দ গমনে বিরিঞ্চিসন্নিবাসে গমন করিবে। সর্ব্বলোকে কোথাও তাহার গতিরোধ হইবে না। সে স্বর্গচ্যুত হইলেও

মহৎকুলে মহাবীর্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। যে যোগী সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগী ও গতস্পৃহ হইয়া পুষ্করতীর্থে বাস করে, সে মরণান্তে তরুণার্কসমপ্রকাশ বেদিকাস্তম্ভশোভিত বিমানে আরোহণ করিয়া, আকাশে দ্বিতীয় চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশিত হইবে। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ গীতবাদ্যসহকারে শতকোটি-বৎসর তাহার উপাসনা করিবে। সে অনিবারিত হইয়া যে সে লোকে গমন করিতে পারিবে। সে বিষ্ণুলোক হইতে রুদ্রলোকে গমন করিতে পারিবে। অনন্তর রুদ্রলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া নানাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখসম্ভোগ করিবে। সে, সকল স্বর্গের সকল সুখসম্ভোগ করিতে পারিবে। সে যদি পুনর্ব্বার মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করে, তবে রাজাধিরাজ বা রাজপুত্র বা সুধী ও ধনবান্ হইয়া দীর্ঘজীবী হইবে। সে নিশ্চয়ই সুরূপ, সৌভাগ্যশালী, রূপবান্ ও কীর্ত্তিমান হইবে, সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণই হউক আর ক্ষত্রিয়ই হউক, বৈশ্যই হউক আর শূদ্রই হউক, যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মনিরত হইয়া ব্রহ্মভক্তিসহকারে পুষ্করক্ষেত্রে বাস করিবে, সে মরণে সুশোভন বিমানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। অপ্সরাগণ তাহার সহবাসে আনন্দিত হইবে। যে ব্যক্তি এই পুষ্করতীর্থে আত্মশরীর অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে, সেই ব্রহ্মধ্যায়ী মহাপুরুষ ব্রহ্মভবনে গমন করিবে, সন্দেহ নাই। যে নর সর্ব্বকামসমাযুক্ত হইয়া এই পুষ্করে প্রাণত্যাগ করিবে, ব্রহ্মলোক তাহারও অধিকৃত হইতে পারিবে। সে রুদ্র, বিষ্ণু ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মসন্দর্শন প্রাপ্ত হইবে। শূদ্রগণ পুষ্করতীর্থে অনশনে প্রাণত্যাগ করিলে, হংসযুক্ত ও বকসন্নিভ বিমানে আরোহণ

করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। অপ্সরাগণ গীতবাদ্য-সংযোগে তাহাদের সেবা করিবে। অনন্তর তাহারা দীর্ঘকাল ব্রহ্মলোকের সকল সুখসম্ভোগ করিলে পর, ধনবান্ ব্রাহ্মণ হইয়া মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ করিবে। যে বনেচর পুষ্করতীর্থে শরীর পতন করিবে, সে সর্ব্বলোক পরিহার করিয়া ব্রহ্ম-লোকে বাস করিতে পারিবে। সে পাপক্ষয় পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-লোকে বাস করিবে। সে অধঃ,ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক দিকে যথেচ্ছ গমন করিতে সক্ষম হইবে, সকল লোকে তাহার পূজা করিবে, সে সদাচার ও বিধিজ্ঞ এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোহর হইবে। সে নৃত্যগীত ও বাদিত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিবে। তাহার আকার সুন্দর ও সুপ্রিয় হইবে। সে ব্যক্তি দিব্যাভরণভূষিত ও অম্লানমালায় সুশোভিত হইয়া বাস করিবে। তাহার শ্যামরূপ নীলোৎপলদলের পরাজয় করিবে। তাহার কেশকলাপ সুন্দর ও সুকুঞ্চিত হইবে। সে ধন্য, মান্য ও সর্ব্বসৌভাগ্যপরিবৃত হইয়া চিরজীবন ঐশ্বর্য্য ও যৌবন সম্ভোগ করিবে। স্থিরযৌবনা কামিনীগণ মরণে তাহার সহবাসিনী হইবে। প্রাতঃকালে বীণাবেণুনিনাদে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে। সে প্রতিদিন মহোৎসবময় মহা-মূল্য দ্রব্যসামগ্রী ভোজন করিতে পারিবে। হে ভীষ্ম! ম্লেচ্ছই হউক আর শূদ্রই হউক, পশুই হউক আর পক্ষীই হউক, পুষ্করতীর্থে মৃত্যু হইলে নিশ্চয়ই তাহার ব্রহ্মলাভ হইবে। কীট হউক আর পিপীলিকাই বা হউক, স্থলজ হউক আর জলজই বা হউক, স্বেদজ হউক আর জরায়ুজই বা হউক, সে ব্যক্তি সূর্য্যপ্রভ বিমানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারিবে। কলিযুগে মহাঘোর পাপ করিলে জীব

আর কোন উপায়ে শুদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু যে সকল লোক পুষ্করতীর্থে বাস করে, তাহারা কলিকালে অর্থহীন হইলেও ক্লেশ পাইবে না। রাত্রিকালে পঞ্চেন্দ্রিয়সহকারে মহাপাপ করিলেও, জীব পুষ্করতীর্থে প্রাতঃকালে অবগাহন করিয়া সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। সমুদায় দিনমান পাপাচরণ করিয়াও জীব পিতামহের স্মরণমাত্রেই সন্ধ্যাকালে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি পুষ্করারণ্যে শব্দাদি সমুদায় বিষয় যথাকাল উপভোগ করে, তাহারও গতি অন্যান্য স্থানের ব্রহ্মভক্ত তপস্বীদিগের সমান হইবে। যে ব্যক্তি অরণ্যে শীর্ণপর্ণ ও ফলমূলাম্বু ভোজন করিয়া তপস্যা করে, তাহার যেরূপ সদ্গতি হয়, পুষ্করারণ্যে যে ব্যক্তি সুস্বাদু পান ভোজন করিয়া বাস করিবে, তাহারও গতি সেইরূপ উৎকৃষ্ট হইবে। যেমন মহোদধির তুল্য জলাশয় ও ব্রহ্মার তুল্য দেবতা নাই, সেইরূপ পুষ্করের তুল্য আর তীর্থ নাই। যে ব্যক্তি পুষ্করারণ্যে বাস করে, সে পিতামহের ন্যায়, অব্যয় ও পরম লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ত্রেতা কিম্বা দ্বাপরযুগে দ্বাদশ বৎসর তপস্যা করিলে, যে ফল হয়, পুষ্করতীর্থে অহোরাত্র বাস করিলে, কলিযুগে সেই ফল হইয়া থাকে। হে ভীষ্ম! দেবদেব ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে আমাকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। ভূমণ্ডলে পুষ্করের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তীর্থ আর নাই, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে পুষ্করের আরাধনা করিবে।

হে ভীষ্ম! ব্রহ্মলোকে পূজিত হইতে হইলে, নানাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। ব্রহ্মা চতুর্ব্বিধ আশ্রমের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমেই নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্ম সেবা

করিতে হয়। এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমের নাম গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক বলিয়া অভিহিত হয়। জীবনের চতুর্থ-ভাগ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া যাপন করিতে হয়। ব্রহ্ম-চর্য্যের এইরূপ লক্ষণ নিরূপিত আছে, যে, ধর্ম্মার্থপরায়ণ হইয়া গুরু বা গুরুপুত্রের আশ্রিত হইবে, তাঁহাদিগের অনভিমত উত্তর করিবে না, জিতেন্দ্রিয় হইয়া, গুরুর প্রতি উগ্রভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না, গুরু ভোজন না করিলে ভোজন কবিবে না, পান না করিলে পান করিবে না, গুরু উপবিস্ট থাকিলে উপবিস্ট হইবে, সুপ্ত হইলে সুপ্ত হইতে হইবে, উত্তানপাণি হইয়া গুরুপদ হইতে রজ গ্রহণ করিতে হইবে। দক্ষিণ পদ দক্ষিণ হস্তে এবং বামপদ বাম হস্তে সেবা করিতে হইবে; এইরূপে অভিবাদন করিয়া প্রার্থনা করিবে, হে গুরো! কৃপা করিয়া আমাকে অধ্যাপন করুন। তুমি যে যে কর্ম্ম করিয়াছ, সমুদায় গুরুজনের গোচর করিয়া উপদেশ চাহিবে। অনন্তর যাহা যাহা করিবে, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া করিবে। আমি ব্রহ্মচারীর বিস্তর নিয়ম জানিয়াছি, ঐ সকল নিয়ম শিষ্যেরা গুরুসন্নিধানে গ্রহণ করিবে। এই-রূপে গুরুর প্রীতিসাধন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। গুরুসন্নিধানে ব্রহ্মবাদ ও বেদ শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মচারী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সময় যাপন করিবে। তাহাকে ধরাশয্যায় শয়ন করিতে হইবে। বেদব্রত অবলম্বন করিয়া চতুর্থাংশ যোগে গুরুকে দক্ষিণা দান করিতে হইবে। অন-ন্তর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবে। গৃহী ব্যক্তি অগ্নিসন্নিধানে ধর্ম্মপরায়ণা পত্নী গ্রহণ করিয়া সংসারধর্ম্মের পরিপালন করিবে। গৃহস্থাশ্রমে জীবনের দ্বিতীয় ভাগ

যাপন করিতে হইবে। মুণিগণ গৃহস্থবৃত্তি চতুর্ব্বিধ কহিয়াছেন। প্রথম প্রকার বৃত্তিকে কুশূলধান্যা, দ্বিতীয় প্রকারকে কুম্ভীধান্যা, তৃতীয়কে অশ্বস্তনী এবং চতুর্থকে কাপোতী কহিয়া থাকে। কেহ কেহ ষট্ কর্ম্ম সমাচরণ করিয়া গৃহী হইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ব্রহ্মবান্ দ্বিজ পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যাপার সাধন করিলেই চরিতার্থ হইতে পারিবেন।

গৃহী ব্যক্তি কেবল আপনার উদ্দেশে অন্নপাক, অনর্থক পশুহত্যা এবং যথাযুক্ত সংস্কার না করিয়া প্রাণিবধ করিবে না। কদাপি দিবসে সন্ধ্যায় ও প্রাতঃকালে নিদ্রা যাইবে না। মহানিশায় কদাপি আহার করিবে না। ঋতুভিন্ন স্থলে স্ত্রী সেবন করিবে না। বিপ্রগণ গৃহে অতিথি হইলে তাঁহাদের পূজা করিবে। হব্য ও কব্যবাহীদিগকে সাতিশয় পূজা করিতে হইবে। বেদবিদ্যাবিৎ ও ব্রতবান্ শ্রোত্রিয় এবং স্বকর্ম্মজীবী, দান্ত ও ক্রিয়াবান্ তপস্বীদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিবে। গৃহী ব্যক্তি স্বজনে পরিবৃত, স্বকর্ম্মজীবী ও অগ্নিহোত্রশালী হইয়া স্বধা প্রদান করিলে, উহা সকল লোকের গ্রাহ্য হইতে পারে। এইরূপ স্বধা পরমান্নের সহিত প্রদান করিতে হয়। গৃহী ব্যক্তি বিঘসাশী হইয়া অমৃতভোজন করিবে। হবির সহিত যজ্ঞশেষ ভোজন করিলে তাহাকেই অমৃতভোজন বলে। যে ব্যক্তি পরিজনদিগকে অগ্রে প্রদান করিয়া ভোজন করে, তাহাকেই বিঘশাসী বলে। গৃহীব্যক্তি নিজ স্ত্রীতে প্রীতিমান্, দানশীল, অসূয়াবিহীন ও জিতেন্দ্রিয় হইবে। পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, বাল, বৃদ্ধ, আতুর, বৈদ্য, স্ত্রীলোক, সম্বন্ধী, বন্ধুবান্ধব, মাতা, পিতা, জ্ঞাতি, পুত্র, পুত্রবধূ, দুহিতা ও দাস-

বর্গের সহিত কখনই বিবাদ করিবে না। যে ব্যক্তি ইহাদের দুঃখমোচনে তৎপর হইবে, সে নিশ্চয়ই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি ইহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিবে, সে সর্ব্বলোকেই জয়প্রাপ্ত হইবে। আচার্য্য বশীভূত হইলে ব্রহ্মলোক বশীভূত হয়, পিতা বশীভূত হইলে প্রাজাপত্য-লোক বশীভূত হয়। অতিথির প্রীতিসাধন করিতে পারিলে ঋত্বিক ও দেবলোকে অপূর্ব্ব আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ মাতুল বশীভূত হইলে বসুলোক, জ্ঞাতিগণ হইলে বিশ্বদেবলোক, সম্বন্ধি বন্ধুবান্ধব হইলে পৃথিবী লোক, বৃদ্ধ বালক ও আতুরেরা হইলে আকাশ লোক, পুরোহিত হইলে ঋষিলোক, বৈদ্য হইলে অশ্বিলোক, সুত হইলে মরুল্লোক এবং ভার্য্যা বশীভূত হইলে অপ্সরালোক বশীভূত হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পিতৃতুল্য ভাবিতে হইবে, ভার্য্যা ও পুত্রকে নিজশরীর বোধ করিতে হইবে, স্বজনদিগকে আপনার ছায়ার ন্যায় ভাবিতে হইবে এবং দুহিতাকে সাক্ষাৎ করুণা বলিয়া বোধ করিতে হইবে। অতএব ইহাদের সহিত কখ-নই বিবাদ করিবে না। গৃহীব্যক্তি সংসারী ও বিদ্বান্ হইবে, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ক্লান্তিহীন হইবে, এবং ধর্ম্মকর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন আচরণ করিবে না। এইরূপ গৃহবৃত্তি হইয়া বাস করিলে, জীব অচিরাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হইবে। কুশূলধান্য, কুম্ভীধান্য ও কপোত বৃত্তি আশ্রয় করিয়া এই সকল নিয়মের পরিপালন করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ গৃহস্থ হইয়া বাস করিবে, নিশ্চ-য়ই তাহার পিতা, পিতামহ, মাতা ও আত্মা পবিত্র হইবে, সন্দেহ নাই। সে নিশ্চয়ই চক্রিলোকের সমানগতিলাভ করিবে। জিতেন্দ্রিয়দিগের এইরূপ গতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আমি এখন তৃতীয় অর্থাৎ বানপ্রস্থ আশ্রমের বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। শিরোদেশ পলিত নিরীক্ষণ করিলে, বশী গৃহস্থ অপত্য বা অপত্যদিগকে সংসারভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে গমন করিবে। গৃহস্থগণ বনবাসী হইলে তাহাদের নিমিত্ত বানপ্রস্থ কল্পিত হইয়া থাকে। হে ভীষ্ম! তুমি অবহিত হইয়া বানপ্রস্থবিবরণ শ্রবণ কর। পুণ্যদেশ-নিবাসী পুরুষ দীক্ষাপূর্ব্বক সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অরণ্যে গমন করিবে, প্রজ্ঞাশীল, সত্যসন্ধ, শুচি, ও ক্ষমাবান্ হইবে; জীবনের তৃতীয় ভাগ বানপ্রস্থ আশ্রমে বাস করিবে; পূর্ব্ববৎ অগ্নির উপাসনা এবং দেবতাদিগের যজন করিতে থাকিবে; নিয়ত ও নিয়তাহার হইয়া ভক্ত ও অপ্রমত্ত-ভাবে বাস করিবে; অকৃষ্ট ব্রীহিযব, নীবার, বিঘস, ও বারিজ মৃণালাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। বানপ্রস্থ আশ্রমে চারি প্রকার বৃত্তি নিরূপিত আছে। কেহ বা উপস্থিতসঞ্চয়ী, কেহ বা মাসিকসঞ্চয়ী, কেহ বা বার্ষিকসঞ্চয়ী, কেহ বা দ্বাদশবার্ষিক হইয়া বানপ্রস্থে বাস করিয়া থাকেন। অতিথি পূজা ও যজ্ঞ তন্ত্রাদির নিমিত্ত এইরূপ সংগ্রহ করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন, বর্ষাকালে অনাবৃত প্রদেশে, শীতকালে জলে, গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নিমধ্যে এবং অশ্বত্থমূলভোজী হইয়া বাস করিতে হয়। ভূমিতলে বিপরিবর্ত্তিত হইয়া শয়ন করিতে হয়, স্নান করিয়া সেই বসনেই থাকিতে হয়। এক প্রকার বানপ্রস্থ আছে উহাদিগকে দন্তোলূখলিক্ কহে, আর এক প্রকারকে অশ্মকুট্ট কহিতে পারা যায়। ইহারা কেহ বা কৃষ্ণপক্ষে, কেহ বা শুক্লপক্ষে পান ভোজন করিয়া থাকে, কেহ বা ফল, কেহ বা মূল, কেহ বা পুষ্প ভক্ষণ করিয়া

জীবনযাপন করে। তৃতীয় প্রকার বানপ্রস্থকে বৈখানস বলে। যাহারা ইহার আচরণ করে, তাহাদিগকে নানা দিনে নানাপ্রকার কঠোর ব্রত পালন করিতে হয়। চতুর্থ প্রকার বানপ্রস্থকে উপনিষদ বলিয়া থাকে, ইহাকে সাধারণ বলিলেও বলা যায়। কোন কোন বানপ্রস্থ গৃহস্থ ভাবেই বাস করিয়া থাকেন। অনেকে জীবনের চতুর্থ ভাগও বানপ্রস্থাশ্রমে যাপন করিয়া থাকেন। কত শত লোক বানপ্রস্থের কঠোর ব্রত পরিপালন করিয়া যে স্বর্গে গমন করিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। শমীক প্রভৃতি মুনিগণ এইরূপেই স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উগ্রতপা মুনিদিগের বানপ্রস্থের কঠোর ব্রতই অনুমোদিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বানপ্রস্থাশ্রমে অগ্নিতে আত্মশরীর আহুতি প্রদান করিতে পারিবে, নিশ্চয়ই তাহার মোক্ষলাভ হইবে। আত্মযাজী ব্যক্তি সুশীল ও সচ্চরিত্র হয়, তাঁহার শরীরে পাপস্পর্শ হয় না। সে মোহহীন, কলহহীন, ও উদাসীন হইয়া থাকিতে পারে। সে শাস্ত্রশূন্য হইলেও ভ্রমহীন হইবে। আত্মযাজীর যথেষ্ট গতি হইতে পারে। সে ধর্ম্মাচার ও জিতেন্দ্রিয় হইবে।

আমি এখন চতুর্থ আশ্রমের বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা সর্ব্বলোকের স্তূয়মান হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত আশ্রম সকলের সেবা করিয়া সংস্কার প্রাপ্ত হইলে এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। ইহাকে ভিক্ষু বা প্রব্রজ্যা আশ্রম কহিতে পারা যায়। সন্ন্যাসী ব্যক্তি একাকী বাস করিবে, একাকী কর্ম্ম করিবে, এবং একাকীই সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করিবে। অন্নের নিমিত্ত কদাচিৎ গ্রামে গমন করিবে। অদ্যকার

নিমিত্ত চেষ্টা করিবে, পরশ্ব কি হইবে ভাবিবে না। মুনিভাব অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিবে। লঘু আহার করিবে, একবার ভিন্ন ভোজন করিবে না। নিজের গৃহে অন্ন পাক করিয়া খাইবে না। কোনদিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, কোনদিকে কর্ণপাত করিবে না, কাহার বিষয় কথা কহিবে না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের বিষয়ে কোনকথাই বলিবে না। তবে ব্রাহ্মণের অনুকূলে যাহা হয়, বলিতে পারিবে। নিন্দাস্থলে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবে। অযশ হয়, এরূপ কর্ম্ম করিবে না। নির্জ্জন হউক, আর জনপূর্ণই বা হউক, সর্ব্বস্থলেই একাকী আত্মাকে অনেক ভাবিয়া বাস করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ হইয়া বাস করিতে পারে তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিতে পারা যায়। যে সে স্থানে শয়ন করিতে পারিবে, যে সে স্থানে বাস করিতে পারিবে এইরূপ হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্যক্তি সুহৃৎদিগকে অহিকুলের ন্যায় এবং স্ত্রীদিগকে নরকের ন্যায় ভয় করে, তাহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত, যে ব্যক্তি সর্ব্বমায়া পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার আবার ভয় কি? দেবতারা তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন, সন্দেহ নাই। অহিংসাই যাহার পরমধর্ম্ম, ধর্ম্মই যাহার পরম উদ্দেশ্য, যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের মঙ্গল বাসনা করে এবং সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অশ্বমেধে প্রীতিমান হয়, দেবতারা তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যে ব্যক্তি প্রণাম নমস্কারের প্রত্যাশা করে না ও আশীর্ব্বাদের অভিলাষ করে না, যে ব্যক্তি যোগ দ্বারা ক্ষীণকলেবর হয়, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। বুঝিলাম, যে, ব্রহ্মার কপাল পতিত হইয়াছিল, বলিয়া এই তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। হে মুনিশার্দ্দূল! এক্ষণে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, যে, পুষ্করতীর্থে ভগবান্ বিষ্ণু ও শঙ্কর কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কিরূপে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যজ্ঞস্থলে কোন্ কোন্ মহর্ষিই বা উপস্থিত ছিলেন? যাজ্ঞিক বিধি সমুদায় কিরূপেই বা যাপন করিয়াছিলেন, কিরূপেই বা দক্ষিণা দান প্রভৃতি মহৎ ব্যাপার-সমূহ নির্ব্বাহিত হইয়াছিল? কিরূপে যজ্ঞবেদিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, কোন্ যজ্ঞই বা দেবগণের কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, কি উদ্দেশেই বা দেবতারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন? সাবিত্রী-সহচর ব্রহ্মা অজরদিগের সহিত কেনই বা যজ্ঞ করিলেন? স্বর্গ ত ব্রহ্মারই অধিকৃত, ব্রহ্মা স্বয়ংইত দেবগণকেই স্বর্গ দান করিয়াছেন। তবে আবার সাড়ম্বরে যজ্ঞারম্ভ কিনিমিত্ত হইল? এ সমুদায় জানিবার জন্য আমার সাতিশয় কৌতূহল হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি যে, বেদ ও ওষধি অগ্নিহোত্র হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, আমি উহাদের বিবরণও জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। যে স্ত্রী সত্যস্বরূপা, যাঁহাকে লোকে সাবিত্রী বলিয়া থাকে, যাঁহাকে ব্রহ্মার ভার্য্যা বলিয়া উল্লেখ করা হয়, যিনি ঋষি-দিগের জন্মদাত্রী, যিনি পুলস্ত্যাদিমুনি, সপ্তদক্ষ ও প্রজাপতি এবং স্বায়ম্ভব প্রভতি মুনিদিগকে জন্মদান করিয়াছেন, সেই

পতিব্রতা, সুব্রতা, মহাভাগা চারুহাসিনী পুত্রবতী ধর্ম্ম-পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মা কি জন্য দারান্তরে প্রীতি করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ অন্যা স্ত্রীর নামই বা কি, তিনি কাহারই বা দুহিতা, কোন্ স্থানেই বা তাঁহার সহিত ভগবানের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, ঐ জনমোহিনী কিরূপ ও কে, এবং তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা কেনই বা কামমোহিত হইয়াছিলেন, তিনি কি সাবিত্রীর অপেক্ষা রূপগুণে অধিকতর মনোহারিণী, যে, দেখিয়া সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মাও বশীভূত হইলেন; ফলতঃ ব্রহ্মা যে রূপে ঐ ত্রৈলোক্যসুন্দরী রমণীকে গ্রহণ করিয়া যেরূপে যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, সে সমুদায় অবিকল বর্ণনা করুন। সাবিত্রীই বা পতীর ঐ সকল আচরণ শুনিয়া কি মনে করিয়াছিলেন এবং কি কহিয়াছিলেন? তিনি ব্রহ্মাকে কিরূপ সম্ভাষণ করিলেন এবং ব্রহ্মাই বা কিরূপ বলিলেন? এ সকল শুনিতে আমার সাতিশয় কৌতুক হইতেছে। আপনারাই বা সে সময়ে কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, এবং অন্যেরাই বা কিরূপ করিলেন, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে সমুদায় বলুন। কেই বা সেই যজ্ঞের হোতা, কেই বা অধ্যক্ষ, কেই বা অধ্বর্য্যু, কেই বা প্রথমোদ্যোগী, ভগবান্ বিষ্ণু তাহাতে কিরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং কেনই বা করিলেন, অমরগণই বা কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, আপনি তাহাও সবিশেষ বর্ণনা করুন। কি জন্য ভগবান্ ব্রহ্মা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন, কিরূপে গার্হপত্য ও দক্ষিণা আহরণ করিলেন, কিরূপে আহবনীয় অগ্নি ও কুশাদির সংগ্রহ করিলেন, কিরূপে ক্রব্যাদ সুরাসুরগণ ও পিতৃ-

গণকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিলেন, কিরূপে যূপসোমাদি অন্যান্য যাজ্ঞিক সামগ্রীর ব্যবস্থা করিলেন, কিরূপে সম্বৎসর, যোগাযোগ, কালাকাল ও ঋতু প্রভৃতির নির্দ্ধারণ করিয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন, কিরূপে ক্ষণ, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, দণ্ড, লব প্রভৃতির নিরূপণ করিলেন? যিনি স্বয়ং লোকত্রয়, বেদত্রয়, অগ্নিত্রয়, কর্ম্মত্রয় এবং গুণত্রয় সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং ধার্ম্মিকদিগেয় গতিস্বরূপ এবং পাপীদিগের অগতিস্বরূপ, যিনি চতুর্ব্বর্ণের প্রভাবস্বরূপ ও চতুর্ব্বর্ণের ক্রিয়াস্বরূপ, যিনি চতুর্ব্বেদের পারদর্শী ও চতুরাশ্রমের কর্ত্তা, যিনি সাক্ষাৎ তপঃস্বরূপ স্তূয়মান হইয়া থাকেন, যিনি পরমের পরম, আত্মার আত্মা ও লোকসেতুর সেতু, যিনি মধ্যধর্ম্মের মধ্য ও বেদবিদ্বান্‌দিগের বেদ্য, যিনি ভূতদিগের প্রভু ও হেতুভূত, যিনি বিনীতদিগের বিনয়স্বরূপ, ও তেজস্বিদিগের তেজঃস্বরূপ, সেই পিতামহ যে কি জন্য যজ্ঞারম্ভ করিলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত কাহার কৌতূহল না হয়? এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার আপনি আমার নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, তাত! তুমি মহান্ প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছ। আমি যথাশক্তি বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। সহস্রাক্ষ, সহস্রাস্য, সহস্রচরণ, সহস্রাভরণ এবং সহস্রকর দেবগণ সহস্রদিক হইতে হবন, সবন, হব্য, হোতা, পাত্র, বেদি, দীক্ষা, মেখলা, চরু, অধ্বর্যু, সামগ, বিপ্র, যূপ, সমিৎ, কুশ, দর্ব্বী, ধন, স্থণ্ডিল, যজ্ঞবহ্নি প্রভৃতি আহরণ করিয়া ফেলিলেন। এ সকল বিবরণ অলৌকিক, সন্দেহ নাই। অতএব আমি আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি। ভগবান্ ব্রহ্মা সুর-

লোক ও মর্ত্ত্যলোকের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই ধরাতলে যজ্ঞারম্ভ করেন। তাঁহার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এই যজ্ঞে ব্রহ্মা, কপিল, পরমেষ্ঠী, সপ্তর্ষিগণ, মহাযশা ত্র্যম্বক, সনৎকুমার, মহানুভব মনু ও মহাত্মা ভগবান্ প্রজাপতি উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণনাভিপদ্মে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকিলে, নারায়ণ বরাহরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে পৃথিবীর উদ্ধার করিলেন। যে স্থলে পুষ্করতীর্থ বিদ্যমান দেখিতেছ, বরাহদেব দংষ্ট্রা দ্বারা পৃথিবীর ঐ স্থান ধারণ করিয়াই উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভগবান্ বরাহদেব আদিত্য, অষ্টবসু, মরুৎ, দেবতা, রাক্ষস, কিন্নর, দিক্, নদী ও সাগর সমেত এই বসুন্ধরার উদ্ধার করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি শ্রীমান্ ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবেশ! তুমি এই সকল জীবগণের প্রতিপালন ও রক্ষা করিবে। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবন্! তুমিই পরমদেব, তুমিই আমাদের গতি, তুমিই আমাদের পরমধাম, তুমিই আমাদের উপায়। হে কমলপত্রাক্ষ! হে ব্রহ্মন্! তুমিই শত্রুদিগের ক্ষয়কারী। যাহাতে পুষ্করতীর্থে যজ্ঞ করিতে হইলে, এই সকল রাক্ষসের ব্যাঘাত সহ্য না করিতে হয়, তুমি তাহার উপায় করিয়া দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি, আমি তোমাকে নমস্কার করি।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবেশ। ভয়ত্যাগ কর, আমি অসুরদিগের ক্ষয় করিতেছি। আমি অন্যান্য বিঘ্নকারী যাতুধানদিগকেও সংহার করিতেছি। হে পিতামহ! তোমার মঙ্গল হউক। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ কহিলে, চতুর্দ্দিক হইতে বায়ু বহিতে লাগিল। দিক্ সকল প্রসন্ন হইল। জ্যোতির্গণ

প্রভাযুক্ত হইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। গ্রহগণ বিগ্রহ পরিত্যাগ করিল। সিন্ধুগণ প্রসন্ন হইল। স্বর্গ রজোহীন হইল। সিদ্ধগণ প্রসন্নতা ধারণ করিল। হ্রদয়গণ ক্ষোভহীন হইল, ইন্দ্রিয়গণ পবিত্র হইল। মহর্ষিগণ বীত-শোক হইয়া বেদোচ্চারণ করিতে লাগিল। এইরূপে পুষ্করে যজ্ঞারম্ভ হইল, লোক সকল ধর্ম্মে রত হইল এবং সকলেই হৃষ্টচিত্ত হইল। অনন্তর দানব, রাক্ষস ও দেবগণ এবং ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ যজ্ঞস্থলে আগমন করিল, গন্ধর্ব্ব অপ্সরা ও বিদ্যাধরপত্নীরা সমাগত হইল। বনস্পতি ওষধি প্রভৃতি যে সকল বাঞ্ছিত সামগ্রী ছিল, সমুদায় ব্রহ্মার আদেশে মারুত কর্ত্তৃক আনীত হইল। উত্তরদিকে সুরগণ ও দেবর্ষিগণ এবং পূর্ব্বদিকে প্রধান প্রধান রাজর্ষিগণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। কশ্যপ সম্মুখে উপবেশন করিলেন। পশুপক্ষীগণ দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিল। ভোক্তুকাম ব্রাহ্মণগণও উপস্থিত হইয়াছিলেন। বরুণ-দেব স্বয়ং রত্নদান ও দক্ষ স্বয়ং অন্নদান করিতে লাগি-লেন। দিবাকর নানাবিধ ভক্ষ্য ও রসপাক করিতে লাগি-লেন। সোম অন্নপাক এবং বৃহস্পতি মতিদান করিতে লাগিলেন। ধনাধ্যক্ষ ধনদান ও বিবিধ বস্ত্রদান করিলেন। সরস্বতী, সীতা, গঙ্গা, নর্ম্মদা ও অন্যান্য সরিদ্‌গণ মূর্ত্তিমতী হইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কূপ, জলাশয়, পল্বল, তড়াগ, কুণ্ড, প্রস্রবণ এবং সমুদায় দেবখাত জলাশয় সমুদ্রগণসমভিব্যাহারে আবির্ভূত হইল। কেহ বা লবণ, কেহ বা ইক্ষুরস, কেহ বা সুরা, কেহ বা সর্পি, কেহ বা দুগ্ধ, কেহ বা দধি এবং কেহ বা জলের সহিত

উপস্থিত হইল। পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রগণ যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হইলেন। দেবভোগ্য সামগ্রী সকল স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপে সেই পিতামহযজ্ঞে দেবগণ ও ঋষিগণ সমাগত হইলে, ব্রহ্মার দক্ষিণ পার্শ্বে সনাতন বিষ্ণু বিরাজিত হইতে লাগিলেন। রুদ্রদেব বামপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তিনিই ঋত্বিগ্‌গণের শরণ হইয়াছিলেন। ভৃগু হোতা হইলেন, পুলস্ত্য অধ্যর্যু হইলেন, মরীচি তত্বজ্ঞাতা হইলেন, নারদ সহকারী হইলেন। সনৎকুমার ও প্রজাপতি দক্ষপ্রভৃতিরা সদস্য হইয়াছিলেন। দ্বিজগণ চন্দনচর্চিতকলেবর হইয়া ব্রহ্মার সন্নিধানে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাভরণসংযুক্ত এবং কর সকল কটক ও অঙ্গুরীয়ে সুশোভিত হইল। ব্রহ্মা সকলকে প্রণিপাতপুরঃসর পূজা করিলেন। এই যজ্ঞে স্বয়ং বিষ্ণু অনুগ্রাহ্য রূপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ব্রহ্মঘোষে আকাশ পরিপূরিত হইল। ক্ষত্রিয়গণ আয়ুধহস্তে জগৎপালনের নিমিত্ত উপস্থিত হইল। বৈশ্যগণ উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার ভক্ষ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিল। ব্রহ্মা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজগণ! শূদ্রেরা তোমাদের পাদ শুশ্রূষা করিবে এবং তোমাদের উচ্ছিষ্ট মাত্র ভক্ষণ করিবে। তাহারা তোমাদের পাদ প্রক্ষালন করিবে; শূদ্রগণ, দ্বিজ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলেরই এইরূপ সেবা করিবে। তিনি এইরূপ কহিয়া পাদ হইতে শূদ্রদিগের সৃজন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে দ্বারাধ্যক্ষ, বরুণকে জলদায়ক, বৈশ্রবণকে ধনাধ্যক্ষ, পবনকে গন্ধদায়ক এবং সূর্য্যকে কিরণাধ্যক্ষ করিলেন। পরে অধ্যর্যু সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবী! তুমি আগমন কর।

অগ্নিগণ উদ্ধৃত হইয়াছে, দীক্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি এ সময় অন্যস্থানে অবস্থিতি করিতেছ, এস্থানে কিছুই প্রস্তুত নাই। ভিত্তি ও প্রাঙ্গনে কিছুই চিত্র করা হয় নাই, ভাণ্ড সকল কেহই প্রক্ষালন করে নাই।

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাবিত্রী কহিলেন, লক্ষ্মী অদ্যাপি আগমন করেন নাই, এবং এস্থলে কোন সতীই উপস্থিত নাই। মেধা, শ্রদ্ধা, বিভূতি, লজ্জা, অনসূয়া, ধৃতি, ক্ষমা, গঙ্গা, সরস্বতী ও অন্যান্য দেবকন্যা, ইন্দ্রাণী, চন্দ্রপত্নী রোহিণী, এবং অগ্নিপত্নী স্বাহা ইহাঁরা অগ্রে আগমন করুন। ইহাঁরা আগমন করিলেই আমি ইহাঁদিগের সহিত আসিতেছি, আমি একাকিনী আসিতে পারি না। হে মহামতে! যেমন সর্ব্বদেবে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ বেদগর্ভ শোভা প্রাপ্ত হন, আমিও সেইরূপ এই সকল দেবীগণে পরিবৃত হইয়া আসিতে ইচ্ছা করি, নতুবা আমার শোভা হইবে না। সাবিত্রী এইরূপ কহিয়া ব্যস্তভাবে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। অধ্বর্য্যু সাবিত্রীর এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন। দেবরাজ পিতামহসমীপে গমন করিয়া কহিলেন, সাবিত্রী বলিয়াছেন, সখীগণের সমাগম না হইলে, আমি কোন মতেই যাইতে পারিব না। এদিকে সময়ও অতিক্রান্ত হইতেছে। আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। অতএব এই বেলা যাহা কর্ত্তব্য, অনুষ্ঠান করুন।

ইন্দ্র এইপ্রকার কহিলে, পিতামহ কিঞ্চিৎ রোষাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, সাবিত্রীতে আমার প্রয়োজন নাই, তুমি সত্বর অন্য পত্নী আনয়ন কর। যাহাতে যজ্ঞকাল হীন না হয় এবং আশু প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তোমাকে তাহা করিতে

হইবে। অতএব তুমি কোন ললনা আনয়ন কর। এবিষয়ে কোনরূপে বর্ণবিচার করিও না, কেননা যে কোনরূপে যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে হইবে। দেবরাজ এইপ্রকার কথিত হইয়া, ললনা-সন্ধানার্থ গমন করিলেন। তিনি সমুদায় ধরাতল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, সমুদায় ললনাই অন্যের পরিগ্রহ। কুত্রাপি অপরিগ্রহ কামিনী তাঁহার নয়নগোচর হইল না। তিনি অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক আভীরকন্যা তাঁহার দর্শনবিষয়ে পতিত হইল। তাহার রূপ এরূপ অসামান্য যে, কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি অসুরী, কি পন্নগী কেহই তাহার সদৃশী হইতে পারে না। ইন্দ্র দেখিলেন, তাহার লোচনযুগল কমলপত্রের ন্যায় আয়ত এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাতিশয় সুন্দর। তাহার রূপসম্পত্তি দর্শন করিলে, লোকের চিত্তবৃত্তি আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তাহার শরীরসৌন্দর্য্য পদ্মের ন্যায় সাতিশয় মনোহর। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে নয়নগোচর করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদি ব্রহ্মার সহিত ইহার পরিণয় হয়, তাহা হইলে, তিনি ইহার রূপাতিশয্যে উন্মত্ত ও হৃতহৃদয় হইয়া, কখনই দেবলোকে অধিষ্ঠান করিবেন না। যাহা হউক, যদি এই ললনারত্ন সৌভাগ্যক্রমে পিতামহে অনুরাগিণী, অথবা যদি পিতামহ ইহাতে অনুরক্ত হয়েন, তাহা হইলে, আমার সমুদায় শ্রম সফল হয়। হে কুরুবর্য্য! ঐ কন্যার ললাটদেশ চূর্ণকুন্তলে অলঙ্কৃত এবং হস্তে বিকসিত পদ্ম শোভা পাইতেছে। উহার কেশ, গণ্ড, নয়ন, অধর, ফলতঃ সমস্ত শরীরে এক অপূর্ব্ব প্রভা সঞ্চরণ করিতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন বসন্তকালে অশোককলিকা বিকসিত হইয়াছে। না জানি, সর্ব্বাধিষ্ঠাতা বিধাতা কোনরূপ আদর্শ

অবলম্বন বা দর্শন না করিয়া, কিরূপে এরূপ অপরূপ রূপমাধুরী সৃষ্টি করিলেন; না জানি, তিনি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া, কিরূপে ইহা কল্পনা এবং নিপুণতা সহকারে প্রকাশ করিলেন? আহা! ইহার পয়োধর কি উন্নত, দর্শনমাত্র লোকের হৃদয় বিষমশরের সুবিষম শরের পথবর্ত্তী হইয়া থাকে। ইহার দশনপংক্তি সাতিশয় মনোহারিণী ও অসামান্যশোভাশালিনী। যদিও অধর দ্বার সর্ব্বথা আবৃত রহিয়াছে, তথাপি উহার সমুজ্জ্বল প্রভারাশি কোন মতেই নির্ব্বাপিত হইবার নহে, ঈষৎ মেঘাবরণবিনির্ম্মুক্ত-চন্দ্রমণ্ডল-সঞ্চারিণী কৌমুদীর ন্যায় মৃদুমন্দ ভাবে উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেছে। ইহার অলকরাজি নিরতিশয় কুটিল, তথাপি তদ্দ্বারা ইহার মুখমণ্ডল কি অসামান্য শোভাসম্পন্ন হইয়াছে। অথবা, ভূরিতর সৌন্দর্য্যের আশ্রয় পাইলে, দোষও গুণের ন্যায়, প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহার পক্ষ্মরাজি কর্ণপর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং নেত্রের ভূষণস্বরূপ শোভা পাইতেছে। ইহার নেত্র ও কর্ণ স্বভাবতঃ সাতিশয় সুন্দর এবং পরস্পর পরস্পরের ভূষণস্বরূপ। অতএব উঁহাতে কুণ্ডল, মণি বা রত্নরাজি বিন্যস্ত করা পণ্ডশ্রম মাত্র। ইহার কটাক্ষ যে, লোকের হৃদয় দ্বিধা বিভিন্ন করে, তাহা তাহার সমুচিত নহে; যেহেতু, এই ললনার সহিত যাহাদের সম্পর্ক, তাহারা কিরূপে দুঃখভাগী হইতে পারে? সর্ব্বপ্রকার বিকৃত পদার্থও প্রকৃত গুণের সংসর্গবশতঃ নিরতিশয় সুন্দর হইয়া থাকে। বৃদ্ধগণের কটাক্ষবিক্ষেপেও বলাবল দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ললনা বিধাতার রূপসৃষ্টিবিষয়ে কৌশলের সীমাস্বরূপ। ইহার বিলাসবিভ্রম দর্শন করিলে, লোকের অন্তঃ-

করণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, স্নেহপাশে বদ্ধ হয়। হে কুরু-পিতামহ! তাহার রূপাতিশয্যে দেবরাজ ইন্দ্রেরও প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল। চিন্তাবেশে তদীয় শরীর কণ্ট-কিত হইয়া, যেন তাহারে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। তিনি সেই তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা পদ্মপলাশলোচনা ললনারে নয়নগোচর করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ অনেক দেখি-য়াছি। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এরূপ অপরূপ রূপমাধুরী আমার নয়নগোচরে পতিত হয় নাই। বিধাতা এই ত্রিভুবনে যে যে বস্তু প্রধান রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎ-সমস্ত একত্র সমাহিত করিয়া, ইহার রূপমাধুরী কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। এই-প্রকার চিন্তা করিয়া দেবরাজ শতক্রতু তাহারে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে সুভ্রু! তুমি কে, কাহার পরিগ্রহ, কোথা হইতে আগমন করিলে, কি জন্যই বা একাকিনী এই বীথীমধ্যে অধিষ্ঠান করিতেছ, নির্দ্দেশ কর। হে শোভনে! তুমি স্বীয় শরীরে এই যে ভূষণরাজি ধারণ করিতেছ, এসকল তোমার ভূষার উপযুক্ত নহে। যেহেতু, তুমি স্বয়ংই এই সকলের বিভূষণস্বরূপ। হে সুলোচনে! তুমি যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, তাহাতে, তোমার অনুরূপ রমণী কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি অসুরী, কি পন্নগী, কি কিন্নরী কুত্রাপি আমার নয়নগোচর হয় নাই। আমি এই অসামান্য রূপমাধুরী প্রথম অবলোকন করিলাম। বলিতে কি, তোমারে দর্শন করিয়া অবধি আমার হৃদয় প্রাণের সহিত তোমার বশবর্ত্তী হইয়াছে, আমি নিতান্ত অনাথ ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছি।

যাহা হউক, আমি তোমারে বারংবার সম্ভাষণ করিতেছি। তুমি কিজন্য আমার কথায় উত্তর দিতেছ না?

দেবরাজ সাদরবাদসহকারে এইপ্রকার কহিলে, সেই কন্যা কম্পান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, হে বীর! আমি গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং ঘৃত প্রভৃতি গোরস বিক্রয় করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। তোমার যাহা অভিলষিত, গ্রহণ কর।

বিশাললোচনা সেই ললনা এইপ্রকার বাক্যবিন্যাস করিলে, দেবরাজ তাহারে দৃঢ় করে ধারণ করিয়া, পিতামহ ব্রহ্মা যে স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তথায় আনয়ন করিতে লাগিলেন। হে ভীষ্ম! দেবরাজ কর গ্রহণ করিলে, সেই সুমুখী, হা তাত! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! তোমরা কোথায়, এই ব্যক্তি বলপূর্ব্বক আমারে লইয়া যাইতেছে, এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং কাতরবাক্যে করুণস্বরে বারংবার বলিতে লাগিল, হে বীর! যদি আমাতে তোমার প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে, আমার পিতার নিকট প্রার্থনা কর। তুমি ভিক্ষু হইলে, তিনি অবশ্যই আমাকে প্রদান করিবেন। আমার পিতা সাতিশয় ভক্তবৎসল; ভক্তের প্রতি তাঁহার অদেয় কিছুই নাই। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তিনি তোমারে অবনত মস্তকে প্রসন্ন করিবেন অথবা সন্তুষ্ট হইয়া, আমারে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিবেন। যে কন্যা পিতার চিত্ত না জানিয়া, স্বয়ং আত্মদান করে, তাহার ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে। আমি এইজন্য তোমারে প্রণামপূর্ব্বক প্রসন্ন করিতেছি, তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক বলপ্রয়োগে বিনিবৃত্ত হও। হে বীর! পিতা সম্প্রদান করিলে, আমি তোমার

বশবর্ত্তিনী হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কন্যা বারংবার এইপ্রকার বিনয় করিলেও, শতক্রতু কোনমতেই ক্ষান্ত না হইয়া, তাহারে আনয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মার সম্মুখে স্থাপন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, হে সুভ্রু! হে বিশালাক্ষি! হে বরবর্ণিনি! আমি ইহারই জন্য তোমারে আনয়ন করিয়াছি, তুমি শোক পরিত্যাগ কর। হে রাজন্! পিতামহ ব্রহ্মা সেই গৌরবর্ণা মহাদ্যুতিসম্পন্না কমললোচনা পুণ্ডরীকবদনা গোপকন্যারে নিরীক্ষণ করিয়া, গান্ধর্ব্ব বিধানে পরিগ্রহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিশ্বযোনি বিধাতার অদৃষ্টপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব দিব্য-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, গোপকন্যার অন্তঃকরণও তাঁহার প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইল। সে দুষ্পরিহর প্রণয়লালসার বশ-বর্ত্তিনী হইয়া, আত্মদানে প্রভুতা কল্পনা পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিল, এই মহাপুরুষ আমার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া আগ্রহবশতঃ আমার পরিগ্রহে কৃতযত্ন হইয়াছেন। ইহাঁরে প্রত্যাখ্যান করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বলিতে কি, ইহাঁর রূপমাধুরী যেরূপ সর্ব্বাতিশায়িনী, তাহাতে ইনি মাদৃশী প্রমদাগণের একমাত্র প্রার্থনীয়বস্তু। ইহাঁরে আত্মদান করিলে, কোনপ্রকার দোষস্পর্শের সম্ভাবনা নাই। এই সংসারে আমার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী রমণী কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। যেহেতু, এই মহাপুরুষ আমারে আনয়ন ও আমার প্রতি শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি পরিত্যাগ করিলে, আমার নিশ্চয় মৃত্যুলাভ হইবে এবং পরিগ্রহ করিলে, মদীয় জীবন সর্ব্বথা সুখময় হইবে। ইনি প্রসন্ন হইয়া, যে ললনারে দর্শন করেন, সেও ধন্যা হইয়া থাকে, যাহারে পরিগ্রহ করেন, তাহার কথা আর কি বলিব? এই সংসার

যেরূপ বহুরূপ, সেইরূপ ইহাতে নানারূপ বস্তু ব্যবস্থিত হই-য়াছে। কিন্তু একাধারে এরূপ অসামান্য উপমাশূন্য মনোহর লাবণ্য কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আহা, ইহাঁর বদনমণ্ডল কি সুন্দরনাসিকাসম্পন্ন, দর্শনমাত্র দুর্নিবার মনোভবের আবির্ভাব হইয়া, হৃদয় বশীভূত করে। অদ্য এই সুকুমার-মাধুরীভাণ্ড সুন্দর বদনকমল সন্দর্শন করিয়া, আমার সমুদায় শোক বিগলিত ও সমুদায় সন্তাপ তিরোহিত হইল, আমার অন্তরে অন্তরে পঞ্জরে পঞ্জরে যেন অনুপম অমৃতরস সঞ্চরিত হইতেছে! আব আমার পিতামাতায় প্রয়োজন কি? আত্মীয় বান্ধবে আবশ্যক কি? গুরুজনের অনুরোধ কি? আমি সমু-দায়ে জলাঞ্জলি দিয়া, ইহাঁরই বশবর্ত্তিনী হইব এবং ইহাঁরেই আত্মদান করিয়া, সুখিনী হইব। এক্ষণে ইনি যদি আমারে পরিগ্রহ না করেন, অথবা স্বল্পমাত্র সম্ভাষণ না করেন, তাহা হইলে ইহাঁরে স্মরণ করিয়া, কলেবর পরিহার করিব। আমার জীবনে প্রয়োজন কি? যদি স্বামীর করস্পর্শ প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে, পদ্মসমদ্যুতি স্তনযুগলের ঈদৃশী পীনতা ও ঈদৃশী তুঙ্গতা কখন শোভার নিমিত্ত হইতে পারে না। ইহাঁর বিকসিত বদনপদ্ম দর্শন করিয়া, আমার হৃদয়, কবে ইহাঁর অঙ্গস্পর্শলাভ হইবে, এইপ্রকার ধ্যানপরায়ণ হইয়াছে এবং একত ন হইযা, কেবল সেই সুখদিনের স্মরণ করি-তেছে। হে মন্মথ! তুমি এই হৃদয়যোগে প্রাণিগণের শরীর স্পর্শ করিয়া থাক। অথবা হৃদয়ের দোষ নাই। তুমি স্বভা-বতঃ যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া থাক। এবং এক্ষণে এই মহা-পুরুষ রূপে স্বীয় প্রিয়তমা রতিরে পরিহার করিয়া, আগমন করিয়াছ। অথবা, এই রূপসাগর পুরুষ কামদেব নহেন।

ইহাঁর রূপ মন্মথ অপেক্ষাও অধিকতর দৃশ্যমান হইতেছে। ইনি দর্শনমাত্রেই আমার মন প্রাণ সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন। এই দেখ, ইহাঁর নিষ্কলঙ্ক বদনমণ্ডলে চৌর্য্যের আভা লক্ষিত হইতেছে। ইহাঁর লোচনযুগল আকর্ণবিশ্রান্ত; সামান্যসলিলসঙ্গী সামান্য পদ্ম কিরূপে ইহার সহিত উপমিত হইতে পারে? ইহাঁর অধরবিম্ব স্বভাবতঃ সাতিশয় মনোহর। বিদ্রুমও তাহার উপমালাভে সমর্থ নহে। যদি জন্মান্তরে অণুমাত্র শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তৎপ্রসাদে ইনিই আমার অভীপ্সিত স্বামী হউন।

হে মহারাজ! সেই মহাভাগা গোপকন্যা এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে যেমাত্র গায়ত্রীরূপে পরিণত হইল, তৎক্ষণাৎ মহাবিষ্ণু পিতামহ ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিলেন, হে প্রভো! আমি এই কন্যারে সম্প্রদান করিলাম, আপনি গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করুন। কোন মতে ইহার অন্যথা করিবেন না। হে দেবেশ! আপনি অনুগ্রহবশংবদ হইয়া, এই কন্যার পাণিপীড়ন করুন। মহাবিষ্ণু এইরূপ কহিলে, পিতামহ ব্রহ্মা গান্ধর্ব্ববিধানে তাহারে পরিণীতা করিলেন। অনন্তর সেই কন্যারে দর্শন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, আমি ইহারে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছি; তোমরা এক্ষণে ইহাকে গৃহমধ্যে নিবেশিত কর। তখন বেদপারগ ঋত্বিগ্‌গণ তাঁহারে মৃগচর্ম্মধারিণী ও বস্ত্রাবগুণ্ঠিতা করিয়া, পত্নীশালায় আনয়ন করিলেন। তদনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা মৃগচর্ম্মে পরিবৃত হইয়া উড়ুম্বরদণ্ড ধারণপূর্ব্বক স্বীয় তেজঃপ্রভাবে মহাধ্বরে শোভমান হইলেন। তখন বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ মহাত্মা ভৃগুর সহিত সংমিলিত

হইয়া, বেদোক্ত বিধানে সুখময় হোত্রকার্য্য আরম্ভ করিলেন। সত্যযুগে সুপ্রসিদ্ধ পুষ্করতীর্থে যুগসহস্র ব্যাপিয়া এই যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ভগবন্! সেই যুগসহস্রব্যাপী মহাযজ্ঞে কিরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল? ভগবান্ রুদ্র ও পুরুষোত্তম বিষ্ণু কিরূপ অনুষ্ঠান করেন? ভগবতী গায়ত্রী পত্নীরূপে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক কি করিয়াছিলেন? আভীরগণই বা সমুদায় জানিয়া শুনিয়া কিরূপ ব্যবহার করে? আপনি যথাজ্ঞান যথাবৃত্ত সমুদায় কীর্ত্তন করুন। শুনিবার জন্য আমার সাতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে নরাধিপ! সেই যজ্ঞে যে আশ্চর্য্য ব্যাপার সমুৎপন্ন হইয়াছিল, সে সমস্ত সবিশেষ বলিতেছি, একমনাঃ হইয়া শ্রবণ কর। ভগবান্ রুদ্র সেই মহাযজ্ঞে মহৎ আশ্চয্য অনুষ্ঠান করেন। তিনি জ্বালারূপ ধারণ করিয়া, দ্বিজসন্নিধানে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুও তাঁহার অনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। যেহেতু, সেই যজ্ঞে তিনি প্রধান পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।

এদিকে গোপনন্দিনীর হরণবৃত্তান্ত শ্রুতিগোচর হইলে, সমস্ত গোপ, গোপকুমারী ও গোপীগণ সংমিলিত হইয়া, ব্রহ্মার সমীপে সমাগত হইল। দেখিল, তাহাদের কন্যা মেখলাবদ্ধ হইয়া, যজ্ঞশালায় অধিষ্ঠান করিতেছে। তদ্দর্শনে তদীয় পিতা মাতা, হা পুত্রী, হা পুত্রী! বলিয়া রোদন,

বান্ধব ও সখিগণ, হা সখি, হা সখি! বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। এবং করুণস্বরে বলিতে লাগিল, হায়, কোন্ ব্যক্তি তোমারে এখানে আনয়ন ও কোন্ ব্যক্তিইবা মুঞ্জা দ্বারা বন্ধন করিল? তৎকালে তাহাদের সমাবেতক্রন্দনকোলাহলে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে ভগবান্ বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্রের বাক্যানুসারে সুমধুর-বচনবিন্যাসসহকারে সকলকে বারংবারং প্রতিমানিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে গোপ ও গোপীগণ! তোমরা শোক পরিহার কর। তোমাদের এই কন্যা পরমসৌভাগ্যশালিনী। ইনি পিতামহ ব্রহ্মাকে পতি লাভ করিয়াছেন। বেদপারগ সদস্যগণ যোগাবলম্বনপূর্ব্বক যে গতিলাভে সমর্থ হয়েন না, এই কন্যা ব্রহ্মার সহবাসে সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে গোপ! তুমি কর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচারসম্পন্ন ও নিরতিশয় ধর্ম্মবৎসল। ইহা সবিশেষ জানিয়া আমি ত্বদীয় কন্যাকে পিতামহ হস্তে সম্প্রদান করিয়াছি। ইনি এক্ষণে দেবীপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহাঁর প্রভাবে তোমার মহোদয়সম্পন্ন দিব্যলোক সমস্ত লাভ হইবে। ফলতঃ, দেবগণের কার্য্য-সিদ্ধির জন্যই তোমাদের বংশের সহিত এই পরিণয়কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। আমি লোকমঙ্গল সাধনার্থ ধরাতলে অবতীর্ণ হইব। তৎকালে ইনি আমার ক্রীড়ারূপিণী হইবেন। নন্দপ্রভৃতি মহাত্মাগণ যখন পৃথিবীতে অবতার গ্রহণ করিবেন, তখন আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করিব। সেই সময়ে তোমাদের কন্যা সকল আমার সহিত বাস করিবে। তাহাতে কোনপ্রকার দোষ বা কোনরূপ ভয় সমুৎপন্ন অথবা গোপগণ তাহাদের প্রতি ঈর্ষ্যা ও মৎসর-

সম্পন্ন হইবে না। ফলতঃ, সেই কর্ম্ম বশতঃ তাহারা কোন-রূপে দূষিত বা পতিত হইবে না।

ভগবান্ আদরসহকারে এইপ্রকার কহিলে, গোপ তাহা শ্রবণ করিয়া কহিল, হে প্রভো! আপনি বরদান করিলেন, ধর্ম্মের রক্ষাসাধনজন্য আমাদের কুলে অবতীর্ণ হইবেন। আপনি চরাচরবিধাতা নারায়ণ; আপনার মহিমার ইয়ত্তা নাই। আপনার দর্শনমাত্রে আমাদের স্বর্গবাস হইল। আর, আমাদের এই কন্যা কুলের সহিত পরম পবিত্র স্বর্গলোক লাভ করিবে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বরদান করুন। আপনার প্রসাদে আমাদের যেন সমস্ত অভিলাষ সুসম্পন্ন হয়। স্বয়ং দেবদেব বিষ্ণু গোপদিগকে এইপ্রকার অনুনয় করিলে, পিতামহ ব্রহ্মা বামহস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে এইপ্রকার বর দান করিলেন। তখন গায়ত্রীরূপিণী গোপকন্যা আত্মীয়দিগকে উপস্থিত দেখিয়া সকলকেই যথা-বিধানে প্রণিপাত করিয়া, বাম হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ! এই ব্রহ্মা সকলের বিধাতা, সমুদায় জগ-তের প্রভু এবং দেবগণেরও দেবতা। আমি ইহাঁরে পতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে ইহাঁর সহবাসে এই স্থানেই অধিষ্ঠিতা রহিলাম। আপনারা প্রস্থান করুন এবং মদীয় সখিগণও স্ব স্ব সহচরগণ সমভিব্যাহারে গমন করুক। কি পিতা, কি বন্ধু বান্ধব আমার জন্য কাহারও শোক করিবার আবশ্যক নাই। আমি সকলকেই কুশল বাক্যে বলিতেছি, আমি সাক্ষাৎ পরমেষ্ঠীকে প্রাপ্ত হইয়া, দেবগণের সহিত নিরুদ্বেগে অধি-ষ্ঠান করিতেছি। আমার জন্য কাহার ভাবনা নাই। অন-ন্তর গোপ ও গোপীগণ আশ্বাসিত হইয়া, প্রস্থান করিলে,

গায়ত্রী যজ্ঞসভায় সমুপাগত হইয়া, ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে বিভো! আপনি অভীপ্সিত বর দান করুন। পিতামহও গায়ত্রীর অনুমোদনানুসারে তাহাদিগকে যথাভিলষিত বর দান করিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই গোপকন্যা গায়ত্রীরূপে দেবগণের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, ব্রহ্মযজ্ঞে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সেই যজ্ঞ দিব্য শত বর্ষ ব্যাপিয়া সমাহিত হইতে লাগিল।

একদা দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চমুণ্ডে অলঙ্কৃত হইয়া, কপাল গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষাভিলাষে ঐ যজ্ঞে সমাগত হই-লেন। ঋত্বিক ও সদস্যগণ তাঁহাকে চিনিতে না পরিয়া, অনুযোগপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, তোমার আকার ও বেশবিন্যাস নিতান্ত জুগুপ্সিত এবং বেদবাদিগণের একান্ত নিন্দনীয়। তোমার ন্যায় কদাচার পুরুষকে যজ্ঞবাটে প্রবেশ করিতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। তুমি কেন এখানে আগমন করিলে?

দ্বিজগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া, বারংবার এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, মহেশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! স্বয়ং ব্রহ্মা এই যজ্ঞ করিয়াছেন। ইহা সকলেরই সন্তোষদায়ক। ফলতঃ, অন্য কোন ব্যক্তিই ইহাতে উৎসারিত হইবে না; ইহাই এই যজ্ঞের মুখ্যব্রত। তবে কেন তোমরা আমাকে প্রতিষেধ করিতেছ?

সদস্য ঋত্বিকগণ কহিলেন, তুমি কপালী, যজ্ঞে তোমার প্রবেশাধিকার কোথায়? অতএব তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। মহাদেব কহিলেন, হে দ্বিজগণ! আমি কিছু ভোজন করিয়া পরে গমন করিব। তোমরা আমারে

প্রতিষেধ করিও না। এই বলিয়া তিনি সম্মুখে কপাল ন্যস্ত করিলেন। এবং দ্বিজগণের বক্রতা ও কুটিলতা দর্শন করিয়া, সেই সম্মুখস্থ কপাল সকলের অগোচরে যজ্ঞের এক প্রান্তে বিসর্জ্জন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি পুষ্কর-তীর্থে স্নান করিতে চলিলাম। অনন্তর সদস্যগণ, আচ্ছা তাহাই কর, বলিলে, সেই দেবাধিদেব মহাদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কৌতূহলাক্রান্ত দেবতাদিগকে সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন। হে কুরুরাজ! কপর্দ্দী মহাদেব পুষ্করতীর্থে প্রস্থান করিলে, ব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই কপাল অতি অশুভ পদার্থ। ইহা যজ্ঞসভায় থাকিতে, আমরা কখন হোম করিতে পারিব না। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য আকর্ণন করিয়া কহিলেন, কপাল কখন অপবিত্র নহে। অতএব আমি ইহা উৎসারিত করিব। এই বলিয়া তিনি স্বয়ং হস্ত দ্বারা সেই কপাল যজ্ঞশালা হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে আর এক কপাল তথায় নিপতিত হইল। তাহাও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সমুদ্ধৃত করিলেন। এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, বিংশতি, ত্রিংশত, পঞ্চাশৎ, শত, শতসহস্র ইত্যাদি ক্রমে ভূরি ভূরি কপাল তথায় প্রাদুর্ভূত হইলে, ব্রহ্মা বারংবার প্রক্ষিপ্ত করিয়াও, কোনমতেই তাহাদের শেষ করিতে পারিলেন না। যত নিক্ষেপ করেন, ততই প্রাদুর্ভূত হয়। এই বিস্ময়াবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়া সকলে দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তিনি পুষ্করতীর্থে বাস করিতেছেন অবগত হইয়া, তথায় গমন করিলেন। অন-

সুর সকলে সমবেত হইয়া আশুতোষের সন্তোষসাধনার্থ স্তব করিতে লাগিলেন। দেবদেব শম্ভু তাঁহাদের ভক্তিসহকৃত স্তুতি বাক্যে পরম সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিলেন। হে ভীষ্ম! দ্বিজাতিগণ তৎকালে ভক্তিভরে একান্ত অবনত হইয়াছিলেন। ভগবান্ ভবদেব তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! কপাল ব্যতিরেকে কিরূপে পুরোডাশ নিষ্পন্ন হইতে পারে? আমি আদেশ করিতেছি, তোমরা আমার অভীষ্টভাগ বিধান কর। তাহা হইলেই, আমার অনুশাসন সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হইবে। দ্বিজাতিগণ কহিলেন, হে শম্ভো! আমরা সর্ব্বথা আপনার অনুশাসন সমাহিত করিব।

অনন্তর কপালপাণি ভগবান্ ভবদেব পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে প্রজাপতে! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার যাহা প্রিয় ও অভিলষিত হয়, বর প্রার্থনা কর। হে বিভো! আমি তৎসমস্তই তোমাকে প্রদান করিব। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। ব্রহ্মা কহিলেন, আমি দীক্ষিত ও সভাস্থিত হইয়াছি; বিশেষতঃ, সংসারে যে ব্যক্তি আমার নিকট প্রার্থনা করে, আমি তাহার সমুদায় কামনা প্রদান করিয়া থাকি, অতএব তোমার নিকট বরগ্রহণ করিতে পারিব না। বরদ পিতামহ এইপ্রকার কহিলে, দেবদেব শম্ভু, আচ্ছা তাহাই হউক, বলিয়া, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর মন্বন্তর অতিবাহিত হইলে, ভূতভাবন ভবদেব পুনরায় দ্বিজাতিদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, যজ্ঞসভায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি কৌতুক-

বশতঃ দিগম্বরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, মত্তের ন্যায় আগমন করিয়াছিলেন। দ্বিজাতিগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া, কেহ হাস্য, কেহ ভৎর্সনা, কেহ বা পাংশুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কেহ অতিমাত্র দর্পিত হইয়া, লোষ্ট্র ও লগুড় দ্বারা তাঁহারে আচ্ছন্ন, এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ পরস্পর হাস্য করিয়া, তাঁহার বিভ্রম সমুৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যান্য বটুগণ জটাগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কোন্ ব্যক্তি তোমারে এইপ্রকার ব্রতচর্য্যা উপদেশ করিল? কেহ কেহ বলিল, এখানে স্ত্রীলোক সকল অবস্থান করিতেছেন। তুমি কি জন্য এরূপ জুগুপ্সিত দিগম্বর বেশে তাহাদের মধ্যে আগমন করিলে? কোন্ পাপাচার গুরু তোমারে এইপ্রকার শিক্ষা দিল যে, তুমি উন্মত্তের ন্যায়, প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে, সভামধ্যে ধাবমান হইতেছ?

ছদ্মবেশী মহাদেব প্রচ্ছন্ন বাক্যে প্রতিবচন প্রদান করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! ব্রহ্মা আমার শিশ্ন, বিষ্ণু আমার যোনি। এই উভয়ের পরস্পর ঘর্ষণবশতঃ লোকবীজ সমুৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অন্যথা হইলে, সমুদায় লোক নিতান্ত ক্লিশ্যমান হইয়া থাকে। আমি এই পুত্র সমুৎপাদন করিয়াছি এবং স্বয়ং ইহা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই সমুদায় সৃষ্টি মহাদেবের কল্পিত। তিনি হিমালয়ে ভার্য্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। উমা রুদ্রের হস্তে সমর্পিত হইয়াছেন। তিনি কাহার তনয়া হইবেন। তোমরা মূর্খ, কিছুই জান না। আমার এই ব্রতচর্য্যা ব্রহ্মার কল্পিত, বিষ্ণুর প্রদর্শিত অথবা দেবদেব গিরিশের উপদিষ্ট নহে।

ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া, রোষাবেশে কহিতে লাগিলেন, রে দুরাচার! বিড়ম্বনা করিতেছ। অদ্য তুমি আমাদের নিশ্চয়ই বধ্য। এই বলিয়া সকলে মিলিত হইয়া, তাঁহারে অধিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে নৃপসত্তম! অবিমুক্ত ভব তাহাতে কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজাতিগণ! তোমরা পরমদয়ালু ও সর্ব্বভূতে মৈত্রসম্পন্ন। কি জন্য আমারে উন্মত্ত ও হতচেতন বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেছ? কপট ক্ষিপ্তরূপধারী মহাদেব এইপ্রকার বাক্যবিন্যাস করিলে, ব্রাহ্মণগণ সেই দেবদেবের মায়ায় বিমোহিত হইয়া, তাঁহারে বাস্তবিক উন্মত্ত বিবেচনা করিয়া, পাণি, পাদ ও মুষ্টি দ্বারা প্রহার ও তাড়না করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ এই প্রকারে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে দেবাধিদেব মহাদেব নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়া বলিলেন, তোমরা বেদবিহীন, পরদারসেবী, বেশ্যাসক্ত ও পিতৃমাতৃ-বিবর্জ্জিত হইবে। কোন কালেই পুত্র, পৌত্র, গৃহ, বিত্ত ও বিদ্যালাভ করিতে পারিবে না। অধিকন্তু, তোমরা আমার শাপপ্রভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়পরিশূন্য ও নিরতিশয় ভীষণ হইয়া, সর্ব্বদা শিক্ষা ও পরপিণ্ডে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং ধনহীন হইয়া, বৃথা আশার অনুসরণপূর্ব্বক তাহার প্রভাবে নির্দ্দয় প্রভুদিগের গুণ গান করিয়া, বৃথা পর্য্যটন করিবে। কিন্তু যে সকল দ্বিজাতি আমার এই মত্তবেশ অবলোকন করিয়া, করুণা প্রদর্শন করিয়াছে. তাহাদের ধন, পুত্র ও শত শত দাস দাসীলাভ হইবে এবং তাহারা সর্ব্বদাই সুখসচ্ছন্দে

বাস করিবে। কদাচ আমার এই বাক্যের অন্যথা হইবে না। ভূতভাবন ভবানীপতি এইরূপে শাপ ও বর দান করিয়া, তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন। তিনি অন্তর্হিত হইলে, ব্রাহ্মণগণের চৈতন্য সমুদ্ভূত হইল। তাঁহারা ব্যাকুল ও শংকিত হইয়া, ইতস্ততঃ তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুত্রাপি তাহাঁরে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা ঐকান্তিকনিয়মসম্পন্ন হইয়া, পুষ্করক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। তথায় পবিত্র সলিলে যথাবিধি স্নান করিয়া, মহাদেবের তুষ্টি সাধন জন্য এক মনে পরমসমাধিসহকারে শতরুদ্রিয় জপ করিতে লাগিলেন। জপাবসানে ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন ও তাঁহাদের সাক্ষাৎকারে সমুপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ! যে সকল ব্রাহ্মণ শান্ত, দান্ত, ভক্তিসম্পন্ন ও আমাতেই যাঁহাদের অন্তঃকরণ সমাহিত, আমার শাপ কোন ক্রমেই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে না। যাঁহারা অগ্নিহোত্রনিরত ও ভগবান্ জনার্দনের একান্ত ভক্ত; যাঁহাদের মতি শমগুণে সংন্যস্ত এবং যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তেজোরাশি দিবাকর ও পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করেন, তাঁহাদের কখন অমঙ্গলসম্ভাবনা নাই।

ভগবান্ ভবদেব এইমাত্র বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, সেই দেবদেব মহেশ্বরের নিকট এইপ্রকার প্রসাদসহিত বরলাভ করিয়া, পিতামহ ব্রহ্মা যে স্থানে অধিষ্ঠান করিতেছিলেন, ব্রাহ্মণগণ দেবগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইলেন। এবং তাহাঁর পুরোভাগে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নানাপ্রকার স্তুতিসহকারে তদীয় সন্তোষসাধন করিতে লাগিলেন। পিতামহ তাঁহাদের প্রমুখাৎ সমস্তশ্রবণপূর্ব্বক পরম-

পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে মৃদু মধুর বাক্যে বলিলেন, হে দ্বিজাতিমণ্ডল! তোমরা আমার নিকটও বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাদের এই ব্যবহারে নিতান্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমাদের কাহার কি প্রার্থনা, নির্দ্দেশ কর। তোমরা অবিশঙ্কিত হইয়া, ধন, ধর্ম্ম, নীতি, যাহা ইচ্ছা বরণ কর। পিতামহ পরিতুষ্ট হইয়া, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, দ্বিজাতিগণ সকলেই নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমাদের ধনে প্রয়োজন নাই। যাহাতে আমরা অগ্নিহোত্র, বেদ, বিবিধ শাস্ত্র ও শান্তিময় লোকপরম্পরা লাভ করিতে পারি, আপনি সেইরূপ বর প্রদান করুন। কতিপয় ব্রাহ্মণ অন্যবিধ বর প্রার্থনা করিলেন। আর কতকগুলি আর এক প্রকারে স্ব স্ব কামনা বিনিবেদিত করিলেন। তাঁহাদের পরস্পর এইরূপ মতভেদ নিরীক্ষণ করিয়া, ব্রহ্মা রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি প্রধান এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা বয়সে শ্রেষ্ঠ? তাহাতে দ্বিজাতিগণ, নেতি নেতি, বলিয়া সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে পিতামহ রোষাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, যেহেতু, তোমরা তিনদলে বিভক্ত হইয়া, আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিতেছ, সেই হেতু, তোমাদের মধ্যে একদল আমূলিকগণ নামে বিখ্যাত হইবে। যাহারা উদাসীন, ক্রোধপরীত, অমর্ষসমন্বিত ও গৃহীতায়ুধ হইয়া যুদ্ধাভিলাষে অধিষ্ঠান করিতেছে, তাহারা কৌশিকীনামক দ্বিতীয়গণে পরিণত হইবে। হে ব্রাহ্মণগণ! আমি অভিসম্পাত করিতেছি, তোমাদের তৃণ, ভূমি ও জল প্রভৃতি

সমুদায় বস্তুই বিনষ্ট হইবে এবং কিছুই অবিক্রেয় থাকিবে না। তোমরা প্রতিগ্রহপরায়ণ ও লোভবশতঃ বিনষ্টবুদ্ধি হইয়া, পরস্পর কোপ প্রকাশ করিবে। তোমরা এইপ্রকার রুদ্রশাপে আক্রান্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমাদের মধ্যে যাঁহারা বেদাদি প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারা আমার প্রসাদে চিরস্থায়ী অভঙ্গুর পদ লাভ করিবেন। পিতামহ এই বলিয় শাপপ্রদান করিলে, সেই সকল ব্রাহ্মণ দেবগণের সহিত প্রস্থান করিলেন।

হে রাজসত্তম ভীষ্ম! এই ব্রহ্মসংজ্ঞিত পুষ্করতীর্থ পরম ক্ষেত্রস্বরূপ। যে সকল ব্রাহ্মণ শান্তিগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক তথায় অধিষ্ঠান করে, ব্রহ্মলোকে তাহাদের কিছুই দুর্লভ হয় না। ব্রহ্মক্ষেত্র কোকামুখ, ঋষিসঙ্গম, নৈমিষ, বারাণসী, প্রয়াগ, বদরিকাশ্রম, গঙ্গাদ্বার, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, রুদ্রকোটী, বিরূপাক্ষ, মিত্রবন, এই সকল তীর্থক্ষেত্রে আত্মসংযম করিলে, মনুষ্য যে দ্বাদশাব্দিক সিদ্ধি লাভ করে, একমাত্র পুষ্করক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য্যে মনোনিবেশ করিলে, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ফলতঃ, এই পুষ্করক্ষেত্র, তীর্থ সকলের মধ্যে পরম তীর্থ ও ক্ষেত্র সকলের মধ্যে পরম ক্ষেত্র। যে সকল ব্রাহ্মণ পিতামহে ঐকান্তিকভক্তিসম্পন্ন, তাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে ইহার পূজা করেন।

এক্ষণে ব্রহ্মার সহিত সাবিত্রীর যেরূপ বিবাদঘটনা হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। সাবিত্রী যজ্ঞশালায় গমন করিতে অভিলাষিণী হইলে, ভৃগুবংশসম্ভূতা বিষ্ণুপত্নী যশস্বিনী কমলা, অপ্সরাগণসমভিব্যাহারিণী পুলোমদুহিতা শচী, ধূম্রবর্ণা স্বাহা, বরাননা স্বধা, মহাধনা গৌরী, মনের ন্যায় বেগ-

শালিনী বায়ুপত্নী, কুবেরপ্রিয়া ভগবতী ঋদ্ধি, এই সকল দেবরমণী ও দেবকন্যা আমন্ত্রিত হইয়া, ত্বরাপূর্ব্বক তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। দনুবল্লভা দানবীগণ, সপ্তর্ষি ও ঋষিদিগের পত্নী, ভগিনী ও দৌহিত্রীগণ, বিদ্যাধরী ও লোকমাতৃগণ, রাক্ষসকন্যা ও মাতৃকা সকল এবং সমুদায় আদিত্যমণ্ডল ও যাবতীয় দক্ষকন্যা বন্ধুবান্ধব ও স্নুষাসমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইলেন। পতিব্রতা কমলালয়া সাবিত্রী তাঁহাদের সহিত গমনে সমুদ্যতা হইলেন। তখন কেহ মোদক, কেহ বা ফলপূরিত সূর্প গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ বিচিত্র দাড়িম, কেহ কবীর, কেহ সুস্বাদু জম্বীর, কেহ সুপক্ক বিল্ব, কেহ বা চিপিটক, কোন কোন বরাঙ্গনা নানাবিধ অন্নবিকার, কেহ বা এইরূপ ও অন্যরূপ বিবিধ দ্রব্য সূর্প মধ্যে গ্রহণ করিয়া, পতিব্রতা সাবিত্রীর সমভিব্যাহারে পরম পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিলেন। তৎকালে তাঁহাদের অলৌকিক রূপবিভবে চতুর্দ্দিক আলোকিত ও সমুদায় যজ্ঞসভা যেন সমুদ্ভাসিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল। দেবরাজ ইন্দ্র আভীরকন্যাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সাবিত্রী ব্রহ্মার সমীপে আগমন করিবেন না। এক্ষণে তাঁহারে সমাগত দেখিয়া, তিনি নিরতিশয় শঙ্কিত ও একান্ত সঙ্কুচিত হইলেন। পিতামহও তাঁহারে অবলোকন করিয়া, নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবাপন্ন হইলেন, এবং সাবিত্রী কি বলিবেন, ভাবিয়া অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার বদনকমল নিতান্ত ম্লান হইয়া উঠিল। বিষ্ণু, রুদ্র, সভাসদ ও দ্বিজাতিগণ এবং অন্যান্য অমরবর্গ, সকলেরই অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার

হইল। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মাতুল, ভ্রাতা, এবং যাঁহারা দেবগণেরও দেবতা, ঋভুনামা সেই সকল দেবগণও নিরতিশয় ভীত হইয়া, সাবিত্রী কি বলেন, ব্রহ্মা ও আভীরকন্যাই বা কিরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন, শুনিবার জন্য মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অলক্ষ্যে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তৎকালে কোন ব্যক্তিই মুখর বা অগ্রণী হইয়া, আত্মপ্রদর্শন বা কোনপ্রকার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইলেন না। সমুদায় সভামণ্ডলী নির্ব্বাত ও নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়, স্পন্দনশূন্য ও বাক্যশূন্য হইয়া, কেবল ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই বরবর্ণিনী সাবিত্রী অধর্য্যু কর্ত্তৃক আমন্ত্রিতা হইয়া, এখানে আগমন করিয়াছেন। আর, দেবরাজ পুরন্দর এই আভীরকন্যাকে আনয়ন ও স্বয়ং বিষ্ণু রুদ্রের অনুমোদনানুসারে পিতামহহস্তে ইহাঁরে সম্প্রদান করিয়াছেন। ইহাঁর পিতাও তদ্বিষয়ে সম্মতি দিয়াছেন। এক্ষণে পতিব্রতা সাবিত্রী কিরূপে যজ্ঞে অধিষ্ঠান করিবেন এবং কি রূপেই বা এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে? হে কুরুপিতামহ! সকলে শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া, এইপ্রকার চিন্তমান হইলে, কমলালয়া সাবিত্রী তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, কমলযোনি ব্রহ্মা সহস্র সহস্র দেবতা ও ঋত্বিগ্‌গণে পরিবৃত হইয়া আসীন রহিয়াছেন। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া, অনবরত অনলে আহুতি প্রদান করিতেছেন। হরিণনয়না আভীরকন্যা বদ্ধমেখলা হইয়া, ক্ষৌমবস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক পরব্রহ্মের ধ্যান করত পত্নীশালায় অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। তিনিই এক্ষণে পতির আদরভাগিনী ও প্রধান পদে বিনিবেশিতা হইয়াছেন। এবং তেজে ভাস্করপ্রতিমা ধারণ-

পূর্ব্বক তদীয় প্রভার ন্যায় সমুদায় সভামণ্ডপ সমুদ্ভাসিত করিতেছেন। হুতাশন ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া, যেন পশুভাগ গ্রহণ করিতেছেন। সমুদায় দেবগণ যজ্ঞ-ভাগার্থী হইয়া, তথায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি প্রবেশ করিলে, কেহই কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। পিতা-মহও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। এই সকল দর্শন করিয়া, বরাননা সাবিত্রী নিরতিশয় রোষাবিষ্টা হইলেন। এবং পিতামহকে সম্বোধন করিয়া সভামধ্যে বলিতে লাগিলেন, হে দেব! আপনি কি বুঝিয়াছেন? আমি আপনার পত্নী, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, আপনি নিতান্ত অসদনুষ্ঠান ও একান্ত পাপাচরণ করিয়াছেন, ইহা কি আপনার অনুভূত হইতেছে না? এই গোপকন্যা তুচ্ছাতি-তুচ্ছা, কখনই আমার সমান নহে। লোকে বলিয়া থাকে, যোগ্যের সহিত যোগ্যা সঙ্গতা হয়, এ কথা মিথ্যা নহে। অদ্য ইহা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিলাম। আপনি রূপলোভে মোহিত হইয়া, নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখুন, আপনি দেবগণের পিতামহ ও ঋষিগণের প্রপিতামহ। গোপকন্যা পরিগ্রহ করিয়া, আপনার কি লজ্জা হইতেছে না? এই দেখুন, এই সকল ব্যক্তি আপনারে দর্শন করিয়া হাস্য করিতেছে; আমিও নিরতিশয় অবমানিতা হইয়াছি। যদি ইহাই আপনার স্থিরসংকল্প হয়, আপনি অধিষ্ঠান করুন। আপনারে নমস্কার করি। এক্ষণে আমি সখীগণসমাজে কিরূপে মুখদর্শন করাইব। মদীয় স্বামী বিধাতা অন্য পত্নী পরিগ্রহ করিয়াছেন; একথাই বা কিরূপে তাঁহাদিগকে বলিব।

ভগবতী সাবিত্রী রোষকষায়িত হইয়া বারংবার এই-প্রকার বলিলে, ব্রহ্মা অপ্রতিভ হইয়া, স্খলিত বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে দেবি! ঋষিগণ আমারে যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়া বলিলেন, পত্নীব্যতিরেকে কখনই হোমক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অতএব আপনি পত্নী আনয়ন করুন। তাঁহাদের বাক্যে দেবরাজ ইন্দ্র এই আভীরকন্যাকে আনয়ন করিলে, স্বয়ং বিষ্ণু ইহাঁরে পত্নীরূপে আমার হস্তে সম্প্রদান করেন। তাহাতেই আমি ইহাকে বরণ করিয়াছি। এবিষয়ে আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি আমারে ক্ষমা কর। হে সুব্রতে! আমি আর কখন অপরাধ করিব না। এক্ষণে তোমার পদতলে নিপতিত হইয়া, প্রার্থনা ও প্রণাম করিতেছি, তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই প্রথম অপরাধ মার্জ্জনা কর। হে সুভ্রু! আমি তোমারই ভক্ত ও অনুগত।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে কুরুপিতামহ! সাবিত্রী নিরতিশয় রোষান্বিতা হইয়াছিলেন। অতএব পিতামহ নানাপ্রকার অনুনয় সহকারে কাতর বাক্যে বারংবার এই প্রকার প্রার্থনা করিলেও, তাঁহার করুণাসঞ্চার বা রোষাপনয়ন হইল না। তিনি ক্রোধভরে দ্বিগুণতর অধীর ও অভিভূতা হইয়া, তাঁহারে অভিশপ্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, যদি আমি তপোনুষ্ঠান বা গুরুগণের সন্তোষ সমুৎপাদন করিয়া থাকি, তাহা হইলে, পৃথিবীর কুত্রাপি কেহ কখন ব্রহ্মার পূজা করিবে না। হে বিভো! আমি সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি, দ্বিজাতিগণ কেবল কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে আপনার পূজা করিবেন। এই সাংবৎসরী কার্ত্তিকী পূজা ব্যতিরেকে আর কখন আপনার পূজা হইবে না। হে বিভো! আপনি আমার

প্রতি কোপ করিবেন না। যেহেতু আঘাত করিলে, আঘাত পাইতে হয়, তাহাতে সংশয় নাই। এই বলিয়া তিনি ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! তুমি এই আভীর-কন্যাকে ব্রহ্মার সমীপে আনয়ন করিয়াছ। তোমারেও অভিশপ্ত করিব। তুমি যেরূপ ক্ষুদ্রকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, সেইরূপ তাহার ফলপ্রাপ্ত হইবে। হে শতক্রতো! তুমি যখন সংগ্রামমুখে অধিষ্ঠান করিবে, তখন শত্রু কর্ত্তৃক বদ্ধ ও সংশয়দশায় উপস্থিত হইয়া, তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না। প্রত্যুত, নিতান্ত ক্ষীণবল ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়া, তাহাদের নিকট অবস্থান করিবে। এইরূপ নিদারুণ পরাভবযন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় অচিরাৎ মুক্তি লাভ করিবে। হে রাজকুলধুরন্ধর পিতামহ ভীষ্ম! ভগবতী সাবিত্রী ইন্দ্রকে অভিশাপপ্রদানপূর্ব্বক বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তুমি এই আভীরকন্যাকে পিতামহহস্তে সম্প্রদান করিয়া যেরূপ জুগুপ্সিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, এক্ষণে তাহার অনুরূপ ফল ভোগ কর। হে মধুমথন! তুমি যখন মহর্ষি ভৃগুর নিদেশানুসারে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে, তখন তোমাকে দুঃসহ পত্নীবিয়োগযন্ত্রণা অনুভব করিতে হইবে। দুর্জ্জয় শত্রু ত্বদীয় প্রিয়তমা পত্নীরে হরণপূর্ব্বক জলনিধির পরপারে আনয়ন করিবে, তুমি জানিতে না পারিয়া, শোকে হতচেতন ও দুঃখভরে নিতান্ত অবসন্ন হইবে। এবং ভ্রাতার সহিত নিরতিশয় দুঃখিত ও পদে পদেই একান্ত বিপন্ন হইয়া, অতি কষ্টে বহুকাল পশুগণের পার্শ্বে অধিষ্ঠান করিবে। তৎকালে তোমার ক্লেশ ও মনোদুঃখের সীমা থাকিবে না। অনন্তর ক্রোধভরে রুদ্রকে

অভিশপ্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে হর! তুমি যখন দারুবনে অবস্থান করিবে, তখন ঋষিগণ ক্রোধপরীত হইয়া, তোমারে শাপ প্রদান করিবেন। হে ক্ষুদ্রকপালিক! সেই শাপপ্রভাবে তোমার লিঙ্গ ভূমিতে পতিত হইবে। তুমি পুরুষত্বপরিহীন হইয়া, নিতান্ত দুর্নিবার যাতনা অনুভব করিবে। অনন্তর অগ্নিকে শাপ প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে হব্যবহ! তুমি পূর্ব্বে মদীয় পুত্র পরম তপস্বী ভৃগুর শাপপ্রভাবে সর্ব্বভক্ষ হইয়াছ। আমি আর দগ্ধ দহন করিতে অভিলাষিণী নহি। কিন্তু হে জাতবেদঃ! তুমি আমারে নিতান্ত মর্ম্মপীড়া প্রদান করিয়াছ। আমি তোমার নিকট কোনরূপেই অপরাধিনী নহি। এইজন্য সত্য করিয়া বলিতেছি, রুদ্রের শুক্রে তুমি প্লাবিত হইবে এবং ত্বদীয় জিহ্বা অপবিত্র বস্তু সমুদায়ে নিতান্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিবে। তদনন্তর ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণদিগকেও শাপদানে সমুদ্যতা হইয়া, বলিতে লাগিলেন, হে ঋত্বিগ্‌গণ! তোমরা অকৃতাপরাধে আমারে পরিত্যাগ করিয়া, এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছ। সেই পাপে তোমরা প্রতিগ্রহজন্য হোতৃকার্য্যে ব্যাপৃত ও বৃথা পর্য্যটন করিয়া, একান্ত পরিশ্রান্ত হইবে; লোভবশতঃ লোকমধ্যে ক্ষেত্র ও তীর্থ সমুদায়ে গমন করিবে; পরান্নে উদরপূর্ত্তি ও স্বগৃহে অধিষ্ঠান করিয়া সর্ব্বদাই পরিতৃপ্ত হইবে; অযাজ্য যাজন, কুৎসিত প্রতিগ্রহ, ও বৃথা ধনোপার্জ্জন করিয়া, অনর্থক ক্লেশভার বহন করিবে; এবং মরণানন্তর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। বরাননা সাবিত্রী এইরূপে বিপুল রোষভরে কম্পান্বিতা হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্র, ভগবান্ বিষ্ণু, দেবাধিদেব রুদ্র

তেজস্বিপ্রধান বহ্নি, পিতামহ ব্রহ্মা এবং বেদপারগ দ্বিজাতি, সকলকেই অভিশপ্ত করিলেন। শাপদানানন্তর সভা হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া, জ্যেষ্ঠ পুষ্করে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কমলালয়া লক্ষ্মী ও অন্যান্য যুবতিগণ তাঁহারে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকেই আমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন, আমি এইরূপে অবমানিতা হইয়া, আর এই সভায় অধিষ্ঠান করিতে পারিব না। যেখানে লোকের কোলাহল নাই, তথায় গমন করিব। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই সকল প্রমদা তাঁহারে পরিহারপূর্ব্বক স্ব স্ব নিকেতনে গমনোদ্যতা হইলেন। সাবিত্রীর ইচ্ছা ছিল, তাঁহারা তদীয় সহবাসে অধিষ্ঠান করেন, কিন্তু কেহই তাঁহার বাক্যে প্রত্যভিনন্দন করিলেন না। তদ্দর্শনে তিনি পুনরায় রোষান্বিত হইয়া, তাঁহাদিগকে শাপ দিয়া বলিলেন, এই সকল দেবকন্যা কেহই আমার দুঃখে দুঃখিত নহে। আমাকে অনায়াসেই পরিহার করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ইহারা যেরূপ কৃতঘ্নার ন্যায়, নির্দ্দয়ার ন্যায়, আমাকে পরিহার করিল, সেইরূপ, আমি ইহাদিগকে কুৎসিত শাপ প্রদান করিব। এই বলিয়া লক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হে চপলে! তুমি নিরতিশয় ক্ষুদ্রা, সর্ব্বদা চলচিত্তা হইয়া, কদাচ এক স্থানে বাস করিতে পারিবে না। এবং সর্ব্বদা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মূর্খের হস্তেই পতিত হইবে। অধিকন্তু, যাহারা ম্লেচ্ছ, যাহারা পার্ব্বতীয়, যাহারা কুৎসিত, যাহারা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, যাহারা অহঙ্কৃত ও উদ্ধত এবং যাহারা অভিশপ্ত ও নিতান্ত দুরাচার, এইরূপ ব্যক্তিগণ মধ্যেই তুমি বাস করিবে। অনন্তর দেব-

রাজপত্নী শচীদেবীরে শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, রে দুষ্ট-চারিণি! দেবরাজ ব্রহ্মহত্যাপাপে আক্রান্ত হইয়া, স্বর্গভ্রষ্ট ও নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইলে, মহারাজ নহুস তদীয় পদে অধিরূঢ় হইয়া, তোমারে অবলোকনপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে। এবং বলিবে, আমিই ইন্দ্র; এই তরলমতি শচী কি জন্য আমার উপাসনা করিবে না। যাহা হউক, যদি আমি এই শচীরে লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে, সমুদায় দেবতা-দিগকে বিনষ্ট করিব। হে দুরাচারে! হে গর্ব্বিতে! তৎ-কালে তোমার সমুদায় অভিলষিত বিধ্বস্ত ও নিরতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইবে। তুমি নহুষভয়ে একান্ত ভীত ও সঙ্কু-চিত হইয়া বাস করিবে। আমার শাপ কোনমতেই ব্যর্থ হইবে না। অনন্তর অন্যান্য দেবপত্নীদিগকে শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, আমি সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা কখন অপত্যজনিত প্রীতি অনুভব করিতে পারিবে না। ভগবতী গৌরীকেও ঐরূপে শাপ প্রদান করিলেন।

হে নৃপসত্তম! বরবর্ণিনী সাবিত্রী সকলকে এইরূপে অভিশপ্ত করিয়া, দুর্নিবার অভিমানভরে রোদন করিতে লাগিলেন। অবিরলবিগলিত অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া, মধুর বাক্যে বলিলেন, হে বিশালাক্ষি! তুমি এখানে আগমন কর। আর রোদন করিও না। হে শুভে! এই যজ্ঞসভায় প্রবেশ করিয়া, ক্ষৌম বস্ত্র ও দীক্ষা গ্রহণ কর। আমি তোমার পদে ধরি, প্রণাম করিতেছি, তুমি আমাদের অপ-রাধ মার্জ্জনা কর। হে রাজসত্তম! দুরত্যয় অভিমানভরে সাবিত্রীর হৃদয় বিদলিত হইয়াছিল। অতএব তিনি বিষ্ণুর

অনুনয়সহকৃত সান্ত্বনাবাক্যে কোন মতেই ক্ষান্ত না কহিলেন, আমি তোমার বাক্য কদাচ গ্রহণ করিব না। পিতামহ অকৃতাপরাধে অবমাননা করিয়াছেন। যেখানে তাঁহার শব্দ শ্রুতিগোচর হইবে না, তথায় গমন করিব। আর আমি ইহার মুখ দর্শন করিতে অভিলাষিণী নহি। এই বলিয়া পতিব্রতা সাবিত্রী পর্ব্বতের উচ্চতম প্রদেশে আরোহণপূর্ব্বক অধিষ্ঠিতা হইলেন। বিষ্ণুও বদ্ধাঞ্জলি ও পরমপ্রণত হইয়া, তথায় অবস্থানপূর্ব্বক ঐকান্তিকভক্তিসহকারে তাঁহার সন্তোষসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে পিতামহ! তিনি সাবিত্রীরে নানাপ্রকারে স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে পতিব্রতে! তুমি সকলের ঈশ্বরী। সর্ব্বত্রই তোমার গমনাগমন ও সর্ব্বভূতেই তোমার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি এই পৃথিবী সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া, সকলের নিয়ন্ত্রী ও বিধাত্রীরূপে অধিষ্ঠান করিতেছ। এই সপ্তভুবনের যে কিছু বস্তু, সমুদায়ই তুমি; তোমা ভিন্ন এই সংসারে কিছুই নহে। তুমিই ইহার সত্তা, তুমিই ইহার অধিষ্ঠাত্রী এবং তুমিই ইহার স্বরূপ। হে ভুবনেশ্বরি! তুমি এইরূপে সর্ব্বভুবনব্যাপিনী ও সর্ব্বত্র বিরাজমানা হইলেও সিদ্ধিকাম ও ভূমিকাম ব্যক্তিগণ তোমারে যে যে স্থানে অবলোকন ও যে যে রূপে স্মরণ করিয়া থাকে, তাহা আমার অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি তৎসমস্ত যথাযথ বর্ণন করিব। হে শুভে! তুমি তীর্থগণাগ্রগণ্য পুষ্করে সাবিত্রী, বারাণসীতে বিশালাক্ষী, নৈমিষে লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে ললিতাদেবী, গন্ধমাদনে কামুকা, মানসে কুমুদা, অম্বরে বিশ্বকায়া, গোমতে গোমতী, মন্দারতীর্থে কামচারিণী, চৈত্ররথে মদোৎকটা, হস্তিনাপুরে জয়ন্তী, কান্য-

কুব্জে গৌরী, মলয় পর্ব্বতে রম্ভা, একাম্রকে কীর্ত্তিমতী, বিশ্বেশ্বরে বিশ্বা, কর্ণিকে পুরহূতী, কেদারে মার্গদায়িনী, হিমালয়পৃষ্ঠে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকালিকা, স্থানেশ্বরে ভবানী, বিল্বকে বিল্বপত্রিকা, শ্রীশৈলে মাধবীদেবী, ভদ্রেশ্বরে ভদ্রা, বরাহশৈলে জয়া, কমলালয়ে কমলা, রুদ্রকোটিতে রুদ্রাণী, কালঞ্জরপর্ব্বতে কালী, মহালিঙ্গে কপিলা, কর্কোটতীর্থে মুকুটেশ্বরী, শালগ্রামে মহাদেবী, শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া, মায়াপুরীতে নীলোৎপলা, ললিততীর্থে লসন্তী, সহস্রাক্ষে উৎপলাক্ষী, মহোৎপলে হিরণ্যাক্ষী, গঙ্গাতে মঙ্গলা, পুরুষোত্তমে বিমলা, বিশালাক্ষেত্রে অমোঘাক্ষী, পাণ্ডুপর্ব্বতে পাণ্ডলা, সুপার্শ্বে নারায়ণী, ত্রিকুটে রুদ্রসুন্দরী, বিপুলে বিপুলা, মলয়াচলে কল্যাণী, কোটরা তীর্থে কোটরী, গন্ধমাদনে সগন্ধা, কুব্জাম্রকে ত্রিসন্ধ্যা, গঙ্গাদ্বারে হরিপ্রিয়া, শিবচণ্ডে শুভাচণ্ডা, দেবিকাতটে নন্দিনী, দ্বারবতীতে রুক্মিণী, বৃন্দাবনে রাধা, মথুরায় দেবকী, পাতালতীর্থে পরমেশ্বরী, বিন্ধ্যপর্ব্বতে সীতা, কালিন্দীতীর্থে রৌদ্রী, হরিশ্চন্দ্রে চন্দ্রিকা, বামতীর্থে বিমলা, যমুনায় মৃগাবতী, করবীরে মহালক্ষ্মী, বিনায়কে উমাদেবী, অরোগতীর্থে রোগহন্ত্রী, মহাকালে মহেশ্বরী, উষ্ণতীর্থে অভয়া, বিন্ধ্যকন্দরে অমৃতা, মাণ্ডব্যতীর্থে মাণ্ড্রবী, মহেশ্বরে মহাগৌরী, গণেশাতীর্থে প্রচণ্ডা, অমরকণ্টকে চণ্ডিকা, বরাহতীর্থে সোমেশ্বরী, প্রভাসে পুষ্করাবতী, সরস্বতীতীর্থে মাতাদেবী, পারতটে পারা, মহালয়ে মহাপদ্মা, পয়োষ্ণীতীর্থে পিঙ্গলেশ্বরী, কৃতসৌরে সিংহিকা, কার্ত্তিকেয়তীর্থে শঙ্করী, উৎপলাবর্ত্তকে কালাদেবী, সিন্ধুসঙ্গমে সুভদ্রা, সিন্ধুবনে লক্ষীমাতা, ভরতাশ্রমে তরঙ্গা, জালন্ধরে বিশ্বমুখী,

বিন্ধ্যশৈলে তারকা, দেবদারুবনে পুষ্টি, কাশ্মীরমণ্ডলে মেধা, হিমালয়ে ভীমাদেবী, সেতুবন্ধে ঈশ্বরী, কপালমোচনতীর্থে শুদ্ধা, কায়াবরোহণে মাতাদেবী, শঙ্খোদ্ধারতীর্থে ধ্বনি, পিণ্ডারকবনে ধৃতি, চন্দ্রাভাগাতীর্থে কালী, অচ্ছোদক্ষেত্রে সিদ্ধিদায়িনী, নারায়ণতীর্থে দেবী, বদরিকাশ্রমে উর্ব্বশী, উত্তরকুলে ওষধীশা, কুশদ্বীপে কুশোদকা, হেমকুটে মন্মথা, কুমুদতীর্থে সত্যবাদিনী, শ্রমণালয়ে অশ্বত্থবন্দনী, বেদশালায় গায়ত্রী এবং ব্রহ্মসান্নিধ্যে সাবিত্রী। অধিক কি, তুমি সূর্য্যবিম্বে প্রভা, মাতৃগণের মধ্যে বৈষ্ণবী, সতীগণের মধ্যে অরুন্ধতী, রামাগণমধ্যে তিলোত্তমা, ব্রজমধ্যে ব্রহ্মকলা এবং শরীরদিগের শক্তিস্বরূপা। হে দেবি! তোমার এই অষ্টোত্তরশত নাম উদ্দেশতঃ উল্লিখিত হইল। এই অষ্টোত্তরশত নামে অষ্টাধিক শত তীর্থ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই অষ্টোত্তরশত নাম জপ বা শ্রবণ করে, এবং যে ব্যক্তি এই অষ্টাধিকশত তীর্থে স্নান করিয়া, সেই সেইরূপে তোমারে দর্শন করে, তাহার সমুদায় পাপ বিগলিত হইয়া যায়। এবং সে ব্যক্তি কল্পকাল ব্রহ্মলোকে অধিষ্ঠান করে। হে শুভে! যে ব্যক্তি ভক্তিযোগপবিত্রিত শ্রদ্ধাসহকারে ব্রহ্মার সন্নিধানে পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যাতে এই অষ্টশতক শ্রবণ করায়, তাহার বহুপুত্রলাভ হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গোদানে, শ্রাদ্ধদানে ও দেবগণের আরাধনাসময়ে অথবা প্রতিদিন ইহা শ্রবণ করিলে, বিদ্বান্ ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়েন।

হে রাজর্ষিসত্তম! ভগবান্ বিষ্ণু ভক্তিসমন্বিত হইয়া, এই প্রকার স্তব করিলে, সুব্রতা সাবিত্রী পরমপরিতুষ্টা হইয়া,

প্রসন্নবাক্যে তাঁহারে বরদান করিয়া কহিলেন, হে বিভো! তুমি আমারে সম্যক রূপে স্তব করিলে; এইজন্য তুমি সকল অবতারেই সকলের অজেয় ও সর্ব্বথা পিতৃমাতৃবৎসল হইবে। হে সুব্রত! তুমি এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক আমারে এই প্রকারে স্তব করিলে। সেইহেতু, সংসারে সর্ব্বদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত হইয়া, পরম স্থান প্রাপ্ত হইবে। হে বৎস! এক্ষণে গমন করিয়া যাহাতে পিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞ সমাপ্ত হয়, তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর। তোমার বাক্যেই আমার সমুদায় রোষ ও সমুদায় ক্ষোভ তিরোহিত হইয়াছে। আমি কুরুক্ষেত্রে ও প্রয়াগে অন্নদায়িনী হইব। এবং তোমার সমীপে স্থাপিতা হইয়া, ত্বদীয় নিদেশ পরিপালন করিব। তুমি নিরুদ্বেগে গমন কর। হে ভীষ্ম! বরাননা সাবিত্রী প্রসন্না হইয়া, প্রীত বাক্যে এইপ্রকার বরদান করিলে, দেবাধিদেব বিষ্ণু হর্ষাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মার যজ্ঞসভায় সমুপস্থিত হইলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে সাবিত্রীর চরিত্র বিজ্ঞাপিত করিলেন। সকলে শুনিয়া নিরুদ্বেগ ও পরমপ্রীত হইলেন।

কিন্তু আভীর কন্যা গায়ত্রী সপত্নী সাবিত্রীর এইপ্রকার চরিত্র অবলোকন ও আকর্ণন করিয়া, কোন মতেই প্রীতিলাভ করিতে পারিলেন না। মনে মনে যারপর নাই ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন। অনন্তর সপত্নীবিদ্বেষ হৃদয়-মধ্যে নিতান্ত সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিলে, তিনি একান্ত অসহমান হইয়া, সভাসমক্ষে বলিতে লাগিলেন, তোমরা এই ভর্ত্তৃসান্নিধ্যে আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি সন্তুষ্ট হইয়া, সকলকে বরদান করিতেছি। সাবিত্রী অকৃতাপরাধে রোষাবিষ্টা হইয়া, সকলকে অভিশপ্ত করিয়াছে। কিন্তু আমি

সত্যশপথ করিয়া বলিতেছি, যদি স্বামীর প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি থাকে, তাহা হইলে, সাবিত্রীর শাপ কোন অংশেই সফল হইবে না। প্রত্যুত যে সকল ব্যক্তি ভক্তি-সমন্বিত হইয়া, শ্রদ্ধাসহকারে পিতামহ ব্রহ্মার পূজা করিবে, তাহাদের ধন, ধান্য, পুত্র, কলত্র, গৃহ, বিত্ত, সুখ ও সৌভাগ্য লাভ হইবে। তাহাদের আলয় অবিচ্ছিন্ন সুখ ও পুত্রপৌত্রে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিবে। উপযুক্ত অন্নবস্ত্রের জন্য তাহাদের কখন লালায়িত হইতে হইবে না। তাহারা সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত বিষয় সম্ভোগ করিয়া চরমে মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ব্রহ্মগৃহ বিনির্ম্মাণ ও তাহাতে ব্রহ্মপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া, যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিবে, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ, সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্বপ্রকার দান ও সর্ব্বপ্রকার তীর্থে স্নান করিলে, যে ফলপ্রাপ্তি হয়, উল্লিখিত ব্যক্তি সেই প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহার কোটি গুণিত লাভ করিবে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় উপবাস করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিপদতিথিতে বিহিত বিধানে তাঁহার পূজা করিবে, তাহার ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হইবে, সন্দেহ নাই। কার্ত্তিক-মাসে দেবদেব ব্রহ্মার রথযাত্রা নিরূপিত হইয়া থাকে। ভক্তিসমন্বিত হইয়া এই রথযাত্রা বিধান করিলে, নিশ্চয়ই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অগ্রে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, পরে ইহাঁর পূজা করিবে। পূজা সমাহিত হইলে, গীত ও বাদ্যধ্বনি সহকারে রথে আরোহণ করাইবে। রথাগ্রে এই দেবদেবের বিহিত বিধানে পূজা করিয়া, ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও পরিপূর্ণাগ্রমণ্ডল সম্পাদন পূর্ব্বক ইহাঁকে রথে-অধিরূঢ় করিবে এবং প্রজাগর দ্বারা রজনী অতিবাহন

করিবে। নানাপ্রকার প্রেক্ষণ ও মনোহর বেদধ্বনি দ্বারা এইরূপে প্রজাগর করিয়া, প্রভাত হইলে, ভক্তিসহকারে বহুবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। পরে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যথাবিধানে মন্ত্রোচ্চারণ এবং জল ও পায়স সহকৃত আজ্য প্রদানানন্তর ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্ত্যাদিবাচন সম্পাদন করিবে। অনন্তর পুণ্যাহশব্দ সমাধান করিয়া, ব্রহ্মার রথ প্রচালিত এবং চতুর্ব্বেদপারগ দ্বিজাতিগণ দ্বারা তাহা পরিভ্রামিত করিবে। তৎকালে ব্রহ্মার দক্ষিণ পার্শ্বে গায়ত্রী ও সম্মুখভাগে পদ্ম স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপে সুমধুর শঙ্খ ও সুন্দর বাদিত্রধ্বনি পুরঃসর ব্রহ্মরথ পরিভ্রমণ ও সমুদায় পুর প্রদক্ষিণ করাইয়া, যথাবিধি নীরাজনপূর্ব্বক পরে স্বস্থানে স্থাপন করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপে রথযাত্রা সম্পাদন, যে ব্যক্তি ভক্তিভরে তাহা সন্দর্শন এবং যে ব্যক্তি সেই রথ আকর্ষণ করে, তাহাদের ব্রহ্মপদলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কার্ত্তিকমাসী অমাবস্যায় পঞ্চোপচার প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মগৃহে ব্রহ্মার পূজা করিলে, পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি উল্লিখিত অমাবস্যায় মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অন্ন, ও পুষ্পাদি উপহার প্রদান করিয়া, তাঁহার পূজা করে, সে স্বর্গের উপরি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। এই অমাবস্যা তিথি যার পর নাই পুণ্যশালিনী ও সর্ব্বপ্রকারমঙ্গলবর্দ্ধিনী। এই তিথিতে ব্রাহ্মণদিগকে যথোপচারে ভোজন করাইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ আত্মাকে ভোজন করায়, সে অমিততেজাঃ ভগবান্ বিষ্ণুর পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চৈত্রমাসের প্রতিপদতিথিও নিরতিশয় পুণ্যশালিনী। যে

নরোত্তম এই পবিত্র তিথিতে যথাবিধি স্নান করিয়া, পিতামহের পূজা করে, তাহার সমুদায় দুরিত বিদূরিত, সমুদায় ব্যাধি বিগলিত ও সমুদায় আধি তিরোহিত হইয়া যায়। এই তিথিতে দান করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। গো বা মহিষ অথবা অন্য যে কোন পদার্থ দান কর, সমুদায়ই সমৃদ্ধিবৃদ্ধির কারণ রূপে পরিণত হয়। অতএব সকলেই বস্ত্র ও সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ভোক্ষ্যভোজ্য প্রদান করিবে। হে কুরূদ্বহ! আশ্বিন, কার্ত্তিক ও চৈত্রমাসের এই সকল পুণ্যতিথির বিষয় পূর্ব্বে তোমার নিকট উল্লেখ করিয়াছি। যাহা হউক, ভগবতী সাবিত্রী ব্রহ্মাকে শাপদানানন্তর বলিয়াছিলেন, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণগণ আর তোমার পূজা করিবেন না। কিন্তু গায়ত্রী দেবী তাহার নিরাকরণ করিয়া বলিলেন, যাহারা আমার বাক্য শুনিয়া ঐ সকল তিথিতে তোমার পূজা করিবে. তাহারা ইহলোকে সমুদায় ভোগ সম্ভোগ করিয়া, পরলোকে পরম পুরুষার্থ মোক্ষপদার্থ লাভ করিবে।

অনন্তর তিনি ইন্দ্রকে বর দান করিয়া কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি তোমারে বর দিতেছি। তুমি সংগ্রামে শত্রুকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে, পিতামহ ব্রহ্মা তোমার জন্য শোকাকুল হইবেন এবং স্বয়ং তোমারে উদ্ধার করিবেন। তুমি তাঁহার প্রসাদে মুক্তিলাভ ও স্বীয় নিকেতনে গমন করিয়া, পুনরায় নিজ রাজ্যসম্পদ ও পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইবে।

পরে বিষ্ণুকে বরদান করিয়া কহিলেন, তুমি একাদশসহস্রবর্ষ জীবিত থাকিয়া, এই ত্রৈলোক্যরূপ মহারাজ্য অকণ্টকে সম্ভোগ করিবে। ইহার মধ্যে তোমার কোনপ্রকার

বিপদ উপস্থিত হইবে না। হে উপেন্দ্র! তোমার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সর্ব্বলোকসঞ্চারিণী এবং লোকে তোমার প্রতি বিপুল অনুরাগসম্পন্ন হইবে। তুমি রামরূপে সমুদায় মানবদিগকে সবিশেষ বিভাবিত করিবে। তোমার প্রভাবে সকলেরই সন্তানফল লাভ হইবে।

অনন্তর রুদ্রকে বর দিয়া বলিলেন, হে বিভো! যাহারা প্রতিনিয়ত ভক্তিসম্পন্ন হইয়া ত্বদীয় লিঙ্গের পূজা করিবে, সেই সকল পুণ্যকর্ম্মা সকলের পূজনীয় হইয়া, চরমে স্বর্গ ও অপবর্গ সম্ভোগ করিবে। তোমার লিঙ্গপূজা করিয়া, লোকে যে গতি প্রাপ্ত হইবে, অগ্নিহোত্রে বা যজ্ঞে অনলে আহুতি প্রদান করিয়া, কদাচ সে গতিলাভে সমর্থ হইবে না। যাহারা গঙ্গাতীরে ত্বদীয় লিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিবে, তাহারা অপবর্গ, যাহারা প্রকটিত করিবে তাহারা স্বর্গ এবং যাহারা স্পর্শ করিবে তাহারা পুণ্য প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে বহ্নে! আমি বর দিতেছি, তুমি প্রীত হইলে, যাবতীয় অমরগণের প্রীতি সমুদ্ভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, তুমি সন্তুষ্ট হইলে, দেবগণ যজ্ঞে ত্বদীয় মুখে হবিঃ ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

হে ভীষ্ম! অনন্তর ভগবতী গায়ত্রী তত্রস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণদিগকে বরদান করিয়া কহিলেন, তোমরা সকলের পূজনীয় হইবে। মানবগণ বৈরাগ্যযোগসহকারে সর্ব্বতীর্থে তোমাদের পূজা ও অন্নদানবিধানানুসারে অনেকবিধ দান করিয়া, পবিত্র ও স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমরা আমার বরপ্রভাবে ত্রিভুবনের পরিত্রাণে নিযুক্ত হইয়া, এক-

মাত্র প্রাণায়াম দ্বারাই সমুদায় দোষে বিনির্ম্মুক্ত হইবে। বিশেষতঃ, পুষ্করতীর্থে স্নান করিয়া, বেদমাতা গায়ত্রীর জপ করিলে, তোমাদের প্রতিগ্রহজনিত সমুদায় দোষ পরিহৃত হইয়া যাইবে। পুষ্করতীর্থে অন্নদান করিলে, সমুদায় দেবতাই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে একমাত্র ব্রাহ্মণভোজন করাইবে, তাহার কোটী ব্রাহ্মণভোজনের ফল লাভ হইবে। যে ব্যক্তি তোমাদের হস্তে ধন দান করিবে, তাহার ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর পাতক ও অন্যান্য সমুদায় দুষ্কৃত বিগলিত হইয়া যাইবে। আমি গায়ত্রী, তিনবার আমার জপ করিলে, ব্রহ্মহত্যাসদৃশ দুস্তর পাপরাশি এবং দশ, শত বা সহস্রজন্মকৃত দুরিতভারও তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবিষয়ে বিচারণার আবশ্যক নাই। বিশেষতঃ, ওঁকার-সমুচ্চারণপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা আমার জপ করিলে, তোমাদের ত্রিযুগসঞ্চিত দুষ্কৃতরাশির পর্য্যবসান হইবে। হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি সমুদায় বেদের মাতা ও সর্ব্বপ্রকার পদে অলঙ্কৃতা; এবং অষ্টাক্ষরা রূপে সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া, সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিতেছি। আমারে জপ করিলে, তোমাদের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। অধিক কি, তোমারা আমার জপপ্রভাবে সংসারে সকলের প্রধান পদে অধিরূঢ় হইবে। সাবিত্রী তোমাদিগকে যে শাপপ্রদান করিল, তাহা কখন সফল হইবে না। তোমরা যাহা দান বা হোম করিবে, তৎসমস্তই অক্ষয় হইবে। হে দ্বিজগণ! আমি বর দিতেছি, তোমরা অগ্নিহোত্রনিরত, নিষ্ঠাসম্পন্ন ও ত্রিসন্ধ্য হোমপরায়ণ হইয়া, একবিংশতি কুলের সহিত স্বর্গে গমন করিবে।

হে ভীষ্ম! ভগবতী গায়ত্রী এই রূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, ইন্দ্র ও ব্রাহ্মণদিগকে উৎকৃষ্ট বরদান করিয়া, সেই মনোরম স্থানেই পিতামহ ব্রহ্মার পার্শ্বদেশে গমন করিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মপ্রিয়া গায়ত্রী লক্ষ্মী প্রভৃতি সমাগত যুবতী-দিগকে পৃথক্ পৃথক্ বরদান করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে হরিপ্রিয়ে! সাবিত্রী যে শাপ দিয়া গেলেন, তাহা কোন অংশেই তোমাদিগের অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে না। তুমি সকলের প্রীতিদায়ী সুশোভন বাম নয়নে যাহারে অব-লোকন করিবে সে কুৎসিত হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা শোভমান হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে পুত্রি! আমি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, তুমি যাহারে অবলোকন করিবে, তাহার সমুদায় পুণ্যলাভ হইবে এবং তুমি যাহারে পরিত্যাগ করিবে,তাহারে সমুদায় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। হে বরা-ননে! যাহারা তোমার সুপ্রসন্ন দৃষ্টিলাভে সমর্থ হয়, তাহা-দেরই কুল, তাহাদেরই জাতি, তাহাদেরই শীল, তাহাদেরই ধর্ম্ম, তাহাদেরই বিভব এবং তাহাদেরই শোভা; অধিক কি তাহারা রাজপদ পর্য্যন্ত অধিকার করে। দ্বিজাতিগণ তাহা-দেরই নিকট যাচঞা করিয়া থাকে; লোকে তাহাদের প্রতিই সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া বলে, তুমিই আমার ভ্রাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার গুরু এবং তুমিই আমার বান্ধব, তোমা ব্যতিরেকে আমার জীবনধারণের সম্ভাবনা নাই। হে কল্যাণি! যে সকল পুরুষ পরম ভাগধেয়সম্পন্ন, তাহাদের প্রতিই তোমার সুশোভন দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে। তাহাদেরই মনঃ সর্ব্বদা প্রসাদসুখ সম্ভোগ করে এবং লোকে তাহাদের প্রতি উল্লিখিতরূপ বাক্য সকল

প্রয়োগ করিয়া থাকে। হে শোভনে! আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, সংসারে তুমি সকলেরই প্রীতিসম্পাদন করিবে এবং সাধুগণ সর্ব্বদা তোমার প্রতি সবিশেষ সন্তোষ প্রদর্শন করিবেন।

অনন্তর দেবরাজগৃহিণী পুলোমনন্দিনী শচীদেবীরে বর-দান করিয়া কহিলেন, হে পুত্রিকে! মহারাজ নহুষ ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া, তোমারে অবলোকনপূর্ব্বক যাচ্ঞা করিলে, নিশ্চয়ই মহর্ষি অগস্ত্যের দুরত্যয় শাপে নিপতিত হইবে। এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে সেই ঋষিবরকে প্রার্থনা করিয়া কহিবে, হে মুনে! আমি দর্প বশতঃ বিনষ্ট হইলাম, এক্ষণে আপনিই আমারে রক্ষা করুন, আপনি ব্যতিরেকে এই দারুণ সঙ্কটে আমার উদ্ধারের আর উপায় নাই। নহুষ ব্যাকুল হইয়া এবংবিধ কাতর বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহর্ষির অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হইবে। তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিবেন, হে রাজন্! তোমার বংশে যে কুরুনন্দন পাণ্ডবগণ জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের হইতেই তোমার উদ্ধার সাধন হইবে। যাহা হউক, হে কল্যাণি! নহুষ অধঃপতিত হইলে, তুমি ভর্ত্তার সহিত অশ্বমেধযজ্ঞ-সমাধানান্তে পুনরায় আমার বরে স্বর্গলোকে উপনীত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় দিব্য সুখ সম্ভোগ করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অনন্তর অন্যান্য দেবপত্নীদিগকে সম্বোধন করিয়াবলিতে লাগিলেন, হে অমররমণীগণ! তোমরা বিষাদ পরিহার কর। আমি বর দিতেছি, সাবিত্রীশাপে তোমাদের কিছুমাত্র অনিষ্টসম্ভাবনা নাই। তোমরা কখন পুত্রহীন হইয়া, দুঃখগ্রস্ত হইবে না। হে ভীষ্ম! সেই ভগবতী

সাবিত্রী এই রূপে গৌরীকেও শাপ হইতে বিমুক্ত করিলেন। পরম পরিতুষ্ট হইয়া, তিনি সতী গৌরীকে বরদানপূর্ব্বক যজ্ঞসমাপ্তির জন্য পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন।

ভগবান রুদ্র বেদমাতা গায়ত্রীকে সকলের প্রতিই বরদান করিতে দেখিয়া, সাতিশয় প্রীত ও আনন্দিত হইলেন। অনন্তর ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেবি! তোমা হইতেই সমুদায় বেদ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এইজন্য তুমি বেদমাতা বলিয়া বিখ্যাত। হে অষ্টাক্ষরবিনোদিতে! তুমি গায়ত্রী, তুমি দুর্গতারিণী, তুমি সপ্তবিধ বাণী, তুমি সমুদায় অক্ষর, তুমি সমুদায় লক্ষণ, তুমি সমুদায় ভাষ্য ও সমুদায় শাস্ত্র, তোমারে নমস্কার করি। হে দেবি! তুমি সুনির্ম্মল শশধরের ন্যায়, সাতিশয় শুভ্রকান্তি। তোমার ঊরুযুগল নিরতিশয় বিশাল ও কদলীগর্ভের ন্যায়, নিতান্ত কোমল। তোমার হস্তে এণশৃঙ্গ ও বিকসিত দিব্য কমল শোভা পাইতেছে। পীতবর্ণ বিচিত্রদর্শন ক্ষৌম বসনে তোমার অঙ্গলতার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। তোমার হৃদয়দেশ সুচিক্কণ হারগুচ্ছে অলঙ্কৃত; সুনির্ম্মল শশিরশ্মির ন্যায় উহার প্রভা কি মনোহারিণী। হে শুভে! তুমি দিব্যকুণ্ডলসম্পন্ন শ্রবণযুগলে সুশোভিতা হইয়া, চন্দ্রমচিত্রিত মনোজ্ঞ মুকুটে এবং গ্রন্থিত্রয়বেষ্টিত বিচিত্র কেশবন্ধনে ত্রিভুবনের লোচনানন্দ সম্পাদন করিয়া, সতত বিরাজমান হইতেছ। তোমার ভুজগাভোগসদৃশ ভুজযুগলের অসীম বিভায় সমুদায় দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইতেছে। হে দেবি! তোমার পয়োধরযুগল পীন, কঠিন, নিরতিশয় বর্ত্তুল ও সমচুচুক। তোমার জঘন

অতিশয় শুভ্র, অতিশয় বিস্তৃত ও নিতান্ত স্পষ্ট; তোমার চরণ, আনন, নিতম্ব ও ত্রিবলি সমুদায় অঙ্গই সুন্দর, সুকুমার ও সুদৃশ্য। সুচারু ঊরু ও সুঘটিত পদ্মভূষণে তোমার শোভাবিভবের একশেষ হইয়াছে। তুমি এই ত্রিভুবনের সর্ব্বত্র গতিবিধি ও সমুদায় জগৎ পবিত্র করিয়া থাক। হে মহাভাগে! তুমি সকলের বরদা ও সকলের অভয়দায়িনী হইবে। পুষ্করতীর্থে তোমার যাত্রা নিশ্চয়ই সম্পাদিত হইবে। হে দেবি! তুমি জ্যৈষ্ঠমাসী পৌর্ণমাসীতে সকলের নিকট ব্রতপূজা লাভ করিবে। যে সকল মানব তোমার প্রভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, ত্বদীয় পূজায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদের ধন বা পুত্র কিছুই দুর্লভ হইবে না। হে কল্যাণি! যাহারা কান্তারে নিপতিত, যাহারা মহার্ণবে নিমগ্ন অথবা যাহারা দস্যু কর্ত্তৃক রুদ্ধ ও হৃতসর্ব্বস্ব, তুমি তাহাদের পরম গতি। হে মঙ্গলরূপিণি! তুমি সিদ্ধি, তুমি শ্রী, তুমি ধৃতি, তুমি পুষ্টি, তুমি ক্রিয়া, তুমি বৃত্তি, তুমি ক্ষমা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি রাত্রি, তুমি প্রভা, তুমি নিদ্রা, তুমি কালরাত্রি, তুমি অম্বা, তুমি কমলা, তুমি ব্রহ্মাণী, তুমি ব্রহ্মপাবনী, তুমি সকল বেদের জননী, তুমি পরমাগতি, তুমি জয়া, তুমি বিজয়া, তুমি তুষ্টি। হে বরবর্ণিনি! তুমি সকলের বরদাত্রী, তুমি পিতামহে চেষ্টারূপিণী, তুমি বহুরূপা, বিশ্বরূপা, সুনেত্রা ও পদ্মধারিণী। তুমি বিশালাক্ষী, তুমি সুরূপা, তুমি ভক্তগণের রক্ষাকারিণী। হে বরাননে! তুমি প্রধানতম নগরে, আশ্রমে, আয়তনে, কাননে ও উপবনে সর্ব্বদা অবস্থান কর এবং সমুদায় ব্রহ্মস্থানে ও ব্রাহ্মণগণে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছ। হে দেবি! তুমি

ব্রহ্মচারির দীক্ষা, শোভাবানের শোভা, জ্যোতিষ্কগণের প্রভা, নারায়ণের লক্ষ্মী ও মুনিগণের ক্ষমা। তুমি নক্ষত্রসমূহের মধ্যে রোহিণী ও নারীগণের মধ্যে উমা। তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের সহস্রনয়নসদৃশী সুচারু দৃষ্টিশালিনী। হে ভগবতি! তুমি ঋষিগণের ধর্ম্মপত্নী, দেবগণের পরায়ণী, সমুদায় ভূতগণের ধনধান্যদা এবং স্ত্রীগণের বৈধব্য বিদূরিত করিয়া থাক। তোমার পূজা করিলে, ব্যাধি, মৃত্যু ও ভয় সমুদায় তিরোহিত হইবে। হে বরপ্রদে! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকীপৌর্ণমাসীতে সম্যক্‌রূপে তোমার পূজা করিবে, তোমার প্রসাদে তাহার সমুদায় কামনা সুসিদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ভক্তিসমন্বিত হইয়া, এই স্তোত্র পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বপ্রকার অর্থসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গায়ত্রী কহিলেন, হে স্থাণো! তুমি যাহা বলিলে, তৎসমস্তই সুসম্পন্ন হইবে। অধিকন্তু, তুমি আমার বরপ্রভাবে বিষ্ণুর সহিত সমুদায় বিষয় সুসম্ভাবিত করিবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার প্রসাদে পরম অদ্ভুত ধর্ম্ম শ্রবণ করিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া, আমার নিরতিশয় শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, ভগবান্ রুদ্র যেরূপে দেবী গায়ত্রীর অভিষেক করেন; গায়ত্রী ও সাবিত্রী উভয়ের মধ্যে যেরূপে বিবাদ প্রাদুর্ভূত হয়; এবং আদিদেব নারায়ণ যেরূপে সাবিত্রীরে সর্ব্বস্থানে কীর্ত্তন ও ভূতভাবন রুদ্র

যেরূপে গায়ত্রীর সংস্কার করেন, আপনার অনুগ্রহে তৎসমুদায় সবিশেষ অবগত হইলাম। আমার আত্মা পরম পবিত্র ও অতিশয় প্রসন্ন হইল এবং আনুষঙ্গিক পরম প্রীতি ও কৌতূহল সমুদ্ভূত হইল। হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রীর স্তব করিয়া, তাঁহারে ভক্তিসহকারে পর্ব্বতশিখরে স্থাপনপূর্ব্বক যে ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়িনী বচন-পরম্পরা প্রয়োগ করেন এবং সাবিত্রী যেরূপ সর্ব্বভুবন-পাবনী, সকলের ঈশ্বরী ও পরম শ্রীশালিনী, তদ্বৃত্তান্তও আপনার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলাম। হে ভগবন্! তাহার পর যে যে কাণ্ড সজ্ঘটিত হয় এবং ভগবতী গায়ত্রী যেরূপ অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদায় শ্রবণ করিবার জন্য আমার নিরতিশয় কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন। আমার বোধ হইতেছে, উহা শ্রবণ করিলে; নিশ্চয়ই আমার চিত্তশুদ্ধি ও দেহশুদ্ধি লাভ হইবে।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে কুরুপিতামহ! পিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, দেবতা ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি যেরূপে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। পিতামহ কমলযোনি সত্যযুগের আদিতে যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলে, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ ও প্রজাপতি ইহাঁরা আসিয়া তাঁহারে প্রণাম করিলেন। সর্ব্বাভরণ-ভূষিত পরমভাস্বর পুরুষগণ ও অপ্সরা সকল তাঁহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর গান করিয়া, তাঁহার সন্তোষ-সাধন করিতে লাগিল। মহাশ্রুতি, চিত্রসেন, ঊর্দ্ধায়ু, অঘন, গোমায়ু, সূর্য্যবর্চাঃ, পর্জ্জন্য, নন্দি, চিত্ররথ, কলি ও নারদ

এবং হাহাহূহু ও মহাদ্যুতি হংস এই সকল দেব ও গন্ধর্ব্ব আগমনপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দিব্য অপ্সরোগণ তাঁহার সমীপে নৃত্য করিতে লাগিল। বাতো-র্য্যমা, বরুণ, বারুণ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, ত্বষ্টা ও পর্জ্জন্য ইত্যাদি দ্বাদশ আদিত্য ও সমুদায় দেবগণ আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে নমস্কার করিলেন। মৃগব্যাধ, শর্ব্ব, মহা-যশাঃ, নির্ঋতি, সমুদায় বিশ্বেদেব ও সাধ্যগণ অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তথায় অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লোকপাল ও লোকগুরু ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং সমুদায় ঋষিদিগের সহিত সমাগত হইয়া এই বলিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেব! হে জগৎপতে! তুমি এই সমুদায় সংসার সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমিই তাহার ঈশ্বর। অতএব হে স্বামিন্! হে পদ্মজন্মন্! তোমারে নমস্কার করি। হে বিভো! আমরা এই যজ্ঞে তোমার কি মহৎ কার্য্য করিব, আদেশ কর। পিতামহ তাঁহার পূজা করিয়া কহিলেন, যাঁহার নাভিতে শ্রীবৎস, মনোহর কটিসূত্রে যাঁহার শোভাসমৃদ্ধির সীমা নাই, যিনি পরম শ্রীমান্, যিনি ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি শুচিরোমা, দর্ভরোমা, পরম প্রভুশক্তি সম্পন্ন ও সর্ব্বপ্রকার তেজোময়; যিনি পুণ্যশীল সাধুগণের গতি ও পাপাত্মাদিগের অগতি, সিদ্ধ মহাত্মাগণ যাঁহারে উত্তম যোগ বলিয়া অবগত আছেন; মোক্ষাভিলাষী ব্রাহ্মণগণ নিয়ত হইয়া, যাঁহারে অনন্তগুণ ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, দেবগণের শ্রেষ্ঠ ও সাত্বত বলিয়া বর্ণন করেন, যোগ-ভাবিত ব্যক্তিগণ যাঁহার প্রসাদে জনন মরণ রহিত হইয়া থাকেন; সংসারে সমুদায় যোগিগণ যাঁহারে অনন্ত বলিয়া

উল্লেখ করেন, যিনি লোকরক্ষার্থ সহস্র মস্তক ও আকাশ-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া, সকল সংসার ব্যাপ্ত করিয়া আছেন; আমরা সকলে শরণার্থী হইয়া, তাঁহারে আশ্রয় করি। তিনি সকলের শরণ্য ও রক্ষাকর্ত্তা এবং সর্ব্বভূতের অভয়দান জন্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি সমুদায় ঋষি ও সমুদায় লোকের মধ্যে প্রধান। এবং দেবগণের সাক্ষাৎ প্রিয়ার্থ ও জগতের মূর্ত্তিমান স্থিতি।

হে কুরুপ্রবর! দেবদেব পিতামহ অনলে আহুতি দান করিয়া, যথাসৃষ্টি যথাপূর্ব্ব যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি লোকস্থিতি রক্ষণার্থ এইরূপে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান্ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। হে রাজেন্দ্র! অচিন্ত্যাত্মা পিতামহ পরম প্রীত হইয়া, সমুদায় দেবগণের সহিত,ধনোঘ ও ঋত্বিগগণ দ্বারা আপনার যজ্ঞবট সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ ও পরিপালিত করিয়াছিলেন। দৈত্য, দানব, ও রাক্ষস প্রভৃতি যাহারা ঘোরমূর্ত্তিপরিগ্রহপূর্ব্বক যজ্ঞবিঘ্ন করিবার মানসে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, প্রভবিষ্ণু ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং চাপ-গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের সকলকে নিবারিত করিয়াছিলেন। সেই সনাতন বিষ্ণু আপনি আপনার স্বরূপ উল্লিখিত যজ্ঞের সুসংবিধান চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি যথাতত্ত্ব চিন্তা করিয়া, উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অধিষ্ঠানবশতঃ ঐ যজ্ঞে কোন বিষয়ে কোন রূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। ভৃগু প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম্ম বিশারদ ঋত্বিগগণ নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া, যাহা অক্ষয় পুণ্য স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই বিধান পূর্ব্বক অনলে আহুতি দান করিতে লাগিলেন। হে রাজর্ষে! ঐ

যজ্ঞে দেববিদ্যা, যজ্ঞবিদ্যা ও সমুদায় পদক্রম পারদর্শী সহস্র সহস্র পরমর্ষি সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সংযত ও সমাহিত হইয়া বেদপাঠ আরম্ভ করিলে, সমুদায় সভা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হে রাজর্ষে! ঐ সকল ঋষিপুঙ্গব বাসুদেব প্রভাবে সুরক্ষিত ও সর্ব্বদা অবিহত সেই যজ্ঞে আহুতি দান আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞ সংস্রব, দীক্ষা ও সর্ব্ব শব্দার্থের অভিজ্ঞ, এবং মীমাংসা হেতু বাক্য সর্ব্বতত্ত্বার্থ ও সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ দ্বিজাতিগণের সমুচ্চারিত ধ্বনি চতুর্দ্দিক পরিপূরণ পূর্ব্বক লোকের শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইতিহাস ও পুরাণবিৎ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞভূমি অলঙ্কৃত করিয়া পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! ঐ যজ্ঞে শত শত সংযতেন্দ্রিয় সংশিতব্রত রাজর্ষি ও জপ-হোমপরায়ণ শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণমণ্ডলী উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সুরাসুরগুরু লোকপিতামহ শ্রীমান্ ব্রহ্মা যজ্ঞভূমিতে অধিষ্ঠিত হইলে, সুর ও অসুরগণ তাঁহার সেবা এবং দক্ষ, বশিষ্ঠ, পুলহ, মরীচি, দ্বিজসত্তম অঙ্গিরা, ভৃগু, অত্রি, গোতম ও নারদ প্রভৃতি শিষ্টপতিগণ তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। তেজঃ, বল, সত্ব, মহী, আকাশ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বিকৃতি, বিকার ও অন্যান্য মহৎ কারণ এবং ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ শব্দ ছন্দ নিরুক্ত ও কল্প ইত্যাদি অঙ্গ ও উপাঙ্গ সমভিব্যাহারে মূর্ত্তিমান্ হইয়া, ওঁকার সহিত মহাত্মা পিতামহের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। নয়, যজ্ঞ, সংকল্প, প্রাণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, হর্ষ ইহারা সংমিলিত হইয়া তদীয় আরাধনা আরম্ভ করিল। দক্ষ, বৃহ-

স্পতি, মুহূর্ত্ত, অম্বুদ, শনৈশ্চর, রাহু ও গ্রহ সকল, মরুত, বিশ্বকর্ম্মা ও পিতৃগণ, এবং দিবাকর ও সোম পিতামহের সমীপে উপনীত হইলেন। দুর্গতারিণী গায়ত্রী, সপ্তবিধ ছন্দ, সমুদায় নীতিশাস্ত্র,গাথা ও নিয়ম সমস্ত, এবং সমুদায় অক্ষর, সমুদায় নক্ষত্রমণ্ডল, সমুদায় ভাষ্য ও সমুদায় শাস্ত্র মূর্ত্তিমান্ হইয়া, তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। হে বিশাংপতে! ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, দিন, রাত্রি, অর্দ্ধমাস, মাস ও ঋতু সকল দেবগণ সমভিব্যাহারে মহাত্মা পিতামহের উপাসনা মানসে সমুপস্থিত হইল। কীর্ত্তি, শ্রী, দ্যুতি, প্রভা, ধৃতি, ক্ষমা,ভূতি নীতি, বিদ্যা, মতি, শ্রুতি স্মৃতি, কান্তি, তুষ্টি, ক্রিয়া, ইত্যাদি প্রধান প্রধান দেবীগণ তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। নৃত্যগীতবিশারদ দিব্য অপ্সরোগণ দেবমাতৃ-দিগের সহিত মিলিত হইয়া, সমুচিত সপর্য্যা সহকারে তাঁহার প্রীতি সাধন আরম্ভ করিল। বিপ্রচিত্তি, শিবি, শঙ্কু, উপশঙ্কু, পুষ্কর, পুষ্কল, প্রহ্লাদ, গগনপ্রিয়, অনুহ্রাদ, পরবহ, বরাহ, কুশ, রজ, যোনিভক্ষ, বৃষপর্ব্বা, লিঙ্গভক্ষ, কুরু, ত্রপু, উগ্রসভ, নিরুদর, একচক্র, বিচক্র, কুলসম্ভব, সুলভ, স্থূল-ভাগ্য, ক্রামথ, ক্রাপথ, ক্রথ, বৃষকীর্ত্তি, মহাজিহ্ব, শঙ্খচক্র, মহধ্বনি, দীর্ঘজিহ্ব, অর্কনয়ন, মৃদুবাপ, মৃদুপ্রিয়, নমুচি, শম্বর, বিস্বর, বজ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, ক্রোধবর্দ্ধন, মহাচক্র, কাল্ক, কালভক্ষ, সমরপ্রিয়, দণ্ড, গবিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, প্রলম্ব, নরক, ইন্দ্র-তাপ, বাতাপি, বলদর্পিত, কেতুমান্, অতিলোমা, পুলোমা, বাস্কলি, প্রমদ, মদ, শৃগালবদন, কেশী, বরদ, একাক্ষ, একবাহু, বৃত্র, ক্রোধ, বিমোক্ষণ ও বাড়বা ইত্যাদি বহুসহস্র বলবত্তর দানবগণ, সমাগত হইয়া পিতামহের উপাসনায় প্রবৃত্ত

হইল এবং করপুটে বলিতে লাগিল হে ভগবন্! আপনিই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও আপনিই আমাদিগকে এই ত্রৈলোক্য রাজ্য দান করিয়াছেন। হে সুরেশ্বর! আমরা আপনারই প্রসাদে দেবগণ অপেক্ষা সমধিক শক্তি সম্পন্ন ও সর্ব্বাংশে প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হে ভগবন্! আপনি আমাদের পিতামহ। আমরা কি করিব, আদেশ করুন। আমরা সকলেই কার্য্য নির্ণয়ে সমর্থ। অনায়াসেই আপনার আদেশ পরিপালন করিতে পারিব। এই দেবগণ অদিতির গর্ভসম্ভূত। ইহারা নিতান্ত কাপুরুষ এবং সর্ব্বদাই আমাদের কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা আপনার কার্য্য নির্ব্বাহের সম্ভাবনা নাই। আপনি আমাদের ও দেবগণের সকলেরই পিতামহ। আপনার নিয়োগ আমাদের প্রীতিকর হইবে, সন্দেহ নাই। আমরা এক্ষণে সমুদায় দানবগণের সহিত মিলিত হইয়া, প্রেক্ষণকার্য্য সম্পাদন করিব।

ভগবান্ জনার্দ্দন দৈত্যগণের এইপ্রকার সগর্ব্ব বাক্য আকর্ণন করিয়া, ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া, দেবাধিদেব রুদ্রকে কহিলেন, হে রুদ্র! পিতামহ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া, দনুপুঙ্গবগণ এই যজ্ঞে উপনীত হইয়াছে। ইহারা সম্প্রতি যজ্ঞ বিঘ্ন সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছে। যাবৎ যজ্ঞ সমাপ্ত না হয়, তাবৎ আমাদিগকে ক্ষমা অবলম্বন করিতে হইবে। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, সকলে মিলিয়া ইহাদের সহিত সংগ্রাম করা যাইবে। হে বিভো! যাহাতে এই পৃথিবী দানবশূন্য হয়, এবং দেবরাজ যাহাতে জয়লাভ করিতে পারেন, আপনি এবং আমি উভয়ে মিলিত হইয়া, তাহা সম্পাদন করিব। এক্ষণে শান্তিরক্ষার্থ যে উপায় স্থির করিয়াছি, শ্রবণ করুন।

যে সকল দ্বিজাতি এই যজ্ঞে সমাগত হইবেন, মরুতদিগকে তাঁহাদের পরিবেশনকার্য্যে বিনিয়োজিত করিবার কল্পনা করিয়াছি। আর আমরা এই দানবদিগের নিকট ধন গ্রহণ করিয়া, তাহাদের দাসভাবে নিযুক্ত হইয়া, দুঃখিত ও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণদিগকে তাহা প্রদান পূর্ব্বক পিতামহযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিব।

হে রাজর্ষি ভীষ্ম! সর্ব্বভূতশরণ্য ভগবান্ জনার্দ্দন পূর্ব্বাপর সবিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক শান্তিস্থাপন ও যজ্ঞ সংবিধান মানসে এইপ্রকার যুক্তিযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে, পিতামহও সান্ত্ব বাক্যে কহিলেন, এই দেখ, পন্নগগণও এই জন্য আমাদের প্রতি রোষান্বিত হইয়াছে। অতএব চন্দ্র ও দেবগণের সহিত আপনারে ক্ষমা করিতে হইবে। অন্যথা যজ্ঞবিঘ্ন ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যাহা হউক, যুগাবসানে এই যজ্ঞ যখন সম্পূর্ণ হইবে, তখন তোমরা আমা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, সমুদায় দুঃখে পরিত্রাণ লাভ করিবে। ব্রহ্ম কার্য্য পরায়ণ দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পিতামহ! আপনার যজ্ঞে আমাদের ভয় কি? অতএব যজ্ঞাবসানে আমরা এইরূপ অনুষ্ঠান করিব।

পিতামহ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! ঐ সময়ে মুহূর্ত্ত মধ্যেই তথায় এক কোটি ঋষি সমাগত হইলেন। পিতামহ যজ্ঞ করিতেছেন শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা আগমন করিলেন। ভগবান্ জনার্দ্দন তাঁহাদের সবিশেষ পূজা ও দেবদেব রুদ্র তাঁহাদিগকে যথাবিধি আসনাদি প্রদান করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ পিতামহের আদেশে অন্নশালায় নিযুক্ত হইয়া-

ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসিয়া, অন্নদান করিলেন এবং পুষ্করে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, আপনারা এই স্থানে অধিষ্ঠান করুন। হে কুরুপিতামহ! দেবগণের সান্নিধ্যযোগে ভগবতী জহ্নুনন্দিনী যেরূপ শোভা-শালিনী হইয়া থাকেন, জটাজিনধারী ঐ সকল ঋষির সমা-গমে সুরগুরু ব্রহ্মার তদ্রূপ শোভা সমুৎপন্ন হইল। হে মহা-ভাগ! ঐ সকল ঋষিগণের মধ্যে কাহার মস্তক মুণ্ডিত, কাহার পরিধান কশায় বস্ত্র, কাহার শ্মশ্রু দীর্ঘ, কাহার দশনপংক্তি নিতান্ত বিরল, কাহার লোচনযুগল চিপিট, কেহ কেহ দীর্ঘকর্ণবিশিষ্ট, কাহার শ্রবণযুগল ক্রটিত, কেহ কেহ বিকর্ণ, কেহবা দীর্ঘ ও লম্ব শেফ সম্পন্ন; কেহ কেহ স্নায়ুচর্ম্মাবশিষ্ট, কাহার বা উদর বিনির্গত হইয়াছে। হে নর-ব্যাঘ্র! তাঁহারা সমন্তাৎ দীপ্যমান পুষ্কর তীর্থ নয়নগোচর করিয়া, নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং তীর্থ লোভের বশ-বর্ত্তী হইয়া সেই তীর্থে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ঐ তীর্থের এরূপ আশ্চর্য্য গুণ যে, তথায় মুখ দর্শন করিলে অসুরগণও সুরগণের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। তদ্দর্শনে ঋষিগণ পরস্পর নিরীক্ষণ করিয়া, চিন্তা করিতে লাগি-লেন, একি, এই তীর্থে দর্শন করিলে, মুখশ্রী সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। এই জন্য তাপসগণ তাহার নাম মুখদর্শন রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা পরম নিয়মসম্পন্নহইয়া, তথায় স্নানান্তর নিরতিশয় সুরূপ, দেবপুত্রের ন্যায় দিব্যদর্শন ও নিরুপম গুণ শালী হইলেন। অধিকন্তু, তাঁহারা বনচারী; তাঁহাদের শোভা সাতিশয় বর্দ্ধিত হইল। তাঁহারা উপবীত মাত্রেই তৎক্ষণাৎ সুশোভিত হইয়া উঠিলেন। বলিতে কি, তাঁহা-

দের যেন অবস্থান্তর ও ভাবান্তর সংঘটিত হইল, বন্যভাব দূর হইয়া, দিব্য ভাবে পরিণত হইল। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর তাঁহারা তথায় অগ্নিহোত্র ও বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তপস্যাপ্রভাবে নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমরা এই পরম তীর্থে বাস করিব। এই সরোবর নিতান্ত শ্রেষ্ঠভাবসম্পন্ন। এইরূপ চিন্তান্তর সেই সকল দ্বিজাতি তাহার নাম জ্যেষ্ঠ পুষ্কর রাখিলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! ঐ পুষ্কর তীর্থে সরিদ্বরা সরস্বতী প্রবাহিতা হইতেছেন। তাঁহার তীরদেশ বদরী, ইঙ্গুদ, কাশ্মর্য্য, প্লক্ষ, অশ্বত্থ, বিভীতক, পলাশ, কাম্বের, পীলু, বকুল, স্যন্দন, পারিভাদ্র, কপিত্থ, বিল্ব, আম্রাতক, অবিমুক্ত, করণ্ডক ও পারিজাত সলিলে প্রভৃতি বৃক্ষ পরম্পরায় পরিশোভিত। দ্বিজগণ তাহার পবিত্র স্নান ও নিত্যক্রিয়ার সমাধান করেন। ঐ মহানদী সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, প্রাচী, নন্দা ও বিশালিকা এই পঞ্চস্রোতে পুষ্করক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া, বিরাজমানা হইতেছেন। পিতামহ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, দ্বিজাতিগণ আগমন পূর্ব্বক তথায় স্নান করিতে লাগিলেন। বিবিধ পুণ্যাহ শব্দে তাহার তীরদেশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! পিতামহ দীক্ষিত হইলে, দেবগণ যজ্ঞবিধানে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার মনোমাত্রে বাঞ্ছিত হইয়া, সর্ব্বকামসমৃদ্ধির সহিত অর্থসিদ্ধি ধর্ম্মার্থকুশল সেই সকল দ্বিজগণেরও সন্নিহিত হইল। দেবগণও গন্ধর্ব্বগণ গান, এবং অপ্সরা সকল নৃত্য ও দিব্য বাদিত্র নিনাদিত করিতে লাগিল। দেবগণও তাঁহার যজ্ঞ

সম্পত্তি দর্শনে পরম পরিতুষ্ট এবং ঋষিগণও নিরতিশয় বিস্ময় ও হর্ষাবিষ্ট হইলেন।

হে রাজেন্দ্র! এইরূপে যজ্ঞ প্রবৃত্ত ও পিতামহ পুরস্থ হইলে, সুপ্রভানাম্নী সরস্বতী সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। স্বাধ্যায়বাদী ঋষিগণ ঐ সুপ্রভায় স্নান করিতেন। তাঁহারা সমাগত হইয়া, প্রণাম পূর্ব্বক তাহার স্তব করিতে লাগিলেম। হে রাজর্ষে! সেই মহানদী সত্রযাজী ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া, তাঁহাদের ভক্তি দর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে সমাগতা হইলেন। তদবধি তাঁহার নাম প্রাচীপূর্ব্বা হইল। এই প্রাচীপূর্ব্বা যারপর নাই নম্রা ও ঋষিগণের বন্দনীয়া। ইহাঁর যশও ত্রিভুবনবিখ্যাত।

হে মহারাজ! এস্থলে আর একটী অদ্ভুত ঘটনা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অঙ্কণক নামে এক বিপ্র ছিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে, তাঁহার হস্ত কুশাগ্রে ক্ষত হইলে, তাহা হইতে অবিরল ধারায় শাকরস বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিপ্রবর নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া, নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তিনি নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, স্থাবর জঙ্গম সমুদায় তদীয় তেজে মোহিত হইয়া, নৃত্য করিতে লাগিল। হে নরাধিপ! বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, রাজর্ষি ও মহর্ষিদিগের সহিত ব্রহ্মার সমীপে গমনপূর্ব্বক সমুদায় সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। তাহাতে পিতামহ ভগবান্ রুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভীম! যাহাতে এই বিপ্র নৃত্য না করেন, আপনাকে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে। দেবদেব রুদ্র অঙ্কণকের সমীপে সমাগত হইয়া, দেখিলেন, তিনি অতিশয় হর্ষাবিষ্ট

হইয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অহে বিপ্র! তুমি কি কারণে সর্ব্বদা নৃত্য করিতেছ? এই দেখ, তুমি নৃত্য করাতে সমুদায় জগৎ নৃত্য করিতেছে।

অঙ্কণক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি দেখিতেছ না; আমার ক্ষতস্থান হইতে অনবরত শাকরস বিনিঃসৃত হইতেছে? আমি তদ্দর্শনে সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, নৃত্য আরম্ভ করিয়াছি।

রুদ্র তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তুমি রাগ মোহিত হইয়াছ। এই জন্য বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতেছ। কিন্তু আমার ইহাতে কিছু মাত্র বিস্ময় উপস্থিত হয় নাই। তুমি আমারে অবলোকন কর।

হে কৌরব! মহাদেব এই প্রকার কহিলে, মুনিপুঙ্গব অঙ্কণক ধ্যায়মান হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইনি কে, আমারে প্রতিষেধ করিতেছেন? তিনি এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মহাদেব অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা তদীয় অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিলে, সেই ক্ষত হইতে হিমের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ ভস্মরাশি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি অঙ্কণক চৈতন্য প্রাপ্ত ও একান্ত লজ্জিত হইয়া, তদীয় পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন এবং ভক্তিগদ্গদ সানুনয় বাক্যে বলিতে লাগিলেন, বুঝিলাম, ভগবান্ রুদ্র ব্যতিরেকে সংসারে আর কেহ মহান্ বা আর কেহ সকলের পরতর নাই। হে দেবদেব! হে শূলধৃক! আপনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগতের এক মাত্র গতি। মনীষিগণ নির্দ্দেশ করেন, আপনিই এই দৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যুগাবসানে সমুদায় জগন্মণ্ডল পুনরায় আপ-

নাতেই প্রবেশ করে। হে বিভো! আপনার স্বরূপ এরূপ দুরধিগম্য ও এরূপ দুর্ব্বিভাব্য যে, দেবগণও আপনারে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন। আমার ক্ষমতা কি, আপনার স্বরূপ অবধারণ বা উপলব্ধি করি? হে ভূতভাবন! এই বিশ্ব আপনার স্বরূপ। পিতামহপ্রমুখ অমরগণ আপনাতে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। হে সর্ব্ব! আপনিই দেবগণের কর্ত্তা ও কারয়িতা। আপনার অনুগ্রহেই সুরগণ সর্ব্বত্র অকুতোভয় হইয়াছেন এবং সকলের প্রধান পদ লাভ করিয়াছেন। আপনার আদি নাই, অন্ত নাই, নাম নাই, রূপ নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই এবং কোন প্রকার উপাধি বা কোন প্রকার বিকার নাই। আপনি সংসারের সার ও সকলের প্রধান। অদ্য আপনারে দর্শন করিয়া, আমার শরীর সার্থক, জন্ম সার্থক ও জীবন সার্থক হইল। অতএব বারংবার আপনারে নমস্কার করি। আপনি তদ্দ্বারাই আমার প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করুন।

হে মহারাজ! দ্বিজবর অঙ্কণক সানুনয় বাক্যে এই প্রকার স্তব ও প্রণাম করিলে, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজ! আমার প্রসাদে সহস্র জন্মেও তোমার তপস্যা বিস্মৃত হইবে না। আমি তোমার সহিত সর্ব্বদা এই স্থানে বাস করিব। বিশেষতঃ, মহাপুণ্যা সরস্বতী এই পবিত্র ক্ষেত্রে বিরাজমান হইতেছে। এই সরস্বতীর উত্তর তীরে আত্মদেহ বিসর্জ্জন করিলে, ইহলোকে বা পরলোকে মনুষ্যের কিছুই দুর্লভ থাকে না। যে সকল তাপস এই তীর্থে জলাহার, বায়ু ভক্ষণ, পর্ণাশন, স্থণ্ডিলে শয়ন অথবা অন্যবিধ ব্রত অবলম্বন করিয়া, তপশ্চরণ করেন, তাঁহারা

সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ও শুদ্ধদেহ হইয়া, চরমে পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই তীর্থে কণামাত্র স্বর্ণ দান করে, প্রজাপতি বলিয়াছেন, মেরুদান তুল্য তাহার পুণ্য লাভ হয়। এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে, মানবগণ একত্রিংশৎ কুলের সহিত স্বর্গলোকে গমন করে। এই পুষ্কর পিতৃগণের পরম প্রিয়। এখানে তর্পণ করিলে, তাঁহারা উদ্ধার পাইয়া, ব্রহ্মলোক ও মোক্ষমার্গ লাভ করিয়া থাকেন। পুনরায় তাঁহাদিগকে তর্পণ প্রার্থনা করিতে হয় না।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সরিদ্বরা সরস্বতী যে কারণে পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সরস্বতীর সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সরিদ্বরে! তোমারে লবণসাগরের পশ্চিমদিকে গমন ও সমুদ্রসলিলে বাড়বাগ্নিত্রয় স্বয়ং নিক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা হইলে, সমুদায় দেবগণ সর্ব্বথা নির্ভয় হইতে পারেন। অন্যথা, এই অগ্নি প্রবল হইয়া, আপনার তেজে সকলকেই দগ্ধ করিবে। হে সুশ্রোণি! তুমি দেবতাদিগকে অনলসম্ভব ভয় হইতে পরিত্রাণ ও ও জননীর ন্যায় অভয় দান কর।

হে রাজেন্দ্র! মহাপ্রভাব বিষ্ণু মধুর বাক্যে এই প্রকার কহিলে, সরস্বতী বিনয়বচনে বলিলেন, আমি স্বতন্ত্রা নহি। পিতা আমাকে ধারণ করিয়া থাকেন। আমি ধৃতব্রতা হইয়া, সর্ব্বদা তাঁহার আদেশ পরিপালন করি। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কুত্রাপি পদমাত্র গমন করিতে আমার শক্তি নাই। অতএব আপনি অন্য কোন উপায় চিন্তা

করুন। এবিষয়ে আমারে মার্জ্জনা করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি বিপুল শোকভরে আক্রান্তা হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহারে শোক ভারাক্রান্তা অবলোকন পূর্ব্বক অনন্যোপায় হইয়া, পিতামহের সম্মুখে সমাগত হইলেন। সর্ব্বদেবশরণ্য পিতামহ তদ্দর্শনে শোক-সন্তাপিতা সরস্বতীরে সুবিহিত বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, দেবি! রোদন করিও না। তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। তুমি দেবগণ কর্ত্তৃক অনুভাবিতা হইয়া, তাঁহাদের প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে বাড়বাগ্নি ক্ষীরোদধি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আইস। হে রাজেন্দ্র! বালিকা সরস্বতী ব্যাকুলা হইয়া রোদন করিতেছিলেন। তাঁহার লোচনযুগল অবিরলবাহিনী বাষ্পধারায় নিতান্ত আচ্ছন্ন হইয়াছিল। পিতামহের বাক্যে তাঁহার সমুদায় ভয় তিরোহিত হইয়া গেল। তখন তিনি হৃষ্টমনাঃ হইয়া, সমুদ্রপ্রয়াণে কৃত-সংকল্পা হইলেন। হে মহাভাগ! তাঁহার প্রয়াণসময়ে শঙ্খ দুন্দুভি এবং অন্যান্য সুমধুর মঙ্গলনির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল, আকাশমণ্ডল ও মেদিনীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হে রাজন্! সেই সরিদ্বরা সরস্বতী শরৎকালীন জলধরের ন্যায় সুবিশদ কান্তিসম্পন্না এবং হরহারের ন্যায় নিতান্ত শুভ্রবর্ণা। তাঁহার বদনমণ্ডল সংপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মনোহর এবং লোচনযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত। তাঁহার হাব ভাব নিরতিশয় মধুর। তিনি শ্বেত বস্ত্র পরিধান ও শ্বেত মাল্য ধারণ করিয়া, মহেন্দ্রের মহীয়সী কীর্ত্তির ন্যায় দশদিক্ পরিপূর্ণ ও স্বীয় সমুজ্জ্বল তেজে সমুদায় সংসার সমুদ্ভাসন পূর্ব্বক মৃদুমন্দ গমনে বিনিঃসৃতা হইলেন।

তাঁহার তৎকালিক শোভাবিভব সন্দর্শন করিয়া, সুরমণ্ডলী সাতিশয় সন্তৃপ্ত ও পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ভগবতী জহ্নু-নন্দিনী তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তিনি সেই বরবর্ণিনীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি এই পর্য্যন্তই আমার অনুগমনে ক্ষান্ত হও। আমি পুনরায় তোমারে প্রয়াগক্ষেত্রে আমাতে মিলিতা অবলোকন করিব। সেই খানেই উভয়ের সাক্ষাৎ হইবে। দেবি ভাগিরথী মধুর বাক্যে বলিলেন, হে শুভে! তোমার সঙ্গপরিহার আমার সর্ব্বথা অশক্য। আমিও তোমার সহিত প্রাচীদিকে গমন করিব। সরস্বতী কহিলেন, হে সুব্রতে! আমি সত্য বলিতেছি, তুমি দেবগণে পরিবৃতা হইয়া, পুনরায় প্রয়াগতীর্থে আমার দর্শন লাভ করিবে। এক্ষণে শোক পরিহার পূর্ব্বক উদঙ্মুখী হও।

হে সুব্রত! যেস্থানে গঙ্গা উদঙ্মুখী ও সরস্বতী পূর্ব্বদিগ্‌বাহিনী হইয়াছেন, তথায় স্নান ও দান করিলে, ইন্দ্রের ন্যায় পুণ্যলাভ, শ্রাদ্ধ করিয়া দান করিলে তাহার আনন্ত্য সংবিধান এবং পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি তথায় এইরূপে স্নান, দান, বা শ্রাদ্ধ করে, তাহারা পিতৃঋণ, দেবঋণ ও ঋষিঋণ হইতে বিমুক্ত হইয়া, চরমে মোক্ষমার্গ প্রাপ্ত হয়; এবিষয়ে বিচারণার প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, সরস্বতী প্রয়াণসময়ে গঙ্গাকে আমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন, অনঘে! তুমি এক্ষণে স্বীয় নিলয়ে গমন কর। পুনরায় আমার দর্শন পাইবে। এই বলিয়া তিনি যমুনা, গায়ত্রী, মনোরমা সাবিত্রী ও অন্যান্য সাধ্বীদিগকে

তদনুরূপে আমন্ত্রণ করিয়া, বিদায় প্রদান করিলেন। অনন্তর দেবতাদিগকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নদীভূতা ও অর্দ্ধপদে ঊর্দ্ধগামিনী হইয়া, সমুদ্ভূতা হইলেন। দেবগণ অবলোকন করিতে লাগিলেন, সেই মহাভাগা সরিদ্বরা সরস্বতী অক্ষ-বৃক্ষের অধস্তাৎ অবরোধপূর্ব্বক অবতীর্ণা হইলেন। এই অক্ষবৃক্ষ সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপ। দেবগণ ফললাভ বাসনায় সর্ব্বদা এই মহোদয় বৃক্ষ দর্শন ও দ্বিজাতিগণ প্রতিনিয়ত ইহার উপাসনা করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় চতুর্ম্মুখের ন্যায় ইহা বহুল শাখায় বিভক্ত। দ্বিজন্মাগণ ইহার কোটর কোটিতে প্রবৃষ্ট হইয়া, মনোহর ধ্বনি করিয়া, লোকের হৃদয়কন্দর সুধারসে পরিপ্লুত করে। সরস্বতী এই বনস্পতি মধ্যে প্রবেশ করিলে, চম্পকবৎ পুষ্পসম্পন্ন শাকোট ও কিংশুক বৃক্ষের অন্তর্গতা পুষ্পিতা জাতির ন্যায়, বলাকা-শোভিত কেতকীর ন্যায়, কোকিলানিষেবিত বিকসিত তমাললতার ন্যায় এবং হরজটাবিহারিণী ফেনমালিণী জাহ্নবীর ন্যায় নিরতিশয় শোভাশালিনী হইলেন। তিনি তথায় অধিষ্ঠানপূর্ব্বক দেবগণবেষ্টিত ভগবান্ জনার্দ্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেব! আশু অগ্নিরে সমর্পণ করুন। আমি দেবগণের আদেশ সম্পাদন করিব। তিনি এই প্রকার বলিলে, প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু প্রতিবচন প্রদান করিয়া কহিলেন, হে কল্যানি! বহ্নিসমাগমে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। তুমি পশ্চিম সাগরে এই মঙ্গলময় বাড়বানল নিক্ষেপ কর। হে শুভে! তুমি ক্রমে ক্রমে গমন করিয়া, সেই সাগরৌঘ প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া ভগবান্ গোবিন্দ মহোদয় বাড়বানল শাতকুম্ভে স্থাপন করিয়া, সরস্বতীহস্তে

সমর্পণ করিলেন। সুশ্রোণী সরস্বতী তাহা গ্রহণ করিয়া, পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়া, প্রস্থান করিতে লাগিলেন এবং অন্তর্দ্ধানপূর্ব্বক পুষ্করতীর্থে সমাগতা হইয়া, মর্য্যাদাপর্ব্বতে নির্ম্মলসরিৎরূপে প্রাতুর্ভূতা হইলেন। হে রাজন্! এই পুষ্করারণ্য যার পর নাই পবিত্র। সুর ও সিদ্ধগণ সর্ব্বদা ইহার সেবা করেন। পিতামহ ব্রহ্মা এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহানদী সরস্বতী মুনিমুখ্যগণের সিদ্ধি সম্পাদন বাসনায় তথায় সমাগতা হইলেন। পিতামহ বিরিঞ্চি তথায় যে সকল কুণ্ডে হোম করিয়াছিলেন, ঋষিগণ পরম সমাদৃত হইয়া, তৎসমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পুণ্যতোয়া সরস্বতী মহানদী রূপে সেই পবিত্র ক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক মানবগণের কলুষরাশি নিরসন জন্য তথায় অধিষ্ঠান করিলেন। যে সকল পবিত্রকর্ম্মা মহাপুরুষ তথায় আগমনপূর্ব্বক সেই পুষ্করচারিণী সরস্বতীরে সন্দর্শন করেন, তাঁহারা কখন সুঘোরান্তা অধোগতি প্রাপ্ত হয়েন না। যে ব্যক্তি ভক্তিসমন্বিত হইয়া, প্রয়তহৃদয়ে তথায় স্নান করে, সে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া, ব্রহ্মার সহিত আমোদ অনুভব করে। এই তীর্থে ব্রহ্মার উদ্দেশে মনোরম হবিঃ দান করিলে, অগ্নিলোক প্রাপ্ত হইয়া, সুশোভন ভোগ সমস্ত ভোগ করিতে পারা যায়। হে কুরুপ্রবর! যে ব্যক্তি ভক্তিযোগ সহকারে এই পুষ্করে দ্বিজাতিদিগকে ঊর্ণাময় প্রাবরণ দান করে, সে সেই বস্ত্র-দানের দশগুণিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পুণ্য-বান্ পুরুষ স্নান করিয়া, পিতৃদিগের তর্পণ করে, সেই শুদ্ধধী তাঁহাদের সকলকেই নরক হইতে উদ্ধার

করিতে সমর্থ হয়। ব্রহ্মপুত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পিতামহের পবিত্র ক্ষেত্রে গমন করিয়া, পুণ্যসলিলা সরস্বতীর সন্দর্শন পাইলে, মনুষ্যের অন্যতীর্থ প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব সমুদায় তীর্থে স্নান করিলে, যে ফল লাভ হয়, জ্যেষ্ঠ কুণ্ডে একবার স্নান করিলেই মনুষ্যের তৎসমস্ত প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এস্থলে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনীয়ান্ এই তিন কুণ্ড প্রাপ্ত হয়, তাহার পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। তীর্থে ও ক্ষেত্রে যথাকালে স্নান ও দান করিয়া, দ্বিজাতি-দিগকে অন্ন বিতরণ করিলে, অনন্ত সুখপ্রাপ্তি হয়। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী, কৌমুদী প্রক্ষালিত বৈশাখমাস এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের উপরাগ তীর্থ ও ক্ষেত্র স্নানের প্রশস্ত কাল। মুনীশ্বর-গণ এই পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ নিরূপিত করিয়াছেন, পিতামহ স্বয়ং বলিয়াছেন, এই পুষ্কর ক্ষেত্র তৎসমুদায়ের মধ্যে পরম পবিত্র। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকীপূর্ণিমায় মধ্যমকুণ্ডে-স্নান করিয়া, দ্বিজাতিদিগকে সকৃৎ দ্রব্য দান করে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই রূপ, কনীয়ান্ কুণ্ডে সমাধি সহকারে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিন্মাত্র স্বর্ণ দান করিলে, তৎক্ষণাৎ ত্রিসপ্ত কুল সমভিব্যাহারে মনোহর অগ্নিলোকে গমন করিয়া, মহাফল ভোগ করিতে পারা যায়। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রযত্নে পুষ্করতীর্থে গমন ও তথায় স্নান করিতে স্থির সংকল্প হওয়া পুরুষের সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। হে ভীষ্ম! মতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, মেধা, বুদ্ধি ও কল্যাণী বাণী সরস্বতীর এই ছয় পর্য্যায় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সরস্বতী যেস্থান হইতে পূর্ব্বদিগ্‌বাহিনী

হইয়াছেন, সেই পুষ্করারণ্যে গমন করিয়া, যে ব্যক্তি তীর দেশে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তথায় তাঁহার সলিল সন্দর্শন করে, সে অনায়াসে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে কোন ব্যক্তি তাহাতে অবতরণ পূর্ব্বক সমাধিস্থ হইয়া স্নান বিধি যথাবিধি সমাধা করে, সে ব্রহ্মার অনুচর হইয়া, তদীয় লোকে বসতি করে। লোকে এই স্থানে শোকাদি সহকারে ও পিতৃগণের পূজা করিলে, তাঁহাদের অনুভাবিত সুবিপুল ভোগ পরম্পরা পরিভোগ করিতে সমর্থ হয়। অতএব যাহারা বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে, তাহারা নরক হইতেও দুঃখ সন্তাপ সন্তপ্ত পিতৃদিগকে স্বর্গে নয়ন করিয়া থাকে। হে পিতামহ! যে ব্যক্তি পুষ্করে গমন ও স্নান করিয়া, কুশমিশ্রিত জল বা অমৃত দান করে, তাহার পিতৃগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, নৃত্য করিয়া থাকেন। এই পুষ্কর পৃথিবীস্থ তীর্থ সমুদায়ের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া উল্লিখিত এবং এই জন্য সমুদায় তীর্থের আদি তীর্থ বলিয়া, সংসারে বিখ্যাত হইয়াছে। হে কুরুদেব! এই পুষ্কর স্বভাবতঃ ধর্ম্ম ও অপবর্গের নিধি স্বরূপ অধিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে আবার সরস্বতীর সমাগম হওয়াতে, ইহার গুণবত্তার পরিসীমা নাই। এই তীর্থের সেবা করিলে, ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গই লাভ করিতে পারা যায়। যাহারা কলুষভার নির্হরণ জন্য তদীয় নির্ম্মল সলিলে প্রবেশ করে, তাহারা অনায়াসেই গোপ্রদান সমান ফল লাভ করিয়া থাকে। যে বক্তি ভক্তিভারাক্রান্ত পবিত্র চিত্তে তথায় স্নান করে, সে চণ্ডাল হউক, পতিত হউক অথবা আর কেহই হউক, সমুদায় পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, পরম

পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। তথায় ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজাতিদিগকে দান করিলে, ঐ দান সুবর্ণ দান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া, মনীষি সমাজে পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি তথায় তর্পণ ও পিণ্ড দান করে, সেই পুণ্য প্রভাবে পরিত্রাণ পাইয়া, তদীয় নরকস্থ পিতৃগণও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি পুষ্কর ক্ষেত্রে সরস্বতীর নির্ম্মল সলিল পান করে, তাহার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সংজ্ঞিত অক্ষয় লোকপরম্পরা প্রাপ্তি হয়। সরিদ্বরা সরস্বতী স্বর্গীয়দিগের শ্রেণিকা স্বরূপ পুষ্কর তীর্থে বিরাজমানা হইতেছেন। অপুণ্যশীল পুরুষগণ কদাচ তাঁহারে প্রাপ্ত হইতে পারে না। ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ যে যে স্থানে তাঁহার সেবা করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই তিনি সর্ব্বদা পবিত্রা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ এই রূপে এই পুষ্কর তীর্থেই সেই মহানদী পবিত্র হইতেও পবিত্রতমা, পরম পুণ্য প্রদা ও সকলেরই সুখলভ্যা হইয়া, বিরাজ করিতেছেন। অতএব এই পুষ্কর সংসারে সমুদায় তীর্থের প্রধান এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের সাধন বলিয়া বিহিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি প্রাচীনাম্নী সরস্বতী প্রাপ্ত হইয়া, অন্য তীর্থের সাধনা করে, সে স্বীয় হস্তস্থিত অমৃত দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বিষভোগের অভিলাষী হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠ কুণ্ডে গমন, তাহার পর মধ্যম কুণ্ডে অধিষ্ঠান, তদনন্তর কনীয়ান কুণ্ড প্রদক্ষিণ করিবেন। হে ভীষ্ম! লোকে তিন কুণ্ডে স্নান ও প্রদক্ষিণ করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ধনদানানন্তর পিতামহকে সন্দর্শন করিবে। যিনি ব্রহ্মলোক লাভের

অভিলাষ করেন, তিনি অনুলোম বিলোম একং ব্যস্ত সমস্ত যে কোন প্রকারেই হউক পুষ্করক্ষেত্রে স্নান করিবেন। এই পুষ্করে যে শুভ্রবর্ণ তিন শৃঙ্গ ও তিন প্রস্রবণ বিরাজমান হই-তেছে, তাহার সেবা করিলে, সঙ্কল্পমাত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তথায় শরীর বিসর্জ্জন করে, সে পরিণামে মোক্ষমার্গ লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। হে রাজেন্দ্র! প্রয়ত ও সংযত হইয়া, তথায় স্নান করিয়া, একটী পবিত্র গো প্রদান করিবে। তাহা হইলে, অক্ষয় লোক অধিকৃত হইয়া থাকে। এস্থলে অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। যে ব্যক্তি রজনীযোগে এই ব্রহ্মক্ষেত্রে স্নান করিয়া, অর্থীকে অন্ন-দান করে, তাহারও অনন্ত ফল ভোগ হয়। মনীষিগণ ইহাতে স্নান ও দান উভয়ই বিহিত বলিয়া প্রশংসা করেন। যে ব্যক্তি প্রয়ত হইয়া, শ্রদ্ধা সহকারে সামান্য গুড়মাত্রেও পিণ্ডপ্রদান করে, সে পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পুষ্করারণ্যে গমন করিয়া, সরিদ্বরা সরস্বতীর সেবা করে, তাহার বদন হইতে সুশোভন বাক্য সমস্ত বিনির্গত হইয়া থাকে। দেবী সরস্বতী পুষ্করারণ্যে ফলপুষ্পোপ-শোভিত খর্জ্জুরী কাননের মধ্যবাহিনী হইয়া, বিরাজমানা হইতেছেন। ঐ অরণ্য মুনিগণের মনোরম, সর্ব্বত্র বিকসিত কুসুমমালায় অলঙ্কৃত, এবং সিদ্ধ ও চারণগণ সর্ব্বদা উহার সেবা করিয়া থাকেন। হে ভীষ্ম! নন্দানাম্নী সরস্বতী সমুদায় সরিদ্গণের শ্রেষ্ঠ, ত্রিলোকে নিরতিশয় বিখ্যাত এবং মীন ও নক্র প্রভৃতি বিবিধ জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ। উহার সলিল সাতিশয় নির্ম্মল।

কুরুরাজ ভীষ্ম সানুনয় বাক্যে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! সরিদ্বরা নন্দা কি অন্য কোন নদী? না সরস্বতীই নন্দা নামে পরিগণিতা হইয়া থাকেন? জানিবার জন্য আমার নিরতিশয় কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। অতএব সরস্বতী যে কারণে যাহা কর্ত্তৃক নন্দানামে কল্পিত হইয়া থাকেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা নির্দ্দেশ করুন।

দেবব্রত ভীষ্ম এই প্রকার বিনিবেদিত করিলে, সরস্বতী যে কারণে নন্দানামে বিখ্যাত হইয়া থাকেন, মহাতপাঃ-পুলস্ত্য সেই পুরাতন ইতিহাস যথাযথ কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে প্রভঞ্জন নামে এক ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। তিনি অরণ্যে মৃগীহত্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে অবলোকন করিলেন, কোন মৃগী তাঁহার সম্মুখভাগে গুল্মব্যবধানে অধিষ্ঠান করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি তাহারে শর দ্বারা তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ করিলেন। হরিণবধূ সহসা বাণবিদ্ধ হইয়া, চকিত নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, মহাবল প্রভঞ্জন শরহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে ব্যাকুল বচনে তাঁহারে অনুযোগ করিয়া কহিল, রে মূঢ়! তুমি কি করিলে? তুমি নিতান্ত দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে। আমি গুল্মান্তরে প্রতিচ্ছন্ন ও অধোমুখী হইয়া, অকুতোভয়ে সন্তানকে স্তনদান করিতেছিলাম। তুমি মাংস লোভে হতবুদ্ধি হইয়া, আমারে বিদ্ধ করিলে। আহা, আমার এই শিশু বৎস স্তনপান করিয়া, এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই! আহা, এখনও আমার পয়োধরে স্নেহবশতঃ দুগ্ধধারা বিগলিত হইতেছে! তুমি এমন সময়ে আমারে হত্যা করিয়া, নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম

করিলে! তোমারে আর কি বলিব! কিন্তু আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, সুপ্ত অথবা মৈথুন নিরত, অথবা বৎসকে স্তন্য দান প্রবৃত্ত এরূপ মৃগকে নরপতি কখন বধ করিবেন না। তুমি নিতান্ত দুরাচার, সেই জন্য সনাতন রাজধর্ম্ম অনায়াসেই লঙ্ঘন করিয়া, স্বীয় বংশ কলঙ্কিত করিলে। যাহা হউক, আমি লোকালয় পরিহার করিয়া, সর্ব্বদা এই অরণ্য মধ্যে বিচরণ করি। তোমার নিকট কদাচ কোন রূপে অপরাধিনী নহি। বিশেষতঃ, সন্তানকে স্তনদান করিতেছিলাম। তুমি অকৃতাপরাধে অশনি সদৃশ শর দ্বারা আমারে সংহার করিলে। হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি স্বীয় পাপের অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্রব্যাদযোনি প্রাপ্ত হইবে। এই কণ্টকাকীর্ণ বিজন অরণ্যে মাংসাশী ব্যাঘ্র হইয়া, অধিষ্ঠান কর।

হরিণবধূ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, এই প্রকার শাপ প্রদান করিলে, নরপতি প্রভঞ্জনের ইন্দ্রিয় সমস্ত বজ্রাহতবৎ একান্ত ব্যথিত হইল। তখন তিনি অঞ্জলিবন্ধ সহকারে তাহার পুরোভাগে উপনীত হইয়া, সানুনয় বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে কল্যাণি! তুমি বৎসকে স্তনদান করিতেছিলে, আমি জানিতে পারি নাই। অজ্ঞানবশতঃ তোমারে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে শুভে! আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, কতদিনে এই ব্যাঘ্রযোনি পরিহার পূর্ব্বক মানুষরূপ প্রাপ্ত হইব এবং কতদিনেই বা এই রূপহর দারুণ শাপের অবসান হইবে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নির্দ্দেশ কর।

মৃগী তাঁহার কাতরতা দেখিয়া, সানুগ্রহ বাক্যে উত্তর

করিল, নন্দার সহিত সন্দর্শন ও কথোপকথন হইলেই, তুমি এই শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। বলিতে বলিতে মহী-পতি প্রভঞ্জন তাহার শাপ প্রভাবে তৎক্ষণাৎ নখ ও দংষ্ট্রায়ুধ-সম্পন্ন ঘোররূপ ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিলেন্। এই প্রকারে ভয়াবহ ব্যাঘ্র হইয়া, মৃগ প্রভৃতি চতুস্পদ পশু এবং কাল-প্রেরিত দ্বিপদদিগকে বিনাশ ও ভক্ষণ করিয়া, সেই গহন অরণ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদ্রবে সমুদায় বনভাগ নিতান্ত শশব্যস্ত ও সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। কোন প্রাণীই তাঁহার নিকটে গমন করিতে সাহসী হয় না। এই রূপে প্রতিনিয়ত মৃগমাংসে উদর পূর্ত্তি করিয়া, ক্রমে ক্রমে শত বৎসর অতীত হইয়া গেল। তিনি সর্ব্বদাই আপনারে নিন্দা করিয়া, অতি কষ্টে কালযাপন করিতেন। এক দিন একক্ষণের জন্যও তাঁহার অন্তরাত্মা সুখ লাভে সমর্থ হয় নাই। একদা আত্মারে ধিক্কার প্রদান করিয়া, নিতান্ত খিদ্য-মান হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়, আমি কি পাষণ্ড, কি দুরাচার! এই দারুণ কৃচ্ছে নিপতিত হইয়া, দেখিতে দেখিতে নিমিষের ন্যায় শত বৎসর অতিবাহিত করিলাম, তথাপি আমার হতদগ্ধ কঠিন প্রাণ বহির্গত হইল না। না জানি, বিধাতা আর কত দিন আমারে এইরূপ দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিবেন! না জানি, কত দিনে পুনরায় মানুষ ভাব প্রাপ্ত হইব! অন্তরাত্মা প্রতিদিন যেরূপ মর্ম্মান্তিক ও প্রাণা-ন্তিক যাতনা অনুভব করিতেছে, তাহাতে, আর কখন এরূপ বিযোনিকরণ কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব না। আর কখন সামান্য মাংসলোভে মৃগয়ায় ধাবমান হইয়া, অকৃতা-পরাধে মৃগীর প্রাণ সংহার করিব না। বলিতে কি, আমি

সামান্য মাংসের জন্য সর্ব্বলোকভয়াবহ যে সংকট দশায় পতিত হইয়াছি, তাহাতে মৃগ বা মনুষ্য কাহার সহিত দর্শন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। কালের কি বিপর্য্যয় দেখ, আমি সকলের অধীশ্বর রাজা এবং সর্ব্বথা সাধুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে পাপানুষ্ঠান বশতঃ নিতান্ত অপকৃষ্ট যোনি ও বিকৃত দশা প্রাপ্ত হইলাম! দগ্ধ বিধি আমার কুল, মর্য্যাদা বা পদগৌরব কিছুই বিবেচনা করিলেন না। সামান্য পাপে অনায়াসেই গুরুদণ্ড বিধান করিলেন! অথবা, আমার কিছুমাত্র সুকৃত নাই। সেই জন্য অতিগর্হিত প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া, তৎপ্রভাবে দারুণ কৃচ্ছ্রে নিপতিত হইলাম। কোন কালেই আমার মুক্তি লাভ হইবে না। বুঝিলাম, সংসারে আমিই এক মাত্র হতভাগ্য এবং আমিই একমাত্র দুষ্কৃতজন্মা। দেখ, সকল রাজাই আমার ন্যায় মৃগয়ায় গমন করিয়া, মৃগহত্যা করে, কিন্তু কাহাকেও আমার ন্যায় এরূপ প্রাণান্তিক মর্ম্ম পীড়া অনুভব করিতে হয় না! এক্ষণে, প্রতিকূল বিধি কতদিনে অনুকূল হইয়া, প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, কি রূপেই বা মুক্তি লাভ হইবে এবং কি রূপেই বা মৃগীবাক্য সত্য হইবে। হে কুরুপিতামহ! ব্যাঘ্ররূপী প্রভঞ্জন আত্মনিন্দা সহকারে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, প্রতিদিন যাপন করিতেন। দুঃখে ও ক্লেশে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, সেই অরণ্যে নদীর তটে রোহিত নামে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত ছিল। উহা বহুল কন্দর, বহুল দরিগৃহ ও বহুল অরণ্যে পরিবৃত। উহার পূর্ব্বোত্তর ভাগ যেরূপ সংকট, বিষম, ভয়াবহ, ও নিবিড় তৃণে আচ্ছন্ন, সেইরূপ অবিরল

সন্নিবিষ্ট বল্লী ও বৃক্ষ পরম্পরায় নিতান্ত গহন ও একান্ত দুর্গম। মৃগ ও সিংহ প্রভৃতি ভয়াবহ শ্বাপদগণ সর্ব্বদা তথায় বিচরণ ও শতশত শিবাগণ প্রতিনিয়ত চীৎকার করিয়া থাকে। মহীপতি প্রভঞ্জন মহাবল, মহাদ্রংষ্ট্র, শোণিত-মাংসাশী, কামরূপী, ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র হইয়া, সেই দুর্গম গিরিসংকটে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার আকার পর্ব্বতের ন্যায়, গর্জ্জন মেঘধ্বনির ন্যায়, বদন সুবিশাল দরীগুহার ন্যায়, দংষ্ট্রা সাতিশয় তীক্ষ্ণ ও নখর সমস্ত আয়ুধের ন্যায় নিরতিশয় ভয়াবহ। দর্শন মাত্র হৃদয়শোণিত শুষ্ক ও প্রাণ পলায়নোন্মুখ হয়। কোন প্রাণীই তাঁহার ত্রিসীমায় পদার্পণ করিত না। তিনি যেরূপ মনুষ্যশরীরে সকলের উপরি প্রভুতা করিতেন, এক্ষণেও পশুশরীরে সেইরূপ একাধিপত্য করিয়া, অখণ্ড প্রতাপে সমুদায় অরণ্যানী শাসন করিতে লাগিলেন।

ঐ অরণ্যানীর সন্নিহিত প্রদেশে নন্দ নামে এক গোপাল বাস করিত। সে সাতিশয় ধর্ম্মাত্মা ও গোগণের হিতানুষ্ঠানে সর্ব্বদা তৎপর। এবং অচ্ছিন্নাগ্র দীর্ঘ তৃণ দ্বারা স্বীয় গোধন রক্ষা করিত। হে রাজন্! গোপপতি নন্দ কোন সময়ে সেই অরণ্যে গোচারণে প্রবৃত্ত হইলে, নন্দানাম্নী এক ধেনু দারুণ পিপাসায় আক্রান্ত ও যূথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে ব্যাঘ্ররূপী প্রভঞ্জনের সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে সেই ভয়ঙ্কর দ্বীপী মূর্ত্তিমান্ অন্তকের ন্যায় দ্রুতবেগে তাহার অভিমুখীন হইল এবং তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তারস্বরে কহিতে লাগিল, হে ধেনুকে! অদ্য বিধাতা তোমারে আমার ভক্ষ্য নিরূপিত করিয়াছেন।

সেই জন্য তুমি স্বয়ং আমার সমীপে সমাগত হইয়াছ। অদ্য তোমারেই ভক্ষণ করিয়া, আহার সমাধা করিব। দ্বীপী মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর ন্যায় এইপ্রকার নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিলে, ধেনুর সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হইল। হে রাজেন্দ্র! তাহার ভদ্র নামে শশধরসমপ্রভ শুভ্রবর্ণ অতি শিশু বৎস ছিল। ব্যাঘ্রের নিদারুণ বাক্য কর্ণগোচরে প্রবেশ করিবা মাত্র, সেই স্নিগ্ধ সুন্দর বৎসমূর্ত্তি তদীয় স্মৃতিপথে তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিত হইল। অমনি দুর্নিবার স্নেহ বশতঃ তাহার অন্তরাত্মা নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং সমুদায় পৃথিবী যেন ঘূর্ণায়মান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। জন্মের মত পুত্র দর্শন সুখে বঞ্চিত হইতে হইল ভাবিয়া, সুদুঃসহ শোক হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া, তাহারে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন পুত্রবৎসলা নন্দা চতুর্দ্দিক তন্ময়ী নিরীক্ষণ করিয়া, নিতান্ত হতাশা হইয়া, করুণ স্বরে রোদন আরম্ভ করিল।

হে রাজেন্দ্র! ব্যাঘ্র তাঁহারে রোদনপরায়ণা ও নিতান্ত দুঃখিতা দেখিয়াও কিছুমাত্র করুণাবিষ্ট হইল না। প্রত্যুত, সাতিশয় কঠোর বাক্যে বলিতে লাগিল, হে ধেনুকে! তুমি কিজন্য রোদন করিতেছ? দেখ, দৈব তোমারে আমার ভক্ষ্যরূপে যদৃচ্ছাক্রমে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে তুমি রোদন কর, আর হাস্যই কর, কোন রূপেই তোমার জীবনরক্ষার সম্ভাবনা নাই। অদ্য বিধাতা স্বয়ং তোমার মৃত্যু বিধান করিয়াছেন। তুমি বৃথা অনুশোচনা করিতেছ কেন? এই বলিয়া সেই কামরূপী ব্যাঘ্র তাহারে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, হে শুভে! তুমি কিজন্য রোদন করিতেছ, জানিবার

জন্য আমার অতিশয় কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। অতএব সমুদায় সবিশেষ কীর্ত্তন কর।

হে ভীষ্ম! মূর্ত্তিমান্ অন্তক সদৃশ দ্বীপীর উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়াই পুত্রপ্রাণা নন্দার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তাহার এই বাক্যে তদীয় শরীরে যেন পুনরায় জীবন সঞ্চার হইল। তখন অতি কাতর বাক্যে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, হে কামরূপিন্! তোমারে নমস্কার করি। আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। হে সৌম্য! তোমার দর্শন-পথে পতিত হইলে, লোকের পরিত্রাণ নাই। অদ্য নিশ্চয়ই আমারে মরিতে হইবে। তজ্জন্য জীবিত বিষয়ে আমার কিছুমাত্র শোক নাই। ফলতঃ, জন্মিলেই মৃত্যু হইয়া থাকে এবং মৃত্যু হইলে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বিধাতৃ-বিহিত এই নিয়মের কোন মতেই অন্যথাপাদন সম্ভব নহে। অতএব হে মৃগরাজ! অপরিহার্য্য বিষয়ে আমার অণুমাত্র শোক উপস্থিত হইতেছে না। মনুষ্যের কথা কি, দেবগণ-কেও অবশ্যই মরিতে হইবে। অতএব হে ব্যাঘ্র! সংসারে আমিই একাকী অনর্থক প্রাণের জন্য কিনিমিত্ত বৃথা শোক করিব? কিন্তু কোন অনির্ব্বচনীয় স্নেহ বশতঃ আমার নিরতিশয় শোক উপস্থিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধন নিদারুণ দুঃখে আমার লোচনযুগল স্ফুটিত হইয়া, অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতেছে। এক্ষণে যে দারুণ সন্তাপ হুত হুতাশনের ন্যায় প্রবল হইয়া, আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে, তোমারে তাহা শ্রবণ করিতে হইবে। হে মৃগাধিপ! আমার এই প্রথম বয়স। আমি সম্প্রতি প্রসূতা হইয়া, প্রথমজাত পুত্রমুখ দর্শন করিয়াছি। বিধাতা অনুকূল হইয়া,

আমারে এই অসুলভ অনুগ্রহ বিতরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমি হতভাগিনী ও নিতান্ত পাপকারিণী। অধিক দিন তাহা ভোগ করিতে পাইলাম না। যাহা হউক, হে মহাবল! আমার সেই বৎস অদ্যাপি তৃণ ভক্ষণ করিতে শিখে নাই; মদীয় দুগ্ধপান করিয়া জীবনধারণ করে। এক্ষণে সে গোপ-কুলে বদ্ধ হইয়া আছে, অনেক ক্ষণ হইল, আমার স্তনপান করে নাই। নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, আমার অপেক্ষা করি-তেছে। হে সৌম্য! আমি কেবল তাহারই জন্য শোক করিতেছি। আহা, বৎস আমার কেমন করিয়া জীবনধারণ করিবে! হে বীর! আর আমি ইহ জন্মে পুত্রমুখ দেখিতে পাইব না। এই ভাবিয়া আমার অন্তরাত্মা অপার পুত্রস্নেহে বারংবার ব্যথিত হইতেছে। তোমার কল্যাণ হউক। অনু-গ্রহ করিয়া, ক্ষণকালের জন্য আমারে পরিত্যাগ কর। আমি জন্মের মত তাহাকে স্তন দান করিয়া আসি, জন্মের মত তাহার সুস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া, শরীর সার্থক ও নয়ন শীতল করি এবং জন্মের মত তাহারে আলিঙ্গন ও ক্রোড়ে ধারণ করিয়া জননীর যাবতীয় প্রীতি ও যাবতীয় স্নেহের পরিশোধ করিয়া লই। হে মহাবল! আমি সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি, বৎসকে স্তনদান, মস্তকে আঘ্রাণ, সখীগণের হস্তে সমর্পণ ও হিতাহিত উপদেশ প্রদান করিয়া, পুনরায় প্রত্যাগমন করিব। তুমি ইচ্ছাসুখে আমারে ভক্ষণ করিও। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া ক্ষণকালের জন্য আমারে এই অনুগ্রহ বিতরণ কর। তোমার নিকট আর আমার কিছুমাত্র প্রার্থনা নাই।

পুত্রপ্রাণা নন্দা বিনয় বাক্যে এই প্রকার প্রার্থনা করিলে,

স্বীপী পুনরায় বলিতে লাগিল, তোমার পুত্রে আর প্রয়োজন কি? মরণ নিকট হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছ না? আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, প্রাণী মাত্রেই শঙ্কিত ও মৃত্যুমুখে নিহিত হইয়া থাকে। তুমি জানিয়া শুনিয়াও অনর্থক করুণা ও পুত্র পুত্র বলিয়া বৃথা রোদন করিতেছ। কাল সংসারে সকলের অন্তক রূপে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে। মনুষ্য তাহার আসন্ন হইলে, কি পুণ্য, কি তপস্যা, কি দান, কি পিতা, কি মাতা, কি সুহৃৎ, কেহই তাহারে পরিত্রাণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ, যে গোকুল সুলোচনা গোপাঙ্গনাগণের আবাসভূমি এবং অনুত্তম ভূস্বর্গ স্বরূপ ও সমুদায় তীর্থের আশ্রয় স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ; যেস্থানে বৃষভগণ সর্ব্বদা হর্ষভরে শব্দ ও দিব্য বাল বৎস সকল উল্লসিত হইয়া, সর্ব্বদাই নৃত্য করিতেছে, যেস্থান মর্ত্ত্যলোকের ভূষণ স্বরূপ ও স্বর্গের ন্যায় সাতিশয় মনোহর; যেস্থান সর্ব্বদাই প্রমুদিত, সর্ব্বদাই আনন্দ জনক এবং সর্ব্বদাই দেবগণের পূজনীয়, যেস্থান পবিত্র সমুদায়ের পবিত্র, মঙ্গল সমুদায়ের মঙ্গল, তীর্থ সমুদায়ের তীর্থ এবং রমণীয় সমুদায়ের রমণীয়; যেস্থান ঈশ্বরের সুমহৎ আয়তন স্বরূপ সর্ব্বদাই ঋষিগণে পরিপূরিত, গোপীগণের মন্থান শব্দে সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত, বাল বৎস সকলের মধুর রবে সর্ব্বদাই আমোদিত, গোসমূহের সুবিপুল হুঙ্কার ঘোষে সর্ব্বদাই বিরাজিত এবং লক্ষ্মীর সান্নিধ্য বশতঃ সর্ব্বদাই অলঙ্কৃত; যেস্থান শূর ও কৃতশ্রম গোপগণের পরিপালিত এবং জননীর স্তনপানাকাঙ্ক্ষী বৎসগণের করুণ রবে নিনাদিত; যেস্থানে নৃত্য গীত ও বাদ্য সংলাপ এবং মল্লগণের বাহ্বাস্ফোট প্রতিনিয়ত শ্রূয়-

মান হইয়া থাকে; এবং শুভ্রবর্ণ বৎসগণ ইতস্ততঃ নীয়মান হওয়াতে যেস্থান চলমান পঙ্কজ শোভিত সরোবরের ন্যায় সর্ব্বদাই বিরাজমান লক্ষিত হয়; হে ধেনুকে! তুমি সেই হৃষ্ট-পুষ্ট-জন-সংকুল স্বর্গের ন্যায় রমণীয় শ্রীনিকেতন মনোহর গোকুল অবলোকন করিয়া, পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইবে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। অতএব আমি ত্বদীয় রুধির পান করিয়া, ষষ্ঠানুকালীয় আহার সমাধা করিব। বাক্যমাত্রে কদাচ তোমারে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

নন্দা কহিল, হে মৃগেন্দ্র! অনুগ্রহ করিয়া মদীয় বাক্যে কর্ণপাত কর। আমি এই প্রথম প্রসূতা হইয়াছি, তন্নিবন্ধন পুত্রদর্শনলালসা বলবতী হইয়া, মদীয় হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত করিতেছে। নিদারুণ মনোবেগ কোন মতেই আমার সহ্য হইতেছে না। হে মহাবল! তোমার প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় হইবে। ক্ষণকালের জন্য আমারে পরিত্যাগ কর, আমি পুত্রমুখ দর্শন, রক্ষক গোপ ও সখীদিগকে সম্ভাষণ এবং প্রিয়তম গোপাঙ্গনাদিগকে বিশেষতঃ জননীকে আমন্ত্রণ করিয়া, পুনরায় প্রত্যাগমন করিব। হে মৃগরাজ! সংসারে আমি ব্যতিরেকে জননীর আর কেহ নাই। অতএব আমার একান্ত বাসনা, তাঁহারে জন্মের মত দর্শন ও আলিঙ্গন দিয়া, সুখিনী করিয়া আসি। ব্রহ্মহত্যা, পিতৃহত্যা ও মাতৃহত্যা করিলে, যে পাপ হয়, আমি যদি প্রত্যাগমন না করি, তাহা হইলে, সেই পাপে লিপ্ত হইব। যে ব্যক্তি একবার কন্যা দান করিয়া, পুনরায় দ্বিতীয় পাত্রে তাহা দান করিতে ইচ্ছা করে, তাহার যে পাপ হয়, প্রত্যাগমন না

করিলে, আমার সেই পাপ হইবে। যে দ্বিপত্নীক পুরুষ একস্ত্রীকে বঞ্চিত করিয়া, স্নেহ বশতঃ অন্যকে দান করে, তাহার যে পাপ হয়, আমি যদি প্রত্যাগমন না করি, তাহা হইলে, সেই পাপে লিপ্ত হইব।

ব্যাঘ্র কহিল, হে ধেনুকে! তোমার বাক্যে আমার প্রত্যয় হইতেছে না। তুমি এখন প্রাণ ভয়ে ব্যাকুলতা ও নানা প্রকারে অনুনয় করিতেছ। কিন্তু আমার হস্তে পরিত্রাণ পাইয়া, গৃহে গমন করিলেই, তোমার মতি আর একপ্রকার হইবে। তখন হয়ত মনে করিবে, মূর্খকে বঞ্চনা করিয়া আসিয়াছি। তোমার কূটবুদ্ধি সহবাসিগণও তোমার বাক্যে অনুমোদন করিয়া, বলিতে পারে, শপথ করিয়া তাহার পরিপালন না করিলে আবার পাপ কি? বিশেষতঃ যেস্থলে প্রাণনাশ অবশ্যম্ভাবী বা অপ্রতিবিধেয়, তথায় শপথ করিয়া, তাহাতে শ্রদ্ধা করিতে নাই। আমি বিশেষ রূপে অবগত আছি যে, সংসারে নাস্তিক ও পণ্ডিতাভিমানী মূর্খেরই দল অধিক। তাহারা বৃথা বাগ্‌ জাল বিস্তার করিয়া, তোমার বুদ্ধিকে চক্রস্থিতার ন্যায় ঘূর্ণায়মান করিবে। ঐ সকল দুরাত্মার অসাধ্য ও অকার্য্য কিছুই নাই। তাহারা দুষ্পরিহর তক্রলোভের বশীভূত হইয়া, তোমার চক্ষে অনায়াসেই ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিবে। হে শুভে! মনুষ্যের প্রকৃতি অতিতরল এবং আশয় অতি ক্ষুদ্র। তাহারা নানা প্রকার আগমার্থ বিস্তার করিয়া, সত্যকেও মিথ্যা এবং মিথ্যাকেও সত্য করিতে পারে। যাহারা বিদ্বান ও শাস্ত্রার্থবিশারদ বলিয়া বিখ্যাত, তাহাদেরই এ বিষয়ে সমধিক পারিপাট্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এক কথা জিজ্ঞাসা কর

পাঁচ কথায় পাঁচ প্রকারে উত্তর দিয়া, তোমার মতি দোলায়মান ও অন্তঃকরণ বিলোড়িত করিবে। আমি বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়াছি, একবার কৃতকার্য্য হইলে, লোকে উপকারীর দিকে আর ভ্রূক্ষেপও করিতে অভিলাষী হয় না। জননীর স্তনে দুগ্ধ নিঃশেষ হইলে, সন্তান আপনা হইতেই তাঁহাকে পরিহার করিয়া থাকে। একবারও ভাবে না যে, এই জননী হইতেই তাহার জীবন ও সংসার ক্ষেত্রে পদার্পণ হইয়াছে; একবারও ভাবে না যে এই জননীর অমৃতময় স্তনদুগ্ধই অসহায় শিশুকালে তাহারে রক্ষা করিয়াছে। এই-রূপে এই সংসারের চারি দিকে প্রতারণা, কৃতঘ্নতা, হিংসা, দ্বেষ ও দুর্ব্বৃত্ততার প্রবল স্রোত ভয়ানক বেগে প্রবাহিত হইতেছে। উহার প্রবল তরঙ্গে পতিত হইলে, দেবতাকেও বিচলিত ও বিভ্রান্ত হইতে হয়। ফলতঃ, উপকার করিলে, তাহার প্রতিশোধ করে এরূপ ব্যক্তি কুত্রাপি আমার লক্ষিত হয় না। স্বার্থসিদ্ধির পূর্ব্বে লোকের মতি যেরূপ থাকে, কৃতকার্য্য হইলে, সর্ব্বতোভাবে তাহার অন্যথা হইয়া যায়। সমুদায় সংসার এইপ্রকার প্রতারণা ও দস্যুবৃত্তি করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অতএব আমি কিরূপে তোমার বাক্যে বিশ্বাসবদ্ধ হইতে পারি?

নন্দা কহিল, ঈশ্বর করুন, শপথে পাতক নাই, কদাচ যেন আমার এরূপ মতিবিপর্য্যয় সংঘটিত না হয়; মূর্খকে বঞ্চনা করিয়াছি; কদাচ যেন আমি এরূপ বিপরীত বুদ্ধির বশবর্ত্তিনী না হই। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বেই তোমার নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিয়াছি। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, বিধান কর। কিন্তু হে মহাবল!

তুমি এই অরণ্যের রাজা, কোন্ ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চনা করিতে সাহসী হইবে?

হে ভীষ্ম! পুত্রবৎসলা নন্দা কাতর বাক্যে বারংবার এই প্রকার অনুনয় করিলে, মহাবল দ্বীপী কথঞ্চিৎ সম্মত হইয়া কহিল, হে পুত্রবৎসলে! যদি পুত্র দর্শনে একান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে সত্বর গমন কর। হে শুভে! আমার অগ্রে সত্য করিয়া যাও, পুত্রকে স্তনদান ও মস্তকে আঘ্রাণ এবং সখী, স্বজন, বান্ধব, ভ্রাতা ও জননীকে দর্শন করিয়া, শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে।

হে রাজর্ষে! সত্যবাদিনী নন্দা তথাস্তু বলিয়া শপথ পূর্ব্বক তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণানন্তর পুত্রাভিমুখে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে পুত্রের মুগ্ধ বদন স্মরণ ও আপনার মৃত্যুতে তদীয় ভাবী অসহায় অবস্থা বারংবার চিন্তা করিয়া, তাহার স্নেহপ্রবণ কোমল হৃদয় বায়ুবেগসমুত্থিত উত্তাল তরঙ্গাহত বেলাভূমির ন্যায় প্রতিনিয়ত একান্ত অভিহত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক ক্ষণে ক্ষণে ব্যাঘ্রময় ও ক্ষণে ক্ষণে পুত্রময়, কখন বা মৃত্যুময় ও অন্ধকারময় বলিয়া, তদীয় চিন্তাশুষ্ক মলিন নয়নে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দুঃখ ও বিষাদের এক শেষ উপস্থিত হইল; আন্তরিক তাপোচ্ছ্বাসবশতঃ বদনমণ্ডল শুষ্ক হইয়া গেল; নয়নযুগল হইতে দরদরিত ধারায় অবিরল অশ্রুজল বিনির্গত হইয়া, কপোলতল ও ধরাতল ভাসাইয়া দিতে লাগিল; দুরন্ত দুঃখের দুরন্ত বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহার কলেবর বাতবেগবিদলিত কদলীর ন্যায় বারংবার কম্পমান হইতে লাগিল এবং অপার শোকপারাবার উচ্ছলিত হইয়া

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তৎকর্ত্তৃক
৬০ নং নিমুগোসাইয়ের লেন হইতে প্রকাশিত।

অষ্টাবিংশ ও ঊনত্রিংশ খণ্ড।

কলিকাতা

যোড়াসাঁকো ৭ নং. শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন
জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রে শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা
মুদ্রিত।

১২৮৯ সাল।

মূল্য চারি আনা।

পদ্মপুরাণসংক্রান্ত কয়েকটী নিয়ম।

। প্রত্যেক মাসে তিন বা চারি খণ্ড ৮ পেজি ফরমের তিন ফর্ম্মায় আনা মূল্যে প্রকাশ করা যাইবে।

। দৈবক্রমে মাসিক প্রকাশ না হইলে, অন্য মাসে তাহা পূরণ দেওয়া যাইবে।

। যিনি নাম স্বাক্ষর করিয়া এক খণ্ডও গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে স্তকের দায়ী থাকিতে হইবে।

। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে পুস্তক প্রকাশ না করিলে, গ্রাহকগণের নিকট দত্ত খণ্ড সকল ফেরত লইয়া, তাঁহাদের দত্ত মূল্য তাঁহাদিগকে করিতে বাধ্য রহিলাম।

। দুই খণ্ডের অধিক মূল্য কেহই হাতে রাখিতে পারিবেন না। দুই তিরিক্ত বাকী পড়িলে, প্রত্যেক খণ্ডে ৵০ হিঃ আদায় করা যাইবে।

। ১২৲ টাকায় পুস্তক শেষ করা যাইবে।

। অগ্রিম ১৲ এক টাকা না পাঠাইলে, মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণকে দেওয়া যাইবে না। তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত ডাকমাশুল দিতে হইবে এক টাকা মূল্যের পুস্তক পাইলে তাঁহারা পুনরায় অগ্রিম এক টাকা পাঠাইবেন।

। যাঁহারা টিকিট দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগকে টাকা প্রতি আনা কমিশন দিতে হইবে। কারণ ইষ্টাম্প বিক্রয়কালে আমাদিগকেও ম বাটা দিতে হয়।

। আমাদের স্বাক্ষরিত বিল না লইয়া গ্রাহকগণ কাহাকে মূল্য দিলে দায়ী হইব না ইতি।

কলিকাতা } প্রকাশক
নিমুগোঁসাইয়ের লেন } শ্রীজহরলাল লাহা।

হৃদয়কন্দর প্লাবিত করিতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! করিণী যেরূপ জলাশয়ে পঙ্কমধ্যে পতিত ও উত্থান-শক্তি-রহিত হইয়া, বারংবার ব্যাকুলতা প্রদর্শন করে, পুত্রপ্রাণা নন্দা সেইরূপ সুদুস্পার বিষাদসাগরের গর্ভশায়িনী ও আত্ম-পবিত্রাণে অসমর্থা হইয়া, হুঙ্কারধ্বনি সহকারে মুহুর্মুহুঃ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। তাহার সেই করুণ নিনাদ গগনমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া, সমুদায় সংসার কারুণ্যরসে পরিপূর্ত্তি করিয়া তুলিল। হে রাজেন্দ্র! পুত্রপ্রাণা নন্দা এই রূপে বিলাপ করিতে করিতে ইন্দ্রনদীর তটবর্ত্তী গোকুলকে উপনীতা হইল। তাহার হুঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তদীয় বালবৎস উচ্চৈঃস্বরে প্রতিনাদ করিতেছিল। নন্দা আকর্ণনমাত্র তন্মুখী হইয়া, দ্রুতবেগে ধাবমান ও বাষ্পাকুল লোচনে তাহার সমীপবর্ত্তিনী হইল। হে রাজন্! শোকে ও মোহে তাহার বদন শুষ্ক ও মলিন হইয়া গিয়াছিল। এবং নয়ন হইতে অবিরল ধারায় বাষ্পরাশি বিগলিত হইতেছিল। বৎস জননীর এই প্রকার অভূতপূর্ব্ব দশান্তর অবলোকন করিয়া, একান্ত শঙ্কিত হইল এবং ব্যাকুল বচনে জিজ্ঞাসা করিল, মাতঃ! আজি তোমার সৌমত্ব বা সুখ কিছুমাত্র লক্ষিত হইতেছে না, আজি তোমার দৃষ্টি নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও একান্ত ভীত বলিয়া বোধ হইতেছে। ফলতঃ তোমার আকার প্রকার দেখিয়া, স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, কোন গুরুতর অনিষ্টাপাত ত্বদীয় অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত করিয়াছে।

নন্দা মৃদুমধুর বাক্যে তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিল, বৎস! স্তন পান কর। আমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসায়

প্রয়োজন নাই। আমি কোন মতেই তাহা বলিতে পারিব না। অদ্য যথেচ্ছ স্তনপান করিয়া লও। আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম। বিধাতা যতদিন আমার অদৃষ্টে পুত্রসুখ-ভোগ লিখিয়াছিলেন, অদ্য তাহার অবসান হইল। তোমা-র ও এইপর্য্যন্ত মাতৃসন্দর্শন দুর্লভ হইল। আর আমি তোমারে স্তনপান করাইয়া, সুখিনী হইতে পারিব না, আর আমি তোমারে দর্শন করিয়া, শরীর সার্থক ও জন্ম সার্থক করিতে পারিব না। হা বৎস! আমার স্তন্যই তোমার জীবন। অতঃপর তুমি কাহার স্তন পান করিয়া, সেই প্রাণ ধারণ করিবে, আমি কেবল ইহাই চিন্তা করিয়া, চতুর্দ্দিক শূন্য ও অন্ধকারময় অবলোকন করিতেছি। হা দগ্ধ বিধাতঃ! তুমি কি জন্য আমারে তনয়রত্ন প্রদান করিয়াছিলে, কি জন্যই বা তাহার পরিপালন সুখে এরূপ অকালে বঞ্চিত করিলে! হায় আমি কি পাপকারিণী! সন্তানরত্ন ক্রোড়ে পাইবার পূর্ব্বেই আমার মৃত্যু হইল না কেন? যাহা হউক, হে বৎস! অদ্য আমি শপথ করিয়া, আগমন করিয়াছি, আমারে এই মুহূর্ত্তেই গমন ও ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রকবলে আত্মজীবন সমর্পণ করিতে হইবে। অতএব সত্বরে স্তনপান করিয়া, জন্মের মত এই হতভাগিনীরে ছাড়িয়া দাও। আমি তোমার বদন-কমল চিন্তা করিতে করিতে নির্ভয় হৃদয়ে ব্যাঘ্রহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া, পুত্রলোক লাভ করি।

বৎস কহিল, মাতঃ! তুমি যেস্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমিও তথায় গমন করিব। তোমার সহিত মৃত্যু আমার শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই। ভাবিয়া দেখ, আমি তোমা ব্যতিরেকে একাকী কোন মতেই জীবন ধারণ

করিতে পারিব না। হে মাতঃ! যদি সেই ব্যাঘ্র তোমার সহিত আমাকেও ভক্ষণ করে, তাহা হইলে, মাতৃভক্তগণের যে ধ্রুবগতি, আমারও সেই গতি লাভ হইবে। অতএব আমি কোন মতেই তোমারে পরিত্যাগ করিব না। অবশ্যই তোমার সহিত গমন করিব। অথবা, তুমি অবস্থিতি কর। আমিই ব্যাঘ্রকবলে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তোমার শপথকার পরিপূরণ করিব। জননী পরিত্যাগ করিলে, পুত্রের জীবনে প্রয়োজন কি? তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, আমি সর্ব্বদা অনাথ ও অশরণ হইব। কোন্ ব্যক্তি অরণ্যে প্রতিনিয়ত আমার রক্ষা করিবে, কোন্ ব্যক্তি স্তনদান করিয়া, দারুণ জঠরানলে আমারে পরিত্রাণ করিবে? আমি ক্ষুধার সময় হুঙ্কার করিয়া, কাহার ক্রোড়ে আরোহণ করিব? ফলতঃ, মাতার সমান নাথ নাই, মাতার সমান গতি নাই, মাতার সমান স্নেহ নাই, মাতার সমান সুখ নাই এবং ইহলোকে বা পরলোকে মাতার সমান দেবতা নাই। প্রজাপতি আমার এই পরম ধর্ম্ম নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। যাহারা জননীর সহিত সর্ব্বদা বাস করে, তাহারা চরমে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব আমি কোন মতেই তোমারে পরিহার করিব না।

নন্দা কহিল, বিধাতা আমারই মৃত্যু বিধান করিয়াছেন। তুমি কোথায় গমন করিবে। একের মৃত্যুতে অপরের মৃত্যু কখনই বিধেয় হইতে পারে না। যাহা হউক, আমি জন্মের মত তোমার নিকট বিদায় লইতেছি। আর কখন ইহলোকে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। আজি হইতেই উভয়ের সম্পর্ক ও স্নেহবন্ধন একবারেই পরিহৃত হইল। অতঃপর তুমি একাকী হইলে। অতএব যে উপদেশ দিতেছি, জননীবাক্য

বলিয়া, সর্ব্বদা তাহা পালন ও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে। হে বৎস! জলে বা অরণ্যে যেস্থানে বিচরণ করিবে, সর্ব্বদাই সাবধান থাকিবে। শাস্ত্রকারেরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন, প্রমাদ হইতে ভূতমাত্রেরই মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোভ বশতঃ কদাচ বিষমস্থ তৃণে বিচরণ করিবে না। লোকমাত্রেই লোভের বশীভূত হইয়া, ইহলোক বা পরলোক সর্ব্বত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোভ বশতই লোকে মোহাচ্ছন্ন হইয়া সমুদ্র বা দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করে। লোভ বশতঃ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও নিতান্ত অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ফলতঃ সমুদায় সংসার লোভ হইতে, প্রমাদ হইতে ও বিস্রম্ভ হইতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব কদাচ লোভ বা প্রমাদের বশবর্ত্তী হইবে না। হে পুত্র! সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মাকে রক্ষা করা লোকমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মা রক্ষিত হইলে, সমুদায় সুরক্ষিত হয়। গো সকল গন্ধ দ্বারা দর্শন করে; নরপতিগণ চার দ্বারা, পণ্ডিতগণ শাস্ত্র দ্বারা এবং চর্ম্মচক্ষুঃ ব্যক্তিগণ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া থাকে। তুমি কদাচ ঘোর অরণ্যে একাকী অবস্থান করিবে না। সর্ব্বদা সাবধান হইয়া, ধর্ম্ম চিন্তা ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। সংসারে সকলেরই মৃত্যু হইয়া থাকে। মৃত্যু বিধাতৃবিহিত অখণ্ড ও অপরিহার্য্য নিয়ম। আমি যখন শরীর ধারণ করিয়াছি, তখন কোন না কোন সময় অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। লোকে চিন্তাই করুক আর রোদনই করুক, কেহ কাহার মৃত্যু নিবারণ করিতে পারে না, অতএব তুমি কদাচ আমার মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন হইবে না। যেরূপ কোন পথিক পথশ্রমে

কাতর হইয়া, বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করে এবং শ্রান্তি দূর হইলে, পুনরায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া যায়, ভূতগণের সমাগমও সেইরূপ অচিরস্থায়ী। তাহারা কিয়ৎকালের জন্য এই সংসারে আগমন করে এবং কাল পূর্ণ হইলে, অবশেষে তাহা পরিহার করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া এই ঐশ্বরী শক্তি বা নৈসর্গিক নিয়মের প্রতিরোধ করিতে পারে না। হে পুত্রক! সমুদায় সংসারই অনিত্য এবং উৎপাদিমাত্রেই ক্ষণভঙ্গুর। লোকে যে এই অনিত্য জগতে এইপ্রকার ক্ষণবিধ্বংসী শরীর লইয়া, কিয়ৎকালের জন্য অবস্থিতি করে, তাহাই তাহার পরম লাভ। অতএব কিজন্য তুমি শোকভরে আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইতেছ? এক্ষণে শোক পরিহার করিয়া, আমার বাক্য পরিপালন কর। এবং জন্মের মত মধুর বাক্যে একবার এই হতভাগিনীকে মা বলিয়া সম্বোধন কর। শুনিয়া আমার প্রাণ শীতল ও অন্তরাত্মা স্নিগ্ধ হউক। বোধ হয়, আমি পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপ করিয়াছিলাম। এবং বলপূর্ব্বক কোন পুণ্যবতীর ক্রোড় শূন্য করিয়া, তাহারে সন্তান ধনে বঞ্চিত করিয়াছিলাম। সেই জন্য বিধাতা আমারে তাদৃশ রত্নে এইরূপে বঞ্চিত করিলেন। হা বৎস! হা ভুবনভূষণ! হা লোচনানন্দদায়িন্! আর আমি তোমারে পুত্র বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক প্রাণ মনঃ ও শরীর শীতল করিতে পাইব না, আর আমি তোমারে স্নেহভরে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, এই অসার সংসার নিত্য সুখময় দিব্য ধাম বলিয়া বোধ করিতে পাইব না। বৎস! তোমারে পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ, মর্ম্মগ্রন্থি বিশীর্ণ ও সমুদায় সংসার জীর্ণ অর-

ণ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে এবং দিঙ্মণ্ডল ও জগন্মণ্ডল শূন্য ও নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে। আর আমি এরূপ মুমূর্ষু ও এরূপ অবসন্ন দশায় তোমার নিকট তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি উদর পূরিয়া আমার স্তন পান পূর্ব্বক জন্মের মত বিদায় দাও। আমি তোমার প্রসন্ন বদন হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে সুখে ও সৌভাগ্যে শরীর বিসর্জ্জন করি।

হে ভীষ্ম! এইপ্রকার কাতর বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে পুত্রপ্রাণা নন্দার শোকসাগর উদ্বেল ও লোচনযুগল অবিরলনির্গলিত বাষ্পধারায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; বাঙ্নিষ্পত্তি-ক্ষমতা রহিত ও শরীর স্পন্দনশূন্য হইয়া গেল; সুনিবিড় অন্ধকার যেন সমুদায় সংসার আচ্ছন্ন করিয়া, তাহার দৃষ্টিমার্গ প্রতিরোধপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন সে নাগীর ন্যায় উষ্ণ ও সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার বারংবার পরিহার করিয়া, অবশ ও অবসন্ন শরীরে পুনঃ পুনঃ বৎসের মস্তক আঘ্রাণ ও লেহন করিতে আরম্ভ করিল। এবং জননীর যত স্নেহ, যত প্রীতি ও যত মমতা তাহার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর মহাপঙ্কে বিনিমগ্না করিণীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্না হইয়া, পুনরায় বিলাপপূর্ব্বক কাতর বাক্যে বলিতে লাগিল, পুত্রের সমান স্নেহ নাই, পুত্রের সমান সুখ নাই, পুত্রের সমান প্রীতি নাই এবং পুত্রের সমান গতি নাই। যাহার পুত্র নাই, তাহার জগৎ শূন্য, যাহার পুত্র নাই তাহার দেহ শূন্য। পুত্র দ্বারাই লোক সকল লাভ হইয়া থাকে; পুত্র দ্বারাই নরক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। লোকে বলিয়া থাকে, চন্দনতরু সাতিশয় শীতল: কিন্তু

আমার মতে পুত্রের গাত্র-পরিস্পর্শ চন্দন অপেক্ষাও শীতল। হে রাজন্! পুত্রবৎসলা নন্দা এইরূপ বারংবার পুত্রের গুণ সকল বর্ণন করিয়া, সস্নেহ নয়নে স্বীয় পুত্রের প্রতি পুনঃ পুনঃ স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যতই নিরীক্ষণ করে, ততই তাহার স্নেহের সাগর—প্রীতির সাগর উচ্ছলিত হইয়া, তদীয় হৃদয়বেলা পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিল। অনন্তর সখীগণ ও গোপদিগকে অভিবাদন করিয়া, জননীকে প্রণাম পূর্ব্বক সাশ্রু লোচনে গদ্গদ বচনে বলিতে লাগিল, হে মাতঃ! অদ্য আমি যূথের অগ্রে বিচরণ করিতে করিতে কোন মৃগাধিপের হস্তে নিপতিত হইয়াছি। অনেক শপথ করাতে, সে আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এক্ষণে তাহার সমীপে গমন করিতে হইবে। আমি কেবল তোমাদিগকে দর্শন করিবার জন্যই তাহার নিকট শপথ করিয়া আসিয়া, ছিলাম। এক্ষণে সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অনুমতি কর, স্বীয় সত্য পরিপালন করিয়া, সাধুলোক লাভ করি। হে মাতঃ! পিতামাতার নিকটে সন্তানের অপরাধের সীমা নাই। কিন্তু স্নেহ ময় জনক জননী নিজ গুণে সন্তানের সেই অপরাধ সমস্ত ক্ষমা করিয়া থাকেন। অতএব আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যদি কখন তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা মার্জ্জনা করিতে হইবে। বিধাতা তোমারই আশীর্ব্বাদে আমারে যে সন্তানরত্ন প্রদান করিয়াছেন, অদ্য আমি তোমারই হস্তে তাহা সম্প্রদান করিলাম। তুমি যত্নপূর্ব্বক ইহার লালন পালন করিবে এবং আমার ন্যায় সস্নেহ নয়নে ইহারে দর্শন করিবে। আমি নিতান্ত মন্দভাগিনী ও নিতান্ত দুষ্কৃত-কারিণী। সেই জন্য অকালে তোমার সহবাস-সুখে বঞ্চিত

হইলাম; সেই জন্য তোমার যত্নাতিশয়-সহকৃত স্নেহাতিশয়ের পরিশোধ করিতে পারিলাম না। ভাবিয়াছিলাম, বৃদ্ধকালে আমিই তোমার অবলম্বন হইব। কিন্তু দগ্ধ বিধি আমারে তাহা সম্পন্ন করিতে দিল না। হৃদয়ের আশা হৃদয়েই লীন হইয়া গেল। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া বিদায় দাও, আমি তোমার স্নেহময়ী মধুর মূর্ত্তি অনুধ্যান করিতে করিতে সুখিনী হইয়া, ব্যাঘ্রকবলে আত্মদেহ বিসর্জ্জন ও প্রতিকূল দৈবের প্রতিকূল আজ্ঞা প্রতিপালন করি। তোমারে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি আপনারই দারুণ অদৃষ্টভার বহন করিতে চলিলাম, তুমি বৃথা রোদন করিও না। বিধাতা আমারে যে জন্য সংসারে স্বল্প দিনের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, আজি তাহার নিয়ম পূর্ণ হইল। তুমি কেবল ইহাই ভাবিয়া, অদ্য আমারে বিদায় প্রদানকর:

এইপ্রকার বলিতে বলিতে মাতৃভক্তা পুত্রপ্রাণা নন্দার কোমল হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং দরদরিত ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইয়া, ধরাতল ভাসাইয়া দিল। ফলতঃ পুত্র ও মাতৃবিয়োগ যুগপৎ সংঘটিত হওয়াতে তাহার অবস্থা চক্রবাকবিয়োজিতা চক্রবাকীর ন্যায়, আশ্রয়তরুবিরহিতা ধরাপতিতা লতার ন্যায় এবং যষ্টিহীনা পথভ্রান্তা অন্ধার ন্যায়, নিরতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিল। হে ভীষ্ম! পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে তাহার কোন মতেই ইচ্ছা ছিল না। অতএব একবার কিয়দ্দূর গমন, আরবার প্রত্যাবর্ত্তন এইপ্রকারে বারংবার যাতায়াত করিতে লাগিল। পদে পদেই তাহার পদদ্বয় স্খলিত হইতে লাগিল। অবশেষে অতি কষ্টে উচ্ছলিত স্নেহবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া,

মন্থরপদসঞ্চারে যেস্থানে সেই করালদংষ্ট্রাসম্পন্ন মাংসা-
ভয়ানক ব্যাঘ্র অবস্থিতি করিতেছে, তথায় গমন করিল।

এদিকে জননীকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, সেই
মাতৃপ্রাণ দুগ্ধপোষ্য বৎস নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।
মাতৃবিয়োগ কোন মতেই তাহার সহ্য হইল না। তখন
চতুর্দ্দিক শূন্যময় অবলোকন করিয়া, ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া, দ্রুত
বেগে ধাবমান হইল এবং জননীর অগ্রেই ব্যাঘ্রের সম্মুখে
সমাগত হইল। তাহারে দর্শন করিয়া, পুত্রবৎসলা নন্দার
প্রাণ উড়িয়া গেল। পাছে ব্যাঘ্র আপনার সম্মুখে আগে
সন্তানকে ভক্ষণ করে, এই ভাবিয়া সেই সুমতি নন্দা নিরতি-
শয় ব্যাকুল হইয়া, দর্শনমাত্র ব্যাঘ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক
বলিতে লাগিল, হে মহাকায়! ধর্ম্ম একমাত্র সত্যে সর্ব্বদা
অধিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং সমুদায় জগৎ একমাত্র সত্য ভাবে-
বেই অবস্থান করিতেছে। আমি এই সত্যের অনুরোধে
তোমার নিকট প্রত্যাগমন করিলাম। এক্ষণে তুমি মদীয়
মাংসে অভিলাষানুরূপ তৃপ্তি লাভ কর। হে মহাবল! তোমার
ভূত পরিতৃপ্ত হউক, তুমি আমার শোণিত পান কর। আমি
উপরতা হইলে পর, আমার এই পুত্রকে ভক্ষণ করিও।

দ্বীপী ভাবিয়াছিল, কোন্ ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া মৃত্যু-
কবলে পতিত হইতে অভিলাষী হয়। অতএব নন্দা কখ-
নই প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। কিন্তু এক্ষণে তাহারে সপুত্রা
সম্মুখীনা দেখিয়া, তাহার অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়-
রসের সঞ্চার হইল। তখন সে গদ্গদ বাক্যে বলিতে
লাগিল, হে কল্যাণি! হে সত্যবাদিনি! তোমার স্বাগত।
অথবা সত্যবানদিগের কুত্রাপি কোন রূপ অশুভ সম্ভাবনা

সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, হে ধেনুকে! তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে, সত্যই প্রত্যাগমন করিবে। ইহাই আমার কৌতূহল হইতেছে, তুমি গমন করিয়া পুনরায় কিরূপে প্রত্যাবৃত্ত হইলে? আমি কেবল সত্যপরীক্ষার জন্যই তোমারে পাঠাইয়াছিলাম। অন্যথা, আমার হস্তে পতিত হইয়া, জীবিত শরীরে কিরূপে গমন করিতে পারিবে? তুমি পুত্রের সহিত আগমন করিয়াছ, ইহাতেই আমার কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি এই সত্যা-নুরোধেই তোমারে মুক্তিদান করিলাম। অতঃপর তুমি আমার ভগিনী, আর তোমার পুত্র ভাগিনেয় হইল। আমার হস্তে তোমাদের আর অণুমাত্র ভয় সম্ভাবনা নাই। তুমি যথেচ্ছ গমন কর। লোক সমুদায় সত্যে প্রতি-ষ্ঠিত আছে এবং ধর্ম্ম এই সত্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। গো সকল সত্য প্রভাবেই সর্ব্বদা ইহলোকে ক্ষীরধারা মুঞ্চন করিয়া থাকে। তুমি যারপর নাই সত্যবতী।। যে ব্যক্তি তোমার ক্ষীরপান করিয়া জীবন ধারণ করে, সেই ধন্য। তুমি যেস্থানে অধিষ্ঠান কর, সেই প্রদেশ এবং তত্রস্থ তৃণলতা সকলও ধন্য। অধিক কি, যাহারা তোমার পয়ঃ-সার পয়ঃ পান করে, তাহারাই ধন্য, তাহারাই মান্য এবং তাহারাই সুকৃতের অনুষ্ঠান করিয়াছে।

হে রাজেন্দ্র! মহাবল দ্বীপী গোগণের এই প্রকার সত্যনিষ্ঠা অবলোকন করিয়া, পুনরায় বলিতে লাগিল, অতঃপর আমি এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, যদ্দ্বারা আমার পাপনির্হরণ হইতে পারে। আমি প্রতিদিন শত-সহস্র জীব সংহার ও ভক্ষণ করিয়াছি। বলিতে পারি না,

গোর ঈদৃশী সত্যপরায়ণতা দর্শন করিয়া, কিরূপ
প্রাপ্ত হইব। আমি অতিশয় পাপাত্মা, দুরাচার,
ও জীবগণের সংহারক। যেরূপ দারুণ কার্য্যের অ
করিয়াছি, তাহাতে আমার ভাগ্যে কিরূপ লোক
হইবে বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমি পবিত্র তীর্থ
সমুদায়ে গমন করিয়া পাপরাশি শোধন করিব, অথবা
গিরিবরে আরোহণ করিয়া ধরাতলে পতিত বা
হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব। কিংবা আত্মপরিশুদ্ধির জন্য
রই আদেশানুসারে তপশ্চরণ করিব। হে সত্যবাদি
কিরূপ তপোনুষ্ঠান করিব, সংক্ষেপে নির্দ্দেশ কর।
রের কাল নাই।

ধেনু কহিল, সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞান
দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে একমাত্র জ্ঞান প্রশস্ত
থাকে। সমুদায় দানের মধ্যে সর্ব্বভূতে অভয় দ
একমাত্র শ্রেষ্ঠ এবং ইহার পর দান আর নাই। অ
সর্ব্বপ্রযত্নে এই দানের অনুসরণ করিবে। যে ব
চরাচর সর্ব্বভূতে অভয় দান করে, সে সর্ব্ব ভয়বিনির্ম্মুক্ত
হইয়া, পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। অহিংসার সমান
নাই, অহিংসার সমান তপস্যা নাই, যেরূপ হস্তিপদে
পদ সমস্ত বিলীন হয়, সেইরূপ অহিংসা দ্বারা সমু
অধর্ম্ম লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অহিংসা
বৃক্ষের ত্রিতাপনাশিনী ছায়া, ধর্ম্ম ও জ্ঞান ঐ বৃক্ষের
স্বর্গ ও মোক্ষ ইহার ফল। যাহারা দুঃখত্রয়রূপ দি
তাপে সন্তপ্ত, যোগতরুর এই ছায়া তাহাদের শীত
সাধন করে। তাহারা ইহার আশ্রয়ে সম্যকরূপ নি

লাভ করিয়া, পুনরায় দুঃখে অভিহত হয় না। এই আমি তোমার নিকট পরম শ্রেয়ঃ সংক্ষেপতঃ কীর্ত্তন করিলাম, তুমিও সমুদায় সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত আছ, কেবল আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ।

দ্বীপী কহিল, আমি পূর্ব্বে মৃগী শাপে এই দারুণ ব্যাঘ্ররূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতিদিন শত শত প্রাণিহত্যা করিয়া, আমার পাপের এক শেষ উপস্থিত হইয়াছে। অদ্য তোমার সংসর্গ ও উপদেশ বলে আমার বিনষ্ট স্মৃতি পুনরুদ্ধৃত হইল। হে শুভে! পূর্ণ শতবর্ষ অতীত হইল, এই জঘন্য ব্যাঘ্রযোনিতে পতিত হইয়াছি। সৌভাগ্য বশতঃ কতদিনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কেবল ইহাই চিন্তা করিয়া, এই দুঃখসহস্রপরিসঙ্কুল যাতনাময় বর্ষশত কথঞ্চিৎ অতিবাহিত করিয়াছি। অদ্য প্রতিকূল বিধির অতর্কিত অনুগ্রহে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তুমি ধর্ম্মের আশ্রয় ও সর্ব্বথা সাধুমার্গে প্রতিষ্ঠিত। হে কল্যাণি! তোমার নাম কি?

নন্দা কহিল হে মহাসত্ত্ব! মদীয় স্বামী নন্দ আমার নাম নন্দা রাখিয়াছেন। যাহা হউক, তুমি এক্ষণে আমারে নির্ভয়ে ভক্ষণ কর। কিজন্য বিঘ্ন করিতেছ?

হে ভীষ্ম! তাহার নাম নন্দা শ্রবণ করিয়া, মহীপতি প্রভঞ্জন তৎক্ষণাৎ শাপমুক্ত ও পুনরায় নিজস্বরূপ প্রাপ্ত এবং বলরূপসমন্বিত হইলেন। ইত্যবসরে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম সত্যবাদিনী নন্দাকে অবলোকন করিবার জন্য তথায় সমাগত হইয়া, স্নেহ-সংপ্লুত মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে নন্দে! আমি ধর্ম্ম; তোমার সত্যনিষ্ঠায় পরম হৃষ্ট

হইয়া, আগমন করিয়াছি। তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে অভিলষিত বর বরণ কর। ধর্ম্ম স্বয়ং মূর্ত্তিমান হইয়া, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, নন্দা বর প্রার্থনা করিয়া বলিল, আমি যেন আপনার অনুভাবে পুত্রের সহিত অ... পদ লাভ করি। ইহাই আমার প্রার্থনা।

হে রাজন্! নন্দা তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মের বরদান প্রভ... সত্যবানদিগের শুভস্থান লাভ করিল। রাজা প্রভঞ্জনও আ... নার পূর্ব্বোপার্জ্জিত রাজ্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। এইরূ... নন্দা নাম্নী ধেনু সরস্বতীতীরে স্বর্গ লাভ করিয়াছিল; ... জন্য পণ্ডিতগণ সরস্বতীকে নন্দা নামে অভিহিত ক... থাকেন। ফলতঃ ধর্ম্মের বরদান জন্যই তাহার নাম ... হইয়াছে। এই নন্দানাম্নী সরস্বতী তথায় খর্জ্জুরীবন আ... করিয়া, নবাচলের অনুরোধে দক্ষিণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত ... য়াছেন। যে সকল পণ্ডিত আগমন করিতে করিতেও তাঁ... নাম গ্রহণ করেন অথবা যে সকল শুভকর্ম্মা তথায় ক... পরিহার করেন, তাঁহারা বিদ্যাধরের রাজা ও স্বর্গে অধি... হইয়া থাকেন। সেই সরস্বতীতে স্নান ও পান করিলে, নি... য়ই স্বর্গলোক লাভ করিতে পারা যায়। যাহারা পরম ... িত হইয়া, অষ্টমীতে তথায় স্নান করে, তাহারা স্বর্গে ... পূর্ব্বক সর্ব্বদা সুখ ও আমোদ সম্ভোগ করিয়া থাকে। ... সরস্বতী স্ত্রীদিগের সৌভাগ্য সমুৎপাদন করেন। যে স... ললনা তৃতীয়া তিথিতে তথায় অনশনব্রতের অনুষ্ঠান ... তাহারা সৌভাগ্যভাজন হয়, সন্দেহ নাই। এই সরিদ্বরা ... করিলেও পাপসঞ্চয় তিরোহিত হইয়া যায়। ইহাতে ... কোন ব্যক্তি তাহার সুপবিত্র সলিল স্পর্শ করে, তাহ...

মুনীশ্বর বলিয়া অবগত হইবে। যে ব্যক্তি এখানে রজত দান করে, সে রূপবান হয়। ফলতঃ, স্বয়ং ব্রহ্মা এই নদী বিনির্ম্মিত করিয়াছেন। ইহা যেরূপ পবিত্র, সেইরূপ পবিত্রশীল জনগণে সুরম্য। তীর্থ ও আয়তন সকল ইহার তটভূমি অলঙ্কৃত করিয়া, শোভা পাইতেছে। সিদ্ধ ও মুনিগণ সর্ব্বদা সেই সকল তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। স্নান, পান, দান অথবা অন্য কোন রূপে ইহার সেবা করিলে, ধর্ম্ম সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; ইহার তীরে স্নান, দান বা জপ করিলে, অক্ষয় ফল লাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেবেন্দ্রগণ ধান্য প্রদান এবং জল দান শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। লোকে তত্তৎ তীর্থে যাহা দান করে, তাহাই ধর্ম্মের হেতু, স্বর্গের সেতু ও উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রমদা বা পুরুষ প্রযত্নসহকারে তথায় প্রায়োপবেশন করিলে, ব্রহ্মগৃহে গমন করিয়া, যথেষ্টরূপ ভুক্তি ফল প্রাপ্ত হয়। স্থাবর বা জঙ্গম যে কেহ তাহার উপকণ্ঠে বাস করে, তাহারই কর্ম্মক্ষয় এবং দান ও যজ্ঞের দুষ্প্রাপ্য ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! এই রুচিরফলা সরস্বতী দুষ্কৃতচেতা মানবগণের জন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনাশ করিয়া, ধর্ম্মফল প্রদান করেন। অতএব মনুজগণ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে এই মহানদীর সেবা করিবে।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন হে ব্রহ্মন্! আমি পুষ্কর ও নন্দাতীর্থের সমস্ত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি। ঐ শ্রেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে

কোটি কোটি ঋষিগণ সমাগত হইয়া থাকেন। ঐ সকল ঋষি মুখদর্শনতীর্থে পরস্পর স্বীয় মুখ অবলোকন করিয়া যে প্রকারে মনোহর রূপসৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আপনার প্রসাদে এ সমস্ত বিষয় শ্রুত হইয়াছে। হে দ্বিজ! আমার প্রতি কৃপা করিয়া যজ্ঞ প্রবৃত্তির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া, আমার বিশেষ তৃপ্তিলাভ হয় নাই; অধুনা সেই সমস্ত বিবরণ আমার নিকট প্রকাশ করুন; অপর সেই মহাত্মা ঋষিগণ কিরূপে যজ্ঞ বিভাগ করিয়া করিয়াছেন এবং পূর্ব্বকালে কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সোপান দান ও বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে? হে ব্রহ্মন্! গঙ্গা ও সরস্বতী নদী ইঁহারা ভূমণ্ডলস্থ হইয়া কি কারণে উত্তর মুখে প্রবাহিত হইতেছেন? বেদজ্ঞানপরায়ণ ব্রাহ্মণবৃন্দ কেন বা পুষ্কর যাত্রা করিয়া থাকেন? হে যোগিশ্রেষ্ঠ ভগবন্! ত্রেতাযুগকালীন এই পুষ্কর তীর্থ দর্শনাদি করিলে, পুরুষগণ যাদৃশ ফললাভ করিয়া থাকেন, তৎসমুদায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিতে আজ্ঞা হউক।

পুলস্ত্য বলিলেন, হে কুরুকুলকতিলক ভীষ্ম! তোমার এই প্রশ্ন সাতিশয় দুরূহ ভাবে পরিপূরিত, অতএব হে পুত্র! তুমি একাগ্রমনা হইয়া তীর্থ সম্পর্কীয় মহৎ ফল সমুদায় শ্রবণ কর। হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তির হস্ত পদ ও অন্তঃকরণ সংগত হইয়াছে, উক্ত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কোন প্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয় না, এবং যাহার বিদ্যা তপস্যা ও কীর্ত্তি বিখ্যাত আছে, সেই ব্যক্তি অনায়াসে তীর্থফল ভোগ করিতে পারে। ইহা ঋষিদিগের পক্ষে পরম গুহ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু হে ভরতকুলোজ্জ্বল! পার্থিব

তোমারে ঐ সমস্ত তীর্থ ফল অবগত করাইব; তুমি সাবধান হইয়া মনোমধ্যে ইহা ধারণ করিয়া রাখিবে। হে মহারাজ! পূর্ব্বে যৎকালে পরমেষ্ঠী হিরণ্যগর্ব্ভ ব্রহ্মা এই সুদুষ্কর তীর্থে মহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন তখন কোটি কোটি ঋষিগণ ও উগ্র তপস্বী যোগিগণ পিতামহের দর্শনেচ্ছায় তথায় সমাগত হইলেন। এবং ঐ সমস্ত মহাত্মগণ মুখদর্শন তীর্থ আশ্রয় পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে ভীষ্ম! মুখদর্শন তীর্থ প্রভাবে ঐ মহাত্মা মুনিসত্তমগণ দিব্য রূপলাবণ্য প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। ব্রহ্মদর্শনাকাঙ্ক্ষী সেই ঋষিগণ এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক আমোদপূর্ণ হৃদয়ে ঐ তীর্থের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হে রাজেন্দ্র! এইরূপে ব্রহ্মযজ্ঞ আরম্ভ হইলে ঐ সমস্ত ঋষিগণ যজ্ঞভূমির চতুর্দ্দিকে সমাগত হইলেন। এবং তীর্থবিভাগপূর্ব্বক ভক্তিপরায়ণ হইয়া যজ্ঞকর্ত্তা জগদাদি পুরুষ ব্রহ্মার স্তব করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা মনীষী ঋষিদের স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, কহিলেন, হে ঋষিগণ! আমি তোমাদের প্রতি প্রীত হইয়াছি, অদ্য হইতে তোমাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যে সকল ব্যক্তি রূপার্থী ও দুষ্প্রাপ্য পুষ্করতীর্থে সমাগত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে তদীয় সলিলে সর্ব্বশরীর মজ্জন করে, তাহারা রূপবান্ হইয়া থাকে, কোন সন্দেহ নাই। মুখদর্শন তীর্থ লোকদিগকে উত্তমরূপ প্রদান করে। অতএব অধুনা ইহা রূপতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। হে কুরুবংশভূষণ রাজেন্দ্র ভীষ্ম! শতযোজনমণ্ডল পুষ্করতীর্থ মধ্যে এইরূপ তীর্থ দীর্ঘে দশযোজন

এবং সার্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণ, ইহা সর্ব্বদা ঋষিকোটি পরিবৃত। হে অরিন্দম! যজ্ঞসমূহমধ্যে রাজসূয় ও মেধ অতিশয় ফলপ্রদ, কিন্তু মনুষ্য এই পুষ্কর তীর্থে করিবামাত্র অনায়াসে এই ক্রতুদ্বয়ের অপেক্ষা অধিক লাভ করিয়া থাকে। হে নৃপালচূড়ামণে! পুণ্যতমা স শেষ পুষ্করে প্রবেশ করিয়াছেন, ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ, ঋ সিদ্ধ ও চারণবর্গ চৈত্রশুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শেষ প্রতিষ্ঠা সরস্বতী তীর্থে গমন করিয়া থাকেন। যাহারা সরস্বতী তীর্থে দেবার্চ্চনতৎপর হইয়া অভিষেক করে তা দের অক্ষয়ফল লাভ হইয়া থাকে। এবং তাহারা স্বীয় উদ্ধারকরিয়া থাকে। হে মহারাজ ভীষ্ম! ব্রহ্ম সমাগত মহর্ষিগণ এইরূপে তীর্থবিভাগ সমাধা ক ছিলেন। যাহারা এই তীর্থ বিভাগ শ্রবণ করে, তা বহুল সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সুপবিত্র বিষ্ণুলোকে করিয়া থাকে। হে ভীষ্ম! মানব এই তীর্থে স্নান ক নির্ম্মল হয় এবং ব্রহ্মলোকে গমন করে ও তাহার গতিলাভ হয়। পুষ্করতীর্থের নাম উচ্চারণ মাত্র মহাপাত বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা ত্রিলোকে দেবদেবের তীর্থ ব প্রসিদ্ধ। হে কুরুকুলানন্দবর্দ্ধন! দশকোটি সহস্র ত্রিসন্ধ্যা কালীন এই তীর্থের সান্নিধ্যে বিরাজিত হইয়া থা এবং এই পুষ্কর তীর্থে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগ মরুদ্গণ এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাবৃন্দ নিয়ত সন্নিহিত হই আছেন। যে ব্যক্তি তীর্থশ্রেষ্ঠ পুষ্কর তীর্থে তপস্যাচ পূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করে, সে শ্রেষ্ঠ ভে ভোগকরে এবং অন্তে স্বর্গ লোকে গমন করিয়া থাকে। ব্রাহ্ম

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণ এই মহাতীর্থ পুষ্করে স্নান করিবামাত্র নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া থাকেন। মহা-তীর্থ পুষ্করে গমনকরা দূরে থাকুক, মনোমধ্যে ইহার নাম চিন্তা করিলেই সমস্ত কল্মষ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং স্বর্গলোকেও পূজা প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! এই পুষ্কর তীর্থে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবদানবগণের সম্মতিক্রমে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছেন। দেবতা ও ঋষিগণ পুষ্কর তীর্থে গমনমাত্র শুদ্ধচিত্ত এবং মহৎ সিদ্ধি ও শ্রেষ্ঠপুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি তথায় যাইয়া দেবতা ও পিতৃ-গণের অর্চ্চনাপরায়ণ হইয়া অভিষেক করে, মনীষিগণ কহিয়া থাকেন যে ঐ ব্যক্তি অশ্বমেধ অপেক্ষাও দশগুণাধিক ফল প্রাপ্ত হয়। হে ভীষ্ম! যদ্যপি কোন ব্যক্তি পুষ্করারণ্য-মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে পারে, তাহা হইলে ঐ পুণ্যপ্রভাবে সে সাতিশয় প্রীত হইয়া কোটি কোটি বিপ্রগণ কর্ত্তৃক কেবল পূজিত হয় এমত নহে, সেই পুণ্যের ফলে ইহলোক ও পরলোক মধ্যে সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ পুষ্কর তীর্থে শাক, মূল, ফল প্রভৃতি দ্রব্যে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিয়া দক্ষিণাসমেত ঐ সমগ্র শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা হয়মেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। হে কৌরব! এই পুষ্কর তীর্থ বৈখানস, সিদ্ধগণ ও মুনিদিগকে সর্ব্বদা পুণ্য প্রদান করিয়া থাকে। হে রাজসত্তম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তীর্থে আগমন করিলে পিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় পুণ্যসঞ্চয় করিয়া অন্তিমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। এস্থানে দেবাদিদেব মহাযোগী মধুসূদন বিরাজিত আছেন

এবং পুণ্যতমা সরস্বতী এখান হইতে উৎপন্না হইয়াছে যদি কোন হীনবর্ণ ইহাতে স্নান করে, তীর্থ মাহাত্ম্য অং সেও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকে। মহাত্মা দে দেব মধুসূদনের এই তীর্থে স্নান করিলে আর জন্ম করিতে হয় না। হে ভীষ্ম! আমি শুনিয়াছি, যদি কার্ত্তিক মাসে পুষ্কর তীর্থে গমন করে, তবে তাহার ফল লাভ হয়। বিশেষতঃ যদি কোন ব্যক্তি সায়ং অথবা প্রভাত সময়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তীর্থশ্রেষ্ঠ পু স্মরণ করে, তাহার শরীরে পাপরাশি আর কদাপি কিং করিতে পারে না। হে কৌরবেন্দ্র! পুষ্করতীর্থে তপ করিলে সমুদয় তীর্থানুষ্ঠিত তপস্যারফল লাভ হয়। কো অথবা পুরুষ জন্মাবধি যে সকল পাপ আচরণ করিয় পুষ্কর তীর্থে স্নান কবিলে তাহাদের ঐ সমস্ত পাপ তৎক্ষ অপসারিত হইয়া যাইবে। সমস্ত দেবগণমধ্যে যদ্রূপ লে বিধাতা পিতামহ ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত আ অসংখ্য তীর্থ মধ্যেও এই সুবিখ্যাত পুষ্কর তীর্থ সেই প্র শ্রেষ্ঠ নির্ণীত হইয়াছে। হে কৌরব! যদ্যপি কোন ন ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক দশবর্ষ কাল পুষ্করতীর্থে বসতি কা পারে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সংসারে যত প্রকার যজ্ঞ ষ্ঠানের বিধি বিহিত আছে, তৎসমুদায় আচরণের পুণ্য অনায়াসে প্রাপ্ত হইবে এবং ব্রহ্মলোকে গমন করিবে স নাই। অপর, যে ব্যক্তি পুষ্করতীর্থে পূর্ণ শতবর্ষ কাল অ হোত্রের উপাসনা করে, সে বাজপেয় যজ্ঞের ফল করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবে। হে বীর! যদিও সং দুর্গমতীর্থ অনেক আছে তথাপি কোন না কোন উপায়ে

সকল তীর্থে যাওয়া যায়, কিন্তু পুষ্করতীর্থে গমন করা অতি দুরূহ। এই তীর্থশ্রেষ্ঠ পুষ্করসলিলে স্নান করাও সহজ নহে, তাহাতেও অনেক প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে, পুষ্করতীর্থে তপস্যাচরণ করিতেও অনেক সুকৃতির আবশ্যক করে, এই তীর্থের ধ্যান করাও দুষ্কর। ব্রাহ্মণ পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া জ্যেষ্ঠ পুষ্করজলে স্নান করিলে মোক্ষভাগী হইয়া থাকেন, আর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে পিতৃতারক মধ্যে পরিগণিত হন। নামমাত্র কোন ব্রাহ্মণ পুষ্করতীর্থে সন্ধ্যোপাসনা করিলে দ্বাদশবার্ষিক সন্ধ্যোপাসনার ফল পাইতে পারে, ইহাতে কোন সংশয়ই নাই। কারণ পূর্ব্বে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাও এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন যে, ঐ বিপ্রের বংশে সাবিত্রী পতন দোষ কদাপি স্থান পাইতে পারে না। অতএব হে ভীষ্ম! সংযত হইয়া পুষ্করতীর্থে বাস করা অতীব শুভদায়ক। পুষ্করতীর্থের আর এক চমৎকার প্রভাব দেখ, পতিতৎপরা কোন কামিনী ভর্ত্তার সন্ধ্যোপাসনা করিবার নিমিত্ত যদি তাম্রপাত্রে পুষ্করতীর্থ জল আনিয়া বর্ষে বর্ষে প্রদান করে তবে সেই পুণ্যফলে সমস্ত পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। এবং স্বর্গ সুখ ভোগাবসানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার পরিমিত দিবস পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করে। যে ব্যক্তি সায়ংসময়ে একাকী অবস্থিত হইয়া ধ্যান পূর্ব্বক পুষ্করতীর্থের আদ্যতোয়ে সন্ধ্যার বন্দনা করে, তদ্দ্বারাই তাহার দ্বাদশবার্ষিকী সন্ধ্যোপাসনার ফল হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে রাজসত্তম! যাহারা এই পুষ্করতীর্থের দক্ষিণদিক্ সমাশ্রয় পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ সমাধানান্তে পিতৃ তর্পণ করিয়া থাকে, তাহাদের পিতৃগণ

এই অনুষ্ঠান দ্বারা দ্বাদশবার্ষিকী পরমা প্রীতি লা... শ্রাদ্ধীয় পিণ্ডে তৃপ্ত হইয়া, অমৃত ভোজন করিয়া থা... হে ভীষ্ম! বিদ্বানগণ এই কারণেই দারপরিগ্রহ করে... সন্তান তীর্থে যাইয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পূর্ব্বক পিতৃলোক... পিণ্ডদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। এই বিষয়ে স্বয়ং পি... এই কথা বলিয়াছেন যে, যাহারা তীর্থস্থলে শ্রাদ্ধ... পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করে, তাহাদের সন্তানসন্ততি ... ধনধান্য কদাপি বিচ্ছিন্ন না হইয়া নিরন্তর বর্দ্ধিত হয়। ফলতঃ পুষ্করতীর্থে দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি ... করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

হে ভূপতে! পুষ্করতীর্থে যে সকল আশ্রম সং... ছিল, আমি তৎসমুদায় তোমার নিকট কহিতেছি, ... এমনা হইয়া শ্রবণ কর। মহাত্মা অগস্ত্য এই স্থানে ... গণের সম্মত আশ্রম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পরম ... যতিগণ ও সপ্তর্ষিগণের আশ্রম ও তথায় দৃষ্ট হইত, ... তথায় নাগদিগের যে সমস্ত পুরী সংস্থাপিত ছিল, ... সৌন্দর্য্যের কথা আর কি কহিব। হে মহারাজ! ... নিকট যে সমস্ত আশ্রমবাসিগণের কথা উল্লেখ ক... তন্মধ্যে মহাত্মা অগস্ত্য সাতিশয় প্রভাবসম্পন্ন, আমি ... মহাত্মা অগস্ত্যের উৎকট প্রভাব বর্ণনাকরিতেছি, এক... মনা হইয়া শ্রবণ কর, উহা শ্রবণ করিলে সর্ব্বপ্রকার ... বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হে ভীষ্ম! পূর্ব্বকালে কৃতযুগে যুদ্ধদুর্ম্মদ পরম ... দারুণ ক্রূর ও প্রসিদ্ধ কালেয়নামক দৈত্যগণ অতিশয় প্র... হইয়া, অতিউগ্রবীর্য্য বৃত্রাসুরকে নেতৃত্বপদে বরণ ...

ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাবৃন্দের প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল। হে বীর! মহোগ্রবীর্য্যসম্পন্ন কালেয়গণ নানাবিধ প্রহরণ ও বিবিধ শস্ত্রসমাযুক্ত ছিল। এইরূপে দৈত্যগণ অমর নিকরের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে, যাহারা সেই দুষ্ট কালকেয়গণের অধিপতি বৃত্রাসুরের বিনাশে যত্ন করিতে লাগিলেন। এবং দেবরাজ পুরন্দরকে অগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক সুরজ্যেষ্ঠ পিতামহসমীপে উপস্থিত ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই দেবাদিদেব জগদ্‌যোনি ব্রহ্মার স্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা বিনত অমরবৃন্দকে মধুর বচনে কহিলেন, হে সুরগণ! আমি তোমাদের আন্তরিক দুঃখসমুদায় পরিজ্ঞাত আছি, তোমরা ক্রূর বৃত্রাসুরভয়ে বিব্রত হইয়াছ; যেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে বৃত্রাসুরবিনষ্ট হইবে, আমি তাহা কহিতেছি তোমরা তাহার চেষ্টা কর। বোধ হয়, অতি উদার বুদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মা প্রসিদ্ধ দধীচি মুনিরে তোমরা জ্ঞাত আছ, অধুনা সমস্ত অমরনিকর একত্র হইয়া তাহার নিকট উপগত হও এবং তাঁহার স্থানে তদীয় অস্থিলাভ বর যাচ্ঞা কর। হে দেবগণ! মহামুনি অগস্ত্য অতিশয় ধর্ম্মাত্মা, তিনি তোমাদের এইরূপ কঠোরতর প্রার্থনা কদাপি অগ্রাহ্য করিবেন না, বরঞ্চ আমার এই অস্থি দ্বারা স্বর্লোকবাসী অমরগণের মহৎ কার্য্য সাধন হইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক তাহা দান করিবেন। তোমরা তাহার অস্থি দ্বারা দুর্ভেদ্য অমোঘ বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা বৃত্রাসুরকে বিনাশ কর। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! দেবগণ ব্রহ্মার উপদেশবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দধীচি মুনির আশ্রমে গমন করিলেন এবং জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া মুনিবরকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি স্বকীয় অস্থি আমা-
গকে প্রদান করুন, তাহা হইলে ত্রিলোক প্রদান করা হইবে।
হে ভীষ্ম! মহামুনি দধীচি পীড্যমান সুরোত্তমদিগকে
করিয়া কহিলেন, হে দেবতাগণ! আপনারা যে কারণে
প্রার্থনা করিতেছেন, নিঃশঙ্কহৃদয়ে আমার নিকট
প্রকাশ করুন, যদি আমা দ্বারা তাহার কোন প্রতি
হয়, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। হে
দেবগণ দধীচি মুনির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অ
আনন্দ সহকারে তদীয় সমীপে আত্মবৃত্তান্ত প্রকাশ
নির্ভয়ান্তঃকরণে কহিলেন, আপনার অস্থি দ্বারা শস্ত্রনি
হইলে দেবগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

দধীচি কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা প্রাণিঃ
অভয়দাতা, তোমাদের উপকার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।
প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের হিতসাধন ক
হে বীর! মহর্ষি ধৃতব্রত দধীচি এই বাক্য কহিয়া
বলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন। দেবগণ দধীচির
অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।
ত্বষ্টা মুনিবরের অস্থি লইয়া অমোঘ বজ্রাস্ত্র প্রস্তুত
লেন। যেরূপ পর্ব্বত স্বীয় উন্নত শৃঙ্গসমূহ দ্বারা
দিকে অবলোকিত হইয়া থাকে, অমররাজ পুরন্দর
উদ্যতাস্ত্র দেবতাবৃন্দ দ্বারা তদ্রূপ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট
লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! অনন্তর দেব ও
দিগের মুহূর্ত্তকালব্যাপক লোকত্রাসকর মহৎ যুদ্ধ
হইল। এই ঘোরতর সংগ্রামে খড়্গধারী যোদ্ধাগণ
স্বীয় অস্ত্র উদ্যত করিয়া পরস্পরের শরীরে এরূপ

প্রহার আরম্ভ করিল যে, তাহা দ্বারা তুমুল শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। হে মহীপাল! যোদ্ধগণের ছিন্ন মুণ্ড শোণিতে পরিপ্লুত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে পক্ব তালফলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। যেরূপ অনলের তেজে বৃক্ষ সকল দগ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ হেমকবচধারী কালেয় দৈত্যগণ পরম পট্টিশ প্রভৃতি নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রহার করিয়া অমরনিকরের সংহার করিতে লাগিল। সেই অতিশয় দুর্জ্জয় তেজস্বী কালেয়দিগের তাদৃশ যুদ্ধবেগ দেবগণ সহ্য করিতে পারিলেন না, সকলেই মহাভয়ে অভিভূত হইয়া যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে ভীষ্ম! এইরূপে দেবতগণ দুষ্ট কালেয়ভয়ে সমরক্ষেত্র হইতে পলায়নপরায়ণ হইলে, দেবরাজ সহস্রলোচন পুরন্দর অতিশয় হতাশ হইলেন এবং বৃত্রাসুরের বৃদ্ধি দর্শনে স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখন মহৎ কশ্মল তাঁহারে আশ্রয় করিল অনন্তর সমস্ত অমরগণ দেবরাজকে মোহাভিভূত দেখিয়া স্বীয় স্বীয় তেজঃ প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবরাজের তাদৃশ দুরবস্থা অবলোকন করিয়া নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষিগণও আপন আপন তেজঃ প্রদান করিলেন। পরে লোকরক্ষক কমলাপতি বিষ্ণু বৃত্রাসুর দ্বারা লোকনাশ সম্ভব দেখিয়া স্বীয় অলৌকিক তেজঃ দ্বারা ইন্দ্রের পুষ্টিসাধন করিলে সেই দেবরাজ শক্র তাঁহাদের তেজে বর্দ্ধিত হইয়া সগর্ব্বে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অসুরনাথ বৃত্র দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বীয় সম্মুখস্থিত জানিতে পারিয়া অতিশয় তীব্ররবে চীৎকার করিল। বৃত্রাসুরের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শ্রবণকরিয়া সসাগরা ধরণী, ত্রিদশালয় স্বর্গ এবং পর্ব্বত সকলও যেন চলিতে

লাগিল। হে ভীষ্ম! দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সেই সুঘোর গর্জ্জন শ্রবণ মাত্র অতিশয় অভিভূত হইয়া গেলেন এবং পাছে উহা দ্বারা কোন অনিষ্ট ঘটে, এই আশঙ্কায় অতি সত্বরে বৃত্রের শিরশ্ছেদন নিমিত্ত সেই দুর্জ্জয় বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। হে বীর! পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণুর কর হইতে বিমুক্ত হইয়া, যে প্রকার মহাশৈল মন্দরাচল পতিত হইয়াছিল, তদ্রূপ সুবর্ণ মাল্যধারী কালেয়গণের বীর্য্যবান মহাসুর বৃত্র বজ্রাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অসুর-পতি বৃত্র এইরূপে দধীচির অস্থিনির্ম্মিত বজ্রাস্ত্র দ্বারা নিহত হইলে, পরস্পর আহ্বান করত কালেয়াদি অন্যান্য অসুরগণ ভয়ে ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে বৃত্রাসুর নিহত হইলে ব্রহ্মহত্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া দেবরাজকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে গমন করিতে লাগিল, তদ্দর্শনে দেবরাজ ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পরিত্রাণবাসনায় ইতস্ততঃ পর্য্যটন পূর্ব্বক কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে সরোবরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন। তিনি এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, যে তাঁহার হস্ত হইতে যে শ্রেষ্ঠ বজ্রাস্ত্র বিমুক্ত হইয়া বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছিল তাহাও তিনি দেখিলেন না, অধিক কি, তিনি আত্মাকেও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। যাহা হউক সমস্ত দেবতাগণ ও সমুদায় মহর্ষিবৃন্দ দেবরাজের তাদৃশ অসাধারণ কার্য্য দেখিয়া অতিশয় প্রহৃষ্ট হইলেন এবং মনোহর বচনাবলী দ্বারা সকলে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। হে বীর! অনন্তর দেবগণ বৃত্রাসুরঘাতী দেবরাজ ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যা পাপে পরিভূয়মান অবলোকন

পূর্ব্বক পরম বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। পরে ত্রিদশনাথ ইন্দ্র সকলের পরামর্শ অনুসারে মানস সরোবর সমীপে বহুকাল বাস করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন।

হে রাজেন্দ্র ভীষ্ম! এদিকে সেই সমুদায় কালেয় প্রভৃতি দানবগণ দেবগণ কর্ত্তৃক পীড়িত ও ভয়ব্যাকুল হইয়া শীঘ্র অগাধসলিলসম্পন্ন সরিৎপতির গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। শ্রী উদধি অতিশয় অপ্রমেয় সুখপূর্ণ এবং অনন্ত রত্নরাশিতে সমাকুল ছিল। সমুদায় দানবগণ সেই সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া বিগতজ্বর হইল এবং ত্রৈলোক্য বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া পরস্পর তাহার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। হে কৌরব! তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত দৈত্য মতিনিশ্চয়জ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিল, তাহারা এই কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত বিবিধ উপায় প্রদর্শন করিতে লাগিল। হে ভীষ্ম! চিন্তাপরায়ণ সেই দুষ্ট দৈত্যগণের ক্রূর মতি দেব ও ঋষিগণের বিনাশে ধাবমান হইল। এবং তাহারা পরস্পর এইরূপ স্থির করিল, যে, সংসারে বিদ্যা ও তপস্যাসম্পন্ন যে সমস্ত ব্যক্তি আছে, সর্ব্বাগ্রে তাহাদের বিনাশ করা কর্ত্তব্য, কেননা এই লোক সমুদয় কেবল তপস্যা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, অতএব সকলে কৃতযত্ন হইয়া তপস্যাচরণ নিবারণ করিতে থাক। হে বীর! সেই মতিনিশ্চয়জ্ঞ দুষ্ট দৈত্যগণ এইরূপ উপায় নিশ্চয় করিয়া কালেয় প্রভৃতি দৈত্য সকলকে কহিল, হে দৈত্যগণ! এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত তপস্বী ও যতিগণ যজ্ঞাদি বিবিধ কার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম বর্দ্ধিত করিতেছেন, তোমরা অতি-শীঘ্র তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেল। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ

হত হইলে এই জগৎ অনায়াসে বিনষ্ট হইবে। হে কৌরবেন্দ্র! এইরূপ অবধারিত হইলে, তাহারা পরস্পর জগদ্বিনাশের উদ্যোগ করিতে লাগিল। তাহারা দিবসে রত্নাকর মধ্যে বাস করিত এবং রাত্রিকালে দলবদ্ধ হইয়া যজ্ঞে, আ... ও আশ্রমে গমন করিয়া ঋষিদিগকে ভক্ষণ করিত। ... দুষ্ট দৈত্যগণ মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া ... শীতিশত ব্রাহ্মণ এবং তথায় অন্যান্য যে সমস্ত ... ছিলেন, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। হে ভূ... মহর্ষি চ্যবনমুনির আশ্রম অতিশয় পুণ্যজনক ও ... দ্বিজগণে সেবিত, তাহারা রজনীযোগে সেই পবিত্র আ... প্রবিষ্ট হইয়া, ফল ও মূল ভক্ষণকারী একশত মুনিকে ... করিয়া ফেলিল। সেই দুষ্ট দৈত্যেরা নিশাভাগে ... ঘোরতর নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া দিবসে সমু... প্রবেশ করিত। যাহা হউক, তাহারা ভরদ্বাজমুনির আশ্র... গমন করিয়া, তথায় যে সমস্ত ব্রাহ্মণ নিয়ম পূর্ব্বক বায়ু অম্বুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বিংশতি জনকে ভক্ষণ করিল। দানবগণ এই-রূপে মুনিকুল ভক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা দেবরাজ শক্রের ভুজবলে পীড়িত ছিল, সুতরাং তাঁহার ভয়ে দিবা-ভাগে কোন অত্যাচার না করিয়া লুক্কায়িত হইয়া থাকিত।

হে নরাধিপ! এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, সেই সমস্ত কালেয় দৈত্যগণ অসংখ্য মুনিগণকে বিনষ্ট করিল, কিন্তু মানবগণ ইহা কোন রূপে বিদিত হইতে পারিল না। তৎকালে স্বাধ্যায়, বষট্কার ও যজ্ঞাদি উৎসব কিছুই রহিল না, দুষ্ট কালেয় ভয়ে পীড়িত হইয়া জগৎ উৎসাহহীন

হইল। হে মনুজেশ্বর ভীষ্ম! এইরূপে জগৎক্ষয় আরম্ভ হইলে, মানবগণ আত্মপরিত্রাণে অসমর্থ ও ভীত হইয়া, দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোন ব্রাহ্মণ নিশাভাগে পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইলেন, কেহ বা ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর বিশ্বসংসার এই রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর শরণপরায়ণ হইলেন, এবং লোকরক্ষার্থ কৃতযত্ন হইয়া সেই দেবাদিদেবের স্তব করত কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! পূর্ব্বে দৈত্যগণের আদিপুরুষ বিখ্যাত মহেষ্বাস মহৌজা মহাবীর্য্য হিরণ্যকশিপু, এইরূপে জগৎ ক্ষোভিত করিয়াছিল। হে প্রভো! আপনি লোক সকলের মঙ্গলসাধননিমিত্ত নরসিংহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া দুষ্ট মহৌজা অসুরের সহিত ঐ আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপুরে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। হে জগৎপালক! মহাসুর বলি সমস্ত প্রাণির অবধ্য হইয়া উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলে আপনি অতি মনোহর বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উহারে একবারে ত্রৈলোক্য ভ্রষ্ট করিয়াছেন। হে মধুসূদন! আমরা আপনার লোকাতিগ কার্য্যের নির্ণয় কি করিব? আপনি অতি কঠিনতর যে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। আমরা ভীত হইয়া আপনার শরণপরায়ণ হইতেছি এবং আপনিই ভয়াকুল দেবগণের একমাত্র গতি, অতএব হে দেবেশ! আমরা লোকের মঙ্গলার্থ আপনারে নিবেদন করিতেছি। আপনি ইহার উপায় করুন। হে বিভো! সম্প্রতি এই মহদ্ভয়ে লোক সমুদায় এবং দেবরাজ ইন্দ্র সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন, আপনি

ইহাদিগকে রক্ষা করুন। অধিক কি, আপনার প্রসাদে
চতুর্ব্বিধ প্রজা কুশল লাভ করুক, সমস্ত মানব নি
হউক; দেবগণ সুস্থ হইয়া হব্য কব্য দ্বারা সুখভোগ ক
থাকুন। হে প্রভো! আপনার প্রসাদে এই লোক স
নিরুদ্বিগ্ন ও পরস্পর পরস্পরের বশতাপন্ন হইয়া চলি
এবং আপনি ইহার রক্ষক, কিন্তু অধুনা লোক মধ্যে
মহদ্ভয় উপস্থিত হইয়াছে, যে প্রতিদিন নিশাভাগে
ব্রাহ্মণগণ বিনষ্ট হইতেছেন, কেই বা এইরূপ গর্হিত
অনুষ্ঠাতা, আমরা ইহার কিছুই নিরূপণ করিতে পারি
না। ব্রাহ্মণদিগের তেজোবলেই পৃথিবী পরিবর্দ্ধিত
তাঁহারা ক্ষীণ হইলে তাঁহাদিগের সহিত ভূমণ্ডলও
ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। হে জগৎপতে! আপনার প্র
এই লোক সমুদায় স্থিতি করিতেছে। হে মহাবা
আপনি ইহার পরিরক্ষক; আমরা আপনার নিকা
প্রার্থনা করিতেছি, ইহা যেন ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়।

হে ভীষ্ম! ভগবান্ ভূতভাবন বিষ্ণু দেবতাদিগের
প্রকার কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে অমর
যে কারণে প্রজা ক্ষয় হইতেছে তাহা আমার বিদিত
বলিতেছি শ্রবণ কর। বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে লোকবি
দারুণ কালেয়গণ আপনাদের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বরুণ
সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহারা নানা গ্রহ সম
ঘোর সমুদ্র মধ্যে বাস করিয়া লোকবিনাশে কৃতযত্ন হ
রাত্রিকালে মুনিগণকে ভক্ষণ করিতেছে। হে দেব
তোমরা কোন মতেই ঐ দৈত্যগণকে বিনাশ করিতে পা
না, যেহেতু তাহারা সাগর মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে, এ

যাহাতে সমুদ্রসলিল ক্ষয় হয়, তোমরা তাহার উপায় চিন্তা কর।

হে কৌরবেন্দ্র! বিবুধগণ ভগবান্ বিষ্ণুর প্রমুখাৎ কালেয়গণের বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সমুদ্রশোষের উপায় স্থির করত পিতামহ ব্রহ্মার সহিত মুনিবর অগস্ত্যের আশ্রমে গমন করিলেন। হে ভীষ্ম! যিনি স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা বহুবিধ পুণ্যসঞ্চার ও নানাপ্রকার অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যিনি একমাত্র তপোরাশি বলিয়া প্রসিদ্ধ, ব্রহ্মাপ্রমুখ সমস্ত বিবুধগণ সেই অপ্রমত্তস্বভাব মিত্রাবরুণনন্দন মহাত্মা অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেবগণ কহিলেন, হে মহর্ষে! পূর্ব্বে রাজর্ষি নহুষ স্বীয় পুণ্যবলে অমরনগরীর রাজত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ত্রিলোকস্থ প্রাণিপুঞ্জের কণ্টকস্বরূপ হইলে, একমাত্র আপনি কারুণ্যগুণের বশীভূত হইয়া, সেই লোককণ্টক নহুষকে সুরগণের ঐশ্বর্য্যভোগ হইতে ভ্রষ্ট করত তদীয় দৌরাত্ম্যসন্তপ্ত লোক সমুদায়ের গতি হইয়াছিলেন। হে মহর্ষে! আপনার অসাধারণ লোকহিতৈষিতা কাহার অবিদিত নাই, যৎকালে গিরিবর বিন্ধ্য সুমেরুর ঐশ্বর্য্য দর্শনে ক্রোধ ও ঈর্ষা পরবশ হইয়া ভগান্ আদিত্যের গতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তৎকালে আপনি সেই নগোত্তম বিন্ধ্যের নিকট গমন করিয়া তাহারে নিবারণ করিয়াছিলেন। গিরিবর বিন্ধ্যও আপনার বাক্য অনুসারে বর্দ্ধিত হয় নাই। হে ঋষে! প্রজাগণ মৃত্যু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলে, লোক সমুদায় তপস্যা দ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকে, লোক মধ্যে যতপ্রকার সৎ পথ বিদ্যমান আছে, আপনিই তৎসমস্তের নেতা এবং ভয়ভীত দেবগণের আপনিই একমাত্র

গতি, অধুনা আমরা, ভয়ার্ত্ত হইয়া আপনার শরণাগত হ
য়াছি, আপনি আমাদিগকে অভয় বর প্রদান করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহামুনে! অদ্রিরাজ বিন্ধ্য
কারণে ক্রোধবশ হইয়া হঠাৎ ঐরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া
আপনি অনুকম্পাপূর্ব্বক সেই বৃত্তান্ত বর্ণন করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে বীর! পর্ব্বতপ্রধান বিন্ধ্য দে
সহস্ররশ্মি দিবাকর উদয় ও অস্ত সময় কনকাচল সুমে
প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া তাহার অন্তঃ
ঐ প্রকার ঐশ্বর্য্যলাভের ইচ্ছা বলবতী হইল। তখন
ভানুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে দিবাকর! আপনি
দিন যেরূপ নিয়মানুসারে সমস্ত নগাধিরাজ সুবর্ণময় সু
পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, অদ্যাবধি সেই
আমারে প্রদক্ষিণ করুন। হে কৌরবেন্দ্র! শৈলশ্রেষ্ঠ
এইরূপ কহিলে ভগবান্ বিভাবসু তাহাকে সম্বোধন ক
কহিলেন, হে শৈলেন্দ্র! তুমি সুমেরুর সম্পত্তি দর্শনে
হইয়াছ; এই জন্যই আমারে এই প্রকার অনুরোধ
তেছ। বোধ হয় তুমি ইহা বিদিত নহ, যে আমি
ইচ্ছায় সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিনা। যে মহাপুরুষ এই স্থা
জঙ্গমাত্মক জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি আমার ঐপ্র
গতি নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। আমার এরূপ কি ক্ষ
আছে যে, আমি সেই নিয়ন্তার প্রতিকূলতাচরণ করিতে পা
হে পরন্তপ ভীষ্ম! বিন্ধ্যাচল দিবাকরের এই বাক্য
মাত্র সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইল, এবং সূর্য্য ও চন্দ্রমার গ
পথ রোধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সহসা অতিশয় ব
হইতে লাগিল। এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, তৎ

উচ্চতর পর্ব্বত ভূমণ্ডলে আর নেত্রগোচর হইল না। সমস্ত বিবুধগণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া মহর্ষিবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া, উহার সন্নিধানে সমাগত হইলেন। হে কুরুপ্রবীর! তাঁহারা উহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি একি করিতেছ, তোমার শরীর বর্দ্ধিত হওয়াতে সূর্য্যচন্দ্র প্রভৃতি গগনবিহারী গ্রহগণের গতিরোধ হইতেছে, তুমি সত্বর স্বীয় শরীর সঙ্কুচিত কর; বিধাতা স্বয়ং এইরূপ বিধি বদ্ধ করিয়াছেন যে, সূর্য্য মেরুকেই প্রদক্ষিণ করিবে। তুমি তাহার অন্যথা করিও না। হে বীর! অমরগণ এইরূপ কহিলে, শৈলেন্দ্র বিন্ধ্য কোন মতেই তাঁহাদের বাক্য রক্ষা করিল না। বরং আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দেবতাগণ আপনাদের প্রার্থনা ব্যর্থ দেখিয়া অত্যন্ত বিমর্ষভাবাপন্ন হইলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইতে নিশ্চয় করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ধার্ম্মিকগণের চূড়ামণি অদ্ভুত ও উগ্রবীর্য্য সম্পন্ন সর্ব্বকাল আশ্রমস্থ তপঃপরায়ণ মহাত্মা অগস্ত্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সমুদায় বিষয় আমূলতঃ নিবেদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মুনীশ্বর! ভগবান্ বিধাতা সূর্য্য, চন্দ্র, ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কগণের গমনপথ যে প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আপনার তাহা অবিদিত নাই, কিন্তু অধুনা তাহার বিপরীত হইয়া উঠিয়াছে, শৈলরাজ বিন্ধ্য সুমেরুর ঐশ্বর্য্য দর্শনে ক্রোধপরবশ হইয়া, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ তাহারে আর প্রদক্ষিণ করিতে না পারে, এইরূপ অভিপ্রায়ে সাতিশয় বর্দ্ধিত হইতেছে। আমরা তাহারে অনেক নিষেধ করিয়াছি, তথাপি সে ক্ষান্ত

হয় নাই। এক্ষণে আপনি ইহার কোন প্রতিবিধান করুন। হে নৃপতে! মহর্ষি অগস্ত্য দেবগণ প্রমুখাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বতের দৌরাত্ম্য অবগত হইয়া শীঘ্র তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে পর্ব্বতোত্তম! তুমি কি কারণে উন্নত হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছ, তুমি মদীয় বাক্য শ্রবণ কর, এ তোমার গমনের পথ নহে, এই পথে গমন করিলে, তোমার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, অধুনা আমি তোমার গতিপথ প্রদানার্থ এখানে আসিয়াছি, তুমি আমার নিরূপিত পথে গমন কর, তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গললাভ করিতে পারিবে। হে পর্ব্বতরাজ! অধুনা তুমি আপন স্বভাবে অবস্থিতি কর, পুনরায় আর এরূপ উন্নত হইও না। হে ভীষ্ম! মহর্ষি অগস্ত্য পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যকে এই প্রকার প্রবোধ বচনে ক্ষান্ত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অদ্যাপি ঐ দক্ষিণ দিক হইতে আর প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না, শৈলশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যও তাঁহার বাক্যে বিশ্বস্তচিত্ত হইয়া তদীয় পুনরাগমন প্রতীক্ষায় স্বীয় শরীর সংকোচ করিল, আর বর্দ্ধিত হইল না। হে বীর! তুমি আমার নিকট বিন্ধ্য পর্ব্বতের বৃদ্ধি বিষয় শ্রবণ অভিলাষ করিয়াছিলে, আমি তোমার সমীপে মহাত্মা অগস্ত্যের প্রভাবের সহিত বিন্ধ্যগিরির সমস্ত বৃত্তান্ত আমূলতঃ বর্ণন করিলাম। অধুনা অমরবিজয়ী কালেয় দৈত্যগণ যেরূপ অগস্ত্যবরে দেবগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে রাজেন্দ্র! সমস্ত ত্রিদশবৃন্দ মহর্ষি অগস্ত্যের সন্নিধানে কাতরতা সহকারে সমস্ত জগৎ ক্ষয় কারণ প্রকাশ করিলে, সেই মিত্রাবরুণনন্দন মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, হে বিবুধগণ! তোমরা

কিজন্য আমার নিকট আগমন করিয়াছ এবং কিরূপ বর প্রার্থনা কর, সমুদায় সবিশেষ নির্দ্দেশ কর। হে কুরুপ্রবীর! অমরগণ মহর্ষি অগস্ত্যের এইরূপ প্রসন্নতা দর্শনে অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি একমাত্র লোকভয়ত্রাতা ও দেবতাগণের পরম গতি, আমরা ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়াছি, আপনি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর আমাদিগকে এই মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করিলে, জগতের মঙ্গলসাধন হইবে, এবং এরূপ দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন করিতে একমাত্র আপনিই পটু। হে ঋষে! অধুনা দেবতাগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া অগাধজলপূর্ণ সমুদ্র পান করুন। ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমরা লোকনাথ ভগবান্ নারায়ণের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে, সুরশত্রু কালেয় অসুরগণ সমুদ্র মধ্যে আশ্রয় লইয়া নিশাযোগে মহর্ষিগণকে বিনষ্ট করিতেছে; ঐ দুষ্টেরা যে স্থানে আবাস স্থির করিয়াছে, তথায় গমন করা দেবগণের সাধ্য নাই, অতএব আপনি শীঘ্র অর্ণবশোষণ করিয়া ফেলুন; তাহা হইলে আমরা ঐ সকল দুরাত্মাকে দেখিতে পাইব এবং অনায়াসে কালসদনে প্রেরণ করিব। হে কুরুকুলতিলক! ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য দেবতাদিগের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না, বরং উৎসাহ সহকারে কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা আমার নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিলে, আমি তাহাই করিব, কোন মতে অন্যথা হইবে না, আমি এই দুস্তর সমুদ্র পান করিলে যে তোমাদের কামনা সিদ্ধি হইবে এমত নহে, ইহা দ্বারা সমস্ত লোকের মহৎ সুখসাধন হইবে। অতএব আমি অতিশীঘ্র ইহা সমাধা করিতেছি। হে সুব্রত! মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপ

কহিয়া তপঃসিদ্ধিসম্পন্ন প্রভৃত মুনিগণ সমভিব্যাহারে সমুদ্র সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। হে ভীষ্ম! তৎকালে মহর্ষি অগস্ত্যের সেই অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দেখিবার নিমিত্ত মনুষ্য উরগ গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস পন্নগ প্রভৃতি প্রাণিগণ মিলিত হইয়া সাগর সমীপে উপনীত হইতে লাগিল।

হে রাজেন্দ্র! সমুদায় দেব গন্ধর্ব্ব উরগ যক্ষ রাক্ষস ও মানবগণ মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত সমবেত হইয়া সরিৎপতি সমুদ্র সন্নিধানে সমাগত হইয়া দেখিলেন, তাহার ঘোরতর ভয়ঙ্কর নিস্বন শ্রবণে কর্ণবধির হইয়া যায় এবং তাহার ঊর্ম্মি সকল বায়ু দ্বারা আন্দোলিত হইয়া যেন নৃত্য করিতেছে। হে বীর! তাঁহারা আরও দেখিলেন, সাগরের জলরাশি ক্ষোভিত হইয়া পর্ব্বতকন্দরে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং ফেন রাশি উল্লম্ফিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। [illegible] জলরাশি নানাপ্রকার গ্রাহগণ সমাকীর্ণ। হে ভীষ্ম! [illegible] রূপে মহাভাগ ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব ও মহোরগগণ [illegible] বান্ ঋষিসত্তম অগস্ত্যের সহিত মিলিত হইয়া সেই [illegible] শোভাসম্পন্ন অর্ণবসমীপে সমাগত হইলেন। মিত্রাবরুণনন্দন ভগবান্ অগস্ত্য সমুদ্রসমীপে উপস্থিত হইয়া দেবগণের সহিত সমাগত সেই সমস্ত ঋষিদিগকে বিনীত ভাবে কহিলেন, সমস্ত লোকের হিতসাধনার্থে আমি এই অগাধ জলপূর্ণ সমুদ্র পান করিতেছি। হে দেবগণ! আপনারা শীঘ্র স্বীয় অভিপ্রেত কার্য্য সাধনের চেষ্টা করুন। হে মহাভাগ! মিত্রাবরুণতনয় তপস্বিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য এই রূপ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক সর্ব্বলোকসমক্ষে অতি ক্রোধসহকারে সমুদ্র পান করিলেন। সবাসব অমরগণ ঋষিবরের সেই অলৌকিক

অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এবং স্তুতি বাক্য প্রয়োগ করত তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা অগস্ত্য সমস্ত ত্রিদশগণ ও গন্ধর্ব্বমুখ্য এবং অন্যান্য প্রাণিগণ কর্তৃক পূজিত ও দিব্য পুষ্পে অবকীর্য্যমান হইয়া সেই মহার্ণবকে একবারে সলিলশূন্য করিয়া ফেলিলেন, উহাতে আর বারিমাত্র রহিল না, শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় হইয়া পড়িল। সে যাহা হউক, হে ভীষ্ম! সুরগণ সরিৎপতি সমুদ্রকে বারিশূন্য অবলোকন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন, এবং শ্রেষ্ঠ আয়ুধ সকল গ্রহণ করিয়া কালেয়গণকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে ধাবিত হইলেন। হে বীর! সেই অদীনসত্ব দেবগণ হর্ষসহকারে দানবদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। দুষ্ট কালেয়গণ মহাবল মহাতরস্বী মহাত্মা দেবগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া তুমুল শব্দ করিতে লাগিল এবং কোনমতেই দেবগণের শস্ত্রবেগ ধারণ করিতে পারিল না। হে ভরতকুলভূষণ! সেই ভীমনিস্বন দানবগণ দেবশস্ত্রে নিপীড়িত হইয়া মুহূর্ত্তকাল তাঁহাদের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিল। হে মানদ ভীষ্ম! যদিও ঐ সমস্ত দানব অতিশয় বলশালী ছিল, কিন্তু এই যুদ্ধে তাহারা কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, যে হেতু, উহারা অনেক ব্রাহ্মণ বিনষ্ট করিয়া তাঁহাদের তপোবলে পূর্ব্বেই দগ্ধ হইয়াছিল। অধুনা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, বিবুধগণ অনায়াসে উহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সেই হেমনিষ্কাভরণভূষিত সুবর্ণকুণ্ডলধারী দানবগণ বিনষ্ট হইয়া পুষ্পিত কিংশুকের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল! এইরূপে কালেয়গণ বিনষ্ট হইলে, হতাবশিষ্ট দানবগণ বসুধা

বিদারিত করিয়া আত্মপরিত্রাণ নিমিত্ত পাতালতলে আশ্রয় লইল। এদিকে অমরগণ ভূমণ্ডল অসুরশূন্য অবলোকন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন, এবং মুনিপুঙ্গবগণের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ বাক্যে মিত্রাবরুণতনয় অগস্ত্যের স্তব করিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ মহর্ষে! আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা আর কি কহিব, আপনি এই সমুদ্র শোষণরূপ লোকাতিগ কার্য্য অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিলেন, আপনার প্রসাদে অদ্য লোকসমুদায় মহৎ সুখ লাভ করিল, ক্রূরবিক্রম দুষ্ট কালেয় দৈত্যগণ আপনার তেজোরাশি দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। হে মুনিপুঙ্গব! অ[illegible] এই সলিলরাজ সমুদ্রের যে নিখিল জলপান করিয় [illegible] এক্ষণে অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক তৎপরিমিত সলিল [illegible] সৃজন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ইহা জলপূর্ণ করুন। হে [illegible] মুনিসত্তম অগস্ত্য দেবগণের সমুদ্রপূরণপ্রার্থনা শ্রবণ [illegible] গম্ভীর স্বরে কহিলেন, হে ত্রিদশগণ! আমি সর্ব্বজনসমক্ষে সমুদ্রপান করিয়াছি; উহার অগাধ জল আমার উদরে প্রবেশমাত্র মদীয় জঠরানলতেজে জীর্ণ হইয়াছে, আর তাহার তাদৃশ আকার নাই, রস রুধির শুক্র পুরীষাদিতে পরিণত হইয়াছে, তোমরা এই সমুদ্র পূরণের অন্য কোন উপায় স্থির কর, তোমরা সচেষ্ট হইলে এই সাগর সলিলসংযুক্ত হইবে, ইহা কদাপি মরুভূমি সদৃশ থাকিবে না। হে কৌরবপ্রবর! সুরগণ সেই মহর্ষিপ্রবর ভাবিতাত্মা অগস্ত্যের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে সমাগত মুনিবৃন্দের সহিত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। অনন্তর সেই মুনিপুঙ্গবকে প্রণতি পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! সেই অদ্ভুত

কার্য্য পরিদর্শন নিমিত্ত যে সমস্ত প্রজা তথায় সমাগত হইয়াছিল, তাহারাও অগস্ত্যের সেই আশ্চর্য্য কার্য্য বিলোকন করত বিস্মিত ভাবে যথাভিলষিত স্থানে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল।

এদিকে সমস্ত ত্রিদশগণ ভগবান্ বিষ্ণুর সমভিব্যাহারে লোকপিতামহ ব্রহ্মার সদনে গমন করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত ও সমুদ্র পুরণার্থ কৃতযত্ন হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মারে কহিলেন, হে দেব! মহর্ষি অগস্ত্য অর্ণব শোষণ করিয়া তদীয় বারিরাশি জীর্ণ করিয়াছেন, সমুদ্র জলহীন হইয়া মরুভূমি সদৃশ হইয়াছে, অধুনা কি উপায়ে উহা পুনরায় জলপূর্ণ হইবে, তাহা আদেশ করুন।

হে শান্তনুতনয় ভীষ্ম! লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমাগত অমরবৃন্দকে কহিলেন, হে বিবুধগণ! তোমরা সমুদ্র পূরণার্থ চিন্তিত হইও না, তোমাদের এই কামনা পূরণের উপায় আছে, তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া, যথোচিত স্থানে গমন কর। এক্ষণে এই বারিবিহীন মহার্ণব কালযোগে স্বীয় প্রকৃতি লাভ করিয়া যেপ্রকারে পূর্ণ হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। দিবাকর-বংশ-সম্ভূত অদ্ভুত-কর্ম্মা নৃপশ্রেষ্ঠ ভগীরথ পিতৃলোকের মৃত্যু শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের উদ্ধারার্থে তীর্থশ্রেষ্ঠ সরিদ্বরা গঙ্গারে ভূমণ্ডলে আনয়ন করিবে এবং গঙ্গাসঙ্গমে সাগরও পুনর্ব্বার সলিলে পরিপূর্ণ হইবে! হে ভীষ্ম! লোকবিধাতা ব্রহ্মা এইরূপে সেই সমস্ত দেবতা ও ঋষিদিগকে স্বস্থানে প্রেরণ করত মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গমন করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি যে সমুদ্রপানরূপ অদ্ভুত কার্য্য দ্বারা দেবগণের বিশেষ উপ-

কার সাধন এবং দুষ্ট কালেয়গণের নিধন করিয়াছ, আমি তদ্দ্বারা অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তুমি সংশয়রহিত হইয়া অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমারে তাহা প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহারে বলিলেন, হে দেব! আমি আপনার প্রসাদে এই আশ্রমে থাকিয়া মহৎ দেব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমারে এইরূপ বর প্রদান করুন, সংসারে যে সমস্ত আশ্রম বিদ্যমান আছে, সে সমুদায় হইতে যেন আমার এই আশ্রম শ্রেষ্ঠতর হয়, আমি ইহা ব্যতীত অন্য কোন বর অভিলাষ করি না। হে ভীষ্ম! মহর্ষি অগস্ত্য এই প্রকার কহিলে, ভগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন, তোমার প্রার্থনানু-যায়ী এই আশ্রম সর্ব্বাশ্রমের শ্রেষ্ঠ হইবে, সন্দেহ নাই। তিনি এইরূপ কহিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে ঋষে! যে যতব্রত ব্যক্তি পুষ্কর তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিয়া এই আশ্রমে সমাগত হইয়া উপবাস পূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিবে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া অবশ্য মদীয় লোকে গমন করিবে। আর এই কুণ্ডের জলে স্নান, পিতৃলোক ও দেবতাগণের তর্পণ এবং দেবদেব বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে, তৎসমুদায়ই অক্ষয় হইবে। যে সমস্ত ব্যক্তি এখানে উচ্চাবচ অন্ন দ্বারা পিণ্ডক্রিয়া সমাধানান্তে উহা দ্বিজমুখ্যদিগকে প্রদান করিবে, তাহাদের স্বর্গ বাস হইবে, সন্দেহ নাই। অধিকন্তু, যাহারা এই স্থলে আসিয়া তৃপ্তি বিধান ও আহুতি প্রদান কিম্বা কন্দ মূল ও ফল দ্বারা মুনিগণের তৃপ্তি বিধান করিবে, তাহারা জিতস্বর্গ হইয়া শ্রেষ্ঠ-

গতি লাভ করিবে। হে মুনীশ্বর! যে ব্যক্তি এখানে একটি মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, তাহার কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল লাভ হয় এবং যে সমস্ত অন্নযানাদি দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। হে মুনে! এখানে যে ব্যক্তি যে যে কামনা করিয়া সমাগত হইবে, তাহার সে সমস্ত সিদ্ধ হইবে। যদি কেহ এখানে আসিয়া কেবল স্নান করে, তাহা হইলে, সে ভূমণ্ডলে বিযোনি জন্ম গ্রহণ করে না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিতেছি যে, সংসারে যত প্রকার স্নান আছে, তন্মধ্যে এখানে স্নানই শ্রেষ্ঠ; আর যত তীর্থ বিদ্যমান আছে, সে সকল তীর্থ হইতে এই পুষ্করতীর্থই অতি উত্তম হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। হে ঋষে! এই পুষ্কর তীর্থের মাহাত্ম্য কথা অধিক আর কি কহিব, কোন স্ত্রী অথবা কোন পুরুষ জন্মাবধি যে সকল পাপে পরিলিপ্ত আছে, এই পুষ্কর তীর্থের জলে স্নান করিলে উহাদের ঐ সমস্ত কলুষ তৎক্ষণাৎ প্রনষ্ট হইবে। হে ভীষ্ম! লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই প্রকারে পুষ্করতীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করত মুনিসত্তম অগস্ত্য ঋষিকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সমভিব্যাহারী দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যও লোকনাথ ব্রহ্মার সদনে স্বীয় আশ্রমের প্রাধান্য লাভ পূর্ব্বক অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। হে মানদ ভীষ্ম! আমি এই অগস্ত্য আশ্রমের বৃত্তান্ত তোমার নিকট কহিলাম, পুনরায় সপ্তর্ষিদিগের আশ্রম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

অত্রি, ভগবান্ বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গৌতম ইহাঁরা সেই পুষ্করতীর্থে স্বস্ব আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সুমতি, সুমুখ, বিশ্বামিত্র, স্থূলশিরা, প্রীতিবর্দ্ধন সম্বর্ত্ত, বন্য বৃহস্পতি, ধৌম্য, চ্যবন, কশ্যপ, ভৃগু দুর্ব্বাসা, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, উশনা, ভরদ্বাজ, যবক্রুৎ, বিতথ ইহাঁদেরও আশ্রম তথায় সংস্থাপিত ছিল। হে ভীষ্ম! স্থূলাক্ষ, শকরাক্ষ, কর্ণ, মেধাতিথি, নারদ, পর্ব্বত, সুগন্ধ, চ্যবন, তৃণানুশরণ ধৌম্য, শতানন্দ, কৃতব্রত জামদগ্ন্য এবং রাম ও অষ্টক প্রভৃতি ঋষিগণও সেখানে এক একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্র ও শিষ্য সমন্বিত হইয়া এই পুষ্করতীর্থে আপনার একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। হে কৌরবেন্দ্র ভীষ্ম! এই পুষ্করতীর্থে সপ্তর্ষিদিগের আশ্রমে সমাগত হইলে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধৈর্য্য, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, আর্জব, দয়া ও দান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানে যে সমস্ত সদসৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, পরলোকে সেই সেই কর্ম্মফল ভোগ হইয়া থাকে। পরমার্থ পরায়ণ মুনিগণ এই বিষয় সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন, এইজন্য তাঁহারা অতিশয় সাবধান হইয়া থাকেন। হে ভীষ্ম! যাহারা নাস্তিক, অধার্ম্মিক, অজিতেন্দ্রিয়, নৃশংস, অক্ষম, কৃতঘ্ন ও অদাতা, তাহারা কদাপি এই তীর্থরাজ পুষ্করে আগমন করিতে পারে না। যাঁহারা সর্ব্বদা সত্যনিষ্ঠ, তপঃসম্পন্ন, শূর, দয়াবান্, ক্ষমাপরায়ণ, যজ্ঞকারী ও দানশীল, তাঁহারা এখানে অনায়াসে আসিতে পারেন। অধিক কি, যে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এই দুর্গম পুষ্করতীর্থে আগমন করেন, তাঁহাদের শরীরে ব্যাধিভয় কদাপি হয় না, জরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ

করে না, মৃত্যুও তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে সাহসী হয় না। ক্ষুধা ও পিপাসা তাঁহাদের দেহ মধ্যে থাকিতে পারে না, তাঁহারা কখন গ্লানি ভোগ করেন না। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! যে সমুদায় ব্যক্তি লোভ, মোহ, দম্ভ, মদ ও দ্রোহের বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা বিষয় ভোগে আসক্ত হয়, তাহারা যদি কদাচিৎ পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হয়, এখানে কখন প্রবেশ করিতে পারে না। যাঁহাদের দেহ মমতাশূন্য, অহঙ্কাররহিত এবং যাঁহারা কখন দ্বন্দ্বপ্রিয় নহেন, যাঁহারা অতি সাবধানে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বদা ধ্যানযোগে রত থাকেন, সেই সমস্ত মহাত্মগণই পুষ্করতীর্থে গমন করিতে পারেন। যাঁহারা নিত্য স্বাধ্যায় সম্পন্ন ও নিত্য স্নানপরায়ণ, সেই সকল ব্যক্তিই পুষ্করতীর্থগমনে উপযুক্ত হইতে পারেন। তীর্থশ্রেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে পরকীয় রমণীদিগকে মাতৃস্বসৃ ও দুহিতৃ তুল্য দর্শন করা কর্ত্তব্য। এই পুষ্করতীর্থে সমাধি অবলম্বন করিলে সনাতন ব্রহ্ম লোকও জয় করিতে পারা যায়। হে নৃপতে! তোমার নিকট এই পুষ্করমাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম।

হে কুরুকুলতিলক! কোন সময়ে অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে, লোকসকল অতিশয় ক্লেশময় হইয়া উঠিল এবং প্রাণিগণ ক্ষুধায় পীড়িত হইতে লাগিল। হে বীর! এইরূপে লোক সমুদায় অন্নশূন্য হইলে, মুনিগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া উঠিলেন এবং অতি সহজলভ্য ফলমূলাদিও লাভ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা খাদ্যলাভ বাসনায় অরণ্য পর্য্যটন করিয়া ক্লিশ্যমান হইলে, সপত্নীক নরপতি পুষ্পবাহন তাঁহাদের তাদৃশী অবস্থা অবলোকনপূর্ব্বক অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং সেই ক্ষুধাকাতর ঋষিদিগকে

কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত আছে, ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ করিলে কখন দূষিত হন না। অতএব হে মুনিসত্তমগণ! আপনারা আমার নিকট প্রতিগ্রহ করুন। হে ঋষিগণ! আমি আপনাদের কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, এইজন্য আপনাদিগকে ভূরি ভূরি শাল্যন্ন ব্রীহি যব, বস্ত্র সুবর্ণ গো ধেনু প্রদান করিতেছি, আপনারা অনায়াসে ঐ দ্রব্যে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ক্লেশ দূর করিতে পারিবেন এবং আমিও বিশেষ হর্ষলাভ করিব সন্দেহ নাই। হে নরেন্দ্র! ঋষিগণ নরপতি পুষ্পবাহনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভূপতে! প্রতিগ্রহ করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বটে, কিন্তু রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করিলে ঘোরতর দোষ ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, নরপতির নিকট মধু ও অন্নাদি গ্রহণ করিলে তৎসমস্ত ঘোরতর বিষতুল্য হইয়া থাকে। ইহা আমরা বিশেষ বিদিত আছি, আপনি কি নিমিত্ত আমাদিগকে প্রলোভিত করিতেছেন?

হে মহারাজ! আপনি কি বিদিত নহেন যে, দশ কুক্কুর যেপ্রকার অপবিত্র, একমাত্র চক্রী সেইরূপ অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং দশ চক্রী যাদৃশ অস্পৃশ্য, একজন ধ্বজও সেইরূপ অস্পৃশ্য হইয়া থাকে। আর দশ ধ্বজ যে প্রকার অপবিত্র, এক বেশ্যা সেইরূপ অস্পৃশ্য এবং দশ বেশ্যা যেরূপ অপবিত্র, এক নরপতি তাহার সমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। হে ভীষ্ম! পুষ্করতীর্থবাসী ঋষিবৃন্দ ভূপাল পুষ্পবাহনকে এইপ্রকার তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে ভূপতে। দেখুন, শৌনিক দশসহস্র কুক্কুর বহন করিয়া যে প্রকার অপবিত্র হয়, নৃপতি

সর্ব্বদা তৎসদৃশ অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত আছেন। অতএব তাঁহার নিকট প্রতিগ্রহ করা ঘোরতর পাপজনক, সন্দেহ নাই। যে ব্রাহ্মণ লোভে আকৃষ্ট হইয়া রাজ সন্নিধানে প্রতিগ্রহ করে, সেই লোভ বশতঃ পরিণামে তমিস্রাদি ঘোরনরকে পচিয়া মরে। মহারাজ! রাজপ্রতিগ্রহে যে সকল দোষ বিদ্যমান আছে, আমরা তাহা সবিশেষ জ্ঞাত থাকিয়া কিপ্রকারে আপনার প্রতিগ্রহ স্বীকার করিব? অত-এব আপনি এবিষয়ে ক্ষান্ত হউন, সপত্নীক আপনার মঙ্গল হউক, আপনি যে সমস্ত দ্রব্যাদি আমাদিগকে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এক্ষণে সে সমুদায় অন্য কাহাকে প্রদান করুন। হে বীর! ঋষিগণ ভূপতিরে এইরূপ কহিয়া অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে নরপাল পুষ্পবাহন সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের লোভবিহীন বচন আকর্ণন করিয়া বিমর্ষভাবাপন্ন হইলেন এবং মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, ঐ স্থানে কোনরূপ রত্নাদি প্রক্ষেপ করিয়া উহাঁদের নির্লো-ভতা পরীক্ষা করা যাউক। এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে, মন্ত্রিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া হেমগর্ভ উড়ুম্বর প্রক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। এইরূপে মন্ত্রিগণ নৃপাদেশে তথায় স্বুবর্ণ উড়ুম্বর বিকীর্ণ করিলে, কোন কোন ঋষি ধনলোভে তাহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন মুনিবর অত্রি ঐ সমস্ত উড়ু-ম্বর স্বুবর্ণে নির্ম্মিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া অগ্রাহ্য বোধে কহিলেন, হে ঋষিগণ! আমরা মূঢ়বিজ্ঞান বা মন্দবুদ্ধি নহি, এই সকল উড়ুম্বর স্বুবর্ণে নির্ম্মিত হইয়াছে জানিয়া কিরূপে পাপাচরণ করিব? যাঁহারা সর্ব্বদা অনন্ত সুখ লাভের ইচ্ছা

করেন, তাঁহারা কখন ইহা গ্রহণ করিবেন না। সুবর্ণ শত সংখ্যকই হউক, বা সহস্র সংখ্যক হউক, অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক হউক, গ্রহণ করিলেই পাপিষ্ঠ গতি লাভ হইয়া থাকে। এই পৃথিবী ব্রীহি যব হিরণ্য পশু ও স্ত্রীতে পরিপূর্ণা, কিন্তু ঐ সকল কাহারও তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সমদর্শী হইবে। হে কৌরবেন্দ্র! মহর্ষি অত্রি এইপ্রকার নীতিগর্ভ বাক্য বিন্যাস করিলে, বশিষ্ঠ কহিলেন, সংসারে কোন দ্রব্যের সঞ্চয় করিবে না, যদি কোনপ্রকার দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া তাহা দ্বারা ধর্ম্ম সম্পাদন করিতে পার, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তি ধর্ম্মার্থে কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিলে অতিশয় প্রশংসনীয় হইয়া থাকে, আর যদি তাহা না করিয়া কেবল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত সঞ্চয় করে, তবে সর্ব্বথা নিন্দনীয় হয়। সঞ্চয়শীল কোন মানব কদাপি সুখী হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ যে যে স্থানে অসৎপ্রতিগ্রহ না করেন, সেই সেই স্থলে তাঁহার সন্তোষ লাভ ও ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি হয়, অসৎপ্রতিগ্রহ করিলে ইহার বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে। জিতাত্মা ব্যক্তি অকিঞ্চনত্ব এবং রাজ্যসুখ এই উভয়ের পরিমাণার্থে উভয়কে তুলাদণ্ডে ধারণ করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাতে অকিঞ্চনত্বই রাজ্যসুখাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে অর্থ অতি অনর্থ, যেহেতু সামান্য অর্থের দ্বারা ব্রাহ্মণের মহদর্থ ব্রহ্মতেজ বিনষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্য্যশালী হইলে, তাঁহার শ্রেয়ঃ অনায়াসে বিনষ্ট হইয়া যায়। অর্থের একটী চমৎকার শক্তি আছে, অর্থ সঞ্চয় হইলে সঙ্গে সঙ্গে বিমোহ জন্মিয়া থাকে এবং ঐ বিমোহ নরকের কারণ।

এই কারণে শ্রেয়োর্থী পুরুষ অর্থকে দূরে পরিহার করিয়া থাকেন। গাত্রে পঙ্ক লিপ্ত করিয়া প্রক্ষালন করা অপেক্ষা দূর হইতে উহা পরিত্যাগ করাই ভাল। ফলতঃ এই সংসারে অর্থ সর্ব্বদা নিন্দনীয়, তাহার চেষ্টা করাও উচিত নহে। যে ব্যক্তি অর্থলাভের ইচ্ছা প্রকাশ করে, সে ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং সঞ্চিত অর্থ পরার্থে পরিত্যাগ করিলে তাহা মোক্ষের হেতু হইয়া থাকে। ভরদ্বাজ কহিলেন, মনুষ্য যত দিন বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন তাহার দন্ত, কেশ, চক্ষু প্রভৃতি অতিশয় শোভিত থাকে, একবার জীর্ণদশাগ্রস্ত হইলে, সুশ্রী কেশও শোভন দন্ত সকল জীর্ণ হইতে থাকে, লোচন আর পূর্ব্ববৎ জ্যোতিষ্মান্ থাকে না, এবং কর্ণও হইয়া যায়। এইরূপে জীর্ণ অবস্থা উপস্থিত হইলে, য় জীর্ণ হয় কিন্তু ধনোপার্জ্জনস্পৃহা এবং জীবিতাশা ও ইহারা নিরুপদ্রবে বর্দ্ধিত হয়। যেপ্রকার সৌত্রিক সূচী বস্ত্রে সূত্রসঞ্চার করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সংসারসূত্র স্বরূপ সূচীতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এই তৃষ্ণার পার করিতে কাহার সাধ্য নাই, ইহা পূর্ণ করাও দুষ্কর। অধিক কি ইহা শত শত দুঃখের আধার এবং মনুষ্যের স্বধর্ম্ম নষ্ট করিয়া থাকে। অতএব যত্ন পূর্ব্বক ইহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

হে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! মহর্ষি ভরদ্বাজ এইরূপ নীতি প্রদর্শন করিলে, গৌতম কহিতে লাগিলেন, সন্তুষ্ট হইলে, কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ ফল ভোগ করিতে না পারে? ব্রাহ্মণের লোভ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, যে কোন স্থল হউক, যদি ব্রাহ্মণ লোভ প্রকাশ করে, তাহা হইলে কোন-

রূপে শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে না, পদে পদেই সঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে। যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা সন্তোষরত্নে সুশোভিত, তাহার সর্ব্বত্রই উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা কোনরূপ দুঃখে দুঃখ বোধ না করিয়া সন্তোষরূপ অমৃত পানে তৃপ্ত হইয়াছেন, সেই শান্তচেতা মহাত্মাগণ যেপ্রকার অতুল সুখ অনুভব করেন, ধনলাভেচ্ছায় ইতস্ততঃ ধাবমান ব্যক্তিগণের তাদৃশ সুখানুভব কোথায় হইতে পারে? সংসারে অসন্তোষ পরম দুঃখ এবং সন্তোষ পরম সুখকর বলিয়া অবধারিত আছে, অতএব যে পুরুষ সুখ লাভের ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে তাঁহার কোনপ্রকার সুখের অভাব থাকিবে না। হে বীর! ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতমের কথা অবসান হইলে বিশ্বামিত্র যে সমস্ত কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিশ্বামিত্র কহিলেন, কামনাসক্ত ব্যক্তি কোন কামনা করিলে, যদি দৈবাৎ তাহা পূর্ণ না হয় তবে অধিকতর যন্ত্রণাকর হইয়া উঠে। ঐ কল্পিত কামনা, কামনাসক্ত পুরুষের বশবর্ত্তী না থাকিয়া শরীরে বাণ বিদ্ধ হইলে যাদৃশ যন্ত্রণা হয়, সেইরূপ তাহারে পীড়া প্রদান করিতে থাকে। কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কদাচিৎ কামনা শান্তি হয় না, বরং বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, প্রজ্বলিত অনলে হবিঃ প্রদান করিলে, তাহা নির্ব্বাণ না হইয়া ক্রমশঃ অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। কপিঞ্জল পক্ষী যেরূপ শ্যেনের আবাসভূত তরুচ্ছায়া পরিত্যাগ করিলে সুখলাভ করিতে পারে, সেইরূপ, যে ব্যক্তি কোনপ্রকার কামনার অভিলাষ না করে, সে সুখ ভোগ করিয়া থাকে। ভূপতি চতুঃ-

সাগরবিস্তৃতা ধরণী ভোগ করিয়া কদাপি কৃতার্থ হইতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রস্তর ও কাঞ্চন উভয়কেই তুল্য বোধ করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

জমদগ্নি কহিলেন, যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিতে সমর্থ, সে যদি কোন প্রতিগ্রহ না করে, তাহা হইলে সেই প্রতিগ্রহত্যাগী শাশ্বত লোকলাভ করিতে পারে; বিশেষতঃ ... প্রতিগ্রহ লইলে, উহার শরীরে ব্রহ্মতেজ থাকিতে ... না, তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইয়া যায়।

... বীর! এইরূপে ঋষিগণের বাক্য সমাপ্ত হইলে, ... অরুন্ধতী কহিলেন, দুর্ম্মতিগণ যে তৃষ্ণারে কোন ... পরিত্যাগ করিতে পারে না, শরীর জীর্ণ হইলেও ... তৃষ্ণা জীর্ণ হয় না, প্রত্যুত, দিন দিন নবীভূত হয়, এবং ... প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, মনুষ্য ... তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারিলে সুখী হইয়া থাকে।

...ণ্ডী কহিলেন, এই মহেশ্বর ঋষিগণ যে উগ্রতরা ...কে ভয় করিয়া থাকেন, যাহা দুর্ব্বলের বলদায়িকা ... ও সেই তৃষ্ণারে অতিশয় ভয় করিয়া থাকে। অনন্তর ...সখ কহিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান্ ব্যক্তি আত্মহিত ...না করিয়া, যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আত্মহিতকামী বুদ্ধিমান পুরুষ তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবেন।

হে কৌরবকুলতিলক ভীষ্ম! সেই সমস্ত দৃঢ়ব্রত ঋষিগণ পরস্পর এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, পাছে লোভ আকর্ষণ করে, এই আশঙ্কায় সেই হেমগর্ভ উড়ুম্বর সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন। এবং ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে মধ্যম পুষ্করতীর্থে উপস্থিত

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তৎকর্ত্তৃক
৬৭ নং নিমুগোঁসাইয়ের লেন হইতে প্রকাশিত।

ত্রিংশ ও একত্রিংশ খণ্ড।

কলিকাতা

বি, পি, এম্‌স্ যন্ত্রে

শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

২২ নং ঝামাপুকুর লেন।

১২৯০ সাল।

মূল্য চারি আনা।

পদ্মপুরাণ সংক্রান্ত কয়েকটী নিয়ম।

১ম। প্রত্যেক মাসে তিন বা চারি খণ্ড ৮ পেজি ফরমের তিন ফর্ম্মায় ৵৹ দুই আনা মূল্যে প্রকাশ করা যাইবে।

২য়। দৈবক্রমে মাসিক প্রকাশ না হইলে, অন্য মাসে তাহা পূরণ করিয়া দেওয়া যাইবে।

৩য়। যিনি নাম স্বাক্ষর করিয়া এক খণ্ড ও গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ পুস্তকের দায়ী থাকিতে হইবে।

৪র্থ। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে পুস্তক প্রকাশ না করিলে, গ্রাহকগণের নিকট হইতে প্রদত্ত খণ্ড সকল ফেরত লইয়া, তাঁহাদের দত্ত মূল্য তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য রহিলাম।

৫ম। দুই খণ্ডের অধিক মূল্য কেহই হাতে রাখিতে পারিবেন না। দুই খণ্ডের অতিরিক্ত বাকী পড়িলে, প্রত্যেক খণ্ডে ৵৹ হিঃ আদায় করা যাইবে। ন্যূনাধিক ১২৲ টাকায় পুস্তক শেষ করা যাইবে।

৬ষ্ঠ। অগ্রিম ১৲ এক টাকা না পাঠাইলে, মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণকে পুস্তক দেওয়া যাইবে না। তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত ডাকমাসুল দিতে হইবে না। এক টাকা মূল্যের পুস্তক পাইলে তাঁহারা পুনরায় অগ্রিম এক টাকা করিয়া পাঠাইবেন।

৭ম। যাঁহারা টিকিট দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগকে টাকা প্রতি ৴৹ এক আনা কমিশন দিতে হইবে। কারণ ষ্ট্যাম্প বিক্রয়কালে আমাদিগকেও ঐ নিয়মে বাঁটা দিতে হয়।

৮ম। আমাদের স্বাক্ষরিত বিল না লইয়া গ্রাহকগণ কাহাকে মূল্য দিলে তজ্জন্য দায়ী হইব না ইতি।

কলিকাতা
৬০নং নিমুগোঁসায়ের লেন

প্রকাশক
শ্রীজহরলাল লাহা।

হইলেন। তাঁহারা সেই মধ্যম পুষ্করে উপস্থিত হইয়া, শুনঃসখ নামক পরিব্রাজককে সহসা তথায় সমাগত দেখিলেন। হে ভীষ্ম! অনন্তর ঋষিগণ সেই শুনঃসখের সহিত মিলিত হইয়া কিঞ্চিৎ বনান্তরে গমন করিলেন। এবং কোন সরোবরতীরে উপবিষ্ট হইয়া আপনাদের মঙ্গল গতি লাভের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন শুনঃসখ ক্ষুধাকাতর সেই ঋষিদিগকে কহিলেন, হে ঋষিগণ! ক্ষুধা হইলে, কিরূপ বেদনা অনুভূত হয়, আপনারা প্রকৃত রূপে তাহা নির্দ্দেশ করুন।

ঋষিগণ কহিলেন, হে শুনঃসখ! শক্তি, খড়্গ, গদা, চক্র ও তোমার প্রভৃতি অস্ত্র শরীরে বিদ্ধ হইলে, যাদৃশী বেদনা ঘটিয়া থাকে, ক্ষুধা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বেদনা প্রদান করে, কেন না, শস্ত্রপীড়িত ব্যক্তি ক্ষুধাবিষ্ট হইলে আর তাহার শস্ত্রাদি বেদনা অনুভূত হয় না, কেবল ক্ষুধার যাতনাই বলবতী হয়। শ্বাস, কাস ও ক্ষয়াদি ব্যাধি এবং জ্বর ও অপস্মার রোগে যে প্রকার যাতনা হয় ক্ষুধিত ব্যক্তি তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। অধিক কি, ক্ষুধাপীড়িত মানবগণ স্বর্ণ নির্ম্মিত অঙ্গদা কেয়ূর, উজ্জ্বল মুকুট এবং কুণ্ডলাদি অলঙ্কারের শোভাসুখ অনুভব করিতে পারে না। মৃত্তিকার উপরি জল পতিত হইলে, যেরূপ সূর্য্য কিরণ দ্বারা শুষ্ক হইয়া থাকে, সেইরূপ জঠরানল প্রজ্জ্বলিত হইলে, সমুদায় শরীর শুষ্ক হইয়া যায়। ফলতঃ মনুষ্য ক্ষুধায় পীড়িত হইলে, তাহার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, সে অনায়াসে অভ্যাগত ঋষিকেও নিন্দা করিয়া থাকে এবং কাহার কথা

শ্রবণ বা কোন বস্তু দর্শন করিতে তাহার ইচ্ছা হয় না, সমুদায়ই তাহার বিষবৎ বোধ হয়। হে শুনঃসখ! আমরা তোমারে ক্ষুধিত ব্যক্তির যে সকল চরিত্র কহিলাম, তৃপ্ত ব্যক্তি ইহার বিপরীত রীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে, সে কাহার অবমাননা করে না, সকলের মর্য্যাদা রক্ষা করে। সে যাহা হউক, লোক মধ্যে অন্ন সদৃশ কোন দ্রব্য অদ্যাপি উৎপন্ন হয় নাই, এবং পরেও যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই, অতএব অন্নই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, অন্ন এই সমস্ত জগতের মূলস্বরূপ এবং সমুদায় জগৎ একমাত্র অন্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। হে দ্বিজ! তুমি কেবল এই মনুষ্যগণকে অন্নময় বিবেচনা করিও না, সমস্ত পিতৃগণ, দেবতাগণ, দৈত্যগণ, যক্ষগণ, রাক্ষস কিন্নর এবং পিশাচগণ ইহাঁরা সকলেই অন্নময় বলিয়া অবধারিত হইয়াছেন। কুক্কুট, বায়স, কুক্কুর, বিলেশয় মূষিক, জলচর মৎস্য ও কীট পিপালিকা প্রভৃতি যে সকল জন্তু দেখিতেছে, ইহারা সকলেও অন্নময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই জন্য ধার্ম্মিকগণ প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বদা অন্নদান করিয়া থাকেন এবং অন্নদানদ্বারা ইহকালে পরিতৃপ্ত হইয়া চরমে অক্ষয় শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হন হে বিপ্র! তপস্যা, তীর্থস্নান, জপ, হোম, ধ্যান, যোগ গতি অথবা ধর্ম্ম সমুদায় অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। চন্দ্রলোক, বরুণলোক, যমলোক, কুবেরলোক, ব্রহ্মলোক এবং বসুলোক প্রভৃতি সমূদায় লোক একমাত্র অন্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। চন্দন অগুরু ও ধূপাদি গন্ধদান এবং শাতার্ত্তের শাত নিবারণ জন্য ইন্ধনদান ইত্যাদি যে সমস্ত উৎকৃষ্ট দান দেখা যায়, তাহা অন্নদানের ষোড়শাংশের

একাংশও বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সর্ব্ব প্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া কন্যাদান এবং প্রপাদান ইহাও অন্নদানের ষোড়শাংশের একাংশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কূপ-দান, আরামদান, আয়তনদান, বাপীদান এবং বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি সৎকার্য্যও অন্নদানের ষোড়শাংশের একাংশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

হে শুনঃসখ! যতপ্রকার দান আছে, তন্মধ্যে ভূমি-দান, গোদান, পানীয়দান এবং অন্নদানই অতি উৎকৃষ্ট। এই সকল দ্রব্যদানের তুল্য দান আর নাই, পূর্ব্বে দেবগণ এই দান গুলির গুরুতা দেখিয়া ইহাদের মধ্যে কোন্ দান সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ও গুরুতর, ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তুলাদণ্ডে ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অন্নদান গুরুতর হইয়াছিল। অন্নই দেহিগণের প্রাণ এবং অন্নই তাহাদের বল, তেজ, রূপ ও পরাক্রম। যেহেতু তেজ কেবল অন্ন হইতেই উৎপন্ন হয় এবং অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। হে বিপ্র! মহাত্মা পৌণ্ড-রীক এবং মেধা ইহাঁরা অগ্নিষ্টোম, ত্রিরাত্র, রাজসূয়, সৌত্রামণী, রাজপেয় এবং মানুষ ও পশু ইত্যাদি যে সমুদায় ষোড়শ মহাক্রতুর উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্তও অন্ন দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অন্ন না থাকিলে এসকল সম্পন্ন হইতে পারে না। সে যাহা হউক, হে ব্রাহ্মণ! তোমারে অন্নদানের মাহাত্ম্য আর কি কহিব, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করিয়া থাকে, সপর্ব্বত সমগ্র নদী সমন্বিত সকানন ভূমণ্ডল বিধিপূর্ব্বক দান করিলে যে পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, ঐ অন্নদাতা একমাত্র অন্নদানের

দ্বারা অনায়াসে তৎফলভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতের ব্যাকুল বাক্য শ্রবণমাত্র প্রতিনিয়ত অন্নদান করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্ম তুল্য হইয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে সৌম্য! যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অন্নদান করে, সে যদি দৈবাৎ ব্রহ্মহত্যা পাপে পরিলিপ্ত হয় তাহা হইলে সেই পাপ কোন মতেই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, যেহেতু অন্নদান পুণ্য প্রভাবে উহা আপনিই ধ্বংস হইয়া যায়। হে বিপ্র! কোন বিষয় তোমার অজ্ঞাত নাই, তবে কি কারণে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছ? হে মহাপ্রাজ্ঞ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষতঃ ক্ষুধাতুরকে সর্ব্বদা অন্নদান করে, তাহার সমুদায় সদক্ষিণ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অধিক কি যে ব্যক্তি নিত্য অন্নদানে রত থাকে সে সমুদায় ব্রতাচরণ ফলের পার-গামী এবং সমস্ত তীর্থ স্নায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, এবং তাহার সমুদায় দেবতা অর্চ্চনার ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া ক্ষুধিত ব্রাহ্মণদিগকে অহরহ সুসংস্কৃত অন্নদান করে, তাহার সৌভাগ্যের কথা আর কি কহিব। সে ভূতভাবন ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মালোকে সুখভোগ করিয়া থাকে। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি একাগ্রমনা হইয়া এই অন্নদান মাহাত্ম্য শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ অমাবস্যা, গ্রহণ, পূর্ণিমা, কিম্বা চন্দ্রের কলাক্ষয় কালে পাঠ করেন, তদীয় পিতৃগণ যাবজ্জীবন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি এই অন্ন-দানমাহাত্ম্য নিয়ত পাঠকরে সে প্রভুক্ত হউক, বা প্রমত্ত হউক, সংসর্গ প্রাপ্ত হউক কিম্বা ভক্ত বা বিরহিত হউক

তাহার শরীরে কোন প্রকার পাপ আশ্রয় করিতে পারে না।

হে সৌম্য! ব্রাহ্মণ যদি দমসম্পন্ন হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সমস্ত সুখ সৌভাগ্য ও স্বর্গভাজন হইয়া থাকেন। বহুদর্শী ব্যক্তিগণ দম দান যম প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটী অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের পক্ষে দমই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। দমপরায়ণ ব্রাহ্মণ অতিশয় তেজস্বী হইয়া থাকেন। দম দ্বারা তেজঃ বর্দ্ধিত হয় এবং দম উত্তম ও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত, অন্যান্য যে সমস্ত নিয়ম বিহিত আছে, দম তৎসর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। অধিক কি, ধর্ম্মমূল সমস্ত যজ্ঞাদি হইতে দম অতি উৎকৃষ্ট। তপস্যাচরণ যজ্ঞানুষ্ঠান জপ এবং দান এ সমুদায়ই দম হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত এবং সর্ব্বদা বীতরাগ গৃহই তাহার তপোবন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা স্বীয় পুত্র কলত্রাদির সহিত সৎকর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মার্জ্জিত ধন দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, সেই পুরুষোত্তম গৃহে থাকিয়াই মোক্ষ লাভ করেন। কেবল শস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যানিরত হইলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না এবং যে ব্যক্তি কুমনুষ্য-সংসর্গী সেও মুক্তি লাভের অনধিকারী; অধিকন্তু যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভোজন ও আচ্ছাদনে তৎপর এবং সর্ব্বদা লোকচিন্তা গ্রহণে রত সেও মোক্ষলাভ করিতে পারে না।

হে সৌম্য! যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযমনে অসমর্থ, সেই অদান্তের তপস্যাচরণে কি হইতে পারে? এবং তাহার আশ্রমেও প্রয়োজন কি? যিনি সর্ব্বদা শীলবৃত্তিনিরুক্ত,

এবং যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল নিগৃহীত হইয়াছে, সেই সৎ-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির আশ্রমে কোন আবশ্যক নাই। যেহেতু, গৃহবাস তাঁহার আশ্রম বাস হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি বনবাসী হইলেও তাহার দোষ সকল প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে এবং যিনি পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার বন গমনের আবশ্যক নাই, গৃহে থাকিয়াই তপশ্চরণ হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা কুৎসিতাচরণ পরিবর্জ্জন করিয়া সৎপথে বিচরণ করেন এবং যে ব্যক্তি একান্তশীল ও ধৃঢ়ব্রত, তিনি নিশ্চয় মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কখন ইন্দ্রিয় সকলের কোনরূপ প্রতীসাধন করেন না, যাঁহার অন্তঃকরণ নিয়ত অধ্যাত্মযোগে রত থাকে, যিনি কোনরূপ হিংসাকার্য্য করেন না, প্রতিনিয়ত জপ ও ধ্যান পরায়ণ হইয়া কালযাপন করিয়া থাকেন নিশ্চই তাঁহার মোক্ষলাভ হয়। দমপরায়ণ ব্যক্তির কোন সময়েই কেশ থাকে না, তিনি সুখে শয়ন করেন এবং সুখেই জাগরিত হইয়া থাকেন। যিনি অন্তঃকরণের সহিত সমস্ত ভূতগণকে সমভাবে অবলোকন করেন, সন্তোষ তাঁহার মনে সর্ব্বদাই অধিষ্ঠান করে। বিনীতাত্মা ব্যক্তিগণ যেরূপ সুখানুভব করিতে করিতে মহাপথে গমন করিয়া থাকেন হস্তী কিম্বা ঘোটকে আরোহণ করিয়া সেরূপ গমন বা তাদৃশ সুখানুভব কদাপি হইতে পারে না। যাহার আত্মা বশীভূত নহে এবং যে ব্যক্তি নিয়ত ক্রোধ-পরায়ণ সংসারে তাহার অরাতির অসদ্ভাব নাই, সে স্বয়ংই আত্ম শত্রু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কোন প্রকারে আত্মারে বশীভূত করিয়াছে যমও তাহার অনিষ্ট

করিতে সমর্থ নহে। হে শুনঃসখ! এই সংসারে সর্ব্বদা ক্রব্যাদ্য, ভূত ও অন্যান্য অদান্ত প্রাণী হইতে বহুবিধ ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহাতে ঐ সমুদায় ভয় কোন মতে স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে না পারে, এই নিমিত্ত বিধাতা দণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিধাতার সৃষ্ট এই দণ্ডের প্রভাব অসামান্য। ভূত সমুদায় এই দণ্ডের দ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে, দণ্ডই সমস্ত প্রজাকে প্রতিপালন করে, এবং ইহা এপ্রকার দুর্জ্জয় যে পাপিষ্ঠগণ সর্ব্বদা ইহার শাসনে ভীত হইয়া দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিরত হইয়া থাকে। যাহা হউক, শ্যামবর্ণ লোহিত লোচন এই দণ্ড সর্ব্ব প্রাণির ভয়াবহ এবং মনুষ্য সকলের শাসন কর্ত্তা। ধর্ম্ম কেবল এই দণ্ডকে আশ্রয় করিয়া মূর্ত্তিমান রহিয়াছেন।

হে ভীষ্ম! ঋষিগণ এই প্রকার কহিয়া পুনর্ব্বার দমের স্বরূপ বলিতে লাগিলেন। আশ্রমবান্ প্রাণিদিগের যে সমস্ত ধর্ম্ম ও ব্রত বিহিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দমই অতি উত্তম। শান্তমতি ঋষিগণ আনৃশংস্য, অপারুষ্য, সন্তোষ, শ্রদ্ধধানতা, অনসূয়া, গুরুপূজা, সর্ব্বভূতে দয়া এবং অপৈশুন্য প্রভৃতিকে দমের চিহ্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। হে ভীষ্ম! ধর্ম্ম, মোক্ষ, এবং স্বর্গ এসমুদায়ই একমাত্র দমের অধীন। যে ব্যক্তি অবমানিত হইলে কুপিত হন না এবং সম্মান লাভে যাহার হর্ষ নাই, যিনি সুখ ও দুখ এই উভয়কে সমান বোধ করিয়া থাকেন, সংসারে সেই ব্যক্তি ধীর ও শান্ত বলিয়া বিখ্যাত। ধীর ব্যক্তি কদাচিৎ অবমানিত হইলেও সুখে শয়ন করিয়া থাকেন, সুখে জাগরিত হন এবং শ্রেয়ো বিধানে তৎপর

থাকেন, কিন্তু অবমন্তা হইলে, বিনিষ্ট হইয়া যান। আত্মধর্ম্মের গৌরব অবলোকন করিয়া অন্যের চরিত ধর্ম্মে দোষারোপ করিবে না, সর্ব্বত্র আত্মবোধ করিবে, কদাপি পরকীয় দোষ মুখে আনিবে না। বস্ত্র যেরূপ বিকলাঙ্গ ব্যক্তির হীন অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ দম কুলহীনতা ও ক্রিয়া হীনতা প্রভৃতি সমুদায় দোষ অনায়াসে প্রচ্ছাদন করে! দমসম্পন্ন হইলে বংশ এবং দুষ্কর্ম্মাদি দোষ তিরোহিত হইয়া যায়। হে ভীষ্ম! সংসারে যত প্রকার ব্রত বিদ্যমান আছে, দমই সে সমুদায়ের মূল স্বরূপ এবং দম সনাতন ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি এই দমের স্বরূপ জ্ঞাত নাই সে নিরন্তর অধ্যয়নে ব্রতী হইলেও কোন ফল লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি দম ও আত্মা এই দুই মানদণ্ডে তুলনা করেন, তিনি তাদৃশ অনুষ্ঠান দ্বারা ধৃতিমান ও স্বধর্ম্মস্বংযুক্ত হইয়া থাকেন। সমুদায় ব্রতের মধ্যে দমই পরমোৎকৃষ্ট ব্রত রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি ষড়ঙ্গ সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে কিন্তুদম বিশিষ্ট হইতে পারে নাই, সে কখন জনসমাজে আদরণীয় হয় না। সাংখ্য ও যোগানুষ্ঠান, সৎকুল জন্ম, তীর্থাভিষেক ইত্যাদি সাধুকার্য্যও দমের অভাবে নিরর্থক হইয়া পড়ে। যোগবিৎ ব্যক্তি কাহারও অবমাননায় ক্ষুব্ধ না হইয়া অমৃত লাভের ন্যায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। এবং সন্মানকে বিষের ন্যায় ঘৃণা করেন। অবমান দ্বারা তপস্যার বৃদ্ধি হয়, সন্মান দ্বারা তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে, অতএব তপস্বী ব্যক্তি সর্ব্বদা সন্মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবমান কামনা করিবেন। দগ্ধা গো যেরূপ

গমন করে, ব্রাহ্মণ অর্চ্চিত ও পূজিত হইলে সেই প্রকার গমন করিবেন। এবং দুগ্ধা গো পুনরায় যে প্রকার শাদ্বল ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করে সেই রূপ অর্চ্চিত ও পূজিত বিপ্র জপ ও হোম দ্বারা পুনরায় আপ্যায়িত হইবেন। সংসারে যত প্রকার সুহৃদ বিদ্যমান আছে আক্রোশক তৎ-সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। উহার তুল্য সুহৃদ আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, যেহেতু আক্রোশক অন্যের দুষ্কৃত গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারে আত্ম পুণ্য প্রদান করে। কোন ব্যক্তি আক্রোশ প্রকাশ করিলে, তাহার প্রতি কখন আক্রোশ প্রকাশ করিবে না, তৎকালে বিচলিত মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে, ব্রহ্মচর্য্যে নিরক্ষেপ হইলে পরম গতি লাভ হয় না। যদ্যপি কাম এবং ক্রোধ এই দুই প্রবল শত্রুকে পরাজিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অন্য কোন রিপু আর কিছুই করিতে পারে না।

হে ভীষ্ম! ঋষিগণ এইরূপ বহুবিধ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! শ্রাদ্ধ অন্ন দ্বারা ধৃত হয়, কুল শীল দ্বারা ধৃত হয়, প্রাণ অমৃত দ্বারা ধৃত হয় আর ক্রোধ সত্য দ্বারা ধৃত হইয়া থাকে। যৎকালে শরীরে ক্রোধের আবির্ভাব হয়, তখন, যে ব্যক্তি তাহা ধারণ করিতে পারে সেই অক্রোধী অনায়াসে বিশ্বসংসার পরাজয় করে। এই লোক মধ্যে তাহার সদৃশ আর কেহ নাই। ক্ষমাবান্ ব্যক্তিগণের সমুদায়ই গুণ; এই এক-মাত্র দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, যে লোকে ক্ষমাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অক্ষম বলিয়া গণ্য করে। কিন্তু ক্ষমাবান্‌গণের এই দোষ কদাপি বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু ক্ষমা

স্যাতিশয় প্রজ্ঞাবতী, উহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, নিঃসন্দেহ শ্রেয়ঃ লাভ হইয়া থাকে। ক্রোধবশ হইয়া, কখন পূজা হোম করা বিধেয় হয় না। যেহেতু ভগ্ন ভাণ্ড মধ্যে সলিল যেরূপ নিঃশেষ হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্রোধী ব্যক্তির পূজা হোমাদিও বিনষ্ট হইয়া যায়। হে দ্বিজ! যে ব্রাহ্মণ এই পুণ্যপ্রদ দমাধ্যায় সতত অন্য ব্যক্তিরে শ্রবণ করান, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন এবং কদাচ তথা হইতে বিচ্যুত হইবেন না। অধুনা আপনারে সারধর্ম্ম কহিতেছি, শ্রবণ করিয়া অবধারণ করুন। যাহা আপনার ও অন্যের প্রতিকূল তাহা অনুষ্ঠান করিতে নাই। এই সংসারে যে ব্যক্তি পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় অবলোকন করেন, পরের দ্রব্য লোষ্ট্রবৎ বিবেচনা করিয়া থাকেন, এবং সমস্ত প্রাণিকে আত্মসদৃশ জ্ঞান করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। যাঁহার অধ্যয়ন দেবতার প্রীতির নিমিত্ত হয়, যিনি অন্যের জীবনের উপকারার্থ আত্মজীবন ধারণ করেন, যিনি পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত স্ত্রী সহবাস করিয়া থাকেন, তাঁহার জীবনই সার্থক। ২৬০ হে রাজেন্দ্র ভীষ্ম! সমস্ত ধাতু মধ্যে কাঞ্চন যেরূপ উৎকৃষ্ট, সর্ব্বধর্ম্মাত্মক এই দমাধ্যায়ও সেইরূপ শ্রেষ্ঠতর। ইহা অধ্যয়ন করিলে অমৃত লাভ হয়। হে শুনঃসখ! তোমারে এই ধর্ম্মসর্ব্বস্ব কহিলাম। শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তির ইহা সেবা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

হে দেবব্রত! অনন্তর সমস্ত ঋষিগণ কিঞ্চিৎ বনান্তরে গমন করিয়া তথায় কোন সরোবরে অবতরণ করিলেন। এবং মৃণাল সকল তীরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক জলকেলি করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রীড়া সমাধা হইলে তাঁহারা সকলে তীরে

উত্তীর্ণ হইলেন এবং পূর্ব্বে ঐ সরোবরতীরে যে মৃণাল রাখিয়াছিলেন তাহা দেখিতে না পাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমরা বহুদিন ক্ষুধায় পীড়িত রহিয়াছি, অধুনা তাহার শান্তিকামনায় অতি তুচ্ছ পদ্মমৃণাল আহরণ করিলাম, কোন্ পাপকর্ম্মা নৃশংস সে সকল অপহরণ করিল। সেই দুষ্টাত্মা একবারও বিবেচনা করিল না যে, এই ধর্ম্মভীরু ঋষিবৃন্দ ক্ষুধায় কিরূপ যাতনা ভোগ করিতেছেন। ইহাঁরা এই জীবনসর্ব্বস্ব মৃণাল না পাইলে অতিশয় দুঃখিত হইবেন। হে ভূপতে! অনন্তর সেই ঋষিগণ পরস্পর মৃণাল অপহরণ আশঙ্কা করিয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, পরে যখন কোন প্রকারে সন্দেহ দূর হইল না, তখন তাঁহারা পরস্পর শপথ পূর্ব্বক মৃণালাপহারকের নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে ভীষ্ম! সর্ব্বাগ্রে দ্বিজশ্রেষ্ঠ কাত্যায়ন এইপ্রকার শপথ পূর্ব্বক আত্মদোষ ক্ষালন করিলেন। কাত্যায়ন কহিলেন, হে দ্বিজবর্য্যগণ! আমি আপনাদের সমক্ষে এইরূপ শপথ করিতেছি, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্তের সম্বলস্বরূপ এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সর্ব্বত্র সর্ব্বস্ব হরণ করুক, গচ্ছিত ধনে লোভী হউক, কূটসাক্ষ্য প্রদান করুক, সর্ব্বদা অনৃতভাষী হউক, কুশীদ গ্রহণ দ্বারা আত্মজীবন রক্ষা করুক এবং শুল্ক গ্রহণ করিয়া কন্যা বিক্রয় করুক। অধিক আর কি বলিব, যে ব্যক্তি মৃণাল লইয়াছে, সে সর্ব্বকাল শূদ্রের অন্ন ভোজন করুক এবং দান করিয়া অন্যত্র কীর্ত্তন করুক, পরস্ত্রীতে উপগত হউক, একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করুক। হে বীর! দ্বিজ কাত্যায়ন এইপ্রকার অতি কঠোরতর শপথ করিলে, বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপ-

হরণ করিয়াছে, সে নিয়ত কামনাপর ও দিবাভাগে মৈথুন ক্রিয়ায় রত হউক এবং যাচ্ঞা করিয়া জীবন যাপন করুক।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র এইরূপে আত্মদোষ ক্ষালন করিলে, জমদগ্নি কহিলেন, আমরা সকলে জীবনরক্ষা করিবার নিমিত্ত যে মৃণাল আনিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি তাহা হরণ করিয়াছে, সেই দুর্ম্মতি স্বীয় মাতা ও পিতাকে সর্ব্বদা অবমাননা করুক। সুতাদত্তবৃত্তি হইয়া জীবনধারণ করুক।

হে কৌরবপ্রবর! শুনঃসখ কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মৃণাল লইয়াছে, সে ন্যায়পথের পথিক হইয়া বেদ অধ্যয়ন করুক, এবং নিরন্তর গৃহস্থ হইয়া অতিথিগণের পূজাপরায়ণ হউক, এবং সর্ব্বদা দমবিশিষ্ট থাকিয়া সুখে কালযাপন করুক।

হে ভীষ্ম! তৎকালে সেই ঋষিগণ শুনঃসখের ছলসংযুক্ত শপথ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে শুনঃসখ! তুমি যেরূপ শপথ করিলে, ইহাতে ইষ্টসাধন প্রকাশ পাইতেছে, অতএব আমাদের সকলের জীবনরক্ষাকর মৃণাল তুমিই হরণ করিয়াছ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে ভীষ্ম! শুনঃসখ মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে ঋষিগণ! আপনারা যে মৃণাল সরোবরতীরে রাখিয়াছিলেন, অন্য কেহই তাহা অপহরণ করে নাই, আমিই তাহা লইয়াছি। হে দ্বিজাতিগণ! আমি প্রকৃত শুনঃসখ নহি, আমারে দেবনায়ক ইন্দ্র বলিয়া জানিবে। আমি আপনাদের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আসিয়াছি এবং আপনাদের কতদূর ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে ইহা পরীক্ষার্থে এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছি। যাহা

হউক, হে মুনিসত্তমগণ! আপনারা সর্ব্বথা লোভশূন্য ও অক্ষয় লোক জয় করিয়াছেন, অতএব সকলে বিমানে আরোহণ করিয়া ত্রিদশালয়ে গমন করুন।

হে কুরুকুলতিলক! অনন্তর বাক্যবিশারদ সেই সমস্ত মহর্ষিগণ তাঁহাকে ইন্দ্র জানিয়া পুনরায় করিলেন, যে ব্যক্তি এই পুষ্কর তীর্থে সমাগত হইয়া মধ্যম পুষ্করে প্রবেশ পূর্ব্বক ত্রিরাত্র উপোষিত থাকিবে, তাহার অনন্ত ফল প্রাপ্তি হইবে। লোকে অরণ্যে বাস করিয়া দ্বাদশবার্ষিকী দীক্ষা অবলম্বন পূর্ব্বক যে সমস্ত ফল লাভ করিয়া থাকে, এই মধ্যম পুষ্করে আসিলে, সেই সমস্ত ফল অনায়াসে প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। অধিক আর কি কহিব, যে ব্যক্তি এই মধ্যম পুষ্করে সমাগত হইবেন, তিনি কোনরূপ দুর্গতি ভোগ করিবেন না, এমন কি স্বীয় কুলের সহিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া এক দিন তথায় বাস করিবেন।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে ভীষ্ম! তখন সেই সমস্ত ঋষিগণ প্রীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ত্রিবিষ্টপে গমন করিলেন। সেই ক্ষুধাক্ষাম ঋষিগণ বহুবিধ ভোগ দ্রব্য দ্বারা প্রলোভিত হইলেও কোন মতেই লোভ প্রকাশ করেন নাই, এই জন্য হৃষ্টমনা হইয়া সুরলোকে গমন করেন। হে বীর! যে ব্যক্তি এই শুভদায়ক ঋষিচরিত্র প্রতিদিবস শ্রবণ করে, তাহার সমস্ত পাপ দূর হইয়া যায় এবং সে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া সুখে কালযাপন করে।

বিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে গুরো! নরপতি পুষ্পবাহন নানা লোকে বিখ্যাত, ইহাঁর তেজ সূর্য্যের ন্যায়, ইনি কি কারণে এই পুষ্পবাহন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এ সমস্ত প্রকাশ করুন। পুলস্ত্য কহিলেন, হে ভরতকুলভূষণ ভূপতে! ভূপাল পুষ্পবাহন দেবদেব চতুর্ম্মুখের আরাধনা করিয়াছিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা ভূপালের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া কামগামী কাঞ্চন কমল তাঁহারে প্রদান করিলেন। হে নৃপতে! ভূপতি পুষ্পবাহন পিতামহ সন্নিধানে কামগম যান প্রাপ্ত হইয়া যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। পরে ঋষিগণের সহিত লোকে যাহারে তমসদ্বীপ বলিয়া থাকে, সেই দ্বীপ দর্শনার্থে গমন করিলেন। তিনি যানারোহণে যথাসুখে বিচরণ পূর্ব্বক তমসদ্বীপ ও অমর লোক অবলোকন করিতে লাগিলেন। হে ভীষ্ম! কল্পের আদিতে পুষ্করবাসীগণ এই দ্বীপের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, একারণ ইহা পুষ্করদ্বীপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা ইহাঁরে দিব্যপুষ্পযান প্রদান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত সমস্ত দেবতা ও নরগণ ইহাঁরে পুষ্পবাহন বলিয়া থাকেন। হে ভীষ্ম! নরনাথ পুষ্পবাহনের সৌভাগ্যের কথা আর কি কহিব। এই ভূপতি স্বীয় তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পূজিত হইয়াছিলেন, তৎকালে ইহাঁর তুল্য অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি ত্রিভুবন মধ্যে

লক্ষিত হইত না। তাঁহার ভার্য্যার নাম লাবণ্যবতী, গিরিরাজতনয়া পার্ব্বতী যে প্রকার মহেশ্বর মহাদেবের প্রিয়তমা, লাবণ্যবতীও তদ্রূপ পুষ্পবাহনের স্নেহাস্পদা হইয়াছিল। হে কৌরব! ভূপতি পুষ্পবাহন স্বীয় বনিতা লাবণ্যবতীর গর্ভে দশসহস্র সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই ধার্ম্মিকচূড়ামণি ও ধনুর্ধরের অগ্রগণ্য ছিল। সে যাহা হউক, কোন সময়ে ঋষিবর প্রচেতা ভূপাল পুষ্পবাহনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তদীয় গৃহে আগমন করিলেন। নরপতি পুষ্পবাহন ঋষিশ্রেষ্ঠ প্রচেতাকে অভ্যাগত দেখিয়া যথাবিধি তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। পরে তিনি স্বীয় অযুত নন্দনকে মুহুর্মুহু অবলোকন পূর্ব্বক মুনিবর প্রচেতাকে কহিতে লাগিলেন, হে মুনে! আমি আপনার নিকট কিঞ্চিৎ আত্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, আমি কি হেতু সমস্ত মানবগণের পূজনীয় এই অতুল বিভব ভোগ করিতেছি? এবং আমার ভার্য্যা লাবণ্যবতী কি কারণে এরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়াছে যে, তাহার লাবণ্যে সংসারস্থিতা সমুদায় সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্যগর্ব্ব পরাভূত হইয়াছে। হে মুনীন্দ্র! লোকবিধাতা ব্রহ্মা আমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া আমারে সুবর্ণময় অম্বুজ গৃহ প্রদান করিয়াছেন। হে ঋষে! আপনি যে আমার এই অযুত সন্তান দেখিতেছেন, ইহারা সকলেই ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য এবং সকলেই আমার বশীভূত।

হে মুনিবর! যৎকালে আমি আত্মগৃহে অবস্থিতি করি, তখন শতকোটী নৃপাল বহুশত হস্তী ও রথে পরিবৃত হইয়া আমার উপাসনা করিতে থাকে। আমি বিবেচনা করিতে পারি না

যে অগ্রে ইহাদের কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব, আমার এতাদৃশ বিভব দেখিয়া আমি স্বয়ং বিস্ময়ান্বিত হইয়া থাকি, অন্যে যে বিস্ময়াবিষ্ট হইবে তাহার বিচিত্রতা কি? যাহা হউক নিশানাথ চন্দ্রমা সমস্ত তারাগণে পরিবৃত থাকিয়া যেরূপ প্রতিভা প্রকাশ করেন আমিও বহুশত ভূপাল পরিবেষ্টিত হইয়া তদ্রূপ শোভিত হই। হে ঋষে! আমি জন্মান্তরে এমন কি তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, যে তাহার প্রভাবে এই প্রকার সমৃদ্ধি লাভ কয়িয়াছি, অথবা আমার ভার্য্যা লাবণ্য-বতীর জন্মান্তরীণ পুণ্যফলেই আমার এই সৌভাগ্য ভোগ হইতেছে কিম্বা আগার সন্ততিগণের পূর্ব্বপুণ্য প্রভাবেই আমার লোকাতিগ সুখ হইয়াছে। হে প্রচেতঃ! অবশ্যই আপনি এ সমুদায় বিদিত আছেন, যেহেতু আপনি সর্ব্বজ্ঞ, জগতে কোন বিষয় আপনার অজ্ঞাত নাই, অধুনা অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া আমার এই সংশয় অপনোদন করিলে কৃতার্থ হই।

হে ভীষ্ম! মুনিবর প্রচেতা পুষ্পবাহন নরপতির সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভুবনপতে! আপনার অন্তঃকরণে যে সংশয় আশ্রয় লইয়াছে আমি তাহা অপসারিত করিতেছি, আপনি আমার নিকট স্বীয় পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। উহা শ্রবণ করিলে আর কদাপি এরূপ সংশয়া-বিষ্ট হইবেন না। হে জনাধিপ! জন্মান্তরে তুমি দরিদ্র ব্যাধকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলে, পিতা মাতা ভ্রাতা অথবা তোমার কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না, ভাগ্যক্রমে তোমার পরিণয় হইয়াছিল। হে ভূপতে! কোন সময় দৈবাৎ মহতী অনাবৃষ্টি হইলে তুমি স্বীয় পত্নীর সহিত গৃহে অবস্থিত

হইয়া কোনপ্রকার ভোগ্যদ্রব্য লাভ করিতে পার নাই অঙ্গনে বসিয়া ভার্য্যার সহিত চিন্তা করিতেছিলে, এমন সময় হঠাৎ আকাশগত কোন মঙ্গলধ্বনি তোমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, হে নৃপ! যে মঙ্গলশব্দ তোমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল আমি তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। বিষ্ণুপরায়ণা অনঙ্গবতী নাম্নী বৈশ্যজাতীয়া কোন রমণী মাঘ মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে ভগবান্ লক্ষ্মীপতি হৃষীকেশকে স্বর্ণ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করত বিভূতি দ্বাদশীব্রত সমাপ্ত করিয়া সুশোভিত সামগ্রী সম্ভার সহিত গুরুকে লবণাচল প্রদান করিতেছেন। তোমরা উভয়ে ক্ষুধাকাতর ছিলে, সুতরাং ঐ অলক্ষিত মঙ্গলধ্বনির এতাদৃশ অর্থ পরিগ্রহ করিয়া সেই লবণাচল সন্নিধানে গমন করিলে এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ভক্তিভাবে স্বীয় ভার্য্যার সহিত দেবদেব কেশবের অর্চ্চনা করিতে লাগিলে। হে ভূপতে! ঐ লবণাচলে শয্যা সমস্ত বহুবিধ পুষ্পে আকীর্ণ ছিল। অনন্তর বৈশ্যা অনঙ্গবতী তোমাদের সেইরূপ কেশবার্চ্চনা দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্টা হইলেন এবং তোমাদের প্রীতির নিমিত্ত ভৃত্যদিগকে তিন খানি দিব্য বস্ত্র প্রদান করিতে কহিলেন। ভৃত্যেরা প্রভুর আদেশানুসারে তোমাদিগকে তৎক্ষণাৎ বসনত্রয় প্রদান করিলে, তোমরা কোন মতেই উহা গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করিলে না। সেই সময় অনঙ্গবতী পরিচারকগণকে পুনরায় কহিল, ইহারা মদ্দত্ত বস্ত্রত্রয় গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে, অতএব ইহাদিগকে ঐরূপ উত্তম চারিখানি বস্ত্র দাও। হে নরপাল! বৈশ্যকন্যা স্বীয় ভৃত্যগণকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া তোমাদিগকে কহিল, এখানে চব্যচোষ্য লেহ্যপেয় প্রভৃতি প্রভূত

খাদ্য প্রস্তুত রহিয়াছে, তোমরা অভিলাষানুরূপ ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হও। হে ভূপালশ্রেষ্ঠ! তোমরা অনঙ্গবতীর এই আদেশ বাক্য আকর্ণন করিয়া অতি বিনীতভাবে কহিলে, হে দেবি! আমরা আপনার দর্শনে চরিতার্থ হইয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ভোজন করিতে আদেশ করিতেছেন, কিন্তু আমরা অদ্য ভোজন করিব না কল্য করিব, অদ্য এই ভাবে কেশবার্চ্চন করিতে থাকিব, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। তোমরা তাহারে এইরূপ কহিয়া কেশবার্চ্চন কার্য্যেই নিযুক্ত রহিলে, পরন্তু ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও প্রসঙ্গত বাদ্য করিয়াছিলে। যাহা হউক, তোমার পত্নী, অনঙ্গবতীর অনুগ্রহ দেখিয়া বিনয়াবনত হইয়া বলিল, হে দেবি! আমরা নীচকুলোৎপন্ন ও জন্মাবধি পাপিষ্ঠ; দৈবাৎ আপনার সঙ্গলাভ করিয়াছি, এক্ষণে আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকিয়া আমাদিগকে এখানে ভগবান কেশবের অর্চ্চনা করিতে দেন। হে সুশ্রোণি! তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। তোমার ভার্য্যা এইরূপ প্রার্থনা করিলে সেও তাহাতে সম্মতা হইল। পরে তোমরা সাতিশয় ভক্তিসহকারে ঐকান্তিক ভাবে দ্বাদশীব্রত ও ভগবানের অর্চ্চনা করিলে।

হে ভূপতে! এইরূপ অনুষ্ঠানে সেই রজনী অতিবাহিত হইলে, অনঙ্গবতী ভক্তিসহকারে গুরুকে প্রণাম করিয়া শয্যা ও লবণাচল দান করিল এবং দ্বাদশ ব্রাহ্মণকে বস্ত্র অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া গো, ভূ, হিরণ্যাদি নানাবিধ দ্রব্য দান করিল। পরে সুহৃৎ বন্ধু দীন অনাথ অন্ধ ও বধিরগণকে সমভাবে প্রভূত ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর অনঙ্গবতী তোমাদের পূজা করিয়া বিদায় করিল। হে

নৃপোত্তম! তুমি লুব্ধক কুলে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক পত্নীর সহিত পুষ্পাবকরণ ও ভগবান কেশবের অর্চ্চনা করিয়াছিলে, একারণ তোমার ক্লেশপাপ বিনষ্ট হইয়াছে। হে নৃপ! তুমি এই সদনুষ্ঠান করিয়াছ বলিয়া ব্রহ্মা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তোমার এইরূপ তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তোমারে পুষ্করগৃহ প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, তোমরা প্রসঙ্গত বিভূতি দ্বাদশীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, এই কারণেই লোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ তোমারে এই অতুল্য বিভব, কামগামী হিরণ্যকমল, বশ্য সন্ততি এবং রূপগুণোপেতা সুশীলা ভার্য্যা দান করিয়াছেন। হে মহাভাগ! তুমি আমার নিকট যে সমস্ত সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলে, তোমার জন্মান্তরীণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তৎসমুদায় নিরাকৃত করিলাম। হে রাজেন্দ্র! তুমি প্রসঙ্গত বিভূতি দ্বাদশীব্রত করিয়াছিলে বলিয়াই লোকমধ্যে এইরূপ সৌভাগ্যশালী হইয়াছ। এক্ষণে যদি কৃতযত্ন হইয়া পুষ্করতীর্থে এই সুমহৎ বিভূতি দ্বাদশীব্রতের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে অবশ্যই অতি দুর্লভ নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। মহর্ষি প্রচেতা পুষ্পবাহন নৃপতিরে এই রূপ কহিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

হে কৌরব! পুষ্পবাহন ভূপতি স্বীয় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত মহর্ষি প্রচেতার নিকট পরিজ্ঞাত হইয়া পুষ্করতীর্থে পুনরায় বিভূতি দ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। হে বীর! এই বিভূতি দ্বাদশীব্রতের মাহাত্ম্য আর কি কহিব, ব্যাধও ঐ ব্রতপ্রভাবে এতাদৃশ সৌভাগ্যশালী ভূপতি হইয়াছে। এই পুণ্যকথা শ্রবণ করিলে কদাপি খণ্ডব্রতের পাপভাগী হইতে হয় না। অতএব প্রযত্ন সহকারে এই ব্রত করা কর্ত্তব্য। হে

অনঘ! এই বিভূতি দ্বাদশীব্রতাচরণ করিয়া, ক্ষমতানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে গবাদি দক্ষিণা দান করিবে। জ্যেষ্ঠ পুষ্করে গোদান করিবে, মধ্যম পুষ্করে অত্যুত্তম ভূমিদান এবং কনীয়স পুষ্করে কেবলমাত্র ধনদান করিবে। হে ভূপতে! প্রথমপুষ্কর ব্রহ্মদৈবত নামে বিখ্যাত, দ্বিতীয় বিষ্ণুদৈবত ও তৃতীয় রুদ্র-দৈবত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইহাঁরা পৃথক্ পৃথক এই স্থানে বিরাজিত আছেন। এই পুষ্কর-মাহাত্ম্য সমস্ত ব্যক্তির পাপবিনাশক। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ইহা পাঠ করে কিম্বা অন্য কাহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করে, সে দেহাবসানে সুরলোকে গমন করে এবং তথায় দেবতাগণের পূজ্য হইয়া শতবৎসর বাস করিয়া থাকে।

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! দেবদেব ব্রহ্মা পাতকনাশক যে ষষ্ঠীব্রত কহিয়াছেন তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভীষ্ম! এই ষষ্ঠীব্রতে ব্রতী হইয়া উপবাস পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ এবং কুটুম্বদিগকে গো, হিরণ্য বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত এবং বিশুদ্ধ বসন প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি এই রূপ অনুষ্ঠান করিয়া এই ব্রত সমাধা করে তাহার অতিশয় পুণ্য লাভ হয় এবং সে চরমে শিবলোকে গমন করিয়া আনন্দ লাভ করিতে থাকে। হে রাজেন্দ্র! অন্য এক ব্রত আছে তাহার অনুষ্ঠান করিলে কদাপি যমলোক দর্শন হয় না, এ-কারণ তাহারে যমলোকবিনাশন ব্রত বলিয়া থাকে। অধুনা নীলব্রতের প্রভাব শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি শর্করাসংযুক্ত পাত্র ও নীলোৎপল ভগবান বিষ্ণুরে প্রদান করে, সে অনায়াসে বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি আষাঢ় অবধি চারমাস কাল প্রত্যঙ্গ বর্জ্জন করে ভগবান্ কমলাপতি তাহার

প্রতি পরম প্রীত হইয়া থাকেন। মুনিগণ এই ব্রতকে প্রীতি-ব্রত বলিয়া থাকেন। হে ভীষ্ম! যে ব্যক্তি স্বয়ং দধি ক্ষীর ও ঘৃতাদি ভোজন পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ঐ সমস্ত দ্রব্য ও বস্ত্রদান করে সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এবং "সর্ব্বদা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এই প্রার্থনা করিয়া হরগৌরীর অর্চ্চনা করে, তাহার ভবানী লোক লাভ হয়; হে বীর! এই মহৎ ব্রতের নাম গৌরীব্রত। প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বদা ইহার অনুষ্ঠান করিবে। অধুনা কামব্রতের অনুষ্ঠান-বিধি বলিতেছি শ্রবণ কর। ত্রয়োদশীতিথিতে নিশাযোগে ভগবান্ নারায়ণের পূজা করিবে, তাঁহার প্রসন্নতা সাধনার্থে দশাঙ্গুল পরিমিত কাঞ্চনময় অশোকপুষ্প ইক্ষুসংযুক্ত করিয়া তাঁহারে প্রদান করিবে, পরে ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা 'ভগবান্ প্রদ্যুম্ন প্রীত হউন' বলিয়া প্রদান করিলে কল্পকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরে বাস হইয়া থাকে। অধিকন্তু তাহাকে কখন কোনরূপ শোক সহ্য করিতে হয় না। ইহাকে কামব্রত বলিয়া থাকে ইহা দ্বারা সর্ব্বথা সর্ব্বশোক বিনষ্ট হয়। হে মানদ ভীষ্ম! যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে সুবর্ণপদ্ম নির্ম্মাণ করাইয়া উহা দ্বারা ভগবান্ রুদ্রদেবের অর্চ্চনা করত ঐ সুবর্ণ পদ্ম ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, তাহার শিবলোক প্রাপ্তি হয়। মুনিগণ এই ব্রতকে শিবব্রত কহিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি হেমন্ত ও শিশির কালে স্বয়ং পুষ্পোপভোগ পরিত্যাগ করিয়া দ্বৌ-কালীন শিব ও কেশব প্রীত হউন বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সুগন্ধি পুষ্প সম্ভার প্রদান করে, সে পরম পদে প্রয়াণ করে। ইহাকে সৌম্যব্রত বলিয়া অবধারণ করিবে।

হে কৌরবেন্দ্র! অধুনা ভাগ্যব্রতের কথা বলিতেছি

অবিহিত হইয়া শ্রবণ কর। ফাল্গুণ আদি মাসের তৃতীয়া তিথিতে যে ব্যক্তি লবণ ভক্ষণ পরিত্যাগ করে এবং ইহা সমাপ্ত হইলে ভবানী প্রসন্ন হউন এইরূপ কহিয়া, বিপ্রদম্পতীর অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে সমস্ত সম্ভার সমেত শয্যা ও সমুদায় আবশ্যক দ্রব্য সমূহ পরিপূর্ণ গৃহ দান করে, সে ব্যক্তি কল্পকাল গৌরীলোকে বাস করিয়া থাকে। হে বীর! যে ব্যক্তি সায়ংকালে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভগবানের যথাবিধি অর্চ্চনা করে ও ব্রাহ্মণগণকে ঘৃতকুম্ভ প্রদানের ন্যায় বস্ত্রযুগল ও তিলদান করে, তাহার পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত সারস্বতলোক লাভ হয়। এই ব্রতের নাম সারস্বত ব্রত। ইহার অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ সারস্বত লোক লাভ হয় এরূপ নহে এই ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি দিব্যরূপ সম্পন্ন হয় এবং উত্তম বিদ্যা লাভ করিতে পারে। হে মানদ! এক্ষণে তোমারে কীর্ত্তিব্রত বলিতেছি। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে ভূমণ্ডলে মহৎ কীর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। পঞ্চমী তিথিতে কমলালয়া লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিয়া উপবাসী থাকিবে। পরে ব্রত সমাপ্ত হইলে ধেনুসমন্বিত স্বর্ণ কমল ও হিরণ্ময় তরু ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। তাহা হইলে কমলা পরম প্রীতা হইবেন। অতঃপর সমব্রতের বিধি বলিতেছি, ভগবান্ কেশব অথবা শঙ্কর ইহাঁদের এক জনকে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইয়া পাদ্য অর্ঘাদি সহযোগে অর্চ্চনা করিবে এবং প্রীতির নিমিত্ত সাষ্টাঙ্গে তদুদ্দেশে সূর্য্যমণ্ডলে প্রণাম করিবে। আর এই ব্রত সমাপ্ত হইলে তিল ও ধেনু ব্রাহ্মণকে দান করিবে। তাহা হইলে শিবলোক প্রাপ্তি হইবে। ভগবান্ শিব ও কেশবের সমভাবে অর্চ্চনা করিতে হয় বলিয়া ইহা সমব্রত নামে বিখ্যাত হই-

য়াছে। বীরব্রত নামে আর এক ব্রত আছে, ইহার অনুষ্ঠান করিতে হইলে, নবমীর দিবস একবার ভোজন করিয়া দশমী তিথিতে উপবাস করিবে, পরে স্বীয় শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ-গণকে ভোজন করাইয়া, হেমকঞ্চুক বস্ত্রযুগল, এবং স্বর্ণ-নির্ম্মিত সিংহ প্রদান করিবে। হে ভীষ্ম! যে ব্যক্তি এই বীর ব্রত করে, অর্ব্বুদ জন্ম তাহার কোনরূপ শত্রুভয় থাকে না, এবং সে অতিশয় রূপবান্ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যোষিদ্গণ এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে সুখী হইতে পারে। যে ব্যক্তি প্রতি-পৌর্ণ মাসীতে পয়োব্রত করিয়া থাকে, এবং সংবৎসর পরিসমাপ্ত হইলে, দুগ্ধবতী পঞ্চ গাভী, বিবিধ বস্ত্র ও নানা প্রকার অলঙ্কার বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করে, সে বিষ্ণু-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার শত শত পিতৃকুল এই ব্রত প্রভাবে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় এবং সে কল্পাবসানে দেবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্রতের এতাদৃশ প্রভাব বলিয়া ইহারে পিতৃব্রত বলিয়া থাকে।

হে কুরুকুলতিলক! আমি সর্ব্বদা তোমার ভক্তিদর্শনে প্রসন্ন আছি, অতএব তোমার নিকট কোন কথাই অপ্রকাশ রাখিব না, অধুনা তোমারে আনন্দব্রত বলিতেছি, ইহার আচরণ করিলে, কদাপি নিরানন্দে কালযাপন করিতে হয় না। চৈত্রাদি চারি মাস কাহার নিকট কোন কিছু যাচ্ঞা না করিয়া, এই ব্রত করিবে। ব্রত সমাপ্ত হইলে, অন্নবস্ত্রতিল-পাত্রসমন্বিত হিরণ্য ও মাণিক্য ব্রাহ্মণকে দান করিবে, তাহা হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দ ভোগ করিতে থাকিবে। সমস্ত ব্রতমধ্যে এই আনন্দব্রত অতিশয় উত্তম ব্রত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে ভীষ্ম! যে ব্যক্তি প্রতিদিন ভগবান্

কেশবকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করায়, এবং এইরূপে সংবৎসর কাল অবিবাহিত হইলে, পঞ্চামৃত সমন্বিত, ধেনু, ও শঙ্খ ব্রাহ্মণগণকে দান করে, সে তৎক্ষণাৎ শিবলোক প্রাপ্ত হয়, এবং কল্পাবসানে নৃপতি হইয়া থাকে। এই মহৎ ব্রতকে ধৃতব্রত বলিয়া জানিবে।

হে বীর! এক্ষণে বিষ্ণুব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। হেমন্তকাল অবধি সম্বৎসরকাল মাংস পরিত্যাগ করিবে। এই ব্রত সমাধা করিয়া, দক্ষিণা স্বরূপ গো ও হেমমৃগ দান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইবে; এবং অনায়াসে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর শান্তিব্রতের অনুষ্ঠান বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশাখ মাসে পুষ্প ভোগ এবং লবণ আহার বর্জন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে গোদান করিবে, তাহা হইলে কল্পকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপদে বাস করিয়া, ইহলোকে রাজপদ প্রাপ্ত হইবে। হে সৌম্য! এই সুমহৎ শান্তি ব্রতের মাহাত্ম্য আর অধিক কি কহিব, ইহা দ্বারা কীর্ত্তি বৃদ্ধি ও কাম্যফল লাভ হইয়া থাকে। হে কৌরবাগ্রগণ্য! অধুনা তোমার নিকট ব্রহ্মব্রত বলিতেছি, এই ব্রতপ্রভাবে অতিদুর্লভ নির্ব্বাণপদ লাভ করা যায়। ইহাতে কাঞ্চনান্বিত তিলরাশি বিধি অনুসারে উৎসর্গ করিবে, এবং সুবর্ণালঙ্কৃত সেই সমুদায় তিল ব্রাহ্মণদিগকে অর্পণ করিবে। সিদ্ধিপ্রদ অনলে তর্পণ এবং শক্তি অনুসারে বস্ত্র অলঙ্কার ও পুষ্পমাল্য দ্বারা বিপ্রদম্পতীর পূজা করিবে, পরে 'বিশ্বাত্মা প্রীত হউন' বলিয়া ত্রিপলের অধিক সুবর্ণ দান করিবে। এই সমস্ত কার্য্য পুণ্যজনক দিবসে করিতে হয়, তাহা হইলে এই ব্রতের অনুষ্ঠাতা পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করে না, এককালে নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়া থাকে।

হে ভীষ্ম! দিবসত্রয় পয়োব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সুবর্ণের কল্পবৃক্ষ প্রস্তুত করাইবে। যে প্রকার কল্পপাদপ নির্ম্মাণ করিবে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ তণ্ডুল ও শঙ্খ সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ইহাকে কল্পবৃক্ষ ব্রত বলিয়া জানিবে। এক্ষণে তীব্র-ব্রতের বিধি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি মাসোপবাসী হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে শোভনা ধেনুদান করে, তাহার বৈষ্ণবপদ লাভ হয়। ঋষিগণ এই ব্রতকে তীব্রব্রত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপর দিবাভাগে পয়োব্রতী হইয়া বিংশতিপল পরিমাণের অধিক ভূমি ধন ও সুবর্ণময়ী করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়। হে ভীষ্ম! মুনিগণ ইহারে ধনব্রত বলিয়া থাকেন, যদি সপ্তকল্পের কোন পাপ সঞ্চিত থাকে, এই ব্রতপ্রভাবে তাহাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

হে রাজেন্দ্র! মাঘমাস কিম্বা চৈত্র মাসে গুড় ও ধেনু ধান করিবে, তৃতীয়া তিথিতে গুড় দান করা অতীব প্রশস্ত। এই ব্রতের প্রভাবে গৌরীলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এই ব্রতের নাম মহাব্রত। ইহা সর্ব্বদা আনন্দ প্রদান করে। সংবৎসর-কাল একভুক্ত থাকিয়া ভক্ষ্যের সহিত উত্তম পানীয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে কল্পকাল শিবলোকে বাস হইয়া থাকে, মুনিগণ ইহাকে প্রাপ্তিব্রত বলিয়া থাকেন। হে ভীষ্ম! যে ব্যক্তি শীত ও বাত পীড়িত ব্রাহ্মণকে ইন্ধনদান করিয়া পরিশেষে ঘৃত ও ধেনুদান করে সে পরব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়, এই ব্রতের নাম বৈশ্বানরব্রত। ইহা দ্বারা সমুদায় পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে একাদশী দিবসে ভগবানকে চক্র নিবেদন এবং ইহা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান

করে সে অন্তে বিষ্ণুপদ পাইয়া থাকে, এই ব্রতের নাম স্বর্ণব্রত। ইহার অনুষ্ঠান করিলে কল্পাপসানে রাজ্যভাগী হইয়া থাকে ; হে ভীষ্ম ! এক্ষণে দেবীব্রতের বিষয় শ্রবণ কর। এই ব্রতে পায়সাশী হইতে হয়, ব্রত সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণকে গোযুগল প্রদান করিবে তাহা হইলে কল্পকাল লক্ষ্মীলোকে বাস করিবে চতুর্থীতে নক্তভোজী হইয়া বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে শীত নিবারক বস্ত্র দান করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই ব্রতের নাম বৈনায়ক বলিয়া জানিবে চারিমাস মহাফল ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে তাহা প্রদান করিবে এবং কার্ত্তিকমাসে হেমদান করিলে মহৎ ফল ও শুভলোক লাভ হয়, এই ব্রত সৌরব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ ইহার প্রভাবে কল্পাবসানে রাজ্যভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বৃষোৎসর্গ করিয়া নক্তব্রত করিয়া থাকে, তাহার শৈবপদ প্রাপ্তি হয়, মুনিগণ এই ব্রতকে বৃষব্রত কহিয়া থাকেন। হে ভীষ্ম! বরব্রতের কথা শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি সপ্তরাত্র উপোষিত থাকিয়া ব্রাহ্মণকে ঘৃতকুম্ভ দান করে তাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, ইহাই বরব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ জানিবে। হে বীর! যে ব্যক্তি আষাঢ়ী কার্ত্তিকী মাঘী ও বৈশাখী পূর্ণিমাতে পয়স্বিনী ধেনুদান করে, সে কল্পকাল শক্রলোকে বাস করিয়া থাকে। এই মহৎব্রতের নাম মিত্রব্রত। যে ব্যক্তি তৃতীয়া তিথিতে অগ্নি পক্ক বস্তু ব্যতীত অন্য প্রকার ভোজ্য আহার করিয়া গোদান করে তাহার কদাপি পুনরাবৃত্তি হয় না এবং যিনি বাসভবন দান করেন তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহার নাম শীতব্রত। উপবাসী থাকিয়া যে ব্যক্তি রথ অশ্বসমন্বিত পলদ্বয়ের ঊর্দ্ধ সুবর্ণ দান করে, তাহার শতকল্প-

কাল স্বর্গলোকে বাস হয়। পরে রাজাধিরাজ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে, মুনিগণ এই ব্রতকে অশ্বব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

হে ভূপতে ভীষ্ম! অলঙ্কৃত কন্যারে পাত্রস্থ করাও একটি ব্রত বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি অলঙ্কৃত কন্যা পাত্রস্থ করে তাহার কল্প সহস্রকাল সত্যলোকে বাস হইয়া থাকে। ইহার নাম দেবব্রত। নিত্য উপবাসপরায়ণ হইয়া তিন রাত্রি অবসানে ধেনুদান করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় এবং কল্পান্তে বৈষ্ণবপদ লাভ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় হইয়া থাকে। মুনিগণ ইহারে কবিব্রত বলিয়াছেন। উপবাস করিয়া তাহার অবসানে ব্রাহ্মণকে গোদান করিবে, তাহা হইলে যক্ষাধিপতি কুবেরের লোক লাভ হইবে, ইহার নাম গোব্রত।

হে ভীষ্ম! সমস্ত রজনী জলে বাস করিয়া প্রাতঃকালে গোদান করিবে। এইরূপ করিলে, বরুণ লোক প্রাপ্তি হয় এই ব্রতের নাম বরুণব্রত। চান্দ্রায়ণ করিয়া ব্রাহ্মণকে হেমচন্দ্র দান করিলে পুণ্যজনক চন্দ্রলোক লাভ হয় এই ব্রত চন্দ্রব্রত বলিয়া বিখ্যাত। জ্যৈষ্ঠমাসে পঞ্চপল পরিমিত হেমধনু দান করিবে। এইরূপ প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে ধেনুদান করিলে শুভলোক প্রাপ্ত হয় ইহার নাম বিধিব্রত। হে কৌরবেন্দ্র! এক্ষণে ভবানীব্রতের কথা শ্রবণ কর। চৈত্রমাসে তৃতীয়াতিথিতে শিবালয় সংমার্জ্জন করিবে। ইহা সমাপ্ত হইলে ধেনুদান করিবে তাহা হইলে ভবানী লোক প্রাপ্তি হইবে। মাঘমাসের সপ্তমী তিথিতে আর্দ্রবাস হইয়া ব্রাহ্মণকে গোদান করিলে কল্পকাল স্বর্গবাস হয়, পরে ভূপতি হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে ইহার নাম প্রাপক-

ব্রত। হে বীর ! ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী তিথিতে ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া যে ব্যক্তি শুভ ভবন ব্রাহ্মণকে দান করে তাহার আদিত্য লোক প্রাপ্তি হয়। এই ব্রত ধামব্রত বলিবা বিখ্যাত। হে ভীষ্ম ! প্রতিদিন উপবাসী থাকিয়া বিবিধ পুষ্প ও অলঙ্কার দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের ত্রিকালীন অর্চ্চনা করিলে ইহকালে মঙ্গললাভ এবং পরত্রে ইন্দ্রপুর প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মুনিগণ এই ব্রতকে ইন্দ্রব্রত বলিয়া থাকেন। শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে লবণ ভাজন দান আরম্ভ করিয়া সংবৎসর কাল এই-রূপে অতিবাহিত করিবে। পরে বৎসরান্তে ইহা সমাপ্ত করিয়া গোদান করিলে, অনায়াসে শিবলোক প্রাপ্তি হইবে। এই ব্রত সোমব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যে ব্যক্তি শুক্ল প্রতিপৎ তিথিতে একভুক্ত হইয়া থাকে এবং সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণকে কনক দান করে তাহার বৈশ্বানর পদলাভ হইয়া থাকে। ইহা শিবব্রত নামে বিখ্যাত। প্রতিপৎ তিথিতে একভুক্ত থাকিয়া ব্রতসমাপন সময়ে ব্রাহ্মণগণকে দশধেনু ও তপ্ত কাঞ্চন দান করিবে; তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ হইবে ইহার নাম বিশ্বব্রত। এই ব্রত করিলে মহাপাতক বিনষ্ট হয়। হে কৌরব! যত প্রকার ব্রত বর্ণন করিলাম সর্ব্বাপেক্ষা কন্যা দান ব্রত অতি উত্তম; কন্যাদান হইতে কোন প্রকার দানই উত্তম নহে ইহার সদৃশ আর কিছুই দেখিতে পাই না। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে পুষ্কর তীর্থে কন্যা দান করে তাহার পুণ্যের কথা আর কি বলিব। সে ব্যক্তি স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে, কদাপি তথা হইতে বিচ্যুত হয় না। অপর ঐ পূর্ণিমা তিথিতে তিল পিষ্ট দ্বারা গজ নির্ম্মাণ করিয়া তাহারে রত্ন বিভূষিত করিবে। পরে পুষ্কর

তীর্থীয় জলমধ্যস্থ হইয়া ঐ হস্তী ব্রাহ্মণকে দান করিলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হইবে।

হে কৌরবেন্দ্র ভীষ্ম! তোমার নিকট যে সমস্ত দান বিধি ও ব্রত নিয়ম কহিলাম, যে ব্যক্তি ইহা ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ কিম্বা স্বয়ং পাঠ করিবে, শতমন্বন্তর কাল তাহার গান্ধর্ব্বাধিপত্য লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, হে গুরো! আমি আপনার কৃপায় অনেক বিষয় পরিজ্ঞাত হইলাম, কিন্তু আপনি আমারে অনুগ্রহ করিয়া স্নানবিধি প্রকাশ করুন, যেহেতু স্নান ব্যতিরেকে নৈর্ম্মল্য ও ভাবশুদ্ধি হয় না, অতএব হে বিপ্র! আমার প্রতি কৃপা করিয়া স্নান বিধি বলিয়া কৃতার্থ করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মনঃশুদ্ধি ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম ফল দায়ক হয় না। ঐ মনঃশুদ্ধিও স্নান সাপেক্ষ অতএব সর্ব্বাগ্রে মনঃশুদ্ধি নিমিত্ত স্নান করা আবশ্যক। নদ্যাদির জলে স্নান করা বিহিত। গৃহ মধ্যে পুত্র কিম্বা ভৃত্যবর্গ দ্বারা জল আনাইয়া স্নান করিবার বিধি দৃষ্ট হয় ঐপ্রকার আহৃত সলিলে বিদ্বান্ ব্যক্তি তীর্থ কল্পনা করিয়া তাহাতে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ওঁনমোনারায়ণায় এইটি মূলমন্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; হে ভীষ্ম! কুশহস্ত হইয়া বিধি পূর্ব্বক আচমন করিয়া শুচি ও প্রযত হইবে। চতুর্হস্ত পরিমিত চতুরস্র স্থান সমুদায়ে তীর্থ কল্পনা করিয়া ভগবতী গঙ্গারে সেই জলমধ্যে আবাহন করিবে। যেমন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গার আবাহন করিতে হয় তাহা শ্রবণ কর। হে দেবি! তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর পাদ হইতে উৎপন্না হইয়াছ, তুমি স্বয়ং বৈষ্ণবী, বিষ্ণুও তোমার পূজা করিয়া থাকেন। তুমি আমা-

দিগকে জন্ম জন্মান্তরীণ পাপ হইতে পরিত্রাণ কর। হে দেবি জাহ্নবি! বায়ুদেব বলিয়া থাকেন যে আকাশে ভূতলে অন্ত-রীক্ষে যে সার্দ্ধ তিন কোটি তীর্থ নিরূপিত আছে, সে সমুদায় তীর্থই আপনাতে বর্ত্তমান। অতএব আপনি আমাদের সপ্ত-জন্মকৃত পাপমোচন করুন। হে ভীষ্ম! এই প্রকারে ভাগীরথী গঙ্গার আবাহন পূর্ব্বক তাঁহার যে সমস্ত নাম তৎকালে কীর্ত্তন করিতে হইবে তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। নন্দিনী, নলিনী, বৃন্দা, পৃথ্বী, সুভগা, বিশ্বকায়া, শিবা, অসিতা, বিদ্যাধরী, সুপ্র-সন্না, লোকপ্রসাদিনী, ক্ষেমা, জাহ্নবী, শান্তা ও শান্তি-প্রদায়িনী, এই সমস্ত মঙ্গলকর নামগুলি স্নানকালে যত্নপূর্ব্বক সংকীর্ত্তন করিবে। এইরূপে গঙ্গার আবাহন ও নামপাঠ করিলে সেই ত্রিপথগামিনী গঙ্গা সেখানে সন্নিহিতা হইবেন সন্দেহ নাই। হে বীর! বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সপ্তবার গঙ্গানাম জপ করিয়া স্বীয় মস্তকে তিনবার বা চারিবার অথবা সাতবার জলসেক করিবে। তদনন্তর বিধি পূর্ব্বক মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া এইরূপ কহিবে, হে বসুন্ধরে! তুমি অশ্বকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলে রথ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলে বিষ্ণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলে। হে মৃত্তিকে! আমি পূর্ব্বে যে সকল দুষ্কৃত করিয়াছি তুমি আমার সেই সমস্ত দুরিত হরণ কর। হে বরারোহে! তুমি রসাতল গতা হইলে ভগবান্ বিষ্ণু বাহুশত ধারী হইয়া তোমারে উদ্ধার করিয়াছেন। হে সুব্রতে! তুমি সমস্ত লোকের প্রভব, আমি তোমারে নমস্কার করি। হে বীর! এই প্রকারে মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়া স্নান করিবে। তৎপরে গাত্রমার্জনাদি পূর্ব্বক উপরে উত্থিত হইয়া বিশুদ্ধ শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া যথা বিধি তর্পণ করিতে আরম্ভ করিবে।

তর্পণ দ্বারা লোক পবিত্র হইয়া থাকে, যত্নপূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মতর্পণ; তৎপরে বিষ্ণু, তদনন্তর ভগবান্ রুদ্রের পরে প্রজাপতির তর্পণ করিবে। অনন্তর দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, ক্রূর, সর্প, সুপর্ণ, তরু, সরীসৃপ, খগ, বিদ্যাধর, জলধর, এবং আকাশগামী, নিরাহার, পাপ ও ধর্ম্মরত জীবসকলের তৃপ্তি সাধনার্থ জলদান করিবে। হে কৌরব! পরে দেব পক্ষে উপবীতী হইয়া তর্পণ করিবে, কিন্তু পিতৃপক্ষে প্রাচীনাবীতী হইয়া এই অনুষ্ঠান করিবে। তদনন্তর ঋষিপুত্র ও ঋষিগণের তর্পণ করা আবশ্যক। হে ভীষ্ম! ঋষিদিগের তর্পণ করিবার সময় সনক, সনন্দ তৃতীয়, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ ইহাদের এককালীন তর্পণ করিতে হয়। এই সমস্ত মহাশয়গণের একবার নামোল্লেখ পূর্ব্বক আপনারা আমার দত্ত এই সলিল দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন, এই বলিয়া জলদান করিবে। হে নরপাল! এই প্রকারে সনকাদি ঋষিবৃন্দের তর্পণ সমাপন করিয়া মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু প্রচেতা, বশিষ্ট, ভৃগু ও নারদ ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ নামোল্লেখ করিয়া তর্পণ করিবে। ব্রহ্মা দেবর্ষি ও দেবতাগণের তর্পণ অক্ষত সমেত উদক দ্বারা করিতে হয়। তদন্তর পিতৃপতিযমের তর্পণ সমাধা করিয়া কুশহস্তে অগ্নিস্বত্তা, সৌম্যা হবিষ্যন্ত উষ্মপ সুকালিন বর্হিষদ আজ্যপা এই সমুদায় পিতৃলোকের তর্পণ করিবে। পরে স্বীয় পিত্র্যাদিত্রয় মাতামহাদিত্রয়ের প্রত্যেক গোত্র ও নামোচারণ পূর্ব্বক পরম ভক্তিসহকারে সচন্দন তিলোদল দ্বারা তর্পন সমাপন করিবে। এইরূপে স্বীয় পিতা পিতামহ প্রপিতামহ, মাতা-

মহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহগণের ও তাঁহাদের পত্নী সকলের তর্পণ সমাধা করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করত এই সমস্ত অনির্দ্দেশ্য ব্যক্তিবৃন্দকে জলদান করিবে যথা যাঁহারা আমার বান্ধব ও যাঁহারা আমার বান্ধব নহেন ও যাঁহারা জন্মান্তরেও আমার বান্ধব ছিলেন এবং যাঁহারা আমার দত্ত সলিল লাভ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা এই মদ্দত্ত জল দ্বারা অখিল তৃপ্তি লাভ করুন। হে কৌরবেন্দ্র! অনন্তর স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র নিষ্পাড়ন পূর্ব্বক সেই সলিল গ্রহণ করিয়া যাহারা আমাদের বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন না হইতে হইতেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন তাঁহারা এবং আমাদের গোত্রে মৃতব্যক্তি সকলও মদ্দত্ত এই বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক পান করুন এই বলিয়া সেই সলিল প্রক্ষেপ করিবে।

হে কুরুবংশতিলক ভীষ্ম! এইরূপে তর্পণক্রিয়া সমাধা করিয়া বিধি পূর্ব্বক সম্যকরূপে আচমন করিবে। পার অগ্রে এক পদ্ম লিখিয়া অক্ষত পুষ্প তিল ও চন্দন দ্বারা ভগবান্ আদিত্যের নাম কীর্ত্তন করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহারে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অনন্তর হে সূর্য্য! তুমি এই বিশ্বের স্বরূপ, তুমি বিশ্বরূপধারী সহস্র রশ্মি ও সমস্ত তেজস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে ভক্তবৎসল! তুমি রুদ্রমূর্ত্তি ও পদ্মনাভ, ও অঙ্গদ সর্ব্বদা তোমার ভূষণ, তোমারে নমস্কার; তুমি সমস্ত লোকের অধীশ্বর; সুপ্ত ব্যক্তিগণের প্রতিবোধক তোমারে নমস্কার; তুমি সর্ব্বদা প্রাণিগণের সুকৃত ও দুষ্কৃত অবলোকন করিয়া থাক, হে ভাস্কর! আমি নিত্য তোমারে নমস্কার করি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে প্রভাকর! হে দিবাকর! তোমারে নমস্কার করি। এইরূপে ভগবান্

সূর্য্যদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। পরে ব্রাহ্মণ গো ও কাঞ্চন স্পর্শ পূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিবে। অনন্তর স্বীয় আশ্রমপথ অবলম্বন প্রতিমা প্রভৃতি পূজা করিবে। তৎপরে ভোজনক্রিয়া সমাধা করিবে। ভোজনবিষয়ে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের ভোজন করান কর্ত্তব্য। ঋষিগণ এই বিধি অনুসারেই সর্ব্বথা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

একবিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে কৌরবানন্দবর্দ্ধন ভীষ্ম! কালে ধর্ম্মনিরত বৃহৎক্ষেত্র নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য ও বিক্রম প্রভাব অতিশয় শ্রেষ্ঠতর ছিল। কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র দানবযুদ্ধে ভীত হইয়া উক্ত নরপতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নরনাথ বৃহৎক্ষেত্র দেবনায়ক ইন্দ্র দ্বারা আহূত হইয়া আপনারে কৃতার্থম্মন্য বিবেচনা করিলেন, এবং সেই দেবদানবীয় তুমুল সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রের অজেয় সহস্র সহস্র দৈত্যকুল এককালে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে তেজস্বান্ সোম ও ভাস্কর এবং অন্যান্য গ্রহগণও নরপতি বৃহৎক্ষেত্রের তেজে বিগতপ্রভ হইয়া উঠিল। তাঁহার তাদৃশ বীর্য্যবল অবলোকন করিয়া কোন শত্রুই আর তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিল

না, সকলে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার শাসনের অনু-বর্ত্তী থাকিয়া স্বীয় স্বীয় রাজ্যশাসন করিতে লাগিল। সুতরাং ভূপাল বৃহৎক্ষেত্র ধরাতলে সাম্রাজ্য ভোগ করিতে লাগি-লেন। হে ভীষ্ম! ঐ ভূপতির ভানুমতী নামে এক ভার্য্যা ছিলেন। তৎকালে ত্রিলোক মধ্যে তৎসদৃশ সুন্দরী কামিনী কুত্রাপি লক্ষিত হইত না, এবং সেই ভানুমতী ইহ লোকে লক্ষ্মী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অমর সুন্দরীগণ তাঁহার রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া আপনাদের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অপকৃষ্ট বোধ করিতেন। নরপাল বৃহৎক্ষেত্রের ভানুমতী ভিন্ন অন্য দশসহস্র পত্নী ছিল। তাঁহারাও রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন। যখন ভানুমতী তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া উপবিষ্টা হইতেন তখন লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার বিশেষ শোভা বিস্তীর্ণা হইত এবং তদীয় অঙ্গসৌন্দর্য্য ও কান্তি দ্বারা ঐ অযুত কামিনীও দীপ্তি-মতী হইত। সুতরাং তিনি নরনাথ বৃহৎক্ষেত্রের প্রাণাপেক্ষও প্রিয়তমা মহিষী হইয়াছিলেন। ভূপাল বৃহৎক্ষেত্র প্রাণপ্রিয়-তমা ভার্য্যা ভানুমতী ও অন্যান্য পত্নীগণের সহিত পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার সমীপে সমাগত হইলে তিনি সমাদর সহকারে তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠও রাজকৃত সম্মান দ্বারা সন্তুষ্ট ও আসনে আসীন হইয়া শ্রান্তি দূর করিলে, নৃপোত্তম বৃহৎক্ষেত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই তপোধনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আমি এরূপ কি ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলাম যে আমার এই বৃদ্ধিশীল অচলা রাজলক্ষ্মী লাভ হইয়াছে। এবং কি কারণে আমার শরীর সর্ব্বদা বিপুলতেজে সংযুক্ত রহিয়াছে? আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অবশ্যই এই বৃত্তান্ত অব-

গত আছেন। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বকালে লীলাবতীনাম্নী এক বৈশ্যা-রমণী ছিল, ঐ যুবতী সর্ব্বদা ভবানীপতি ভবের আরাধনায় সময়াতিপাত করিত। তাহার ধ্যান দর্শন করিলে বোধ হইত যেন হরমোহিনী স্বয়ংই মর্ত্ত্যে আবির্ভূতা হইয়া পিনাকির ধ্যানে নিরতা আছেন। যাহা হউক লীলাবতী কেবল বৈশ্যা ছিল এমত নহে, সময়ে সময়ে অন্যান্য বহুবিধ ধর্ম্ম কার্য্য করিত। এক সময় চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করিয়া পুষ্করতীর্থে লবণাচল দান করিয়াছিল। কেবলমাত্র লবণাচল দান করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণপ্রতিমাও বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণসাৎ হইয়াছিল। হে নরপতে! যে প্রকারে ঐ হেম-প্রতিমা প্রস্তুত করিয়াছিল বলিতেছি। তুমি জন্মান্তরে স্বর্ণ-কার কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলে, দৈবের অনুবন্ধ হেতু ঐ আঢ্যা বৈশ্যবালার ভৃত্যত্বে তাহার গৃহে নিযুক্ত থাকিয়া উহার প্রয়োজনোপযোগী অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে। সেও তোমার শিল্পনৈপুণ্যে অতিশয় প্রীত থাকিত। হে পার্থিব! দৈবাৎ তাহার হেমপ্রতিমাস্থাপনে মতি সম্ভূত হইলে ঐ বিষয় সুচারুরূপ নিষ্পন্ন করিতে আদেশ করিল। তুমিও সেই আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তি শ্রদ্ধা ও পরিশ্রমসহকারে তাহা প্রস্তুত করিলে এবং সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হেমপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া লীলাবতীকে অর্পণ করিলে। উহা তাহার দেবকার্য্যের নিমিত্ত, এই ভাবিয়া তাহার নিকট হেমপ্রতিমার মূল্য কিম্বা গঠন চাতুর্য্যের কিছু পারিতোষিক ও লইলে না। এই ভানুমতী তৎকালে তোমার প্রণয়িনী ছিল, পরন্তু কোন

সময়ে বৈশ্যকন্যার নিয়োগবর্ত্তিনী হইয়া এরূপ সুবর্ণপাদপ গঠন করিয়াছিল যে কুত্রাপি তাহার দ্বিতীয় লক্ষিত হইত না। লীলাবতী সেই হেমতরু দেখিয়া এরূপ সন্তুষ্টা হইয়াছিল যে উহার প্রভূত মূল্য ও পুরস্কার দিতে চাহিলে ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে ইনিও কিছুমাত্র গ্রহণ করিলেন না। বৈশ্যা উহা দান করিয়া হর্ষিত হইল। তোমার ভার্য্যা ধার্ম্মিকা ছিল সুতরাং যেরূপ ভাবে লীলাবতী সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ সেবন প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত তাহার সহচারিণী হইয়া সেই কার্য্যে নিযুক্তা থাকিত! হে অনঘ! তোমরা যদিও অতি দুঃখী ছিলে তথাপি এই বৈশ্যকন্যার সাহায্যে বহুবিধ ধর্ম্ম-সঞ্চয় করিয়াছিলে; যাহা হউক, লীলাবতী বৈশ্যার প্রচুর ধন সংগ্রহ ছিল। সে নিরন্তর ধর্ম্মের শুশ্রূষায় তৎসমস্ত অল্প-কাল মধ্যেই ব্যয়িত করিয়া ফেলিল। অনন্তর কালবলে তাহার মৃত্যু হইলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবদেব শিবের লোক লাভ করিল। যে দরিদ্র স্বর্ণকারদম্পতী ঐ বৈশ্যার ভৃত্যভাবে সেবা করিত, তাহারা এই আমার সম্মুখীন রহি-য়াছে। অধুনা সেই সুবর্ণকার বৃহৎক্ষেত্র নামে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর। তাঁহার প্রভাব সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও দুঃসহ। এক্ষণে তুমি সেই লীলাবতীর ধর্ম্মকার্য্য সাহায্য প্রভাবে ভূমণ্ডলে জন্মিয়াছ এবং রত্নপ্রতিমা নির্ম্মাণ ও তাহার মূল্য গ্রহণ কর নাই বলিয়াই তোমার এইরূপ সদ্গতি লাভ হইয়াছে। তোমার জন্মান্তরীণ ভার্য্যা ভানুমতী ও ইহ-জন্মে তোমার পত্নী হইয়াছেন। যাহা হউক ইনি যে সুবর্ণ পাদপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কোন মূল্য গ্রহণ করেন নাই, তজ্জন্য এতাদৃশী সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছেন। তোমার পত্নীর

যে রূপলাবণ্য এত অধিক হইয়াছে, তাহার কারণ শ্রবণকর, ইনি যে হেমপাদপের উজ্জ্বলতাসাধন করিয়াছিলেন সেই কারণে ইহাঁর এরূপ সৌন্দর্য্য প্রাপ্তি ও সমস্ত প্রমদাগণের আধিপত্য লাভ হইয়াছে। হে রাজন্! তুমি অতিশয় মহাত্মা তোমারে একটী উপদেশ দিতেছি তাহা পালন করিলে বিশেষ শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। তোমরা জন্মান্তরে অতিশয় দরিদ্র ছিলে, এমনকি সকল দিন সমান রূপে অতিবাহিত করিতে পারিতে না, কখন বা অনশনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছ, তোমরা এ প্রকার দৈন্যদশাগ্রস্ত থাকিয়া ও লীলাবতীর সহযোগে লবণাচলের সেবা করিয়া এই অদ্ভুত পদ প্রাপ্ত হইয়াছ। অধুনা তোমার কোন বিষয়ের অসদ্ভাব নাই, তুমি ভূমণ্ডলস্থ লোকের পূজ্য, এবং আরোগ্য সৌভাগ্য সর্ব্বদা তোমার নিকট বর্ত্তমান আছে এবং কমলা অচলা হইয়া তোমার ভবনে বিরাজমানা রহিয়াছেন, অতএব তুমি বিধি পূর্ব্বক ধান্যাচলাদি ব্রতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাক। হে রাজেন্দ্র ভীষ্ম! ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি বৃহৎক্ষেত্র বশিষ্ঠের হিতগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ সহকারে লবণাচলাদি দান কার্য্যে সমস্ত ধন বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হে ভীষ্ম! যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে ধনাদি বিতরণ করিয়া থাকে এবং যে তাহাকে স্পর্শ করে এবং যে ব্যক্তি এই ধর্ম্ম বিষয়ক কথা শ্রবণ করে অপার যিনি এই মহৎ কার্য্যের বিধি প্রদান করেন তাঁহারা বিগতপাপ হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। হে কৌরব! এই সুমহৎ বিষয় পাঠ করিলে সমস্ত দুঃখ বিনষ্ট হয়, যাহরা যত্ন পূর্ব্বক এই সমস্ত দানাদি করে, তাহাদের সমুদায় গিরীন্দ্রদানের ফল লাভ হইয়া থাকে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কোন্ কোন্ ব্রত কিম্বা কি প্রকার উপবাস ও দানাদি করিলে শোকসংঘ ও বিয়োগ দুঃখ বিনষ্ট হইতে পারে? কি প্রকারে মনুষ্যগণ এই ভূতলে ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে? অপরে কোন্ কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পুরুষের ভবভীতি বিনষ্ট হয়? হে গুরো! অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক এই সমস্ত প্রকাশ করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি যে সমস্ত সংশয়াত্মক প্রশ্ন করিলে এ সমুদায়ের বিশেষ বিবরণ বিবুধগণেরও দুর্লভ। যদিও ইহার উত্তর দান স্বল্প সময় সাধ্য নহে, তথাপি তুমি আমার বিশেষ ভক্ত ও সুশীল, দুঃসাধ্য হইলেও তোমার নিকট কিছুই গোপন করিতে পারি না, অতএব আদৌ তোমারে একটি ব্রত বলিতেছি ইহা দেবগণের ও দেবরাজেরও অজ্ঞাত। যাহা হউক, তুমি শ্রবণ কর। হে ভীষ্ম! তুমি আমারে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে কিসে শোকসমূহ নিবারিত হয় একারণ অগ্রে শোকনিবারণ বিশোক দ্বাদশীব্রত বলিব। এইব্রতে দশমীর দিন লঘু আহার করিয়া নিয়মাবলম্বন করিয়া থাকিবে। পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাঙ্মুখ অথবা উত্তর মুখে দন্তধাবন করিয়া সমুদায় প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর স্নান করিয়া আসিবে। পরিশেষে যথাসাধ্য উপহারাদি দ্বারা ভগবান্ কেশবের অর্চ্চনা করিয়া সেই একাদশার দিবস নিরাহারে থাকিবে। এবং হে অচ্যুত! আমি অদ্য উপবাসী থাকিয়া আপনার অর্চ্চনা করিব, হে বিভো! আমি শরণাগত! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, অদ্য কোনমতেই কোন প্রকার ভক্ষণ করিব না, আগামী কল্য বিধিপূর্ব্বক ভোজন করিব। হে ভীষ্ম! এই প্রকার নিয়মে বদ্ধ

থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিবে। পরে সর্ব্বৌষধি ও পঞ্চগব্য জলে স্নান করিয়া স্বয়ং শুভ্রমাল্য ও শুভ্রবসন ধারণ করিয়া শ্রীপতি নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে। বিশোকায় নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা পদদ্বয়ে, বরায় নমঃ, এই মন্ত্রে জঙ্ঘাদ্বয়ে, শ্রীশায় নমঃ এইমন্ত্রে জানুদ্বয়ে, কন্দর্পায় নমঃ এই মন্ত্রে কটিদেশে, বিপুলায় নমঃ এইমন্ত্রে পার্শ্বে, পদ্মনাভায় নমঃ এই মন্ত্রে নাভিদেশে, মন্মথায় নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয়ে, শ্রীধরায় নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষস্থলে, বৈকুণ্ঠায় নমঃ এইমন্ত্রে কণ্ঠদেশে, যজ্ঞমুখায় নমঃ এই মন্ত্রে আস্যদেশে, হৃষীকায় নমঃ এই মন্ত্রে কর্ণে, বাসুদেবায় নমঃ এই মন্ত্রে চক্ষুর্দ্বয়ে, বামনায় নমঃ এই মন্ত্রে ললাটে, বিশ্বরূপিণে নমঃ এই মন্ত্রে কিরীটে পূজা করিবে। পরে সর্ব্বাত্মনে নমঃ এই বলিয়া সর্ব্বত্র পূজা করিবে। এইরূপে ধূপ দীপ মাল্য ও চন্দন দ্বারা ভগবান্ নারায়ণের অর্চ্চনা পূর্ব্বক আহ্লাদ সহকারে চতুরস্র অরত্নি-পরিমিত কুণ্ড অথবা স্থণ্ডিল করিবে। সেই স্থণ্ডিলের উপরি-ভাগের ভিত্তি অষ্টাঙ্গুল পরিমিত থাকিবে এবং শুক্লবর্ণ দশা-যুক্ত বিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল তাহাতে ন্যস্ত করিয়া রাখিবে। নদী-বালুকা দ্বারা সূর্য্য এবং লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি লিখিবে। পরে সূর্য্য, লক্ষ্মী, দেবী, শান্তি, শ্রী, তুষ্টি, পুষ্টি, সিদ্ধি ও স্বষ্টির যথাযথ পূজা করিবে। তদনন্তর অশেষ দুঃখ বিনাশক বিশোক বরদ ভগবান্ সর্ব্বদা আমাকে শোকপরিশূন্য করুন। এই বলিয়া বিশোকরূপী কেশবের পূজা করিবে। তদনন্তর রশ্মী-মালী সূর্য্যকে শুক্ল বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া নানাবিধ ভক্ষ্য ফল ও সুবর্ণ কলস দ্বারা পূজা করিবে। এবং সমস্ত রজনী নৃত্যগীতে অতিবাহিত করিতে থাকিবে। হে কৌরব! এই

রূপ বিধি অনুসারে মাসে মাসে ব্রত করিয়া যখন সমাপন কাল সমাগত হইবে, তখন কোন বিপ্র মিথুনের গৃহে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া স্ব গৃহে আনয়ন করিবে। এই ব্রত প্রতিষ্ঠাকালে তিন কিম্বা একটি বিপ্র মিথুন আনয়ন করা আবশ্যক কিন্তু বহুবিত্ত ব্যক্তি সামর্থ্য অনুসারে উহার আহরণ করিবেন। পরে উত্তম উত্তম বস্ত্র ও গন্ধ পুষ্প প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিবে। তদনন্তর গাত বাদ্য ও জাগরণ দ্বারা সমস্ত রজনী পরমাহ্লাদে যাপন করিয়া প্রভাতে স্নানাদি প্রাতঃক্রিয়া সমাধানান্তে বিপ্র দম্পতির অর্চ্চনা করিবে। এবং তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য বিত্তাদি প্রদান করিয়া গৃহে পাঠাইবে, পরে ক্ষমতানুসারে ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন ও পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া সেই দিবস অতিবাহিত করিবে। সেই সময় গুড়ধেনু সমন্বিত শয্যা এবং লক্ষ্মীর সহিত সুবর্ণময়ী সূর্য্য প্রতিমা দান করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হইবে। এই ব্রতে উৎপল, করবীর, বালমন্দার, কেতকী, সিন্ধুবারক, মল্লিকা, গন্ধপাটলা, কদম্ব, কুঞ্জক ও জাতী পুষ্প অতিশয় প্রশস্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মুনীশ্বর! আপনি সমস্ত ধর্ম্মের পরিজ্ঞাতা, আমি আপনার প্রসাদে যে কত প্রকার জ্ঞান লাভ করিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। অধুনা প্রসন্নতা সহকারে গুড়ধেনুর কথা প্রকাশ করুন। ঐ গুড়ধেনুর বিধান কিরূপ, কিপ্রকারে উহা প্রস্তুত এবং কোন্ মন্ত্র দ্বারা উহা দান করিতে হইবে এই সমস্ত যথাযথ বর্ণনা করিয়া কৃতার্থ করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি গুড়ধেনুবিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি তোমারে তাহা বলিতেছি, যেরূপ

বিধানে উহার অনুষ্ঠান এবং যে মন্ত্র দ্বারা উহা দান করিবে আর গুড়ধেনু দান করিলে যে প্রকার ফল লাভ হইবে সেই সমুদায় শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ বিদূরিত হইয়া যায়। হে বীর! গোময় লিপ্ত ভূভাগের উপর দর্ভ আস্তরণ করিয়া তাহার উপরে চতুর্হস্ত পরিমিত মস্তক সহিত কৃষ্ণসার চর্ম্ম বিছাইবে ঐ কৃষ্ণসারের মস্তক পূর্ব্বদিকে থাকিবে। এবং ইহা অপেক্ষা একটী ক্ষুদ্রতর মৃগচর্ম্মে লবণ রাখিয়া তাহাকে বৎসাকৃতি করিবে ও সেই ধেনু উদঙ্মুখী করিয়া রাখিবে। হে কৌরব! ভার চতুষ্টয় পরিমিত লবণে ঐরূপ ধেনু নির্ম্মাণ করিলে উত্তম গুড়ধেনু হইবে, উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নির্ম্মাণ করিতে কোন বাধা নাই, যাহা হউক, যদি ঐ পরিমাণের অর্দ্ধেকাংশে নির্ম্মাণ কর তবে বৎস গঠন চতুর্থাংশে করিবে। গৃহস্থ এই প্রকার লবণ সঞ্চয়ে অসক্ত হইলে তাহার ক্ষমতানুযায়ী লবণে ধেনু কল্পনা করিতে হইবে, এই ধেনুযুগলকে শুক্লকম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে তাম্র এবং রোমস্থানে শুভ্রচামর করিবে। ভ্রূদ্বয়ে বিদ্রুম তথা স্তনদ্বয়ে নবনীত এই প্রকারে সমস্ত অবয়বাদি কল্পনা সমাধা হইলে দিব্য কৌশেয় বসন দ্বারা সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করিয়া দিবে। হে ভীষ্ম! এই প্রকারে বৎস-সহিত ধেনু বিনির্ম্মাণ করিয়া ধূপ দীপাদি নানাবিধ উপচারে পূজা সমাধা হইলে এই প্রকার প্রার্থনা করিবে, যিনি সর্ব্বপ্রাণীর লক্ষ্মী, যিনি কামধেনুরূপে দেবলোকে বিরাজিতা আছেন, ইনি সেই সাক্ষাৎ কামধেনু, অনুগ্রহ করিয়া আমার সমস্ত কল্মষ বিধ্বংস করুন। হে দেবী! আপনি বিষ্ণুর বক্ষস্থলস্থিতা লক্ষ্মীরূপা এবং বৈশ্বানর

অগ্নির স্বাহা, আপনিই দিবাকর আদিত্য ও নিশানাথ চন্দ্রমার শক্তি, অতএব সম্প্রতি ধেনুরূপা হইয়া আমার শ্রীবিধান করুন। কি লোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, কি ধনদাতা কুবের, কি সমস্তলোকপালগণ এসমুদায়ের লক্ষ্মীরূপে কেবল আপনিই প্রতিষ্ঠিতা। অনুগ্রহ করিয়া আমারে বরদান করুন। যে স্বধা পিতৃমুখ্যগণের জীবন স্বরূপা আপনি স্বয়ং সেই স্বরূপধারিণী, আপনি যজ্ঞভূক্‌গণের স্বাহা, একমাত্র সমস্ত পাপহরণে আপনিই পটুতরা। হে দেবি! আমার সর্ব্বত্র শান্তি বিধান করুন। হে পরম পবিত্র হৃদয় কুরুনন্দন ভীষ্ম! এই প্রকারে সেই ধেনুরে আক্রমণ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। এই ধেনু দানের বিধি বর্ণনা করিলাম। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত ধেনু দান নির্ণীত আছে, তাহাদেরও বিধি এইরূপ। ইহারা সকলেই সমুদায় পাপ পরিমোচন করিতে পারে এবং ইহারা সকলেই দেবধনু বলিয়া কথিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের স্বরূপ ও সকলের নাম প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ কর।

হে নরাধিপ! কলুষ বিনাশের জন্য আদিম ঋষিগণ অনেকবিধ ধেনুর উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার যে সমস্ত ধেনুর উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে গুড়ধেনু প্রথম, ঘৃতধেনু দ্বিতীয়, তিলধেনু তৃতীয় বলিয়া গরিগণিত হইয়াছে। অপর জলধেনু চতুর্থ, ক্ষীরধেনু পঞ্চম মধুধেনু ষষ্ঠ, শর্করাধেনু সপ্তম ও লবণ ধেনু অষ্টম, রসধেনু নবম, ঘৃতধেনু দশম। হে ভীষ্ম! রসধেনু বিনির্ম্মাণে রসপূর্ণ কুম্ভ ও শুভ্রবস্ত্র রাশি আবশ্যক করে। কেহ কেহ এই দশধেনু মধ্যে সুবর্ণ ধেনুর নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। হে ভীষ্ম! কোন কোন মহর্ষিগণ নবনীত তৈল ও বহুবিধ উপকরণ দ্বারা ধেনু নির্ম্মাণ বিধি

বন্ধনি করিয়া থাকেন। প্রতিপর্ব্বে এইরূপ ধেনু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবে। শ্রাদ্ধে এইরূপ ধেনুদান অতি প্রশস্ত, ইহা দ্বারা ভুক্তি মুক্তি ফল লাভ হইয়া থাকে। হে বীর! গুড়ধেনুর প্রসঙ্গে সমস্ত ধেনুর দান প্রথা তোমারে কহিলাম, এইরূপ ধেনুদান করিলে, অশেষবিধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সংসারে যত প্রকার ব্রত বিদ্যমান আছে আছে তন্মধ্যে বিশোক দ্বাদশীব্রত অতি উত্তম। এই ব্রতের অনুষ্ঠানান্তে গুড়ধেনু প্রদান করিবে। অপর অয়নে বিষুব সংক্রান্তিতে পুণ্যকালে ব্যতীপাতযোগে গ্রহণ কালে ও পর্ব্ব সময়ে গুড়ধেনু প্রভৃতি সমস্ত ধেনুদান অতি শুভকর হইয়া থাকে। যাহা হউক, হে কৌরবেন্দ্র! বিশোকদ্বাদশী ব্রতের ফল অতিশয় বিস্ময়াবহ, যাহার প্রভাবে সমুদয় পাপরাশি বিদূরিত হইয়া থাকে। মানুষ যাহাতে ব্রতী থাকিলে, অন্তে ভগবান বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। . পরন্তু ব্রতী ইহলোকে সুখসৌভাগ্য আয়ু আরোগ্য প্রভৃতি লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া থাকে। এবং অন্তে বিষ্ণুপুর গমন করে সন্দেহ নাই। হে নৃপতে! যে ব্যক্তি এই বিশোক দ্বাদশীব্রত করে, সেই এ ধর্ম্মপরায়ণ দশ সহস্র অর্ব্বুদ বর্ষকাল বিষ্ণুপুরে অধিবাস করিয়া থাকে। কোন প্রকার শোক দুঃখ ও দুর্গতি তাহারে অধিকার করিতে পারে না। যদি কোন নারী এই বিশোক দ্বাদশীপ্রত করিয়া সেই দিবস নৃত্য গীতাদি দ্বারা অতিবাহিত করে, তবে সেই কামিনীও এই রূপে ফলভাগিনী হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু ভগবান্ হরির নিকট নৃত্য গীত ও বাদ্য অতিশয় প্রশস্ত বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

হে কৌরব! যে ব্যক্তি এই বিশোক দ্বাদশী ব্রত বিষয় পাঠ করে কিম্বা যে ইহা শ্রবণ করে অথবা যে ব্যক্তি ইহার উপদেশ প্রদান করে, সে ব্যক্তি ইন্দ্রলোকে বাস করে। সমস্ত বিবুধগণ কল্পকাল পর্য্যন্ত তাহার পূজা করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভগবন্! যে সমস্ত দান দেবলোকের ও পূজনীয় এবং যাহা সমাদর সহকারে দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত দান মাহাত্ম্য বর্ণন করুন, তাহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে নৃপসত্তম ভীষ্ম! অধুনা তোমারে দশ প্রকার অচল দান বলিতেছি শ্রবণ কর। যাহার প্রভাবে মানবগণ দেবতাগণের নিকটও পূজ্য হইয়া থাকে, এই অচল দানে যে প্রকার ফল হয়, তাহার সদৃশ ফল, পুরাণাধ্যয়ন বেদাধ্যয়ন যজ্ঞ ও আয়তনের অনুষ্ঠান করিলেও পাওয়া যায় না। অতএব সেই অত্যুত্তম পর্ব্বতদান তোমার নিকট কহিতেছি। প্রথম ধান্যাচল, দ্বিতীয় লবণাচল, তৃতীয় গুড়াচল, চতুর্থ স্নুবর্ণাচল পঞ্চম তিলাচল ষষ্ঠ কার্পাসচল, সপ্তম ঘৃত পর্ব্বত অষ্টম রত্নশৈল নবম রজতাচল এবং দশম শর্করাচল নামে বিখ্যাত। অধুনা ঐ সকল পর্ব্বত দানের বিধি শ্রবণ কর। অয়ন ও বিষুবসংক্রান্তিতে ব্যতীপাত কিম্বা দিনক্ষয়ে বিবাহ যজ্ঞ প্রভৃতি উৎসব সময়ে অথবা দ্বাদশী তিথিতে অচলদান অতি প্রশস্ত। যদি পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী রবিবাসরে হয়, তাহা হইলে গোময় দ্বারা ভূমি লেপন পূর্ব্বক তাহার মধ্যে ধান্যের পর্ব্বত প্রস্তুত করিবে। এই ধান্য পর্ব্বত সহস্র দ্রোণ পরিমিত ধান্য দ্বারা

করিলে উত্তম ধান্যাচল হইবে। আর যদি পঞ্চশত দ্রোণ পরিমিত ধান্যে অচল প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে মধ্যম ধান্যাচল হইবে। এবং তিনশত দ্রোণ পরিমিত ধান্য দ্বারা প্রস্তুত করিলে সেই ধান্যাচলের নাম কনিষ্ঠ ধান্যাচল হইবে। হে নরেন্দ্র! এইরূপে বিষ্কম্ভাচলের সহিত ধান্যাচল প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে তিনটী সুবর্ণের বৃক্ষ প্রোথিত করিবে, এবং সেই বৃক্ষে রজতনির্ম্মিত চারিটি শৃঙ্গ চারিদিকে সজ্জিত করিয়া দিবে। এই ধান্যাচলের কন্দর সকল ইক্ষু বংশে আবৃত করিয়া রাখিবে এবং তাহার চারিদিকে ঘৃতোদক প্রস্রবণ থাকিবে। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মুক্তাফলের ন্যায় অতি শুভ্র ও বিচিত্র বসন দ্বারা ধান্যাচলকে আবৃত করিয়া বহুবিধ অলঙ্কৃত করিবে। পরে মহেন্দ্র প্রভৃতি অষ্টলোক-পালগণকে যথাস্থানে আবাহন ও স্থাপন করিয়া নানাবিধ ফল মনোহর মাল্য এবং বিলেপন দ্বারা সুশোভিত করিবে। বিতানকের উপর পঞ্চবর্ণ অম্লান পুষ্পাস্তরণ সংস্থাপন করিলে মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। হে ভীষ্ম! এইরূপে অচলশ্রেষ্ঠ ধান্যাচল বিনির্ম্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পুষ্প ও বিলেপন স্থাপন করিতে হইবে। তদনন্তর যথাবিধি পর্ব্বতের পূজা করিয়া হে অচল! তুমি মদীয় ভবনে এই সকল দ্রব্যে বিনির্ম্মিত হইয়া এই শৈল্যের নাম ধারণ করিয়াছ। অতএব পূজিত হইয়া আমার কল্যাণ বিধান কর এবং যাহাতে আমি অত্যুত্তম শান্তিলাভ করি তাহা সম্পাদন কর। হে গিরিরাজ! তুমিই ভগবান্ ঈশ, তুমিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও দিবাকর, তুমিই একমাত্র সনাতন পুরুষ, সর্ব্বদা আমাদিগের রক্ষাবিধান কর। যেহেতু তুমি লোকপালদিগের মন্দিরস্বরূপ। তুমিই বিশ্ব-

মূর্ত্তি রুদ্র আদিত্য ও বসুগণের আবাসস্থল, অতএব আমাদিগের মঙ্গল বিধান ও অশেষ দুঃখদায়ক সংসারসাগর হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া নানাবিধ উপচার দিয়া ধান্যশৈলের অর্চ্চনা করিবে। পরে মন্দা পর্ব্বতের পূজা করিয়া এই প্রার্থনা করিবে। হে অচল! তুমি চৈত্ররথ উদ্যানে শোভিত থাকিয়া রুদ্রের তুষ্টিসাধন কর, অতএব সর্ব্বদা আমার বিধান কল্যাণ কর। হে ভীষ্ম! এই প্রকারে সকলের আমন্ত্রণ করিয়া প্রাতঃকালে ভগবানের স্মরণ পূর্ব্বক মধ্যম ধান্যপব্বত গুরুকে প্রদান করিবে। যে সকল বিষ্কম্ভ পর্ব্বত রচিত হইয়াছিল সেই সমুদায় ঋত্বিক্‌গণকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে অর্পণ করিবে। হে নৃপ! ধান্যাচল দানকালে সামর্থ্যানুসারে চতুর্ব্বিংশতি অথবা দশ কিম্বা সাত কিম্বা আট অথবা পাঁচটী গোদান করিবে। সমস্ত পর্ব্বত দানেই পয়স্বিনী কপিলা দান করিবে। এই নিবদ্ধ হইয়াছে। অচল দানকালে দেবতাগণের পূজা ও উপাসনা করিবে। নবগ্রহ, লোকপাল এবং ব্রহ্মাদির পূজা করাও বিহিত। স্বীয় মন্ত্র দ্বারা ইহাঁদের পূজা করিয়া শৈলের হোম করিবে। এবং নিত্য উপবাসী হইয়া থাকিবে। যদি নিত্য উপবাসে অশক্ত হয় তবে নক্তব্রতী হইবে। হে পার্থিব। ক্রমে ক্রমে সমুদায় শৈলদানের বিধি বলিতেছি শ্রবণ কর। যে সমস্ত মন্ত্র দান কালে প্রয়োগ করিতে হয় এবং ইহা দান করিলে যে ফল লাভ হয় তাহাও শ্রবণ কর। যেহেতু অন্ন ব্রহ্ম বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, প্রাণ সকল অন্নেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমুদায় প্রাণিই অন্ন হইতে উদ্ভূত হয়। এই জগৎ অন্নেই প্রবর্ত্তিত হইতেছে। অন্নই লক্ষ্মী, অন্নই

জনার্দ্দনরূপী। হে ধান্য! তুমি পর্ব্বতরূপ পরিগ্রহ করিয়াছ, এই নরোত্তম সকলকে রক্ষা কর, হে কৌরব! যে ব্যক্তি এইরূপ বিধি অনুসারে ধান্যময় গিরি দান করে, সে শতমন্বন্তর দেবলোকে বিরাজ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। এবং গন্ধর্ব্ব অপ্সর ও উরগগণ সমাকীর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে প্রয়াণ করে। পরে কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ভূমণ্ডলে রাজ্যভাগী হইয়া থাকে।

হে রাজেন্দ্র ভীষ্ম! মানবগণ ইহার প্রসাদে দেবসঙ্গম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতঃপর সেই লবণাচলের বিধি সংক্ষেপে বলিতেছি অবধান কর। ষোড়শ দ্রোণ পরিমিত লবণে যে অচল নির্ম্মাণ হয় তাহাই উত্তম লবণাচল। অষ্ট দ্রোণ পরিমিত লবণ দ্বারা নির্ম্মিত হইলে মধ্যম লবণাচল হইয়া থাকে আর যদি চারি দ্রোণ পরিমিত লবণে পর্ব্বত প্রস্তুত করা যায় তাহা হইলে অধম লবণাচল হইয়া থাকে। বিত্তবিহীন ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতানুসারে লবণাচল প্রস্তুত করিবে। যে পরিমিত লবণে পর্ব্বত নির্ম্মিত হইবে তাহার চতুর্থাংশে বিষ্কম্ভ পর্ব্বত রচনা করিবে। হে ভীষ্ম! এইরূপে লবণাচল নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্বর্ণ বৃক্ষ ও স্বর্ণ শৃঙ্গাদি সমস্ত রচনা পূর্ব্বক ব্রহ্মাদি ও ইন্দ্রাদি লোকপালের আবাহন ও পূজা এবং জাগরণ করিবে। ধান্যাচল দানকালে যেরূপ প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করা যায় ইহাতেও সেইরূপ প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। যথা—হে নগোত্তম! সমস্ত বিবুধগণ মধ্যে যেরূপ ভগবণ বিশ্বাত্মা বিষ্ণু প্রবর, যোগিগণমধ্যে মহাদেব যেরূপ শ্রেষ্ঠ, এবং সমস্ত মন্ত্রমধ্যে প্রণব যেরূপ প্রধান বলিয়া পরিগণিত, সেইরূপ সমস্ত রসমধ্যে তুমিই

একমাত্র শ্রেষ্ঠ। তোমা ব্যতিরেকে অন্যান্য রস উৎকট হইয়া থাকে। অধুনা তুমি পর্ব্বতরূপ পরিগ্রহ করিয়াছ, অতএব আমার সৌভাগ্য সম্পদ বিস্তার ও আমারে শোক-সাগর হইতে উদ্ধার কর। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে যথারীতি দান করিতে হইবে। হে ভীষ্ম! যে ব্যক্তি এইরূপ বিধি অনুসারে লবণা-চল দান করে, তাহার কল্পকাল উমালোকে অধিবাস হইয়া থাকে। অনন্তর পরম গতিলাভ করে।

হে ভীষ্ম! অতঃপর গুড়াচলের বিধি শ্রবণ কর, তাহার অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ দেবগণেরও পূজ্য হইয়া স্বর্গে গমন করে। দশভার গুড় দ্বারা যদি অচল প্রস্তুত করা যায় তাহা হইলে উত্তম অচল হয়, পঞ্চ ভার গুড়ের পর্ব্বত মধ্যম, এবং তনভারে অধমাচল হয়। অল্পবিত্ত ব্যক্তি তাহার অর্দ্ধেকে ও নির্ম্মাণ করিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত অচলদানে যে প্রকারে স্বর্ণ বৃক্ষ, রজত শৃঙ্গ ও শুভ্রবস্ত্র প্রভৃতি প্রদত্ত হয় ইহাতেও সেইরূপ করিতে হইবে। ব্রহ্মাদি দেবতা ও লোকপালগণের আবাহন এবং পূজা করিবে। ইহাতেও বিষ্কম্ভ পর্ব্বত রচনা করিতে হইবে। হোম ও জাগরণপ্রভৃতি কোন কার্য্যের ত্রুটি করিবে না।

হে ভীষ্ম! ধান্যাচলদানে যে প্রকার প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিতে হয় ইহাতেও সেইরূপ প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা, যেরূপ বিশ্বাত্মা জনার্দ্দন দেবতাগণের মধ্যে প্রধান, যেরূপ সমস্ত বেদের মধ্যে সাম, যোগিদিগের মধ্যে মহাদেব, মন্ত্র সকলের মধ্যে প্রণব, এবং নারীগণ মধ্যে পার্ব্বতী শ্রেষ্ঠ সেইরূপ আপনি ইক্ষুরস হইয়া সমস্ত রসমধ্যে প্রাধান্য লাভ

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।

৩৭ নং নিমুগোঁসায়ের লেন হইতে

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তৎকর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

চতুস্ত্রিংশৎ খণ্ড।

কলিকাতা।

২৩১ নং অপার চীৎপুর রোড—আদরিণী যন্ত্রে

শ্রীবিনোদ বিহারী মজুমদার দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৯০ সাল।

মূল্য দুই আনা।

দেবদানবগণের তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইলে, সেই যুদ্ধে দানব রাক্ষস ও দৈত্যবংশ প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল ঐ সমুদায় দানব রাক্ষস ও দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যের বিধি অনুসারে যে সমস্ত রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা স্বীয় স্বীয় ভর্ত্তার নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হতাশ হইল এবং দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া কহিল, হে দেবরাজ! আপনি আমাদিগের স্বামিগণকে বিনষ্ট করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন, কিন্তু আমাদের গতি কি হইবে বলুন। বদতাংবর ইন্দ্র ক্ষণকাল অসুর-কামিনীগণের গতি চিন্তা করিয়া বলিলেন, তোমরা এখন বেশ্যাধর্ম্ম অবলম্বন কর, তাহা হইলে আর দুঃখভোগ করিতে হইবে না। হে বরাঙ্গনাগণ! তোমরা বেশ্যাধর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও ব্রতাচরণ করিও। তাহার প্রভাবে আমার সদৃশ রাজন্যগণকে স্বামিলাভ করিবে এবং সকলে সৌভাগ্য সম্পন্ন হইবে। যাহা হউক, অসুরকামিনীগণ ইন্দ্রের নিদেশানুরূপ ব্রতপ্রভাবে দিব্য স্বামী ও সুখসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, অতএব তোমরাও আপনাদের অপরাধ মার্জ্জনা জন্য ব্রত নিয়ম কর, সর্ব্বদা সাবধান হইয়া থাকিও, অতঃপর তোমাদের গৃহে যদি কোন মুনিবালকও আইসেন, তাহা হইলে বালক বোধে তাঁহার উপেক্ষা না করিয়া বিধিবৎ অর্চ্চনা করিও। এরূপ দাম্ভিকতা প্রকাশ করিও না। হে অবলাগণ! কোন পুণ্যদিবস বা পুণ্যতিথি উপস্থিত হইলে, ভক্তিসহকারে গো, ভূমি, হিরণ্য ও ধান্য যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে দান করিবে। বেদবিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন যে, এইরূপ করিলে সংসার যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তোমাদের যন্ত্রণা মুক্ত হইবার জন্য একটী ব্রত বলিতেছি যত্নপূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান করিও।

হে ভীষ্ম! দাল্ভ কহিলেন, হে প্রমদাগণ! রবিবাসরে হস্তা, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যানক্ষত্র প্রাপ্ত হইলে, সেই দিবস সর্ব্বৌষধি জলে স্নান করিয়া ব্রতাচরণ করিবে। ভগবান্ কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ কন্দর্প বিবেচনা করিয়া তাঁহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক সমস্ত অঙ্গের অর্চ্চনা করিবে; অর্চ্চনা করিবার সময়ে পাদদ্বয়ে বাম জঙ্ঘায় বেদকারী, মেঢ়-

দেশে কন্দর্প নিধি, ও কটিদেশে প্রীতিমৎ, নাভিতে সখ্যপ্রদ, উদরে রাম, হৃদয়ে হৃদয়েশ, স্তনযুগলে আহ্লাদকারী, কণ্ঠদেশে উৎকণ্ঠ, এবং মুখে আনন্দকারী বলিয়া যথোপচারে পূজা করিবে। তাঁহার বাম অঙ্গে পুষ্পচাপ ও দক্ষিণাঙ্গে বাণের, মস্তকে রম্ভা, দেহে বিলোমা, শিরোদেশে সর্ব্বাত্মক দেবের পূজা করা বিধেয়। তদন্তর ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিবে, যে তুমি শিব ও শান্তস্বরূপ, তুমি পাশাঙ্কুশ শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ কর, তোমার পরিধান পীতবসন, তুমি নারায়ণ ও সাক্ষাৎ বামদেব স্বরূপ, তোমারে নমস্কার করি। এইরূপ প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিয়া শান্তি, প্রীতি, রতি, শ্রী, পুষ্টি, তুষ্টি এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী দেবীরও অর্চ্চনা করিবে। হে অবলাগণ! এই প্রকারে গন্ধমাল্য, ধূপ, দীপ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে অনঙ্গরূপী জগদীশ্বর গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ বেদবিৎ কোন ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিবে। এবং সেই দ্বিজবরকে ইনি সাক্ষাৎ অনঙ্গের অবয়ব এইরূপ বিবেচনা করিয়া গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ ইত্যাদি উপচারে তাঁহারও পূজা করিবে। অনন্তর তাঁহারে উত্তমরূপ ভোজন করাইয়া ঘৃতপাত্রের সহিত শালিতণ্ডুল ও কাংস্যপাত্রে ইক্ষুদণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক, "ভগবান্ মাধব প্রীত হউন, বলিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য তাঁহারে প্রদান করিবে। যৎকালে ঐ সমস্ত দ্রব্য দান করিবে, তখন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সর্ব্বান্তর্যামী মাধবের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকিবে। হে স্মিতভাষিণী প্রমদাগণ! এইরূপে ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতি রবিবাসরে ভগবানের পূজা করিবে, এবং পূজান্তে ব্রাহ্মণকে তণ্ডুল প্রস্থ দান করিবে, সম্বৎসরকাল যাবৎ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ত্রয়োদশ মাস সমাগত হইলে, সর্ব্বোপস্কর সমন্বিত শয্যা, দীপ, পাদুকা, ছত্র প্রভৃতি দ্রব্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। সপত্নীক কামদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সুবর্ণ অঙ্গুরী, বলয়, সূক্ষ্ম বস্ত্র ও মাল্য অনুলেপন দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া তাম্রপাত্রে গুড়পূর্ণ কুম্ভের উপরি স্থাপন করিবে। তৎপরে যথাবৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া পয়স্বিনী

গাভী সমেত এই সমুদায় ব্রাহ্মণসাৎ করিবে। যে মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। ভগবান্-শিব ও কেশবের যেমন অন্তর দেখিতে পাওয়া যায় না, উহাঁরা উভয়েই সেইরূপ সমস্ত কামনা পূরণ করেন, অতএব এই ব্রত প্রভাবে ভগবান্ বিষ্ণু আমার সমস্ত কামনা প্রদান করুন। হে কেশব! আপনি যে প্রকার লক্ষ্মীর দেহে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকেন, আমিও এই ব্রতে ব্রতী হইয়া আপনারে নমস্কার করিতেছি, হে প্রভো! আপনি সেইরূপ আমার শরীরেও সর্ব্বদা অধিবাস করুন। হে ভীষ্ম! তদনন্তর আহূত ব্রাহ্মণের নিকটও প্রার্থনা করিবে, যে, হে দ্বিজোত্তম! আমি এই কারণবশতঃ আপনারে আহ্বান করিয়া যথোপচারে অর্চ্চনা করিলাম, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই সমুদায় সামগ্রী গ্রহণ করুন, তাহা হইলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। ব্রাহ্মণ সন্নিধানে এই প্রার্থনা করিয়া "কোদাৎ কস্মাৎ" ইত্যাদি একটি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিবে। এবং ঐ সমস্ত শয্যা কুম্ভাদি দ্রব্য সমুদায় ব্রাহ্মণ গৃহে প্রেরণ করিবে।

হে রাজেন্দ্র ভীষ্ম! পুষ্যা প্রভৃতি কয়েকটী নক্ষত্রযুক্ত রবিবারে এই ব্রতারম্ভ করা বিধেয়, কিন্তু সামান্য রবিবারেও বিশেষরূপ পূজা করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এইরূপ কামনা করিয়া ত্রয়োদশ মাস কাল উক্তরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। অধিক কি, এই ব্রত প্রভাবে যথাকাম পূর্ণ হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে প্রেরিত হইয়া থাকে। হে প্রমদাগণ! তোমরা ভগবান্ কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হইয়া সম্প্রতি বেশ্যাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ, অতএব তোমাদিগের নিকট বেশ্যাধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। তোমরা ইহার অনুষ্ঠান কর তাহা হইলে অনায়াসে সদ্গতি লাভ করিবে। হে অবলাগণ! ব্রত সমাপ্ত হইলে ভগবান্ কৃষ্ণ সন্নিধানে এই প্রার্থনা করিবে, যে হে দেব! যেরূপ আপনি কদাচ লক্ষ্মীরে পরিত্যাগ করেন না এবং কমলার সহিত আপনার যে প্রকার নিত্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আমার সহিত সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ করুন। হে প্রভো! কদাচ আমারে লক্ষ্মীশূন্য করিবেন না। হে

বরদ মাধব! আপনি যে প্রকার লক্ষ্মীশূন্য হইয়া শয়ন করেন না তদ্রূপ আমার এই শয্যা শূন্য না করিয়া শয়ন করুন। এই প্রার্থনা করিয়া দেবদেব ভগবানের প্রীতি সম্পাদনার্থ গীতবাদিত্রের অনুষ্ঠান করিবে। এবং তৎপরে ঘণ্টাবাদ্যও করিবে, যেহেতু যতপ্রকার বাদ্য বিদ্যমান আছে তৎসমুদায়ই ঘণ্টা মধ্যে অবস্থিতি করে অতএব ঘণ্টা-বাদ্য করিলে সমস্ত বাদ্য বাদন হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই প্রকার ভগবান্ গোবিন্দের পূজা করিয়া নিশাযোগে অক্ষার অলবণ ও অতৈল ভোজন করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রতিমা, দীপ, অন্ন, পাদুকা, ছত্র, চামর, আসন ও অন্যান্য সমস্ত উপকরণ সামগ্রী সহিত শয্যা, শুক্লবর্ণ পুষ্প দ্বারা আবৃত করিয়া শ্রীসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে! ব্রতের সামগ্রী সমুদায় বেদবিৎ বৈষ্ণবকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। বক্র কিম্বা পতিত ব্যক্তিকে ইহা কদাচ প্রদান করিবে না। তদনন্তর কোন ব্রাহ্মণদম্পতীকে আনয়ন পূর্ব্বক বিধি অনুসারে অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিবে। বিবিধ উপচারে তাঁহা-দিগকে ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণপত্নীরে সুবর্ণভাজন প্রদান তথা ব্রাহ্মণকে সর্ব্বসম্ভারসমন্বিতা সুবর্ণময়ী-প্রতিমা ও পূর্ণকুম্ভ দান করিবে। হে বীর! যদি কোন পুরুষ এই ব্রতানুষ্ঠান করে, সেও এতাদৃশ ফললাভ করিবে এবং কদাচ তাহারে পত্নী বিরহ সহ্য করিতে হইবে না। সর্ব্বদা তাহার পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতি অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

হে কুরুকুলতিলক! ভূতভাবন ভবানীপতি শঙ্কর এইরূপে বহু-স্ত্রীগণের চরিত্র বর্ণনা করিলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা পুনরায় কহিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহেশ্বর! আপনি সর্ব্বধর্ম্মের পারগ, আপনার অবিজ্ঞাত বিষয় কিছুই নাই, অধুনা আমারে এ প্রকার কোন বিধান বলুন, যাহা দ্বারা জগন্নাথ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি জন্মাইতে পারে এবং অনন্তকাল তাঁহার সহবাসও ঘটিয়া থাকে।

মহাদেব কহিলেন, হে ব্রাহ্মন্! তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছ, ইহা তোমার উপযুক্ত এবং অতিশয় সাধু; আমি তোমার এই প্রশ্ন শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়াছি, তোমার নিকট প্রহ্লাদনন্দন ও ধীমান্ শুক্রাচার্য্যের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ধীসম্পন্ন উশনা ষোড়শবর্ষ বয়স্ক প্রহ্লাদতনয় বিরোচনকে দৈত্যসভায় দেখিয়া, এবং তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া, হে মহাবাহো বিরোচন! তুমি সাধু, তুমি সাধু, এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করত হাস্য করিলেন। হে ভীষ্ম! ভৃগুনন্দন শুক্রের তদ্রূপ হাস্য ও অদ্ভুতরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরোচন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এ সময়ে কোন প্রকার হাস্য কৌতুক হয় নাই, তবে কি কারণে আপনি এ প্রকার অলৌকিক হাস্য করিলেন? অধিকন্তু আমি আপনার পদসেবক ভৃত্য, কি নিমিত্ত আমারে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিলেন? ইহার কারণ কি? অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন। হে বীর! অসুরকুলধুরন্ধর বিরোচনের তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রার্থের তত্ত্ববেত্তা শুক্রাচার্য্য মধুর বচনে কহিলেন। শুক্র কহিলেন, হে বিরোচন! আমি যে তোমারে প্রশংসা করিলাম তাহার অন্য কোন রূপ কারণ নাই, কেবল ব্রত মাহাত্ম্যেই তোমার এরূপ প্রশংসা করিয়াছি যে ব্রতের প্রভাবে তুমি এইরূপ প্রশংসাপাত্র হইয়াছ তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। হে বিরোচন! পূর্ব্বে দক্ষ রাজের যজ্ঞে দাক্ষায়ণী ভগবতী আত্মপ্রাণ পরিত্যাগ করিলে, দেবদেব মহাদেব কুপিত হইয়া, দক্ষের বিনাশ কামনা করিলেন। তৎকালে সেই ভীমবক্ত্র ত্রিশূলীর ললাট হইতে স্বেদবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। হে ভীষ্ম! ঐ ললাটোদ্গত অগ্নিবৎ স্বেদবিন্দু সপ্তসাগর ও সপ্তপাতালতল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এবং দেখিতে দেখিতে সেই স্বেদবারি হইতে অনেকবক্ত্র ও অনেকনয়ন অনলের ন্যায় জ্বলনশীল ভীষণাকার এক পুরুষ উৎপন্ন হইল, উহার নাম বীরভদ্র, অতিশয়বলবান, সেই বীরভদ্রের হস্ত পদই আয়ুধ স্বরূপ ছিল। যাহা হউক, শম্ভু স্বেদসমুদ্ভব বীরভদ্র স্বীয় ক্ষমতাবলে বিষ্ণু

কর্ত্তৃক রক্ষিত দক্ষযজ্ঞ নিমেষ মধ্যে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া ত্রিজগৎ দাহন করিতে উদ্যত হইলে, শশাঙ্কশেখর শিব তাহারে নিবারণ পূর্ব্বক, কহিলেন, হে বীরভদ্র! তুমি দক্ষযজ্ঞ বিনাশ-রূপ অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ, ইহাতেই তোমার পৌরুষ যথেষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। বৃথা আর তোমার জগৎদাহনের আবশ্যক নাই, তুমি ঐ কার্য্য হইতে বিরত হও। সংসারে যত প্রকার কর্ম্ম আছে, শান্তিই সে সকলের প্রধান। তুমি এক্ষণে শান্তি অবলম্বন কর। তুমি আমার প্রসাদে গ্রহগণের মধ্যে আধিপত্য লাভ করিবে। সমস্ত ব্যক্তি হর্ষ সহকারে তোমার প্রতিষ্ঠা ও পূজা করিবে। তুমি ধরাত্মজ হইয়া অঙ্গারক নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি এই যে দেবলোক দেখি-তেছ, তোমার জন্য এই প্রকার দ্বিতীয় দেবলোক কল্পিত হইবে। হে বীরভদ্র! চতুর্থী তিথিতে যে ব্যক্তি ভক্তি ভাবে তোমার পূজা করিবে, সে অনন্তরূপ ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে। হে রাজেন্দ্র! মহেশ্বর-শিব এই রূপ কহিলে, কামরূপধারী বীরভদ্র, তৎক্ষণাৎ পৃথিবী হইতে উদ্ভব হইয়া গ্রহত্ব লাভ করিলেন। হে বিরোচন! পূর্ব্বে কোন শূদ্র ব্যবস্থানুসারে পাদ্য অর্ঘ্যাদি উপচার দ্বারা মহাবীর বীরভদ্রের পূজা করিতেছিল, শ্রদ্ধাবান হইয়া তুমি তাঁহার পূজা সম্যক্ অবলোকন কর, সেই পুণ্যে তুমি রূপবান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। একারণে দেব ও দানব তোমারে বিরোচন বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, শূদ্র কৃত বীর-ভদ্র পূজা দর্শনে তোমার এই রূপ সম্পত্তি লাভ হইয়াছে। হে দৈত্য-প্রধান! ধরাত্মজ বীরভদ্রের পূজা প্রভাব আর কি বলিব, তুমি স্বয়ং উহার অর্চ্চনা কর নাই, অন্যকৃত পূজা দর্শন প্রভাবে তোমার সুরারি-কুলে জন্ম হইয়াছে।

হে ভীষ্ম! ভৃগুকুলতিলকশুক্র এই প্রকারে বিরোচনের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে, প্রহ্লাদনন্দন বীর বিরোচন বিস্ময়ান্বিত হই-লেন এবং অতিবিনীত ভাবে মহাত্মা শুক্রাচার্য্যকে পুনরায় কহিতে লাগিলেন।

বিরোচন কহিলেন, হে ভগবন্! মহাবীর বীরভদ্রের ব্রতবিধি সম্যক রূপে কীর্ত্তন করুন। আপনি আমাদের কুলগুরু ও জ্ঞানদাতা, আমারে জ্ঞানবান্ করা আপনার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। হে প্রভো! মহাত্মা বীরভদ্রের মাহাত্ম্য ও চরিত্র প্রভৃতি সবিশেষ বর্ণনা করিয়া কৃতার্থ করুন। দৈত্যগুরুশুক্র বিরোচনের সেই বাক্য শুনিয়া বিস্তারিত রূপে বীরভদ্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, শুক্র কহিলেন, হে বিরোচন! মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথি প্রাপ্ত হইলে, ঐ দিবস প্রাতঃকালে সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক স্নান করিয়া পদ্মরাগ বিভূষিত হইবে। উত্তরাস্য হইয়া 'অগ্নির্মূর্দ্ধাদিব, ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র জপ করিয়া দিবা অতিবাহিত করিবে। পরে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে প্রাঙ্গন গোময়োপলিপ্ত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পুষ্পমাল্য ও অক্ষত প্রভৃতি বিকীর্ণ করিবে। ঐ গোময়লিপ্ত স্থানের মধ্যভাগে কুঙ্কুম দ্বারা অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া বীরভদ্রের পূজা করিবে। যদি দৈবাৎ কুঙ্কুম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে রক্তচন্দনের পদ্ম নির্ম্মাণ করিলে দোষাবহ হইবে না। যাহা হউক এইরূপ পদ্ম রচনা করিয়া তাহার চারিদিকে নানাবিধ ভোক্ষ্যভোজ্য সহিত চারিটী কলস তথা রক্তবর্ণ শালি তণ্ডুল ও পদ্মরাগ স্থাপনা করিবে। পদ্মের চারিকোণে নানা প্রকার ফল, মূল বিন্যস্ত করা আবশ্যক। হে বীরভীষ্ম! এইরূপে সমুদায় পূজাসম্ভার প্রস্তুত করিয়া বীরভদ্রের অর্চ্চনা পূর্ব্বক গন্ধমাল্যাদি সমুদায় উপাকরণ নিবেদন করিবে। হে ভীষ্ম! তদনন্তর সবৎসা কপিলা আনয়ন পূর্ব্বক উৎসর্গ করিবে। উহার শৃঙ্গে সুবর্ণ, ক্ষুরে রৌপ্য ও কাংস্যদোহ থাকিবে। এবং একটী ধুরন্ধরবৃষ, ধান্য ও সপ্ত অম্বর সংযুক্ত করিয়া উৎসর্গ করিবে। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত পুরুষ সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। তাহার চারিটি হস্ত থাকিবে এবং ঐ পুরুষকে হেমময় পাত্রে স্থাপিত করিবে। বীরভদ্রের প্রীতীর নিমিত্ত যে সমস্ত দ্রব্য আহৃত হইয়া থাকে সেই সমুদায় রূপ গুণ শীল সম্পন্ন অধীতবেদ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। দম্ভযুক্ত কোন ব্রাহ্মণ কিম্বা

কোন আত্মীয় ব্যক্তিরে কদাচ প্রদান করিবে না। তদনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘদান করিবে। হে ভূমিনন্দন বীরভদ্র! আপনি মহাদেবের তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, আমি রূপার্থী হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমার দত্ত এই অর্ঘ গ্রহণ করুন। আপনি লোহিতাঙ্গ মঙ্গল এবং আপনি গ্রহ মধ্যে অবস্থিতি করেন, আপনি সুরূপ ও কার্ত্তিক স্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি। হে মহাবাহো! আপনি শিবললাটসম্ভূত হইয়াও ধরণির গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন আমি রূপার্থী হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনারে নমস্কার করি, আপনি এই অর্ঘ গ্রহণ করুন। হে ভীষ্ম! এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চন্দনবারি যুক্ত অর্ঘ প্রদান করিবে। তৎপরে কোন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া রক্তবস্ত্র রক্তপুষ্প রক্তমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সর্ব্বোপস্করসংযুক্তা শয্যা এবং অন্যান্য যে সমস্ত সামগ্রী লোক প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাও তাঁহারে প্রদান করিবে। তদনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া পূজা সমাপ্ত করিবে। এবং নিশাকালে ঘৃতসংযুক্ত অক্ষার অলবণ দ্রব্য ভোজন করিবে। যদি কোন পুরুষ কিম্বা নারী ভক্তি-পূর্ব্বক এই অঙ্গারক ব্রত করে তাহা হইলে তাহারা যেরূপ পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়, তাহাও বলিতেছি। বীরভদ্রের অর্চ্চনা প্রভাবে জন্মে জন্মে বিষ্ণু ও শঙ্করের প্রিয়ভক্ত তথা রূপ সৌভাগ্য এবং সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়া থাকে। হে দৈত্যেন্দ্র! সপ্তকল্পসহস্রকাল রুদ্র-লোকে বাস করিয়া আনন্দানুভব করে। হে বিরোচন! বীরভদ্র ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে অধুনা তুমিও ইহার অনুষ্ঠান কর। হে কৌরবেন্দ্রভীষ্ম! ভৃগুনন্দনশুক্রাচার্য্য এইরূপে বীরভদ্রব্রত বিধি বর্ণনা করিলে দৈত্যপতি বিরোচন তৎসমুদায় অবগত হইয়া বিধি অনুসারে ব্রতাচরণ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এই ব্রতের প্রভাব আর কি বলিব, যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করে, ভগবান্ নারায়ণ তাহার সমুদায় কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে ভীষ্ম! অদ্ভুতকর্ম্মা শুক্রাচার্য্য যে ব্রতকথা বর্ণনা করিলেন, ইহা অঙ্গারক

চতুর্থী ব্রত বলিয়া বিখ্যাত। বেদবিৎ সকল ইহার ফল অক্ষয় বলিয়া থাকেন। তুমিও এই ব্রতের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে বিশেষ শ্রেয়োলাভ করিবে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে গুরো! যে ব্যক্তি অনভ্যাস কিম্বা রোগাদি উপদ্রববশতঃ উপবাস করিতে অশক্ত হইয়া উপবাসের ফললাভ ইচ্ছা করে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে এরূপ কোন ব্রতবিধি বলিতে আজ্ঞা হউক।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে কুরূদ্বহ! যাহারা উপবাসে অশক্ত অথচ উপবাস ফল কামনা করিয়া থাকে, তাহারা সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন করিবে। তাহাতেই তাহাদের ব্রতফল লাভ হইবে। যাহা হউক, হে রাজেন্দ্র! অধুনা তোমার নিকট সর্ব্বদুঃখবিনাশন আদিত্যশয়ন নামক একটি ব্রত বলিতেছি, এই ব্রতে আদিত্যরূপী ভগবান্ শঙ্করকে অর্চ্চনা করিতে হয়। হে বীর! পুরাণবেত্তা ঋষিগণ যে নক্ষত্র সংযোগে এই আদিত্যশয়ন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে কহিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। রবিবার দিবসে হস্তানক্ষত্র সংযুক্ত সপ্তমীতিথি প্রাপ্ত কিম্বা এই তিথি নক্ষত্রে রবি সংক্রান্তি হইলে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। যেহেতু এই তিথি সমস্ত কামনা প্রদান করিতে পারে। হে ভূপালশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! ভগবান্ আদিত্যের নামোল্লেখ করিয়া উমা ও মহেশ্বরদেবের পূজা করিবে, যেহেতু উমাপতিমহেশ্বর এবং দিবাকর সূর্য্যে কোন প্রভেদ দৃশ্য হয় না। যাহা হউক, এইরূপ বিধানে ভগবানের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য।

হে ভীষ্ম! আদিত্যদেবের অঙ্গার্চ্চনা সময়ে, পদদ্বয়ে হস্তানক্ষত্রে সূর্য্যায় নমঃ, গুহ্য দেশে চিত্রানক্ষত্রে অর্কায় এবং জঙ্ঘাদ্বয়ে স্বাতি-নক্ষত্রে পুরুষোত্তমায় নমঃ, জানুযুগলে বিশাখানক্ষত্রে ধাত্রে নমঃ মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। উরুদ্বয়ে অনুরাধানক্ষত্রে সহস্ররশ্মি দেবায়, গুহ্যদেশে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে অনঙ্গদেবায়, ও কটিদেশে মূলানক্ষত্রে ভীমায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। নাভিদেশে পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ত্বষ্ট্রা এবং সপ্ততুরঙ্গম দেবের অর্চ্চনা করিবে। আর, কুক্ষি-দেশে শ্রবণানক্ষত্রে তীক্ষ্ণাংশুদেবের, কক্ষে ধনিষ্ঠানক্ষত্রে বিকর্ত্তন এবং বক্ষঃস্থলে শতভিষানক্ষত্রে ধান্তবিনাশন দেবের পূজা করিবে। বাহুদ্বয়ে পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে চণ্ডকরদেবের অর্চ্চনা করিবে। হে নৃপতে! করদ্বয়ে রেবতীনক্ষত্রে শাস্ত্রাজ্যধীশ-দেব এবং নখরে অশ্বিনীনক্ষত্রে সপ্তাশ্বধুরন্ধরদেবের ও হস্তে ভরণী-নক্ষত্রে দিবাকরের পূজা করিবে। হে ভীষ্ম! আস্যদেশে কৃত্তিকা-নক্ষত্রে ভগবান্ ভাস্করদেবের এবং ওষ্ঠ ও অধরদেশে রোহিণীনক্ষত্রে বিভাকরের পূজা করিবে। পরে দশনে মৃগশিরা নক্ষত্রে মুরারে নমঃ এই বলিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করিবে। এবং নাসাদেশে আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে সবিতার পূজা করিবে। ললাটদেশে পুষ্যানক্ষত্রে অস্তোদয়বল্লভদেবের এবং বেদশরীর ধারিণে নমঃ বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। মস্তকে অশ্লেষা ঋক্ষে বিবুধপ্রিয় এবং কর্ণে মঘাঋক্ষে গোপন দেবের পূজা করিবে। হে রাজেন্দ্র! নেত্রযুগলে পূর্ব্বফল্গুনী তারকায় গোত্রাহ্মণনন্দনায় নমঃ এই বলিয়া অর্চ্চনা করা করা কর্ত্তব্য, কর্ণে উত্তরফল্গুনী ঋক্ষে শম্ভবে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। হে কৌরবেন্দ্র! এই প্রকারে সমস্ত শরীরের পূজা সমাধা করিয়া আয়ুধ সকলের অর্চ্চনা করিবে। যে সমস্ত অস্ত্রের পূজা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবদেব পশুপতি যে শূল দ্বারা অন্ধক ত্রিপুর প্রভৃতিমহোগ্র দানবগণের বিনাশসাধন করিয়া-ছেন, যাঁহার তেজঃ প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট সেই

অস্ত্রশ্রেষ্ঠ ত্রিশূল, পাশ, অঙ্কুশ, গদা ও পদ্মের নমঃ শিবায় এই মন্ত্র বলিয়া পূজা করিবে। এইরূপ বিধানে অস্ত্র পূজা সমাধা করিয়া বিশ্বেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে মস্তকে পূজা করিবে। পূজা সমাধা হইলে অতৈল অমাংস ও অক্ষার এবং অনুচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে।

হে কৌরবাগ্রগণ্য! এই রূপে এই ব্রত সমাপ্ত করিয়া ঔডুম্বর ঘৃতের সহিত শালিতণ্ডুল প্রস্থ পাত্রে ন্যস্ত করিয়া, সুবর্ণ সমেত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। তদনন্তর গুড়, ক্ষীর, ঘৃতাদি সমন্বিত নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। তৎপরে সুবর্ণের অষ্টাঙ্গুল পরিমিত অষ্টদল পদ্ম, উপাধান, বিতান, ভৃঙ্গার ও ব্যজন সংযুক্ত শয্যা, পাদুকা, ছত্র, চামর, আসন, দর্পণ, বিবিধ ভূষণ, ফল, বস্ত্র, অনুলেপন প্রভৃতি দ্রব্য উৎসর্গ করিয়া, পয়স্বিনী সবৎসা কপিলাকে হেমশৃঙ্গ রৌপ্যক্ষুর ও কাংস্যদোহনে ভূষিতা করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবে। এবং এই প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা হে আদিত্য! তোমার শয়ন সর্ব্বদা অশূন্য এবং তুমি কান্তি শ্রী ও বৃত্তিতে সর্ব্বদাই বিভূষিত হইয়া থাক, কদাপি তাহা হইতে চ্যুত হও না, অধিকন্তু বেদবিৎবিদ্বান্‌গণ মন দ্বারাও তোমাব্যতীত অন্য কাহারেও জানেন না, অতএব তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমারে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার কর। হে ভীষ্ম! তদনন্তর প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া বিসর্জ্জন করিবে এবং শয্যা গবাদি যে সমস্ত বস্তু উৎসর্গ করা হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণগৃহে পাঠাইয়া দিবে। হে রাজেন্দ্র! তোমার নিকট ভগবান চন্দ্রশেখর মহাদেবের পরম প্রীতিকর যে ব্রত কীর্ত্তন করিলাম ইহা বিদ্বেষী ও দাম্ভিক লোকের নিকট কদাচ প্রকাশ করিও না, বিশেষতঃ যাহারা গো, দ্বিজ, দেবতা, ঋষি এবং কর্ম্মযোগিগণের নিন্দা করে, তাহাদের নিকট ইহার নামোল্লেখ করা কর্ত্তব্য নহে। এই ব্রত অতিশয় মঙ্গলকর ও আনন্দদায়ক, ইহা সর্ব্বদা গোপনীয় কিন্তু যাহারা দান্ত ও অনুগত ভক্ত তাহাদিগের নিকট ইহা প্রকাশ করিবে। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে

ইহার অনুষ্ঠান করিলে মহাপাতকীদিগেরও দুরিত ক্ষয় হইয়া থাকে। ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রত করিলে কদাপি বন্ধুবিচ্ছেদ কিম্বা পুত্রবিয়োগ, ধননাশ অথবা পত্নীবিচ্ছেদ প্রভৃতি দুঃখভোগ করিতে হয় না, ইহার প্রভাবে রোগ শোকাদি তিরোহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মহর্ষি বশিষ্ঠ, অর্জ্জুন, কুবের এবং দেবরাজ ইন্দ্র ইঁহারা সকলে এই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে বীর! এই ব্রতের নামমাত্র কীর্ত্তন করিলে সমস্ত কলুষ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি এই আদিত্যশয়ন ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, কিম্বা স্বয়ং ইহা পাঠ করে, সে ব্যক্তি পুরুহূত ইন্দ্রের বল্লভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু যে ব্যক্তি এই উত্তম ব্রতের আচরণ করে, তাহার পিতৃগণ নরকগত হইলেও এই ব্রত প্রভাবে অনায়াসে উদ্ধার পাইয়া থাকে। হে ভীষ্ম! মহর্ষিগণ অশ্বত্থ, বট, উড়ুম্বর, পর্কটী, আমলকী ও প্লক্ষবৃক্ষকে অতিশয় পবিত্র বলিয়া থাকেন, অতএব অগ্রহায়ণাদি দুইমাসে ইহার এক একটী বৃক্ষের কাষ্ঠিকা লইয়া দন্তধাবন ও ফলাদি ভোজন করিবে। এই প্রকারে এই কয় বৃক্ষ দ্বারা সংবৎসরকাল দন্তধাবন অতিবাহিত হইলে ব্রাহ্মণদিগকে দণ্ড বিতান ধ্বজ চামর এবং পঞ্চরত্নের সহিত জলপূর্ণ কুম্ভদান করিবে। ইহাতে কোনমতে বিত্তশাঠ্য করিবে না, তাহা করিলে বিশেষ দোষ প্রাপ্ত হইবে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, আমার প্রতি আপনার বিশেষ স্নেহ আছে। এক্ষণে আমার এই সন্দেহ বিনাশ করুন, হে গুরো! পুরুষ যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে দীর্ঘায়ুঃ আরোগ্য ও সুখসৌভাগ্য সংযুক্ত হয় এবং সুরূপ ও কৌলীন্য লাভ করে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে কুরুবংশবিবর্দ্ধন! তুমি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র, আমি তোমার নিকট রহস্য কথা ব্যক্ত করিয়া যেরূপ আনন্দিত হই, অন্যান্য কোন কার্য্যে সেরূপ সুখানুভব করিতে পারি না। যাহা হউক তুমি ধনপুত্রাদি লাভকর যে ব্রতের প্রশ্ন করিয়াছ,

পুরাণবেত্তা সকল ইহা অতি রহস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি তোমারে বলিতেছি শ্রবণ কর। রোহিণীচন্দ্রশয়ন নামে এক মহৎ-ব্রত আছে সেই ব্রতে ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ চন্দ্রের নাম দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। যে প্রকার নিয়মে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহাও বলিতেছি। হে ভীষ্ম! যদি শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে সোমবার হয় কিম্বা রোহিণী নক্ষত্রে পৌর্ণমাসী তিথি পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দিবস পঞ্চগব্য ও সর্ষপ দ্বারা স্নান করিবে। ব্রাহ্মণ এই ব্রতে ব্রতী থাকিলে স্নানান্তে 'আপ্যায়স্ব' এই বৈদিক মন্ত্র জাপ করিবে। যদি শূদ্র ইহার অনুষ্ঠান করে তবে ঐ মন্ত্র জপ না করিয়া 'সোমায় বরুণায়াথ বিষ্ণবে দ্বিভুজে নমঃ, এই মন্ত্র জাপ করিবে। পরে বিধি অনুসারে জাপ সমাপন পূর্ব্বক গৃহে আসিয়া ফল পুষ্পাদি বিবিধ উপচার দ্বারা ভগবান্ মধুসূদনের পূজা এবং নাম কীর্ত্তন করিবে। অনন্তর পদদ্বয়ে সোমেশ্বর, জঙ্ঘাদেশে অনন্তধামও জানুদ্বয়ে জলোদর দেবের এবং মেঢ্রদেশে অনন্তবাহুর পূজা করিবে। হে ভীষ্ম! রোহিণীনাথ শশাঙ্কদেবের কটিদেশে কাম-সুখপ্রদ দেবের এবং উদরে অমৃতোদর ও নাভিদেশে শশাঙ্ক নামে পূজা করিবে। পরে মুখে দ্বিজাধিপতি ও আস্যে চন্দ্রমস এবং ওষ্ঠে কামদশনপ্রিয় দেবতার অর্চ্চনা করিবে। নাসিকায় ঈশের পূজা এবং পুনর্ব্বার মুখে ওষধীর বল ও আনন্দবর্দ্ধক বীজরূপী চন্দ্র-মাবে পূজা করিবে। পরে পদ্মনিভলোচনযুগলে ইন্দীবর ব্যাসকর-দেব ও কর্ণদ্বয়ে সুরবন্দিত নামে পূজা করিয়া ললাটদেশে উদধি-প্রিয়, কেশে পুণ্যাধিপতি এবং মস্তকে বিশ্বেশ্বরদেবের অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে উড়ুনাথ চন্দ্রমার পূজা সমাধা করিয়া গন্ধ পুষ্প তিলাদি দ্বারা রোহিণীদেবীর অর্চ্চনা করিবে। পূজা সমাপ্ত হইলে গোমূত্র কষায়দ্রব্য ও অন্যান্য উপচার ভক্ষণ করিয়া ইতিহাসাদি শ্রবণে সেই দিবস যাপন করিবে। পরে প্রাতঃকালে সবস্ত্র পূর্ণকুম্ভ 'পাপবিনাশনায় নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

হে ভীষ্ম! পূজা কালে কদম্ব, নীলোৎপল, কেতক, জাতী, পদ্ম, শতপত্র, মল্লিকা, সিন্ধুবার বা করবীর প্রভৃতি পুষ্প চন্দ্রমার উদ্দেশে, দান করিয়া সেই সেই পুষ্প দ্বারা ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিবে। সম্বৎসরকাল এই বিধানে ব্রত করিয়া, ব্রতান্তে সর্ব্বোপস্করান্বিতপদ্ম দান করিবে। চন্দ্র ও রোহিণীর সুবর্ণময়ী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া, আটটি মুক্তাফল তাহাতে সংযুক্ত করিবে। ষড়ঙ্গুল পরিমিত চন্দ্রের প্রতিমা এবং রোহিণীর চতুরঙ্গুল পরিমিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া অর্চ্চনা করিবে। এবং ক্ষীরপূর্ণ কুম্ভোপরি কাংস্যপাত্রে প্রতিমা স্থাপন করিবে। পরে বস্ত্র, কাংস্যভাজন ধেনু, শঙ্খ ও বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা বিপ্রদম্পতীর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগকে, প্রত্যক্ষ চন্দ্র ও রোহিণীর স্বরূপ জ্ঞান করত এই প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে, হে দেব চন্দ্র! তুমি যেরূপ রোহিণীদেবীর শয্যা পরিত্যাগ কর না, এবং সর্ব্বদা ঐ দেবীরে বিভুতিপরিপূর্ণা করিয়া থাক, তদ্রূপ আমারেও বিভুতি প্রদান কর। হে দেব! তুমি পরম আনন্দস্বরূপ মুক্তিদাতা, মুক্তি ও ভক্তি তোমাতেই অবস্থিতি করে, আমি একান্তচিত্তে তোমার অনুগত, আমার অভীষ্ট ফল প্রদান কর। হে কৌরবেন্দ্র! ভবভয়ভীত জনগণের ভয়নিবারক এই ব্রত তোমারে বলিলাম, ইহা দ্বারা সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় এবং ভক্তি মুক্তি ফললাভ হইয়া থাকে। হে নৃপসত্তম! এই রোহিণীশয়ন ব্রত পিতৃগণের পরম সন্তোষদায়ক। যে ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠান করে, সে কল্পশতত্রয় চন্দ্রলোকে বাস করিয়া ত্রৈলোক্যাধিপত্য লাভ করিয়া থাকে। যদি কোন নারী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে রোহিণীর ন্যায় সৌভাগ্য সম্পন্না হইয়া থাকে। হে বীর! মধুমথন গোবিন্দের নাম কীর্ত্তনাত্মক এই ব্রতবিধি যে ব্যক্তি পাঠ করে, কিম্বা ইহা শ্রবণ করে, দেবতাগণ তাহাদিগকে উত্তমমতি দান করে, এবং অন্তে সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া. বিবুধগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার প্রসাদে অদ্ভুত পূর্ব্ব অনেক বিষয় পরিজ্ঞাত হইলাম, অধুনা অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক বাপী, কূপ, তড়াগ, আরাম ও পুষ্করিণী ও দেবতায়তন প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা কিরূপ বিধানে করিতে হয় তাহা বলুন। হে গুরো! এই সকল কর্ম্মে কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণ ঋত্বিক্ হইতে পারেন এবং ইহাতে কিরূপ পরিমাণে বেদিকা নির্ম্মাণ করিতে হয় আর ইহার দক্ষিণা দানে কি কি দ্রব্য প্রসিদ্ধ; ইহার স্থানই বা কিরূপ? এবং ইহাতে কি প্রকার আচার্য্য ধার্য্য করিতে হয়, হে বিপ্র! এই সমুদায় ক্রিয়ায় কোন্ প্রকার মাংস প্রশস্ত সমুদায় সবিশেষ বর্ণনা করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে মহাবাহো ভীষ্ম! পুরাণ ও ইতিহাসাদি মধ্যে তড়াগ, আরাম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিবার যে প্রকার বিধি নিবদ্ধ আছে, তাহা শ্রবণ কর। হে রাজন্! উত্তরায়ণ আগত হইলে, শুক্লপক্ষে শুভবাসরে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া তড়াগের সমীপবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে চতুর্হস্ত পরিমিত বেদী নির্ম্মাণ করিবে। ঐ বেদির চারিদিকে চারটি কোণ থাকিবে, এবং উহার দীর্ঘ প্রস্থ সমান করিতে হইবে। আর ষোড়শহস্ত পরিমিত চতুর্মুখ একটী মণ্ডপ করিবে। বেদির উত্তর দিকে পঞ্চ কিম্বা সপ্ত অথবা নবযোনি বিশিষ্ট অরত্নিপরিমিত মেখলা থাকিবে। ঐ সমুদায় মেখলা সপ্তাঙ্গুল ও অষ্টাঙ্গুল অথবা দ্বাদশাঙ্গুল কিম্বা যজমানের হস্ত পরিমিতও করা-যাইতে পারে। ধ্বজা পতাকাদি দ্বারা ঐ বেদী শোভিতা করিবে এবং অশ্বত্থ, উড়ুম্বর প্লক্ষ ও বট শাখা দ্বারা বেদীর প্রত্যেক দিকে দ্বার প্রস্তুত করিবে। হে নৃপাত্মজ! সেই বেদির মধ্যে আ—

হোতা, আটজন দ্বারপাল এবং আটজন জাপক ব্রাহ্মণ থাকিবেন। ইহাঁরা সকলেই বেদার্থের কথনে নিপুণতর এবং সকলেই সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন, মন্ত্রবিৎ, জিতেন্দ্রিয় ও কুলশীল যুক্ত হইবেন। হে ভীষ্ম! পূর্ব্বে যে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিতে বলিয়াছি, সেই মণ্ডপের প্রত্যেক স্তম্ভে পূর্ণকুম্ভ, যজ্ঞোপকরণ সামগ্রী, প্রভূতব্যজন, আসন, তাম্রপাত্র আহৃত থাকিবে। যজ্ঞার্থে তিন অরত্নি পরিমিত ক্ষীরিকা কাষ্ঠের যূপ প্রস্তুত করিবে। যে ব্যক্তি স্বীয় সৌভাগ্য বৃদ্ধির বিশেষ আকাঙ্ক্ষা করে, সেই যজমান আপনার দেহের পরিমাণে যজ্ঞযূপ নির্ম্মাণ করাইবে। পঞ্চবিংশতি সংখ্যক ঋত্বিকদিগকে সুবর্ণ অলঙ্কার, কুণ্ডল, হেমকেয়ূর, কটক, অঙ্গুরীয়ক ও বিবিধ বসন দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। সমুদায় ঋত্বিককে সমানরূপ দ্রব্য প্রদান করিবে, কোনমতে ইহার তারতম্য করিবে না। বিশেষতঃ আচার্য্যকেও ঋত্বিক দিগকে প্রদেয় দ্রব্যের দ্বিগুণ দ্রব্য সমস্ত অর্পণ করিবে। অধিকন্তু আত্মশয্যা সদৃশ একটী শয্যা দিবে। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! তড়াগ প্রতিষ্ঠার্থে সুবর্ণের কূর্ম্ম ও মকর, রজতের মৎস্য, ডুণ্ডুভ, কুলীরক, মণ্ডূক, বায়স ও শিশুমার প্রভৃতি জন্তু ও সুবর্ণের পাত্র প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। এই সমুদায় দ্রব্য আহৃত হইলে যজমান সর্ব্বৌষধি জলে স্নান করিয়া শুক্লগন্ধ, মাল্য ও অনুলেপনাদি বিলেপন পূর্ব্বক পুত্র পৌত্র ও কলত্রাদি পরিবৃত হইয়া পশ্চিম দ্বার দিয়া সেই যাগমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইবেন। তৎকালে ভেরী তুরী ইত্যাদি বাদ্যের বহুবিধ মঙ্গল ধ্বনি কিয়ৎক্ষণ হইতে থাকিবে। পরে ঐ বাদ্য নিরস্ত হইলে পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা ষোড়শার চক্র বেদির উপরে অঙ্কিত করিবে। হে ভূপতে! এইরূপে পঞ্চগুণ্ডিকা রচিত পদ্ম প্রস্তুত হইলে, তন্মধ্যে সূর্য্যাদি নবগ্রহ ও গ্রহপতিদিগকে তথায় স্থাপন করিবে। এবং বারুণমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বিনায়ক, লক্ষ্মী ও ভগবতী দেবীর স্থাপনা করিবে। সমস্ত লোকের শান্তি কামনা করিয়া নিখিল ভূতগ্রাম তথায় স্থাপিত করিবে। এইরূপে সমুদায়

দেবতাগণের স্থাপন করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ফল ও ভক্ষ্য দ্বারা অধিবাসন করিবে। পূর্ণকুম্ভসকল রক্তবস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিবে। পরে যজমান দ্বারপালগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে বরণমন্ত্র পাঠ করাইয়া বিধিপূর্ব্বক বরণ ও যাগদ্বার পালন জন্য আমন্ত্রণ করিবেন। তদনন্তর আচার্য্যের বরণ করিবেন। হে মতিমন্ ভীষ্ম! এই প্রকারে বরণ ক্রিয়া সমাধা করিয়া বেদির পূর্ব্বভাগে বহ্বৃচ দুইজন ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া দক্ষিণ ভাগে দুইজন যজুর্ব্বেদী, পশ্চিমে দুইজন সামবেদী, উত্তরে দুইজন অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবেন। এইরূপে বেদির চারিদিকে আটজন দ্বিজাতি স্থাপন করিয়া স্বয়ং যজমান দক্ষিণভাগে উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন করিবেন। এবং ঋত্বিকৃগণকে আপনারা বেদ পাঠ করুন ও যাজকদিগকে আপনারা যজ্ঞ করিতে থাকুন; তথা জাপক-দিগকে হে জাপকগণ! আপনারা উৎকৃষ্ট মন্ত্র জপ করুন, এইরূপ কহিবেন। হে ভীষ্ম! কৃতমাল্যাদিভূষণ যজমান সমুদায় ব্রতীগণের নিকট স্ব স্ব কার্য্যারম্ভ প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সকলেই বিধি অনু-সারে স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবেন। তৎকালে সেই যজ্ঞস্থল বেদাদি মন্ত্রধ্বনি তথা হোমাগ্নির গন্ধে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে। পরে যজমান হোম মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঘৃত ও সমিধ দ্বারা হোম করিবে। এবং সমুদায় হোতৃগণও যজমানের সহিত চারিদিকে হোম করিতে থাকিবেন। হে বীর! অনন্তর জ্যেষ্ঠসামগ ব্রাহ্মণগণ বৈরাজপুরুষসূক্ত তথা সামগদ্বিজগণ পশ্চিম দ্বারে বৃহৎ-সাম ও রৌরবরথন্তর ইত্যাদি সূক্ত এবং অথর্ব্ববেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ উত্তরদ্বারস্থ থাকিয়া শান্তিপৌষ্টিক সূক্ত পাঠ করিবেন। এবং জপান্তে সকলে মনে মনে প্রভু বরুণ দেবের স্মরণ করিবেন। যাহা হউক, হে ভীষ্ম! পূর্ব্ব দিবস অধিবাস করিবার নিমিত্ত গজ অশ্ব বল্মীক গোকুল ইত্যাদি স্থান হইতে মৃত্তিকা আনাইয়া বেদির উপর প্রক্ষেপ করিবে। এবং রোচনা সিদ্ধার্থ গুগ্গুল গন্ধ ইত্যাদি দ্রব্য

চারিদিকে স্থাপন করিবে। এবং এই সমুদায় দ্রব্য ও পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান তথা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে।

হে ভীষ্ম! এইরূপ বিধি অনুসারে হোমাদি সমুদায় ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, যজমান শতসংখ্যক গো, ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবেন। যদি একশত গো দান করিতে অসক্ত হয়, তবে পঞ্চাশৎ কিম্বা ষট্‌ত্রিংশৎ অথবা পঞ্চবিংশতি গো দান করিতে পারে, কদাপি ইহার ন্যুন করা কর্ত্তব্য নহে। এই সমস্ত গো দান হোম সমাপ্তির পর দান না করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেও করা যাইতে পারে। হে বিশাম্পাতে! তদনন্তর নানাবিধ বাদ্য শব্দ তথা বেদপাঠন শব্দে দিক সকল পরিপূরিত হইলে যজমান তড়াগ সমীপে গমন করিবে, এবং একটি গাভীরে ককালঙ্কৃত করিয়া ঐ তড়াগস্থ জলমধ্যে তাহারে অবতরণ করাইবে। ঐ গাভী সামবেদী ব্রাহ্মণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। পরে পঞ্চরত্ন সমন্বিত সুবর্ণ পাত্র হস্তে লইয়া তৎপাত্রস্থ কূর্ম্ম মকর মৎস্য কুলীর ডুণ্ডুভাদি জন্তু সকল সলিলে নিক্ষেপ করিবে। দধি অক্ষত বিভূষিত মহানদী জল তড়াগে ফেলিবে। স্বয়ং উত্তরাভিমুখ হইযা অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করত ঐ জলে স্নান করিবে। পরে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিয়া মণ্ডল মধ্যে আগমনপূর্ব্বক 'আপোহিষ্টা' এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তথায় প্রক্ষেপ করিবে।

হে ভীষ্ম! পুনরায় সেখানে দেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদের ভোজ্য বলি প্রদান করিবে এবং বিধিমন্ত্রে হোম করিয়া, চতুর্থী কর্ম্ম সমাধানান্তে ঐ সমুদায় যজ্ঞপাত্র ও শক্তি অনুসারে নানাবিধ দ্রব্য ঋত্বিকদিগকে দান করিবে। হোম নির্ম্মিত পাত্র ও শয্যা আচার্য্যকে দিবে। তদনন্তর প্রভূতভোজ্য সামগ্রী দ্বারা সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অসক্ত হইলে অষ্টোত্তরশত কিম্বা পঞ্চাশৎ অথবা বিংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। হে ভারত! পুরাণে তড়াগ প্রতিষ্ঠার এই বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এইরূপ বিধানে তড়াগ প্রতিষ্ঠা করিলে অনন্তফল লাভ হইয়া থাকে। হে বীর!

বাপী, কূপ, পুষ্করিণী সমুদায়ের প্রতিষ্ঠা বিধি এইরূপ, কেবল মাত্র প্রাসাদ ও উদ্যানাদি প্রতিষ্ঠায় মন্ত্রতঃ কিছু বিশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত কার্য্যে বিত্তশাঠ্য করিতে নাই। তড়াগ প্রতিষ্ঠা ফলের ব্যাখ্যা আর কি করিব যদি প্রাবৃট্‌কালে উহাতে জল থাকে, তাহা হইলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। শরৎকালের ফলও ঐরূপ। হে ভীষ্ম! হেমন্ত ও শিশিরকালে জল থাকিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল তথা বসন্তকালে অশ্বমেধ সদৃশ ফললাভ হইয়া থাকে। যদি গ্রীষ্মকালে তড়াগে সলিল থাকে, তাহা হইলে রাজসূয় যজ্ঞের ফলাপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। হে মহারাজ ভীষ্ম! এই কারণে তড়াগাদি প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তি কল্পকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বসতি করিয়া পরে দেবলোকে চিরকাল বাস করিয়া থাকে।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

———*:*———

ভীষ্ম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি তড়াগাদির সমুদায় বিধান বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে পাদপ প্রতিষ্ঠার কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ নাই। যাহা হউক, পণ্ডিতগণ যে যে বিধানে বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠা করিতে বলিয়াছেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন। হে গুরো! উহার অনুষ্ঠান করিলে কোন্ লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে?

পুলস্ত্য কহিলেন, হে ভূপতে! অধুনা তোমারে পাদপ ও উদ্যান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার বিধি বলিতেছি, তড়াগাদি প্রতিষ্ঠায় যেরূপ বিধি নিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাতেও প্রায় সেই সমুদায় বিধি নির্ণীত হইয়া থাকে। কদাচিৎ ইহার তারতম্য দৃষ্ট হয়। পরন্তু যে প্রকারে ইহার সমাধা করিতে হয়, তাহাও শ্রবণ কর। হে বীর! মণ্ডপসম্ভার প্রস্তুত করিয়া স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে বিশুদ্ধান্তঃকরণে সুবর্ণ, বস্ত্র ও অনুলেপন

দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের সর্ব্বৌষধি মিশ্রিত সলিলে অভিষেচন করিয়া, নানাপ্রকার পুষ্প তথা মাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। এবং বৃক্ষে বস্ত্র বেষ্টন করিয়া রাখিবে। হে ভীষ্ম! সূচী দ্বারা সমুদায় বৃক্ষের কর্ণবেধ করিয়া, সুবর্ণের শলাক্য সহ কুণ্ডল প্রদান করিবে। মার্জ্জিত সুবর্ণে সাত কিম্বা আটটি ফল প্রস্তুত করাইবে। এবং প্রত্যেক বৃক্ষতলে এক একটি বেদী নির্ম্মাণ করাইয়া উহার অধিবাসন করিবে। এবং সমুদায় বৃক্ষ সন্নিধানে এক একটি জলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা তাহার অর্চ্চনা তথা তাম্র পাত্রোপরি ধূপ ও গুগ্‌গুল প্রদান করিবে। এবং সর্ব্বত্র ধান্য বিকিরণ করিয়া রাখিবে। ব্রতী, দিনান্তে বৃক্ষাদির পূজা করিয়া দ্বিজাতিগণ দ্বারা পাদপের আমন্ত্রণ করিবে। হে ভীষ্ম! দ্বিজাতিগণ যেরূপ বিধানে পাদপগণের অধিবাস করিবেন, শ্রবণ কর। তাঁহারা অভিষেক কর্ম্মে ব্রতী হইয়া ইন্দ্রাদি লোকপালগণের অধিবাসন প্রণালী অনুসারে বনস্পতিদিগের অধিবাসন করিবেন। তদনন্তর শুভলক্ষণ-সম্পন্না একটী পয়স্বিনী গাভীরে স্বর্ণশৃঙ্গ, কাংস্যদোহন তথা শুক্ল-বস্ত্রে আবৃত ও বৃক্ষমধ্যে উদঙ্মুখে স্থাপিত পূর্ব্বক, উৎসর্গ করিবে। পরে ঋগ্বেদী, সামবেদী ও অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণগণ অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিবেন ও নানাবিধ মঙ্গলজনক বাদ্য এবং সঙ্গীত হইতে থাকিবে। যজমান ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পূর্ণকুম্ভসলিলে স্নান করত শুক্লাম্বরপরিহিত হইয়া জপ করিবে। এবং স্বীয় বিভব অনুসারে হেমসূত্র কটক অঙ্গু-রীয়ক পবিত্র বিবিধ বসন সর্ব্বোপস্করসমন্বিতা শয্যা ও পাদুকা প্রভৃতি উৎসর্গ করিবে। ক্ষীর ও আমিষ বলি প্রদান করিয়া, কৃষ্ণতিল দ্বারা ঘৃত হোম করিবে। হোম সমিধে পলাশ কাষ্ঠও প্রশস্ত, উহা দ্বারাও ঘৃত হোম করা যাইতে পারে। এইরূপে হোমাদি সমাপন হইলে, যজমান স্বীয় সামর্থ্যানুরূপ দক্ষিণা দান করিবে। যে সমুদায় বস্তু যজমানের প্রিয়কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, বিগতমৎসর হইয়া দক্ষিণায় সেই সেই দ্রব্য দান করিবে। ঋত্বিগাদি অন্যান্য ব্রাহ্মণ-

দিগকে যৎপরিমিত দক্ষিণা প্রদান করিবে, তাহার দ্বিগুণ দ্রব্য আচার্য্যকে অর্পণ করিবে। হে কৌরবেন্দ্র! এই প্রকার বিধি অনুসারে যে ব্যক্তি বৃক্ষোৎসব করে, তাহার সমুদায় বাসনা সকল হইয়া থাকে। এবং অন্তে অনন্ত ফল সম্ভোগ করে। হে রাজন্! বৃক্ষোৎসবের ফলাধিক্যের কথা আর কি কহিব, যে ব্যক্তি বৃক্ষ সকল স্থাপন করেন, তিনি তিন শত ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে অধিবাস করিয়া থাকেন। বৃক্ষারোপিত ব্যক্তির গাত্রে যত লোম আছে, তাহার ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন তত পুরুষ এই ফলে স্বর্গে গমন ও পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া অনন্তকাল সুখভোগ করেন। হে মহাবাহো ভীষ্ম! যে মানব এই বৃক্ষোদ্যানরোপণ বিধি নিয়ত শ্রবণ করে, কিম্বা অন্যকে শ্রবণ করায়, এই উভয়েই দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, ব্রহ্মলোকে আনন্দানুভব করিতে থাকে। যাহাদের পুত্র নাই, এই সমস্ত পাদপগণ তাহাদের সন্তানের কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমি বৃক্ষ রোপণ কর, যেহেতু তোমার পুত্র বা কলত্র কেহই নাই। সংসারে মনুষ্যের পুত্র থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। যাহা হউক, হে বীর! যদি তোমার বৃক্ষ রোপণে অভিমত থাকে, তবে অন্য কোন বৃক্ষ রোপণ না করিয়া, একমাত্র অশ্বত্থ রোপণ কর। এই তরু সকল তরুর শ্রেষ্ঠ; একটিমাত্র অশ্বত্থ পাদপ রোপণ করিলে, সহস্র পুত্র কৃত কার্য্যের ফললাভ হওয়া যায়। হে ভীষ্ম! যে যে মহীরুহ রোপণ করিলে, যে যে প্রকার ফললাভ হয় তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিলে ধনবান্ হয়, অশোক রোপণে কোনরূপ শোকগ্রস্ত হইতে হয় না, অপর প্লক্ষতরু রোপণ করিলে যজ্ঞফল প্রাপ্তি হয়, নিম্বতরু রোপণে দীর্ঘায়ুঃ লাভ হইয়া থাকে। হে বীর! জম্বুকী (গোলাপজাম) বৃক্ষ রোপণকারী স্বর্গে গমন করিয়া থাকে এবং দাড়িম্বতরু ভার্য্যাপ্রদানে সমর্থ। উড়ুম্বর বৃক্ষ রোপণ করিলে কোন প্রকার রোগ হয় না, পলাশ বৃক্ষ রোপণ করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া

থাকে। যে ব্যক্তি অর্কবৃক্ষ রোপণ করে, ভগবান্ দিবাকর তাহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অপর দেবদেব শঙ্করের আবাস বৃক্ষ শ্রীফল রোপণ করিলে উমাপতি মহাদেব প্রীত হইয়া থাকেন। পাটলা বৃক্ষ রোপণে হরপ্রিয়া পার্ব্বতী, তথা অপ্সরাগণ এবং কুন্দতরু রোপণে শ্রেষ্ঠগন্ধর্ব্বগণের তুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। বিভীতক রোপণ করিলে, যেরূপ দাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, বন্ধুল বৃক্ষও প্রায় সেইরূপ দাস্যদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যদি তালবৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহা হইলে অপত্য বিনাশ হইয়া থাকে এবং বকুল কুল বৃদ্ধি করিতে ত্রুটি করে না। যত্নপূর্ব্বক বকুল তরু রোপণ করা কর্ত্তব্য। নারিকেলী রোপণ করিলে বহু ভার্য্যা লাভ হয়। অপর দ্রাক্ষা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া বিখ্যাতা হইয়া থাকে। কেলী সর্ব্বদা রতিপ্রদা তথা কেতকী কুলনাশিনী বলিয়া পরিগণিতা, কদাচিৎ ইহারে রোপণ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, হে রাজেন্দ্র! যে মানব এই সমুদায় বৃক্ষ কিম্বা কেবলমাত্র প্লক্ষ বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করে, সেই ব্যক্তি অনায়াসে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে ভীষ্ম! তোমারে আর একটী ব্রত বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাণবিদ্গণ উহারে সৌভাগ্যশয়ন ব্রত বলিয়া থাকেন, উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্ব কামনা ফল পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ভূ, ভুব, স্ব ও মহ আদি লোক সকল দগ্ধীভূত হইলে, সমস্ত প্রাণির সৌভাগ্য একত্রীভূত হইল। পরে তাহারা বৈকুণ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল লাভ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল।

হে নৃপতে! এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, ভগবান্ কমলাসন ব্রহ্মা ও কৃষ্ণ যখন সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত মিলিত হইলেন, তখন বিস্ফুলিঙ্গ-বিভূষণা পিঙ্গাকারা অদ্ভুতদর্শনা বহ্নিজ্বালা যেন ভুবন প্রকাশ করত প্রাদুর্ভূত হইল। লোকনাথবিষ্ণু বহ্নিজ্বালায় অভিতপ্ত হইলে, তদীয় বক্ষঃস্থলে যে সমুদায় প্রাণির সৌভাগ্য অধিষ্ঠিত হইয়াছিল, উহা রসরূপে পরিণত হইয়া বসুধাতলে পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে ব্রহ্মতনয় ধীমান্ প্রজাপতি দক্ষ সেই আপতিত তেজো-রাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিবামাত্র উহা অতিশয় রূপলাবণ্যকর হইয়া উঠিল, এবং ঐ রস পরমেষ্ঠী দক্ষের তেজঃ বল ও মহাজ্ঞান স্বরূপ হইল। তদনন্তর সর্ব্বসৌভাগ্যদায়ক ওষধি সকল জন্ম পরিগ্রহ করিল। হে ভীষ্ম! তোমারে যে বহ্নিজ্বালার কথা কহিলাম, ঐ বহ্নিজ্বালা দক্ষকন্যা সতীরূপে পরিণতা হইল। ঐ সতী-দেবী ত্রৈলোক্যসুন্দরী বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছিলেন, দেবদেব মহাদেব তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। হে ভীষ্ম! ভক্তিমুক্তিফলপ্রদা, বিশ্বসৌভাগ্যময়ী সেই দেবীর আরাধনা করিলে, কোন্ ফল লাভ না হইতে পারে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে জগদ্গুরো! সমস্ত জনের ধাত্রী দাক্ষায়ণী দেবীর আরাধনা কিরূপ বিধানে করিতে হয়, বর্ণনা করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে সর্ব্বজনপ্রিয়! বসন্ত কালের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে তিল দ্বারা স্নান করিবে। যেহেতু সেই দিবসে বিশ্বাত্মনী দাক্ষায়ণী সতী পাণিগ্রহণক বিধি মন্ত্র অনুসারে উদ্বোঢ়া হইয়াছিলেন, অতএব ঐ দিবস তাঁহার সহিত শঙ্করেরও অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। এবং যেরূপ বিধানে অর্চ্চনা করিতে হইবে তাহাও শ্রবণ কর। সুবর্ণের প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া পঞ্চগব্য ও গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইবে। পরে নানাবিধ ফল ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য সংযুক্ত করিয়া পূজা করিবে। হে বীর! কোটিচন্দ্রনিভা গৌরীদেবীর পাদদ্বয়ে পার্ব্বতীরে অর্চ্চনা করিবে। তাঁহার গুলফ

দেশে শিবা ও জঙ্ঘায় রুদ্রাণী এবং জানুযুগলে বিজয়ার পূজা করিবে। কুক্ষিদ্বয়ে কোটিনী দেবী ও উদরে ও মঙ্গলার পূজা করিয়া, কুচযুগলে 'সর্ব্বাত্মনে নমঃ' এই বলিয়া ঈশানীর পূজা করা আবশ্যক। হে ভীষ্ম! দেবীর কণ্ঠদেশে রুদ্রাণী, গ্রীবাদেশে ত্রিপুরা, করদ্বয়ে অনন্তার যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। বাহুযুগলে কালানলপ্রভ ত্রিলোচন হরের, ভূষণে সৌভাগ্যভরণ দেবীর পূজা করিবে। ওষ্ঠদ্বয়ে অশোকবনবাসিনী ভূতিদার, মুখে চন্দ্রমুখী শ্রীর অর্চ্চনা করিবে।

মস্তকে ভীমা ও উগ্ররূপিণী দেবীর পূজা করিয়া বিধি পূর্ব্বক হরের অর্চ্চনা ও সৌভাগ্যাষ্টক পাঠ করিবে। এবং নীবার কুঙ্কুম ক্ষীর ও নীর তথায় স্থাপন করিবে। এই প্রকারে সেই দিবস অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রভাতে কৃতস্নান ও কৃতজপ্য হইয়া শুচি হইবে। এবং বস্ত্র ও মাল্য দ্বারা দ্বিজদম্পতীরে ভূষিত করিয়া সৌভাগ্যাষ্টক সংযোগে মহাদেবের ভক্তিভাবে পূজা করিবে। ব্রতান্তে সর্ব্বোপস্করসংযুক্ত শয্যা দান করিবে। হে কুরূদ্বহ! এই প্রকারে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইলে, সুবর্ণের উমামহেশ্বর ও লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক বিপ্রমিথুনের অর্চ্চনা করিয়া শয্যাসহিত ঐ সমুদায় দ্রব্য অর্পণ করিবে। হে রাজন্! প্রতিমাসে এইরূপে অর্চ্চনা করিলে সৌভাগ্য, আরোগ্য, রূপ, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই সৌভাগ্যশয়নপ্রদ ব্রত সাত, আট কিম্বা দ্বাদশবৎসর করিতে পারে, সে ব্রহ্মলোক লাভ করে। হে নরেশ্বর! কোন নারী বা কুমার যদি এই ব্রতাচরণ করে, তাহা হইলে, সেও ঐ প্রকার ফল পাইয়া থাকে। অধিকন্তু যে ব্যক্তি এই ব্রতবিধি শ্রবণ করে, কিম্বা কীর্ত্তন করে অথবা অন্য ব্যক্তিরে এই ব্রত করিবার উপদেশ দেয়, সে ব্যক্তিও বিদ্যাধর হইয়া চিরকাল স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে।

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত।

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তৎকর্ত্তৃক
৩৭ নং নিমুগোঁসাইয়ের লেন হইতে প্রকাশিত।

৩৫ ও ৩৬ খণ্ড।

কলিকাতা।

বাঙ্গালা যন্ত্রে
শ্রীনলিনীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

৭৫ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

১২৯৩ সাল।

মূল্য চারি আনা।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহামতে পুলস্ত্য! ভগবান্ দেবদেব প্রভু বিষ্ণু যজ্ঞপর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া, যে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় বর্ণনা কর। এই ভূমণ্ডল বহুবিধ দানবে পরিপূর্ণ হইলে, দেবদেব বিষ্ণু কোন্ কোন্ প্রধান দানবগণের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন? এবং এই ভূতলে কি রূপেই বা তাঁহার পদ বিন্যাস হইয়াছিল? স্বর্গের মধ্যে উত্তম বৈকুণ্ঠ-লোক যাঁহার বসতি, সেই মহাত্মা বিষ্ণু কি কারণে এই মর্ত্ত্যলোকে পদ বিন্যাস করিয়াছিলেন? হে ব্রহ্মন্! যিনি ইন্দ্রপুরোগম দেবতাগণের দেবতা, যিনি সর্ব্বদা মহৎ তপস্যা ও ভক্তির প্রভু স্বরূপ, যাঁহার আরাধনা করিলে, ভক্তি মুক্তি লাভ করা যায়, সেই দেবদেব নারায়ণকে কি প্রকারে বসুধাতলে আনা যাইতে পারে? বিষ্ণুভক্ত ব্যতীত এই দুষ্কর কার্য্য করিতে আর কে পারগ হইয়া থাকে? হে ব্রহ্মবিত্তম্! নৃবরাহরূপী বিষ্ণু মহর্লোকে বাস করিয়া থাকেন, নৃসিংহবিগ্রহধারী প্রভুও জনলোকে বিরাজিত আছেন। এবং তপোলোক কেবলমাত্র ত্রিবিক্রমের বসতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, হে গুরো! মহাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু কি কারণে এই সমুদায় লোক পরিত্যাগ করিয়া, শিলাপর্ব্বত রোধমধ্যে পুষ্করতীর্থে পিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞপর্ব্বত ভূমির উপর পদদ্বয় বিক্ষেপ করিয়া

ছিলেন, এই সমস্ত বিষয় শুনিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিস্তারিত রূপে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন। হে গুরো! যাহা শ্রবণ করিলেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই প্রার্থনা পূরণ করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে বৎস ভীষ্ম! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ! আমি তোমার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। পূর্ব্বে দেবদেব বিষ্ণু শিলাপর্ব্বতসমীপবর্ত্তী যজ্ঞপর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া, যে প্রকারে পদন্যাস করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় বর্ণনা করিতেছি সুসমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। হে পরন্তপ ভীষ্ম! পূর্ব্বে কৃতযুগে ভগবান্ বিষ্ণু দেবকার্য্য সিদ্ধি ও পৃথিবীর রক্ষা বিধানার্থে ঐরূপ পদন্যাস করিয়াছিলেন। হে বীর! বলবন্তর তদনুনয় দানবগণ সবাসব দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া, ত্রিলোক বশবর্ত্তী করিয়াছিল। ঐ দানবগণ এপ্রকার বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়াছিল যে, দেবতাদিগকে অবলীলাক্রমে পরাজিত করিয়া সকলে যজ্ঞভাগভুক্ হইয়া উঠিল, অমরগণ কিছুই করিতে পারিলেন না। হে ভীষ্ম! এই রূপে সচরাচর ত্রৈলোক্যমণ্ডল দানবাৰ্দ্দিত হইতে থাকিলে, দেবরাজ শক্র পরম ব্যথা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অধিক কি, তিনি জীবনের রক্ষা বিধানে নৈরাশ্য অবলম্বন করিলেন। তখন সমুদায় দেবগণ দেবগুরু বৃহস্পতির সহিত মিলিত হইয়া, যথায় পিতামহ ব্রহ্মা অবস্থিতি করিতেন, সকলে বিপদ বিনাশে কৃতযত্ন হইয়া, সত্বর তাঁহার নিকট গমন করিলেন। হে কৌরবেন্দ্র ভীষ্ম! দিবৌকস অমরগণ ব্রহ্মসদন প্রাপ্ত হইয়া বদ্ধাঞ্জলি সহকারে কহিলেন, হে সুরো-

ভূম! আমরা দানবগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া, রাজ্যাদি সুখভোগে বঞ্চিত হইয়াছি, কি রূপে পুনরায় রাজ্যলাভ করিতে পারি? ইত্যাদি সমস্ত জগতের অবস্থা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। হে প্রভো! বাস্কলি প্রভৃতি দানবগণ আপনার বর প্রভাবে উদ্ধত হইয়া পড়িয়াছে, উহাদের নিকট দেবগণের আধিপত্য করিবার ক্ষমতা নাই, উহারা স্বয়ং সকল দেবকার্য্য সম্পাদন করিতেছে, যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছে, আমরা বিনষ্ট প্রায় হইয়াছি, রাজ্যাদি লাভ করিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। হে পিতামহ! বাস্কলি প্রভৃতি দুরাত্মা দানবগণ যখন এতদূর দৌরাত্ম্য করিতেছে, বোধ হয় এই উহাদের উচ্ছেদ সময় সমাগত হইয়াছে। যাহা হউক আমরা আপনার নিকট প্রণত, আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, সত্বর ইহাদের বধোপায় চিন্তা করুন, ইহারা বিনষ্ট না হইলে জগৎ শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। হে লোকপিতামহ! তাহাদের দৌরাত্ম্যের কথা আর কি বলিব, ঐ সমুদায় দুরাত্মা দানবগণের অগোচরে দেবকার্য্য সম্পাদিত করিতে হয়। তাহারা দিন দিন লোক সকলকে শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপাদি কার্য্য হইতে বিরত করিতেছে। কাহারও আর ঐ সকল দেবকার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিতে পাই না। অসুরগণ সর্ব্বদাই প্রবৃত্তিহানির চেষ্টায় আছে। হে প্রভো! যদি কোন প্রকৃত মানব স্বার্থসিদ্ধির ভাবনা করিয়া কোনরূপ বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করেন, দুষ্টগণ তাঁহাকেও ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়া থাকে। হে নাথ! দেবগণ বেদাদি ক্রিয়াবলী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, জগতে এক প্রকার ঐ সমস্ত ক্রিয়া ধ্বংস হইয়াছে

সুতরাং আমরা বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে কোথায় যাই, কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, হে পদ্মযোনি! আপনি আমাদিগকে এই বিপদ্‌সাগর হইতে উদ্ধার করুন। যাহাতে পুনরায় আমাদের তেজ বৃদ্ধি হইতে পারে এরূপ উপায় স্থির করিয়া দিন। হে লোকেশ! আমি আপনার নিকট জগতের স্বরূপ অবস্থা ব্যাখ্যা করিলাম, অধুনা জগতে যে প্রকার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা শ্রবণ করুন। স্বাধ্যায়, বষট্‌কার, উৎসব ও মঙ্গলাদি কোন প্রকার কার্য্য আর কুত্রাপি দেখিতে পাই না। লোকে আখ্যান ও যোগ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া মুক্তাচার পরিগ্রহ করিয়াছে, জগতের সীমাপর্য্যন্ত কোন স্থানেই দণ্ডনীতি দেখিতে পাওয়া যায় না, জগৎ এক প্রকার কষ্টতর দশাগ্রস্ত হইয়াছে। হে কমলযোনে! ইত্যাদি কারণেই আপনার নিকট আসিয়াছি, যাহাতে সদুপায় হয় এরূপ বিধান করুন।

হে কৌরবেন্দ্র ভীষ্ম! ইন্দ্রপ্রমুখদেবতাগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুদায় জগতের দুরবস্থা প্রকাশ; দেবতাদিগের স্ব স্ব রাজ্য বিচ্যুতি ও দানবগণের প্রবলতা প্রভৃতি বর্ণনা করিলে, সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা কহিলেন, হে মঘবন্ দেবরাজ! সেই বাস্কলি দানব অতিশয় ক্ষুদ্র, কেবলমাত্র আমার বরপ্রভাবে এতাদৃশ বলগর্ব্বিত হইয়াছে, তজ্জন্যই তুমি তাহারে পরাজিত করিতে পার নাই, সেই দুষ্ট নারায়ণ বিষ্ণুর বধসাধ্য, অতএব তোমার কোন চিন্তা নাই। হে ভীষ্ম! ব্রহ্মা এই প্রকার কহিয়া মনে মনে চতুর্ভুজ দেব ভগবান্ বিষ্ণুর ভাবনা করত স্থাণুর ন্যায় স্তব্ধভাবে রহিলেন। এবং ক্ষণকাল সেই পরাৎপরের অনুধ্যানে আত্মারে মিলিত করিয়া ফেলিলেন। এই

রূপে আত্মভূ ব্রহ্মা ক্ষণকাল ধ্যানপরায়ণ হইলে চতুর্ভুজ বিষ্ণু সর্ব্ব প্রাণির দর্শন পথে থাকিয়া মুহূর্ত্তমাত্রে তথায় উপনীত হইলেন। কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তোমার আর ধ্যান করিবার আবশ্যক নাই, ক্ষান্ত হও, তুমি যে কারণে এই প্রকার ধ্যান করিতেছ, আমি তাহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছি, এই নিমিত্তই তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া কহিলেন, হে দেব জগৎপ্রভো! আপনি কি নিমিত্ত এই জগৎ বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? জগৎ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্তই আমার উৎপত্তি হইয়াছে। যাহার যে প্রকার প্রালব্ধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার তাহাই হইবে, কিছুমাত্র তারতম্য হইবে না, ইহাতে বিস্ময়কর কার্য্য কিছুই নাই। হে প্রভো! জগৎ এই নিয়মে সর্ব্বদা বিরাজিত। আমি ইহার নির্ম্মাতা। আপনি পালয়িতা এবং রুদ্রদেব ইহার সংহর্ত্তা। এক্ষণে তাহার বিপরীত রীত সংযুক্ত হইয়াছে। এই জগতে দৈত্যগণ কখনই দেবরাজ্য ভোগে অধিকারী নহে, কিন্তু অধুনা দানবপ্রধান বলি মহাত্মা ইন্দ্রের ত্রৈলোক্যাধিপত্য হরণ করিয়া স্বয়ং তাহা উপভোগ করিতেছে। হে প্রভো! দেবরাজ শক্রের দুর্দ্দশা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করুন। হে কেশব! শীঘ্র এরূপ কোন মন্ত্রণা করুন, যাহাতে দেবগণ পুনরায় স্বীয় স্বীয় কার্য্যভার বহন করিতে সাহসী হন, এবং অসুরেরা নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

হে কুরুকুলতিলক! সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা ভূতভাবন ভগবান্ নারায়ণ সমক্ষে এই প্রকার বচনপরম্পরা বিন্যাস করিলে, বাসুদেব বিষ্ণু কহিলেন, হে কমলাসন! দৈত্যরাজ বলি আপনার বর প্রভাবে অবধ্য হইয়াছে, তাহার প্রাণনাশের

কোন সম্ভাবনা নাই। সেই দানব যাহাতে প্রবঞ্চিত হইয়া হীনাবস্থায় পতিত হয়, এরূপ কোন বুদ্ধি সৃষ্টি করিতেছি। হে ব্রহ্মন্। আমি সেই দুরাত্মা দানবগণের বিনাশ সাধনার্থ বামনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিব এবং দৈত্যপতি বলি যথায় সাম্রাজ্যস্থাপন করিয়াছে তথায় উপস্থিত হইব। দৈত্যগণ আমার চেষ্টা বুঝিতে পারিবে না। আমি দেবগণের মঙ্গলচিকীর্ষু হইয়া সেখানে গমন পূর্ব্বক এই কথা বলিব, হে দৈত্যরাজ! আমি খর্ব্বকায় বামন, আপনি আমার এই বামনরূপপরিমিত পদত্রয় ভূমি আমারে প্রদান করুন। হে মহাভাগ! আপনার নিকট আমার এইমাত্র যাচ্ঞা, আমার অভিলাষ সাধন করুন। হে অজযোনে! দানবেন্দ্র বলি দানকালে আত্মজীবন পর্য্যন্ত দান করিতে অশক্ত হয় না। অতএব সে আমার এই ছল প্রতিগ্রহ করিতে না পারিয়া অবশ্যই আমারে তিনপদ পরিমিত ভূমিদানে সম্মত হইবে। হে পিতামহ! আমি শূকররূপ ধারণ পূর্ব্বক যে পাতালতল বিদারণ করিয়াছিলাম, দৈত্যরাজ দুরাত্মা বলিরে বঞ্চনা করিয়া তথায় প্রেরণ করিব। দেবগণ পুনরায় ত্রৈলোক্যের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিষ্কণ্টকে স্বর্গভোগ উপভোগ করিতে থাকিবেন। হে বীর! নারায়ণ এইপ্রকার কহিয়া দেবরাজকে কহিলেন, হে শক্র! আমি নিশ্চয়ই বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমাদের মঙ্গল সাধন করিব, কদাচ অন্যথা হইবে না, তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া স্বস্থানে গমন কর। এই বলিয়া বিরত হইলেন। এবং সেই লোকভাবন অদিতির গর্ব্ভমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হে রাজেন্দ্র! পুরুষোত্তম বিষ্ণু দেবকার্য্যসাধনোদ্দেশে

অদিতির গর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইলে, অনেকানেক শুভকর নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। সমস্ত জগতের একমাত্র আধার বিষ্ণু যে অদিতির গর্ব্ভগত হইয়াছেন, ইহা কেবল নিমিত্ত দ্বারা জানা যাইতে লাগিল। গন্ধবহ বায়ু মালতি কুসুমের পরিমল বহন করিতে লাগিল। হে ভীষ্ম! সর্ব্বভূতে দয়াবান্ দেবদেব বিষ্ণু ত্রিদশগণের মঙ্গলসাধনার্থে কৃত-নিশ্চয় হইয়া উত্তম কারণ, উত্তম যোগ ও বিশুদ্ধ চন্দ্র ইত্যাদি বিহিত কাল অবলোকন পূর্ব্বক, অদিতির পুত্রভাব আশ্রয় করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ ভূত ভবিষ্য যোগ বশতঃ গর্ভবাসে প্রবিষ্ট হইলে, সমুদায় জগৎ আপদ্‌পরি-শূন্য এবং সমুদায় প্রাণিগণ সর্ব্বকামনাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। সমীরণ মন্দ মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল মেঘগণ বিমানোপগত হইয়া দিগন্তর, পর্ব্বত ও বিবিক্ত পথে উত্তম বারি বর্ষণ করিতে থাকিল। হে বীর! তৎকালে ত্রিলোক এপ্রকার আশ্চর্য্যভাব ধারণ করিল, যে, তাহা দর্শনমাত্র সকলেই প্রোৎসাহিত ও আহ্লাদিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, হে রাজেন্দ্র! ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণু অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিবামাত্র যেরূপ অশরীরী দেববাণী আবির্ভূতা হইয়াছিল, তাহাও শ্রবণ কর। আমি একমাত্র পদ দ্বারা ত্রিবিষ্টপ লঙ্ঘন করিব এবং অপর পদ দ্বারা দানবেন্দ্র বলিরে পাতালবাসী করিব, দেবরাজ শক্রের যে সমুদায় বল, লাবণ্য, সৌভাগ্য, সে সমুদায়ই আমার দত্ত, অতএব যাহারা সেই সমস্ত ভোগ হইতে ইহাঁকে বিচ্যুত করিয়াছে, আমি সেই সমুদায় দানবগণের বিনাশ করিবার নিমিত্ত আর এক ক্রম নিযুক্ত করিব এবং শরজাল অনেকানেক চক্রপাত ও গদাঘাত

দ্বারা প্রায় দানবগণকে বিনষ্টপ্রায় করিব। এই ধরণী দানব-ভার সহ্য করিতে পারিতেছেন না, অতএব আমি দুষ্ট দানবগণের বিনাশ করিয়া শীঘ্র ভূমির ভার অবতারণ করিব। আমি সেই দনুমুখ্য বলিরে যে প্রকারে বন্ধন করিব, তাহা পূর্ব্বে কেহ কখন চিন্তানুভূত কিম্বা দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। হে ভীষ্ম! তৎকালে সহসা এই অশরীরী দৈববাণী আবির্ভূতা হইল।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে কুরূদ্বহ! পূর্ব্বে লোকনাথ বিষ্ণু মহর্ষি কশ্যপকে বললাবণ্য লাভ বর প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সম্পন্ন করিতে কৃতযত্ন হইলেন। মহর্ষি কশ্যপের আত্মায় বিষ্ণুর সমুদায় লক্ষণ প্রতিভাত হইতে থাকিল। তিনি স্বীয় আত্মাতে কলা পরিদর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমার চিত্ত কেন বিভ্রান্ত হইল, আমার অন্তরে যে উত্তম রূপ দীপ্তি পাইতেছে। আমি কদাপি এরূপ রূপ দর্শন করি নাই। এইরূপ কি প্রকারে আমার অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। এই তেজঃ কাহার সদৃশ তাহা কিছুই জানিতে পারি না। হে ভীষ্ম! কশ্যপ এই প্রকার চিন্তা-যুক্ত হইলে অক্ষতমানসা অদিতি সেই তেজ দ্বারা গর্ব্ভবতী হইলেন। এবং সেই ঐশ্বরিক গর্ভ দিব্য সহস্র বৎসর ধারণ করিয়া রহিলেন। হে বীর! তদনন্তর প্রসবকাল সমাগত হইলে ভগবান হরি বামন রূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। সেই দেবদেব জনার্দ্দন ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নদীসকল নির্ম্মল সলিলাবরণ, অনিল দিব্য গন্ধ বহন করিতে লাগিল। মহর্ষি কশ্যপ সেই দীপ্তিশীল পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। এবং ত্রিলোকবাসী জনগণের মানস

আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। হে কৌরবেন্দ্র! জনার্দ্দন নারায়ণের জন্ম হইবামাত্র স্বর্লোকস্থ দুন্দুভি সকল শব্দে পরিপূর্ণ হইল। তৎকালে তিনলোকবাসী প্রাণীপুঞ্জ এরূপ হর্ষিত হইয়াছিল যে মোহ ও দুঃখ তাহাদের নিকট আসিতে পারিল না। গন্ধর্ব্বীগণ ও বিদ্যাধরী সমস্ত স্ব স্ব স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া সুস্বরে সংগীত আরম্ভ করিল। অপ্সরা সকল দেবদেবের উদ্ভবে আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া গেল, তাহারা ও দেবাঙ্গনা সকল স্তনভরে ক্লান্তা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সিদ্ধগণ সাধ্যগণ মরুদ্গণ ইঁহারা প্রেমানন্দ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিলেন না। মুনীন্দ্রগণ সতত সত্যবাদ আলাপন পূর্ব্বক সংসারবিরক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হে ভীষ্ম! সেই সময় লোক সমুদায়ের যেরূপ সন্তোষলাভ হইয়াছিল, তাহা আর কি বলিব। গাঢ় তিমিররাশি হইতে মুক্ত হইলে যেরূপ নির্ব্বৃতি লাভ হইয়া থাকে জীবলোক সেইরূপ বিগতবিষাদ হইয়াছিল। অমরপুরযুবতীবৃন্দ মনোহর মন্দারপুষ্প গ্রহণ করিয়া দূর হইতে অদিতির উপর বর্ষণ করিতে লাগিল। হে কৌরব! সেই শুভ সময় সকলেরই আনন্দনিমিত্ত সমাগত হইয়াছিল, এমন কি কেহ কেহ আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া উচ্চস্বরে জগন্নাথের জয় হউক, জগন্নাথের জয় হউক, এইরূপ বাক্যবিন্যাস করিতে লাগিল! অপরে প্রমোদ পূর্ণ হইয়া কেবল সাধুবাদ করিতে লাগিল। যাহা হউক, তৎকালে যমনিয়মপারগ সিদ্ধগণ তাঁহারে মৃত্যুবিচ্ছেদের হেতুভূত জানিয়া পরস্পর ধ্যানাসক্ত হইলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপে অখিলজগৎ আহ্লাদে পরিপূর্ণ করিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন।

হে ভীষ্ম ! জগদীশ্বর বিষ্ণু সমস্ত প্রাণীর আরাধ্য, তিনি স্বয়ং পরমাত্মা হইলেও কমলযোনি ব্রহ্মার ধ্যানের বশীভূত হইয়া মানবীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিগ্রহ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইলেন। ইনি সৃষ্টিরূপে ব্রহ্মা ; পালনার্থে বিষ্ণু এবং সর্ব্বসংহারক রুদ্র মূর্ত্তিধারী, বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন। বেদ, যজ্ঞ ও স্বর্গ ইহাঁর স্বরূপমাত্র, তাহাতে কোন সংশয় নাই। হে রাজেন্দ্র ! ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। এবং সেই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাদি পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিখ্যাত হইয়া একাকীই সমুদায় ব্রহ্ম পরিপালন করিতেছেন। হে রাজন্ ! স্ফটিক যেরূপ স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইয়াও পীত লোহিতাদি বর্ণের অধীনে নানাপ্রকার বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। তদ্রূপ সেই নিরঞ্জন স্বয়ম্ভু গুণের বশীভূত হইয়া নানাবিধ রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। হে বীর ! একমাত্র গার্হপত্য অগ্নি যেরূপ মন্ত্রের অধীনে দক্ষিণাগ্নি তথা আহবনীয় নাম ধারণ করেন, তদ্রূপ এই লোকভাবন্ নারায়ণও ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি রূপে সম্পন্ন হয়েন। যাহা হউক, অধুনা তিনি যে বামনরূপে পরিণত হইয়াছেন এই শরীর দ্বারাই সর্ব্বত্র দেবকার্য্য সম্পাদিত হইবে সন্দেহ নাই। হে শান্তনুতনয় ! ভাবিতাত্মা অমরগণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে বামনরূপধর ভগবান্ বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্রেরে সঙ্গে লইয়া বলি নিকেতনে গমন করিলেন। হে বীর ! দৈত্যরাজ বলির পুরীর কথা আর কি কহিব, ঐ পুরী সর্ব্বরত্নে বিভূষিতা পাণ্ডুর বর্ণ শত শত গৃহে সংকুলা, উহার নির্য্যাণ মার্গে স্বর্ণবর্ণ মনোজব তুরঙ্গম সকল সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের গ্রীবা ও অক্ষি দীর্ঘ।

তাঁহারা ঐ পুরীর শোভা দূর হইতে দর্শন করিতে লাগিলেন। হে ভূপতে! দৈত্যরাজ বলির সভায় যে সমুদায় সভ্যগণ সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিত তাহাদের বদন পূর্ণসুধাকরের ন্যায়, বর্ণ স্বর্ণাপেক্ষাও সুদৃশ্য ও উজ্জ্বল। তাহারা সকলে বলির সম্মুখে পরস্পর হাস্য পরিহাসাদি সংলাপ করিতেছে। সহস্র সহস্র গায়কগণ নানাপ্রকার সংগীত সমালোচন করিতেছে। শত শত উদ্যান বহুবিধ কুসুমে পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে, সমুদায় দনুমুখ্যগণ নিঃশঙ্ক হৃদয়ে অরোগ শরীরে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। সর্ব্বত্রই বেণু বীণা মৃদঙ্গের শব্দে পরিপূরিত। অমরগণ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে অমরাবতীতে যেপ্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেইরূপ দানবগণও বহুরত্নোপশোভিতা সেই পুরীমধ্যে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। হে ভীষ্ম! দৈত্যরাজ বলির সভামণ্ডপে দ্বিজমুখ্যগণ মহৎ ব্রহ্মঘোষ কীর্ত্তন করিতেছেন। সুগন্ধি ধূপ ও সুরভিকৃত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। বিরোচননন্দন বাস্কলি সর্ব্বদা দনুজাকীর্ণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন পুরমধ্যে বিরাজিত হইতেছেন, সেই নয়কোবিদ দানব স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল বশীকৃত করিয়া, সর্ব্বপ্রাণীকে স্ব স্ব ধর্ম্মে শিক্ষিত করিতেছেন। এবং তিনি সেই মনোহর পুরমধ্যে থাকিয়া সচরাচর ত্রৈলোক্য পালন করত সুখানুভব করিতেছেন। হে রাজেন্দ্র! দৈত্যরাজ বলি ধর্ম্মজ্ঞ, কুলজ্ঞ, সর্ব্বদা সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মণ্য, শরণ্য, দীননাথ এবং দয়াবান্, স্বয়ং বেদবেদাঙ্গের তত্ত্বজ্ঞ ও সর্ব্বদা বেদমন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণে সংযুক্ত হইয়া থাকেন। অধিক আর কি বলিব, বাস্কলি অক্ষুদ্রশীলনিলয় ও সর্ব্বশত্রুর প্রতিহিংসক, মান্য ও মানয়িতা,

সুভাষী, সর্ব্বদা বিষ্ণুপূজক। সমস্ত অর্থের পরিজ্ঞাতা, সুভগ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহার ধন ও ধান্য অপরিমিত ছিল। সেই দানব সর্ব্বদা দানশীল, নিত্য ত্রিবর্গ সাধক এবং পুরুষকার দ্বারা তিনলোক জয় করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সদৃশ গুণধর অতি বিরল বলিয়া বিখ্যাত হইত। যাহা হউক, সেই দেবদানবদর্পহারী বলি স্বীয় পুরে থাকিয়া ত্রৈলোক্যস্থ সমুদায় প্রজাপুঞ্জ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন। হে বীর! সেই দানবরাজ বলির রাজ্যশাসন সময়ে কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্মহীন হইতে পারিত না, কেহ দরিদ্র ছিল না, ব্যাধি তাঁহার শাসন ভয়ে কাহারেও পীড়া দিত না, দুঃখ দূরে পলায়ন করিয়াছিল, কেহ স্বল্পায়ুঃ ভোগ করে নাই। বলির রাজ্যমধ্যে কেহ মূর্খ বা মন্দরূপ কিম্বা দুর্ভগ ও নিরাকৃতি ছিল না। মহাত্মা পুরন্দর ইন্দ্র গুণসমুদায়ের একত্র সম্মিলন এবং সন্তাৎ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি অবলোকন করিয়া দৈত্যনাথ বলির ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন, এবং সেই দনুপ্রধান বলিরে তীক্ষ্ণরশ্মি তপনের ন্যায় তেজস্বী ও ত্রিলোকের শরণ্য দেখিয়া অভীষ্ট সাধনে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

হে কৌরবাগ্রগণ্য! এদিকে সমস্ত অসুরগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে পুরমধ্যে সমাগত দেখিয়া বলির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, হে প্রভো! আপনার এই পুরমধ্যে দ্বিজসত্তম বামনের সহিত পুরন্দর একাকী সমাগত হইয়াছেন, হে দৈত্যনাথ! অধুনা আমরা তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব শীঘ্র আদেশ করুন। দেবরাজ যখন সাহস করিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, অবশ্যই তখন কোন গূঢ়াভিপ্রায় আছে সন্দেহ নাই। হে বীর! দৈত্যগণের প্রমুখাৎ ইন্দ্রা-

গমনবার্ত্তা শ্রুত হইয়া দনুনাথ বলি যারপর নাই আনন্দিত হইলেন, কহিলেন, হে দৈত্যগণ! তোমরা সত্বরে সমস্ত পুরী অলঙ্কৃত করিয়া দেবরাজকে পুরমধ্যে প্রবেশ করাও, তিনি যখন স্বয়ং এখানে আসিয়াছেন, তখন আমার পূজ্য তাহাতে সংশয় নাই। হে ভীষ্ম! দৈত্যনাথ বলি অনুচর দানবগণকে এই প্রকার আদেশ করিয়া শক্রদর্শনলালসায় একাকী বহির্গত হইলেন। তাঁহার পুরী সপ্তকক্ষাসমন্বিতা ছিল, তিনি হঠাৎ তাহা হইতে বহির্গত হইলেন। রাজা বলি এইরূপে দেবরাজের আগমনার্থে হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন, এমত সময়ে দেবেন্দ্র ও বামন ব্রাহ্মণের সহিত তথায় সমাগত হইলেন, এবং দনুনাথ বলি তাঁহাকে লৌকিকী কথায় বলিতে লাগিলেন। হে বীর! দানবকুলধুরন্ধর রাজা বলি সমাগত দেবরাজকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া আপনারে কৃতার্থজন্য বোধ করত প্রণিপাত পুরঃসর কহিতে লাগিলেন, এই সংসারে আমার তুল্য ধন্যতর ব্যক্তি আর কেহই নাই, যেহেতু আমি সর্ব্বার্চনীয় এই উভয় দেবকে দর্শন করিলাম, আমার সৌভাগ্যের তুলনা হইতে পারে না। কারণ আমি শ্রীসম্পন্ন শক্রকেও গৃহমধ্যে দেখিলাম। বোধ হয় দেবরাজ অদ্য আমার নিকট কোন কামদান যাচঞা করিবেন। দেবরাজ যদি মদীয় প্রাণও প্রার্থনা করেন, তিনি গৃহাগত হইয়াছেন, অতএব নিশ্চয়ই আমি তাঁহারে তাহাও প্রদান করিব। স্ত্রী, পুত্র, রাজসমৃদ্ধি কিম্বা ত্রৈলোক্য ইহা অতি তুচ্ছ পদার্থ; এসমস্ত বিষয়ে কোন আপত্তিই নাই; যেহেতু আমি প্রাণদান করিতে উদ্যত হইয়াছি।

হে ভীষ্ম! দৈত্যনাথ বলি এই প্রকার কহিতে কহিতে দেবরাজের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহারে অভিবাদন ও আলিঙ্গন

পূর্ব্বক অঙ্কদেশে ধারণ করিলেন এবং সমারোহসহকারে গৃহে প্রবেশ করাইলেন। সবিশেষ যত্ন পূর্ব্বক পাদ্য আচমনীয়াদি দ্বারা দেবনায়কের পূজা করিয়া কহিলেন, হে শতক্রতো! অদ্য আমার জন্ম সফল হইল, আমার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, হে দেবরাজ! আপনি আমার গৃহে আগমন পূর্ব্বক আমারে সমুদায় দনুমুখ্যের শ্রেষ্ঠ করিলেন। হে দেব! অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে, যে প্রকার ইষ্টসাধন হইয়া থাকে, হে পুরন্দর! তোমার দর্শনে অদ্য আমার সে সমস্ত ফল লাভ হইল। বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান কিম্বা গো দান করিলে যে প্রকার ফল হয়, অদ্য আমার সেই সমুদায় ফল লাভ হইল অথবা আপনার দর্শনমাত্রেই রাজসূয় যজ্ঞের ফল পাইয়াছি। হে বান্ধব দেবরাজ! দুষ্কর তপস্যা দ্বারাও আপনার দর্শন পাওয়া যায় না, অতএব যখন আপনি স্বয়ং আমার গৃহে আসিয়াছেন, তখন আমার তুল্য সৌভাগ্যবান্ আর কে হইতে পারে? হে দেব, অধুনা আমারে আপনার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে? হে পাকশাসন! আমার উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিতে সন্দিগ্ধ হইবেন না। আপনি আমারে যে কার্য্য আদেশ করিবেন, তাহা সুদুষ্কর হইলেও সম্পন্ন হইয়াছে, এইরূপ বোধ করিবেন। যাহা হউক আমি আপনার ভৃত্য আপনার আদেশ পালনে কোন মতেই পরাঙ্‌মুখ হইব না। আমি আপনার দর্শনে ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়াছি। হে শক্র! অমরপ্রধানগণ ভবদীয় যে চরণযুগল সর্ব্বদা বন্দনা করেন, আমি অনায়াসে আপনার সেই পাদপদ্ম বন্দনা করিলাম, হে প্রভো! এই দাসের নিকটে আপনার স্বয়ং আগমনের কারণ কি প্রকাশ করুন।

হে কৌরব! দেবরাজ ইন্দ্র দনুপ্রধান বলিরাজার অকপট ব্যবহার দর্শনের সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, হে বাস্কলে! আপনি সমস্ত দানবগণের একমাত্র প্রধান ইহা আমি বিদিত আছি, কিন্তু আপনারে দর্শন করিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে। হে অসুর! আপনার অলৌকিক ক্ষমতার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, আপনি তেজে সূর্য্যের সদৃশ, আপনার গাম্ভীর্য্য সমুদ্রের ন্যায়, ক্ষমা ধরণীর তুল্য এবং আপনি সৌভাগ্যে নারায়ণের ন্যায় হইয়াছেন। হে দৈত্যনাথ! আমার সমভিব্যাহারী অতি হ্রস্বকায় এই ব্রাহ্মণ কশ্যপের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি আমার নিকট তিনপদ পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন, হে বাস্কলে! আপনি ভুজবল দ্বারা আমার রাজ্য অপহরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি ইহাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি নাই, আমি নির্দ্ধন, আমারে ভূমি দান করুন। হে মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত তিনপদ ভূমি প্রার্থনা করিতেছি, এ বিষয়ে আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করুন। এই ব্রাহ্মণ সাধারণ নহেন, ইনি ত্রিলোকপূজনীয়া অদিতির গর্ব্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁর পিতা কশ্যপ সর্ব্বলোক পূজ্য। ইনি সেই কশ্যপের বংশবর্দ্ধন হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। হে দানব! ইহাঁর অগ্নিশরণার্থে তিনপদ ভূমিদান করুন। ইহাঁর শরীর অতি ক্ষুদ্র এই বামন স্বীয় ক্ষুদ্রদেহ দ্বারা যে ভূভাগ লইবেন তাহা অতি সামান্য। হে রাজসত্তম ভীষ্ম! দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইয়া কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! অর্থী বামন ব্রাহ্মণের কোন অভিপ্রায় জানিতে পারি নাই, আপনি এই দ্বিজবরের নিমিত্ত তিনপদ ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন, যদি এই হ্রস্ব ভূমি

ব্যতীত অন্য কোন বিষয় প্রার্থনা না করেন এবং আমার গুরু, মন্ত্রী ও পদানুগব্যক্তিবৃন্দ যদি ইহাতে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছি জানিবেন। হে বীর! দেবরাজ পুনরায় কহিলেন, হে বাস্কলে! অতিথি বামন আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, আপনি ইহাঁর অভিপ্রায় বিদিত হইয়া যথাযোগ্য আচরণ করুন। হে মহাত্মাতে! যদ্যপি তিনপদ ভূমি দান করিতে আপনার অভিরুচি হয়, তবে শীঘ্র এই মহাত্মা বামনেরে উহা প্রদান করুন। হে ভীষ্ম! দেবরাজ ইন্দ্র এই প্রকার প্রার্থনা করিলে বাস্কলি কহিলেন, হে মানদ শক্র! আপনার সমস্ত মঙ্গল? আপনি স্বস্তিমান হইয়া বলুন, হে দেবেন্দ্র! আপনি আপনার নিমিত্ত দুঃখ করিবেন না, যেহেতু আপনি সমুদায় দেবতাগণের অয়ন স্বরূপ, হে দেব! লোকবিধাতা পিতামহ ব্রহ্মা আপনার উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া ধ্যান ও ধারণা সহকারে পরম পদ চিন্তা করত সুখে অবস্থিতি করিতেছেন। অপার লোকপালক বিষ্ণু সংগ্রামে প্রভূত দানবগণের ও অন্যান্য দুষ্টগণের বধসাধন করিয়া একমাত্র আপনার ভরসায় ক্ষীরোদ সলিলে সুখে শয়ান হইয়া আছেন। হে শক্র! কৃত্তিবাসা উমাপতি আপনার উপরে তাবৎ ভার ন্যস্ত করিয়া স্বীয় ভার্য্যার সহিত অচলশ্রেষ্ঠ কৈলাসে সুখে বাস করিতেছেন। যাহা হউক, হে দেবরাজ! আপনি আমার নিকট যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছেন, ইহার কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে, কেননা পূর্ব্বে আপনি বলি হইতেও বলশালী অন্যান্য বহুতর দানবগণকে স্বীয় ভুজবলে নিধন করিয়াছেন, আপনার অসীম ক্ষমতার কথা আর কি বলিব, দ্বাদশ আদিত্য-

গণ, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমার ও সনাতন ধর্ম্ম ইহাঁরা সকলেই আপনার বাহুবল আশ্রয় করিয়া অমর লোকমধ্যে সুখভোগ করিয়া থাকেন। হে শক্র! ভগবান্ বিষ্ণু আপনা হইতেই বরদাক্ষিণাত্মক যজ্ঞ সমাধা করিয়াছেন, হে পাকশাসন! বীরবর নমুচি ও বৃত্রাসুর আপনা দ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু আপনারে পীড়িত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া সেই উগ্র অসুরকে বিনষ্ট করিয়াছেন। যাহা হউক, হে দেব! যৎকালে আপনি ঐরাবতশিরোগত থাকিয়া বজ্রহস্তে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েন, তখন প্রায় সমুদায় দানব রণক্ষেত্রে আপনারে দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করে। আপনি বলশালী যে সমুদায় দানবগণের পরাজয় সাধন করিয়াছেন, আমি সহস্রাংশেও তাহাদের তুল্য হইতে পারি না, অতএব হে দেবেন্দ্র! আপনার প্রভূত পরাক্রমের নিকট কোনমতেই আমার গণনা হইতে পারে না, আপনি অর্থীভাবে আমার সমীপে উপনীত হইয়াছেন, অন্য আর কিছুই নহে। হে প্রভো! আপনি আমায় যেরূপ আদেশ করিতেছেন, তাহা অবশ্যই সম্পন্ন করিব সন্দেহ নাই। এই হ্রস্বকায় ব্রাহ্মণকে তিন পদ পরিমিত ভূমি দান অবশ্যই করিব, কোনমতে অন্যথা হইবে না, হে দেব! আমি আপনার নিদেশবর্ত্তী থাকিয়া স্ত্রী পুত্র গো এবং অন্যান্য ধনসম্পত্তি অথবা ত্রৈলোক্যের আধিপত্য এই ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নহি, তিনপদ পরিমিত ভূমি ইহা অপেক্ষা অতি তুচ্ছ। হে দেবরাজ! যদি আপনার প্রার্থনা পূরণে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে আমার লজ্জাকর একটি প্রবাদ প্রখ্যাত হইবে যে বলিরাজা গৃহাগত ইন্দ্রদেবকে

তিন পদ পরিমিত ভূমি দান করিতে পারেন নাই। যাহা হউক আমার নিকট যে ব্যক্তি অর্থীভাবে উপস্থিত হয় আমি তাহারে সর্ব্বদাই পরম প্রিয়তম জ্ঞান করিয়া থাকি, অদ্য আপনি স্বয়ং আমার নিকট অর্থীভাব প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আর বিবেচনা কি আছে। বিশেষতঃ হে প্রভো! আপনি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত যাচ্ঞা করিতেছেন, অতএব তিন পদ ভূমি অবশ্যই ইহাঁরে প্রদান করিব ইহাঁরে ত্রিবিষ্টপও দান করিতে পারি।

হে কৌরবাগ্রগণ্য! দানবেশ্বর বলি এই প্রকার কহিয়া বিরত হইলে, দৈত্যকুলপুরোধা দানবরাজকে তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন, হে দৈত্যনাথ! আপনি দানবের রাজা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, ত্রৈলোক্য শ্রীও আপনাতে অধিষ্ঠিতা হইয়া রহিয়াছেন। এই খর্ব্বকায় ব্রাহ্মণকে পদত্রয় ভূমিদান যুক্ত কিম্বা অযুক্ত আপনি ইহার কিছুই জানেন না। হে মহারাজ! আপনি মন্ত্রীগণের সহিত যুক্তাযুক্তের সমালোচন করিয়াই সবাসব দেবতাগণের পরাজয় সাধন পূর্ব্বক ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভ করিয়াছেন, এই তুচ্ছ তিন পদ ভূমিদান কার্য্যেরও যুক্তাযুক্ত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদ্যপি আপনি ইহার কোন বিবেচনা না করিয়া সহসা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এই অনুষ্ঠান দ্বারা আপনার দুর্দ্দশা হইবে। বামনরূপী ব্রাহ্মণকে সামান্য জ্ঞান করিবেন না, ইনি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সনাতন বিষ্ণু আপনারে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত এইরূপ ক্ষুদ্রকায় হইয়াছেন; ইনি আপনার পিতৃহা আপনি সেই পিতৃহাকে দান করিতেছেন, ইহা অতি গর্হিত কর্ম্ম। ইনি যে কেবল মাত্র আপনার পিতৃহা তাহাও নহেন

আপনার মাতা বন্ধু প্রভৃতিরেও বিনষ্ট করিয়াছেন, অধুনা আপনার ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিতে এইরূপ ছল গ্রহণ করিয়াছেন। হে দানব! পরের হিত কামনা দানবের ধর্ম্ম নহে, যেহেতু দানবগণ নিরন্তর মায়াবী ও মায়া দ্বারা ইহারা সর্ব্বত্রই ইষ্ট-সাধন করিয়া থাকে। অতএব বিষ্ণু মায়াবী দানবগণের বিনাশার্থে মায়া দ্বারা খর্ব্ব ব্রাহ্মণদেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন। হে দৈত্যপতে। আমি আপনার পুরোধা সর্ব্বথা আপনার হিত-সাধন করাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আপনারে অধিক আর কি বলিব এই খর্ব্বকে কিছুই দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, এ যদি মক্ষিকা-পদপরিমিত ভূমি প্রতিগ্রহ করিতে চায় কদাপি তাহাও প্রদান করিবেন না। আমি বিশেষ প্রতীক্ষণ করিয়া দেখিতেছি ইহারে ভূমিদান করিলে, সদ্য বিনষ্ট হইবে। হে বীর! দৈত্যরাজ বলি স্বীয় গুরুর উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে গুরো! আমি মঙ্গলার্থী হইয়া সমস্ত মঙ্গলকর কার্য্য পরি-জ্ঞাত হইয়াছি প্রতিজ্ঞা পালন করা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরি-গণিত। অতএব যদি এই বামন রূপধর ব্রাহ্মণ স্বয়ং সেই ভগবান্ বিষ্ণু হন, তবে আমার তুল্য ধন্যতর আর কে হইতে পারে? আরও দেখুন, ভগবান্ বিষ্ণু যদি আমার নিকট এই ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রতিগ্রহ করিয়া দেবগণকে ইহা প্রদান করেন, তাহা অপেক্ষা ধন্যতর আর কি আছে। তাহা হইলে আমি দানব হইয়া দেবগণ হইতেও ধন্যতর হইলাম। হে গুরো! ধ্যান পরায়ণ যোগী ব্রাহ্মণগণ ধ্যানযোগ দ্বারা, যাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারে, না, আমি সেই পূর্ণকাম বিষ্ণুরে প্রত্যক্ষ করিলাম, অতএব আমার সদৃশ ভাগ্যবান্ আর কে হইতে পারে? হে গুরো! যাহারা কুশোদকপাণি হইয়া দান

করে, তাহারা বলিয়া থাকে যে ভগবান্ পরমাত্মা সনাতন বিষ্ণু প্রীত হউন, তাহাদের এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র তাহারা অপবর্গের ভাগী হইয়া থাকে।' হে প্রভো! এই কার্য্যে যদি আমার কোনরূপ বিকল্প দর্শন করেন তাহা হইলে আপনি কালপ্রজ্ঞ আমারে অবশ্যই উপদেশ প্রদান করিবেন, অধিকন্তু হে গুরো! প্রণিধান পূর্ব্বক আপনার একবার ইহাও দেখা কর্ত্তব্য হইয়াছে যে আমার গৃহে কোন অর্থী আসিলে আমার কোন বিষয়ই তাহারে অদেয় থাকে না, অতএব হে গুরো! আমি এই সমস্ত চিন্তা করিয়া বামনদেবকে স্বীয় প্রাণ এবং স্বর্গধামও প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি, দেখুন যে বস্তু দান করিতে দাতার পীড়াকর হয়, পরিণামে সেই দানই মোক্ষদায়ক হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত এই বামনের অভিলাষানুরূপ দান প্রদানে পরাঙ্মুখ হইব না। হে ভীষ্ম! দৈত্যরাজ বলির একাগ্রচিত্ততা এবং সেই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্য পুরোহিত মৌনাবলম্বন করিলেন। বলি কহিলেন, হে দেবরাজ! আপনি আমার নিকট যাচকতা স্বীকার করিয়াছেন, আপনি প্রার্থী হইলে সমস্ত ভূমণ্ডল আপনারে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু আপনার উপযুক্ত প্রার্থনা হয় নাই, আপনি পদত্রয়পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছেন, ইহা আমার লজ্জাকর হইয়াছে। হে ভীষ্ম! দেবরাজ ইন্দ্র বলিরাজের তাদৃশ বাক্যে অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আপনি সত্য কথাই কহিয়াছেন, আমার ন্যায় ব্যক্তির এই প্রার্থনা অতি সামান্য, কি করি, আমি এই খর্ব্বদ্বিজবর কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আপনার নিকট এই সামান্য বস্তু যাচ্ঞা করিতেছি, ইহা দ্বারা এই ব্রাহ্মণ কুমারের বিশেষ উপকার হইবে। হে

দনুপুত্র! আপনি এই সামান্য প্রার্থনা কেন পূরণ করিতেছেন না, হে বীর! আমার প্রার্থনানুসারে ব্রাহ্মণেরে তিন পদ ভূমি দান করুন।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রদেবকে কহিলেন, হে দেবরাজ! আপনি স্বয়ং এই বামন ব্রাহ্মণকে তিন পদ ভূমি দান করুন, হে বীর তিনি এইরূপ কহিয়া কুশবারিস্পর্শ পূর্ব্বক এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন যে আমার এই ভূমি দান দ্বারা ভগবান্ হরি স্বয়ং প্রীত হউন।

হে ভূপালচূড়ামণে! দৈত্যরাজ বলি দেবরাজ ইন্দ্রের অভিমতানুসারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বামন রূপ ধর ব্রাহ্মণকে এইরূপে তিন পদ ভূমি দান করিলে হ্রস্বকায় ভগবান্ হরি দেবতাগণের হিত কামনা বশম্বদ হইয়া তৎক্ষণাৎ অবামন মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমস্ত লোক আক্রমণ করিলেন। হে বীর! সেই সনাতন বিষ্ণুদেব যজ্ঞ পর্ব্বত অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তর মুখে অবস্থিত হইয়া সমস্ত জগৎ স্বীয় পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার বামপদে সমুদায় ভূর্লোক পরিব্যাপ্ত হইল। হে পার্থিব! সেই অদ্ভুতকর্ম্মা হরি দ্বিতীয় পদ দ্বারা ধ্রুবলোক আক্রমণ পূর্ব্বক তৃতীয় চরণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাড়ন করিবামাত্র, তাঁহার অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির আঘাতে অণ্ডকটাহ ভিন্ন হইয়া ভূরি ভূরি সলিলরাশি নির্গত হইতে থাকিল। এবং সেই অণ্ডকটাহবিনির্গত জলরাশি ব্রহ্মলোক প্লাবিত করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত লোকে পরিব্যাপ্ত হইল। যাহা হউক, ঐ জলরাশি ধ্রুব স্থান ও সূর্য্যলোক প্রভৃতি সমুদায় লোক এবং যজ্ঞপর্ব্বত প্লাবিত করিয়া পুষ্কর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, সেই সলিল হইতেই বিষ্ণুপদোদ্ভবা গঙ্গাদেবী বিষ্ণুপদী নামে

বিখ্যাতা হইয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন। হে বীর! অণ্ডকটাহ নির্ভিন্ন জলরাশি পুষ্করতীর্থে যে যে স্থানে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অষ্টমী তিথিতে তথায় গমন করিয়া বাহ্য স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠান করে, সে একবিংশতি কুলের সহিত বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়। তথায় তিনশত কল্পকাল বিপুল ভোগ উপভোগ করিয়া, অবশেষে সার্ব্বভৌমাধিপত্য লাভ পূর্ব্বক ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। হে ভীষ্ম! ভগবানের অঙ্গুষ্ঠাগ্রবিনিঃসৃতা সেই তোয়ধারা বিষ্ণুপদীনদী বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছে, অপর-অনেক কারণ বশতঃ এই সলিল হইতে বিষ্ণুপদী গঙ্গা প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন। হে নৃপ! সেই শুভজল তৎকালে যথাযথা প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই বিষ্ণুপদী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হে মহাভাগ! ভগবান্ বিষ্ণু সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বিষ্ণুপদী নদীর জল সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হইলে বামন বেশধর বিষ্ণু দৈত্যনাথ বলিরে কহিলেন, হে বাস্কলে! তোমার দানে আমার দুই ক্রম পূর্ণ হইয়াছে, অধুনা তৃতীয় ক্রম পূর্ণ কর। হে ভীষ্ম! দৈত্যপতি বলি বামনের বাক্যে কোন প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পুরোধা এইরূপ বাক্যে তাঁহারে বলিলেন, হে দেব বাস্কলে! আপনার যে যে স্থলে আধিপত্য ছিল, আপনি সে সমুদায় উৎসর্গ করিয়াছেন এক্ষণে আর কি করিবেন। হে বীর! দৈত্যরাজ বাস্কলি পুরোহিত বাক্যের গূঢ় অভিসন্ধি বিদিত হইয়া কহিলেন, হে ভগবন্! যে পরিমিত ভূমিতে আমার অধিকার বিদ্য-

মান আছে আমি সে সমুদায়ই আপনাকে প্রদান করিয়াছি আপনি প্রণিধান করিয়া দেখুন আমি কিঞ্চিন্মাত্র বস্তুও গোপন করিয়া রাখি নাই। বিশেষতঃ দানকর্ম্ম প্রভুর ক্ষমতা সাধ্য তাহার অতীত হইলে কোন মতে নির্ব্বাহ হইতে পারে না, যদি আমার কোন ক্ষমতা থাকে প্রকাশ করুন আমি সমস্ত ক্ষমতাই আপনারে সমর্পণ করিয়াছি। হে ভীষ্ম! বাস্কলির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু নিরুত্তর হইলেন, আর এক ক্রমমিত দান প্রার্থনা করিতে পারিলেন না, বরং সেই সত্যবাদী বলিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দানব প্রধান! অধুনা আমি তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব বল? হে মানদ! তুমি মদীয় হস্তে শরীর ন্যস্ত পূর্ব্বক এই মহৎ কার্য্য করিয়াছ একারণ তুমি বর গ্রহণের যোগ্য পাত্র, আপনার অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর। হে বীর! ভগবান বিষ্ণু প্রীত হইয়া এইরূপ কহিলে, বাস্কলি কৃতার্থ হইয়া বামনদেবের প্রীতি সমুদ্ভাবন করত কহিলেন, হে দেবদেব! আপনি প্রীত হইয়া আমারে বরদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তবে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করুন, তপস্বীগণ যে শ্বেতদ্বীপের দর্শন লাভ করিতে পারেন না, আমি আপনার কৃপায় যেন তথায় অধিবাস করিতে পারি। হে ভীষ্ম! দৈত্যপতি বলি এইরূপ দুষ্কর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন, হে বাস্কলে! তুমি যুগান্তর কাল অপেক্ষা কর। যৎকালে আমি বরাহরূপ ধারণ করিয়া পাতাল তলে প্রবিষ্ট হইব, সেই সময় তোমারও বধসাধন করিব, তুমিও মদীয় দেহে লয় প্রাপ্ত হইবে তাহা হইলে তোমার কামনা সিদ্ধি হইবে, হে বীর! এতাবৎকাল অপেক্ষা করিয়া

থাক। তিনি দানবেন্দ্র বলিরে এইরূপ কহিয়া অন্যান্য দানব সকলকে তথা হইতে নিরাকৃত করিলেন, এবং সেই বিভু বামন দেবগণকে পুনরায় ত্রৈলোক্যভার যথাযথ প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। দনুনাথ বাস্কলিও পাতালতল আশ্রয় করিলেন। ধীমান্ দেবরাজও পরম সুখে ভুবনত্রয় পালন করিতে লাগিলেন।

হে কুরূদ্বহ! জগদ্‌গুরু ভগবান্ নারায়ণ এই প্রকার ত্রিবিক্রম বামন রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার পদ-ত্রয় হইতে গঙ্গাদেবী উৎপন্না হইলেন, ইহাঁর নামমাত্র উচ্চা-রণ করিলে সমুদায় কলুষ ধ্বংস হইয়া যায়। হে নৃপ! ভগ-বান্ বিষ্ণুর চরণ হইতে যেরূপে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে, তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা যথানুরূপ শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ মুক্ত হইয়া যায়। বিষ্ণুপদী ত্রয়ীরে দর্শন করিলে, শীঘ্র দুঃস্বপ্ন, দুশ্চিন্তা এবং দুষ্কৃতি নষ্ট হয়। পুষ্করে এই যজ্ঞ পর্ব্বত দর্শন করিলে প্রাণীগণ ও জন্তু সমুদায় সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। হে ভীষ্ম! ভগবান্ বিষ্ণুর পদদর্শন অতি সৌভাগ্যকর, যে মানব মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ইহার উপর অধিরোহণ করে তাহার সর্ব্বসৌভাগ্য লাভ হয়। এই ত্রিপুষ্করী যাত্রা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল-লাভ হয়। পাপরাশি তাহার শরীর স্পর্শ করিতে পারে না, এবং পরিণামে বিষ্ণুপুরে বাস হইয়া থাকে।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভগবন্ পুলস্ত্য! দৈত্যরাজ বাস্কলির বন্ধন অতি আশ্চর্য্যকর। ভগবান্ ত্রিবিক্রম বামন যে প্রকারে বলিরে বন্ধন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণসত্তমগণের প্রমুখাৎ তাহা আমার শ্রুত হইয়াছে বিরোচন নন্দন বলি অদ্যাপিও পাতালে বসতি করিতেছেন, এই সমুদায় বিষয় যথাযথ বর্ণনা করুন। হে গুরো! আর যে প্রকারে নাগতীর্থের উদ্ভব হইয়াছে, পিশাচগণ যেরূপে উৎপন্ন হয়, কিরূপেই বা শিবদূতী প্রাদুর্ভূতা হইলেন, এবং তিনি কি কারণেই বা ক্ষেমঙ্করী বলিয়া উদাহৃতা হইয়া থাকেন, হে মহামুনে! কি হেতু অন্তরীক্ষে পুষ্করে তীর্থ নির্ণীত হইয়াছে এবং যে প্রকারে দৈত্যরাজ বলির বন্ধন সংঘটিত হইয়াছিল, হে প্রভো! দেবদেব বিষ্ণু যেরূপে ভূমি আক্রমণ করিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া এই সমুদয় আমার নিকট বর্ণন করুন, ইহা শ্রবণ করিলে সমুদায় পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা ইহা শ্রবণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে রাজন্ ভীষ্ম! তুমি কৌতুকাক্রান্ত হইয়া যে প্রশ্নভাব প্রকাশ করিলে, সে সমুদায় আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। হে নৃপসত্তম! ভগবান্ বিষ্ণুর অনুসঙ্গেই বলির বন্ধন হইয়াছিল এ সমুদায় পূর্ব্বে তোমারে যথাযথ বলিয়াছি, তুমিও আমার নিকট এই উপা-

খ্যান শ্রবণ করিয়াছ। হে ভীষ্ম! পুনরায় বৈবস্বত মন্বন্ত কাল প্রাপ্ত হইলে বৈরোচনি বলি ত্রৈলোক্য আক্রমণ করি বেন, তখন প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু বামন রূপ পরিগ্রহ করিয় একাকী বলি যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া বলিরে বন্ধন করিবেন হে নরাধিপ! এই প্রকারে পুনরায় বামনের প্রাদুর্ভাব হইবে তিনি বামন হইয়াও অবামন রূপে ত্রিবিক্রম দ্বারা দেবকার্য্য সাধন করিবেন। হে কুরুনন্দন! তোমারে এই সমুদায় কহি- য়াছি অধুনা নাগগণের তীর্থ বিষয় শ্রবণ কর।

হে মহাব্রত! অনন্ত, বাসুকি, মহাবল তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, অপরাজিত কুলীর প্রভৃতি বহুতর নাগ- গণ মহর্ষি কশ্যপের বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইহাঁরা যে সমস্ত নাগসন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা প্রায় সমুদায় জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ইহারা সকলেই ভীমকর্ম্মা তীক্ষ্ণশ্রোত্র বিশিষ্ট এবং সকলেই অতিশয় বিষোল্বণ। হে নরাধিপ! এই সমুদায় নাগতনয় মনুষ্যগণকে দর্শন করিবামাত্র ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। ইহারা এরূপ ভয়ানক হইয়াছিল যে ইহাদের দর্শনেই মানুষগণ হতপ্রাণ হইয়া যাইত। পরম দারুণ নাগগণ এইরূপে অহরহ প্রজাক্ষয় আরম্ভ করিলে, সমস্তাৎ প্রজা সকল নিরন্তর আপনাদের ক্ষীণতা দেখিয়া শরণ্য ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল। হে মহীপতে! প্রজাগণ এই- মাত্র অর্থনির্দ্দেশ করত কহিতে লাগিল। প্রজাগণ কহিল, হে দেবদেব! আপনি এই লোক সকলের স্বয়ং প্রকৃতি, আপ- নিই পরমেশ্বর, আমাদের স্রষ্টা ও পাতা, হে বিভো! আমরা তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ভুজঙ্গমগণ দ্বারা ভীত হইয়াছি, আপনি আমা- দিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন। হে প্রভো! এই

রাত্মা নাগগণ অহরহ আমাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে, তাহারা মনুষ্য তুরগ প্রভৃতি পশুদিগকে প্রায় নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল। হে পিতামহ! আপনি যাবতীয় প্রাণিপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু অধুনা ভুজঙ্গ দ্বারা আপনার সৃষ্টিক্ষয় হইতেছে, বিবেচনা করিয়া ইহার যথোচিত বিধান করুন। হে বীর! লোক বিধাতা ব্রহ্মা সমুদায় প্রজাগণের প্রমুখাৎ নাগের দৌরাত্ম্য অবগত হইয়া কহিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে প্রজাগণ! আমি অচিরাৎ তোমাদের এই ভয় নিবারণ করিতেছি, তোমরা নিঃসংশয়ে স্ব স্ব নিকেতনে গমন কর, অদ্য হইতে অবশ্যই আরোগ্য লাভ করিবে। হে ভীষ্ম! অব্যক্তরূপী ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে সমস্ত প্রজাগণ পরম প্রীতি সহকারে স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। এদিকে সমুদায় প্রজাগণ গমন করিলে প্রজাপতি ব্রহ্মা বাসুকি-প্রমুখ নাগগণকে আহ্বান করত ক্রোধ সহকারে অভিসম্পাত করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে নাগগণ! তোমরা যেমন প্রতিদিন মনুষ্য সকলের ক্ষয়সাধন করিতেছ, কিছুই মমতা করিতেছ না, তোমাদের এই অত্যাচারের ফল শীঘ্র প্রাপ্ত হইবে। সোমবংশোদ্ভব রাজা জনমেজয় সর্পসত্রে প্রদীপ্ত হুতাশনে তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন। আর স্বীয় মাতৃবৈর স্মরণ পূর্ব্বক পক্ষীরাজ গরুড়ও অনুক্ষণ তোমাদিগকে ভক্ষণ করিবেন। এই প্রকারে সমুদায় দুষ্ট নাগগণ বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। হে ভীষ্ম! জগদ্‌যোনি ব্রহ্মা নাগগণের প্রতি এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে, ভুজঙ্গমগণ সাতিশয় খিদ্যমান ও তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিল, হে ভগবন্! হে সুরজ্যেষ্ঠ! আমরা আপনার দ্বারাই

এইরূপ কুটিল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনিই আমাদিগকে ক্রুরতা, বিষোল্বণতা ও দংশকতা সম্পন্ন করিয়াছেন; অতএব হে বিভো! অধুনা আপনি আমাদিগকে কি কারণে অভিশপ্ত করিতেছেন? ব্রহ্মা কহিলেন, হে পন্নগগণ! আমিই তোমাদিগকে কুটিলাশয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি বটে কিন্তু এই কারণে কি তোমরা নির্দ্দয় হইয়া নিত্য মনুষ্যদিগকে ভক্ষণ করিবে? নাগগণ কহিল হে দেব! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের তথা মানুষ সকলের পৃথক্ পৃথক্ মর্য্যাদা ও পৃথক্ পৃথক্ সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিন। হে লোকেশ! আপনি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, রাজা জনমেজয় সর্পসত্রে তোমাদিগকে বিনাশ করিবেন, এইপ্রকার অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন। হে দেব! প্রসন্ন হইয়া ইহার উপায় অবধারণ করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নাগগণ! জরৎকারু নামে কোন ব্রাহ্মণ সত্তম বিখ্যাত হইবেন, তোমাদের ভগিনী জরৎকারু তাঁহার ভার্য্যা হইবে। সেই জরৎকারু যজ্ঞপরায়ণ আস্তিক নামে যে পুত্র প্রসব করিবে, সেই ব্রাহ্মণই এই ভয় হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে, সন্দেহ নাই। আর সেই আস্তিক ব্রাহ্মণই তৎকালে মনুজদিগের সহিত তোমাদের মহৎ সময় অবধারণ করিবে। হে পন্নগগণ! অধুনা তোমরা একমনা হইয়া আমার শাসন শ্রবণ কর, আমি সন্তুষ্ট হইয়া ঋতগৌলী, নয়, ও হর্য্যক্ষ এই তিন গৃহ তোমাদিগের বাসের উপযোগী করিয়া দিলাম, তোমরা তথায় সুখে অবস্থান করিতে থাক, আমি তোমাদিগের আরও বহুবিধ ভোগ্য নির্ণয় করিয়া দিতেছি, তোমরা আমার শাসনাধীন থাকিয়া যত দিন সেই

মহাত্মা জনমেজয়ের শাসন সমাগত না হয় ততদিন ঐ স্থলে সাবধান হইয়া থাক। অনন্তর যৎকালে বৈবস্বত মন্বন্তরের আদিতে তোমরা কশ্যপের দায়াদ হইবে সেই সময় সমস্ত দেবতা তথা ধীসম্পন্ন সুপর্ণের সহিত তোমাদের দায়াদত্ব থাকিবে। হে পন্নগগণ! ঐ সময়ে রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে হুতাশন চিত্রভানু তোমাদিগকে ভক্ষণ করিতে থাকিবেন এবং তোমরা অতিকষ্টে ঐ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। এই প্রকারে তোমাদের অব্যাহতি লাভ হইবে সন্দেহ নাই। হে ভীষ্ম! বিষোল্বণ নাগগণ লোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার নিকটে শাপ এবং প্রসন্নতা এই উভয় যুগপৎ লাভ করত দুঃখিতান্তঃকরণে পাতাল ভবনে গমন করিল। হে ভারত! অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, তাহারা পরস্পর এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল, দৈববশে মহাযশা জনমেজয় আমাদের কুলনাশক হইয়া অবশ্যই পাণ্ডববংশে অবতীর্ণ হইবেন। হায় আমাদিগকে এই বিপদ হইতে কে উদ্ধার করিবে। এবং সেই জগদ্‌যোনি ত্রিভুবনের অধিপতি সমস্ত লোকের পিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও কি কারণে আমাদিগকে এইরূপ গুরুতর অভিশাপ দিলেন। সেই বিরাটরূপী ব্রহ্মা ইদানী পুষ্করতীর্থে যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন, সকলে মিলিত হইয়া তথায় গমন করি, তাঁহারে প্রসন্ন করিতে পারিলে তিনি তুষ্ট হইয়া অবশ্যই আমাদিগকে শুভ বর প্রদান করিবেন। হে ভারত! ভুজঙ্গগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া সত্বর সেই ত্রিপুষ্কর মধ্যে সমাগত হইল, এবং তথায় যজ্ঞপর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া শৈলভিত্তিরে আশ্রয় করিয়া রহিল। হে কৌরব! লোকনাথ ব্রহ্মা সমুদায় নাগগণকে ক্লান্ত দেখিয়া তাহাদের ক্লেশ মোচ-

নার্থে এইরূপ উপায় করিলেন যে সর্ব্বসুখপ্রদ শীতল বারিধারা সহসা উদঙ্মুখে নিক্রান্তা হইয়া শ্রান্ত নাগগণের উপর পতিত হইতে লাগিল। ঐ সমুদায় জলরাশি ভূমণ্ডলে নাগতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহারে নাগকুণ্ড বলিয়া থাকে, কেহ বা নাগসরিৎ বলিয়া ব্যাখ্যা করে, যাহা হউক, এই নাগতীর্থ অতিশয় পুণ্যজনক ও সমস্ত নাগের বিষনাশক হইয়াছে। যে মানব পঞ্চমী তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক এই নাগতীর্থে স্নান করে, সর্পগণ কদাচ তাহার বংশে পীড়া প্রদান করে না। হে মানদ! যে মানব এই নাগকুণ্ডে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করে, লোক বিধাতা ব্রহ্মা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহারে পরম স্থান প্রদান করেন সন্দেহ নাই। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহারে পরম স্থান প্রদান করেন সন্দেহ নাই। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপে নাগগণকে বিগতভয় করিয়া পুনরায় সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করাইলেন। যাহা হউক, এই পঞ্চমী তিথি অতিশয় পবিত্র, সর্ব্বপাপহর ও শুভ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে যেহেতু ঐ তিথিতে নাগগণের প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই দিবসে কটু ও অম্ল ভোজন পরিত্যাগ করিবে। এই তিথিতে ক্ষীর দ্বারা নাগগণের পূজা করিলে পরম নির্ব্বৃতি লাভ হইয়া থাকে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে গুরো! নাগতীর্থের বিবরণ শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে দেবী শিবদূতী যেখানে গমন করিয়াছেন এবং যাহাতে বিনিবেশিতা হইয়াছেন সেই সমুদায় যথাবিধি বলিতে আজ্ঞা হউক।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে ভীষ্ম! কোন সময়ে শিবা তপস্যায়

ধৃতমানস হইয়া নীলগিরি আশ্রয় করিলেন। রৌদ্রীর তপঃ-প্রভাবে যেরূপে শক্তি শিবদূতী উৎপন্না হইয়াছিলেন, সেই কৌতুকাবহ ব্যাপার শ্রবণ কর।

হে বীর! ভাবিনী শিবা আমি কি প্রকারে চিরকাল এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড পালন করিব এইরূপ চিন্তাপরতন্ত্র হইয়া পঞ্চাগ্নিসাধন দ্বারা দুষ্কর তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন। সেই দেবী উত্তম তপস্যারম্ভ করিয়া কালান্তর অতিবাহিত করিয়া ফেলিলেন। সেই সময়ে মহাতেজস্বী রুরু নামক কোন দানব ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দুর্দ্দান্ত হইয়া সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী রত্নাখ্য পুর মধ্যে বাস করিতে লাগিল। হে ভীষ্ম! দৈত্যেন্দ্র রুরু সমস্ত দেবতাগণেরও ভয়ঙ্কর হইয়া ঐ পুরমধ্যে স্বীয় রাজ্য সংস্থাপন করিল। তৎকালে শত শত সহস্র সহস্র কোটি কোটি দানবগণ মিলিত হইয়া দ্বিতীয় নমুচিদানবের ন্যায় শ্রীমান্ রুরুর সেবায় নিযুক্ত হইল। হে বীর! এই প্রকারে কিছুদিন অতীত হইলে দুষ্ট রুরুদানব লোকপাল-দিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত সমস্তসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইল।

অনন্তর দেবগণ স্বীয় স্বীয় অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত দুই বৎসর কাল ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্দ্ধর্ষ রুরু সেই যুদ্ধে অমরগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। হে ভীষ্ম! দেবগণ এইরূপে পরাজিত হইলে, বীর্য্যবান্ অসুর সকল বিবুধগণের প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই সমস্ত দেবতাই ভয়ে বিহ্বল হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে থাকিলেন। পরে তাঁহারা যেখানে স্বয়ং শিবানী রৌদ্রী দেবী গাঢ় তপস্যা অবলম্বন পূর্ব্বক স্থিতি করিতেছেন

সেই নীলপর্ব্বত মধ্যে উপস্থিত হইলেন। হে কৌরব! সেই দেবী সংহারকারিণী বলিয়া বিখ্যাতা হইয়া থাকেন, তাঁহারেই কালরাত্রি বলিয়া জানিবে। প্রফুল্লোৎফুল্ললোচনা দেবী শিবা সমস্ত বিবুধগণের তাদৃশ দুরবস্থা দর্শন করিয়া বিস্ময়যুক্তা হওত দেবতাগণের সেইপ্রকার দুর্দ্দশা হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদের পশ্চাতে ত কোন ভয়ের চিহ্ন দেখিতে পাই না। তবে কি নিমিত্ত ইন্দ্র-প্রমুখ দেবতাগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া দৌড়িয়া আসিলে?

দেবতারা কহিলেন, হে দেবি! আমাদের ভয়ভীতির কারণ শ্রবণ করুন, ভীমপরাক্রম দৈত্যনাথ রুরু চতুরঙ্গ সেনায় পরিবৃত হইয়া এই আমাদের পশ্চাতে আসিতেছে, আমরা তাহা হইতেই ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি, আপনি আমাদিগের এই ভয় অপনোদন করুন। হে ভীষ্ম! দেবী শিবা দেবগণের সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন। তাঁহার সহাস্য বদনকমল হইতে এক শক্তি নির্গতা হইলেন। তাঁহার হস্ত পাশ অঙ্কুশ শূলাদি সমস্ত অস্ত্রে সংযুক্ত ছিল; ভীমদংষ্ট্রা বদ্ধোর্দ্ধমুকুটা সেই দেবী দুর্দ্দান্ত অসুরদিগকে সমাগত দেখিয়া সন্দষ্টদশনচ্ছদা হইয়া ফেৎকাররাবে দানবগণকে সন্ত্রাসিত করিতে লাগিলেন। হে বীর! কোন কোন দেবী শুক্লাম্বর পরিধানা কেহ বা চিত্রবস্ত্র-বিভূষিতা কেহ বা সুনীলবসনাবৃতা অন্যে রক্ত পীত প্রভৃতি নানা বসন পরিবৃতা হইয়া দেবীর সমন্তাৎ পরিব্যাপ্ত হইল। এই সমুদায় শক্তিগণ নানাবিধ দেহ এবং নানাপ্রকার মুখ ধারণ পূর্ব্বক দেবতাগণকে অভয় দান করিতে লাগিল। হে কৌরব! রৌদ্রীশিবা এই অদ্ভুতাকারসম্পন্না অদ্ভুতবীর্য্যা

শক্তিগণে পরিবৃতা হইয়া, হে দেবতাগণ! ভীত হইও না, তোমাদের সর্ব্বত্র কুশল হউক, আর তোমাদের কোন চিন্তা নাই এইরূপ কহিলেন। এদিকে দৈত্যনাথ রুরু অমরগণকে পলায়নপর নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদের গমনপথের অনুসরণ পূর্ব্বক চতুরঙ্গ বলের সহিত মিলিত হইয়া সেই নীল পর্ব্বত মধ্যে উপস্থিত হইল, এবং তথায় দেবদেবীসমাকুল দেব-সৈন্য অবলোকন করিয়া দৈত্যগণ তাহাদিগকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ এইরূপ কহিতে লাগিল, হে বীর! অনন্তর সেই সমুদায় অসুরগণ ও দেবীগণের পরস্পর মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধে দৈত্যগণ নারাচাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া ভয়ার্ত্ত হইল, সর্পগণ যে প্রকার দণ্ডাঘাতে প্রভগ্ন হয়, তদ্রূপ ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়িল। যাহা হউক সেই যুদ্ধে শক্তি দ্বারা কাহার হৃদয় নির্ভিন্ন হইল এবং গদা প্রহারে কাহারও বক্ষঃস্থল চূর্ণ হইয়া গেল। হে ভীষ্ম! রৌদ্রীদেহসমুৎপন্না দেবীগণ কুঠারাঘাতে কোন কোন অসুরের শিরশ্ছেদন এবং মূসল দ্বারা কাহারও মস্তক বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। যাহা হউক শক্তিগণের ত্রিশূ-লাগ্র দ্বারা দৈত্য সৈন্যগণের গ্রীবা উরু প্রভৃতি ভিন্ন হইয়া অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও পদাতি সকল ভূতলশায়ী হইল। তৎ-কালে রুরু ব্যতিরিক্ত প্রায় সমুদায় দানবগণ রণভূমে নিপ-তিত হইয়া গেল। এইরূপে দৈত্যবল নিহত হইলে অসুর-পতি রুরু আপনার বলক্ষয় দেখিয়া মায়া সৃষ্টি করিল। এবং সেই আসুরিক মায়া দ্বারা রণস্থলে সেই সমুদায় দেব দেবী-গণকে মোহিত করিয়া ফেলিল। রৌদ্রীশিবা সেই সমুদায় দেবদেবীগণকে অসুরমায়ায় সমাচ্ছন্ন দেখিয়া সেই আসুরিক মায়া নিবারণ করিলেন। তদনন্তর স্বীয় মহাশক্তি অস্ত্র দ্বারা

রুরুরে তাড়না করিলেন। হে রাজেন্দ্র! দৈত্যপতি রুরু সেই যুদ্ধে দেবী কর্তৃক তাড়িত হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। এবং স্বীয় দানবী মায়া বিনষ্ট হইল দেখিয়া সংগ্রাম পরিহার পূর্ব্বক শীঘ্র পাতাল তলে প্রবিষ্ট হইল। পরমেশ্বরী রৌদ্রী দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া সেই সমুদায় দেবীগণে পরিবৃতা হইয়া পাতালভবনে রুরুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

হে ভীষ্ম! দেবীর বদনোৎপন্না শক্তি সকল ক্ষুধায় কাতর হইয়া রৌদ্রী শিবারে কহিলেন, হে দেবি! হে শুভে! আমরা অতিশয় বুভুক্ষিত হইয়াছি, আমাদিগকে ভোজন প্রদান করুন। দেবীগণ এইরূপ কহিলে, শিবা তাহাদিগকে ভোজন সামগ্রী প্রদান করিলেন। যখন ঐ সমুদায় ভোজন করিয়া তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইল না, তখন তিনি পশুপতি মহাদেব রুদ্রদেবকে ধ্যান করিলেন। ত্রিলোচনা বিভু কৃপাপরবশ হইয়া ধ্যানমাত্রই তথায় উপনীত হইয়া দেবীরে কহিলেন, তোমার কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিতে হইবে বল। হে বরারোহে! তোমার মনোগত অভিলাষ কি সত্বর প্রকাশ কর। শিবদূতী কহিলেন, হে দেব! এই সমুদায় দেবী ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাদের ভক্ষণার্থে কিঞ্চিৎ মাংস প্রদান করুন। হে ভীষ্ম! দেবী শিবদূতী এইরূপ প্রার্থনা করিলে ভগবান্ রুদ্রদেব কহিলেন, হে দেবি শিবদূতী! এই দেবী সকলের একটি ভক্ষণোপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। যুগান্তর সমাগত হইলে গঙ্গাদ্বারে এক যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। আমার গণ সমুদায় সেই যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ফেলিলে যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া বেগে

পলায়ন করিতে থাকিবে। সেই সময়ে আমি তাহারে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলে সেই নক্ত রুধিরে সিঞ্চিত এবং অজগন্ধ-যুক্ত হইবে। তখন দেবতাগণ আমার ঐরূপ একটি নাম কীর্ত্তন করিবে। আমি এই দেবীগণের ভোজন নির্দ্দেশ করিলাম। হে দেবি! ইহাদের নিমিত্ত আর একটী ভোজন নিরূপিত করিয়াছি। হে দেবেশি! যে স্ত্রী গর্ব্ভবতী হইয়া অন্যা স্ত্রীর পরিধেয় পরিধান করে কিম্বা স্পর্শও করে বিশেষতঃ পুরুষের পরিধেয় ব্যবহার করে, অথবা সভা গোষ্ঠে গমন করে কিম্বা ভূতলে একাকিনী অবস্থিতা থাকে এই দেবী সকল তাহাদের এই ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদের সন্তান সকল গ্রহণ করিবেন। এবং বহুশত বর্ষ প্রীতি-সহকারে তাহাদের দেহে অবস্থিতি করিবেন। হে বরারোহে! ইহাঁরা সূতিকাগৃহচ্ছিদ্র গ্রহণ করিরা তথায় পূজিতা হইতে থাকিবেন। হে দেবেশি! তথায় জাতহারিকারা কদাপি থাকিতে পারিবে না, গৃহে ক্ষেত্রে তড়াগে রাজ্যে ও উদ্যানে চিন্তারত হইয়া যে সকল স্ত্রীগণ নিত্য বসতি করিবে, এই দেবীগণ তাহাদের শরীর এবং অন্যান্য তাবৎ বৃত্তির আশ্রয় করিয়া সুখভোগ করিতে থাকিবেন। হে ভীষ্ম! ভগবান্ শঙ্কর দেবীগণের ভক্ষণ নিরূপণ করিলে শিবদূতী কহিলেন, হে মহাদেব! আপনি সর্ব্বজীবের কল্যাণদাতা শঙ্কর হইয়া এই সমুদায় দেবীকে প্রজাপীড়াকর এইরূপ কুৎসিত আহার কেন প্রদান করিলেন, কৃপা করিয়া যাহাতে ইহাদের মঙ্গল সাধন হইতে পারে এইরূপ বিধান করুন, হে মানদ! প্রজাপীড়া অতি লজ্জাকর, অতএব ইহাদিগের অন্য ভোজ্য নির্দ্দেশ করিয়া দিন। হে বীর! দেবী এইরূপ কহিলে দেব-

দেব মহেশ্বর সেই দেবী পার্ব্বতীর সন্নিধানে ধর্ম্ম ও অর্থদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে পার্ব্বতি! আমিই সমুদায় অন্নের সাধন করিয়াছি সেই অন্নই বহুরূপে পরিণত হইয়া ব্যয়ীভূত হইয়াছে আমার নিকট কিছুমাত্রও নাই। আপনারা আমার নিকট তৃপ্তিলাভার্থ সমাগত হইয়াছেন। আমি আপনাদিগকে কিরূপ ভোজন প্রদান করিব তাহাই চিন্তা করিতেছি, যে সকল দ্রব্য আমার নামে অর্পিত হইবে আপনারা তাহাই ভোজন করিবেন, যেহেতু কেহ কখন উহার স্বাদ পরিগ্রহ করে নাই। অনাস্বাদিত বলিয়াই ইহা আপনাদিগকে প্রদান করিলাম। অধুনা আপনারা আমার নাভির অধোভাগে বর্ত্তুল ও ফলের ন্যায় যে দুইটী লম্বমান বৃষণ আছে তাহাই ভক্ষণ করুন। হে কৌরবেন্দ্র! সেই দেবীগণ ভগবান্ শঙ্করের নিকট মহাপ্রসাদ লাভ করিয়া পরমাহ্লাদিতা হইলেন, সকলে মহাদেবকে প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহার স্তুতি করিলেন। মহেশ্বর কহিলেন, হে দেবীগণ! আমি তোমাদিগকে যেরূপ খাদ্য প্রদান করিয়াছি, কোন মানব ইহা অবগত থাকিয়াও তোমাদিগকে দেবতারূপে আহ্বান করিলে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের ধন পুত্র দ্বারা পশু ও গৃহাদি সমস্ত সুখ এবং তাহাদের অন্যান্য অভিলাষ সমুদায় পূরণ করিব। ইহা অবধারিত আছে যে হাস্য দ্বারা দীর্ঘদশন এবং নিন্দাভাজন হইয়া থাকে অতএব জানিয়া শুনিয়া নিন্দা ও হাস্য পরিত্যাগ করিবে। অধিকন্তু, হে দেবীগণ! আপনারা লোক সকলের রক্ষা করিয়া থাকেন, একারণ লোকমধ্যে মাতৃগণ বলিয়া বিখ্যাতা হইবেন। যে মানব আশ্বিনী পূর্ণিমা কিম্বা কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতিথিতে সমুদায় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া

চনকপূরিকা এবং বৃষণের উপহার প্রদান করিবে কোন কালে তাহার বংশ উচ্ছেদ হইবে না। এই প্রকার অর্চ্চনা করিলে অপুত্রের পুত্রলাভ, ধনহীনের ঐশ্বর্য্য তথা রূপবান সুভগ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভান্তে আনন্দভোগ করিতে থাকে। হে রাজেন্দ্র! ভগবান শঙ্কর মাতৃগণের পূজাদি কীর্ত্তন করিয়া রৌদ্রীদেবীরে সম্বোধন করত কহিলেন, হে শিবদূতি! এই সমুদায় মাতৃকারূপিণী দেবীগণের যে ভক্ষ্য নির্দ্দেশ করিলাম, আপনি কহিলেন ইহা লজ্জাস্পদ অতএব সবিশেষ তাহার বর্ণনা করুন। তিনি এইরূপ কহিয়া সেই দেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন, হে দেবি! হে চামুণ্ডে! তোমার জয় হউক, তুমি সমুদায় জীবের অপহর্ত্তা ও সর্ব্বগতা; তুমি কালরাত্রি স্বরূপা তোমারে নমস্কার। হে বিশ্বমূর্ত্তে! হে শুভে! হে বিরূপাক্ষি! তুমি ত্রিলোচনী, শুদ্ধ শুভস্বরূপা ও ভীমরূপা শিবা নিত্যা এবং মহামায়া; হে কৃষ্ণে! তুমিই ক্ষুভিতা, ভীমাক্ষি ও জয়া তোমারে নমস্কার; তুমি মহাদেব বিচিত্রাঙ্গী, নৃত্যপ্রিয়া ও শুভরূপিণী বিকালিনী কালিকা, তুমি মহাকালী ও পাপহারিণী। হে ভীমরূপা ভয়ানকে দেবি! তুমি পাশহস্তা, দণ্ডহস্তা ও ভীমরূপা চামুণ্ডা, তোমারে নমস্কার। হে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে হে মহাবলে! তুমি প্রেতাসনগতাশিবা, হে ভীমাক্ষি দেবি! তুমি সর্ব্বভূতভয়ঙ্করী, হে করালবক্ত্রান্তে! তুমি করালী, বিকরালী, তুমিই মহাকালী ও করালিনী কালী এবং কালরাত্রি; তোমারে নমস্কার। দেবি! তুমি সর্ব্বশাস্ত্রান্বিতা ও সর্ব্বদেবনমস্কৃতা, তোমারে নমস্কার। রাজন্ ভীষ্ম! দেবী শিবদূতী পরমেষ্ঠী রুদ্রদেবতা কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া

পরম পরিতুষ্টা হইলেন, পরে এইরূপ বাক্যে কহিলেন, হে দেবেশ! আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি তোমার মনোভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

রুদ্র কহিলেন, বরাননে দেবি! আপনি আমার এই স্তোত্রে যে সন্তুষ্টা হইয়াছেন, ইহা দ্বারাই আমারে এক প্রকার বরদান করা হইয়াছে। পরন্তু যে ব্যক্তি মৎকৃত এই স্তোত্র পাঠ দ্বারা আপনার তুষ্টি সাধন করিবে, আপনি তাহাদিগকেও বর প্রদান করিবেন। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি এই নীলপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া ভক্তিভাবে আপনার পূজা করিবে তাহার পুত্র, পৌত্র ও সমুদায় পশ্বাদি সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইবে। দেবি! যে ব্যক্তি এই উপাখ্যান ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিবে সে সমুদায় পাপরহিত হইয়া শিবপুরী গমন করিবে। নরাধিপ ভীষ্ম! যে কোন ভূপতি ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া অষ্টমী নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে নিয়ত শুচি ও উপবাসী থাকিয়া এই স্তোত্র পাঠ করেন তিনি সম্বৎসর কাল মধ্যে নিষ্কণ্টকীকৃতরাজ্য লাভ করিয়া থাকেন। যাহা হউক বীর! সর্ব্ববেদাঙ্গরূপিণী জ্ঞানাত্মিকা এই শক্তিই রাজসী, রক্তা ও বৈষ্ণবী বলিয়া বিখ্যাতা হইয়া থাকেন, এই রৌদ্রী শক্তি দেবীকেই শিবদূতী কহা যায়। নৃপ! যে ব্যক্তি পরম ভক্তি সহকারে এই শিবদূতীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্ব পাপ মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ পদ লাভ করে। ভীষ্ম! ইহার প্রভাবে আর কি বলিব, যে ব্যক্তি পুষ্করতীর্থীয় জলে স্নান করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক এই স্তোত্র কীর্ত্তন করে সেও এই সমুদায় ফল যথাযথ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পার্থিব! এই শিবদূতীর উপাখ্যান যাহার গৃহমধ্যে সর্ব্বদা

লিখিত থাকে, তথায় কদাপি অগ্নিভয় সর্প ও চৌরাদি ভয় থাকে না। যে ব্যক্তি পুষ্করতীর্থে বাস করিয়া ইহার পূজা করে, বীর! সমস্ত ত্রৈলোক্যে তাহার চেষ্টা বিদ্যমান থাকে, এবং তাহার অনেক সন্তান, ধন, ধান্য এবং বরস্ত্রী লাভ হয়। সে অতিশীঘ্র রত্ন ও সুবর্ণাঢ্য হইয়া থাকে। যাহার গৃহে এই বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে অবশ্যই তাহার সুখসৌভাগ্য লাভ হয়।

ভীষ্ম কহিলেন, ব্রহ্মন্! জীবগণ কোন্ কর্ম্মবিপাকদ্বারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় এবং কিরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে এই প্রেতের মুক্তি হইয়া থাকে, এই সমুদায় যথাবিধি কীর্ত্তন করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, নৃপসত্তম! তোমার নিকট ইহার সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, যাহা শ্রবণ করিলে কদাপি মোহ আক্রমণ করিতে পারে না। দেবতাগণও যে দুস্তর নরক উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ নহেন প্রাণীগণ স্বকর্ম্মানুসারে সেই দুস্তর ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়া প্রেতযোনি অবলম্বন করে। দৈবাৎ কোন সাধুলোকের সহিত আলাপন অথবা কোন পুণ্যতীর্থের নামানুকীর্ত্তন করিলে, প্রেতযোনি প্রাপ্ত মানবগণ তৎক্ষণাৎ ঐ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ভীষ্ম! এই বিষয়ের একটী উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পৃথু নামে সংশিতব্রত কোন ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সেই যোগবিৎ সর্ব্বদা স্বাধ্যায় ও হোমনিরত থাকিয়া কালাতিপাত করিতেন। এই পৃথু ব্রাহ্মণ অনুক্ষণ শম দম ও ক্ষান্তি সম্পন্ন; হিংসা ও হিংস্রতা ইহাঁর নিকট অবস্থিতি করিতে পারিত না; ইনি সর্ব্বদাই স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত, ব্রহ্ম-

চর্য্য ও তপোযুক্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেন। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও পিতৃকার্য্য করিতে কদাচ তাঁহার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যাইত না। তিনি পরলোকে পাপপীড়াভয়যুক্ত হইয়া সত্যবাক্য পালনে স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। তাঁহার মুখে মধুর বাক্য নিঃসৃত হইত তিনি সর্ব্বদা অতিথিসেবায় তৎপর ছিলেন। কাহার সহিত কখন কোন দ্বন্দ্ব করেন নাই। সংসারজয় বাসনা করিয়া এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানেই কালাতিবাহিত করিতেন। ভীষ্ম! সেই তপস্বী পৃথু এই প্রকার স্বভাব সম্পন্ন থাকিয়া বহুকাল অরণ্য মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, যোগবিৎ পৃথু ব্রাহ্মণের বুদ্ধি তীর্থদর্শনাভিলাষিণী হইয়া উঠিল। তিনি ইহাই পর্য্যালোচনা করিলেন যে, পুণ্যতীর্থ করিলে পুণ্যকর্ম্মের ফল হইয়া থাকে, অতএব তীর্থদর্শন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ অবধারিত করিয়া প্রভাতে পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া স্নান ও তর্পণাদি ক্রিয়া সমাধা করিলেন। পরে কৃতজপ্য ও কৃতনমস্কার হইয়া পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে বৃক্ষাদিহীন নির্জ্জন ও কণ্টকময় অরণ্য মধ্যে ভীষণাকার পাঁচটি পুরুষ ভ্রমণ করিতেছে। হে বীর! সেই তত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ ঘোরতর বিকৃতাকার পাপদর্শন পাঁচজন প্রেতকে দেখিয়া ত্রস্ত হৃদয়ে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। ভয়োদ্বিগ্নমনা ব্রাহ্মণ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিকৃতানন বিকৃতাকার তোমরা কে? এবং কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এইরূপ বিকৃতাকার প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা কেনই বা এরূপভাবে পথ পর্য্যটন করিতেছ?

প্রেতগণ কহিল, আমরা প্রতিনিয়তই ক্ষুৎপিপাসা পীড়িত

ও মহদ্দুঃখে সমাবৃত আছি, আমরা সকলে এরূপ ক্ষুৎপীড়িত হইয়াছি যে, আমাদের চেতনা ও সংজ্ঞা নষ্টপ্রায় হইয়াছে। সেই কারণেই আমাদের দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাই এমন কি, আমরা কি অন্তরীক্ষ কি ত্রিদিব কি মহী ইহার কিছুই বিদিত নহি, যাহা হউক, ভাস্করের উদয় দর্শন করিয়া যেরূপ প্রভাত দীপ্তি পাইয়া থাকে, আমরা আপনার নিকট আমাদের এই দুঃখ কীর্ত্তন করিয়াও সেই প্রকার সুখলাভ করিতেছি। আমাদের নামও বলিতেছি শ্রবণ করুন। পর্য্যুসিত, সূচীমুখ, শীঘ্রগ, রোহক ও লেখক নামে আমরা বিখ্যাত। ব্রাহ্মণ কহিলেন, কর্ম্মবিপাক বশতঃ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তোমরা কর্ম্মানুসারেই প্রেতত্ব লাভ করিয়াছ; প্রেতযোনিপ্রাপ্ত তোমাদের নামের কারণ কি? তোমরা যে কারণে সনামক প্রেত হইয়াছ তাহা বর্ণন কর। প্রেতগণ কহিল, আমি ব্রাহ্মণকে পর্য্যুসিত অন্ন দান করিয়া সর্ব্বদা স্বাদু অন্ন ভোজন করিতাম একারণ পর্য্যুসিতনাম পাইয়াছি। অন্নাদিপ্রার্থক ব্রাহ্মণদিগকে অনেকানেক স্থানে সূচিত করিতাম এই কারণেই সূচীমুখ নাম হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তম! ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ খাদ্য প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিতাম এই কারণে শীঘ্রগ এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বিপ্র! গৃহের উপরিভাগে থাকিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইয়া স্বয়ং অন্ন ভোজন করিতাম, ব্রাহ্মণগণ উদ্বিগ্নমনা হইয়া থাকিতেন, এই কারণেই রোহক নাম হইয়াছে। ইনি সর্ব্বদা মৌন থাকিয়া ভোজন ও ভূমি লিখন করিতেন, আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ইনিই অধিক পাপিষ্ঠ এই কারণেই ইহার লেখক নাম হইয়াছে। লেখক নেত্র দ্বারা ও রোহক অধাকৃশিরা

হইয়া গমন করে, শীঘ্রগ শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সূচী-মুখ সূচী হইয়াছে। পর্য্যুসিত স্বীয় পাপে লম্বৌষ্ঠ, বৃহৎ উদর ও বৃহৎ বৃষণ সম্পন্ন হইয়াছে, হে বিপ্র! এই সমুদায় যথা সম্ভব আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। ভীষ্ম! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পৃথু প্রেতগণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিলেন, সংসারে যত প্রাণী বিদ্যমান আছে সকলেরই এক এক প্রকার আহার অবধারিত আছে, তোমরা কোন্ দ্রব্য আহার করিয়া থাক তাহা বল।

প্রেতগণ কহিল, ব্রহ্মন্! সমস্ত তত্ত্ববিগর্হিত আমাদের আহারও শ্রবণ করুন, যাহা শ্রবণ করিলে বারম্বার নিন্দা করিতে থাকিবেন। যে গৃহ শ্লেষ্মা মূত্র পুরীষ ও স্ত্রীগণের অমঙ্গলসংযুক্ত এবং শৌচাচারবিবর্জ্জিত, প্রেতেরা সেই গৃহেই ভোজন করিয়া থাকে। যেখানে স্ত্রীলোকের উচ্ছিষ্ট বিকীর্ণ এবং মলিন ও জুগুপ্সিত উপকরণ বিস্তীর্ণ থাকে, প্রেতগণ সেই গৃহেই ভোজন করিয়া থাকে, যে গৃহ সর্ব্বদা নির্লজ্জ ও পতিত জনগণে সেবিত ও দস্যুধর্ম্মে পরিপূরিত প্রেতগণ সেই গৃহেই ভোজন করে। যে গৃহ নিয়মহীন ও হোমাদিক্রিয়াহীন এবং ব্রতহীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, প্রেতগণ সর্ব্বদাই তথায় ভোজন করে। যেখানে গুরুজনের পূজা হয় না, স্ত্রীগণ যথায় কর্ত্তৃত্ব করে, যে গৃহে ক্রোধ হীন না থাকে প্রেতগণ সেইখানে ভোজন করিয়া থাকে। তাত! আমরা আপনার আদেশানুসারেই প্রেত ভোজন বর্ণন করিলাম ইহা অপেক্ষা পাপতর আর কিছুই নাই, এই যোনি যে পাপপূর্ণ তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য; হে তপোধন! আমরা প্রেতভাবাপন্ন হইয়া আপনারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে দৃঢ়ব্রত! যে কর্ম্ম করিলে এই প্রেতত্বলাভ না হয় তাহা বলুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, যে মানব একরাত্র কিম্বা ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অথবা অন্যান্য শুভব্রতের অনুষ্ঠান করে সে কদাপি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় না। যে নর প্রতিদিন একগ্রাস বা তিনগ্রাস মাত্র ভোজন করে এবং সর্ব্বভূতে দয়াবান্, তাহার প্রেতযোনি প্রাপ্তি হয় না। যাহার মান্য ও অপমান, সুবর্ণ ও লোষ্ট্র এবং শত্রু ও মিত্রে সমান বোধ, সে কখনই প্রেত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি নিয়ত দেবতা অতিথি ও গুরুজনের পূজায় রত এবং ভৃত্যগণেরও পূজা করে, সে ব্যক্তি কদাপি প্রেতত্ব লাভ করে না। শুক্লপক্ষীয় চতুর্থী তিথিতে কখনো মঙ্গলবারযুক্ত হইলে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ঐ দিবস পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে, তাহার প্রেতযোনি প্রাপ্তি হয় না। যে মানব জিতক্রোধ, মৎসরহীন, তৃষ্ণা ও আসঙ্গ বর্জ্জিত, ক্ষমাবান্ ও দানশীল সে কদাপি প্রেত হয় না। যে নর গো ব্রাহ্মণ অতিথির পূজায় তৎপর এবং সমুদায় দেবদেবীগণের নিত্য অর্চ্চনা করে সেই ব্যক্তি কখনই প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় না। ভীষ্ম! দ্বিজবর পৃথু এইরূপ কহিলে সেই পঞ্চপ্রেত পুনরায় কহিল, মুনে! আমরা আপনার নিকট বহুবিধ ধর্ম্ম শ্রবণ করিলাম, অধুনা অনুগ্রহ করিয়া যে কর্ম্ম করিলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাই প্রকাশ করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন যাহারা নিয়ত শূদ্রান্ন ভক্ষণ করে তাহারা প্রেত হয়, বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রান্ন ভোজন করে শূদ্রান্ন উদরস্থ করিয়া মৃত হয় তাহারা অবশ্যই প্রেত হইয়া থাকে। যাহারা প্রতিনিয়ত বৃথা মাংস আহারে অনুরত তাহারাই প্রেত হইয়া থাকে। যাহারা অযাজ্য যাজক যজ্ঞক্রিয়াবিহীন এবং শূদ্রের সেবায় রত তাহারাই প্রেত

হয়। যে ব্যক্তি মিত্রের ন্যাস অপহরণ করে এবং শূদ্রপাকে রত থাকে, যে বিশ্বাসঘাতক ও বঞ্চক সেই প্রেত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যৎসামান্য দক্ষিণা অন্যকে বঞ্চনা করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করে এবং যে সর্ব্বদা নাস্তিক ভাবের আশ্রয় করে, সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। বিপ্রেন্দ্র 'পৃথু এইরূপে প্রেতযোনি প্রাপ্তির বিষয় বর্ণনা করিলে গগনমার্গে দুন্দুভি-ধ্বনি এবং সহস্র সহস্র দেবতার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল। এই পঞ্চপ্রেত পুণ্যশীল ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ এবং পুণ্যকীর্ত্তন করিয়াছে বলিয়া উহাদিগকে স্বর্গে লইবার নিমিত্ত সমস্তাৎ রথ আসিয়া উপ-স্থিত হইল। অতিকদর্য্যযোনিপ্রাপ্ত প্রেতগণও সাধুসম্ভাষণ করিয়া মুক্তিলাভ করিল, অতএব যদি তুমি আপনার শ্রেয় কামনা কর তবে অতন্দ্রিত হইয়া সর্ব্বদা সাধুসম্ভাষণে যত্ন-বান হও। বীর! এই পঞ্চপ্রেতসম্বন্ধিনী কথা ধন্য যশস্য ও আয়ুষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, অতএব যে মানব একবার ইহা পাঠ করিবে সে কদাপি প্রেতকুলে জন্ম গ্রহণ করিবে না। যে নর শ্রদ্ধাসহকারে এই প্রেতাষ্টক শ্রবণ করে কখনই তাহারে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইতে হয় না।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মুনিসত্তম! তীর্থশ্রেষ্ঠ পুষ্কর মধ্যে দশরথতনয় রামচন্দ্র ঋষিবর মার্কণ্ডেয় কর্তৃক কি নিমিত্ত প্রবোধিত হইয়াছিলেন? এই উভয় মহাত্মার সমাগম হইবার কারণ কি? উহা কোন্ সময়ে হইয়াছিল? গুরো! মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় কাহার তনয়, এবং কি রূপেই বা উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহাঁর এরূপ নামের কারণ কি? এই সমুদায় যথাযথ বর্ণন করুন। শান্তনুতনয় ভীষ্ম এইরূপ কহিলে পুলস্ত্য কহিতে লাগিলেন।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে ভীষ্ম! অধুনা তোমারে মার্কণ্ডেয়ের উত্তম উৎপত্তি কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। মহাভাগ! পুরাকল্পে সর্ব্বলোকবিশ্রুত মৃকণ্ডু নামক যে এক মুনি ছিলেন, তিনি মহর্ষি ভৃগুর তনয় বলিয়া বিখ্যাত। এই মহাভাগ মৃকণ্ডু অরণ্যচারী হইয়া ঘোরতর তপস্যাচরণ করিলে; তৎকালে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হইল তাহার নাম মার্কণ্ডেয়। বীর! এই মৃকণ্ডুনন্দন মার্কণ্ডেয় পঞ্চবর্ষ বয়সেই নানাবিধ গুণে ভূষিত হইয়াছিলেন। কোন সময়ে বালক মার্কণ্ডেয় প্রাঙ্গণ মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন সেই সময়ে হঠাৎ কোন জ্ঞানী তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। ঐ জ্ঞানী তথায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া মুনি বালক মার্কণ্ডেয়ের জীবন শেষ লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া চিন্তাপরায়ণ হইলেন। পরে তাঁহার পিতারে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বালকের বয়ো-

মান কত হইয়াছে? ভীষ্ম! তখন মৃকণ্ডু স্বীয় তনয়ের বয়স অষ্ট বর্ষ হইয়াছে কহিলেন। মৃকণ্ডু এইরূপে পুত্রের বয়োমান বিজ্ঞাপন করিলে, সেই জ্ঞানী কহিলেন, হে মুনীশ্বর! আমি তোমারে সত্য বলিতেছি, তোমার এই বালকটির আয়ু শেষ হইয়াছে, মৃত্যুর এক মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে, অতএব তুমি এই ক্ষীণায়ু বালকের নিমিত্ত কদাচ শোক করিও না। হে ভীষ্ম! ভৃগুতনয় মৃকণ্ডু জ্ঞানীর প্রমুখাৎ আত্মনন্দনের আয়ুর্হীনতা বিদিত হইয়া সত্বর তনয়ের ব্রতোপনয়ন সংস্কার করিলেন। পরে পিতা মৃকণ্ডু সংস্কৃত বালককে এই উপদেশ প্রদান করিলেন যে, তুমি অদ্য হইতে সমুদায় ঋষিবৃন্দকে অভিবাদন করিতে থাক। হে বীর! ঐ বালকও পিতার আদেশানুসারে সমাগত ঋষিগণকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীপ্তপাবক সদৃশ তেজঃসম্পন্ন নির্ম্মল সপ্তর্ষিগণ তীর্থদর্শন মানসে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তথায় সমাগত হইলেন। এবং বালকমার্কণ্ডেয় পিতার নিদেশানুসারে তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলকেই যথারীতি অভিবাদন করিলেন। তাঁহারাও ঐ শিশুকে "আয়ুষ্মান হও" এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলে, ঐ বালক তৎক্ষণাৎ দণ্ডমেখলা পরিত্যাগ করিলেন। এবং কহিলেন, হে মহাত্মাগণ! আমি ক্ষীণায়ুঃ, আপনারা কি নিমিত্ত আমারে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন? হে কৌরবেন্দ্র! তখন সেই ঋষি সকল বাস্তবিক তাঁহার আর পাঁচদিন মাত্র আয়ু নির্দ্ধারিত আছে দেখিয়া ভীত হইলেন, এবং মার্কণ্ডেয়কে সঙ্গে লইয়াই তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন।

হে ভীষ্ম! এইরূপে সেই সপ্তর্ষিগণ মার্কণ্ডেয়কে সঙ্গে

লইয়া ব্রহ্মসদনে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে তথায় স্থাপানন্তে পিতামহ ব্রহ্মারে প্রণিপাত পুরঃসর প্রণাম করিলেন। পরে লোকবিধাতা ব্রহ্মা বালক মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া দীর্ঘায়ু হও, এইরূপ কহিলেন। হে বীর! সপ্তর্ষিগণ তৎকালে পিতামহ ব্রহ্মার ঐরূপ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইলেন এবং তাঁহার নিকট এই বালক নিরায়ু ইহা কহিলেন। ব্রহ্মা ঋষিদিগের তাদৃশভাব অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন, তোমরা কি কার্য্য সাধনার্থ এখানে আসিয়াছ? এবং এই বালকটিই বা কে? সমুদায় আনুপূর্ব্বিক নিবেদন কর। হে রাজন্! লোকেশ ব্রহ্মা এই রূপ কহিলে সপ্তর্ষিগণ তাঁহার নিকট সমুদায় যথাযথ বর্ণনা করিয়া কহিলেন, হে পিতামহ! মহর্ষিভৃগুর মৃকুণ্ডু নামে যে পুত্র আছে, এই ক্ষীণায়ু বালক তাহারই অপত্য। এই বালক অল্পায়ু বলিয়াই ইহার পিতা শিশুরে এই প্রকার মেখলা পরাইয়া যজ্ঞসূত্র ও দণ্ড ধারণ করাইয়াছে এবং এইরূপ উপদিষ্ট করিয়াছে যে তুমি ভূমণ্ডলে যে কোন ব্রাহ্মণকে ভ্রমণ করিতে দেখিবে তাঁহাকেই অভিবাদন করিবে। বালকও সেইরূপ করিতেছে। পরন্তু হে পিতামহ! আমরা তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ভূর্লোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে দৈবাৎ ইহারে দেখিলাম, এবালক আমাদিগকে অভিবাদন করিলে আমরাও ইহারে চিরায়ু হও, এইরূপ কহিয়াছি, অতএব হে প্রভো! সম্প্রতি এই বিপ্র বালক কি রূপে চিরায়ু হইতে পারে? আমরাও কিরূপে অনৃতবাদী না হই এবং হে দেব! আপনার বাক্যও ব্যর্থ না হয় এই রূপ উপায় করুন। কৌরবেন্দ্র! তৎকালে সেই সপ্তর্ষিগণ এই প্রকার কহিলে লোকপিতামহ

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ঋষিগণ! তোমরা ভীত হইও না তোমরা সকলেই সত্যবাদী হইবে চিন্তা নাই। এই ক্ষীণায়ুবালক মার্কণ্ডেয় আমার তুল্য আয়ুষ্মান হইবে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু এই শিশু মার্কণ্ডেয় ঋষিগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে। এবং উত্তম উত্তম মুনিগণে পরিবৃত হইয়া কল্পের আদি ও অন্ত সময়ে আমার সহায় হইবে। হে পরন্তপ ভীষ্ম! লোক পিতামহ ব্রহ্মা ও সেই সপ্তর্ষিগণ বালক মার্কণ্ডেয়কে এই রূপ সম্বোধন করিয়া প্রেরণ করিলেন। পরে মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ পুনরায় তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বহির্গত হইলেন। মার্ক-ণ্ডেয় স্বভবনে প্রতিগমন করিলেন।

অনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় লব্ধবর হইয়া নিজ ভবনে উপনীত হইলেন। পরে স্বীয় পিতারে প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! আমি ব্রহ্মবাদী মুনিগণ কর্তৃক ব্রহ্ম-লোকে নীত হইয়া ছিলাম, লোকনাথ ব্রহ্মা বর দান দ্বারা আমারে দীর্ঘায়ু সম্পন্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন, আপনি মনো-গত চিন্তা পরিহার করিয়া আমার আয়ু পরিমাণ শ্রবণ করুন, পিতঃ! লোককর্ত্তা ব্রহ্মা আমায় প্রসন্ন হইয়া এই বরদান করিয়াছেন যে, আমি কল্পের আদি ও অন্ত সময়ে তাঁহার সহায় হইয়া থাকিব। পিতঃ! অধুনা আমি পুষ্কর তীর্থে গমন করিব, সেই তীর্থ ব্রহ্মলোক সদৃশ। যিনি সমুদায় দেবতাগণের দেবতা, সমুদায় সংসারের প্রতিষ্ঠাতা ও সকল লোকের জনয়িতা, যাঁহার উপাসনা করিলে সমুদায় কামনা সম্পন্ন, সমুদায় পাপ বিশীর্ণ, সমুদায় সন্তাপ বিগলিত, সমুদায় সুখ সমুদিত হইয়া থাকে, যিনি পরমদেব পরম কারণ ও পরম পুরুষার্থ বলিয়া অভিহিত হয়েন, যিনি সকল মন্ত্রের

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত।

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তৎকর্ত্তৃক

৭ নং নিমুগোঁসাইয়ের লেন হইতে প্রকাশিত।

৪১, ৪২, ও ৪৩ খণ্ড।

কলিকাতা

বাঙ্গালা যন্ত্রে

শ্রীবনীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

১২৯০ সাল।

মূল্য ছয় আনা।

গৃধ্র কহিলেন, হে রঘুকুলেন্দ্র! আমি আপনারে সুর অসুর সকলেরই প্রধান বলিয়া অবগত আছি। হে মহামতে! আপনি বৃহস্পতি, শুক্র ও বশিষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন। অধিক কি, আপনি অনলসভাবে সকলেরই আনন্দ বিধান করেন, এই জন্য মর্ত্ত্যলোকে দ্বিতীয় চন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত। আপনি তেজে সূর্য্যের ন্যায়, গৌরবে হিমাদ্রির ন্যায়, গাম্ভীর্য্যে সাগরের ন্যায়, খ্যাতিতে লোকপালগণের ন্যায়, শীঘ্রতে অনিলের ন্যায়। হে রাঘব! আপনি সর্ব্বসম্পন্ন চরাচর বিষ্ণু; আপনি তেজোদুর্দ্ধর্ষ মহাপ্রভাব মহর্ষি এবং আপনি সর্ব্বাস্ত্র বিধির পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। হে নরপুঙ্গব! আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। আমিই প্রথমে এই আলয় বন্ধন করি। কিন্তু এই উলূক বাহুবীর্য্য সমুদ্ধত হইয়া বলপূর্ব্বক তাহা হরণ করিয়া থাকে। এই উলূক দুর্দ্ধর্ষ দুরাচার ও সমস্ত বিধিবিলোপক, আপনার সমক্ষেই আমার বাসগৃহ হরণ করিতেছে। অতএব ইহারে উপশাসিত করুন। হে বিভো! আপনি সকলের রাজা, এই জন্য আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

হে ভীষ্ম! গৃধ্র এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, উলূক কৃতাঞ্জলিপুট বিনয়বাক্যে নিবেদন করিল, হে জনাধিপ! এক্ষণে অবহিত হইয়া, আমারও আবেদন পরিগ্রহ করুন। হে রাম! রাজা কখন মানুষ নহেন। সোম, সূর্য্য, শতক্রতু, কুবের ও অমরগণ ইহাঁরাই নরপতি রূপে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু আপনি সর্ব্বময় দেবতা ও সাক্ষাৎ নারায়ণ। আপনি প্রাণিগণের হিতব্যাপারে সম্যকরূপ সৌম্যতা ও সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, এই জন্য চন্দ্রের ন্যায়; আপনি কোদণ্ড

সহায়ে প্রজালোকের রক্ষা ও দানে পাপ ভয় নিবারণ করেন এবং আপনি দাতা, ভর্ত্তা ও গোপ্তা, এই জন্য ইন্দ্রের ন্যায়; আপনি তেজঃ প্রভাবে সর্ব্বযোধের অধৃষ্য, এই তেজ অনলের ন্যায়; আপনি অক্ষীণ হইয়া লোকদিগকে তাপ দান করেন, এই জন্য সূর্য্যের ন্যায়; শ্রী অযাচিত ও অচিন্তিত হইয়াই আপনাতে নিত্য অধিষ্ঠান করেন, এবং আপনার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, এই জন্য আপনি ধনদের ন্যায়। ফলতঃ আপনি স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতেই সমদৃষ্টি ও শত্রুমিত্রে সমভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে ব্যবহার ও বিধিক্রমে সকলের শাসন করিয়া থাকেন, কদাচ ঈর্ষ্যাদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, পদমাত্র বিচলিত হয়েন না। হে রাম! আপনার ক্রোধে স্বয়ং কৃতান্ত বাস করে। যে ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়, তাহার নিশ্চয় মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। আপনি লোকের চিত্তে বিহার করেন এবং লোক সকল আপনাতে রমণ করিয়া থাকে। এই জন্য আপনি সর্ব্বলোকে রাম বলিয়া বিশ্রুত ও পরিগীত হয়েন। আপনি সাক্ষাৎ অনন্তরূপী বিষ্ণু। আপনার এই মনুষ্য ভাব পরম অনৃশংস ও সর্ব্বভূতেই নিরতিশয় কৃপান্বিত। আপনি দেবদেহে যেরূপ সকল দেবের প্রধান, মানুষ দেহেও সেইরূপ সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ রাজা অনাথের নাথ, দুর্ব্বলের বল, অচক্ষুর চক্ষুঃ ও অগতির গতি। অতএব হে ধার্ম্মিক! আপনি আমাদেরও নাথ। এক্ষণে আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। এবং যাহা বিহিত হয় বিধান করুন। পক্ষিরাজ গরুড় আমাদের সকলের নাথ, আপনিই তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অতএব আপনি আমাদের দেবতা। আপনি পূর্ব্বে চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম

সৃষ্টি করিয়াছেন। হে বিভো! আমি এই আলয় বন্ধন করিয়াছি। কিন্তু দুরাচার গৃধ্র বলপূর্ব্বক তাহা হরণ করিতেছে। হে নরপুঙ্গব! আপনি মনুষ্যগণের শাস্তা ও পালয়িতা, যাহা বিহিত হয় করুন।

মহাবাহু রাম উলূকের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সচিবদিগের নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করিলেন। অশোক, ধর্ম্মপাল সুমন্ত্র ও মহাবল এই কয় জন তাঁহার ও রাজা দশরথের মন্ত্রী। ইহারা সকলেই নীতিযুক্ত মহাবল, সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, পরম শান্ত, কুলীন, এবং সম্যক্ রূপ মন্ত্রকোবিদ্। ধর্ম্মাত্মা রাম তাঁহাদের সকলকে আহ্বান করিয়া, পুষ্পক হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক বিবদমান গৃধ্র ও উলুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গৃধ্র তোমার এই নিলয় কতবর্ষ বিনির্ম্মিত হইয়াছে, যদি জান, তত্ত্বতঃ বিনির্দ্দেশ কর। গৃধ্র তাঁহার বাক্য আকর্ণন করিয়া কহিল, হে রাম! ঊর্দ্ধবাহু মানবগণ সমুত্থিত হইয়া, যে অবধি এই সমস্ত বসুমতী আবৃত করিয়াছেন, তদাপ্রভৃতি আমার এই গৃহ বিনির্ম্মিত হইয়াছে।

মহাপ্রভাব রাম ইহা শ্রবণ করিয়া, সভাসদদিগকে কহিলেন, যে সভায় বৃদ্ধগণ নাই, সে সভা নহে; যে বৃদ্ধ ধর্ম্ম উপাসনা না করেন, তিনি বৃদ্ধ নহেন; যে ধর্ম্মে সত্য সম্পর্ক নাই, তাহা ধর্ম্ম নহে এবং যে সত্যে আপনার বন্ধন বিমুক্ত না হয়, তাহা সত্য নহে। যে সকল সভ্য সভায় গমন করিয়া, তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন, এবং যথা প্রাপ্ত বলিয়া থাকেন, তাহারা মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি জানিয়াও, জিজ্ঞাসিত হইলে, কামক্রোধ, বা ভয় বশতঃ তাহাতে বিনিবৃত্ত হয়, সে, আপনাকে সহস্র বারুণ পাশে বদ্ধ করিয়া থাকে। সংবৎসর পূর্ণ

হইলে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র পাশবিমুক্ত হয়। অতএব অবগত থাকিলে, তৎক্ষণাৎ সত্য বলিবে।

ঋষিগণ তাঁহার বাক্য আকর্ণন করিয়া, বিনয়বচনে কহিলেন, হে মহারাজ! উলুক যাহা বলিল তাহাও সঙ্গত এবং গৃধ্র যাহা বলিল, তাহারও কোন পরিহার হইতে পারে না। এক্ষণে এবিষয়ে আপনিই প্রমাণ। যেহেতু, রাজাই পরমগতি রাজাই প্রজার শাস্তা এবং রাজধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। হে পুরুষোত্তম! রাজা যাহাদের শাসন করেন, তাহারা কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। বলিতে কি, তাহারা বৈবস্বত হস্তেও মুক্ত হইয়া থাকে।

তখন ভগবান্ রাম সচিবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন। পৃথিবী লক্ষ্মীর সহিত জগদ্গুরু বিষ্ণুর জগতে প্রবিষ্ট হইলে, সেই মহাতেজাঃ ভূতাত্মা জগদীশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া, সলিলার্ণবে প্রবিষ্ট হইয়া, অনন্ত শয্যায় শয়ন করিলেন। তাহাতে বহুশত বর্ষ অতীত হইলে, পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে রুদ্ধস্রোত জানিয়া, তাঁহার জঠর মধ্যে সমাবিষ্ট হইলেন। হে সচিবগণ পিতামহ প্রবেশ করিলে, বিষ্ণুর নাভিদেশে এক হেমময় পদ্ম প্রাদুর্ভূত হইল। মহাপ্রভু ব্রহ্মা তাহা হইতে বিনির্গত ও সৃষ্টি বাসনা পরতন্ত্র হইয়া, যোগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক, পৃথিবী বায়ু, সকীচক পর্ব্বত, মনুষ্য, সরীসৃপ, জরায়ুজ অণ্ডজ ও অন্যান্য বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময়ে তদীয় গাত্র হইতে মধু ও কৈটভ নামে প্রবল পরাক্রান্ত দানবদ্বয় প্রাদুর্ভূত ও বরপ্রভাবে সাতিশয় সমুদ্ধত হইয়া উঠিল। তাহারা পিতামহকে তথায় নিরীক্ষণ করিয়া, ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, সংহার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে

ধাবমান হইল। জগদযোনি ব্রহ্মা ঊর্দ্ধশ্বাসে সাতিশয় ব্যাকুল ও ভীত হইয়া, বিবিধ বাক্যে স্তব করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু কৃপা পরতন্ত্র হইয়া, মধুকৈটভকে তৎক্ষণাৎ সংহার করিলেন মধুকৈটভ বিনষ্ট হইলে, কমলাসন ব্রহ্মা সবিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক, বহুবিধ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার সৃষ্ট সমুদায় প্রজা পৃথক পৃথক রূপে বিনিষ্পন্ন হয়। বসুমতী কোথায় মনুষ্যদিগের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। অতএব ইহা গৃধ্রের গৃহ নহে, উলূকেরই গৃহ। রে গৃধ্র! তুমি সাতিশয় পাপাত্মা ও পাপকর্ম্মা। এবং পরের আলয় নিজস্বীকৃত করিতে উদ্যত হইয়াছ। অতএব তুমি সর্ব্বদা দণ্ডনীয় তাহাতে সংশয় নাই।

হে কুরুনন্দন! ভগবান্ রাম এই বলিয়া, গৃধ্রের দণ্ড দানে সমুদ্যত হইলে, অন্তরীক্ষ হইতে সহসা অশরীরিণী বাণী প্রাদুর্ভূত হইয়া, তাঁহারে কহিতে লাগিল, হে রাম! এই গৃধ্র তপোবন হইতে পূর্ব্বে দগ্ধ হইয়াছে। ইহারে আর বধ করিবেন না। হে জলেশ্বর! পূর্ব্বে মহাতপাঃ গৌতম ভোজনার্থে ইহারে দগ্ধ করেন। তৎকালে ইনি ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত এবং স্বভাবতঃ সত্যব্রত ও শুচি ছিলেন। মহর্ষি ইহার গৃহে আগমন ও ভোজন প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, আমারে পূর্ণ শতবৎসর আহার প্রদান করিতে হইবে। নিরপরাধ ব্রহ্মদত্ত পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া, তাঁহার আহার দানে আকুঞ্চিত হইলেন। তাহাতে মহর্ষি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর সেই রোষভরে দারুণ শাপ প্রদানানন্তর কহিলেন, যেহেতু, তুমি ভোজন প্রদানে কুঞ্চিত হইলে, সেই জন্য গৃধ্র যোনিতে পতিত হও। রাজা অভিশপ্ত হইয়া বিনয় বচনে বলিতে

লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে মুনি বর্য্যঃ! হে মহাভাগ! আমি না জানিয়া, এই অপরাধ করিয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া, আমারে এই শাপ বিমোচন করুন। তাহাতে মহাতপাঃ গৌতম, তাঁহার এই অপরাধ বাস্তবিক অজ্ঞানকৃত না জানিয়া, শাপান্তবিধান পূর্ব্বক কহিলেন, মহাভাগ্য মহাযশা রাজীবলোচন রাম দেবকার্য্য সাধনোদ্দেশে রঘুবংশে সমুৎপন্ন হইবেন। হে নরপুঙ্গব! তাঁহার দর্শন পথে পতিত হইলেই তোমার শাপ বিমোচন হইবে।

এইরূপে আকাশ বাণী প্রাদুর্ভূত হইলে, ভগবান্ রাম তাহারে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। রামবাক্য শ্রবণমাত্র রাজর্ষি ব্রহ্মদত্ত তৎক্ষণাৎ গৃধ্রভাব পরিহার পূর্ব্বক গন্ধমাল্যানুলেপন দিব্য রূপ পুরুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, সাধু রাঘব! সাধু এই নরক হইতে বিমুক্ত হইলাম। অদ্য আপনি আমারে নিষ্কারণ অনুগ্রহ প্রদান করিলেন। বিহঙ্গম গৃধ্র এই বলিয়া, মহীপতি নর রূপে বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তৎক্ষনাৎ আত্মা বিনির্জ্জিত দিব্য লোকে গমন করিলেন। তখন মহাবাহুরাম উলূককে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ কৌশিক তুমি এক্ষণে গৃহে প্রবেশ কর, আর তোমার গৃধ্র হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই। সম্প্রতি সন্ধ্যা উপস্থিত, আমি তাহার উপাসনা করিয়া, মহর্ষি সমীপে গমন করিব। তিনি উদক উপস্পর্শ ও সন্ধ্যাকৃত্য সমাধান করিয়া, মহাতপাঃ কুম্ভযোনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অগস্ত্য সাতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, সেই মহাভাগ প্রিয় অতিথির ভোজনার্থ বহুগুণ ফলমূল ও রসশালী শাক আহরণ করিলেন। নরব্যাঘ্র রাম মহর্ষি উপনীত অমৃতোপম অন্ন ভোজন করিয়া পরম প্রীত

ও পরিতুষ্ট হইয়া, সেই রাত্রি তদীয় আবাসে যাপন করিলেন। অনন্তর প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাহ্নিক হইয়া, গমন করিবার জন্য মহর্ষির অভিমুখীন হইলেন এবং বিহিত বিধানে অভিবাদন করিয়া, সানুনয় বাক্যে নিবেদন করিলেন, হে মহাভাগ! আপনারে আমন্ত্রণ করি। ভবদীয় প্রসাদে আমার অন্তরাত্মা সবিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছে। এক্ষণে অনুমতি করুন, স্বকীয় নিলয়ে গমন করি। হে মহামতে, আপনারে দর্শন করিয়া, আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইয়াছি। পুনরায় আপনার পবিত্র পদারবিন্দ দর্শনার্থ আগমন করিব।

হে কুরু পিতামহ! মহাভাগ কাকুৎস্থ এইপ্রকার অদ্ভুত দর্শন বাক্য প্রয়োগ করিলে, তপোধন কুম্ভযোনি তাঁহার বিনয় দর্শনে পরম প্রীত হইয়া, মধুর বাক্যে কহিলেন, হে রাম! হে রঘুনন্দন! তোমার এই বাক্য নিতান্ত অদ্ভুত ও নিতান্ত শুভকর এবং সর্ব্বভূতেরই পবিত্রতা সাধন করে, হে রাম! তুমি সাক্ষাৎ অনন্তমূর্ত্তি নারায়ণ। মনুষ্য রূপে সংসারে অবতরণ করিয়াছ। যাহারা মুহূর্ত্তমাত্র তোমারে অবলোকন করে, তাহারা পবিত্র হইয়া থাকে। এবং দেবগণ তাহাদের কথা কীর্ত্তন করেন। কিন্তু যাহারা ঈর্ষ্যা কলুষিত কুটিল চক্ষে তোমারে নিরীক্ষণ করে, তাহারা ব্রহ্মদণ্ডে বিনিহত হইয়া, তৎক্ষণাৎ নরকে গমন করে। ফলতঃ সংসারে তোমার মহিমার পার নাই, প্রভাবের ইয়ত্তা নাই। হে রঘুনন্দন! তোমার চরিত্র এরূপ সর্ব্বলোকপাবন যে, সকলেই বলিয়া থাকে, তুমি অন্যের বহু প্রশংসা কর। এক্ষণে তুমি অব্যগ্র ও সর্ব্বদা শান্তিপূর্ণ হইয়া, গমন কর। পথিমধ্যে তোমার কোন প্রকার ভয় উপস্থিত হইবে না। হে রাম! তুমি জগতের পরম

গতি, বিধাতা তোমার হস্তে গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়াছেন অতএব ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন কর।

হে কুরুপিতামহ! মহর্ষি এইপ্রকার কহিলে, মহাবাহু রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া, অভিবাদনার্থ তদীয় সমীপে গমন করিলেন। এবং তাঁহাকে ও অন্যান্য তপোধনদিগকে অভিবাদন করিয়া, হেমভূষিত পুষ্পকরথে অধিরূঢ় হইলেন। অনন্তর তিনি গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মুনিগণ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে সাধুবাদ দ্বারা পূজা করিতেছেন। হে কুরুপিতামহ! সেই সর্ব্বার্থকোবিদ্ ককুৎস্থকুলভূষণ রাম দ্রুতগামী পুষ্পকে আরোহণ করিয়া, অর্দ্ধদিবসেই অযোধ্যায় উপনীত হইলেন এবং সদ্মকক্ষে অবতরণ ও কামগামী পুষ্পককে বিসর্জ্জন করিয়া, কক্ষান্তর হইতে বিনির্গত হইয়া, দ্বারপালদিগকে কহিলেন, তোমরা সত্বর গমন করিয়া, বৎস ভরত ও লক্ষ্মণকে আমার আগমনসংবাদ বিজ্ঞাপিত কর। দ্বারপাল অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশানুরূপ অনুষ্ঠান করিল এবং ভরত ও লক্ষ্মণকে তাঁহার সমীপে উপনীত করিল। ভগবান্ রাম বহুক্ষণেরপর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া, সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার আত্মাকে শীতল করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরস্পর স্নেহ ও প্রীতি বিনিময়ের পর তিনি প্রিয়তম ভরত লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া করিলেন, বৎস ভরত! বৎস লক্ষ্মণ! আমি পরম হিতকর দ্বিজকার্য্য সাধন করিয়াছি। এক্ষণে আরও কিছু ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি। আমি তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া, যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজ-

সূয় সম্পাদন ও আনুসঙ্গিক ধর্ম্মাচরণ করিব। যজ্ঞানুষ্ঠানে পরম ধর্ম্ম ও পরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেখ, পিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব্বে পুষ্করক্ষেত্রে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক ষষ্ঠ্যধিকত্রিশত ভূরি দক্ষিণ উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিয়াছিলেন। আমি রাজসূয় দ্বারা ধর্ম্মবৎসল দেবগণের পূজা করিয়া, সমুদায় লোকে কীর্ত্তি ও জ্ঞান লাভ করিব। দেখ শক্রনিসূদন মিত্র রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিয়া, সমৃদ্ধ মুহূর্ত্তে দিব্যলোকে গমন করেন। অতএব তোমরা এবিষয়ে বিহিত চিন্তা কর।

ভরত কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে শক্রহন্! আপনার এই বাক্যে পরম প্রীত হইয়াছি। কিন্তু হে ধর্ম্মবৎসল! আমরা রাজসূয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া কান্যকুব্জে বামন-দেবের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক প্রথমতঃ ধর্ম্মচর্য্যা করিব। হে মহা-বীর! ভগীরথ যেরূপ গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া, ত্রিলোকশ্রুত ও দিব্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ বামনদেবের প্রতিষ্ঠা করিলে, আপনিও যথোপযুক্ত সময়ে স্বর্গে গমন করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ভগবন্! মহাবাহু রাম কিরূপে কান্যকুব্জে বামনদেবের প্রতিষ্ঠা ও কিরূপে কোথায় তাহা লাভ করিয়া-ছিলেন, সবিস্তার কীর্ত্তন করুন। হে ব্রহ্মন্! আপনার বাণী স্বভাবতঃ কীর্ত্তিমধুর, তাহাতে আবার রামকীর্ত্তি বর্ণনে আরও

মনোহারিণী হইয়াছে। বলিতে কি, উহা আপনার মুখ হইতে বিনির্গতা হইয়া আমার হৃদয়ে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। রঘুকুলতিলক রাম সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার। নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার মনোহারী ভাব। এই জন্য লোকে স্নেহ ও অনুরাগভরে তাঁহারে অবলোকন করিত। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ ও সাতিশয় বুদ্ধিমান। এবং পরম সমাহিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে সমুদায় পৃথিবী শাসন করিতেন। তাঁহার এইরূপ ধর্ম্ম ও অবধান সহকৃত শাসনকালে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি আপনা হইতেই প্রাদুর্ভূত ও বিবিধ শস্য সমুৎপন্ন হইত; প্রজালোকের সুখের সীমা ছিল না; বসুমতী অকৃষ্টপচ্যা ও মহাত্মাগণ নিঃসপত্ন হইয়াছিলেন; দুষ্টগণ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, আত্মগোপন করিয়াছিল। অধিক কি, তিনি লোকের প্রাণ মনের প্রভু ছিলেন, কিন্তু কদাচ অহংকৃত বা রাগভরে অভিহত হইয়া, সেই প্রভুতার অন্যায় প্রয়োগ করেন নাই। এইজন্য প্রজালোকে তাঁহারে পিতার ন্যায় মনে করিত। সংসারে কুত্রাপি তাঁহার শত্রু ছিল না। সকলেই প্রিয়তম সখিজনের ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইত। তিনি লোককণ্টক রাবণকে, পুত্র ও অমাত্যের সহিত বিনিপাতিত করিয়া, দেবকার্য্য সাধন করেন। হে দ্বিজোত্তম! তথাপি পূর্ণধর্ম্মে তাঁহার মতি সমুৎপন্ন হইয়াছিল তাঁহার চরিত্র সবিস্তর শুনিবার জন্য সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিতেছে।

পুলস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! দশরথনন্দন রাম কিয়ৎকাল অতীত হইলে, ধর্ম্মপথে ব্যবস্থিত হইয়া, যাহা করিয়াছিলেন, এক মনে শ্রবণ কর। তিনি প্রিয়মিত্র বিভীষণকে দেখিবার নিমিত্ত স্মরণ করিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ বিভীষণ

লঙ্কা নগরে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক কিরূপে রাজ্য শাসন করিতে-ছেন। আমি তাঁহারে দেবগণের প্রিয় সাধন বাসনায় সেই চন্দ্রার্ককালিক রাজ্য সম্প্রদান করিয়াছি। তাঁহার রাজ্য অবিনষ্ট হইলে, আমারই কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবার সম্ভা-বনা। দুরাত্মা রাবণ ত্রিলোক বিনাশার্থ তপস্যা করিয়াছিল। এবং মোহমদে অন্ধ হইয়া, সর্ব্বপ্রকার পাপের একশেষ উপস্থাপিত করে। এই জন্য আমি তাহারে বিনাশ করিয়া মিত্র বিভীষণকে দেব কার্য্যে বিনিয়োজিত করি। অতএব ইদানীং স্বয়ং গমন করিয়া, তাঁহারে হিতোপদেশ প্রদান করিব। এবং যাহাতে তদীয় রাজ্য চিরস্থায়ী হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিব।

অমিততেজাঃ অমিতবিক্রম রাম এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবাহু ভরত তথায় উপনীত হইলেন। এবং তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! আপনি কি চিন্তা করিতেছেন, যদি রহস্য না হয়, তাহা হইলে সমুদায় সবিশেষ নির্দ্দেশ করুন। হে বিভো! আপনি আপনার বা দেবগণের যে কার্য্য সাধন করেন, তাহা, পুণ্যকর্ম্ম। পুণ্যকীর্ত্তি মহাত্মাগণ ত্রিভুবনে গান করিয়া থাকেন। সংসারে আপনার রহস্য বিষয়ত কিছুই লক্ষিত হয় না।

হে কুরুপিতামহ! মহাভাগ ভরত এই প্রকার কহিয়া ধ্যানস্তিমিত চিত্তে উপবেশন করিলে, প্রিয়বাদী রাম প্রীতি-মধুরাক্ষরে কোমল বাক্যে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ভরত! তুমি এবং মহাযশাঃ লক্ষ্মণ তোমরা উভয়েই আমার বহিশ্চর প্রাণ। তোমাদের নিকট আমার গোপন করিবার কিছুই নাই। ক্ষণমাত্র তোমাদের পরিহৃত বা

বিরহিত হইলে, নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমার অন্তঃকরণে গুরুতর চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে যে দশগ্রীব যেরূপ পাপাভিসন্ধান বশতঃ দেবগণ কর্ত্তৃক রাজ্য-চ্যুত ও বিনিপাতিত হইয়াছে, কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে, মিত্র-রাজ বিভীষণের পক্ষে সেরূপ সংঘটিত না হয়। বিভীষণ স্বভাবতঃ সাতিশয় ধার্ম্মিক তাঁহারে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব আমি এই মুহূর্ত্তেই লঙ্কা নগরে গমন এবং মিত্ররাজ বিভীষণকে সরাজ্য দর্শন করিয়া, সমুচিত কার্য্য উপদেশ করিব। তাঁহার রাজ্য অনাময় হইলে, আমারই শাশ্বত কীর্ত্তি সর্ব্বতঃ সঞ্চরিত হইবে। হে ভ্রাত! প্রত্যা-গমন সময়ে সমগ্রমেদিনী, বানররাজ সুগ্রীব, মহাতেজা শত্রুঘ্ন ও তদীয় পুত্রগণ ইহাদের সকলকেই দর্শন করিব। রাজ কার্য্যের দুর্নিবার অনুবন্ধিতা বশতঃ অনেক দিন হইল, প্রিয় ভ্রাতা শত্রুঘ্ন বা প্রিয় সুহৃৎ সুগ্রীব ইহাঁদের কাহার সহিত সমাগম বা সাক্ষাৎ না হওয়াতে, অন্তঃকরণ প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত হইয়াছে। মহাবাহু রাম এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, মহাবল ভরত কৃতাঞ্জলি পুটে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সানুরাগ বচনে বলিতে লাগিলেন, হে বিভো! আমি আপনার সহিত গমন করিব। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই প্রার্থনা পূরণ করিতে হইবে। তখন মহাবাহু রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে সৌমিত্রে! আমরা যাবৎ প্রত্যাগমন না করি, তাবৎ তুমি অবহিত হইয়া, অযোধ্যা ও প্রজাগণের রক্ষা কর। সাবধান যেন কোনরূপে কর্ত্তব্য কার্য্যের হানি না হয়। এই রূপে বারংবার চিন্তানন্তর লক্ষ্মণকে আদেশ করিয়া, ভরতকে কহিলেন, হে কৈকেয়ী নন্দবর্দ্ধন! সত্বর

যানে আরোহণ কর। ঐ সময়ে স্মরণ মাত্র রথচর পুষ্পক অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তৎক্ষণাৎ সমাগত হইলে, উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিয়া, প্রথমতঃ ভরত পুত্রের রাজধানীতে গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকে, এবং তিনি কিরূপ রাজনীতির অনুসরণ করিয়া প্রজাদিগের শাসন করিতেছেন তাহা দর্শন করিয়া, পূর্ব্বদিকে সমাগত হইলেন, হে কুরুনন্দন! মহাভাগ লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয় ঐদিকে রাজ্য করিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়ে তাঁহাদের নগরী যথাযথ পরিদর্শন ও ছয় রাত্রি তথায় যাপন করিয়া, সেই বিমানচর পুষ্পকে অধিরূঢ় হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থিত ঋষিগণসেবিত প্রয়াগে উপনীত হইয়া, মুনিবর ভরদ্বাজের অভিবাদনানন্তর ভগবান্ অত্রির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহাকে যথাবিধি সম্ভাষণ করিয়া, জনস্থানে সমাগত হইলেন। বহু দিনের পর সে স্থান নয়ন পথে পতিত হওয়াতে তত্তৎঘটনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া, তদীয় সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিল এবং এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাব সমুদিত হইয়া, তাঁহারে নিতান্ত বিচলিত করিল। তাহাতে সেই অপার জলনিধিরূপ নিতান্ত দুরবগাহ প্রকৃতি মহানুভাব রাম দুর্নিবার মনোবেগ কোন মতেই সংবরণ করিতে না পারিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট ভরতকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! পূর্ব্বে দুরাচার রাবণ এই স্থানেই জনকদুহিতা সীতারে শূন্যগৃহে একাকিনী পাইয়া, বল পূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল; আমাদের পিতৃ সখা জটায়ু অপার বন্ধু প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া, এই স্থানেই সীতার নিমিত্ত রাবণ হস্তে প্রাণত্যাগ করেন; সৌভাগ্য বশতই এই স্থানে সুবুদ্ধি কবন্ধে

সহিত আমাদের ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মতিমান্ কবন্ধ এই স্থানেই আমাদের হস্তে বিনিহত হইয়া, শাপ মুক্তির প্রতিস্বরূপ আমাদিগকে উপদেশ করে যে, প্রিয়তমা সীতা রাবণ গৃহে বাস করিতেছেন। গিরিবর ঋষ্যমুখে সুগ্রীবনামে যে মহাবল বানর অধিষ্ঠান করে, তাহাতেই সীতার উদ্ধার হইবে, তুমি অনুজের সহিত তথায় গমন কর। বানররাজ সুগ্রীব তোমার সহিত মিত্রতা করিবে। অনন্তর আমরা সেই কবন্ধের উপদেশানুসারে ঋষ্যমুখে গমন ও শুভক্ষণে সুগ্রী-বের সহিত সমিতা বন্ধন করি। হে ভরত! বহুদিনের পর এই সেই সরোবর অবলোকন করিলাম। জনকদুহিতার সুদুঃ-সহ বিয়োগ শোকে ম্রিয়মাণ ও হতশক্তি হইয়া, পূর্ব্বে ইহার তীরে উপবেশন পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিলে, প্রিয়তম লক্ষ্মণ স্বয়ং নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াও, স্খলিত গদ্গদ মধুর বাক্যে তৎকালোচিত যে প্রবোধ পরম্পরা প্রদান করেন, আজিও যেন সে সকল আমার হৃদয়ে নবীভূ-তের ন্যায়, জাগরূক হইয়া রহিয়াছে। আমি মরিলেও তাহা ভুলিতে পারিব না। আহা, বৎস লক্ষ্মণ আমার একান্ত সম-দুঃখসুখ। তিনি তাদৃশ কোমল বয়সে এই হতভাগ্যের জন্য যে দুর্ব্বিষহ ক্লেশরাশি সহ্য করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করি-লেও, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বৎস ভরত! রাজবংশের কথা দূরে থাক, সামান্য বংশেও জন্মগ্রহণ করিয়াও, কেহ কখন আমার ন্যায়, ভাগ্য বিপর্য্যয় জনিত তাদৃশ দারুণ দুঃখ সহ্য করে নাই। সে যাহা হউক, আমি নিতান্ত অবশ ও মুমূর্ষু ভাবাপন্ন হইলে, বৎস লক্ষ্মণ আমারে বলিয়াছিলেন, হে নরব্যাঘ্র! শোক পরিহার পূর্ব্বক শত্রু সংহার করুন।

আমি আপনার একান্ত বশংবদ আজ্ঞাকারী ভৃত্য। আমার সহায়ে আপনার মৈথিলীলাভ কোনমতেই কঠিন বা দুঃসাধ্য নহে। আহা প্রিয়তম লক্ষ্মণের সেই অমৃতায়মান বচন পরম্পরা জন্মের মত আমার হৃদয়ে ও প্রাণে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি তৎকালে তাঁহারই কথায় নির্ভর করিয়া গাত্রোত্থান করি এবং প্রিয়তম সীতার বিয়োগ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যাই। অনন্তর এইস্থানে আমার একবর্ষ অতিবাহিত হয়। হায়; সেই এক বর্ষ সীতাশোকে শতবর্ষের ন্যায় কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল। হে বৎস! যাঁহারে ক্ষণমাত্র না দেখিলে ব্যাকুলতা হইত সেই প্রিয়তমা জনক দুহিতারে এক বৎসর না দেখিয়া, কিরূপে জীবন ধারণ করিয়াছিলাম, তাহা ভাবিলেও এখন লোমহর্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি তাদৃশ সঙ্কট সময়ে বৎস লক্ষ্মণের হস্তাবলম্ব প্রাপ্ত না হইতাম, তাহা হইলে, এতদিন রামনাম পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইত। বৎস লক্ষ্মণ! তুমিই ধন্য। হে কৈকেয়ি হৃদয়ানন্দন আমি এই স্থানে সুগ্রীবের হিতসাধনা প্রণোদিত হইয়া, মহাবল বালির সংহার করি। বীরপত্নী তারা স্বামিশোকে বিধুরা হইয়া, তৎকালে আমার সম্মুখে কতই ক্রন্দন করিয়াছিল, সমুদায় যেন আমার নয়ন সান্নিধ্যে জাগরূক রহিয়াছে এবং কালের দুরপনেয় পরিবর্ত্তন-বশতঃ যে সকল ব্যাপার এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলাম, তৎসমস্তও যেন স্থানমাহাত্ম্যে অদ্য স্মৃতিপথে অল্পে অল্পে পদ গ্রহণ করিতেছে। বৎস! এই সেই বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যানগরী চিরপরিচিতা সখীর ন্যায় আমারে যেন আহ্বান করিতেছে। লঙ্কাসমর সুহৃৎ ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব সম্প্রতি ইহার আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া

ছেন। অদ্য এই কিষ্কিন্ধ্যা দর্শন করিয়া, বানররাজ সুগ্রীবের সেই নিষ্কারণ অনুরাগ মিশ্রিত প্রথম প্রণয় সাক্ষাৎ স্বরূপ আমার হৃদয়ে যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। চল, আমরা বহুদিনের পর তাঁহারে সন্দর্শন ও তাঁহার সহবাসসুখ অনুভব করিয়া আত্মাকে প্রীত ও আপ্যায়িত করি। এই বলিয়া তিনি ভরতের সহিত সুগ্রীব সকাশে সমুপস্থিত হইলেন। বানর-রাজ তৎকালে অনুগত বানরগণে পরিবৃত হইয়া, সভামণ্ডপে উপবেশন করিয়াছিলেন। সহসা অনুজসহিত রঘুনন্দনকে সন্দর্শন করিয়া, তদীয় আহ্লাদসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল। এবং হৃদয় অতিমাত্র বিহ্বল হইল। কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল নিতান্ত পিপাসিত লোচনে তাঁহারে অদৃষ্ট পূর্ব্বের ন্যায়, পান করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপতিত মনোবেগ কথঞ্চিৎ অপহৃত হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সজন ও সপত্নীক গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অনুরাগভরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে বীরযুগল! অদ্য আপনাদিগকে দর্শন করিয়া, আমার সৌভাগ্যগর্ব্ব বর্দ্ধিত হইল। এক্ষণে আদেশ করিয়া, আমারে অনুগৃহীত করুন। ভক্তি গদ্গদ বাক্যে এই প্রকার কহিয়া, তাঁহাদিগকে বরাসনে উপবেশন করাইয়া; স্বহস্তে অর্ঘ্য প্রদানানন্তর বিশেষরূপে পূজা করি-লেন। হে কুরুনন্দন! মহানুভাবরাম অনুজের সহিত আগমন করিয়াছেন, এই বার্ত্তা প্রবল প্রবাহের ন্যায়, ক্ষণ মধ্যে সমু-দায় নগরী আন্দোলিত করিল। তখন অঙ্গদ, হনুমান, নল, নীল, পীঠক, গয়, গবাক্ষ, গবয়, মহাবল পনস, মন্ত্রিনন্দন বরধেনু, দেশঙ্গ, শতবলী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গন্ধমাদন, বীরবাহু, বীর্য্য, বীরসেন, বিনায়ক, সূর্য্যভক্ষ, সুদ, সুসেন, হরিষপ, ঋষভ,

বিন, ভীমবিক্রম ও ধূম্র ইহারা স্বতন্ত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে তৎক্ষণাৎ সমাগত হইল। এবং একতান নয়নে অপার সাগর সদৃশ সেই রামরূপ অধ ঊর্দ্ধে পান করিয়াও, কোন মতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না; সুতরাং তাহাদের পরিতৃপ্তিরও পুনঃ পুনঃ সীমা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে সমুদায় অন্তঃপুরিকা ও অন্যান্য কর্ম্মকারিকাগণ লজ্জা ভয় পরিহার পূর্ব্বক বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহারে বারম্বার দর্শন করিয়া, সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইল এবং সাধু সাধু বলিয়া গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনন্তর সুগ্রীবপ্রমুখ বানর সকল এবং তারাপ্রমুখ মহাভাগা বানরীগণ সমবেত হইয়া, তাঁহারে সহস্র সহস্র প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, হে রাঘব! তুমি রাবণ বধ করিয়া, যাহার উদ্ধার ও অমরগণ সমক্ষে যাহারে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া, পরিশেষে স্বীয় পুরে আনয়ন করিয়াছিলে, সেই দেবী কোথায়? তাহারে তোমার অগ্রে অবলোকন করিতেছি না কেন? হে রঘুনন্দন! সেই সীতা ব্যতিরেকে তারকাহীন চন্দ্রমার ন্যায় তোমার কিছুমাত্র শোভা লক্ষিত হইতেছে না। পতিপ্রাণা জানকীও তোমা ব্যতিরেকে শোভাশূন্যা হইয়া থাকেন এবং ক্ষণমাত্রও অধিষ্ঠান করিতে পারেন না। আজি তিনি তোমারে কিরূপে পরিত্যাগ করিলেন? হে বিভো! জানকী ব্যতিরেকে তোমার ভার্য্যান্তর নাই, ইহা আমাদের বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছে। অতএব সেই জানকী ব্যতিরেকে তোমার শোভা পরিহৃত হইয়াছে। যে রূপ ক্রৌঞ্চমিথুন, যে রূপ চক্রবাকযুগল, সেইরূপ রামসীতা সংসারের সর্ব্বত্র প্রথিত হইয়া থাকেন। হে রাম! গরুড়াসন সংস্থিত ভগবান্ হরির পার্শ্ব-

বর্ত্তিনী লক্ষ্মীর ন্যায়, সেই জনকদুহিতারে পূর্ব্বে এই পুষ্পক-রথে তোমার সান্নিধ্যে অবলোকন করিয়া, তোমারে একাকী দেখিয়া, আমাদের অন্তরাত্মা আপ্যায়িত হইতেছে না।

হে কুরু পিতামহ ভীষ্ম! ঐ সময়ে তারাধিপসমাননা সুগ্রীবললনা তারা তাঁহার সম্মুখী না হইয়া, ঐ প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। সরলহৃদয় রাম শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত অপ্রতিভ ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ-চন্দ্রমা সহসা ম্লান হইয়া গেল। কি বলিবেন, কি করিবেন; ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সীতা যে অমল চরিত্রা ও পাতিব্রত্যের আদর্শ, তাহা সংসারে কাহারও অবিদিত নাই। অতএব তিনি নিরপরাধে পুনরায় তাঁহারে বনে দিয়াছেন, একথা কোন্ প্রাণে কোন্ মুখে বলিতে পারেন। ঐ সময়ে জনক দুহিতার সেই স্নিগ্ধ সুন্দর বদনকমল স্মরণ করিয়া, পুনঃ পুনঃ ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। অবশেষে অতিকষ্টে আকার গোপন ও উচ্ছলিত শোকভার সংস্তম্ভন পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি বিশালাক্ষি! রোদন পরিহার কর। কাল নিতান্ত দুরতিক্রম্য। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচর জগৎ কালকৃত বলিয়া অবগত হইবে। কালই প্রজাগণের সৃষ্টি করে এবং কালই তাহাদের সংহার করিয়া থাকে।

অনন্তর মহাবল সুগ্রীব সেই সকল স্ত্রীদিগকে পরিহার করিয়া, অভিমুখীন হইয়া কহিল, হে বিভো! আপনারা কি উদ্দেশে এখানে আগমন করিয়াছেন। সত্বর আদেশ করুন, আমাকে আপনাদের কি করিতে হইবে যেহেতু, সময় অতি-ক্রান্ত হইতেছে। সুগ্রীব এইরূপ কহিলে, মহাবাহু ভরত রামের প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, আমরা মিত্রবর

বিভীষণকে সম্ভাষণার্থ লঙ্কানগরে গমন করিব। সুগ্রীব কহিল, আমিও আপনাদের সহিত গমন ও রাক্ষসরাজ বিভীষণকে দর্শন করিব। রাম কহিলেন, হে বানররাজ! তবে সত্বর আগমন কর।

অনন্তর রাম, সুগ্রীব ও ভরত ইঁহারা তিন জনে মিলিত হইয়া, রথবর পুষ্পকে আরোহণ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে সেই দ্রুতগামি বিমান সহায়ে সমুদ্রের উত্তরকূলে আসিয়া উপনীত হইলেন। বহুদিনের পর সরিৎপতিকে নয়ন গোচর করিয়া, যুগপৎ হর্ষবিস্ময় সমুপস্থিত হইল। তাহাতে রাম চিরপরিচিত বান্ধব সমাগমের ন্যায় বিপুল আনন্দ অনুভব করিয়া, ভরতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভরত! যাঁহার পরামর্শরূপতরণি সহায়ে লঙ্কা সমররূপ সুদুস্তর সাগর উত্তরণ করিয়াছিলাম, সেই রাক্ষসরাজ বিভীষণ সচিব চতুষ্টয় সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ এই স্থানেই সাক্ষাৎ করেন এবং প্রিয়তম লক্ষ্মণ আমার আদেশানুসারে এই স্থানেই তাঁহারে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করেন। হে ভ্রাত! এই সরিৎপতি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ। আমি ইহার দর্শন প্রতীক্ষায় এইস্থানে দিবসত্রয় অবস্থিতি করি। তথনি ইনি আমারে দর্শন দান করিলেন না। তৎকালে সীতাশোকে বিষমূর্চ্ছিতের ন্যায়, আমার চৈতন্য বিগলিত হইয়াছিল। অতএব আর কোন মতেই প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, প্রবল রোষ দহনে দহ্যমান হইয়া উঠিলাম এবং বেগভরে শরাসন সমুদ্যত করিয়া, হস্তে দারুণ অস্ত্র গ্রহণ করিলাম। তদ্দর্শনে সরিৎপতি ভীত ও শরণার্থী হইয়া, লক্ষ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিল! অনন্তর এই মিত্রবর সুগ্রীব

অনুনয় করিয়া কহিলেন, হে রাঘব! ইহাঁরে মার্জ্জনা করুন। ইনি না জানিয়া, আপনার অতিক্রম করিয়াছেন। তখন আমি বিনিবৃত্ত হইয়া, হস্তস্থিত অস্ত্রের সহিত প্রবলিত রোষানল দূরে নিক্ষিপ্ত করিলাম। তদ্দর্শনে সরিৎপতি অনুনয় সহকারে কহিলেন, হে রাম! তুমি সেতুবন্ধন পুরঃসর সলিল পূর্ণ মহোদধি লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কানগরে গমন কর। তাহাতে আমি অচিরাৎ এই সমুদ্রে এই মহাসেতু বন্ধন করিলাম। হে নরসত্তম! বানরসত্তমগণ তিনদিনে এই সেতুবন্ধ করে। প্রথম দিনে চতুর্দ্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে ষট্‌ত্রিংশৎ যোজন, এবং তৃতীয় দিনে শতযোজন বিনির্ম্মিত হয়। হে নরব্যাঘ্র! এই সেই লঙ্কানগরী অবলোকন কর। ইহার প্রাকার ও তোরণ সকল স্বর্ণময়। রাক্ষসরাজ রাবণ দুরন্ত বীর্য্যে ত্রিলোক অধিকৃত করিয়া, দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায়, ইহার শাসন করে। দেবরাজপ্রমুখ দেবতাগণ দূতের ন্যায়, তাহার অনুবর্ত্তন করিতেন। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি। দৈবের কি মারণ চাতুর্য্য? সীতাহরণ রূপ সামান্য সূত্রে স্বল্পকাল মধ্যেই স্বপ্নসম্ভাবিতের ন্যায়, তাহার নাম মাত্র অবশিষ্ট হইল। হে বীর! সেতুবন্ধ সমাপ্ত হইলে আমি লঙ্কানগরে প্রবেশ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিক অবরোধ করিলাম। তাহাতে চৈত্র শুক্লা-ত্রয়োদশীতে এই স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। ঐ দারুণ যুদ্ধ প্রলয়কালীন সংবর্ত্তন বহ্নির ন্যায় অষ্টচত্বারিংশ দিন সমভাবে প্রজ্বলিত হইয়া, অবশেষে দুরাচার রাবণকে একবারেই কবলিত করিল। ত্রিলোকীর হৃদয় শল্য সমুদ্ধৃত ও দেবতাগণের আনন্দাশ্রু উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। হে বীর! রাক্ষসপুঙ্গব প্রহস্ত মহাবীর নীল কর্ত্তৃক এই স্থানেই বিনি-

হত হয়; মহাবল হনুমান এই স্থানেই ধূম্রাক্ষের প্রাণ সংহার করে; নরোন্তক ও অতিকায় এই স্থানেই মহাত্মা সুগ্রীবের দুরন্ত প্রতাপানলে শলভের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়; আমি স্বয়ং এই স্থানে মূর্ত্তিমান কৃতান্ত কুম্ভকর্ণের সংহার করি এবং মহাবাহু লক্ষ্মণ এই স্থানেই অমর বিজয়ী ইন্দ্রজিতকে সমরকুণ্ডে আহুতি দান করেন। এইরূপ স্বল্পদিন মধ্যেই রাবণবংশ ধ্বংস হইয়া যায়।

অনন্তর দারুণ হত্যাকাণ্ড বিনিবৃত্ত হইলে, সুখ দুঃখময় শুদ্ধিকাণ্ড সমুপস্থিত হয়। তৎকালে পিতৃদেব মহারাজ দশরথ অপ্সরা ও বিদ্যাধরগণে পরিবৃত হইয়া, এই স্থানেই সমাগত হয়েন! বহু দিনের পর তদীয় চরণারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া, মনে যে অপরূপ আনন্দ সঞ্চার হইল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু হত দগ্ধ বিধাতা রামের অদৃষ্টে কখন সুখভোগ নির্দ্দেশ করিয়া রাখেন নাই। পিতৃদেবকে দর্শন করিয়া, যে অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদ সমুদিত হইয়াছিল, লোকমুখে পর-গৃহবাসিনী জনকনন্দিনীর অমল চরিত্রে সন্দেহবাদ আকর্ণন করিয়া, দুর্নিবার দুঃখে সেইরূপ প্রতিপ্রহত হইয়া গেল। আহা! প্রিয়তমা আমার হস্তে পড়িয়া, কত দুঃখ ও কত ক্লেশই সহ্য করিয়াছেন; আমি অকৃতাপরাধে তাঁহারে যে রূপ মর্ম্ম পীড়া প্রদান করিয়াছি, ধরাতলে নরাধম রাম ব্যতিরেকে আর কেহই সে রূপ করিতে সাহসী হয় না। বৎস! তিনি এরূপ পতিপ্রাণা ও সরল হৃদয়া এবং আমার প্রতি এরূপ অকপট প্রীতি ও অকৃত্রিম অনুরাগশালিনী যে, আমি সামান্য লোক বিরাগ সংগ্রহভয়ে ভীত হইয়া, সঙ্কুচিত হৃদয়ে মস্তক অবনত করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা

বুঝিতে পারিলেন এবং আমার চিত্ত তুষ্টি সাধনার্থ কিছুমাত্র বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, সেই শুদ্ধিকাম সমবেত সর্ব্বজন সমক্ষে অনায়াসেই প্রজ্জ্বলিত অনলে প্রবেশ ও আত্মশুদ্ধি সাধন করিলেন।

এইরূপ শুদ্ধিকাণ্ড সমাপ্ত হইলে, পিতৃদেব প্রস্থান সময়ে এই স্থানে বলিয়া গেলেন, বৎস রাম! তুমি অযোধ্যায় গমন কর এবং অকণ্টকে রাজ্য শাসন কর। আমি নিতান্ত হতভাগ্য, সেই জন্য তোমারে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, সুখী হইতে পারিলাম না। বলিতে কি, তোমা ব্যতিরেকে স্বর্গেও আমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। যাহা হউক, তুমি আমারে উদ্ধার করিয়াছ; আমি তোমারই গুণে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছি। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমিই সার্থকজন্মা, তোমার যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছে। তুমি ভ্রাতাকর্ত্তৃক অনুধ্যাত হইয়া, চরমে দিব্য গতি লাভ করিবে, উহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তদনন্তর সীতাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে সুব্রতে! তুমি স্বভাবতঃ পতিপরায়ণতা গুণের পরাকাষ্ঠা এবং পবিত্রতার আদর্শ। তথাপি বৎস রাম তোমারে অগ্নিতে শুদ্ধ করিলেন। ইহাতে তুমি তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ করিও না। যেহেতু ইহা দ্বারা ত্বদীয় ভর্ত্তার খ্যাতি লাভ হইবে।

হে কুরুনন্দন! মহাবাহু রাম এই প্রকার বলিতে বলিতে রথচর পুষ্পক দ্রুতবেগে তাঁহাদিগকে লঙ্কানগরে আনয়ন করিল। তথায় যে সকল রাক্ষস ছিল, তাহারা ত্বরিত পদে বিভীষণ সকাশে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিল,

হে বিভো! ভগবান্ রাম বানর-রাজ সুগ্রীব ও একজন মনুষ্যের সহিত আমাদের নগরীতে পদার্পণ করিয়াছেন। বিভীষণ রামের নিতান্ত ভক্ত ও অনুগত; সহসা তদীয় আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইলেন এবং আপনারে সাতিশয় ভাগ্যবান বোধ করিলেন। অনন্তর পুলকিত চিত্তে সন্দেশবহদিগকে অভিলষিত অর্থ ও বসনাদি দ্বারা সমুচিত রূপে পুরস্কৃত ও আপ্যায়িত করিয়া, রক্ষাধিকৃত পুরুষদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা সত্বর লঙ্কানগরীর অলঙ্করণ সম্পাদন কর। প্রভু রাম তদীয় ভৃত্যদিগের আগমন মহোৎসব সাধন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অনন্তর আদেশ মাত্র লঙ্কানগরী অলঙ্কৃত হইলে, তিনি প্রভুর প্রত্যুদ্গমনার্থ সচিবগণের সহিত বিনির্গত হইলেন দেখিলেন, জানকীবল্লভরাম বিমানে আরোহণ করিয়া, মেরুমহীধরাগ্রবর্ত্তী দিবাকরের ন্যায়, অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার শরীর বিনিঃসৃত শান্তিময়ী প্রভায় সমন্তাৎ আলোকিত ও পুলকিত হইয়াছে। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক ভক্তি গদগদ মধুরাক্ষর বাক্যে কহিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন! অদ্য আমার জন্ম, কর্ম্ম ও দৃষ্টি সফল হইল, অদ্য আমি মনোরথসিদ্ধির পার প্রাপ্ত হইলাম। যেহেতু, অদ্য আপনার জগদ্বন্দিত চরণযুগল দর্শন করিলাম। হে মহাদ্যুতে! আপনি ইন্দ্রাদি অমরগণের কার্য্য সাধন করিয়া, ত্রিভুবনবিজয়ী কীর্ত্তিকলাপ সঞ্চয় করিয়ছেন। এই বলিয়া তিনি সুগ্রীব ও ভরত সহিত রামকে বারংবার অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিয়া, ত্রিপিষ্টপ হইতে উৎকৃষ্ট স্বীয় রাজধানীতে সন্নিবিষ্ট করিলেন, হে পিতামহ! রাক্ষসরাজ রাবণ যে সর্ব্বরত্নোপশোভিত প্রদীপ্ত গৃহে শয়ন করিত,

ভগবান্ কাকুৎস্থ তথায় উপবেশন করিলে, বিভীষণ গল-লগ্নীকৃত বস্ত্রে অঞ্জলিপুটে স্বহস্তে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া কহিলেন, হে বিভো! আপনি ভৃত্যের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ বাসনায় স্বয়ং এখানে সমাগত হইয়াছেন। আপনারে যাহা দিব, তাহা আমার নাই। আপনি ত্রিলোককণ্টক দুর্বৃত্ত রাবণকে সংহার করিয়া, পূর্ব্বে আমারে এই পুরি প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে আমি স্ত্রী, পুত্র, আত্মা ও বান্ধব এবং অন্যান্য সমুদায় বস্তু সহিত ইহাই আপনার পদারবিন্দে অর্পণ করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করিয়া, আমারে কৃতার্থ করুন। হে মহাদ্যুতে! আমার যাহা কিছু সমুদায়ই আপনার। রামচন্দ্র তাঁহার অকপট অনুরাগসহচরিত অকৃত্রিম ভক্তি সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, তদীয় প্রীতিদান প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক, কহিলেন, হে মিত্র! সমুদায় তোমারে দান করিলাম; এক্ষণে প্রার্থনা করি, তোমার এই সমস্ত অক্ষয় হউক।

হে কৌরব! ভগবান্ রাম সাক্ষাৎ জগদ্গুরু নারায়ণের । তিনি স্বীয় অত্যুদার গুণে শত্রুমিত্র সকলেরই সমান প্রীতি ও সমান অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাঁহার আকার প্রকারও অলোকসুলভ মধুরতায় পরিপূর্ণ এবং সকলেরই লোভনীয় ছিল। অতএব তাঁহারে দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, সমুদায় প্রজালোক ও নগরবাসী অন্যান্য জনগণ তথায় সমাগত হইল এবং আমাদিগকে রাম দর্শন করাও বলিয়া বিভীষণের গোচর করিল। তখন রাক্ষসরাজ একে একে সকলকে রাম সমীপে উপস্থিত করিলেন, তাহারা সেই নিরুপম রূপরাশি দর্শন করিয়া, স্ব স্ব [illegible]

পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। অনন্তর আন্তরিক প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ স্বদীয় স্বপ্রান্তে বহুমূল্য সঞ্চিত উপায়ন সমস্ত নিবেদন করিয়া দিল। কৌশল্যানন্দন রাম সমুচিত সম্ভাষণাদি দ্বারা সকলেরই সমভাবে সন্তোষ সাধন করিয়া, অভিলষিত পরিপূরণ করিলেন। অনন্তর মহাবাহু ভরত তদীয় আদেশ বশংবদ হইয়া, তাঁহাদের ও রাক্ষসরাজের উপানীত রত্নৌঘসমন্বিত উপহার সমস্ত গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে রাক্ষসগৃহে দিবসত্রয় অতিবাহিত ও চতুর্থ দিন সমুপাগত হইলে, ভগবান্ রাম সভামণ্ডপ অলঙ্কৃত করিয়া, আসীন হইলেন। বিভীষণ, সুগ্রীব, ভরত ও অন্যান্য রাক্ষসগণ যথাযোগ্য স্থানে তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে যে অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইল, বলিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি পূর্ব্বে দেবমায়ার বশবর্ত্তিনী হইয়া, রামকে বনবাসে প্রেরণ করেন, সেই কৈকেয়ী যথোপযুক্ত সময়ে শরীর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করেন। তিনি জন্মান্তরে মহাত্মা কশ্যপের পত্নীপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার নাম সুশীলা বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই সুশীলাই কৈকেয়ী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। যাহা হউক, তিনি স্বর্গে গমন করিয়া ভর্ত্তার নিকট শ্রবণ করিলেন, রাম স্বয়ং প্রভু নারায়ণ; দেবগণের কার্য্য সাধন মানসে রঘুবংশে দশরথের ঔরসে অবতরণ করিয়াছিলেন। রামায়ণের নাম শ্রবণমাত্রে তাঁহার অন্তঃকরণ অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া উঠিল। আপনারে অপরাধিনী ভাবিয়া, মনে মনে কতই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম সপরিবারে লঙ্কানগরে সমাগত হইলেন। বিভীষণ তৎকালে লঙ্কামধ্যে

আসীন ছিলেন। তাঁহারে আহ্বান ও মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া, কহিলেন, হে পুত্রক! অনেক দিন হইল রামের শশ-ধরবিড়ম্বী বদনমণ্ডল দর্শন না করিয়া আমার অন্তঃকরণ প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত হইয়াছে। অতএব তাঁহারে দর্শন করিয়া যাইব। হে বৎস! তুমি বন্ধুগণ সংযুত রামকে আমার এই অভিলষিত বিজ্ঞাপিত কর। মুনিসত্তমগণ তাঁহারে নয়নগোচর করিয়া, পরম পুণ্য উপার্জ্জন করেন। স্বয়ং সনাতন বিষ্ণু মূর্ত্তিচতুষ্টয় পরিগ্রহ করিয়া, ধরাতলে অবতরণ করিয়াছেন। মহাভাগা সীতা তাঁহার চিরপরিগ্রহ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমি এবিষয় নিঃসংশয়ে অবগত হইয়াছি। হে বৎস! তোমার অগ্রজ পরম বুদ্ধিমান ধনদ পূর্ব্বে রাক্ষসরাজ রাবণের উৎ-পীড়নে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া, দেবগণের সমীপে গমন করিলে; তাঁহারা বলিয়াছিলেন, হে যক্ষরাজ! আমাদের আর চিন্তার বিষয় নাই। স্বয়ং নারায়ণ দশগ্রীবের সংহার সাধন জন্য মহাত্মা রঘুর বিশুদ্ধ বংশে দশরথের পুত্র রামরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

বিভীষণ তথাস্তু বলিয়া, অঙ্গীকার পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবমাতঃ! আপনি স্বকীয় পারিষদ্ ও অন্যান্য দেবকন্যার সহিত ভগবান্ রামের সকাশে গমন করুন। আমি তাঁহারে আপনার কথা নিবেদন করিব। হে শুভে! এক্ষণে এই শুক্ল যব গ্রহণ করুন এবং দূর্ব্বা ও সর্ষপের সহিত পুত্রের মঙ্গল করিয়া, কল্যাণ সাধন করুন। বিভীষণ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রভু রাম যেস্থানে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন। এবং তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত যে সকল লোক সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই উৎ-

সারিত করিয়া দিলেন। অনন্তর সভা জনশূন্য ও মহানুভব রাম সুখোপবিষ্ট হইলে তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আমাদের এই দেবমাতা আপনার পাদযুগল দর্শন করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাঁরে দর্শন দান করুন।

রাম মাতৃনাম শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র সম্ভ্রান্ত হইলেন। ভক্তিভরে তাঁহার নয়নদ্বয় বিকসিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি মাতৃদর্শনার্থ নিতান্ত উৎসুক হইয়া কহিলেন, আমিই ইহাঁর সমীপে স্বয়ং গমন করিব। তুমি আমার সম্মুখ হইতে সত্বর অপসৃত হও। অনন্তর তিনি তৎক্ষণাৎ বরাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, উহাঁর সমীপে সমাগত হইলেন এবং মস্তকে অঞ্জলি আধান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, ভক্তি গদ্গদ বাক্যে কহিলেন, হে দেবি! আপনারে অভিবাদন করি। আপনি ধর্ম্মতঃ আমাদের মাতা। হে সুব্রতে! আমি জন্মান্তরে অনেক তপস্যা ও বহুবিধ পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছিলাম। অদ্য তাহার প্রভাবেই আপনার চরণ কমল দর্শন করিলাম। বলিতে কি, অদ্য আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। আপনি যেরূপ পুত্রবৎসলতাগুণের বশবর্ত্তিনী হইয়া আমারে দর্শন দান করিলেন, সেইরূপ আপনারে নয়ন গোচর করিয়া, অদ্য আমার সমুদায় পাপ তিরোহিত হইল। হে ভগবতি! দেবী কৌশল্যা যেরূপ আমার মাতা, আপনিও সেইরূপ। জন্মজন্মান্তরে যেন আমার এইরূপ মাতৃসন্দর্শন লাভ হয়।

কৈকেয়ী রঘুনন্দন রামের এইপ্রকার সরলতাপূর্ণ বিনয় মধুর বাক্য আকর্ণন করিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলেন। অনন্তর আন্তরিক অনুরাগের সহিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ

করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি চিরজীবী হও। ললনাগণ যেন তোমার ন্যায় গুণবান পুত্র জন্ম জন্মান্তরে প্রাপ্ত হয়। কৌশল্যা যার পর নাই ভাগ্যবতী। সেই জন্যই ঈদৃশ গুণশালী পুত্র গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। বৎস! তুমি সামান্য মানব নহ। আমি ভর্ত্তার মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ভগবান্ বিষ্ণু রঘুবংশের পবিত্রতা, দেবগণের মঙ্গল, দশগ্রীবের সংহার ও বিভীষণের সমৃদ্ধি সাধন জন্য মানুষরূপে অবতীর্ণ হইবেন। এবং কৌশল্যার গর্ভে দশরথের পুত্র রাম রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, মহাবল বালীর নিধন, সুগ্রীবের রাজ্যসমৃদ্ধি সাধন ও সাগরে সেতুবন্ধন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্যপরম্পরা সম্পাদন করিবেন। তাঁহার সুপবিত্র কীর্ত্তি সমুদায় ভুবন পবিত্রীকৃত করিবে। স্বামি বাক্য স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে, আমি এক্ষণে তোমারে প্রকৃতরূপে জানিতে পারিয়াছি। পতিব্রতা সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী, তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণু, আর এই সকল বানর দেবগণের অবতার। তোমার প্রভাবের সীমা নাই; মহিমারও ইয়ত্তা নাই। ধরাতলে রাজা দশরথই ধন্য এবং কৌশল্যাই যথার্থ ভাগ্যবতী। আমাদেরও পুণ্যের পরিসীমা নাই। যাহা হউক, তোমারে দর্শন করিয়া, আমার সকল মনোরথ পূর্ণ হইল। এক্ষণে আমি গমন করিব। তুমি অচলা কীর্ত্তি লাভ কর।

কৈকেয়ী এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, বিভীষণপত্নী সরমা তদীয় সকাশে সমুপস্থিতা হইয়া, ভক্তিভরে প্রণাম করিল। এবং মৃদুল বাক্যে কহিতে লাগিল, হে পূর্ণব্রহ্মন্! আমি সরমা, আপনার দাসী। আমি পূর্ব্বে অশোকবনবাসিনী জনকনন্দিনীর পাদচারিকা দাসী ছিলাম। আহা, তাঁহার সহ-

যানের কি মহীয়ান ভাব! আমি পুত্র বিয়োজিতা হইয়াও, তদীয় সহবাসে একদিনের জন্যও কোন প্রকার যাতনা অনুভব করি নাই। তাঁহার সান্নিধ্য বশতঃ সেই রাক্ষসীকুল দূষিত অন্ধকারাময় অশোকবনিকাও স্বর্গের ন্যায় সাতিশয় মনোরম ছিল। আমার সেই ভর্ত্রীদেবী আপনার প্রিয়তমা জানকীত সুখে আছেন? হে পরন্তপ! আমি মরিলেও তাঁহারে ভুলিতে পারিব না। তাঁহার সেই স্নিগ্ধ সুন্দর হসিতচ্ছবি এখনও যেন মূর্ত্তিমতীর ন্যায়, আমার চিত্তপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি এক দিন এক ক্ষণের জন্যও তাঁহারে বিস্মৃত নহি। তাঁহার সেই নির্ম্মল চরণারবিন্দ স্মরণ করিয়া, অহোরহঃ যাপন করিয়া থাকি। যদিও দুর্ভাগ্যযোগ বশতঃ বিধাতা তাঁহারে আমার নয়নপথের বহির্ভূত করিয়াছেন, কিন্তু হৃদয়পথের বহিষ্কৃত করিতে পারেন নাই। আমি প্রতিদিন তাঁহারে সম্মুখবর্ত্তিনীর ন্যায়, হৃদয়মার্গে অবলোকন করি এবং তদীয় গুণগাথা গান করিয়া থাকি। আমার মনঃ তাঁহার চরণসরোজের অমৃতবিনিন্দী মকরন্দে এরূপ মগ্ন হইয়াছে যে, আমি শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে দিবানিশী কেবল তাহাই চিন্তা করি। বিধাতা কতদিনে পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার সংঘটন করিবেন; কতদিনে তাঁহারে আবার দর্শন করিয়া সুখিনী হইব। হে দেবেশ! আপনি কিজন্য তাঁহারে সমভিব্যাহারে আনয়ন করেন নাই? জানকী ব্যতিরেকে একাকী আপনার শোভা হইতেছে না। হে পরন্তপ! তিনি যে রূপ আপনার পার্শ্বে শোভমান হয়েন, সেইরূপ আপনিও তাঁহার সান্নিধ্য-যোগে অপ্রতিম প্রতিভা ধারণ করিয়া থাকেন।

সরমা এই প্রকার কহিতে আরম্ভ করিলে, ভরত তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ও অকপট প্রীতি বিমিশ্রিত নিরূপম আকারমাধুরী সন্দর্শন পূর্ব্বক নিতান্ত উৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রঘুনন্দন! এই মহাভাগা ললনা কাহার পরিগ্রহ? রাম কহিলেন, বৎস! ইনি বিভীষণের ভার্য্যা; নাম সরমা। এবং মহাভাগা সীতার প্রিয়তমা সখী। বলিতে বলিতে তাঁহার চিত্তপটে তত্তৎ ঘটনা নবীভূত হইয়া, একে একে সমুদিত হইতে লাগিল। তখন তিনি অরণ্যবাস সহচরী প্রিয়তমা জানকীর অতীত ও বর্ত্তমান তত্তৎ অবস্থা পরিকলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, বিধাতা তাঁহার জীবন দুঃখের চিত্ররূপে গঠন করিয়াছেন, তাঁহার হস্তে পড়িয়া, ঐ চিত্র আরও রঞ্জিত হইয়াছে। যাহা হউক, উপস্থিত প্রজ্ঞাবলে সমুদায়ই কালকৃত ভাবিয়া মনোবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে সরমে! এই সংসার কালের ক্রীড়নক, মানুষ তাহার নিতান্ত আয়ত্ত। অতএব তুমি গমন ও ভর্ত্তার গৃহ পালন কর। ভাগ্যহীন হইলে, বিধাতা যে রূপ পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ জানকী আমারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সুদুঃসহ বিয়োগসন্তাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া, কোনমতেই সুখানুভব করিতে পারিতেছি না। আমার বুদ্ধি বিনষ্ট ও চিত্ত পরিভ্রান্ত হইয়াছে, সমুদায় দিক্ শূন্য ও জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। বোধ হয়, আমি যেন ঘোর অন্ধকারে বিচরণ করিতেছি। বলিতে বলিতে আশীবিষ বিষমূর্চ্ছিত ব্যক্তির ন্যায়, তদীয় নয়নযুগল যেন ঘোরতিমির গর্ভে অবগাহন করিল। অমনি কৃশাঙ্গী মলিনা এক বস্ত্র পরিধানা জটিলকেশা তপস্বিনী সীতামূর্ত্তি উজ্জ্বলো-

জ্জ্বলা চপলার ন্যায়, তদীয় গোচরে সমুপস্থিত হইল এবং ক্ষণমধ্যেই অন্তর্হিতা হইয়া গেল। রাম দর্শন মাত্র চকিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি অতি কষ্টে উচ্ছলনোন্মুখ শোকাবেগ সংযত করিয়া, সীতার প্রিয়সখী সরমাকে বিসর্জ্জন করিলেন এবং পুনরায় জননীকেও অভিবাদন করিয়া, তৎক্ষণাৎ বিদায় দিলেন।

কৈকেয়ী গমন করিলে, মহানুভব রাম বিভীষণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মিত্র! আমার অভিলাষ সর্ব্বথা পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে অনুমতি কর, গমন করি। তুমি সর্ব্বদা সাবধান হইয়া, দেবগণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে। কদাচ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবে না। দেবরাজ যে রূপ আদেশ করিবেন, তদনুসারে রাজ্যশাসন ও অন্যান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। কখন প্রমত্ত হইয়া, তাহার অন্যথা করিবে না। দেখ, রাবণ পরম বুদ্ধিমান্ হইয়া, একমাত্র দেবলঙ্ঘন দোষেই বিপন্ন হইয়াছে। রাক্ষস ও মানুষে চিরকালই ভক্ষ্যভক্ষ্যক ভাব। সাবধান, যদি কখন কোন মনুষ্য লঙ্কানগরে আগমন করে, রাক্ষসগণ যেন তাহারে সংহার না করে, এবং তুমিও তাহাদিগকে আমার ন্যায় অবলোকন করিবে। বিধাতা তোমার হস্তে যে গুরুতর ভার ন্যস্ত করিয়াছেন, ইচ্ছা করিয়া কদাচ তাহার বিরুদ্ধপক্ষে ধাবমান হইবে না। যে ব্যক্তি অকারণে পরের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করে, ঐ দণ্ড তাহারই স্কন্ধে পতিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রাজার সর্ব্বথা সাবধানে পদবিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, রাজ্য পিচ্ছিল ভূমির ন্যায়। একবার পদস্খলন হইলে, সহজে উদ্ধার পাওয়া দুর্ঘট। তুমি স্বভাবতঃ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ধর্ম্মে

নিতান্ত পরিনিষ্ঠিত। তোমারে অধিক উপদেশ দেওয়া বাহুল্য মাত্র।

হে কুরুনন্দন! ভগবান্ রাম মিত্রপাতিত্য বশবর্ত্তী হইয়া, এইপ্রকার উপদেশ করিলে, বিভীষণ সানুনয় বাক্যে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার এই রাজ্যসম্পত্তি আপনারই প্রদত্ত। আমার আত্মা পর্য্যন্ত আপনার অধিকৃত। অতএব আমি আপনার আদেশানুরূপ সমুদায় সম্পাদন করিব। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, হে বিভো! মহাপ্রভাব বলি পূর্ব্বে যাঁহার প্রভাবে বদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই এই আমার বৈষ্ণবী মূর্ত্তি। হে মহাভাগ! আপনি ইহাঁরে সমভিব্যাহারে লইয়া, কান্যকুব্জে প্রতিষ্ঠিত করুন। দুরাচার রাক্ষস গৃহে অবস্থান পতিত রত্নের ন্যায় ইহাঁর প্রতিভার হানি হইতেছে। হে কৌরব! ভগবান্ রাম ইহাতে সম্মত হইলে, বিভীষণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন এবং ভক্তিভরে স্তব করিতে করিতে সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমন্বিত বামনদেবকে আনয়ন করিয়া, সমর্পণ করিলেন। ভরত ও সুগ্রীব তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া, অনুগামী বানরদিগকে কহিলেন, চল, আমরা সকলে স্ব স্ব দেশে প্রত্যাগমন করি। রাক্ষসরাজ বিভীষণ এখানে অধিষ্ঠান করুন। ঐ সময়ে প্রভুর সহিত পুনরায় বিচ্ছেদ হইল ভাবিয়া, প্রভুভক্ত বিভীষণের লোচন-যুগল দরদরিত অশ্রুধারায় পরিপূর্ণ হইল। তিনি আর প্রিয়তম রামরূপ দর্শন করিতে পারিলেন না। দুর্ভর বাষ্পভরে কণ্ঠদেশ রুদ্ধ হওয়াতে, তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তিও রহিত হইয়া গেল। এই রূপে বাক্‌শক্তি ও দর্শনশক্তি যুগপৎ লুপ্তপ্রায় হইলে, তিনি

জড়ের ন্যায়, চিত্রিতের ন্যায়, উৎকীর্ণের ন্যায়, মৃতের ন্যায়, কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর অতিকষ্টে শোকভারাক্রান্ত আত্মাকে সংযত করিয়া, স্খলিত বাক্যে কহিলেন, বিভো! আপনি যাহা আদেশ করিলেন, আমি তৎসমস্তই প্রতিপালন করিব। কিন্তু রাজেন্দ্র! এই সেতুপথ দ্বারা পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্য আগমন করিয়া, বিঘ্ন সম্পাদন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব রাঘব! আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই। আমি আপনার সহিত গমন করিব। মহাবাহু রাম রাক্ষসরাজ বিভীষণের অভিহিত এই বাক্য আকর্ণন করিয়া কহিলেন, রাক্ষসেন্দ্র! তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ হস্তে কার্ম্মুকগ্রহণ-পূর্ব্বক সেই বিশাল সেতু দুই খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। বিভীষণ তদ্দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া, পুনরায় বলিলেন, পূর্ব্বে মহাবল মেঘনাদ যে সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিল, সেই সময়েই এই জয়লক্ষণ বামনদেবকে স্বীয় রাজ্য আনয়ন করে। এক্ষণে আপনি ইহাঁরে গ্রহণ করিয়া, নিরূপিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করুন। তখন মিত্রপ্রিয় রাম তথাস্তু বলিয়া, পুষ্পক রথে অধিরূঢ় হইলেন এবং অসংখ্য ধন রত্ন ও সুরোত্তম বামনদেবকে উহাতে আরোপিত করিয়া, অভিমত দিকে প্রস্থান করিলেন। তিনি পুনরায় আপনার বিজ্ঞান বলে সেই সেতু, মধ্যে দশযোজন এবং অপর স্থানে এক যোজন, এই রূপে খণ্ডত্রয়ে ছেদন করিয়া দিলেন। তাহাতে মানবগণের যাতায়াত সম্ভাবনা একবারে বিদূরিত হইল। অনন্তর তিনি বেলান্তরে সমাসন্ন হইয়া, তথায় রামেশ্বর নামে সুবিখ্যাত দেবদেব ত্রিলোচন স্থাপন পূর্ব্বক বিহিত বিধানে তাঁহার

পূজা করিলেন। পূজা সমাপ্ত হইলে, তিনি সমুদ্রকে প্রতি-ষেধ করিয়া, পরমপ্রীত হৃদয়ে তদীয় দক্ষিণবিভাগে সমাগত হইলেন। ঐ সময়ে, অন্তরীক্ষে জলদগম্ভীর নিস্বনে বক্ষ্যমাণ বাণী প্রাদুর্ভূত হইল।

রুদ্র কহিলেন, হে রাঘব! তোমার মঙ্গল হউক। আমি এক্ষণে এই স্থানেই অবস্থিতি করিলাম। হে বীর! এই পৃথিবী, এই জগন্মণ্ডল যত দিন, ততদিন আমি তোমার নামে এখানে অধিষ্ঠিত রহিব। রঘুনন্দন রাম দেবদেব মহা-দেবের এই অমৃতোপম মনোহর বাক্য কর্ণগোচর করিয়া, যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং মৃদুল বাক্যে বলিতে লাগি-লেন, হে দেবদেব! তোমারে নমস্কার। তুমি ভক্তগণের কখন ভয় সমুৎপাদন কর না। যাহারা তোমার প্রতি প্রীতি-শূন্য, তাহারাই পদে পদে ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি লোকপূজিতা পর্ব্বতরাজদুহিতার পাণি গ্রহণ ও দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়াছ; তোমারে নমস্কার। হে বিভো! তুমি বিশ্ব-রূপী বিশ্বাত্মা; সংহাররূপী রুদ্র এবং বরদরূপী মহাদেব, তোমারে নমস্কার। তুমি পশুদিগের পতি, তুমি সুগ্রীব, তুমি কপর্দ্দী, তুমি মহাদেব, তুমি ভীম, তুমি ত্রিলোচন, তোমারে নমস্কার। হে অনাদে! তুমি সকলের ঈশ্বর ও নিয়ন্তা; তোমার শরণাপন্ন হইলে, দুস্তর ভববন্ধন অনায়াসে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। তুমি মহাবল অন্ধককে বিনিপাতিত করিয়াছ, তোমারে নমস্কার। হে অজ! তুমি ভীম, তুমি বিধাতারও বিধাতা, কৃতান্তেরও কৃতান্ত এবং মনোহরেরও মনোহর। যে অগ্নি ত্রিলোকের পবিত্রতা সাধন করে, তাহা তোমার রেতঃ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তোমারে নমস্কার। হে অজ!

তোমারে চিন্তা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তোমার স্বরূপ কখন বিকৃত হয় না। তুমিই এই সংসারের ভরণ পোষণ কর। তোমার মহিমার সীমা নাই। হে শঙ্কর! তুমি বৃষধ্বজ, তুমি মুণ্ড, তুমি জটী, তুমি ব্রহ্মচারী, তুমি পরমযোগী, তুমি পরমব্রহ্মণ্য, তুমি সাক্ষাৎ জয় এবং পূর্ব্বে সলিল আশ্রয় করিয়া, সুদুস্তর তপস্যায় ত্রিলোক বিমোহিত করিয়াছিলে। তদবধি তোমার নাম পরমতপস্বী বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছে। হে বিশ্বাত্মন্! হে পরমাত্মন্! হে মহাত্মন্! হে সর্ব্বাত্মন্! তুমি স্বীয় অনন্ত মহিমার সাহচর্য্যে এই অনন্তবিশ্ব অনন্তরূপে সৃষ্টি করিয়াছ এবং রক্ষাবিধান জন্য প্রতিনিয়ত ইহা আবরণ করিয়া অধিষ্ঠিত আছ। এই লোক সকল তোমার অধীন, দেবগণ তোমার অধীন এবং পিতামহ ব্রহ্মাও তোমার অধীন, কিন্তু তুমি কাহার অধীন নহ। সর্ব্বদাই আত্ম-বশে বিনির্ম্মল আত্মানন্দ অনুভব করিতেছ। তোমারে নমস্কার করি। হে মহাযোগিন্! তুমি দেবস্বরূপ, দিব্যস্বরূপ ও পরম-স্বরূপ। বিশ্বসংসার তোমার বশ্য, কিন্তু তুমি কাহার বশীভূত নহ। এই জন্য তুমি মুক্তপুরুষ বলিয়া মনীষিগণের আদর-ভাগী হও। তোমারে নমস্কার। হে পরমমহৎ! তুমি শিব, তুমি বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর; তুমি গলদেশে ভুজঙ্গমরূপ যজ্ঞো-পবীত ধারণ করিয়াছ, তাহাতে তোমার শোভার ও মহিমার পরিসীমা নাই। তুমি ভক্তগণের প্রতি নিত্য অনুকম্পা প্রদ-র্শন কর। এই বিশ্ব তোমার মূর্ত্তি, তোমারে নমস্কার করি।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে কুরুনন্দন! ভগবান্ রাম ভক্তিভরে অবনত ও সম্মুখীন হইয়া, প্রণামপূর্ব্বক প্রণত বাক্যে এই প্রকার স্তব করিলে, দেবদেব হর পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহি-

লেন, হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি এক্ষণে অভিমত বর প্রার্থনা কর। আমি তোমারে তাহাই প্রদান করিব। যে ব্যক্তি সমাহিত, তাহারে আমার অদেয় কিছুই নাই। বিভো! তুমি পদ্মপলাশলোচন দেবদেব সনাতন বিষ্ণু; সামান্য মানুষরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া, অবতরণ করিয়াছ। হে মহাবাহো! তুমি দেবগণের কার্য্য সাধন করিয়াছ; এক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়াছ, স্বস্থানে প্রস্থান কর। রঘুনন্দন! তুমি আমার এই যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলে, ইহা যার পর নাই পুণ্যজনক। যাহারা এখানে আগমন করিয়া, সমুদ্রকূলে আমারে দর্শন করিবে, তাহারা মহাপাতক পরিলিপ্ত হইলেও, মুক্তিলাভ করিবে। হেমহাবাহো! এই সমুদ্রে আমারে দর্শন মাত্র ব্রহ্মহত্যাদি পাপ এবং অন্যান্য পাতকরাশি বিন‍ষ্ট হইয়া যাইবে; এ বিষয়ে বিচারণার প্রয়োজন নাই। হে রঘূদ্বহ! এক্ষণে তুমি ভগবান্ বামনদেবকে গঙ্গাতীরে স্থাপন ও পৃথিবীকে বহুতর ভাগে বিভাগ করিয়া, আপনার স্থান শ্বেত-দ্বীপে গমন কর। হে দেব! হে পরন্তপ! তোমারে নমস্কার করি। অনন্তর রাম তাঁহারে প্রণাম করিয়া, তীর্থবর পুষ্করে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি আকাশপথে গমন করিতে-ছিলেন। তদীয় বিমান পুষ্করসান্নিধ্যে আগমন পূর্ব্বক সহসা গতিশক্তি রহিত হইয়া, বজ্রবৎ স্থিরভাবে অবস্থান করিল। তদ্দর্শনে তিনি কপিরাজ সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে! রথবর পুষ্পক কিজন্য এই নিরালম্ব আকাশে সহসা এরূপভাবে অধিষ্ঠান করিল? ইহার কোন কারণ থাকিতে পারে। তুমি সত্বর তাহার সন্ধান কর। বানররাজ সুগ্রীব রাম-বাক্যে তৎক্ষণাৎ ধরাতলে অবতরণ করিয়া, অবলোকন

করিল, পিতামহ ব্রহ্মা তথায় আসীন রহিয়াছেন। সুর ও সিদ্ধগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন; ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া আছেন, এবং চারিবেদ মূর্ত্তিমান হইয়া, তাঁহার সম্মুখভাগ অলঙ্কৃত করিতেছে। দর্শনমাত্র কপিকুঞ্জর সুগ্রীব অতিমাত্র সম্ভ্রান্ত হইয়া, দ্রুতপদসঞ্চারে রামসকাশে গমন পূর্ব্বক কহিল, বিভো! যিনি চরাচর বিশ্বের জনয়িতা, পাতা ও প্রতিষ্ঠাতা, দেবগণও যাঁহার মহিমা গান ও ভৃত্যের ন্যায় অনুবর্ত্তন করেন, সেই এই সর্ব্বলোক পিতামহ এই স্থানে বাস করিতেছেন। ঐ দেখুন, সমুদায় লোকপালগণ সম্মিলিত হইয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছেন এবং রুদ্র, আদিত্য ও মরুদ্গণ তাঁহার সেবা করিতেছেন। দেব! পুষ্করতীর্থে পিতামহের নমস্কার করা কর্ত্তব্য।

ভগবান্ রাম পিতামহের নাম আকর্ণন পূর্ব্বক পরমভক্তি সংযুক্ত ও সাতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ পুষ্পক হইতে অবতরণ করিলেন এবং সেই পুষ্করার্দ্ধভূষিত দেবদেব পিতামহকে প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বলোকের বিধাতা, আপনি প্রজাগণের পতি, দেবগণ আপনার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, আপনি দেবনাথ, আপনি জগন্নাথ, আপনি প্রজানাথ, আপনি জগতের পতি, আপনারে নমস্কার করি। হে বিভো! আপনি দেবদেবেরও ঈশ্বর, সুর ও অসুরগণ আপনার বন্দনা করেন। আপনি চরাচর কলয়িতা মূর্ত্তিমান্ কলি, আপনি নীলগ্রীব, আপনি লম্বোদর, আপনারে নমস্কার করি। আপনি সর্ব্বসংহর কৃতান্ত ও দেবগণেরও অন্তক। আপনি বহুরূপী, আপনি সকলের পিতা ও পিতামহ; আপনি পদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত

হইয়াছেন এবং পদ্মেই অধিষ্ঠান করেন। আপনি সর্ব্ব-শক্তির আধার ও সর্ব্বগুণের অধিষ্ঠান, ভগবতী সাবিত্রী আপনার বন্দনা করিয়া থাকেন, আপনারে নমস্কার। আপনি মৃত্যু এবং আপনিই অমৃত, আপনি ভয় এবং আপ-নিই অভয়। আপনি ব্রহ্মচারী ব্রতধর; আপনি গুহাবাসী; আপনি ত্রিলোচন। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় ভুবন আপনার প্রতিষ্ঠিত নিয়মে প্রতিক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তে পরিচালিত হই-তেছে, আপনারে নমস্কার করি। আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও প্রধানেরও প্রধান: আপনি পরম দর্শনীয়; আপনার প্রভা বালসূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বলোকের মনোহর। ধর্ম্ম ও অভয় আপ-নার হস্ত এবং যাবতীয় কর্ম্ম আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত। আপ-নার দিব্যস্বরূপ দর্শন করিলে, পরম পুণ্য ও মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, আপনারে নমস্কার। হে দেব! অগ্নি আপ-নার মুখ, অগ্নি আপনার রেতঃ এবং অগ্নি আপনার মূর্ত্তি: আপনি মূর্ত্তিমান্ উৎসব ও সাক্ষাৎ পরমানন্দ; আপনি দেব-গণেরও স্রষ্টা এবং সর্ব্বলোকের অদ্বিতীয় ঈশ্বর। আপনার মহিমার সীমা নাই। আপনারে নমস্কার করি। হে অজ! আপনি বনস্পতি, ওষধি, লতা ও অন্যান্য সুশ্রীকগণের পূজ-নীয়। আপনি জগতের বিধাতা ও কর্ত্তা; আপনি পরম শাশ্বত ধ্রুবপুরুষ। আপনি ধর্ম্মের অধ্যক্ষ, সাক্ষাৎ বিরূপাক্ষ এবং বৃত্তিত্রয় সহযোগে ভূতগণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আপনারে নমস্কার। হে পরমাত্মন্! আপনি ত্রিবেদী ও বহু-রূপ; আপনি অযুত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, আপনি বরদ এবং বিশেষরূপে দানবদিগকে বঞ্চিত করিয়া থাকেন। আপ-নার স্বরূপ ও গতি নিতান্ত দুর্ব্বিভাব্য, আপনারে নমস্কার।

হে অনাদে! আপনি দেবদেবাদিদেব; আপনার জটা-কলাপ পদ্মে অঙ্কিত, ধর্ম্ম আপনার পরাক্রম, আপনি ভীম ও হিরণ্য শুদ্ধি; অদ্য আপনারে দর্শন করিয়া, আমার মনুষ্য জন্ম সার্থক হইল। এক্ষণে কৃপাকটাক্ষপ্রদানে আমারে পবিত্রীত করুন।

হে ভীষ্ম! মহাবাহু রাম প্রণাম পূর্ব্বক পরম প্রণতচিত্তে এইপ্রকার স্তব করিলে, ব্রহ্মবিদাংশ্রেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মা নিরতিশয় আদর সহকারে তাঁহারে করে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, হে রঘুনন্দন! তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণু; লীলা প্রদর্শন বাসনায় মনুষ্য দেহ পরিগ্রহ করিয়াছ। পূর্ব্বে আমিই তোমারে মানব দেহ ধারণ জন্য প্রার্থনা করি। তাহাতেই দেবগণের কার্য্য সাধনার্থ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে বিভো! তোমার সেই দেব-কার্য্য সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এই বামনদেবকে জাহ্নবীর দক্ষিণ তটে স্থাপন ও অযোধ্যায় গমন করিয়া, স্বর্গে প্রস্থান কর। পিতামহ এই বলিয়া যথোচিত সম্ভাষণ সহকারে বিদায় দিলে, ভগবান্ রাম তাঁহারে প্রণিপাত করিয়া, পুনরায় পুষ্পক রথে আরোহণ ও মথুরা নগরে প্রয়াণ করিলেন। সুমিত্রানন্দন শত্রুঘ্ন এই নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, আসীন ছিলেন। প্রবল প্রভাব রাম ভরতের সহিত সমাগত হইয়া, তাঁহারে দর্শনদান দ্বারা সবিশেষ আপ্যায়িত করিলেন। শত্রুকর্ষণ শত্রুঘ্ন মূর্ত্তিমান্ ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ন্যায় পরম প্রভাব ভ্রাতৃযুগলকে দর্শনমাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া, সভাশুদ্ধ গাত্রোত্থান করিলেন। প্রীতিভরে তাঁহার নয়নকমল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন

তিনি পঞ্চাঙ্গে ধরাতলে আলিঙ্গন করিয়া, অপার ঔৎসুক্য সহকারে মস্তক দ্বারা বারম্বার তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রাম তদ্দর্শনে ভক্তিনম্র ভ্রাতাকে উত্থাপন ও অঙ্কে আরোপণ করিয়া, মধুর বাক্যে কুশল জিজ্ঞাসা সহকারে নানা প্রকারে পরিলালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ভরত ও সুগ্রীব ইহাঁরাও সমুচিত বিধানে তাঁহারে আপ্যায়িত ও যথাযথ সম্ভাবিত করিলেন। অনন্তর মহানুভব রাম সুখে উপবেশন করিলে, শত্রুকর্ষণ শত্রুঘ্ন সন্নত হইয়া, অর্ঘ্য আহরণ পূর্ব্বক আপনার রাজ্য তাঁহারে নিবেদন করিলেন।

এদিকে রামের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, মথুরাবাসী জনগণের আহ্লাদের সীমা রহিল না। রাম নবোদিত-চন্দ্রের ন্যায়, সকলের নয়ন মনের প্রীতিকর ছিলেন। তাঁহার অপার সাগরসদৃশ সুগভীর গুণরাশির অপ্রতিম প্রতিভায় সমুদায় ভুবন পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই জন্য তাঁহার দর্শন আপামর সাধারণেরই প্রার্থনীয় ছিল। এই জন্যই মথুরার ব্রাহ্মণপ্রমুখ জনগণ নিতান্ত উৎসুক হইয়া তাঁহারে দর্শন করিবার জন্য তথায় সমাগত হইল। দেখিল, তিনি দীপ্ত্যধি-ষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় অথবা শান্তি সহচর সত্যের ন্যায় সভা-মণ্ডপ অলঙ্কৃত ও পবিত্রীকৃত করিয়া, আসীন রহিয়াছেন। দর্শন-মাত্র তাহাদের মনঃপ্রাণ হর্ষিত সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত, ইন্দ্রিয় সকল বিকসিত ও আহ্লাদর বর্দ্ধিত হইল। তখন তাহারা সমধিক প্রণত হইয়া, তাঁহারে সমুচিত ভাবে অভি-নন্দন করিল। গুণময় রাম একে একে সমুদায় প্রজালোকের সম্ভাষণানন্তর পঞ্চদিন বাস করিয়া, মথুরার মহোদয় সাধন

দিব্য সলিল রূপ হবির্দ্ধারায় সন্তপ্তা পৃথিবীর পরিতৃপ্তি সাধন করেন। ভূতধাত্রী ধরিত্রী সেই ক্ষীরসংকাশ পরম মঙ্গলময় কারণ সলিলে সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ হইয়া, নির্ব্বাণ ভাব প্রাপ্ত হয়। তৎকালে একার্ণব সলিলের আবির্ভাব বশতঃ সর্ব্বপ্রকার প্রাণিই অলক্ষিত হইয়া যায়। মহাসত্ব সকলও অমিতৌজা সর্ব্বাবভু নারায়ণে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

এইরূপে সূর্য্য ও বায়ু বিনষ্ট, এবং আকাশ ও এই দৃশ্যমান বিশ্ব শূন্যে পর্য্যবসিত হইলে, অমিতবিক্রম সনাতন বিষ্ণু সমুদায় শুষ্ক, দগ্ধ ও প্লাবিত করিয়া, পৌরাণরূপ-পরিগ্রহ পূর্ব্বক একাকী শয়ন করিয়া থাকেন। তাঁহার জ্যোতি এরূপ তীক্ষ্ণ যে, প্রলয়কালীন ঘোর গভীর গহন [illegible] তাহা প্রচ্ছাদন করিতে পারে না। যাহা হউক, সেই [illegible] পরমপুরুষ প্রগাঢ় তিমিরগর্ব্ভের অন্তর্লীন-একার্ণব সলিলে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া, যোগমার্গের অনুসরণক্রমে অনেক শত সহস্র ব[illegible]তিবাহিত করেন। যোগপ্রভাবে তিনি গাঢ়তর সন্নিবি[illegible] এবং কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান প্রভাবেই ব্যক্ত বা অব্য[illegible]য় অবগত হইয়া থাকেন। তিনি এক হইতেও [illegible] এবং কোন মতেই কাহারও অনুভূত নহেন। এইরূপে কিয়ৎকাল একার্ণব বিধির অনুসরণ পূর্ব্বক যাপন করিয়া, তিনি এরূপ কাহারেও দেখিতে পাইলেন না, যাহা হইতে পুনর্ব্বার ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে পারে। তাঁহার অগ্রে বা পার্শ্বে সৎ বা অসৎ কোন প্রকার প্রাণিই লক্ষিত হইল না। অধিকন্তু তিনি সমস্তাৎ জ্ঞানচক্ষুঃ বিসারিত করিয়া, ঐরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা কোন দেবতাকে দর্শন করিলেন না।

এইরূপে সমুদায় লোক একার্ণবে পর্য্যবসিত হইয়া, সত্তা-মাত্রপরিশূন্য হইলে, সেই দেবদেব হরি সমগ্র মেদিনী অপার সলিলে প্রচ্ছাদন পূর্ব্বক নারায়ণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর সেই মহাবাহু নারায়ণ রজোগুণ বিক্ষেপ করিয়া, বিরজস্ক হইলেন। পণ্ডিতগণ রজোগুণ[illegible] এই নারায়ণকেই অক্ষয় ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। ইনি অদ্বিতীয় প্রভুশক্তিসম্পন্ন এবং সর্ব্বদাই আত্ম রূপে প্রকাশিত। এই-প্রকার স্বরূপ প্রকাশ বশতঃ তমোগুণ তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে সমর্থ হয় না। তিনি তমোগুণে সত্ত্বগুণ আধান করিয়া, সেখানে সেখানে বিরাজমান হয়েন। মনীষিগণ ইহাঁরে যাথা-তথ্যপর অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান রূপে নির্দ্দেশ করেন। [illegible] ইহাঁকেই রহস্য ও উপনিষদ বলিয়া কল্পনা করি[illegible] ইনিই পরাৎপর যজ্ঞপুরুষ, ইনিই জগতের আ[illegible]। তাঁ[illegible] মহা-পুরুষ এবং ইনিই [illegible] পুরুষোত্তম বলিয়া, বেদ, বেদাঙ্গে, পুরাণে, লোকে[illegible], লোকাচারে ও সমুদায় শাস্ত্রে কীর্ত্তিত ও পূজিত হ[illegible]য়া থাকেন। ইহাঁর সত্তাতেই সংসারের সত্তা, ইহাঁর অধিষ্ঠা[illegible] সংসারের অধিষ্ঠান, ইহাঁর প্রকাশেই সংসারের প্রকাশ এ[illegible] ইহাঁর চেষ্টাতেই সংসারের চেষ্টা। যদি ইনি আনন্দ রূপে, চৈতন্য রূপে, পরম জ্যোতি রূপে এবং নিত্য প্রকাশময় আত্মারূপ চিরদিন না থাকিতেন, তাহা হইলে এই বিশ্ব সংসার আনন্দশূন্য, চৈতন্যশূন্য, প্রকাশশূন্য ও সত্তাশূন্য হইত। যাঁহারা যজ্ঞকর ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিক বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারা সকলেই এই পরমাত্মার প্রসব এবং সকলেই ইহাঁর প্রসাদ ও অনুগ্রহ বলে এরূপ শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হে ভীষ্ম! চরাচরপ্রভু নারায়ণ এইরূপে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া, প্রথমতঃ বাহু হইতে ব্রহ্মাকে, উদ্গাতাকে, হোতাকে ও অধ্বর্য্যুকে সৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর সেই ব্রহ্মরূপী নারায়ণের উদর হইতে ব্রহ্মণাচ্ছংশী, প্রশ্নোতা, মিত্রা বরুণ, পূষা, প্রস্তোতা ও হোতা ইহাঁরা প্রাদুর্ভূত হইলেন। পরে তিনি ভুজ হইতে অচ্ছাবক, পাণিযুগল হইতে অগ্নীধ্র, জানু হইতে মহাত্মা সুব্রহ্মণ্যের সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে জগৎপতি নারায়ণ সমুদায় যজ্ঞের ও ঋত্বিগ্‌গণের এইপ্রকার অনুত্তমা প্রবৃত্তি বিধান করিলেন, তদবধি বেদময় মহাপুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ, সমুদায় দেবতা ও সমুদায় সাঙ্গোপনিষদ্ ক্রিয়া এই নারায়ণময় বলিয়া বিখ্যাত।

হে ভীষ্ম! চরাচরবিধাতা ভগবান্ হরি একার্ণবে শয়ন [illegible] আশ্চর্য্য কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, বলিতেছি, শ্রবণ ক[illegible] যিনি স্বকীয় তেজঃ প্রভাবে চিরজীবী হইয়াছিলেন; যাঁহার তপোবীর্য্যের ও ব্রাহ্[illegible] প্রকৃতির তুলনা নাই, যিনি বহু সহস্রবর্ষ পরমায়ু বশতঃ [illegible] জীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই মহামুনি মার্কণ্ডেয় ব্যতিরেকে [illegible] সকলেই প্রলয় গর্ভে বিনিহিত হইয়াছিলেন। তিনি [illegible] বিবশতঃ অপার একার্ণব সলিলে বিচরণ করিতে করিতে প্রসঙ্গ ক্রমে অনন্তশায়ী ভগবান্ অনন্তের উদর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বিবিধ রাজ্য ও জনপদ সমাকীর্ণ সমগ্র মেদিনীমণ্ডল যাবতীয় জীবজন্তুর সহিত অবাধে সেই বিশাল উদরভাণ্ডে অবস্থিতি করিতেছে; সমুদায় তীর্থ, সমুদায় আশ্রম ও সমুদায় দেবায়তন শোভা পাইতেছে, জপহোম পরায়ণ শান্তপ্রকৃতি তপোধনগণ বিরাজমান হইতেছেন। তিনি

আরও দেখিলেন, শতদ্রু, জাহ্নবী, ভদ্রা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, যমুনা, কৌশিকী, সিন্ধু, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, বিপাশা, গোদাবরী, নলিনী, শুভাবহা, মাতৃভদ্রা, কাবেরী ও কিম্পুনা প্রভৃতি নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, ক্ষীর ও ক্ষার প্রমুখ সরিৎপতি সকল বিবিধ রত্ন ও যাদোগণে পরি[illegible] হইয়া বিরাজ করিতেছে : ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদপাঠ, ক্ষত্রগণ সকল বর্ণের তুষ্টি সম্পাদন, বৈশ্যগণ বিহিত বিধানে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ ও শূদ্রেরা স্বধর্ম্মের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া আছে ; হিমালয়, গন্ধমাদন, হেমকূট, মন্দর, নীল, মেরু, মহে[illegible]ন্দ্র ও মলয় প্রভৃতি ভূধর সমস্ত শোভা পাইতেছে; নানাবিধ অরণ্য[illegible]নী সিংহ, ব্যাঘ্র ও গজেন্দ্র প্রভৃতি জন্তুগ[illegible] পরিপূর্ণ ও বিবিধ ল[illegible]তাপাদপে পরিবেষ্টিত হইয়া [illegible] অধিষ্ঠিত রহিয়াছে ; স্বর্গ হইতে ব্রহ্মাদি সমুদায় [illegible]ব-ষ্ঠান করিতেছে ; ইন্দ্[illegible] যাবতীয় জ্যোতির্ম্মণ্ড[illegible]পর্ণাদি যাবতীয় নাগ চক্র[illegible] রুদ্রাদি যাবতীয় তেজস্বিবর্গ শোভা পাইতেছেন ; [illegible], নাগ, বসু, যক্ষ, কিন্নর, তপস্বী, গন্ধর্ব্ব এবং কালেয়[illegible] দৈত্য দানবগণ স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে। ফলতঃ; [illegible]লোক মধ্যে যাহা যাহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তৎসমস্তই তিনি সেই মহাত্মার সুগভীর কুক্ষি-দেশে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মার্কণ্ডেয় শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার বক্ত্র হইতে বিনির্গত হইলেন। বিনির্গত হইয়া দেখিলেন, সমুদয় সংসার একার্ণব জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। একমাত্র সনাতন বিষ্ণু গাঢ় তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার আকার পর্ব্বতের ন্যায়, রূপ জীমূতের ন্যায়, তেজঃ ভাস্করের ন্যায়। এবং গাম্ভীর্য্য অপার ও অসীম। অধিক কি,

তিনি মূর্ত্তিমান বিভা সহস্র অথবা সমুদিত চন্দ্রমার ন্যায় সলিলোপরি শোভমান হইতেছেন। মহামনাঃ মার্কণ্ডেয় ঈদৃশ দিব্যরূপ সম্পন্ন দিব্যদেহ দেবতাকে দর্শন করিয়া, হর্ষবিস্ময়বশে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। এবং পুনরায় তাঁহার কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া পুনরায় দেখিলেন, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় সংসার সেই বিশাল কুক্ষিতে অবাধে অধিষ্ঠান করিতেছে। দর্শনমাত্র তাঁহার বিস্ময় সাগর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি এইপ্রকার বিস্ময়-ভরে আক্রান্ত হইয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? তিনি আর বার ভাবিলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখি-তেছি।

[illegible] হউক, মহাত্মা মার্কণ্ডেয় এইরূপে জগৎ নিরীক্ষণ [illegible]র উদরমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শত স[illegible]বৎসর ভ্রমণ করিয়াও [illegible]হার অন্ত প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না। কেবল অনবরত ধ[illegible] হইতে লাগিলেন। অনন্তর কোন সময়ে বায়ুবেগে [illegible]ন বিবর হইতে সহসা বিনির্গত হইয়া দেখিলেন [illegible] বালক ন্যগ্রোধশাখায় শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার [illegible]কি একার্ণবমাত্র। এবং স্বরূপ নিতান্ত অব্যক্ত। তিনি সর্ব্বভূতবিবর্জ্জিত লোকমধ্যে নীহারাবৃত অম্বরে একাকী ক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহার শরীরবিনিঃসৃত শান্তিময়ী প্রতিভায় একার্ণবসলিলের অভিনব রাগ সমুৎপন্ন হইয়াছে। অমিতদ্যুতি মার্কণ্ডেয় পরমবিস্ময়া-বিষ্ট ও নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহারে দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বালকবেশধারী মহাপুরুষের অত্যাদিত্য অনুপম বিভায় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি

অভিহত হইয়া গেল! তিনি আর দর্শন করিতে পারিলেন না। দেব মায়ায় শঙ্কিত হইয়া, সেই অগাধ সলিল আশ্রয় পূর্ব্বক কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! মহামনাঃ মার্কণ্ডেয় এইরূপ সন্তপ্ত লোচনে অগাধ সলিলে মগ্ন হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ জন্য ক্রমে ক্রমে নিতান্ত আর্ত্ত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে সেই বাল যোগবান্ মহাপুরুষ [illegible] গম্ভীর নিস্বনে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত করিয়া, মধুর ও প্রশান্তবাক্যে কহিলেন, বৎস! ভীত হইও না; তোমার ভয়ের বিষয় কিছুই নাই। তুমি আমার নিকটে আইস।

হে কুরুবর্য্য! মহামতি মার্কণ্ডেয় নিতান্ত শ্রমপীড়িত হইয়াছিলেন! তাহাতে আবার বালকের মুখে এই প্রকার প্রগল্‌ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষভরে একান্ত কষায়িত [illegible] উঠিলেন। কহিলেন, এই পরম নিষ্ঠুর বালক [illegible] বয়স দিব্যসহস্র বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে; তথা[illegible] আমার নাম কীর্ত্তন করিতে[illegible], দেবগণও আমার নাম কীর্ত্তন সমুচিত বলিয়া বিবে[illegible]কেন, না। বলিতে কি, আমি জরাগ্রস্ত হইলেও, স্বয়ং দেব[illegible] আমারে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন! তুমি কে? অদ্য তোমার আয়ু ক্ষীণ হইয়াছে; সেই জন্যই মোহাভিভূত হইয়া, আমাকে মার্কণ্ডেয় বলিয়া আহ্বান পূর্ব্বক মৃত্যুমুখ দর্শনে সমুদ্যত হইয়াছ। তুমি জান না, আমি পূর্ব্বাপর সর্ব্বপ্রকার তীব্রতর তপস্যাই আশ্রয় করিয়াছি। আমার প্রভাবের পরিসীমা নাই। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় সংসার আমার উপাসনা করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! অনন্ত বীর্য্য অনন্তশক্তি মধুসূদন তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, পুনরায় তাঁহারে মার্কণ্ডেয় বলিয়া সম্বোধন করি-

লেন। তাহাতে সেই মহামুনি অধিকতর রোষাবিষ্ট হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ মধুসূদন তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া, পুনরায় সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন, বৎস! আমি পুরাণপুরুষ হৃষীকেশ, আমি তো[illegible] পিতামহ এবং আমিই তোমারে বর্ষ সহস্র আয়ু প্রদান করিয়াছি। তুমি কি জন্য আমার কথায় কর্ণপাত বা আমার নিকটে আগমন করিতেছ না? তোমার পিতা মহাত্মা অঙ্গিরা পুত্রকামনাবশম্বদ হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান সহকারে পূর্ব্বে আমার আরাধনা এবং মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি সেই অমিতৌজাঃ মহর্ষির ঘোরতর [illegible]পঃ সমাধি সন্দর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছিলাম; হে মহাতপা! [illegible] অভিলাষ, বল। তাহাতে তিনি চিরজীবী পুত্র-রত্ন [illegible] করিলেন। আমিও তাঁহারে অভিলষিত বর দান করিলা[illegible] সেই বরপ্রভাবেই তুমি [illegible] মার্কণ্ডেয় রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

ভগবান্ মধুসূদন এই প্রকার [illegible] মার্কণ্ডেয়ের জ্ঞান-ও বুদ্ধিশক্তি যেন পুনরুজ্জীবিত [illegible]। তিনি পূর্ব্বা-পরপর্য্যালোচনাপূর্ব্বক পরম হৃষ্ট[illegible]কান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর উৎফুল্ললোচনে তদীয় রক্ততলপ্রতিষ্ঠিত চরণ-কমল অবনত মস্তকে ধারণ ও কৃতাঞ্জলিপুটে সবিশেষ বন্দনা পূর্ব্বক সানুনয় বাক্যে বলিতে লাগিলেন, অহো! আমার কি সৌভাগ্য! অদ্য আমি দেবাদিদেব সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ কমল-লোচনকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিলাম। হে অনাদে! পিতামহ প্রমুখ অমরগণও সবিশেষ যোগবিধির অনুসরণ করিয়া, যাঁহাকে দেখিতে পারেন না, অদ্য সেই তুমি আমার নয়ন-

পথে সমুদিত হইলে, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? হে অনঘ! এক্ষণে তোমার এই অদ্ভুত মায়া ও তোমারে জানিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। হে অনন্তশক্তে! হে পরমাত্মন্! আমি তোমার আস্যবিবরসহযোগে বিশাল উদরভাণ্ডে প্রবেশ করিয়া জঠর-মধ্যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় সংসার এবং দৈব দানব, যক্ষ, রক্ষ ও পন্নগপ্রভৃতি সমুদায় লোক ও সমুদায় জাতি অবলোকন করিলাম। কিন্তু তোমার মায়া কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলাম না। তোমারই অসীম অনুগ্রহে আমার স্মৃতি তিরোহিত হয় নাই। আমি তৎপ্রভাবে সমুদায়, সম্মুখ-স্থিতের ন্যায়, দর্শন করিতেছি। এবং কিছুমাত্র বিনির্ণয় করিতে না পারিয়া, কেবল অসীম বিস্ময়সাগরে [illegible] নিমগ্ন হইতেছি। বিভো! আমি তোমার সুবিশাল [illegible] প্রবেশ করিয়া, পুনরায় [illegible] বহির্গত হইয়াছি, তাই তোমার অননুভাব্য ইচ্ছা [illegible] সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমার [illegible] তুমি কি জন্য ঈদৃশী মহীয়সী মায়া অবলম্বন করিয়া [illegible] এই গভীর প্রদেশে অবস্থান করিতেছ? কি জন্য স[illegible] জগৎ তোমার জঠরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছে? হে দেবেশ! তুমি কতকালই বা এইরূপে অবস্থান করিবে? সমুদায় সবিশেষ অবগত হইতে আমার সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে।

ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ মার্কণ্ডেয়ের জ্ঞানরাশি বিবর্দ্ধিত করিয়া কহিলেন, আমি ভুজগগণের মধ্যে শেষ ও বিহঙ্গমগণের মধ্যে গরুড়; আমি সর্ব্বভূতের কলিসংজ্ঞক কতান্ত; আমি সাংখ্য, আমি যোগ, আমি তাহার পরম পদ;